كَشْفُ الْمُبْهَمِ

عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وألْجَمَاعَةِ

(কাশফুল মুবহাম
আলা দও'ই আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত)

(আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'তের আলোকে জটিল বিষয়ের সমাধান

পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত সংস্করন
০১ ফেব্রুয়ারী,২০২১, সোমবার
১৮ মাঘ, ১৪২৭, সোমবার
১৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪২, সোমবার

১ম খন্ড

প্রণেতাঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল হক
কামিল (হাদিস, আদব) মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা,
এম, এ (ইসলামি শিক্ষা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
এম, এড, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি।

(কাশফুল মুবহাম গ্রন্থের সূচীপত্রের বর্ণনাঃ -পৃষ্ঠা নং-০৭ থেকে পৃষ্ঠা নং-১২ পর্যন্ত)

বিষয়ঃ-“উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের ইসলামী সঠিক সমাধানের পদ্ধতি” প্রসঙ্গে আলোচনা।
উদ্দেশ্যঃ-মুসলিম মানুষগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করণ।

সূচনাঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাত ওয়াসসালামু আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদির রাসুলিল্লাহি ওয়া আলা’ আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাই’ন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ । মহান আল্লাহ তাআ’লার প্রতি অসংখ্য প্রশংসা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর অগণিত দরূদ ও সালাম প্রেরণের পর অত্র গ্রন্থ প্রণয়নে হাত দিলাম। মহান আল্লাহ তাআ’লাই তৌফিক দাতা। মুসলিম উম্মার অনেক সম্মাণিত জ্ঞানী-গুণী মনীষীবৃন্দ মুসলিম মানুষের জ্ঞানরাজ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করবার জন্য এ রকম অনেক অনেক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন।
অমার এ গ্রন্থখানাও এ পথের জন্য একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। এ গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে “মুসলিম উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের ইসলামী সঠিক সমাধানের পদ্ধতি” প্রসঙ্গে আলোচনা। এতদুদ্দেশ্যে সঠিক ও নিরপেক্ষ সমাধানের মানসেই এ গ্রন্থ রচনার শুভ কার্যে নিজেকে নিবেদিত করলাম। যেহেতু এ গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে “মুসলিম উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের ইসলামী সঠিক সমাধানের পদ্ধতি” প্রসঙ্গে আলোচনা সেহেতু সেই দৃষ্টিকোন থেকে গ্রন্থটির নাম- **"كَشْفُ الْمُبْهَمِ عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وأَلْجَمَاعَةِ"** (কাশফুল মুবহাম আলা দও’ই আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ’ত) “আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ’তের আলোকে জটিল বিষয়ের সমাধান”।

গ্রন্থখানা রচনায় উৎসাহ-উদ্দীপনায় আছেনঃ
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আমার সহধর্মিনী/ স্ত্রী তাসলিমা বেগম(মরহুমা/পরলোকগত- ইনতিকাল দিবস ও তারিখঃ ২৯ মার্চ, ২০১৯ খ্রীশটাব্দ, ২২ রজব, ১৪৪০ হিজরী, ১৪ চৈত্র,২০২৫ বাংলা, রোজ শুক্রবার, বেলা প্রায় সকাল ৯টা) আমাকে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে এমনভাবে প্রস্তুত করলেন যার ফলশ্রুতিতে মহান আলালাহ তাআ’লার পক্ষ হতে আমার কলব বা অন্তরে সৃষ্ট এক স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে তিনি আমার পার্শ্বে থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়েই অত্র গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন। কিন্তু দু:খ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, **كَشْفُ الْمُبْهَمِ"** (কাশফুল মুবহাম) নামক কিতাব বা গ্রন্থটি প্রকাশনার পুর্বেই তিনি ইনতিকাল করেছেন (**إِنَّا لِلّٰهِ و إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ**) । আমি তাঁর বিদেহী আত্নার রহমত ও মাগফিরাত এবং জান্নাত কামনার জন্য সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি সবিনয় আবেদন করছি এবং আমিও তাঁর প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিদেহী আত্নার রহমত ও মাগফিরাত কামনায় এই কিতাব বা গ্রন্থটি উৎসর্গ করে তাঁর জন্য জান্নাত কামনা করছি। আমীন! আল্লাহুম্মা আমিন।

أللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ و آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ

কিতাব বা গ্রন্থ রচনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ
প্রতিদিন আমি এই কিতাব বা গ্রন্থটি লিখতে বসার পূর্বে আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামার উপর কয়েক মর্তবা দরূদ-সালাম পরে আল্লাহ তাআ’লার নিকট এই বলে দুআ’ করি যে, হে আল্লাহ তাআ’লা! এই গ্রন্থটিতে কোন সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করার থাকলে তা আমার অন্তরে ইলহাম করে দিন এবং সেই অনূযায়ী তা লিখবার তাওফীক দিন। আমার দুআ’র ফলশ্রুতিতে আমার মনে হল যেন মহান আল্লাহ তাআ’লা তিনি তাঁর অপরিসীম দয়া-কৃপা ও মেহের বাণীতে আমার দুআ’ কবুল করেছেন। আমার দুআ’ কবুল হওয়ার নিদর্শনএই যে, এই কিতাব বা গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট আলিম-উলামার লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামার লিখিত কোন গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়নি বরং " **خَيْرُ   الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা

গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম হিসেবে শধু পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের উপর নির্ভর হয়েই এই কিতাব বা গ্রন্থখানা রচনা করেছি। এই কিতাব বা গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হাদিস শরীফের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে বিধায় প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে কোন কিছু **(বিষয়, কাজ ও ব্যাপার)** গ্রহণ বা বর্জনের জন্য যেমন **أُصُوْلٌ** **বা মূলনীতি** হিসেবে গণ্য তেমনিভাবে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম মানুষের বেলায় কোন বিষয় প্রমাণে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহারের জন্য **Reference** (রেফারেন্স) তথা **Formula**(ফর্মূলা)-**সূত্র ও তথ্যনির্দেশ** হিসেবে গণ্য। এই কিতাব বা গ্রন্থখানা কোন ওয়াজ-নসিহতের গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার হবেনা। বর্তমান কিতাব বা গ্রন্থটি ১ম খন্ড হিসেবে অভিহিত হবে। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ওয়াজ-নসিহতসম্বলিত ২য় খন্ড প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। মহান আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা। এখানে একটি কথা বলে নিতে চাই যে, আমার লিখিত **"كَشْفُ الْمُبْهِمِ عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وأَلْجَمَاعَةِ" "কাশফুল মুবহাম" আলা দও'ই আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত (আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'তের আলোকে "জটিল বিষয়ের সমাধান")** নামক কিতাব বা গ্রন্থখানা বিনামূল্যে বিতরনের উদ্দেশ্য থাকায়, বহুল বিক্রয়ের পরিকল্পনা না থাকায় বিভিন্ন জ্ঞাণীগুণী মহান ব্যাক্তিদের কোন অভিমত এই কিতাব বা গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়নি।

<u>কিতাব বা গ্রন্থখানা রচনায় তত্ত-উপাত্ত, তথ্য সংগ্রহে আছেনঃ</u>**
এই গ্রন্থটির রচনার কার্যে **হাদিস শরীফের দূর্লভ গ্রন্থসমূহ**>>যেমন

১. মুসান্নাফু আবি শায়বা (জন্ম-ইনতিকাল-১০৯-২৩৫ হিজরী)
২. মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক (জন্ম-ইনতিকাল-১২৬-২১১ হিজরী)
৩. মুসনাদুল হুমাইদি শরীফ(জন্ম-ইনতিকাল-১৫৮-২১৯ হিজরী,মক্কা শরীফ),
৪. মুসনাদু আহমাদ শরীফ (জন্ম-ইনতিকাল-১৬৪-২৪১ হিজরী)
৫. মুসনাদু আবু ইআ'লা(জন্ম-২১০ হিজরী-ইনিকাল-৩০৭ হিজরী)
৬. আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ (জন্ম-ইনতিকাল-২৬০-৩৬০)
৭. আল আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ (জন্ম-ইনতিকাল-২৬০-৩৬০ হিজরী)
৮. সুননে দারেমি শরীফ- প্রণেতার নাম-অব্দল্লাহ বিন আব্দুর রহমান,(জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী)
৯. মুসনাদু আবু আওয়ানাহ শরীফ, ইয়া'কুব বিন ইসহাক আসফারায়ি(জন্ম-ইনতিকালঃ ০০-৩১৬ হিজরী, নিশাপুরী)
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
০০০০. বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ)<<গবেষণা করে বিভিন্ন তত্ত-উপাত্ত, তথ্য ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল বিপুল সংখ্যক হাদিস শরীফসমূহ সংগ্রহ করে দিয়েছন আমারই ছোট ভাই (যমজ)মাওলানা **মোঃ কামরুল হক,** পিতাঃ-মোঃ মোহর

আলী প্রধান **সাবেক অধ্যক্ষ** (ভারপ্রাপ্ত), সোনারগাঁ জি,আর ইনষ্টিটিউশন স্কুল এন্ড কলেজ, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, **সাবেক প্রধান শিক্ষক**, দেওভোগ হাজী উজির আলী উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, নারায়ণগঞ্জ, **সাবেক প্রধান শিক্ষক**,পাঁচগাঁও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইলঃ **০১৯১১৪২০৮**

হাদিস শরীফের দূর্লভ গ্রন্থসমূহ সংগ্রহে আর্থিক সহযোতিায় আছেনঃ
জনাব **ডাঃ মোঃ আফতাব উদ্দিন,** এম.বি,বি.এস, পিতাঃ-মোঃ আলমাছ আলী, রেলী আবাসিক এলাকা, ৬৪৬, উইলসন রোড, পোঃ- বন্দর, উপজেলাঃ- বন্দর, জেলাঃ- নারায়ণগঞ্জ।

কিতাব বা গ্রন্থখানার পরিমার্জনা ও সমীক্ষার কাজটি করেছেনঃ এই গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত দেখেছেন এবং পরিমার্জনা ও সমীক্ষার কাজটি করেছেন **মাওঃ মুহাম্মদ আবু তালেব মিয়া,** এম.এম/এম.এ, পিতাঃ- মুহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া, সিনিয়র শিক্ষক ও হেড মাওলানা, ডগাইর রুস্তম আলী উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রামঃ- ডগাইর পূর্ব পাড়া, ডাকঘরঃ- সারুলিয়া, থানাঃ-ডেমরা, জেলাঃ-ঢাকা।

কিতাব বা গ্রন্থখানা প্রকাশনার জন্য আর্থিক সহযোতিায় আছেনঃ
জনাব **মোঃ আতাউর রহমান** (সেলিম), ধর্মীয় শিক্ষক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পিতাঃ-মোঃ ইয়াছিন সিকদার, গ্রামঃ- ভবের চর, পোঃ-ভবের চর, উপজেলাঃ-গজারিয়া, জেলাঃ-মুন্সীগঞ্জ।

কিতাব বা গ্রন্থখানা কম্পিউটারে কম্পোজ করেছেনঃ
গ্রন্থ প্রণেতাঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল হক,এম.এম/এম.এ স্বয়ং নিজেই। মোবাইলঃ **০১৯১১৭৫০৬২৭।**

কিতাব বা গ্রন্থখানার পুনর্বিন্যাসের কাজটি করেছেনঃ
জনাব **মোঃ ফেহাদ হোসেন (হিমন),** সি.এ (সি. সি), বি. বি. এ (ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) পিতাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, গ্রামঃ-গোবিন্দপুর, পোঃ-সাবদি বাজার, উপজেলাঃ-সোনার গাঁও, জেলাঃ-নারায়ণগঞ্জ।

গ্রন্থখানার রিভিউ তথা পুনর্বিবেচনার কাজটি করেছেনঃ
গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের রিভিউ তথা পুনর্বিবেচনার কাজটি করেছেন জনাব মাওলানা **মুফতী মোঃ মহিউদ্দিন,** আরবী প্রভাষক, বন্দর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

এ গ্রন্থটি পড়ার জন্য
مَرْكَزُ الْأَبْحَاثِ الإسلامِيَّةِ بَيْتُ الْعِلِّيِّيْنَ
Baitulilliyeen Islamic Research Center
বাইতুলইল্লিয়িন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র
أَهْلُ السُّنَّة وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)সম্পর্কীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) চরগোয়ালদী(মেঘনা নদীর পাড়), মঙ্গলেরগাঁও, সোনারগাঁও,নারায়ণগঞ্জ,মোবাইলঃ**01911750627**,এরওয়েবসাইট www.baitulilliyeen.com **+** www.baitulilliyeen.net দেখার জন্য সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল। এই কিতাব বা গন্থের যে কোন অংশ বা বিশেষ বর্ণনা কিতাব বা গ্রন্থের নাম এবং কিতাব বা গন্থের লিখকের নাম উল্লেখ করে যে কোন পাঠক কোন বিষয় প্রমাণে বা উদাহরণ দিতে গিয়ে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এতে কিতাব বা গ্রন্থ প্রণেতার কোন আপত্তি নেই।

তাছাড়া, আমার থেকে অনুমতি নিয়ে উৎসুক কোন মুসলিম এই কিতাব বা গ্রন্থটি বহুল প্রচারের মানসে প্রেসে প্রিন্ট করে বই আকারে বাঁধাই করে বিক্রয় করতে চান তা হলে তিনি আমার ওয়েবসাইট www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net এ মেনু বারের(Menubar) Contact Us নামে মেনুতে (Menu) Click করে Openকৃত Contact Us নামে Pageটিতে অথবা Website এ প্রদত্ত Registration Form যথাযথ পূরণ করে Comments এর ঘরটিতে আপনার আগ্রহ ব্যক্ত করে আপনার সমস্ত বিবরণ লিখে আমার থেকে অনুমতি নিয়ে কিতাব বা গ্রন্থটি প্রেসে প্রিন্ট করে বই আকারে বাঁধাই করে শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় করতে পারবেন।
পরিশেষে সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, যদি অত্র গ্রন্থের যে কোন ভুল আপনাদের নিকট পরিলক্ষিত হয় বা আমার যে কোন মতামত আপনাদের নিকট দূর্বোধ্য বলে বিবেচিত হয় বা যে কোন ত্রুটি আপনাদের দৃষ্টি গোচর হয় তবে আপনি www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net নামে আমার ওয়েব সাইটির মেনু বারের(Menubar) Contact Us নামে মেনুতে (Menu) Click করে Openকৃত Contact Us নামে Pageটিতে আপনার মতামত লিখে আমাকে অবহিত করলে বা যে কোন সু-পরামর্শ জানালে আমি উহা সাদরে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে বা উপরে বর্ণিত ওয়েব সাইটে পরিমার্জন সহকারে প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আমার এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলোর আলোচনা যদি মুসলিম জাতির সামান্যতম উপকারে আসে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

হে মহান আল্লাহু তাআ'লা! আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আপনি আমার এ গ্রন্থটি কবুল করুন, এর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে দিন, মুসলিম জাতির কল্যাণ করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এ কিতাব বা গ্রন্থখানা আমার সফলতা এবং অমার পরিবারবর্গ, আপনজনসহ শুভাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব সকলের বেহেস্তে প্রবেশের এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় করে দিন। আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন। মহান আল্লাহু তাআ'লা তাওফিক দাতা।

<<সুচিপত্র>>

কাশফুল মুবহাম গ্রন্থে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর সূচীঃ

(ক) কিতাব বা গ্রন্থের নাম---পৃষ্ঠা নং-**১**

(গ) কিতাব বা গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও কিতাব বা গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এবং কিতাব বা গ্রন্থের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সুধীবৃন্দের নাম --পৃষ্ঠা নং-**০৩** থেকে পৃষ্ঠা নং-**০৬** পর্যন্ত।

(খ) কাশফুল মুবহাম গ্রন্থের বিস্তারিত সূচীপত্রের বর্ণনা----------------------পৃষ্ঠা নং-**০৭** থেকে পৃষ্ঠা নং-**১২** পর্যন্ত।

(ঘ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গ--পৃষ্ঠা নং-**১৩**

(ঙ) "**خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর মুসলিম জাতির মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানঃ ------------------------পৃষ্ঠা নং-**১৮**

"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী সম্পর্কীয় সূচীপত্রঃ

(১নং). "**خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী এবং কেন?- পৃষ্ঠা নং -২০

(২নং). **اَلْحِجَابُ** **(হিজাব)বা পর্দা** সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও **اَلْحِجَابُ** **(হিজাব) বা পর্দার** ফরজ হওয়ার প্রেক্ষাপট--পৃষ্ঠা নং-**৪৬**

(৩নং) **اَلْحِجَابُ** (হিজাব)বা পর্দার ও **اَلسِتْرُ** (সিতর) বা ঢেকে রাখার প্রকৃত বিধানঃ-----------------পৃষ্ঠা নং-**৪৮**

(৪নং) **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা প্রসঙ্গ বা **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পদ্ধতি---পৃষ্ঠা নং-**৫৪**

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসম্পর্কীয় বিস্তারিত সূচীপত্রঃ

(১নং). **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী কি এবং কেন? --------------------পৃষ্ঠা নং-**৮৭**

(২নং) **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাঃ--পৃষ্ঠা নং-**১২০**

(৩নং). **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" কিভাবে " **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে তার পদ্ধতিঃ--পৃষ্ঠা নং--**১৪০**

(৪নং) বর্তমান কালের "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনির) সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের কতগুলো চিহ্ন ও গুণাবলীঃ --পৃষ্ঠা নং- **১৪৫**

(৫নং) মুমিন-মুসলিম হওয়ার সার্টিফিকেট বা সনদ এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদঃ------পৃষ্ঠা নং-**১৪৮**

(৬নং) "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ অর্জন করার পদ্ধতিঃ---পৃষ্ঠা নং-**১৫১**

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলসম্পর্কীয় বিস্তারিত সূচীপত্রঃ

مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (মা'রিফাতু আহলিচ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত): আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত এর পরিচয় সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা :- ---পৃষ্ঠা নং-**১৫৩**

(১নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল- জামাআ'ত): আহলুসসুন্নাহ ওআল -জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ :--পৃষ্ঠা নং-**১৬১**

(২নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা: ---পৃষ্ঠা নং-**১৭২**

(৩নং). " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না, ছুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৩)এর ব্যাখ্যা---------------পৃষ্ঠা নং-**১৮২**

(৪নং). الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাঃ --পৃষ্ঠা নং-**১৮৮**

(৫নং). الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগকারীর অশুভ পরিণতি এবং অবস্থাঃ --পৃষ্ঠা নং-**১৯১**

(৬নং).ألجماعة (আল-জামাআ'ত) নামে তথা **أهل السنة و ألجماعة** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনাঃ---পৃষ্ঠা নং-**২০৪**

(৭নং).لزوم أهل السنة و الجماعة والإعتصام بهَا (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির সাথে লেগে থাকা সম্পর্কে আলোচনাঃ---পৃষ্ঠা নং-**২১৪**

(৮নং). الْجَمَاعَةِ(আল-আল-জামাআ'ত)তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনূসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেনঃ ---পৃষ্ঠা নং-**২১৯**

(৯নং). ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য এবং " **الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটঃ-----------পৃষ্ঠা নং-**২২৪**

(১০নং). "الْجَمَاعَةُ" "(আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি পালন করার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ---পৃষ্ঠা নং-**২৩১**

<<০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের বিস্তারিত সূচীপত্র>>

আলেম-উলামাদের মধ্যে মতবিরোধের কারন সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনা>-----------------------পৃষ্ঠা নং-**২৩৪**

(১নং) মতবিরোধের কারণ> সীমাবদ্ধ সিলেবাসভুক্ত (**نِصَا بٌ**-নিসাবভুক্ত)আলিম হওয়াঃ-----------------পৃষ্ঠা-**২৩৮**

(ক) اَلتَّنَازُع তথা মতবিরোধ **>>(খ) (اَلْاِخْتِلَافُ)** তথা মতপার্থক্যতাঃ **>>** ------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৩৯**

(গ)>> (اَلْاِجْتِهَادُ) তথা গবেষণা**>>(ঘ) قِيَاسِ** তথা তুলনা বা অনুমানঃ --------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৪২**

(২নং) মতবিরোধের কারণ> মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা---------------------পৃষ্ঠা-**২৪৪**

(৩নং) মতবিরোধের কারণ> মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকাঃ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাঃ --পৃষ্ঠা নং-**২৪৫**

(ক) সঙ্কর জাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিম মানুষ কোন টি ও কাকে বলে----------------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৪৬**

(খ) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণের **অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের চিহ্ন ও লক্ষণ ।---পৃষ্ঠা নং-**২৪৭**

(গ) সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণঃ-----------------পৃষ্ঠা নং- **২৫০**

(ঘ)শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে মতামত, রায় এবং ফতওয়াঃ ---পৃষ্ঠা নং **-২৫৩**

(ঙ) বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার অতীত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কারণঃ--------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৫৭**

(চ) বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বর্তমান সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কারণঃ-------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৬০**

(৪নং) মতবিরোধের কারণ >> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণকে **إِحْسَا نٍ (ইহসান)** তথা সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন না করা---------------পৃষ্ঠা নং-**২৬৫**

(ক) কবর ও মাযার যিয়ারত প্রসঙ্গ : ---পৃষ্ঠা নং-**২৬৭**

(খ) কবরবাসীগণ কবরে বা আলমে বরযখে জীবিতঃ---পৃষ্ঠা নং-**২৬৯**

(গ) কবর ও কবরসম্পর্কীয় মাযার যিয়ারত করার উপকারিতাঃ------------------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৭০**

(ঘ) মৃতব্রক্তির বা কবরবাসীদের শবন শক্তি বিষয়ে পর্যালোচনাঃ-----------------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৭১**

(৬নং)মতবিরোধের কারণ> "মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللّٰهُ)** সম্পর্কে অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি আইনগত নাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা: --------------------------পৃষ্ঠা নং-**২৭৯**

(ক) জায়িয ও মুবাহ নির্ধারণ করার মূলনীতিঃ ---পৃষ্ঠা নং-**২৯৩**

(খ) হালাল ও হারাম নির্ধারণের নীতিমালাঃ ---পৃষ্ঠা নং-**২৯৮**

<<০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিলবিষয়গুলোর বিস্তারিত সূচীপত্র>>

(ক) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা: ------
--পৃষ্ঠানং-**৩০৪**

(খ) "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**" (" ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ঃ---পৃষ্ঠানং-**৩০৬**

(গ) প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহের নামঃ-------------------পৃষ্ঠা নং-**৩১১**

(ঘ) প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের তাবেইন এবং তাবে'-তাবেই'নদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ------------পৃষ্ঠা নং- **৩১৩**

(১নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়>> " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে ভুমিকা ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়----
--পৃষ্ঠা নং-**৩২০**

(ক) "**بِدْعَةُ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ---------------------------------পৃষ্ঠা নং-**৩৩১**

(খ) হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের **আরবী ব্যাকরণিক** শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থঃ---পৃষ্ঠা নং-**৩৩৩**

(গ) " **إِحْدَاثٌ**" শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় এবং **" فِى "** হরফু জার যোগ অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ"** শব্দের অর্থের পার্থক্যঃ---পৃষ্ঠা নং-**৩৩৪**

(ঘ) **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা এবং) **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের আরবী অলংকারিক বিশ্লেষণমূলক অর্থঃ---------
---পৃষ্ঠা নং-**৩৩৬**

(ঙ) "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ** " (ইলমুল বালাগাতি) তথা "অলংকার শাস্ত্রের" পরিভাষায় " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) এবং **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের অবস্থানঃ---পৃষ্ঠা নং-**৩৩৯**

(চ) "**بِدْعَةٌ**" শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ এবং অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ-------------পৃষ্ঠা নং -**৩৪৩**

(ছ) সুত্রভিত্তিক চারটি সুক্ষ পদ্ধতিতে **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থের আলোচনা --------------------পৃষ্ঠা নং-**৩৪৬**

(২নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রসঙ্গ---পৃষ্ঠা নং-**৩৫৮**

(৩নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাঃ--পৃষ্ঠা নং-**৩৭০**

(৪নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" সম্পর্কে আলোচনা --পৃষ্ঠা নং-**৩৮৮**

(৫নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাত) তথা "প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ" সম্পর্কে আলোচনা --পৃষ্ঠা-নং-**৪০৫**

(৬নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দোয়া-মুনাজাতে) "**وَسِيْلَةٌ (ওআছিলা)** তথা "মাধ্যম" অবলম্বন করা সম্পর্কে আলোচনা---পৃষ্ঠা নং-**৪২৮**

(৭) গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়> وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আন্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত **عَالِمٌ(আলিম)** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ---পৃষ্ঠা নং-**৪৩৭**

(৮) গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়> আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রসঙ্গ---পৃষ্ঠা নং-**৪৪৯**

<<সাধারণ সুচিপত্র>>

(৯নং) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা--পৃষ্ঠা নং-**৪৯৩**

(ক) إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্যের উৎপত্তি, অর্থ, ভাব ও মর্মঃ------------------------------পৃষ্ঠা নং-**৪৯৫**

(খ) إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের উৎপত্তি, অর্থ, ভাব ও মর্মঃ-----------------------পৃষ্ঠা নং-**৪৯৯**

(১০নং) اَلتَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনাঃ--------------------পৃষ্ঠা নং-**৫৩৮**

(ক) اَلْإِسْتِغْفَارُ(ইস্তিগফার)তথা ক্ষমা প্রার্থনাঃ--পৃষ্ঠা নং-**৫৪৬**

(খ) شِرْكٌ(শিরক)তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করাঃ--------------------------পৃষ্ঠা নং-**৫৪৭**

(গ) **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি)তথা আল্লাহর স্মরণ প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনাঃ---------------------------পৃষ্ঠা নং-**৫৫৭**

(১১নং) **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (আল-হাদিস শরীফ) ও **اَلْفِقْه** (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করনের পদ্ধতি ও সুচনাকাল প্রসঙ্গ---পৃষ্ঠা নং-**৫৭৮**

(ক) **اَلْفِقْهُ** (আল ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্রের** উৎপত্তিঃ--**৫৮৯**

(খ) প্রচলিত চার মাযহাবের সম্মাণিত চার ইমামের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ-----------------------পৃষ্ঠা নং-**৬২৭**

(গ তৃতীয় শতাব্দীর সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ---পৃষ্ঠা নং-**৬৩১**

(ঘ) **اَلْفِقْهُ** **(আল ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ-(প্রথম ধাপ) ---------------------পৃষ্ঠা নং-**৬৩২**
(Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারার বর্ননা)

(ঘ) **اَلْفِقْهُ** **(আল ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ-(দ্বিতীয় ধাপ) ------------------ পৃষ্ঠা নং-**৬৪৮**

(ঘ) **اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ** (আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল-বানোয়াট হাদিস প্রসঙ্গঃ----------------পৃষ্ঠা নং-**৬৮২**

(১২নং) বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা **اَلْفِقْهِى**-আল ফিকহী জীবন গঠন পদ্ধতিঃ---------------- পৃষ্ঠা নং-**৬৮৯**

(১৩ নং) **شَرِيْعَةٌ** (শরীয়ত) প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা।

সূচিপত্র সমাপ্ত

আমি এ গ্রন্থে
(১) সর্বপ্রথম ৯ ও ১০ নং পৃষ্ঠাতে সূচীপত্রে উপস্থাপিত মতবিরোধের কারণসমূহের ব্যাখ্যা করব।
(২) তারপর ১০ ও ১১ নং পৃষ্ঠাতে সূচীপত্রে উপস্থাপিত জটিল বিষয়গুলোর ক্রমিক অনুসারে সমাধান পদ্ধতি বর্ণনা করব।
(৩) সর্বশেষে ১১ নং পৃষ্ঠাতে সূচীপত্রে উপস্থাপিত জটিল বিষয়গুলোর ইসলামিক সঠিক সমাধানের ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা।
(৪) ১৩ নং পৃষ্ঠাতে সর্বপ্রথম একটি **"গুরুত্বপূর্ণ বিষয়"** নিয়ে আলোচনা করব। তারপর "মতবিরোধের কারণসমূহ, জটিল বিষয়গুলোর সমাধান পদ্ধতি ও জটিল বিষয়গুলোর ইসলামিক সঠিক সমাধান" নামক মূল আলোচনায় আসব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা।
উপরের ক্রমিক নাম্বার অনুসারে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বর্ণিত বিষয়গুলো অধ্যয়ন করলে পঠিত বিষয়গুলো অতি সহজেই আয়ত্বে এসে যাবে এবং অতি সহজেই বোধগম্য হবে।
তাই অধ্যয়ন কালে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষাকরা একান্ত কাম্য।

⁂ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গ ⁂

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ গুরুত্বপূর্ণ

সূচনাঃ এই কিতাব বা গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জটিল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তম্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ০৩(তিনটি)। গুরুত্বপূর্ণ ০৩(তিনটি) বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হল এবং এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সর্বপ্রথমেই পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। এটা এ জন্য যে, একজন মুসলিম ইসলামের আদেশ-নিষেধসম্বলিত ইসলামি অনুশাসন ও ইবাদত তথা ধর্মানুষ্ঠান ৯৯% ভাগ পালন বা সম্পাদন ও কার্যকর করা সত্বেও শুধু গুরুত্বপূর্ণ ০৩(তিনটি) বিষয় বাস্তবায়ন না করায় সে মুসলিমটি আর মুসলিম থাকছে না। বরং অমুসলিম হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারকৃত সকল ইসলামি অনুশাসন ও ইবাদত তথা ধর্মানুষ্ঠান ৯৯% ভাগই পালন বা সম্পাদন ও কার্যকর করা পন্ডশ্রমে পরিণত হবে। এ জন্যেই ইসলামি অনুশাসন ও ইবাদত তথা ধর্মানুষ্ঠান ১০০% ভাগ কবুল করাতে গুরুত্বপূর্ণ ০৩(তিনটি) বিষয় অধিক গুরুত্বের সাথে আমল করার জন্য সর্বাগ্রে আলোচনা করা হবে।

০৩ (তিনটি) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

(১) خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ"(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী।

(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)।

(৩) "الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল। এ দলটি হচ্ছে 'ওহী'র মাধ্যমে অদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের ধর্মের মুসলিমগণের প্রকৃত ও মূল দল।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে একজন মুসলিম মানুষ বুঝতে পারবেন তিনি ইসলামে আছেন কি না, ইসলাম ধর্মে তার নিজস্ব অবস্থান কতটুকু, তার নিজস্ব অধিকার কতটুকু, কি বা তার করনীয় তা তিনি জানতে পারবেন। তখন তিনি বুঝতে পারবেন যে, তিনি স্বাধীন নন, তিনি হচ্ছেন পরাধীন। তখন তিনি ইসলাম ধর্মে তার নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তিনি এখন মুসলমান আছেন কিনা, জান্নাতে যেতে পারবেন কিনা ?

তখন তিনি নিজেকে নিয়েই মহা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তখন তিনি ইসলামি বিষয় সম্পর্কে লাগামহীন বক্তব্য দিবেন না, কোন প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষনিক দিবেন না, বরং একটু চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিবেন।

তিনি আরো উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণেরই রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম প্রদান, ফতওয়া, মিমাংসা, সিদ্ধান্ত দেওয়ার একমাত্র অধিকার রয়েছে। তিনি আরো উপলব্ধি করতে পারবেন যে, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের একমাত্র আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়ে শুধু **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, ফতওয়া, মিমাংসা, সিদ্ধান্ত মেনে চলাই তাদের কাজ ও এতটুকু সীমার মধ্যেই তাদেরকে অবস্থান করতে হবে, ফতওয়া, মিমাংসা, সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার তাদের নেই ও ধর্মীয় বিষয়ে তাদের বাকস্বাধীনতাও নেই এবং ধর্মীয় বিষয়ে যে কোন অধিকার খাটানো হচ্ছে ইসলাম ধর্মে তাদের অনধিকার চর্চা হিসেবে গণ্য।

আসুন, আমি এখন আমার উপরের বক্তব্য টুকুর সাথে সঙ্গতি রেখে **১২** নং পৃষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়>>---------------

(১) خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ”।
(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)** ।

(৩) ইসলামের ধর্মের প্রকৃত ও মূল দল "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল প্রসঙ্গটি**”** বিস্তারিত আলোচনা করে নেই।

সূচনাঃ প্রথমেই আমি বলে নিচ্ছি যে, আমরা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম। আমরা মুসলিম জাতি। আমরা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম বিধায় ধর্মীয় বিষয়ে রায়-মতামত, ফতওয়া ও সিদ্ধান্ত দানে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের (পাদ্রী ও পুরোহিতদের) অনুরূপ স্বাধীন নই বরং পরাধীন। ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের প্রত্যেকেই নিজেদেরকে পুরোপুরিই স্বাধীন মনে করে মহান আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতীত যার যার মত করে ধর্মীয় বিষয়ে রায়-মতামত, ফতওয়া ও সিদ্ধান্ত দান করে থাকেন। ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের এরূপ দৌরাত্ম্যের বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওহীর মারফত জেনে আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَوْفِ بِنْ مَالِكٍ ، قَا لَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى أِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وافتَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى أِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً و الَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، وَاثْنَتَان وَسَبْعُوْنَ فِي النَّار" ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ الله ، و مَنْ هُي ؟ ، قَا لَ : الْجَمَاعَةُ ".(١٤٥٥٥)) في المعجم الكبير للطبراني" .

(অর্থঃ-হযরত আউফ বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারাও বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর যার হতে আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), বলা হল: হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), তারা কারা? তিনি বললেন: তারা হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দল। আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫৫৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ডবাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:---------------------

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ جبريْلُ عليه السلام بِالْوَحْي فَتَغَشَّي رِداءَهُ فَمَكَثَ طَوِيلاً حَتَّي سُرِّي عَنْهُ وَكَشَفَ رِداءَهُ فإِذا هُوَ تَعَرَّقَ عَرَقاً شَدِيْداً وَإِذا هُوَ قَابِضٌ عَلى شَيْءٍ فَقالَ " جَاءَ كُمْ جِبرِيْلُ عَلَيْهِ السلامُ يَتَعاهَدُ دِيْنَكُمْ لَتَسْلُكَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، وَلَنَأْخُذُنَّ بِمِثْلِ أَخْذِهِمْ إِنْ شِبْرَاً فَشِبْرَاً ، وَإِنْ ذِراعاً فَذِراعاً ،وإِنْ باعاً فَباعاً ، حَتَّي لَوْ دَخَلُوا فِيْ حُجرِ ضَبٍّ دَخَلْتُمْ فِيْهِ أَلَا أَنَّ بَنِيْ إِسْرائِلَ اِفْتَرَقَتْ عَلَى مُوْسَى سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ،ثُمَّ إِنَّهَا اِفْتَرَقَتْ عَلَى عِيسَى ابْنِ مريَمَ عَلَيِ إِحْدَى وَ سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ (١٣٤٨١) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ-“হযরত কাছির বিন আব্দুল্লাহ তিনি তাঁর দাদা থেকে প্রাপ্ত তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ঢেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন, শেষ পর্যন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন। তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন: জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন-“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায়**(পূর্ববর্তীদের হুবহু**

আদর্শের উপর) চলাফেরা করবে"। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে। যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত, এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে। এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই **(ضالة)** ভ্রষ্ট, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ**(আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭১টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই **(ضالة)** পথ ভ্রষ্ট, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ** আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ**(আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফলঃ

(১) উপরোক্ত হাদিস শরীফখানা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, **الإسلام**(ইসলাম) এবং **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) পরস্পর পরস্পরের সাথে(একে অপরের সাথে) উৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নেই সেখানে **الإسلام** (ইসলাম)ও নেই। যেখনে **الإسلام** (ইসলাম) নেই সেখানে মুসলিমও নেই। অতএব, উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী যে মুসলিম ব্যাক্তি নিজস্ব ইসলামি দলের নাম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নাম রাখেনা, নিজেকে প্রকাশ্যে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসারী হিসেবে ঘোষণা দেয় না সে হচ্ছে **(ضَالٌّ)** পথভ্রষ্ট এবং দোযখী। উপরোক্ত দুটি হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের উম্মতেরা প্রথম পর্যায়ে বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত **الإسلام** (আল-ইসলাম) ও **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে হযরত মুসা-ইসা নবী আলাইহিমুস সালামগণের তিরোধানের পর তারা তাদের দৌরাত্ব্যের কারণে মূল **الإسلام**(আল-ইসলাম) ও **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ায় পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং উপরোক্ত হাদিস শরীফের মর্মানুযায়ী ফলশ্রুতিতে তারা দোযখে প্রবেশ করবে।

(২) উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, একজন মুসলিম মানুষ নিজ ধর্মের সকল অনুশাসন (সকল আদেশ-নিষেধ) পালন বা বাস্তবায়ন করা সত্বেও **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হলে সে পথ্রষ্ট হয়ে যায় এবং সে আর মুসলিম থাকে না। ফলশ্রুতিতে হাদিস শরীফের মর্মানুযায়ী উক্ত মুসলিম মানুষটি ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের উম্মতের মত দোযখে প্রবেশ করবে।

(৩) উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, উপরোক্ত দুটি হাদিস শরীফেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষদেরকে বিশেষকরে নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের উম্মতের লালনকৃত অভ্যাস ও অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এভাবে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে, যাতে করে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বিশেষকরে নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ ইয়াহুদি ও

খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক অসূসরণ করে তাদের কৃত অভ্যাস ও কৃত অবস্থা গ্রহণ না করে। ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের উম্মতদের লালনকৃত অভ্যাস ও অবস্থা ছিল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া। কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত বর্তমান কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বিশেষকরে **কতিপয় মুসলিম উলামাগণ মজ্জাগতভাবে এমনই বেপরোয়া হয়ে গেছেন যে,** তারা এথন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কঠোর সতর্কতাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখান করে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত **ইসলামের ধর্মের প্রকৃত ও মূল দল** এবং ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল থেকে **اَلْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে (৪) বিভক্ত হয়ে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা মুসলিমও থাকতে পারছে না।

ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের উম্মতের মত বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত বর্তমান কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বিশেষকরে কতিপয় মুসলিম উলামাগণের মজ্জাগত লালনকৃত অভ্যাস ও অবস্থা এই যে, তারা নিজেরাই ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করে তারা নিজেরা তাদের নিজেদের গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলগুলোকে ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীতই উত্তম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনুমতির প্রয়োজন মনে করে না। বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বিশেষকরে কতিপয় মুসলিম উলামাগণ এখন আর দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিষয়টি, মুসলিম না থাকার বিষয়টি এবং পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করছে না। পরবর্তীতে এর বিশদ বর্ণনা আসছে।

যাইহোক, উপরোক্ত বক্তব্যে দুটি প্রশ্ন হতে পারে।

(১ নং প্রশ্ন) ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের ধর্মের নাম যে আরবী ভাষায় **اَلإِسلام**(ইসলাম) এবং তাদের ইসলামি দলের নাম যে আরবী ভাষায় **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) ছিল এটা কেমন করে হল? তাদের ভাষাতো আরবী ছিল না।

(২ নং প্রশ্ন) ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামারা যদি **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল থেকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়াতে পথভ্রষ্ট হয়ে তারা দোযখে প্রবেশ করে, তা হলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত **ইসলামের ধর্মের প্রকৃত ও মূল দল** এবং ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةِ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয় তবে কি তারা পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে না?

১ নং প্রশ্নের উত্তর এ যে, আমাদের ৩টি মারাত্নক ধরনের অজ্ঞতার কারণে আমরা জানি না যে, প্রত্যেক নবী এবং তাঁদের কিতাব বা গ্রন্থের ভাষা আরবী ছিল।

প্রথম কারণঃ মুসলিম জাতির সকলের ভাষাতো আরবী নহে। আরবদেশগুলো ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন অনারব দেশের ভিন্ন ভিন্ন মুসলিম মানুষের ভিন্ন ভিন্ন হাজার ভাষা রয়েছে। এতদসত্বেও অনারব মুসলিম দেশগুলোর মুসলিমদের ধর্মীয় সব বিষয়গুলোর নামও কিন্তু আরবী। যেমন-তাদের ধর্মের নাম আরবী ভাষায় **اَلإِسلام**(ইসলাম)এবং তাদের ইসলামি দলের নাম আরবী ভাষায় **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) ইত্যাদি।

---

(৪) ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে (মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)

দ্বিতীয় কারণঃ আমাদেরকে এ বিষয়টি ভাল করে জানতে হবে যে, সকল নবী ও রাসুল আলইহিমুস সালামগণের ভাষা ছিল **"আরবী"** অথবা বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, আরবী ভাষা বেহেস্তীবাসীদের ভাষা হওয়ায় সকল নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ আরবী ভাষা জানতেন। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:---

عَنْ اِبْنِ عَبَّاس ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ والْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَ لِسَانُ أَهلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ -(٥٥٨٣) في المعجم الاوسط للطبراني - أَلْجُزْءُ الْخَامِسُ

অর্থ:- হযরত ইবনু আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস, কেননা, আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষী (কুরআনের ভাষা আরবী) আর বেহেস্তীবাসীদের ভাষা আরবী। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৫৮৩, চতুর্থ খন্ড।

অত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরবী ভাষার মান-মর্যাদা ফুটিয়ে তুলেছেন। সেজন্যই ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের ধর্মের নাম আরবী ভাষায় **الإسلام** (আল-ইসলাম) এবং তাদের ইসলামি দলের নাম আরবী ভাষায় **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল ছিল।

তৃতীয় কারণঃ সকল নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের উপর আরবী ভাষায় ওহী অবতরন হত। পরে নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ উক্ত ওহী (প্রত্যাদেশ) তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তরিত করে তাঁদের স্ব-স্ব কওম বা সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে দিতেন। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:---

عَنْ أَبِي هَرَيرَةِ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا أَنْزَلَ اللهُ وَحْيًا قَطُّ عَلَى نَبِيٍّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ إِلاَّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، ثُمَّ يَكُوْنُ هُوَ بَعْدُ يُبَلِّغُهُ قَوْمَهُ بِلِسَانِهِ -"(٤٦٣٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, আল্লাহ (তাআ'লা) কখনোই কোন নবীর উপর আরবী ব্যতীত ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতরন করেন নি। তারপর তিনি তা তাঁর কওম বা সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর নিজ ভাষায় পৌঁছে দিতেন। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৩৫।

তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের ধর্মের নাম আরবী ভাষায় **الإسلام**(আল-ইসলাম) এবং তাদের ইসলামি দলের নামও আরবী ভাষায় **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ছিল।

২ নং প্রশ্নের উত্তর এ যে, হা একটি কারণে অবশ্যই اَلْجَمَاعَةِ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিমণ পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে।

কারণটি এই যে, একই অপরাধের শাস্তির হুকুম তো সব জাতির বেলায়ই এক ও অভিন্ন, ভিন্ন হুকুম হবে না, হতে পারে না। ইসলাম ধর্মে কোন স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতমূলক কোন হুকুম নেই। একই অপরাধের জন্য মুসলিম মানুষের জন্য একরকম হুকুম বা আইন আর ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির জন্য অন্যরকম হুকুম বা আইন হবে না। একই অপরাধের জন্য ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতি এবং মুসলিম জাতির জন্য শাস্তি সমভাবে প্রযোজ্য হবে, ভিন্নতর হবে না যা উপরোক্ত **১৫** ও **১৬** নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত **প্রথম ও দ্বিতীয়** হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

অতএব, **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের যে পরিণতি হবে বা হয়েছে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণেরও ঠিক একই পরিণতি হবে।

ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের দৌরাত্ম্যের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা

"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণের দৌরাত্ন্যের জন্যও সেই শাস্তিই নির্ধারিত আছে।
উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের দৌরাত্ন্যের শাস্তির বিষয়টির বর্ণনার পাশাপাশি أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট উলামাগণের দৌরাত্ন্যের শাস্তির বিষয়টিও সতর্কতা হওয়ার জন্য সমভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদসত্বেও أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট উলামাগণ গোঁড়ামী বশত: উক্ত সতর্কতা প্রত্যাখান করেই চলছেন এবং তাদের দৌরাত্ন্য বর্তমান ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতির উলামাদের দৌরাত্ন্যের চেয়েও শতগুণ বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। তারা সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে মুসলিম মানুষের জন্য ইসলামি আইনে প্রদত্ত সীমা লঙ্গন করে লাগামহীন কথা-বার্তা বলছে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত **ইসলামের ধর্মের প্রকৃত ও মূল দল** এবং ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةِ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দল-উপদল গঠন করেই চলছেন। أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণের বুঝা উচিৎ যে, তারা ধর্মীয় আইনে বাঁধা, স্বাধীন নন।
এই সমস্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মুসলিম মানুষকে **দুইটি শ্রেণিতে** এবং মুসলিম জাতির মানুষের সময় কালকে **দুইটি যুগে** বিভক্ত করে ইসলামি আইনে ও ইসলাম ধর্মে উভয় যুগের অন্তর্ভূক্ত সাধারণ মুসলিম মানুষ এবং মুসলিম উলামাগণের আইন রচনায়, রায়-মতামত প্রকাশে, ফতওয়া প্রদানে, মিমাংসা, সিদ্ধান্ত দানে এবং মতবাদ প্রকাশে কতটুকু ক্ষমতা, মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। তাই, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব এবং মনোযোগের সাথে উপলব্ধি করে মানতে হবে।

মুসলিম জাতির মানুষের দুইটি শ্রেণির ও দুইটি যুগের বিভক্তির নামকরন প্রসঙ্গ :

(ক) মুসলিম জাতির মানুষের সময় কালের নামকরনঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হিজরী সনের প্রথম তিনশত বৎসরকে خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** এবং হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময় কালকে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)তথা **"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী"** নামে নামকরন করেছেন।

(খ) মুসলিম জাতির মানুষের শ্রেণির নামকরনঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিম মানুষকে **সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ** এবং أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহের" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত শতাব্দীসমূহর)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিম মানুষকে **সর্বনিকৃষ্ট মানুষ** হিসেবে অভিহিত করেছেন।

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর মুসলিম জাতির মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানঃ

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেকগুলো পবিত্র হাদিস শরীফসমূহ রয়েছে। তন্মধ্য থেকে এখানে চারটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ،

، ثُمَّ الرَّابِعُ أَرْذَلٌ إِلَي أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ"(٥٤٧٥) في المعجم الاوسط للطبراني+-(١٣٢٧)في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ
-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআর্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী**(নবী ও সাহাবীগণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী> দ্বিতীয়শতাব্দী**(তাবেয়ীগণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী> তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে'-তাবেঈনগণ)**,তারপর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত **(জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৭৫ + আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا ل رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الْاَخَرُوْنَ أَرْذَلُ" (٢١٤٣) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআর্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন :"সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী> প্রথম শতাব্দী **(নবী সাহাবীগণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী> দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ'গণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী> তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে'-তাবেঈ'নগণ)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্বনিকৃষ্ট। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هَرَيرَةِ ، أَنَّه قَالَ : سُئِلَ رسول الله صلي الله عليه وسلم أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ فَقَالَ : أَنَا وَ اَلَّذِيْنَ مَعِي ، ثُمَّ اَلَّذِيْنَ عَلَى الْاَثَرِ ، ثُمَّ اَلَّذِيْنَ عَلَى الْاَثَرِ، ثُمَّ كَأَنَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ - (٨٥٩٩) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ -- أَلْجزء الرَّابِعُ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআর্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হল কোন মানুষটি সর্বোত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট ? তিনি বললেন, আমি এবং যারা আমার সাথে আছে>প্রথম শতাব্দী, তারপর যারা(আমার) অব্যবহিত পরে (আসছে)>দ্বিতীয় শতাব্দী, তারপর যারা (তাদের) অব্যবহিত পরে (আসছে)> তৃতীয় শতাব্দী,তারপর যারা অবশিষ্টজন রয়েছেন> চতুর্থ শতাব্দী < তাদেরকে যেন তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রত্যাখান করেছেন (অর্থাৎ তারপর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমকে প্রত্যাখান করেছেন)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৯৯, চতুর্থ খন্ড।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ، وَآخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مُخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (١٠٣٦٦) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ (৫) হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষঅংশের মুসলিমগণ (৬) হচ্ছেন (**مُخْتَلِفِيْنَ**)ভিন্নমত পোষণকারী) " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** " নামে দলটির সাথে ভিন্নমত পোষণকারী)(৭)(**مُتَفَرِّقِيْنَ**)বিচ্ছিন্ন(" **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** " নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন) (৮) দল-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬।

---

(৫) >>এই উম্মতের প্রথম অংশ * প্রথম অংশের মুসলিমগণ>> " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন মুসলিমগণ)।

(৬) >> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলিমগণ>>**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ।

(৭) >> এ উম্মতের প্রথম অংশের * **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের রায়, ফতওয়া, মতামত ও মতবাদের ভিন্নমত পোষণকারী(**مُخْتَلِفِيْنَ**)

(৮) >> الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন ইসলামের নামে, ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে এমনকি পবিত্র কুলআন ও হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামে গঠিত দলে-উপদলে বিভক্ত(**مُتَفَرِّقِيْنَ**) দুষ্ট মুসলিম।

আর একটি কথা স্মর্তব্য যে, **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত(**مُتَفَرِّقِيْنَ**) দুষ্ট মুসলিমদেরও এই দুনিয়াতে মূল্য আছে। কিন্তু আখিরাতে তাদের কোন মূল্য নেই। আর তা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---

সুচিপত্রঃ

" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞাঃ

শিরোনামঃ

>>" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” সম্পর্কে জানি<<

সূচনাঃ এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। এই কিতাব বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ৩ নং পৃষ্ঠা তে উল্লেখিত প্রথম সুচিপত্রের **(ঘ)** তে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গ হচ্ছে ০৩টি(তিনটি)। গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি(তিনটি) বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হল এবং এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সর্বপ্রথমেই পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

০৩টি (তিনটি) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ
(১) خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা **“সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ”**।
(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা **“সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ”** (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)।
(৩) "الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল। এ দলটি হচ্ছে **‘ওহী’**র মাধ্যমে অদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের ধর্মের মুসলিমগণের প্রকৃত ও মূল দল।
এই অধ্যায়ে এখন গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি(তিনটি) বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ১নং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” নিয়ে বিস্তারিত আলাচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
এখন এখানে দুটি পশ্ন হচ্ছে---

(১ নং প্রশ্ন) " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” কি এবং কেন?
এর উত্তর হচ্ছে -" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” হচ্ছে হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীক বুঝায়। কারণ, হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ, তাঁর সাহাবীদর(রাদিআল্লাহু আনহম) যুগ, তাবঈনদের ও তাব-তাবঈনদর যুগ। এই জন্য বর্নিত যুগগুলাকে-------- **" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "** (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী” বলে।
(২ নং প্রশ্ন) " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ বলতে কি বুঝায়?

এর উত্তর হচ্ছে-" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ বলতে বুঝায় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিমগণের মধ্যে যে সমস্ত মুসলমান **" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত

عَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ سِنْبَاذَ ،يَقُوْلُ : قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : قِوَامُ أُمَّتِيْ بِشَرَارِهَا ـ ـ مسند أحمد ـ (٢٢٤٠٦)
অর্থঃ-হযরত মায়মুনা বিন সিনবাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ এই উম্মত টিকে থাকবে এই উম্মতের দুষ্ট লোকদের মাধ্যমে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৪০৬।

ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মুসলিম তারাই হচ্ছেন **"সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম"**।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনাঃ

সূচনা: خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **মানদন্ড**। এই **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** মাধ্যমে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা জানতে পারবেন কোন লোকটি মুসলিম, কোন লোকটি অমুসলিম, কোন মুসলিম আলিম মানুষের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ মানতে হবে ও অনুসরণ করতে হবে।

এই **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** মাধ্যমে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা আরো জানতে পারবেন কোন মুসলিম আলিম মানুষের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ মানা যাবে না ও অনুসরণ করা যাবে না।

তাই, এই **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য, সর্বোত্তম লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার একমাত্র **গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল**। সেই জন্যেই, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে **"خَيْرُالْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "** (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** সম্পর্কে বিস্তাতি জানতে হবে। আসুন, এখন আমরা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** সম্পর্কে আলোচনা করি ও জানি। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হিজরতের সময়কাল থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন শত বৎসর পর্যন্ত **(৩১২ হিজরী সন পর্যন্ত)** সময়কালকে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা **সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** বলে। এই সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণকারী সকল মুমিন-মুসলিমই জান্নাতী(৯)।

---

(৯) **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীতে**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীতে)** জন্ম গ্রহণকারী কোন মুমিন-মুসলিম চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত **ইসলামের ধর্মের প্রকৃত ও মূল দল** এবং ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**اَلْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মুসলিম হিসেবে জীবিত থেকে পরবর্তীতে **অন্তবর্তীকালীন সময়ে** ইনতিকাল করেন তিনিও **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)**

কারণ, তাঁরা (১০) সুরা তাওবা, আয়াত নং-১০০ এ বর্ণিত গুণে গুণান্বিত, **أَهْلُ الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে। এ তিন শতাব্দীর মুমিন-মুসলিমগণকে হুবহু অনুসরনকারীরাও জান্নাতী। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (١٤٣٩٤)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন :"আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম**(সাহাবী)** দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে **(তাবেঈ')** সেও দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে **(তাবে'-তাবেঈ'ন)** সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

আর হিজরী চতুর্থশতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই **أَرْذَلُ** "**النَّاس الْمُسْلِمِ**" তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম ও এদেরকে আল্লাহ তাআ'লা কোন কিছুই গুরুত্ব দেন না। তাদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন------------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قا لَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَـهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَـهُمْ، ،ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (٢١٤٣)) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ- হযরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী**(নবী সাহাবীগণ),** তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ'গণ)**,তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে'-তাবেঈ'নগণ),** তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্বনিকৃষ্ট। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَـهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَـهُمْ، ثُمَّ الرَّابِعُ أَرْذَلٌ إِلَي أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ " (٥٤٧٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী **(নবী ও সাহাবীগণ)**,তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী >দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ'গণ),** তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী >তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে'-**

অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী মুসলিমগণের মত মুসলিম। **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** থেকে শুরু করে চতুর্থ শতাব্দীরপূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কালকে **অন্তবর্তীকালীন সময়** বলে।

(১০) সুরা তাওবা, আয়াত নং-১০০* হচ্ছে--

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِن الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْن اتَّبَعُوْاهُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ" ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْاَيَةُ (١٠٠)

(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল, চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তাবেঈ’নগণ),তারপর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত **(জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৭৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن عمر بن الخطاب، قال: قَالَ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" خَيرُ قَرْنٍ اَلْقَرْنُ الَّذِي فِيْهِ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا" (٣٤٢٥)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, “সর্বোৎকৃষ্ট যুগ যে যুগে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন**(নবী ও সাহাবীগণ)**, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী**(তাবেঈ’গণ)**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে’-তাবেঈ’নগণ)**, তাপর চতুর্থ শতাব্দী, এ যুগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না।

আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُم يَجِيءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "ـ(٣٣٣٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, “সর্বোৎকৃষ্ট লোক আমার যুগ>প্রথম শতাব্দী**(নবী ও সাহাবীগণ)**, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী**(তাবেঈ’গণ)**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে’-তাবেঈ’নগণ)**, তারপর চতুর্থ শতাব্দীতে এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই।

আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৬।

অতএব, উপরোক্ত চারটি হাদিস শরীফ থেকেই জানা গেল যে, হিজরী চতুর্থশতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই যেহেতু নিকৃষ্ট, তাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই এবং মহান আল্লাহর নিকট তারা গুরুত্বহীন সেহেতু হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল নিকৃষ্ট মুসলিমদের মধ্য হতে যারা **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** মুসলিম মানুষের হুবহু অনূসরনকারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা, তাঁদের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকবে, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলবে, তাঁদের দূর্নাম করবে, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরবে ও দোষ তালাশ-অনেষণ করবে এবং বিরোধিতা করবে, ছিদ্রানেষণ করবে ও সমালোচনা করবে, তারা মুসলিম সমাজে যে যত বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা হিসেবে পরিচিত হউক না কেন তারা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হওয়ায় তারা মহান আল্লাহ তাআ’লা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোক হিসেবে গণ্য। সে সুবাধে ধর্মীয় বিষয়ে এ সমস্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোকদের লিখিত যে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ বাতিল ও অগ্রহণীয় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ বাতিল ও অগ্রহণীয়। যে সমস্ত মুসলিম তাদের লিখিত যে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থে বর্ণিত ফতওয়া-রায় এবং তাদের মতামত মানবে, অনূসরন করবে তারাও মহান আল্লাহ তাআ’লা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোক হিসেবে গণ্য। ইসলাম ধর্মের কোন বিষয়ে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ লিখার এবং ফতওয়া-রায়-মতামত দেওয়ার এবং ওয়াজ -মাহফিলে ওয়াজ-নসিহত করার অধিকার তাদের নেই।

এতদসত্বেও তারা যদি দেমাগ ও অহংকার বশতঃ ইসলাম ধর্মের কোন বিষয়ে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ লিখে এবং ফতওয়া-রায়-মতামত দেয় এবং ওয়াজ-মাহফিলে ওয়াজ-নসিহত করে তবে এটা হবে ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ে তাদের অনাধিকার চর্চা। এরা হচ্ছে বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজে নামধারী মুসলিম। মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট তারা বাস্তবে অমুসলিম হিসেবে গণ্য।

কারণ, " **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত

সকল মুসলিম মানুষকে সম্মাণ করা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ।

এটা এ জন্য যে," **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর'**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষগণ হচ্ছেন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য **মানদন্ড** আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) জন্য **মানদন্ড** এবং তাঁদেরকে সম্মাণ করার বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে। তম্মধ্যে নিম্নে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

হাদিস শরীফখানা হল ---

عن عمر بن الخطاب :ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم ثُمَّ قالَ لَهُمْ "إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ وَالْفَذُّ مَعَ الشيطان
و إِن الْحَقّ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي النَّارِ، أَلَا, إِنَّ أَصْحَابِي خِيَارَكُمْ فَأَكْرِمُوْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ وَالْهَرَجُ"(٦٤٠٥)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ " **الْجَمَاعَةُ** "(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির উপর। একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে। সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার **সাহাবাগণ** হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা **"সম্মাণ কর",** তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবেঈগণকে)**, সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবে'-তাবেঈনগণকে)** সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যা ও **"হারজ তথা খুনাখুনি"** প্রকাশ পাবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫।

عن جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قال: قال خطبَ عمرالنَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ :إِنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَامَ فِيْ مثل مقامي هَذَا ،فقال: أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثم يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ، فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّه حَسَنَتُهُ وَ تَسُوءهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مؤمن،" "(١٧٩) مسند أحمد

অর্থঃ-হযরত জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিতঃ ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেনঃ "তোমরা আমার **সাহাবীদের** প্রতি **"সুন্দর আচরণ কর",** তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবেঈদের)** প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবে'-তাবেঈনদের)** প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের এককে জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে। কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশ্চয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯।

উপরে বর্ণিত দুটি হাদিস শরীফখানাতে দুইটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এসেছে। আর তা হচ্ছে এই------------

(১) "সম্মাণ প্রদর্শন কর" ও "সুন্দর আচরণ কর" কথাটি।
(২) " الـهرج " তথা " খুনাখুনি হবে" কথাটি।

(১) আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বর্ণিত সাহাবাগণকে, তাবেঈগণকে, তাবে'-তাবেঈনগণকে **"সম্মাণ প্রদর্শন কর ও সুন্দর আচরণ কর"** কথাটির ব্যাখ্যা হচ্ছে-" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কোন মুসলিম মানুষের বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা, বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়াই হচ্ছে সাহাবাগণকে, তাবেঈগণকে, তাবে'-তাবেঈনগণকে **সম্মাণ প্রদর্শন করা ও সুন্দর আচরণ করা**। তাদের সাথে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর বিপরীত আচরণ করলে তাঁদেরকে অপমান করা হল। পাশাপাশি উপরোক্ত হাদিস শরীফখানার বিপরীত আমল করে হাদিস শরীফখানাকেও অবমাননা করা হল। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ শরীফখানার অবমাননা করে একজন মুসলিম কি করে মুসলিম থাকতে পারে আপনি মনে করেন? মনে রাখবেন, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যারা Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করে ও মেনে([১১]) " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছা তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা তারা মুসলিম থাকবেনা।

এখন প্রশ্ন হল যে, " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ওতাবে'-তাবেঈনগণের এত সম্মাণ, এত মর্যাদা কেন ?

এর উত্তর এই যে, " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈন'গণের কেউ দোযখে যাবে না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফ থাকায় তাঁরা সকলেই জান্নাতী। তাই, তাঁরা এত সম্মাণ, এত মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম। তাছাড়া, পবিত্র কুরআনেও তাদের পক্ষে ক্ষমা চাওয়ার জন্য **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর "**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِيِ" ثَلَاثًا. (١٤٣٩٤)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন: "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম **(সাহাবী)** দোযখে প্রবেশ করবে না,

---

([১১]) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করা ও মানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২, ৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও **(তাবেয়ঈ'ও)** দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে সেও **(তাবে'-তাবেঈ"নও)** দোযখে প্রবেশ করবে না"।
আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "طُوْبَى لِمَنْ رَآنِيْ ، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَىٰ مَنْ رَآنِي" ثَلَاثًا. (٦١٠٦)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুনাস বিন মালিকের গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলেছেন: "সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে**(সাহাবী)**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ **(তাবেঈ")**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ **(তাবে'-তাবেঈ'ন)**"।
আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১০৬।

উপরোক্ত প্রথম হাদিস শরীফ ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফে বর্ণিত সুসংবাদ পেতে হলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণকে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের মর্মানূযায়ী আমল করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :أُمِرْتُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِسَلَفِكُمْ فَشَتَمْتُمُوْهُمْ ، أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ ": لاَ تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَلْعَنُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا "(٥٢٤١) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সালাফদের)জন্য ইসতিগফার-ক্ষমা চেতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এই জন্য যে, তোমরা তাদেরকে গালি-গালাজ করে থাকবে(তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বসূরির জন্য ক্ষমা চাইতে আদেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তোমরা তাদের অপমান করেছিলে)। কিন্তু তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি "এই উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উম্মতের শেষাংশ (১২) প্রথম অংশকে (১৩) অভিসম্পাত করবে (গালিগালাজ করবে)। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৪১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণকে সর্বদাই **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর'**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'ন মুসলিমগণের অনুগত থাকতে হবে এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্বলিত আচরণ করলে এই উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে মর্মে হাদিস শরীফখানায় ভবিষ্যদ্বাণী এসেছে।

তাই, এই উম্মতের শেষাংশের মুসলিমগণের>> **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা প্রথম অংশের মুসলিমগণের>> "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর'**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন মুসলিমগণের জন্য সর্বদা ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করা।

ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নিদর্শন ও লক্ষণঃ

" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর'**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'ন মুসলিমগণের কারো বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা,

---

(১২) এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>>أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ।

(১৩) প্রথম অংশকে * প্রথম অংশের মুসলমানগণকে>>"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন মুসলিমগণকে।

বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা, বিদ্বেষ না রাখা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া হচ্ছে **"خَيْرُالْقُرُوْن اَلثَّلَاثَةُ "** (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর'**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন মুসলিমগণের জন্য **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর **"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণের ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নিদর্শন ও লক্ষণ। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----

وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَإِخْوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ـسورة الحشرـ(١٠)

অর্থঃ-যারা তাদের পরে আগমন করবে তারা বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইগণকে ক্ষমা করে দিন আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না, নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। সুরা হাশর, আয়াত নং-১০।

অতএব, **" خَيْرُ الْقُرُوْن اَلثَّلَاثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)**অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ায় তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপর ফরজ।

অন্যথায় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে ।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই ---

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ آخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مُخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (١٠٣٦٦) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس.

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ>> (১৪) হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ>> (১৫) হচ্ছেন (**مُخْتَلِفِيْنَ**)ভিন্নমত পোষণকারী, (১৬) (**مُتَفَرِّقِيْنَ**)বিচ্ছিন্ন (১৭) দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬।

তবে, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যারা **"خَيْرُالْقُرُوْن اَلثَّلَاثَةُ"** (খাইরুল কুরুনিছ ছলাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর'**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ**

---

(১৪) >> * <u>প্রথম অংশের মুসলমানগণ</u>>> " **خَيْرُ الْقُرُوْن اَلثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণ<<

(১৫) >> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>> **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ<<

(১৬) >>এ উম্মতের প্রথম অংশের * **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের রায়, ফতওয়া, মতামত ও মতবাদের ভিন্নমত পোষণকারী(**مُخْتَلِفِيْنَ**)

(১৭) >> اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত(**مُتَفَرِّقِيْنَ**) দুষ্ট মুসলিম।

তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ওমতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবে তারাও জান্নাতী।

এটা এ জন্য যে, "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)**অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের সকলেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ বিধায় তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত। আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যারা **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"**(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের সকলেই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবে না তারা দোযখী এবং তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। যেমন-আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে বিবৃত আছে।

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُم بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإنَّهُ مِنْ فَارِقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ـ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ "١٢٣٩٠)) في المعجم الكبير للطبراني ـ +سنن النرمذي، (٢٧٦٣)

(অর্থঃ- হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ তাআ'লা আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (শুনতে) **২.**আনুগত্য করা (মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫. الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলবদ্ধ হয়ে থাকতে। অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে(পূনরায় তওবা করে)ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" [১৮]** জানাল সে জাহান্নামের সত্বা বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান" [১৯]** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩, সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ত্যাগকারী মুসলিমকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

---

[১৮] **জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবানঃ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করার প্রতি আহবান করা হচ্ছে **জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান**।

[১৯] **আল্লাহর আহবানে আহবানঃ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির প্রতি আহবান।

আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইসলাম থেকে বহিস্কার ঘোষণা করেছেন। **"ইসলাম থেকে বহিস্কার"** কথাটির অর্থ হল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"উম্মত থেকে বহিস্কার"**।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ যখনই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামধারী দলবদ্ধ হয়ে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করে ও মেনে (২০) "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْإِجْتِهَادُ** **أَلسُّنَّةُ** তথা গবেষণালব্ধ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেন তখন তারাও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী কোন উম্মতই দোযখে প্রবেশ করবে না। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ : "مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ وَ بَعْضُهَا فِي النَّارِ وَ بَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ ." (١٢٣)) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء السادس

অর্থঃ-হযরত ইবনে ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "এমন কোন উম্মত নাই যার কতিপয় অংশ দোযখে আর কতিপয় অংশ জান্নাতে থাকবে না(অর্থাৎ প্রত্যেকটি উম্মতেতেরই কিছু অংশ দোযখে প্রবেশ করবে আর কিছু অংশ জান্নাতে প্রবেশ করবে) কিন্তু আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদিস শরীফ নং-১২৩।

এই বিষয়টি আমরা পবিত্র কেরিআনের ছুরা আল-ফাতিরের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত খানা অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একটি ফুটনোটের(Footnote) ভিতর চিহ্নিত করে দেখানো হল। (২১)

---

(২০) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) অনুসরণ করা ও মানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২, ৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

(21) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম সন্তানরা অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ এটা মানে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা না থাকার কারনে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও তারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম। তারা পবিত্র কুরআনের ছুরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--------------

"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ "

(অর্থঃ-"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি তারা আদৌ ঈমানদার নয়" ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকেএবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে পত্রি কুরআনের সুরা আল-ফাতিরের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত অধ্যয়ন করে গভীরভাবে গবেষণা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মতের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণ এবং" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মত হওয়ায় তাঁর প্রতি ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে ইমান আনার সুবাদে তারা সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হওয়ায় তাদের আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য না থাকা বা ত্রুটিপূর্ণ আমল থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন । মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার এ সত্য কথাটি বুঝতে অক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

(২) আল-আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বর্ণিত "**الـهرج**" **তথা খুনাখুনি** হবে কথাটির ব্যাখ্যাঃ

নিম্নে বির্ণিত হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করলে "**الـهرج**" তথা "খুনাখুনি হবে" কথাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হাদিস শরীফখানা এই-------------------------------------

عَنْ(أَبُو مُوْسَى) الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ :اَلْقَتْلُ ، قَالُوا : أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ ، لِانَّا لَنَقْتُلُ كُلَّ عَامٍ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا ، إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ،قَالُوْا : وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا يَوْمَئِذٍ ؟قَالَ: إِنَّهُ لَتُنْزَعُ(إِنَّهُ يُخْتَلَسُ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى-(٧٢٥١) عُقُوْلُ أَهْلِ الزَّمَا نِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ ، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَلَيْسُوا عَلى شَيْءٍ ـ مسند أحمد (١٩٨٠١)

অর্থঃ- হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: কিয়ামতের সামনেই **الـهرج** (হারজ), তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন: **الـهرج (হারজ)** কি? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: **"খুনাখুনি/হত্যা "**,তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন: আমরা যা

ثُمَّ اَوْرَوْثْنَا الْكِتَا بَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ـ فَمِنْهُمْ ظَا لِم لِنَفْسِهِ ـ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ـ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْر ـ وَ قَا لُوْا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ-اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْر شَكُوْر ـ

(অর্থঃ-"অত:পর আমি কিতাবের(কুরআনের) অধিকারী করেছি আমার বান্দাদিগের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী(সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত), কেহ মধ্যপন্থী(মাঝে-মধ্যে পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে আবার মাঝে-মধ্যে নেক কর্মে লিপ্ত থাকে) এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী (কোন সময়ই পাপ কর্মে লিপ্ত থাকেনা, সর্বদাই নেকর্মে লিপ্ত থাকে)। এটাই (বর্ণিত তিন দলকেই কুরআনের জন্য মনোনীত অধিকারী বানানো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ) **"মহা অনুগ্রহ"**।

"তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের রেশমের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে।

এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমদের দু:খ-দূর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল,গুণগ্রাহী" ছুরা আল ফাতির,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ'লা উম্মতি মুহাম্মাদীর উচ্চ মর্যাদসম্পন্ন বৈশিষ্ঠ্যটি ফুটিয়ে তুলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিম পাপীদেরকে ক্ষমা করে পাপী-নেকী (উপরোল্লিখিত তিন দলকেই) সকলকেই একই জান্নাত আ'দন তথা বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দেবেন।

আমালে সাহে তথা সৎকর্ম ছাড়াই কোন এক বান্দাকে জন্নাত দান করা বা তাকে ক্ষমা করিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেয়ার অধিকার এক মাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লারই আছে। এরূপ ঈমান রাখা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের মতাদর্শ ও বিশ্বাস। আমালে সালেহ তথা সৎকর্ম ছাড়াই জন্নাতে যেতে পারবে না এরূপ ঈমান রাখা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ।

উপরে বর্ণিত ছুরা আল ফাতির,আয়াত নং-৩২ নং আয়াতের (**فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ**) ব্যাখ্যায় উসামা বিন যায়দ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ- - --

عَنْ أُسَامَةَ بِنْ زَيْدٍ (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد) [فَاطِر]، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: كُلُّهُمْ مِنْ هَذِه الْأُمَّةِ (413) في المعجم الكبير للطبراني ـ مسند أحمد (313) هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَ كُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ

(অর্থঃ-উসামা বিন যায়দ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: এরা সবাই (বর্ণিত তিন শ্রেণির সবাই) আমার উম্মৎ, আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪১৩, এরা সবাই একই স্তরের, এরা সকলেই জান্নাতী। মুসনাদে আহমদ, হাদি শরীফ নং-৩১৩।

পাপী-নেকীদেরকে একই জান্নাতে স্থান দেয়া এটা উম্মতি মুহাম্মাদীর প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্যের নিদর্শন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস না করে শুধু আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য করলে এ সম্মানে ভূষিত হওয়া যাবে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করা হচ্ছে ঈমানের প্রথম শর্ত।

পরবর্তীতে ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের শর্ত হিসেবে অন্যান্য ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্ব ,যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম করা) পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করাই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিমদের উপর ফরজ বা অবশ্যক দায়িত্ব ও কাজ।

হত্যা করছি উহার চেয়েও বেশী, নিশ্চয় আমরা প্রতি বছর সত্তুর হাজারের চেয়ে বেশী খুনাখুনি/হত্যা করি। তিনি (রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেনঃ এই হত্যা (**এই" الْهرج -হারজ)** তথা"খুনাখুনি/হত্যা) তো তোমাদের মুশরিকদের হত্যা করা নয়। কিন্তু এই হত্যা (এই **"الْهرج"-"হারজ"** তথা "খুনাখুনি/হত্যা) হচ্ছে, তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে (কতিপয় মুসলমান কতিপয় মুসলমানকে) হত্যা করা, তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেনঃ সেই দিন কি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকবে না ? তিনি (রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেনঃ সেই জামানার **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সেই জামানায় জ্ঞান-বুদ্ধিহীনেরা স্থলাভিষিক্ত হবে (দ্বীন-ধর্ম পরিচালনার দায়িত্ব নিবে)। এদের অধিকাংশরাই মনে করবে তারা সঠিক আছে। অথচ তারা সঠিক নেই। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৮০১+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৫১।

এর কারন হচ্ছে এই যে, সেই দিনে (তারা) **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **" الْجَمَاعَةُ "** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলবদ্ধ হয়ে **" الثَّلَاثَةِ خَيْرُ الْقُرُوْنِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা। ফলশ্রুতিতে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির সাথে **"الْهرج"("হারজ") বা "খুনাখুনি/হত্যাযজ্ঞ "** করবে।

সেই জন্যেই **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** মুমিন-মুসলিমগণকে হুবহু অনুসরনকারী এবং পূর্ণ সমর্থনকারী, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলদলবদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের একমাত্র আন্তরিক দায়িত্ব হচ্ছে তাঁরা সর্বদাই **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ থেকে এবং তাদের প্রদত্ত রায়-মতামত, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুসরন ও সমর্থন থেকেও দূরে থাকবেন। কারণ, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ কালের প্রবাহে সময়ে-সময়ে কিয়ামত সংঘটন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য যে কোন দল করে থাকেন, থাকবেন। তারা ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করে একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণকারী দল না হওয়ায় তারা বস্তবে মুসলিম নহে।

তবে " **أَرْذَلُ النَّاسِ الْمُسْلِمِ** " তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" **خَيْرُ النَّاسِ الْمُسْلِمِ** " তথা সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা নং-১৭০ দ্রষ্টব্য) বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল

কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর” অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণও(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণও) সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে।

এটা এ জন্য যে, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী দলবদ্ধ হয়ে (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে) " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে থাকেন তা হলে তাদের জন্য নিম্নে বর্ণিত চারটি হাদিস শরীফে মহা সুসংবাদ রয়েছে। সে সুসংবাদটি হচ্ছে, তখন তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এত নৈকট্য লাভ করবেন যে, তখন শুধু তারা তাঁর উম্মতের মর্যাদা লাভ করবেন না বরং তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হৃদয়ের আপন ভাইয়ের সম্বোধনে সম্বোধিত হবেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে এতটাই নিকটে নিয়ে যাবেন যে, তারা তখন তাঁর শুধু উম্মত নহে বরং ভাই, সুবহানাল্লাহ। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন দলের প্রধান তাঁর অনুসারীদেরকে স্বাভাবিকভাবেই বলে থাকেন **“এরা আমার দলের লোক”** কিন্তু তিনি অতি সহজে এ কথা বলেন না **“এরা আমার ভাই”**। আমার ভাই বলতে হলে অধিক আপন হওয়া ও অধিক পরিচিত হওয়া লাগে। অধিক আপন হতে হলে কতগুলো শর্ত ও নিয়ম মানার প্রয়োজন হয়।

আসুন! আমরা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে নিয়ে হাদিস শরীফে বর্ণিত উক্ত সুসংবাদপ্রাপ্ত নৈকট্যতা অর্জনে আত্ননিয়োগ করি ও আগ্রহী হই।

বিশেষ সতর্কতাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কাউকে ভাই বলে সম্বোধন করলেও কিন্তু উম্মতেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ভাই বলে সম্বোধন করতে পারবেন না। উম্মতেরা শুধু ইয়া রাসুলুল্লাহি, ইয়া নবী আল্লাহি বলবেন। হাদিস শরীফে নবী তাঁর উম্মতকে **“ভাই”** বলে যে সম্বোধন করেছেন তা তাঁর পরবর্তী উম্মতগণের জন্য তাঁর আপনতার ও আদরের বহি:প্রকাশ মাত্র।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاس قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيْمَانًا ؟ " قَالُوا :الْمَلَئِكَةُ ، قَالَ : " وَ كَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ الْمَلَئِكَةُ وَهُمْ يُعَايِنُونَ الْأَمْرَ ؟قَالُوا: فَالنَّبِيُّوْنَ يَا رسول الله، قَالَ : كَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ النَّبِيُّونَ ، وَالْخْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ؟ " قَالُوا: فَأَصْحَابُكَ يَا رسول الله، قَالَ : "كَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ أَصْحَابِي وَهُمْ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ ؟ وَلَكِنَّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيْمَانًا ، قَوْمٌ يَجِيْئُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يُؤْمِنُوْنَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ،وَيُصَدِّقُوْنِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، أُولَئِكَ إِخْوَانِي ".(١٢٣٩٠)) في المعجم الكبير للطبراني -

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: হে মানুষ সকল! (বল) সৃষ্টির মধ্যে কে ঈমানের দিক দিয়ে আর্শ্চযজনক? তাঁরা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: ফেরেস্তারা, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কিভাবে ফেরেস্তারা বিশ্বাস করবে না অথচ তারা (আল্লাহ তাআ'লার) আদেশ বা বিষয় (নিজেরা স্বচক্ষে) অবলোকন করছে? তাঁরা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: নবীগণ, তিনি ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কিভাবে নবীগণ বিশ্বাস করবে না এমন অবস্থায় যে, তাঁদের উপর ওহী অবতরন হচ্ছে ? তাঁরা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: আপনার সাহাবীগণ, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কিভাবে আমার সাহাবীরা বিশ্বাস করবে না অথচ তাঁরা যা দেখার দেখছে ? কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে আর্শ্চযজনক সেই সম্প্রদায় যারা আমার পরে এসে আমাকে না দেখে আমাকে বিশ্বাস করবে, আমাকে না দেখে আমাকে সত্য জানবে। তারা হচ্ছে আমার ভাই। আল-মু'জামুল

কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৯০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ أَنَسٍ إِبْنِ مَالِكٍ ، قَالَ، قَالَ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم:" وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيْتُ إِخْوَانِيْ ، قَالَ : فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: أَوَ لَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنَّ إِخْوَانِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِيْ ،وَلَمْ يَرَوْنِي -".(١٢٧٧٤)) في مُسْنَد أحْمَد -(عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم:"مَتَى الْقَىٰ أخْوانِي الَّذِيْنَ آَمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَونِي" ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٣٩٠)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আমার ভাল লেগেছে যে, আমি আমার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তিনি (আনাস) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাগণ বললেন: আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তোমরা আমার সাহাবী কিন্তু আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা আমার পরে (এসে) আমাকে না দেখে আমাকে বিশ্বাস করেছে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৭৭৪।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَن أبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ : سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُرْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ ،ثُمَّ قَالَ :" وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ، قَالَ :فَقَالُوا: يَا رسولَ اللهِ قَالَ : أَوَ لَسْنَا بِإِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي و إِخْوَانِي الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ،فَقَالُوا : يَا رسولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مِنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ بَعْدُ ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ ، أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ عِنْ حَوْضِيْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ أُنَادِيْهِمْ ألاَ هَلُمَّ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْبَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُوْلُ : سُحْقًا سُحْقًا -".(٨١٠٨)) في مُسْنَد أحْمَد + سُنَنُ النَّسَائي(١٥٠)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একটি কবরস্থানে এসে কবরবাসীকে সালাম দিয়ে বললেন:--

سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُرْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ

তারপর বললেন: আমি চাই আমাদের ভাইদের সাক্ষাৎ করি, তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহ আনহুম) বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আমরা কি আপনার ভাই নহি ? তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন: বরং তোমরা আমার সাহাবী আর আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা এখনো আসেনি। আমি তাদের আগেই আমার হাউজে (হাউজে কাউছারে) থাকব। তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহ আনহুম) বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে তাদেরকে কেমনে চিনবেন যারা এখনো আসে নি ? তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন: কেমন মনে কর যদি একজন লোকের গাঢ় কালো ঘোড়ার মধ্যে শুভ্র পা বিশিষ্ঠ, শুভ্র দাগযুক্ত ঘোড়া থাকে তবে কি সে উহা চিনবে না ? তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহ আনহুম) বললেন: হাঁ! তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন: তারাও ওযুর চিহ্নের কারণে শুভ্র পা বিশিষ্ঠ, শুভ্র দাগযুক্ত (হাত,মুখ) নিয়ে কিয়ামতের দিন আসবে। আমি হাউজে (হাউজে কাউছারে) তাদের অগ্রগামী হয়ে থাকব। তারপর তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন: সাবধান! আমার হাউজে কাউছার থেকে তোমাদের কতিপয়কে সরিয়ে দেওয়া হবে যেমন পথহারা উষ্ট্রীকে সরিয়ে নেওয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকতে থাকব, “এসো”, তখন বলা হবে: নিশ্চয়ই এরা আপনার পরে **আইন-কানুন পরিবর্তন** করে ফেলেছে। তখন আমি বলব: **দূর হও, দূর হও**। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১০৮ + সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫০।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ উপরোক্ত হদিস শরীফে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” পরবর্তী **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)** জন্মগ্রহণকারী মুসলিম মানুষের দুটি অবস্থার বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে ।

১ নং অবস্থাঃ

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্য হতে কতিপয় মুসলিম মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)**সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী থাকায় তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর আপনতার ও আদরের এবং সম্মাণ-মর্যাদার বহি:প্রকাশ হিসেবে **"ভাই"** বলে সন্বোধন করেছেন।

২ নং অবস্থাঃ

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্য হতে কতিপয় মুসলিম মানুষ শরীয়ত সমর্থিত **(**[২২]**)** (Footnote) আইন বহির্ভূত, **(**[২৩]**)** (Footnote) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের" (أَلْأُمُوْرُ الْسَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** অন্তর্ভূক্ত বর্তমানে প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ও প্রচলিত যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে জায়িয ও মুবাহ বলার পরিবর্তে ফরজ-হারাম ও নিন্দনীয় বিদআ'ত বলায় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাণীগুলোর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে **আইন-কানুন পরিবর্তন** করায় তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাউজে কাউছার থেকে **"দূর হও, দূর হও"** বলে তাড়িয়ে দিবেন।

ধর্মীয় আইন-কানুন পরিবর্তন" সম্পর্কীয় বাণীর ব্যখ্যাঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রদত্ত হুকুম বা আদেশ-নিষেধের হুবহু হুকুম বা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রদত্ত হুকুম বা আদেশ-নিষেধের যৎসামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি করাই হচ্ছে **"আইন-কানুন পরিবর্তন"**। উদাহরণস্বরূপ বেগানা পুরুষ-মহিলাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার বিধান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ছুরা নূরের দুটি আয়াত প্রসঙ্গক্রমে এখানে উপস্থাপন করা হল। এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে **"ধর্মীয় আইন-কানুন পরিবর্তন"**সম্পর্কীয় বিষয়টি বোধগম্য করে তোলা হবে।

(১ নং) ছুরা নূরের ৩০ নং আয়াত---

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ـ سُوْرَةُ النُّوْرِ ـ الْأَيَةُ (30)

(অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে)।

(২ নং) ছুরা নূরের ৩১ নং আয়াত---

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ـ سُوْرَةُ النُّوْرِ ـ الْأَيَةُ (৩১)

(অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে)।

উপরে বর্ণিত উভয় আয়াতেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পুরুষ-মহিলাদেরকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত বা তাকানোর সময় দৃষ্টি অবনত রাখতে সমপর্যায়ের আদেশ দিয়েছেন। এতে এটা প্রমাণ হয় যে, বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি আর বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ। এতে এটা প্রমাণ হয়না যে, শুধু বেগানা পুরুষের বেলায়ই বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ আর বেগানা মহিলার বেলায় বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের

([২২]**) (Footnote)** যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয়"** বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে **"আইন বহির্ভূত"** বিষয়ও বলে ।

([২৩]**) (Footnote)** যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত"** বিষয়ও বলে ।

"শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং "আইন বহির্ভূত" বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়"** (أَلْأُمُوْرُ الْسَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৮১ এ দেখুন ।

দিকে) রেখে তাকানো জায়িয। না না, বরং বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের জন্যই একই হুকুম।
তা হলে বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের প্রতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার একই হুকুম থাকা সত্বেও বেগানা মহিলারা মুখ ঢেকে বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানোর হুকুম এবং মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখার হুকুম কোথা থেকে পেল ?
তাহলে এই হুকুম কি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের হুকুম না কি " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট আলিমগণের হুকুম ?
বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের প্রতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে---- "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট আলিমগণের মতামত হচ্ছে এই যে, বেগানা মহিলাদের মুখ,হাত ও পা খোলা রাখা জায়িয। যেমন হাদিস শরীফে আছে---

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " لاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ إِذَا عَرِكَتْ أَنْ تُظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا الى هَا هُنَا" وَقَبَضَ عَلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ এবং আখিরাত বিশ্বাসী কোন বালিগ মহিলার জন্য তার মুখ ও অর্ধ বাহু পর্যন্ত হাত ছাড়া (তার শরীরের)অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা বৈধ নহে।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) دَخَلَتْ عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا : " يَا أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَي مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا "وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ : أبو داود - (٤١٠٤)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহুর কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট প্রবেশ করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললেন: হে আসমা! নিশ্চয়ই কোন মহিলা ঋতুস্রাব(বালেগ) অবস্থায় উপনীত হলে তার তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া কোন অঙ্গ দেখানো সঙ্গত নহে এবং তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর নিজের মুখ ও হাতের দিকে ইশারা করে দেখালেন। আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১০৪।
অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত হাদিস শরীফের বাণী থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, পুরুষ-মহিলাদের মুখ, হাত ও পা সর্বদা খোলা থাকবে বিধায় বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাত করা হারাম বা নিষিদ্ধ মর্মে তাদের উভয়কেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতের বিষয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একই সমান নির্দেশ দিয়েছেন। এতে কোন কম/বেশী নাই। এরূপ মতামত হচ্ছে **الثَّلَاثَةِ خَيْرُ الْقُرُوْنِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট আলিমগণের মতামত।
আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট আলিমগণের মতামত হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বেগানা মহিলারা তাদের মুখ, হাত ও পা ঢেকে রেখে তাদের দৃষ্টি অবনত না রেখে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি তাদের দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয। তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ মানতে সম্মত নহে। তাদের মতামত হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের প্রতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার হুকুম **"দৃষ্টি অবনত রাখার"** বিপরীত অপব্যাখ্যা। মহান আল্লাহর নির্দেশের অপব্যাখ্যার ফলে বর্তমান কালের বেগানা মহিলারা তাদের দৃষ্টি অবনত না রেখে মুখ, হাত ও পা ঢেকে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি তাদের

দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে চলা-ফেরা ও কথা-বার্তা বলে থাকে। এইটাকে তারা মহিলাদের পর্দা বলে।
এইটা পুরোপুরিই মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত অমল ও আচরণ। এতে কোন সওয়াব বা পুরস্কার তো নেই। বরং এর ফলে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত হওয়ায় দোযখেই যেতে হবে। দৃষ্টি অবনত রাখার হুকুমটি মেনে চলা-ফেরা করতে কষ্ট লাগে বিধায় বেগানা মহিলারা তাদের দৃষ্টি অবনত না রেখে মুখ, হাত ও পা ঢেকে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি তাদের দৃষ্টি (উপরের দিকে) রাখার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত চলাকে আল্লাহর হুকুম বলে প্রচার করে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট আলিমগণ মুসলিম সমাজকে ধোকা দিচ্ছে। অথচ হাদিস শরীফে আছে-----

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم وَعِندهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ أُمُّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ صلي الله عليه وسلم " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا يَا رسول الله ، أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَ لاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم"أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ": أبو داود (٤١١٢)

অর্থঃ-হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট ছিলাম এবং মায়মুনাও ছিল। এমনি সময় ইবনু উম্মে মাকতুম এসে পড়ল।এটা পর্দার নির্দেশের পর ছিল, অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন **" তোমরা তার থেকে পর্দা কর"**, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদেরকে দেখে না এবং চিনে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, **"তোমরা কি অন্ধ ? তোমরা কি তাকে দেখ না ?** আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১১২। উপরোক্ত হাদিস শরীফে **"বেগানা পুরষের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম"** প্রমাণিত হয়।
অতএব, দৃষ্টি অবনত না রেখে মুখ, হাত ও পা ঢেকে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি (উপরের দিকে)দৃষ্টি রেখে চলা-ফেরা ও কথা-বার্তা বলাও হারাম। বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট আলিমগণ এর বিপরীত মতামত দিয়ে থাকেন। এটাই হচ্ছে আইন-কানুন পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যা। এ ধরনের আইন-কানুন পরিবর্তনকারীদেরকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাউজে কাউছার থেকে **দূর হও, দূর হও** বলে তাড়িয়ে দিবেন।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন বিষয়ে দুটি মত থাকলে সহজ মতটি গ্রহণ করা উত্তম। এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে এ বিষয়ে হাদিস শরীফে একটি বর্ণনা আছে।---------------------

চতুর্থ হাদিস শরীফ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ لِلَّهِ سَخَطٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِيْهِ سَخَطٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ "(٥١٥٢) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি না থাকলে অধিক সহজটিই গ্রহণ করেছেন। আর এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থাকলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান কারী হতেন। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৫২।
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে আরো বলেনঃ-----------------------

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا (٣٧٦٨) مسند أحمد

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ইবনু সুমাইয়ার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে উভয়ের মধ্যে অধিক সঠিকটিই গ্রহণ করতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৬৮।
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে আরো বলেনঃ-----------------------

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا " (٨٠٣) في المعجم الكَبِيْرِ للطبراني

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দুটি বিষয়ের কোন একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে সহজটিই গ্রহন করেছেন। আল-মু'জামুল কাবির,

তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৩।
এ বিষয়ে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন--

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "لاَ خَيْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ إِثْمًا" (٨٦٥١) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের সহজটি গ্রহণ না করলে কোন কল্যাণ নাই যতক্ষন পর্যন্ত না পাপ হয়"। আল-আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৬৫১।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مِنْ أَشَدَّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنَ بَعْدِيْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَو رَآنِي بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ ." (٩٥٢٣)) في مُسْنَد أَحْمَد -

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আমার জন্য ভালবাসায় পোক্ত আমার উম্মতের মধ্যে আমার (ইনতিকালের)পর এমন মানুষ হবে যে তার পরিবার ও সম্পদ উৎসর্গ করে দিয়ে হলেও সে আমাকে দেখতে চাইবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৫২৩।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে,--

(১) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে এমন কতিপয় প্রেমিক মুসলিম থাকবেন যারা নিজের ধন-সম্পদ বিলীণ করে হলেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দেখতে চাইবেন।

(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে এমনসব মুসলিম হবেন যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের অনূরূপ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ভালবাসবেন।

(৩) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত এ স্তরের নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে এমনসব মুসলিম হবে যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে সামান্য বেয়াদবী আচরণ হয় এমন ধরণের আচরণ কোন অবস্থাতেই কথা-বার্তায়,চলা-ফেরায় ও আচার-আচরণে করবেন না। বরং তাঁরা" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের অনূরূপ আদব বা শিষ্টাচার বৈশিষ্ঠ্যসূচক আদর্শমন্ডিত একজন উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ হয়ে থাকবেন।

নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أَيُّها النَّاسُ إِنّي قُمْتُ فِيْكُمْ كَمَقَامِ رَسُوْلِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِيْنَا فَقَالَ " أُوْصِيْكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ،ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ حَتَّي يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةُ وَإِيَّا كُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ مِنْكُمْ تَسُرُّه حَسَنَتُهُ وَ تَسُوءهُ سَيِّئَتُهُ فذلك المؤمن،"(2165) الترمذي + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩١)

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর জাবিয়াতে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মানুষেরা! নিশ্চয়ই আমি আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অবস্থানের মত

আমি তোমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হলাম। অতপর বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের সম্পর্কে (কল্যাণ কামনার জন্য) ওসিয়ত করছি(আদেশ করছি), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈ'দের) সম্পর্কে(কল্যাণ কামনার জন্য) ওসিয়ত করছি(আদেশ করছি), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈ'-তাবেঈ'নদের) সম্পর্কে (কল্যাণ কামনার জন্য) ওসিয়ত করছি(আদেশ করছি), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি লোক শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে এবং স্বাক্ষী মানার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, তাদের উভয়ের তৃতীয় জন হবে শয়তান, তোমাদের অবশ্যই **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে ধরে থাকতে হবে এবং **اَلْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে বা দূরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে, দুয়ের থেকে অধিক দূরে, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয় আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯১।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করতে(হিতাকাংক্ষী হতে) **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে ওসিয়ত করেছেন (আদেশ করেছেন)। যেমন মঙ্গল কামনার বিষয়টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে এসেছে।

সপ্তম হাদিস শরীফ

عن زر قال: قال خطبنا عمربن الخطاب بالشام ، قَامَ فِينا رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَقَامِي فِيْكُمْ ،فَقَالَ: اِسْتَوْصَوا بِأَصْحَابِي خيرًا، : اِسْتَوْصَوا بِأَصْحَابِي خيرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ حَتَّي يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ بِالْيَمِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحلَفَ، فَمَنْ اَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ "(٦٣٨٣) في المعجم الاوسط للطبراني + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٢)

অর্থঃ ....হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব শামে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর (হিতাকাংক্ষী হও), তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনদের)জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে। অতএব, যার জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৩৮৩+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯২ ।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قال: قال خطبَ عمرالنَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ :إِنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَامَ فِيْ مثل مقامي هَذَا ،فقال: أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثم يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ، فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّه حَسَنَتُهُ وَ تَسُوءهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مؤمن،" "(١٧٩) مسند أحمد

অর্থঃ-জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের

(তাবেঈদের) প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবে’-তাবেঈনদের) প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের একেক জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছণদ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে। কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশটয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عمر بن الخطاب أَنَّهُ خطبَ النَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ : قَامَ فِيْنَا رسول الله صلي الله عليه وسلم كَقِيَامي فِيْكُمْ ،فقال: أَكْرِمُوا أصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثم يَظْهَرُ الْكِذْبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ وَ يَحْلِفُ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ، ألاَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ ، أَلاَ وَمَنْ سَرَّتْهُ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ وَهُوَ مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلاَ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَائَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مؤمن " مسند الْحُمَيْدِي(٣٢)

অর্থঃ-জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: “তোমরা আমার সাহাবীদের প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবে’-তাবেঈনদের) প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের একেক জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছণদ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে। কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশটয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯।

দশম হাদিস শরীফঃ

عمر بن الخطاب :ذَكَرَ رسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم ثُمَّ قالَ لَهُمْ "إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ وَالْفَذُّ مَعَ الشيطان و إِن الْحَقّ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي النَّارِ، أَلَا, إِنَّ أَصْحَابِي خِيَارَكُمْ فَأَكْرِمُوْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ وَالْهَرْجُ"(٦٤٠٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, “ নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনূগ্রহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির উপর। একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে। সাবধান! নিশ্চয়ই আমার সাহাবাগণ হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যার ও হারজ তথা খুনাখুনির প্রকাশ পাবে। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫।

একাদশ হাদিস শরীফঃ

عن زر قال: قال خطبنا عمربن الخطاب بالشام ، قَامَ فينا رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَقَامِي فِيْكُمْ ،فَقَالَ: اِسْتَوْصَوا بِأَصْحَابِي خيرًا، : اِسْتَوْصَوا بِأَصْحَابِي خيرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ حَتَّي يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهاَ وَ بِالْيَمِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحلَفَ، فَمَنْ اَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ "(٦٤٨٣) في المعجم الاوسط للطبراني + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٢)

অর্থঃ-হযরত যার (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব শামে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর (হিতাকাংক্ষী হও), তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে। অতএব, যার জান্নাতের সূখ-সাচ্ছণদ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯২ ।

দ্বাদশ হাদিস শরীফঃ

عن بن عُمَرَ أن عمر بن الخطاب خَطَبَ بالجابية فقال : قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم مقامي فيكم ، فقال : " استوصوا بأصحابي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ ، حتي إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِيُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، فَمَنْ اَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، وَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ فإن الشيطان ثالثهما، وَمَنْ تَسَرُّه حَسَنَتُهُ وَ تَسُوءهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مؤمن "فِي مسند أحمد (١١٥) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٢)

অর্থঃ ....ইবনু ওমর(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে বক্তৃতা দিয়ে বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর (হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দেওয়া আরম্ভ করে ফেলবে। অতএব, যার জান্নাতের সূখ-সাচ্ছণদ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৫ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯২ ।

উপরে বর্ণিত পঞ্চম হাদিস শরীফ থেকে দশম হাদিস শরীফ পর্যন্ত সবগুলো হাদিস শরীফেই এই কথা বিবৃত হয়েছে যে, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়গুলোতে একমাত্র **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অনুসারীদের ব্যতীত আসন্ন সব মুসলিম মানুষের মধ্যেই মিথ্যার সয়লাব প্রবাহিত হতে থাকবে।তাই, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)**সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী হওয়া যাবে না।

মনে রাখতে হবে যে, এতসব জ্ঞানদানের পরও যদি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত

কেউ " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ প্রত্যাখান করে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ অনুসরণ করে তবে তাকে দোযখে যেতে হবে। কারণ, চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত আসন্ন মুসলিমগণ বিশেষকরে উলামাকেরামগণ মিথ্যাবাদী হবে। কাজেই, এরা সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম বা সর্বনিকৃষ্ট উলামা।

তবে, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয় তা হলে তারা উৎকৃষ্ট মুসলিম বা উৎকৃষ্ট উলামাকেরামে পরিণত হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে আর সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম বা সর্বনিকৃষ্ট উলামা বলা হবে না। তখন তারা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের অন্তর্ভূক্ত মহান মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এয়াদশ হাদিস শরীফ :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ عَمِلَ بِمَا فِيْهِ وَ مَاتَ فِي الْجَمَاعَةِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَ الْحُكَّامِ "(١٦٥٦٠)) في المعجم الكبير للطبراني -

অর্থঃ- হযরত মুআ'য বিন জাবাল(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে কুরআন পড়ে আর তদানূযায়ী আমল করে এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ তাকে জ্ঞাণী ও লিখকদের সাথে পুন:রুত্থান করবেন "। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৬০।

আপনি হয়ত বলবেন যে, অত্র গ্রন্থ লিখকও তো أَرْذَلُ الْقُرُوْن (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত একজন মুসলিম। তা হলে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম হিসেবে থাকতে পারলেন কিভাবে ?

এর উত্তর এই যে, অত্র গ্রন্থ লিখক আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةِ(আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ হয়ে" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়ায় তিনিও একজন সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম।

অতএব, أَرْذَلُ الْقُرُوْن (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর**(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত **সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে** পরিণত হওয়ার পদ্ধতি" (২৪)

(২৪) أَرْذَلُ الْقُرُوْن (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ** خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত **সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে** পরিণত হওয়ার পদ্ধতি" পৃষ্ঠা নং-১৪০ দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গে বর্ণিত শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন মেনে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণকে আমি (অত্র গ্রন্থ লিখক)বিনীত অনুরোধ করছি।

উপসংহারঃ যেহেতু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةِ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম **বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিমগণ** হচ্ছেন মানুষের জন্য কল্যাণবিহীন, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট গুরুত্বহীন, সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ সেহেতু তাদের নিকট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণও গুরুত্বহীন। তাই, তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সাধারণ মানুষ মনে করে "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে তাঁকে মূর্খ বলে। - **نَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ** ।

অথচ "**نَبِيٌّ**" (নবী) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ --

اَلْمُخْبِرُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبَلِ بِالْهَامِ مِنَ اللهِ (اَلْمُنْجِد

অর্থঃ-"মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা " **عِلْمُ الْغَيْبِ** " তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দানকারী" (আল-মুনজিদ)। "**نَبِيٌّ**" (নবী) শব্দটি "**نُبُوَّة**"(নবুওয়ত) শব্দ থেকে এসেছে। এর অভিধানভিত্তিক আরবি অর্থ হচ্ছেঃ---------------------------

اَلْاخْبَارُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبَلِ بِالْهَامِ مِنَ اللهِ" : اَلْمُنْجِدُ"

অর্থঃ-আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দান করা। (আল-মুনজিদ)। (২৫)

"**نَبِيٌّ**"(নবী)শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ ভবিষ্যৎ বক্তা। আরবী-বাংলা অভিধান, মাওলানা মো: আলাউদ্দিন আল-আজহারী ।

Learners Arabic-English Dictionary বা অভিধানে "**نَبِيٌّ**" (নবী) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ Prophet (প্রফেট)তথা ভবিষ্যদ্বক্তা > ইংরেজী-বাংলা অভিধান,বাংলা একাডেমি এবং সংসদসহ সকল ইরেজী আভিধান।

পারিভাষিক অর্থঃ Person who tells, or claims to be able to tell, what will happen in the future (inspired by God [Allah])অর্থঃ- "**نَبِيٌّ**" (নবী) হচ্ছেন এমন ব্যাক্তি যিনি বলেন, অথবা যিনি দাবী করেন আল্লাহ কর্তক অনুপ্রানিত হয়ে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা তিনি বলতে সক্ষম। OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY।

শরীয়তভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে ইসলামি শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কীয় বিষয়ের জ্ঞান,আল্লাহ,ফেরেস্তা, আখিরাত, হাশর,পূনরুত্থান, দোযখ,বেহেস্ত ইত্যাদি বিষয়ক অদৃশ্যমূলক জ্ঞান বা "**عِلْمُ الْغَيْبِ**" সম্পর্কে মানুষ ও জিনজাতিকে সংবাদ দানকারীকে নবী বলে। যে কোন নবীর দেওয়া এইরূপ " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করাই হচ্ছে **"ঈমান"**। যে কেহ এইরূপ **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করে সেই ব্যাক্তি **"মুমিন"**।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন আরবী, বাংলা ও ইংরেজী অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ থেকেও বুঝা গেল যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের সকলেই মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা "**عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে সংবাদ দান কারী"।

অতএব, " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দান কারী ব্যাক্তি হচ্ছেন "নবী" আর যিনি " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দান কারী নহেন বা " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারেন না তিনি **"নবী"** নহেন।

---

(২৫) **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৩৬১ ও ৪৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত " **الْجَمَاعَةُ** "" (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি **"নবী"** শব্দের অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তভিত্তিক পারিভাষিক অর্থসহ ঈমান আনেনি বিধায় তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজে ঈমানদার বলে পরিচিত হলেও আসলে বাস্তবে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট তারা বেঈমান ও অমুসলিম হিসেবে গণ্য। "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত اَلْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত বিধায় তারা সদা সর্বদাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেই বেয়াদবী আচরণ নিয়েই কথা-বার্তা বলে থাকে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যিনি কোটি মানুষ,জিন, ফেরেস্তা ও মাখলুকের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও মহামান্য মহান নেতা তিনি যদি এই দৃশ্যমান জগতে বাহ্যিকভাবে উপস্থিত থাকতেন তা হলে কি "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ তাঁর মহান মর্যাদার সামনে তাঁর উপস্থিতিতে মিলাদ শরীফ-কিয়াম ও "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে আরো এই রকম অন্যান্য বিষয় নিয়ে এইরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেয়াদবী আচরণ নিয়ে কথা-বার্তা বলতে পার তো। না, পারতো না। তারা মনে করে নবী মরে গেছেন, এই রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেয়াদবী আচরণ নিয়ে কথা-বার্তা বললে কি আর হবে।

সাবধান! হুশিয়ার হয়ে যান ,সময় আসছে, এই রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেয়াদবী আচরণ নিয়ে কথা-বার্তা বলার ফল পাবেন। অপেক্ষা করুন। মনে রাখবেন, আমাদের প্রতি দিনের কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা মহান আল্লাহ তাআ'লার সান্যিধ্যে এমনকি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট পৌঁছানো হয়। যদি কারো কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তাগুলোর সাথে বেয়াদবী মিশ্রিত থাকে তবে সে তো ধ্বংস হয়ে গেল।

বিনীত অনূরোধঃ **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত)তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দল বহির্ভূত "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী_চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ভাইগণের নিকট বিনীত অনূরোধ দয়া করে আপনারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন উম্মতকে তাঁর সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করা বা অশিষ্টাচারমূলক আচরণ শিক্ষা দিবেন না"।

সেই জন্যেই "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত اَلْجَمَاعَةِ(আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত ওয়ায় তারা বাস্তবে মুসলিম নয় যদিও তারা নামাজ-রোজা পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম মনে করে থাকে।" **الْجَمَاعَةُ** "" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী মুসলিমগণের বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَاِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جهَنَّمَ ـ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا اللهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ

صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " – الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُلِطَبَرَانِي(٣٣٥٣)+سُنَنُ التَّرْمِذِي(٢٤٦٣)

অর্থঃ- হারিছুল আশআ’রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ[তাআ’লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন।

১. শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **8.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে(পুনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **“জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান”** জানাল সে জাহান্নামের সত্বা বা অধিবাসির (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত)। তাই, তোমরা **“আল্লাহর আহবানে আহবান”** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন”। আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দলটি বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলটির আমল-আখলাক, চাল-চলন ও আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন বিধায় তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মিলাদ শরীফ পাঠ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করাকে **শিরক-বিদআ'ত (২৬)** বলে। কারণ এরা হচ্ছে অমুসলিম এবং এরা **শিরক-বিদআ'ত** শব্দদ্বয়ের শরীয়তী (শরই’য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ জানে না। যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বসে-দাঁড়ায়ে সালাত ও সালাম পড়ার বিষয়ে কোন শরীয়তী (শরই’য়্যু) আইন নেই সেহেতু ইসলামি সামাজিক **“উরফ”** তথা ইসলামি সামাজিক প্রথা মেনে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই সবচেয়ে সম্মাণজনক, আদব-শিষ্টাচারিতা এবং মুসলিম রীতিনীতি সম্মত। এর বিপরীত করা হচ্ছে বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতা। এটা যে শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায় প্রযোজ্য তা নয় বরং সব মুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায়তো আরো বেশী প্রযোজ্য। যে বিষয়ে ইসলামি শরীয়তভিত্তিক আইনের বাধ্যবাধকতা নেই সেখানে সামাজিক **“উরফ”** তথা সামাজিক প্রথা মেনে কাজ সম্পাদন করাই ইসলাম সম্মত। এরূপ অবস্থায় বাড়াবাড়ি করা অনুচিৎ। তা হলে ফলাফল মন্দ হবে।

এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোতে ইসলামি শরীয়তভিত্তিক আইনের বাধ্যবাধকতা নেই সেইগুলোর সবটিতেই **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দলবদ্ধ মুসলিম উলামাকেরাগণের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে, এর বিপরীত করা যাবে না। এর বিপরীত করলেই অমুসলিম। (২৭)

أ رْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **”(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভূক্ত যে কোন মুসলিম প্রকাশ্যে সরাসরি **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী হবেনা, **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলটির

---

(২৬) الشِّرْكُ (শিরক) **“অংশীদারিত্ব স্থাপন”** সম্পর্কে জানতে পৃষ্ঠা নং-৫৫০ থেকে ৫৫৯ **ও الْبِدْعَةُ “বিদআ'ত”** সম্পর্কে জানতে পৃষ্ঠা নং ৩২৪ থেকে ৩৫৯ দ্রষ্টব্য।

(২৭) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৪৫২ দ্রষ্টব্য।

অনুসারী হবেনা, এই দলটি প্রকাশ্যে প্রচার করবে না, নিজ সন্তান-সন্ততির মধ্যে, সমাজের মধ্যে, ওয়াজ-মাহফিলের মধ্যে ও ইসলামি সেমিনার-সম্মেলনে ইত্যাদি স্থানসমূহে **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল প্রচার করবে না এবং শিক্ষাদান করবেনা সে হচ্ছে নিকৃষ্ট মুসলিম, এমনকি সে বাস্তবে মুসলিমই নহে।

এদের মাঝে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণ সংরক্ষিত থাকবে না। যেহেতু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণ সংরক্ষিত থাকবে না সেহেতু **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী দলবদ্ধ" **الثَّلَاثَةُ** **خَيْرُ الْقُرُوْنِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের মধেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণ সংরক্ষিত থাকবে বলে ওহী মারফত জেনেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

عَنْ أَبِيْء صَالِحٍ ، قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةِ ، بِقَضَالَ : سَمِعْتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :"اِحْفَظُوْنِيْ فِيْ أَصْحَابِيْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، (١١٣٥)) في المعجم الاوسط للطبراني + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٤)

অর্থঃ- হযরত অবু সালেহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর, তারপর যারা আসছে (তাবেঈনদের) মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর, তারপর যারা আসছে(তাবে'-তাবেঈ'নদের) মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৩৫+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৪।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : "مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِيْ وَرَدَ عَلَى حَوْضِيْ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِى أَصْحَابِي لَمْ يَرَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مِنْ بَعِيْدٍ"، (١٢٩٤٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত সালিম (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে নর্ণনা করেন নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন: যে আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন করেছে সে আমার হাউজে কাউছারে আমার আগেই গিয়ে থাকবে, আর "যে আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন করবে না সে আমাকে কিয়ামতের দিন দূর থেকে ছাড়া দেখবে না। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১২৯৪৬।

সিদ্ধান্তঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের মূল দল, ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " **الْجَمَاعَةُ** "(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদই সঠিক এবং তাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট সাধারন মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলাগণের উপর ফরজ। আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যে কোন মুসলিম ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম নামধারী উলামা হবেন তাদের ফতওয়া, রায় ও মতামত বাতিল-ভ্রান্ত এবং তাদেরকে প্রত্যাখান করা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামধারী মুসলিম মানুষের উপর ফরজ।
উপরে পৃষ্ঠা নং- ৩৬ থেকে পৃষ্ঠা নং- ৮৯ পর্যন্ত আইন-কানুন পরিবর্তন সম্পর্কীয় বাণীর ব্যাখ্যাতে প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া **أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে** একটু আলোচনা করে নিয়ে ছিলাম। এখন পৃষ্ঠা নং- ৫০ থেকে পৃষ্ঠা নং- ৫৮ পর্যন্ত **أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে** এবং পাশাপাশি **بَيْعَةٌ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পদ্ধতি সম্পর্কেও পৃষ্ঠা নং ৫৯ থেকে পৃষ্ঠা নং-৯৭ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করে নিব ইনশাআল্লাহু তাআলা।

أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও أَلْحِجَابُ বা পর্দা ফরজ হওয়ার প্রেক্ষাপটঃ

শিরোনাম:>> أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়" সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ- أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কীয় বিধানটি হিজরী ৫ম সনের জিলক্বাদ মাসে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতি জাহশের (রাদিআল্লাহু আনহার) বিবাহের ওলিমার ভোজ সমাপ্তির পর অবতীর্ণ হয়। স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল আত্মাসম্পন্ন সাবাবীগণের বেলায় প্রাথমিক অবস্থায় **أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান** অবতীর্ণের প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তীতে এই সময়গুলোতে বনু কুরাইজা, বনু নাজির ও বনু কানুইকার কিছু কিছু লোক মুসলমানরূপ ধারণ করে কপট মুসলিম হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকে। **أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান** অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের সাথে) সকলেরই সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ছিল। এ সময়ে কপট মুসলিম তথা মুনাফিকরাও এই সূযোগের সদ্ব্যবহার করে মুসলমানদের ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারত। মুসলমানদের আত্মা ও হৃদয় যেমন স্বচ্ছ, পবিত্র ও নির্মল ছিল মুনাফিকদের আত্মা ও হৃদয় মুসলমানদের আত্মা ও হৃদয়ের মত তেমন স্বচ্ছ, পবিত্র ও নির্মল ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের সাথে) মুনাফিকদের সরাসরি দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টি মুসলমানদের নিকট স্বাভাবিকভাবেই পীড়াদায়ক ছিল। এমতাবস্থায় নবী-পত্নীদের সাথে মুনাফিকদের সরাসরি দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট অপন্দনীয় ও পীড়াদায়ক লাগছিল বিধায় তিনি চাচ্ছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেন তিনি তাঁর স্ত্রীদের জন্য(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের জন্য) **أَلْحِجَابُ** (হিজাব) বা **পর্দার** ব্যবস্থা নেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের আকাঙ্খা ও চাহিদা যুক্তিযুক্ত থাকাসত্বেও কিন্তু কোন উপলক্ষ্য ছাড়াই হঠাৎকরে **أَلْحِجَابُ** বা **পর্দার বিধান** জারী বা চালু করা যাচ্ছেনা বিধায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওহী বা প্রত্যাদেশের অক্ষোয় ছিলেন। কারন, তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীত কোন আদেশ দেন না।
যেমন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে বলেন:-------------------------------------

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَي ـ سورة النَّجم ـ الْأيةُ (٣ - ٤)

অর্থঃ-এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় [নিজ থেকে) কোন কথা বলেন না, (যা বলেন) তা ওহী বা প্রত্যাদেশ, সুরা নজম, আয়াত নং-৩-৪। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের আকাঙ্খা ও চাহিদা যুক্তিযুক্ত থাকায় পরবর্তীতে উপলক্ষ্য দেখা দিলে তাঁরই আকাঙ্খা ও চাহিদা মোতাবেক **اَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার** আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হয়। হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর মনের বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে এইভাবে ব্যক্ত করেন।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللهُ اَيَةَ الْحِجَابِ ـ البخاري (٤٨٩٠)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনার নিকট নেকী ও পাপী (২৮) সবাই আসে, যদি আপনি উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদেরকে পর্দার আদেশ করতেন, এতেই আল্লাহ **آَيَةَ الْحِجَابِ** বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন, বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَ هُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَائَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ اِمْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ (٢٦٥٠٦) مسند أحمد

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য **"মানাসি'"** (২৯) নামে উচ্চস্থানে গমন করতেন। আর হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এটা করতেন না, এক রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী সাওদা বিনতি যামাআ' ইশার সময়ে বের হলেন, তিনি দীর্ঘাকৃতির মহিলা ছিলেন, **آَيَةَ الْحِجَابِ** বা **পর্দার আয়াত** অবতীর্ণের আশায় হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) **"আপনাকে আমরা চিনেছি"** বলে তাঁকে ইয়া সাওদা বলে ডাক দিলেন। হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: ফলে **آَيَةَ الْحِجَابِ** বা **পর্দার আয়াত** অবতীর্ণ হল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫০৬।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَائَكَ قَالَتْ : فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَتْ : وَكَانَ أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ اِمْرَأَةً طَوِيْلَةً فَرَآهَا عُمَرُ وَ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحِجَابَ ـ ـ (٢٦٩٧٢) مسند أحمد

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)বলেছেন: হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, তিনি (আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বলেন: তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) এটা করতেন না, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য **"মানাসির'"** দিকে গমন করতে। সাওদা বিনতি যামাআ' বের হলেন, তিনি দীর্ঘাকৃতির মহিলা ছিলেন, আর হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মসজিদের ভিতরে থেকেই **آَيَةَ الْحِجَابِ** বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণের আশায় তাঁকে দেখে তিনি (হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন "ইয়া সাওদা, আমি আপনাকে চিনেছি। হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: ফলে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা **آَيَةَ الْحِجَابِ** বা **পর্দার আয়াত** (৩০) অবতীর্ণ করলেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯৭২।

---

(২৮) >> প্রথম হাদিস শরীফখানাতে বর্ণিত নেকী শব্দ দ্বারা হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মুমিনদেরকে আর পাপী শব্দ দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝাইয়াছেন ।

(২৯) >> الْمَنَاصِعِ ("মানাসি'") হচ্ছে প্রস্রাব-পায়খানার মত হাজত পূরণের বিস্তৃত-উচ্চস্থান । বর্তমানে প্রস্রাব-পায়খানার মত শব্দগুলো অপছন্দনীয় বিধায় আধুনিক সময়ে এগুলোকে **"বাথ রুম"** হিসেবে অভিহিত করা হয় ।

(৩০) >> **(১) آَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াতঃ** সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতকে آَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত বলে। সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত হচ্ছে এই--

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَد\ْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِيْ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا ـ(٥٣) سورة الأحزاب ـ

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عِيْسَىٰ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ :إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَ لَحْمًا،وَ كَانَ الْقَوْمُ جُلُوْسًا كَمَا هُمْ فِى الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَلَبِثَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ جُلُوْسٌ كَمَا هُمْ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَعُرِفَ فِى وَجْهِهِ ،فَنُزِّلَ آيَةُ الْحِجَابِ ـ مسند أحمد (١٣٥٦٥)

অর্থঃ-হযরত ইসা বিন তহমান বলেন: আমি শুনেছি আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: যয়নাব বিনতি জাহশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণের উপর এই বলে গর্ব করতেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আকাশে বিবাহ পড়াইয়াছেন এবং সেই দিনই(এই বিবাহের ওলিমা উপলক্ষ্যে)রুটি ও গোস্ত খাওয়ানো হল। আর সম্প্রদায়(লোকেরা) বসে রইল যেমন তারা (নিজ)বাড়ীতে আছে। ফলে রাসুলুল্লাহি উঠে(ঘর থেকে)বের হয়ে গেলেন এবং যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন তিনি (ঘরের বাইরে) থাকলেন, তারপর, পূনরায় এমন অবস্থায় ফিরে আসলেন সম্প্রদায় (লোকেরা) বসে রইল যেমনটি তারা ছিল। এই অবস্থাটি তাঁর উপর কষ্টকর হল যা তাঁর মুখমন্ডলে দেখা গেল। ফলে **آيَةَ الْحِجَابِ** বা **পর্দার আয়াত** অবতীর্ণ হল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৫৬৫।

أَلْحِجَابُ বা পর্দার ও أَلسِتْرُ বা সতরের প্রকৃত বিধানঃ

নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের, তাঁর সাহাবীগণের এবং وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত আলিগণের أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান:

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের পর্দার স্বরূপঃ---

ইসলামে নারীদের জন্য অনুমোদিত **أَلْحِجَابُ বা পর্দার ধিান** মেনে চলা ফরজ। ইসলামে أَلْحِجَابُবা **পর্দার সঠিক বিধান** কোনটি তা নিয়ে এখন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। ইসলামে পর্দার বিধান বা পর্দার আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহু আনহুন্না) মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়। পর্দার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মোট ছয়টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। পর্যায়ক্রমে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ------------------------------

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـ أَلْأية (٥٣)سورة الأحزاب

অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে, এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৩।

(২ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ------------------------------

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ـ ـ (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থঃ-হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য খাবার রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে, তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, অত:পর, খাওয়া শেষ হলে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না । নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের নিকট সংকোচ বোধ করেন ; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। **কিন্তু যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ** ।আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেওয়া এবং তার ইনতিকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় । আল্লাহর নিকট এটা গুরুতর অপরাধ, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।

অর্থঃতোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনূরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩।

(৩ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩২ নং পূর্ণ আয়াতঃ---

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا ــ(٣٢)سورة الأحزاب ــ

অর্থঃ হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরপুরুষের সাথে কোনল ও আকষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যাক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে, সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩২।

(৪ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৯ নং পূর্ণ আয়াতঃ---------------------------------------

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ـ ذَٰلِكَ أَدْنَ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ـ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ـ(٥٩) سورة الأحزاب

(৫ নং ক্রমিক) ছুরা নূরের ৩০ নং আয়াতঃ---

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ــ (30)سورة النُّوْرِ

অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। **(৬ নং ক্রমিক)** ছুরা নূরের ৩১ নং আয়াতঃ--

ـوَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (٣١)سورة النُّوْرِ

অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। ছুরা নূর, আয়াত নং-৩১।

উপরে **১ নং ক্রমিকে** বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের অংশ বিশেষের পর্দার প্রথম নির্দেশনামা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুন্না) বেলায়ই প্রযোজ্য। সেই জন্যেই যখনই পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত [৩১] অবতীর্ণ হল তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কিছু কাপড়ের টুকরা নিয়ে দরজার উপরে লাগিয়ে দিয়ে পর্দার আদেশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করে ফেলেন। দরজা-জানালায় এইরূপ কাপরের টুকরা আটকে বা লাগিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে "পর্দা"। উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনের তাকিদে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণ নবী-পত্নীদের সাথে সরাসরি কথা-বার্তা বলতেন। কিন্তু অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রক্তসম্পর্কীয় আত্নীয় ব্যতীত অন্য কাহারো জন্যে নবী-পত্নীদের সাথে আর পূর্বের মত সরাসরি কথা-বার্তা বলার অনূমতি থাকলনা। ফলে পরবর্তীতে কেহই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের (রাদিআল্লাহ আনহুন্না) সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত সরাসরি কথা-বার্তা বলেন নি। অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনুরূপ পর্দা করার আদেশ দেন নি।

উপরে **(২ নং ক্রমিক)** ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াতের অংশ বিশেষের পর্দার দ্বিতীয় নির্দেশনামাও শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুন্না) বেলায়ই প্রযোজ্য। সেই জন্যেই যখনই পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াত [৩২] অবতীর্ণ হল তখন থেকে নবী-পত্নীগণ ঘরেই অবস্থান করছেন। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতেন না। অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনূরূপ ঘরে অবস্থানের নির্দেশ বা আদেশ দেন নি। কিন্তু সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু

---

[৩১] **وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـألْأيَة (٥٣)سورة الأحزاب**

অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ, সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৩ "))<<

[৩২] **وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ـ(٣٤) سورة الأحزاب** "

(অর্থঃ "তোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনূরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩") <<

আনহুম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দেখাদেখি নিজেরাও তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনূরূপ পর্দা করা শুরু করে দেন।

উপরে **১ নং ক্রমিক ও ২ নং ক্রমিকে** বর্ণিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশের পর নবী-পত্নীগণ তাঁদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা কোন বেগানা পুরষদের সামনে খুলেন নি এবং কোন বেগানা পুরষ তাঁদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা খোলা অবস্থায় দেখেন নি। কারণ, উপরে বর্ণিত **১ নং ক্রমিক ও ২ নং ক্রমিকে** বর্ণিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশ (৩৩) মোতাবেক তাঁরা ঘর থেকে বের না হওয়ায় কোন পুরুষই তাঁদেরকে দেখেই নি। কজেই, নবী-পত্নীদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা খোলা অবস্থায় দেখার প্রশ্নই আসে না।

এটা এই জন্য যে,আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগন হচ্ছেন উচ্চস্তর জন। তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের উম্মতের জন্য অনূসরনীয় মহান আদর্শ ।সেই জন্যে তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর আদেশও মহান এবং সূ-উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁদের স্ত্রীগণও সাধারণ মানুষের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধও সাধারণ মানুষের তুলনায় ব্যতিক্রম। পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশখানার উদ্দেশ্য হল এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মুল মুমিনিন সম্মাণিত স্ত্রীগণের মুখ-মন্ডল,হাত-পা বেগানা পুরুষদের নিকট খোলা নিষেধ এবং বেগানা পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পাত করাও নিষেধ।

যেমন হাদিস শরীফে আছে--

عَن أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِندَ النَّبيِّ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم وَعِندهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ أُمُّ مَكْتُومٍ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا يَا رسول الله ، أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَ لاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ": أبو داود (٤١١٢)

অর্থঃ-হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট ছিলাম এবং মায়মুনাও ছিল। এমনি সময় ইবনু উম্মে মাকতুম এসে পড়ল। এটা পর্দার নির্দেশের পর ছিল, অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন **" তোমরা তার থেকে পর্দা কর"**, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি ! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদেরকে দেখে না এবং চিনে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, **"তোমরা কি অন্ধ ?** তোমরা কি তাকে দেখ না ?

আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১১২।

সেই জন্যে পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম আদেশখানা সাধারণ মুমিন-মুসলিম মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়, দ্বিতীয় আদেশখানা প্রযোজ্য। তবে, হা! কোন মুমিন- মুসলিম যদি আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর পূর্ণ অধিষ্ঠিত থেকে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত **"আলিম"**হতে পারেন তা হলে হয়ত তিনি উপরে **১ নং ক্রমিক ও ২ নং ক্রমিকে** বর্ণিত পবিত্র কুরআনের পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশখানা>> মোতাবেক তিনি তার স্ত্রীকে পর্দার আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান জগতে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর পূর্ণ অধিষ্ঠিত থেকে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া(নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত **"আলিম"** হয়েছেন এমন গুণসম্পন্ন আলিম পাওয়া খুবই দুস্কর। সাধারণ আলিম-উলামা অসংখ্য। মুসলিম সমাজে এদের অভাব নেই।

তবে, **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর

---

(৩৩) **(১ নং ক্রমিক)** পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ---

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـالآية (٥٣)سورة الأحزاب

অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ, সুরা আহযাব, আয়াত নং- ৫৩।

(২ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ---

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ـ ـ (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থঃতোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনূরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।

চলেছেন বিধায় পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম আদেশখানা তাঁরা তাঁদের স্ত্রীগণকে দিয়েছেন। এইরূপ বিধান আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পর একমাত্র তাঁদের বেলাই প্রযোজ্য। آنبِياء -ওআরাছাতুল আম্বিয়া وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত **"আলিম"** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৫৫৭ দেখুন)।

সাধারণ মুমিন- মুসলিমগণের أَلْحِجَابُ বা পর্দার স্বরূপঃ

মহিলাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে পুরো শরীর ঢেকে ([৩৪] **Footnote**) চলা ফেরা করাহচ্ছেসাধারণ মুমিন মহিলাদের পর্দা ।যেমন- হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আসমা বিনতে আবুকর (রাদিআল্লাহু আনহুমা) কে বলেনঃ---

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) دَخَلَتْ عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا : " يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَي مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا "وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ : أبو داود ـ(٤١٠٤)

([৩৪] **Footnote**) (মহিলাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে পুরো শরীর ঢেকে রাখার নাম **اَلسِّتْرُ বা সতর** বলে, এটা মহিলাদের জন্য ফরজ, এটাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে না, ঘরের দরজা বা জানালাতে কাপড় আটকে দেওয়ার নাম أَلْحِجَابُ বা পর্দা। أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতরনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঘরের দরজাতে কাপড় আটকে বা কাপড় লাগিয়ে তাই করেছেন। এই أَلْحِجَابُ বা পর্দার ভিতরে অবস্থান করাই নবী-পত্নীদের জন্য ফরজ ছিল এবং এই أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলাই নবী-পত্নীদের জন্য أَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন ছিল।

(১) বর্তমান জগতে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাস্তবায়নকৃত أَلْحِجَابُ বা পর্দাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলেনা, নিজেদের বানানো নিয়মকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে, أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলা থেকে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বারন করে থাকে, এটাকে তারা أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে এবং ক্রেডিট মনে করে ও গর্ব বোধ করে, বাস্তবে এটা أَلْحِجَابُ বা পর্দা নয় এবং এটা ক্রেডিট বা গর্বের বিষয়ও নয়, তারা নবী-পত্নীদের أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলার বিষয়টি এবং তাঁদের থেকে সাহাবীকেরামগণ(রাদিআল্লাহ আনহুমগণ) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ শ্রবন করার বিষয়টিও أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ আমলে নেয়নি, এতে প্রমাণ হয় যে, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ নিজেদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চাইতে, নবীর স্ত্রীগণের চাইতে এবং সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) চাইতে বেশী পরহেজগার, জ্ঞানী-গুণী ও উত্তম লোক মনে করে থাকে (نَعُوْذُ بِاللهِ)। তা না হলে যেইটা أَلْحِجَابُ বা পর্দা নয় তারা সেইটাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে কেন আর যেইটা أَلْحِجَابُ বা পর্দা তারা সেইটাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দার বরখেলাপ বলে কেন ?, এইভাবে তারা মুসলিম মানুষকে বিশেষকরে সাধারণ অজ্ঞ মুসলিম মানুষকে ধোকা দিচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলাই নবী-পত্নীদের জন্য أَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন করে দিয়েছেন যাতে করে মুসলিম মানুষ তাদের থেকে ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানমূলক শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণের ব্যাপারে উপরে (৩ নং) ক্রমিকে বর্ণিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-------------- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا ـ(٣٢)سورة الأحزاب_ (অর্থঃ-|- হে নবীপত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২। এই আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ'লা নবীর স্ত্রীগণকে- নবীপত্নীদেরকে أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলার বিষয়টি সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতামুক্ত করে দিয়েছেন ।তবে, পর্দা হিসেবে নয় বরং নিরাপত্তার স্বার্থে أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখেও বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলা থেকে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বারন করতে পারেন। এতে কোন দোষ নেই। তবে,""أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণের মধ্যে বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণের মধ্যে যারা এই কাজটি করে থাকেন তারা **" أَلْحِجَابُ বা পর্দা এবং নিরাপত্তার স্বার্থের"** কথাটির মধ্যকার পার্থক্যটি কি তা জনসমুক্ষে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং এটা করা তাদের জন্য উচিৎ।

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহুর কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট প্রবেশ করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললেন: হে আসমা! নিশ্চয়ই কোন মহিলা ঋতুস্রাব(বালেগ) অবস্থায় উপনীত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া কোন অঙ্গ দেখানো সঙ্গত নহে এবং তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর নিজের মুখ ও হাতের দিকে ইশারা করে দেখালেন ।আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং- ৪১০৪।

এমতাবস্থায় তাদের করনীয় হচ্ছে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার বেলায় বলেনঃ---

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (٣١)سورة النُّوْرِ ـ

অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১।

সেই জন্যেই উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক বেগানা মহিলার বেলায় বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয নয়। তাই, পুরুষ-মহিলাদের মুখ, হাত ও পা সর্বদা খোলা থাকবে বিধায় বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম বা নিষিদ্ধ মর্মে তাদের উভয়কেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একই সমান নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন পুরুষদের বেলায় মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-----------------------------------

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ـ (٣٠)سورة النُّوْرِ

অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩০।

এই আয়াত অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ বেগানা পুরুষ-মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি(একে অপরের প্রতি) দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়ে ভারসাম্যমূলক আদেশ দিয়েছেন।

উপরে বর্ণিত ছুরা নূরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পুরুষ-মহিলাদেরকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত বা তাকানোর সময় দৃষ্টি অবনত রাখতে সমপর্যায়ের আদেশ দিয়েছেন। এতে এটা প্রমাণ হয় যে, বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি আর বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ। এতে এটা প্রমাণ হয়না যে, শুধু বেগানা পুরুষই বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ আর বেগানা মহিলারা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয। না না, বরং বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের জন্যই একই হুকুম। কিন্তু বর্তমান সময়েধর্মীয় বিষয়ে পুরুষ-মহিলা উভয়েই মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ পালন করা সত্বেও পর্দাসম্পর্কীয় দৃষ্টিপাতের অদেশখানা অল্প সংখ্যক পুরুষ-মহিলা ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ-মহিলাই এই নির্দেশটি মানতে প্রস্তুত নয়। তাই, পর্দা হিসেবে নয় বরং নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমান কালে মহিলারা তাদের মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখতে পারে। এটাই উত্তম।

প্রয়োজনে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার পালনীয় বিধানঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লা এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ـ ذَلِكَ أَدْنَ أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ـ(٥٩) سورة الأحزاب

অর্থঃ হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ (৩৫) (Footnote) হবে। ফলে, তাদেরকে উত্যক্ত

(৩৫ Footnote) **"চেনা সহজ" কথাটির ব্যাখ্যাঃ** এই সময়টি ছিল ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সময়কাল। তখনো **اَلْحِجَابُ বা পর্দাসম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ন না হওয়ায়** মুসলিম রমনীরা সচরাচর স্বাভাবিকভাবেই চলা-ফেরা করত। এতে করে ইয়াহুদি ও মুনাফিকরা মুসলিম রমনীদের খুবই উত্যক্ত করত। যখন মুসলিম রমনীরা নিজ শরীরে পরিহিত চাদর পিছন দিক থেকে টেনে এনে নিজ মাথার উপর দিয়ে কপালের নীচে

করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৯।
তাছাড়া, হাদিস শরীফেও এ বিষয়ে অনেক আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক বণী রয়েছে। তম্মধ্যে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করে বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাঅআল্লাহু তাআ'লা। হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই--

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ إِمْرَأَةً جَسِيمَةً إِذَا خَرَجَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ فَوَاللهِ مَا تَخْفِيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ! فَذَكَرَتْ ذَالِكَ سَوْدَةُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ، قَالَ: فَمَاجَ الْعِرْقُ مِنْ يَدِهِ مِنْ فَزَعِ الْوَحْيِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ " ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٤٤٣٣)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত সাওদা (রাদিআল্লাহু আনহা) একজন মোটা শরীর বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন (ঘর থেকে)বের হতেন তখন মহিলাদের নিকটবর্তী হতেন, অতপর হযরত উমর বিন খাত্তাব তাঁকে দেখে বললেন: দেখুন! কিভাবে আপনি বের হচ্ছেন, আল্লাহর শপথ আপনি বের হবার সময় গোপন করছেন না(গোপন থাকতে পারছেন না)। অতপর বিষয়টি তিনি (হযরত সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট উল্লেখ করলেন। আর তাঁর (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) হাতে কিছু পানি ছিল। তিনি (উমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: ওহীর ভীতির কারণে তাঁর হাত থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) বললেন:"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য রুখসাত তথা অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা প্রয়োজনে বের হবে। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪৩৩।
উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে ও হাদিস শরীফখানাতে প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাদের নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে এবং ঘর থেকে বের হওয়ার পালনীয় বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, মহিলাদের নিজ শরীরে পরিহিত চাদর পিছন দিক থেকে টেনে এনে নিজ মাথার উপর দিয়ে কপালের নীচে চক্ষুর উপর পর্যন্ত এনে ছেড়ে দেওয়া। এমতাবস্থায় মহিলাদেরকে নিজ ঘর থেকে বের হতে হবে। এইটাই মহিলাদের জন্য **اَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন**। এহেন অবস্থায়ও মহিলারা তাদের দৃষ্টি নীচের দিকে অবনত রাখবে। বর্তমান কালে উপরে বর্ণিত চাদর দিয়ে ঢাকার প্রচলন মুসলিম সমাজে তেমন নেই বিধায় বোরকা, উড়না ইত্যাদি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পর্দাসম্পর্কীয় আলোচনা মোটমোটি সমাপ্ত হল। মহান আল্লাই তাওফিক দাতা। প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া **اَلْحِجَابُ বা পর্দা** সম্পর্কে কিছুটা আলাপ করে নিলাম।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ

ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম সমাজনেতা, শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে এবং সাধারন উলামাগণের হাতে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা প্রসঙ্গঃ

শিরোনাম:>> بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পদ্ধতি সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** বিষয়টি মক্কা থেকে মদীমাতে হিজরতের পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। হিজরতের পূর্বে মক্কার মীনা প্রান্তরে আকাবা নামক স্থানে

চক্ষুর উপর পর্যন্ত এনে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হলে বুঝা যেত এরা ভদ্র ও শালীন মহিলা **اَلْحِجَابُ বা পর্দাসম্পর্কীয়** আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর মুসলিম রমনীরা তাই করেছেন। এই অবস্থাটাকেই **"চেনা সহজ হবে"** বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর ফলে তাদেরকে আর উত্যক্ত করা হয়নি। অধুনা **"উত্যক্ত"** শব্দটিই **"ইভটিজিং"** শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানেও যদি মহিলারা পবিত্র কুরআনের উক্ত বিধানটি অনুসরণ করে তবে **"ইভটিজিং"** থাকবে না। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

নওমুসলিমদের যেই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) হয়েছিল তা সামাজিক প্রথানুসারে সংঘটিত হয়েছিল। بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করন) আকাবা নামক স্থানে সংঘটিত হওয়ায় এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করনকে)بَيْعَةُالْعقَبَةُ (বাইআ'তুল আকাবাহ) বলে। এই بَيْعَةُعقَبَةُ (বাইআ'তু আকাবাহ) অনুশাসনমূলক بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করন) ছিলনা ।কারণ, তখনো بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)বিষয়ে নির্দেশমূলক পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই, উক্ত بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করন) বাধ্যতামূলক ছিলনা বরং স্বেচ্ছামূলক ছিল।

যেমন হাদিস শরীফে আছে ---

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ أَحَدُ النُّقَبَاء قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَيْعَةَ الْحَرْبِ، وَكَانَ عُبَادَةُ مِنَ الْإِثْنَي عَشَرَ، الَّذِيْنَ بَايَعُوا فِى الْعَقَبَةِ الْأُلَي عَلَي بَيْعَةِ النِّسَاء عَلَى السَّمْعِ و الطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَ أَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ـ مسند أحمد (٢٣١٤٠)

অর্থঃ- উবাদাতা বিন সাবিত(রাদিআল্লাহ আনহু)বর্ণিত, (তিনি নুকাবার (উর্ধতন নেতাদের অন্তর্ভূক্ত একজন) বলেন: তিনি সুবিধায়-অসুবিধায়, পছন্দে-অপছন্দে এবং ক্ষমতার অধিকারীর (দায়িত্বশীলের) বিরোধিতা না করতে ও যেখানেই থাকি সত্য কথা বলতে, ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় না করতে, (তিনি **الْعَقَبَةِ الْأُلَى** -প্রথম আকাবাতে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ গ্রহনকারী দশজনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত একজন) আমরা بَيْعَةِ النِّسَاء (বাইআ'তুন নিসা) তথা মহিলাদের বাইআ'ত অনুসারে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট/হাতে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করেছি, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩১৪০।

উপরে বর্ণিত স্বেচ্ছামূলক **الْعَقَبَةِ الْأُلَى** তথা প্রথম আকাবাতে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ বিষয়টি পরবর্তীতে এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করন) পদ্ধতিই সুরা মুমতাহিনার আয়াত অবতীর্ণ হলে অনুশাসনমূলক بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করন) রূপে পরিগণিত হয় বা রূপ নেয় নেয়। بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) বিষয়ে পবিত্র কুরআন শরীফের সুরাতুল ফাতহিতে বিবৃতিমূলক দুটি আয়াত এবং সুরা মুমতাহিনাতে নির্দেশমূলক একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

(১) সুরা ফাতহির আয়াত দুখানা হচ্ছে-----------------------------------

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ ـسُوْرَةُ الْفَتْحِ ـ الأيَةُ (١٠)

অর্থঃ- যারা অপনার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ করে, তারাতো আল্লাহর নিকটই بَيْعَةُ(বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ করে। সুরা আল ফাতহ, আয়াত নং-১০।

এই আয়াতখানা পুরুষলোকদের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)**বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াতখানা ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়াহ প্রান্তরে পুরুষদের থেকে بَيْعَةُ(বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথকে بَيْعَةُ رِضْوَانٍ (বাইআ'তু রিদওয়ানিন)তথা সন্তুষ্টির বাইআ'ত(بَيْعَةُ)তথা সন্তুষ্টির আনুগত্যের শপথ বলে। بَيْعَةُ رِضْوَانٍ (বাইআ'তু রিদওয়ানিন)তথা সন্তুষ্টির বাইআ'ত(بَيْعَةُ) তথা সন্তুষ্টির আনুগত্যের শপথ বলার কারণ এই যে, তাঁদের এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথে মহান আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্ট। যেমন আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--

لَقَد رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ سُوْرَةُ الْفَتْحِ ـ الأيَةُ (١٨)

অর্থঃ- আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখণ তারা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ করল। সুরা আল ফাতহ, আয়াত নং-১৮।

মুমিনদের এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্ট বিধায় এই بَيْعَةُ

(বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথকে بَيْعَةُ رِضْوَانٍ (বাইআ'তু রিদওয়ানিন)তথা সন্তুষ্টির বাইআ'ত(بَيْعَةُ) বা সন্তুষ্টির আনুগত্যের শপথ বলে।

(২) সুরা মুমতাহিনার আয়াতখানা হচ্ছে এই---

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ـ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ـ سورةالممتحنة (١٢)

অর্থঃ- "হে নবী! ঈমানদার নারীরা আপনার কাছে এসে আনুগত্যের বাইআ'ত (بَيْعَةُ) বা আনুগত্যের শপথ করে(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে আসে) এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্যের বাইআ'ত (بَيْعَةُ) তথাআনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করুন)"**। সুরা মুমতাহিনা, আয়াত নং-১২।

এই আয়াতখানা হিজরতের পরপরই মহিলা মুসলিমদের ঈমান পরীক্ষা করার পাশাপাশি অন্যান্য অনুশাসনমূলক বিষয়ে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) শব্দটির অর্থঃ- আনুষ্ঠানিক আনুগত্য, আনুগত্যের শপথ, আনুগত্যের চুক্তি ইত্যাদি (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার বা হওয়ার শপথ)। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Oath of Lealty, Swear Lealty। এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পদ্ধতি বা প্রথা **الثَّلَاثَةُ خَيْرُ الْقُرُوْنِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" পর্যন্ত এক নাগারে বহাল ছিল। কারণ, এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)**বিষয়টি ইসলামি শরীয়তে ফরজ। এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)**বিষয়টি **خِلَافَةُ**(খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান থাকাকালীন পর্যন্ত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূর্ণ **سُنَّةُ** (সুন্নাহ) বা নিয়মের উপর ত্রিশ বছর স্থায়ী ছিল। **خِلَافَةُ**(খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্বের কার্যকালই ছিল মোট ত্রিশ বৎসর। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তিরোধানের পর **خِلَافَةُ**(খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব ত্রিশ বছরের বেশী স্থায়ী ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া **خِلَافَةُ**(খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব বিষয়টি বুঝাবার জন্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ থেকে এখানে ০৭টি(সাতটি) হাদিস শরীফে দেওয়া হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَفِيْنَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اَلْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذٰلِكَ – سُنَنُ التِّرْمِذِي+(٢٢٢٦)

অর্থঃ হযরত সাঈদ বিন জুমহান (রাদিআল্লাহ আনহু) সাফিনা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে **خِلَافَةُ**(খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব ত্রিশ বৎসর, অতপর এর পর রাজত্ব। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِى اللهُ اَلْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ – سُنَنُ أَبُو دَاوُد (٤٦٤٦) + (٤٦٤)

অর্থঃ হযরত সাঈদ বিন জুমহান (রাদিআল্লাহ আনহু) সাফিনা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ** (খিলাফাতুন নবুওয়াত) তথা নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব ত্রিশ বৎসর, অতপর অতপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব অথবা তাঁর রাজত্বকে দান করবেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৪৬,৪৬৪৭।

النُّبُوَّةِ (নবুওয়াত) , اَلْخِلاَفَةُ (আল-খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব, اَلْمُلْكُ (আল মুলক) তথা রাজত্ব এবং اَلْإِمَارَةُ (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব,শাসন ও ক্ষমতার(রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার) পরিণাম ফলঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" إِنَّكُمْ فِى نُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٍ وَسَتَكُوْنُ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُوْنُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا عَضُوْضًا، يَشْرَبُوْنَ وَيَلْبَسُوْنَ الْحَرِيْرَوَفِى ذٰلِكَ يُنْصَرُوْنَ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ " ـ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِي (٦٥٨١)

অর্থঃ- হযরত হুজায়ফা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় তোমরা নবুওয়াত ও রহমাতের মধ্যে আছ, অতিসত্বর **خِلَافَةٌ** (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব ও রহমত হবে, অতপর এইরূপ এইরূপ হবে, তারপর দাঁদ দিয়ে কামড়ে ধারণকারী **مُلْكً** (মুলক) তথা রাজত্ব হবে, তারা মদ্য পান করবে, রেশমী কাপড় পড়বে আর এতেই তাদেরকে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সাহায্য করা হবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৬৫৮১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةُ " قَالُوا: وَمَا هِيَ ؟ قَالَ: " أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ " ـ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِي (٦٧٤٧)

অর্থঃ-হযরত আওফ বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **"**যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমত) সম্পর্কে বর্ণনা দিব**"**, তাঁরা(সাহাবাগণ)বললেন: সেটা কি? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: এর প্রাথমিক অবস্থা ভর্ৎসনা, দ্বিতীয় অবস্থা অনুতাপ, তৃতীয় অবস্থা ন্যায়নীতি না থাকলে কিয়ামত দিবসে আযাব বা শাস্তি। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৬৭৪৭।

ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক জ্ঞানী-গুণী সুধীবৃন্দের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য থেকে এটা অনুধাবন করুন, চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যে, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এ পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** পর কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালীনের মধ্যে কোন মুসলিম **"اَلْمُلْكُ(আল মুলক) তথা রাজত্ব** এবং **اَلْإِمَارَةُ (ইমারত)** তথা **নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা)** দখলের জন্যে চেষ্টা করলে তার পরিনাম ফল কি হবে এবং কেমন হবে। বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **اَلْخِلَافَةُ (আল-খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্বের** সময়সীমা তাঁর তিরোধানের পর ৩০(ত্রিশ) বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ায় সেই সময়কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন সময়েই এই পৃথিবীতে যখন **اَلْخِلَافَةُ (আল-খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্ব** প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এ পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**" অন্তর্ভুক্ত কোন মুসলিম পূনরায় **خِلَافَةُ (খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্ব** প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে অর্থহীন, ফলপ্রসুহী, ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। আধুনিককালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত উলামাদের মধ্যে এমন কতক নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে দেখা যাচ্ছে যারা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতার(রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার)পরিণাম ফল বিষয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ভয়াবহ পরিণতি ও সতর্কতা প্রদান করা সত্ত্বেও ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে নানাহ যুক্তির অবতারনা করে তাদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত)

তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা(রাষ্ট্রীয় ক্ষমত)দখলের পায়তারা করে পূনরায় এই পৃথিবীতে **خِلَافَةُ (খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্ব** প্রতিষ্ঠা করতে পারবে মর্মে **خِلَافَةُ (খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্ব** সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলিম মানুষকে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে ধোকা দিচ্ছে ও প্রতারনা করছে। অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেন:--

হাদিস শরীফ নং-১

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ـ بُخَارِى (٧١٤٨)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় তোমরা অতিসত্বর **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতার(রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার)প্রতি লোভী হয়ে উঠবে অথচ তা অচিরেই কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে অনুতাপের কারণ হবে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৭১৪৮।

হাদিস শরীফ নং-২

(حَدَّثَنِي)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ لِي الَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ! لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا۔ الْبُخَارِيُ الشَّرِيْفُ(7146+7147)+مُسْنَدُ أَحْمَدُ (٢٠٩٥٨+٢٠٩٤٩+٢٠٩٥٩)

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন সুমরা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: হে আব্দুর রহমান! তুমি **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) চাইও না। চাওয়ার কারণে যদি তা তোমাকে দেওয়া হয় তা হলে তোমাকে উহার প্রতি ন্যস্ত করা হল, আর বিনা চাওয়াতে তোমাকে দেওয়া হলে উক্ত বিষয়ে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্য করা হবে, বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৪৭ +মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৯৪০,২০৯৫৮,২০৯৫৯।

হাদিস শরীফ নং-৩

(حَدَّثَنِي)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي الَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ! لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا۔ مُسْلِمٌ شَرِيْفٌ(١٦٥٢)

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন সুমরা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: হে আব্দুর রহমান! তুমি **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) চাইও না। চাওয়ার কারণে যদি তা তোমাকে দেওয়া হয় তা হলে তোমাকে উহার প্রতি ন্যস্ত করা হল, আর বিনা চাওয়াতে তোমাকে দেওয়া হলে উক্ত বিষয়ে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্য করা হবে। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫২।

এতসব সতর্কতা সত্ত্বেও আধুনিককালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট উলামাগন দিন দিন **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা(রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা)দখলের প্রতি লোভী হয়ে উঠছেন। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এ হেন লোভ থেকে রক্ষা করু।

"اَلْخِلَافَةُ -আল-খিলাফত তথা **(নবীর) প্রতিনিধিত্বের"** সময়সীমা তাঁর তিরোধানের পর ৩০(ত্রিশ) বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ায় **"اَلْخِلَافَةُ -আল-খিলাফত** তথা **(নবীর) প্রতিনিধিত্বের"** ৩০(ত্রিশ) বৎসরের পর পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তাআ'লা **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতার(রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার) পরিসর-পরিধি সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ ও কাফির-মুসলিমের মধ্যে ব্যাপক করে দিয়েছেন। যেমনটি আধুনিককালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সময়কালে সারা বিশ্বে আধুনিক সরকার পদ্ধতি চলছে। ফলে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র ও দেশ পরিচালনাকারী **مَلِكٌ-مُلُوْكٌ**(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণ (আধুনিককালে রাষ্ট্রনায়কগণ), **أُمَرَاءُ ـ أَمِيْرٌ** (আমিরুন-উমারাউ)

তথা শাসনকর্তাগণ সুফল ভোগ করবেন। এর বিপরীত হলে মন্দ ফল ভোগ করবেন। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন--

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ ـ الأيَةُ (١٢٨)

অর্থঃ-নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন (মালিক করেন) এবং শুভ পরিণাম (শেষ কল্যাণ) মুত্তাকিনদের জন্যে (আল্লাহ ভীরুদের জন্যে) । সুরা আল আ'রাফ, আয়াত নং-১২৮। অতএব, আধুনিককালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **اَلْإِمَارَةُ** (ইমারত) তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) দখলের প্রতি লোভী কতক নিকৃষ্ট উলামাগণ উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফসমূহ থেকে এ ভাবে সতর্ক হওয়া উচিৎ যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তাআ'লারই প্রদত্ত মহা অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা তাকে দেন। তবে, মনে রাখতে হবে যে, শুভ পরিণাম আল্লাহ ভীরুদের জন্যে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, নিম্নে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতে (সুরা নুর ও সুরা হজ্ব) যেই **"اَلْخِلَافَةُ (আল-খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্বের"** কথা মহান আল্লাহ বলেছেন বা মুমিনদেরকে তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কোনটি?

এর উত্তর দানের পূর্বে প্রথমে আমি এখানে পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত (সুরা নুর ও সুরা হজ্ব) উল্লেখ করব। প্রশ্নটির উত্তর পরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

পবিত্র কুরআনের আয়াত তিনখানা-

প্রথম আয়াতঃ সুরা নুর

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ و لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ـ سُوْرَةُ النُّوْرِ الأيَةُ (٥٥)

অর্থঃ-তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। সুরা নুর, আয়াত নং-৫৫।

দ্বিতীয় আয়াতঃ সুরা হজ্ব

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ـ سُوْرَةُ الْحَجِّ ، الْأَيَةُ (٤١)

অর্থঃ-(**যাদেরকে خِلَافَةُ(খিলাফত)তথা প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে**) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান কবে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কাজের পরিণাম ফল আল্লাহর নিয়ন্ত্রানাধীন। সুরা হজ্ব, আয়াত নং-৪১।

তৃতীয় আয়াতঃ সুরা হজ্ব

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ ـ سُوْرَةُ الْحَجِّ ، الْأَيَةُ (١٠٥)

অর্থঃ- আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে (৩৬)। সুরা হজ্ব, আয়াত নং-১০৫।

---

(৩৬) **মহান তাআ'লার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ خِلَافَةُ -খিলাফত তথা (নবীর)প্রতিনিধিত্ব অর্জনের ১নং শর্ত ও গুণ** হচ্ছে একজন মুসলিম মানুষকে সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হওয়া । সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হওয়ার অর্থ হল মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

উপরে বর্ণিত তিনটি আয়াতে মহান তাআ'লার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ **خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব** প্রদানের ব্যখ্যাঃ-
خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব প্রদানের ব্যখ্যা সম্পর্কে জানতে হলে উপরে বর্ণিত সুরা নুর, আয়াত নং-৫৫ এর শানে নুযুল বা আয়াত অবতরনের উপলক্ষ্য ভালভাবে অধ্যয়ন করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

শানে নুযুল বা আয়াত অবতরনের উপলক্ষ্যঃ হযরত আবু আলিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি **" وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"** আয়াত সম্পর্কে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওহী অবতরনের পর দশবৎসর মক্কাশরীফে অবস্থান কালীণ সময়ে (কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে)ভীত অবস্থায় আল্লাহ সুবহানুহুর দিকে গোপনে-প্রকশ্যে আহবান জানাচ্ছিলেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে (মদীনায় অবস্থানের পরও) সেখানে সকাল-সন্ধা (মুশরিকদের আক্রমণের আশঙ্কায়)ভীত ছিলেন। একবার একজন জনৈক সাহাবী বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহি আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় নিরাপদে(সুখে-শান্তিতে)থাকব এরূপ সময় কি কখনও আসবে ? রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: এরূপ সময় অতিসত্বর আসবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরতুবী, আসবাবুন নুযুল। অতপর আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আরব ভুখন্ডে বিজয় দান করেন, তিনি অস্ত্র রেখে দেন, নির্বিঘ্নে, নিরাপদে জীবন কাটিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর, ওমর এবং উছমানও(রাদিআল্লাহু আনহুম) এইভাবেই **"اَلْخِلَافَةُ (আল-খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্বের"** কার্যক্রম আনজাম দিয়ে গেছেন। এরপর হযরত আলীর(রাদিআল্লাহু আনহুর) **خِلَافَةٌ (খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্বকালীন** সময়ে মুনাফিকদের দৌরত্ন্যের কারনে সুখে-শান্তিতে থাকার মত নিয়ামতের শুকরিয়া ব্যহত হলেমহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের মাঝে ভীতি ঢুকিয়ে দিলেন । যাহোক, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মক্কা থেকে সাহাবীদেরকে(রাদিআল্লাহু আনহুম) বহিস্কার করে দেওয়া হলেও, নির্যাতনে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সুরা হুদের ১১২ নং আয়াতে বর্ণিত **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে আদেশ পালনে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা সোজা পথে দৃঢ় থাকতে সক্ষম হওয়ায় মহান আল্লাহুন তাআ'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে শান্তনা দিয়ে পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তআ'লা তাঁদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ **خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব** প্রদান করেন আর তাঁরাও(সাহাবীগণও) সুরা হজ্ব, আয়াত নং-৪১ এ তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত গুণাবলী>>((**خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব** অর্জনের পর তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান কবে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে মর্মে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের যেসব গুণাবলীর বর্ণনা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন তা তাঁরা))<<বাস্তবে কার্যকর করেন। সাহাবীদেরকে(রাদিআল্লাহু আনহুম)আল্লাহ তাআ'লার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রদত্ত এই **خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্বের** সময় কালও ছিল মোট ৩০(ত্রিশ) বৎসর। সাহাবীদেরকে(রাদিআল্লাহু আনহুম) আল্লাহ তাআ'লার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রদত্ত এই **خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব** দানের কারণ হল তাঁরা সুরা হুদের ১১২ নং আয়াতের >>((**فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوا، إِنَّهُ بِمَا**

যাবতীয় আদেশ পালন ও বাস্তবায়নকারী বান্দা এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যাবতীয় নিষেধ থেকে বিরত বান্দা হওয়া। **সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হওয়ার শর্ত** হচ্ছে সুরা হুদের ১১২ নং আয়াতে বর্ণিত اِسْتِقَامَةٌ (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে আদেশ পালনে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা সোজা পথে দৃঢ় থাকতে সক্ষম হওয়া।

اِسْتِقَامَةٌ (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে আদেশ পালনে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা সোজা পথে দৃঢ় থাকতে সক্ষম হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে ইসলামের নামে বা ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দের বা বাক্যের নামের সাথে সম্পর্কিত যে কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত সকল দল-উপদল ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের মূলদল একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম মানুষ হওয়া । এরূপ গুণসম্পন্ন সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র প্রত্যেক নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণেরই প্রাপ্য। তাঁদেরকেই মহান তাআ'লা তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ **خِلَافَةٌ -খিলাফত তথা (নবীর)প্রতিনিধিত্ব** দিয়েছেন। উপরে বর্ণত শর্ত ও গুণাবলী বিবর্জিত মুসলিমটি সত্যিকার অর্থে মুসলিম নহে বরং সে হচ্ছে মুসলিম সমাজে শিৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী একজন মুসলিম এবং আলিম নামে পরিচিত ব্যক্তিটি বাস্তবে সে আলিম নহে বরং সে হচ্ছে সে ক্ষমতালোভী, দুষ্কৃতকারী, মুখোশধারী নামধারী মুসলিম সমাজে শিৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আলিম। এরূপ ক্ষমতালোভী, দুষ্কৃতকারী, মুখোশধারী নামধারী মুসলিম সমাজে শিৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গুনসম্পন্ন আলিম দ্বারা কিভাবে এ দুনিয়াতে **خِلَافَةٌ -খিলাফত তথা (নবীর)প্রতিনিধিত্ব** প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এমন মুসলিম মানুষ থেকে ও এমন নামধারী আলিম থেকে রক্ষা করুন।

<u>تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - سُوْرَةُ هُوْدَ الْأَيَةُ (112) অর্থঃ- অতএব,যেভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও বা সোজা পথে দৃঢ় থাক এবং সীমা লঙ্ঘন করো না । তোমরা যা কিছু করছ নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন ।))</u><< পূর্ণ অনুসারী ছিলেন । বর্তমানে আধুনিককালের أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট উলামাগনের মধ্যে উপরে বর্ণিত সুরা হুদের ১১২ নং আয়াতের মর্মানুসারে اِسْتِقَامَةٌ (ইসতিক্বামাতুন)না থাকায় তারা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিককালের أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট উলামাগন মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ থাকতে অপছন্দ মনে করেন বিধায় তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম সুরা হুদের ১১২ নং আয়াত বর্ণিত **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরিপন্থী । ফলে তারা <u>**خِلَافَةٌ (খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব**</u> প্রতিষ্ঠার অযোগ্য ।

اِسْتِقَامَةٌ (ইসতিক্বামাতুন) শব্দটির অর্থঃ যথযথতা,সঠিকতা । **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) শব্দটির আসল বা মূল অর্থ হচ্ছে কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, সোজা পথে দৃঢ় থাকা। এখানে কোন বিষয়ে **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন)তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা,সোজা পথে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে ? এর উত্তর এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ পালনে কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা সোজা পথে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশসমূহের মধ্যে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা, নিজের পবিার-পরিজনের মাঝে, মহল্লায় ,সভা-সমিতিতে, সম্মেলনে উক্ত দলের নাম উচ্চারণ করা, উক্ত দলের ব্যানার লাগানো, নিজেকে সর্বদা সরাসরি উক্ত দলের পরিচয় দেওয়া, নিজেকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ব্যতীত কোন অবস্থায়ই ইসলামের নামে বা ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দের বা বাক্যের নামের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নাম ব্যবহার না করা, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের দলের নাম উচ্চারণ না করা, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের ব্যানার না লাগানো ইত্যাদি হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা। এই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ব্যতীত ইসলামের নামে বা ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দের বা বাক্যের নামের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নাম ব্যবহার বা মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নামে নিজেকে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন)তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরিপন্থী। **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন)তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে মুসলিম জাতি কোন অবস্থাতেই বা কোনভাবেই সফল হতে পারবে না সেই জন্যেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেন:--

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " اسْتَقِيْمُوا تُفْلِحُوا " - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٢٨٤٩)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: " اِسْتِقَامَةٌ (ইসতিক্বামাতুন)তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তবেই সফল হবে", মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৮৪৯।

এই পৃথিবীতে যতসব পথভ্রষ্টতা প্রদর্শিত হচ্ছে তা সবই اِسْتِقَامَةٌ(ইসতিক্বামাতুন)তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে না থাকার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নে اَلْجَمَاعَةِ (আল- জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক অধ্যায়টির বর্ণনায় اِسْتِقَامَةٌ(ইসতিক্বামাতুন)তথা "কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা" বিষয়টি সম্পর্কে ২১৮ নং পৃষ্ঠায় **اَلْجَمَاعَةِ (আল- জামাআ'ত)** তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেন" ?** প্রসঙ্গটিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

এতক্ষণ بَيْعَةً (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার অর্থ, (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার অর্থ,**خِلاَفَةٌ (খিলাফত)** তথা **প্রতিনিধিত্বের বিষয়** ও **اَلْإِمَارَةُ (ইমারত)** তথা **নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ক্ষমতা(রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা)** সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করেছি। এখন নিম্নে بَيْعَةً(বাইআ'ত)তথা শপথ গ্রহণ করা(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা)সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

بَيْعَةً (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** বিষয়টি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরিপূর্ণ سُنَّةٌ (সুন্নাহ) বা নিয়মের উপর ত্রিশ বছরই স্থায়ী ছিল। এই بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** পর্যন্ত ন্যায়বান **خُلَفَاءُ - خَلِيْفَةُ**(খলিফাতুন-খুলাফাউ) তথা প্রতিনিধিগণ, **مَلِكٌ - مُلُوْكٌ** (মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণ (আধুনিককালে) রাষ্ট্রনায়কগণ أَمِيْرٌ-أُمَرَاءُ(আমিরুন-উমারাউ) তথা (আধুনিককালে) শাসনকর্তাগণ ফরজ হিসেবেই পালন করতেন, পরিচালনা করতেন। **خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ** (খিলাফাতুন নবুওয়াত)তথা নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্বের ত্রিশ বছর অতিক্রান্তের পরও উম্মতি মুহাম্মাদীকে নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআ'লা প্রদত্ত **اَلْمُلْكُ**(মুলক) তথা রাজত্বকালে এই بَيْعَةً (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)**বিষয়টি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরিপূর্ণ سُنَّةٌ (সুন্নাহ) বা নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও কিন্তু উহার ধারাবাহিতা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দী)** পর্যন্ত এক নাগাড়ে অক্ষুন্নভাবে বহাল বা চলমান ছিল। এই بَيْعَةً (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** বিষয়টি যে, ইসলামি শরীয়তে ফরজ তা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ ভালভাবে অধ্যয়ন করলে উপলব্ধি ও বোধগম্য হবে। হাদিস শরীফসমূহ হচ্ছে এই---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ(رَقَبَتِهِ) بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ مُسْلِمٌ (١٨٥٠) + مُسْنَدُ أَبِي عَوَانَةَ (٧١٥٣)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যে ব্যাক্তি আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত সাক্ষাৎ করবে, আর যার গর্দানে بَيْعَةً (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ) থাকবে না সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করবে। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৫০+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ(رَقَبَتِهِ) মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৫৩।

উপরাক্ত হাদিস শরীফখানাতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, শাইখ বা পীর নামে অভিহিত **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**- ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **خير القرون الثلاثة** " তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)**সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-

তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত আলিম, খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহর হাতে **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ না করে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ না করে) থাকলে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। এর অর্থ হলো **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ) ত্যাগকারী মুসলিম মানুষটি মুসলমান থাকবে না, বরং কুফুরী অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, উপরে বর্নিত গুণসম্পন্ন প্রকৃত আলিম-উলামাগণের, **خُلَفَاءُ - خَلِيْفَةٌ**(খলিফাতুন-খুলাফাউ)তথা প্রতিনিধিগণের, (৩৭) **مَلِكٌ-مُلُوْكٌ**(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণের (আধুনিককালে রাষ্ট্রনায়কগণের), **أَمِيْرٌ - أُمَرَاءُ** (আমিরুন-উমারাউ) তথা শাসনকর্তাগণের হাতে **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ করা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ করা)উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক যেমন ফরজ তেমনিভাবে তাঁদেরকে আনুগত্য করাও ফরজ। তাছাড়া, পবিত্র কুরআনেও তাঁদেরকে আনুগত্য করার বিষয়ে নির্দেশনাও এসেছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনাটি হচ্ছে এ---

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوااللّٰهَ وَأَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ـ سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـالْأَيَةُ - (٥٩)

অর্থঃ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে(আল্লাহর নির্দেশ) মান্য কর এবং রাসুলকে (রাসুলের নির্দেশ) মান্য কর ও তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী দায়িত্বশীলকে (দায়িত্বশীল শাসকদের নির্দেশ) মান্য কর, সুরা-নিসা,আয়াত নং-৫৯।

ইবনু জুরাইজ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এই আয়াতখানা আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাতাস সাহমী (রাদিআল্লাহু আনহু)সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তাঁকে কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৩+সুনানু নাসাই,হাদিস শরীফ নং-৪১৯৪, সুনানু নাসাইতে আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাতাস সাহমীর (রাদিআল্লাহু আনহু) নাম আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা বিন কায়স বিন আদিয়্যি"।

أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (উলিল আমরি মিনকুম)তথা "তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী সামগ্রীক দায়িত্বসম্পন্ন/ দায়িত্বশীল" বাণীর ব্যখ্যাঃ

---

(৩৭) **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার)প্রতিনিধি দুই প্রকার । **(প্রথম প্রকারের خَلِيْفَةٌ (খলিফা))** যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন বা যার হাতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তাকে **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি বলে। এর সময়কাল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তিরোধানের পর ৩০ (ত্রিশ) বৎসর, (৪৩ হিজরী পর্যন্ত) পৃষ্ঠা নং-৪৭ দ্রষ্টব্য।

(দ্বিতয় প্রকারের خَلِيْفَةٌ (খলিফা) যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রেখে যাওয়া নবুওয়াতের জ্ঞান প্রচার করবেন তিনিও জ্ঞান প্রচারের দিক দিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য। যিনিই **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিম তিনিই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার (**خَلِيْفَةٌ**) খলিফা তথা প্রতিনিধি। যেমন হাদিস শরীফে আছে---

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَاءَنَا " قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا خُلَفَاءُكُمْ ؟ قَالَ :" الَّذِينَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يَرَوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَ سُنَّتِي ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ "ـــ المعجم الأوسط ، لطبراني (5846)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ, আমার খলিফাদের (প্রতিনিধিদের) দয়া করুন", আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনাদের **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি কারা ? তিনি বললেন: **"**যারা আমার পরে এসে আমার হাদিসসমূহ ও আমার সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দিবে**"**। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৪৬।

এই দ্বিতীয় প্রকারের **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধির সময়কাল কিয়ামত সংঘটনকাল সময় পর্যন্ত ।

উপরে সুরা-নিসা, আয়াত নং-৫৯ এ বর্নিত أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (উলিল আমরি মিনকুম)তথা "**তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী সামগ্রীক দায়িত্বসম্পন্ন/দায়িত্বশীল**" বাণী দ্বারা মুসলিম মানুষকে (আধুনিককালে মুসলিম নাগরিকগণকে) প্রকৃত আলিম-উলামাগণের, ন্যায়বান خَلِيْفَةٌ - خُلَفَاءُ (খলিফাতুন-খুলাফাউ) তথা প্রতিনিধিগণের, مَلِكٌ - مُلُوْكٌ(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণের(আধুনিককালে)রাষ্ট্রনায়কগণের, أَمِيْر-أُمَرَاءُ-আমিরুন-উমারাউ তথা শাসনকর্তাগণের আনুগত্য করার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে হাদিস শরীফে অনেক বাণী এসেছে। নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

বর্তমানকালের أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুসলিম পুরুষ রাষ্ট্র প্রধানগণ, (৩৮) মুসলিম পুরুষ মন্ত্রীবর্গ, মুসলিম পুরুষ জেলাপ্রশাসক ও মুসলিম পুরুষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং এমনকি মুসলিম পুরুষ রাজনৈতিক নেতা, মুসলিম পুরুষ এমপি, মুসলিম পুরুষ মেম্বারগণ যদি أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত গুণাবলীসম্পন্ন হয়ে থাকেন (৩৯) তা হলে তাঁরাও ব্যাপক অর্থে أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (উলিল আমরি মিনকুম)তথা "তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী সামগ্রীক দায়িত্বসম্পন্ন/ দায়িত্বশীল" বাণীর অন্তর্ভুক্ত এবং নাগরিকগণকে তাঁদের হাতে بَيْعَةٌ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ করা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ করা) এবং মুসলিম পুরুষ রাষ্ট্র প্রধানগণ, মন্ত্রীবর্গ, মুসলিম পুরুষ জেলাপ্রশাসক ও মুসলিম পুরুষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, মুসলিম পুরুষ ওসি, মুসলিম পুরুষ এম.পি, মুসলিম পুরুষ চেয়ারম্যান, মুসলিম পুরুষ মেম্বারগণ নাগরিকগণ থেকে بَيْعَةٌ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ

---

(৩৮) بَيْعَةٌ (বাইআ'ত) বা আনুগত্যের শপথ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ করার) বেলায় পুরষগণের কথা বলার কারণ এই যে, রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদসমূহে স্থলাভিষিক্ত করার বেলায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পুরুষদের কথাই বলেছেন, মহিলাদের বেলায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন । যেমন তিনি হাদিস শরীফে বলেন-------------

(৩৯) ন্যায়প্রায়ণ মুসলিম পুরুষ রাষ্ট্র প্রধানগণ, মুসলিম পুরুষ মন্ত্রীবর্গ, মুসলিম পুরুষ জেলাপ্রশাসক ও মুসলিম পুরুষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং এমনকি মুসলিম পুরুষ রাজনৈতিক নেতা, মুসলিম পুরুষ এমপি, মুসলিম পুরুষ মেম্বারগণের জন্য রয়েছে পার্থিব-পরলৌকিক ফলাফল ও সুসংবাদ-পুরস্কারঃ

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: " مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " سُنَنُ النَّسَائِي ٤٢٠٢)

অর্থঃ-হযরত আবু সাঈদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:আল্লাহ যে কোন নবী প্রেরণ করেছেন বা যে কোন খলিফা তথা প্রতিনিধি স্থলাভিষিক্ত করেছেন তার জন্য দুজন সঙ্গীও ছিল। একজন সঙ্গী তাঁকে ভাল কর্মের আর একজন সঙ্গী মন্দ কর্মের নির্দেশ করত ও উক্ত কর্মে উৎসাহিত করত। সুরক্ষিত সে যাকে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা রক্ষা করেন। সুনানুন নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪২০২।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم " مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ أَعَانَهُ " سُنَنُ النَّسَائِي (٤٢٠٤)

অর্থঃ- হযরত আল কাসিম বিন মুহাম্মদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার চাচীকে বলতে শুনেছি: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে তোমাদের মধ্য থেকে কোন কাজের দায়িত্ব পায় (শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়), অতপর আল্লাহ তাঁর দ্বারা কল্যাণ চান চাইলে তিনি তাঁর জন্য সৎমন্ত্রী নিয়োগ করেন। যদি সে ভুলে যায় সে(মন্ত্রী) তাঁকে স্বরণ করিয়ে দেয় আর যদি তাঁর স্বরণ থাকে তা হলে সে(মন্ত্রী) তাকে সহযোগিতা করেন। সুনানুন নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪২০৪।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم " إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا " مُسْلِمٌ (١٨٢٧)

অর্থঃ- হযরত যুহাইর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় ন্যায়প্রায়ণ ব্যক্তিগণ(শাসনকর্তাগণ)যারা তাদের শাসনে, পরিবারে ন্যানীতি অবলম্বন করেছে, কোন ত্রুটি করেনি তারা (কিয়ামত দিবসে) রহমান (আল্লাহ) আয্যা ওয়া জাল্লার ডান পার্শে নূরের মিম্বারগুলোতে অবস্থান করবেন। তাঁর (আল্লাহর)উভয় হাতই ডান পার্শ্ব। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৭।

করা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ গ্রহণ করা) ফরজ হবে ও নাগরিকগণ তাঁদের আনুগত্য করাও ফরজ হবে । কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা উম্মতি মুহাম্মদি হিসেবে অমাদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুসলিম পুরুষ রাষ্ট্র প্রধানগণের, মুসলিম পুরুষ মন্ত্রীবর্গের, মুসলিম পুরুষ জেলাপ্রশাসকগণের ও মুসলিম পুরুষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের এবং এমনকি মুসলিম পুরুষ রাজনৈতিক নেতাগণের, মুসলিম পুরুষ এমপিগণের, মুসলিম পুরুষ মেম্বারগণের কত যে মর্যাদা আমরা আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে তা আমরা বুঝতে পারছিনা ও উপলব্ধি করতে পারছি না।

أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (উলিল আমরি মিনকুম)তথা "তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী দায়িত্বসম্পন্ন/ দায়িত্বশীলদের (শাসনকর্তাদের) মর্যাদাঃ

আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একান্ত অনুগত মুসলিম **أُولِى الْأَمْرِ (উলিল আমরি)** ক্ষমতার অধিকারী দায়িত্বসম্পন্ন/দায়িত্বশীলদের (শাসনকর্তাদের) মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকখানা হাদিসশরীফ নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ ১ (বুখারী শরীফ-সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ(ابْنِ عُمَرَ)عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَنَّهُ قَالَ " السَّمْعُ و الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِى مَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَ لاَ طَاعَةَ ـ بُخَارِى (٧١٤٤)+ مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٧١٠٨)

অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (বিন ওমর) (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ মুসলমানদের উচিৎ(কর্তব্য হচ্ছে)সামগ্রিক দায়িত্বশীলের (শাসনকর্তার) কথা শোনা ও মেনে চলা, তা পছন্দ হউক, আর অপছন্দ হউক যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ কাজের আদেশ করা না হয়। যখন পাপ কাজের আদেশ করা হবে তখন তার কথা শোনা ও মানা যাবে না(আনুগত্য করা যাবে না)। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৭১৪৪+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১০৮।

প্রথম হাদিস শরীফঃ ২(মুসলিম শরীফ -সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَنَّهُ قَالَ " عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ و الطَّاعَةُ فِى مَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَ لاَ طَاعَةَ ـ وَمُسْلِمٌ (1837) مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٧١١٠)

অর্থঃ- হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ মুসলমানদের উচিৎ (কর্তব্য হচ্ছে) সামগ্রিক দায়িত্বশীলের (শাসনকর্তার) কথা শোনা ও মেনে চলা, তা পছন্দ হউক, আর অপছন্দ হউক পাপ কাজের আদেশ করা না হলে। যদি পাপ কাজের আদেশ করা হয় তখন তার কথা শোনা ও মানা যাবে না (আনুগত্য করা যাবে না)। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৮৩৭+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৭১১০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ " لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ بُخَارِى وَمُسْلِمٌ (1840) + مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٧١١٣، ٧١١٢)

অর্থঃ- হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ আল্লাহর অবাধ্যতার বেলায় (মাখলুকের জন্য) কোন আনুগত্য নেই। শুধুমাত্র আনুগত্য হচ্ছে ভাল কর্মে। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪০, বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৪৫+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১১২,৭১১৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ " سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَ تُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَ مَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ فَقَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ لاَ مَا صَلُّوا ـ مُسْلِمٌ (1854)+ مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٧١٦٥،٧١٦٤،٧١٦٢,٧١٦١، ٧١٥٨)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ(٦٩٧٣ ـ مَا صَلُّوا لَكُمُ الْخَمْسَ)

অর্থঃ- হযরত উম্মে সালমা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: অতিসত্বর তোমাদের উপর এমন সব লোক আমীর(শাসনকর্তা) হবে যাদের কোন কোন কথাকে তোমরা ভাল(সংগত) মনে করবে এবং কোন কোন কথাকে তোমরা খারাপ(অসংগত) মনে করবে, তাদের খারাপ (অসংগত)কাজে যে অসন্তোষ প্রকাশ করবে সে নিস্কৃতি পেল(রেহাই পেল) আর যে তাদের খারাপ (অসংগত)কাজ অপছন্দ করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যে তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের অনুসরন করে চলল(মেনে চলল)তারা পাকড়াও হবে(ধরা পড়বে)। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) (উত্তরে) বললেন: না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা নামাজ পড়বে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৫৪+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৫৮,৭১৬১,৭১৬২,৭১৬৪,৭১৬৫+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৯৭৩(যতক্ষণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়ে)।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُوْلُ : سَمِعتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ :" خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ يُحِبُّنَكُمْ وَ تُصَلُّوْنَ عَلَيهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ ـ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : لاَ مَا أَقَامُوا فِيْكُمْ الصَّلَوٰةَ، لاَ مَا أَقَامُوا فِيْكُمْ الصَّلَوٰةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ(وَفِى رِوَايَةٍ " وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ) ـ مُسْلِمٌ (١٨٥٥)

অর্থঃ-হযরত আউফ বিন আল আশজাঈ' (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে উত্তম নেতা বা কর্তা হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে,তাদেরকে তোমরা আর্শীবাদ বা দুআ' কর আর তারাও তোমদের জন্য আর্শীবাদ বা দুআ' করে এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নেতা বা কর্তা হচ্ছে তারা যারা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত আর তোমরাও তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত,তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছ আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমরা(সাহাবীগণ)জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি! ঐ সময়ে আমরা কি তাদের প্রতিরোধ বা বিরোধিতা করব না? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) (উত্তরে) বললেন: না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়িম করবে, না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়িম করবে। তবে, যার উপর কোন শাসক বা শাসনকর্তা নিয়োগ হয়,অতপর সে দেখতে পায় সে(শাসক বা শাসনকর্তা) কোন পাপ করে ফেলে এমতাবস্থায় তাকে শাসক বা শাসনকর্তা যতটুকু পাপ করে ততটুকু অপছন্দ করতে হবে, তথাপি কিন্তু সে কোন অবস্থায়ই আনুগত্য ত্যাগ করতে পারবে না(অন্য এক বর্ণনায় আছে-"যখন তোমরা তোমাদের শাসক বা শাসনকর্তাদের অপছন্দনীয় এমন কিছু দেখ এমতাবস্থায় তোমরা তার কাজটি অপছন্দ কর, (কিন্তু)কোন অবস্থায়ই তার আনুগত্য ত্যাগ করবে না"। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৫৫।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي ـ سُنَنُ النَّسَائِي (٤١٩٣)+ بُخَارِى (7137) + مُسْلِمٌ (1835)+ مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨٠٩٣،٨٠٩٢، ٨٠٩١)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে আমাকে মানে(আমার আনুগত্য করে)সে আল্লাহকেই মানে(আনুগত্য করে), যে আমাকে অমান্য করে(আমার অবাধ্য হয়) সে আল্লাহকেই অমান্য করে(অবাধ্য হয়), যে আমার আমার আমীরকে(শাসনকর্তাকে) মানে (আনুগত্য করে) সে আমাকেই মানে(আমারই আনুগত্য করে), যে আমীরকে (শাসনকর্তাকে) অমান্য করল(অবাধ্য হল) সে আমাকেই অমান্য করল(অবাধ্য হল)",সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪১৯৩+মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং ১৮৩৫+বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৩৭,সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৯১,৮০৯২,৮০৯৩।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَ مَنْ أَطَاعَ الْخَلِيْفَةَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْخَلِيْفَةَ فَقَدْ عَصَانِي - مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ (٨٠٩٤)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে আমাকে মানে(আমার আনুগত্য করে)সে আল্লাহকেই মানে(আনুগত্য করে), যে আমাকে অমান্য করে(আমার অবাধ্য হয়) সে আল্লাহকেই অমান্য করে(অবাধ্য হয়), যে আমার আমার খলিফাকে (বর্তমানে রাষ্ট্রনায়ককে) মানে(আনুগত্য করে)সে আমাকেই মানে(আমারই আনুগত্য করে), যে খলিফাকে(বর্তমানে রাষ্ট্রনায়ককে) অমান্য করল(অবাধ্য হল) সে আমাকেই অমান্য করল(অবাধ্য হল)" মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং- ৮০৯৪।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ مَاتَ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيْتَتُهُ مِيْتَةَ ضَلاَلَةٍ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٥٠٠٤)

অর্থঃ- হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া মৃত্যু বরণ করে তার (মুক্তির)কোন প্রমানপত্র থাকবে না, আর যে তার হাত **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ) থেকে গুটিয়ে নেয় তার মৃত্যু হবে **مِيْتَةَ ضَلاَلَةٍ** (মিতাতা দলালাতিন) তথা পথভ্রষ্টতার মৃত্যু। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৫০০৪।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষের আলোকে এ কথা বুঝা গেল যে, **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম পুরুষ রাষ্ট্র প্রধানগণ, মুসলিম পুরুষ মন্ত্রীবর্গ, মুসলিম পুরুষ জেলাপ্রশাসক ও মুসলিম পুরুষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, মুসলিম পুরুষ ওসি প্রভৃতি উচ্চস্তর জনদের মত সামগ্রীক দায়িত্বশীলদের তাদের স্বপদে বহাল থাকা অবস্থায় তাদের হাত থেকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার শপথ) গুটিয়ে নেয় বা আনুগত্য ত্যাগ করে তবে আনুগত্যত্যাগকারী যে কেহ হউক সে পথভ্রষ্ট এবং তার মৃত্যু হচ্ছে পথভ্রষ্টতার মৃত্যু।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "مَنْ رَآى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً " بُخَارِى (٧١٤٣) + مُسْلِمٌ (١٨٤٩) +- مُسْنَدُ أَبِى يَعْلَى (2351)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করে বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে তার আমীর(শাসনকর্তা) থেকে এমন অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে ধৈর্য ধারন করুক, এমতাবস্থায়ও কেউ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করলে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করবে। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৮৪৯+ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৭১৪৩+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫১।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ— رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: سَأَلَ يَزِيْدُ بْنُ سَلْمَةَ الْأَشْجَعِيّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنا حَقَّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: ((اسْمَعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)) مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ (٨١٥٢) + مُسْلِمٌ (١٨٤٦)

অর্থঃ- হযরত আলকামাহ বিন ওয়াইল (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: ইয়াযিদ বিন সালমা আল-আশজায়ি (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন: আপনি কেমন মনে করেন যদি আমাদের উপর এমন আমির বা শাসনকর্তা নিয়োগ হয়ে যায় যারা তাদের নিজেদের

হক বা স্বার্থ আদায় করে নেয় আর আমাদের হক বা স্বার্থ দিতে অস্বীকৃতি প্রদান করে (তারা আমাদেরকে আমাদের হক বা স্বার্থ থেকে বঞ্চিত করে)? এতে (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর তিনি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলে আল আশআ'ছ তাকে টান দিলেন, অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **শোন! তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তারা দায়ী আর তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী**। মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১৫২, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৬।

দশম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: إِنْ كَانَ عَلَيْنَا إِمَامٌ يَعْمَلُ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ أَنَسْمَعُ و نُطِيْعُ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ عَاوَدَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَالَ: ((عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا جُمِّلْتُمْ)) الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطِ للطبراني (٦٧٠٧)

অর্থঃ- হযরত আলকামাহ বিন ওয়াইল (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বললেন: যদি আমাদের উপর এমন ইমাম বা শাসনকর্তা নিয়োগ হয়ে যায় যে আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে (আল্লাহর আনুগত্য বিহীন) কাজ করে তা হলে কি আমরা (তার কথা) শুনব ও মানব? এতে (এ কথা শুনে) তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর তিনি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: **((“তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তারা দায়ী আর তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী”))** । আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস শরীফ নং-৬৭০৭।

প্রতিকুল পরিস্থিতিতে মনের প্রশান্তি অর্জনের জন্য উপরোক্ত নীতিমালার অনুরূপ নির্দেশনা পবিত্র কুরআনের সুরা নুর, আয়াত নং-৫৪ এ রয়েছে । আয়াতখানা হচ্ছে--

قُلْ أَطِيْعُوااللهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ـ وَإِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُوا ـ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ـ سُوْرَةُ النُّوْرِ - الْأَيَةُ (٥٤)

অর্থঃ- (হে রাসুল) বলুন: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর । অতপর: যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে **তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী** । তোমরা যদি তাঁকে আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে । রাসুলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া । সুরা নুর, আয়াত নং- ৫৪ ।

১১ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْدَانَ ، قَاَلَ: كُنْتُ مَعَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ بِعَرَفَةَ، فَصَلَّى عُثْمَانُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا، فَقَالَ إِبْنُ مَسْعُوْدٍ: هَاهُنَا صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ، فَمَا صَلُّوا إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، قُلْتُ: أَفَلاَ تَقُوْمُ إِلَيْهِ؟ قَاَلَ: أُسْكُتْ فَإِنَّ الْخِلاَفَ شَرٌّ ـ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطِ للطبراني (٦٦٣٧)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাইদান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আরাফাতে হযরত ইবনু মাসউদের (রাদিআল্লাহু আনহু) সাথে ছিলাম, অতপর উছমান(রাদিআল্লাহু আনহু) জোহর নামাজ চার রাকাআ'ত ও আসর নামাজও অতপর চার রাকাআ'ত পড়লেন, অতপর হযরত ইবনু মাসউদ(রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: আমি এখানে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে এবং হযরত আবু বকর ওহযরত উছমানের (রাদিআল্লাহু আনহু) সাথে নামাজ পড়েছি, তাঁরা(এখানে) দুই রাকাআ'তই পড়েছেন। আমি(হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাইদান) বললাম: তা হলে আপনি কি তাঁর সাথে (নামাজের জন্য) দাঁড়াবেন না? তিনি (হযরত ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: চুপ থাক, কেননা মতানৈক্য হচ্ছে মন্দ। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৬৩৭।

১২ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَتَانِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَأَنَا نَائِمٌ فِى مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: أَلاَ أَرَاكَ نَائِمًا فِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ : يَانَبِيَّ اللهِ، غَلَبَتْنِي عَيْنِي قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ قَالَ: آتِي الشَّامَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ، قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِن الشَّامِ؟ قَالَ: أَعُوْدُ إِلَيْهِ، قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟

قَالَ: مَا أَصْنَعُ يَانَبِيَّ اللهِ أَضْرِبُ بِسَيْفِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَاهُوَ خَيْرُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْدًا، تَسْمَعُ وَ تُطِيْعُ، وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوْكَ ــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢١٧٧٨)

অর্থঃ- হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মদিনার মসজিদে ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় আমার নিকট আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এসে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমাকে আঘাত করে বললেন: আমি তোমাকে ইহাতে (মদিনার মসজিদে) ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় দেখছি? তিনি বললেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী, আমার চোখে ঘুম প্রবল হয়ে পড়েছে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কেমন করবে যখন তোমাকে ইহা থেকে বের করে দেওয়া হবে? তিনি বললেন: আমি বরকতময় পবিত্র ভুমি শাম দেশে এসে যাব। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কেমন করবে যখন তোমাকে শাম দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে? তিনি বললেন: আমি ওখানে পুনরায় চলে আসব, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কেমন করবে যখন তোমাকে ইহা থেকে বের করে দেওয়া হবে? তিনি বললেন: হে আল্লাহর নবী, আমি যা করব তা হচ্ছে আমি আমার তরবারি দিয়ে আঘাত করব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: আমি কি তোমাকে যা এর চেয়ে তোমার জন্য মঙ্গলজনক ও সত্যের অধিক নিকটবর্তী তা দেখাব না? তা হচ্ছে, তুমি (দায়িত্বশীলদের-রাষ্ট্রনায়কদের, শাসনকর্তাদের কথা) শুনবে ও মানবে, তুমি তাদের পক্ষে চলবে যেখানে তারা তোমাকে চালাবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৭৭৮।

১৩ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، إِذَا أَنَا فَرَغْتُ مِنْ عَمَلِي، فَاضْطَجِعُ فِيْهِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَوْمًا وَأَنَا مُضْطَجِعٌ، فَغَمَزَنِي بِرِجْلِه، فَاسْتَوَيْتُ جَالِسًا، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهَا؟ فَقُلْتُ : أَرْجِعُ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَإِلَى بَيْتِي، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهَا؟ فَقُلْتُ: إِذًا آخُذُ سَيْفِي، فَأَضْرِبُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُنِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ: غَفْرًا يَا أَبَا ذَرٍّ ثَلاَثًا، بَلْ تَنْقَادُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ، تَنْسَاقُ مَعَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ، وَلَوْ عَبْدٌ أَسْوَدُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَلَمَّا نُفِيتُ إِلَى الرَّبَذَةَ، أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ أَسْوَدُ كَانَ فِيْهَا عَلَى نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَآنِي أَخَذَ لِيَرْجِعَ وَلِيُقَدِّمَنِي، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ، بَلْ أَنْقَادُ لِأَمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢١٦٨٦)

অর্থঃ- হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খেদমাত বা সেবা করতাম, অতপর মসজিদে আসতাম, যখন আমি আমার কাজ থেকে অবসর হতাম ওখানেই(মসজিদেই) শুয়ে পড়তাম, একদিন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আসলেন, তিনি আমাকে তাঁর পা দিয়ে ধাক্কা দিলে আমি বসে সোজা হলাম, তারপর তিনি আমাকে বললেন: হে আবু জার, কেমন করবে যখন তোমাকে ইহা থেকে বের করে দেওয়া হবে? আমি বললাম: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মসজিদে ও আমার বাড়ীতে ফিরে যাব। তারপর কেমন করবে যখন তোমাকে ইহা থেকে বের করে দেওয়া হবে? আমি বললাম: তখন আমি আমার তলোয়ার নিয়ে যারা আমাকে বের করে দিবে তাদেরকে আঘাত করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার কাঁধে রেখে তিনবার বললেন: হে আবু জার, ক্ষমা করুন!(হে আবু জার আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন), বরং তুমি তাদের সাথে(যারা তোমাকে বের করে দিয়েছে) পরিচালিত হবে যেথায় তারা তোমাকে পরিচালনা করে, তুমি তাদের সাথেই চলবে যেথায় তারা তোমাকে চালায়, যদিও কালো দাস হয়, আবু জার বললেন: যখন আমাকে রাবাযায় নির্বাসিত করা হল, তখন নামাজের ইকামত হলে ওখানে সদাকার পশুতে থাকা একজন কালো লোক (ইমামতির জন্য) সামনে অগ্রসর হল। যখন সে আমাকে দেখে ফেলল তখন সে আমাকে অগ্রবর্তী করার জন্যে পিছনে সরতে লাগল, আমি বললাম: থাক যেমন আছ, বরং আমি রাসুলুল্লাহির আদেশ মেনে চলব। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৬।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের ভাষ্যসমূহ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তসমূহ পেলাম >> **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **خير القرون الثلاثة "** তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত আলিম, খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণ স্বয়ং নিজেরা যতক্ষণ নামাজ পড়বে এবং নাগরিকদেরকে নামাজ পড়তে বাধ্য করবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজেদের ব্যাক্তিগত পাপের কারণে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যাবে না, তাদেরকে তাদের বর্তমান পদ থেকে অপসারন করা যাবে না, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না বরং উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলামি শরীয়তে হারাম। কিন্তু তাদের পাপ ও অপকর্ম অপছন্দ করতে হবে, তথাপিও সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। এমতাবস্থায়ও **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত আলিম, খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরোধিতা করে **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হারাম। বরং **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত আলিম, খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরোধিতা করে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে মৃত্যু বরণ করলে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্যের সারসংক্ষেপ এই যে, কোন অবস্থাতেই সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না বরং খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের দায়িত্ব হচ্ছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বাবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখা। কারণ, খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা কতলের চাইতেও বেশী মারাত্নক, ক্ষতিকর ও জগঘন্যতম অপরাধ। সেই জন্যেই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন-- **" أَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ "(سورةالبقرة ـــ١٩١) " أَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ "(٢١٧)** অর্থঃ-ফিতনা-ফাসাদ করা কতলের চেয়েও জঘন্যতম, সুরা আল-বাকারা,আয়াত নং-১৯১, **" أَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ "(٢١٧)** অর্থঃ- ফিতনা-ফাসাদ করা কতলের চেয়েও বড় (অপরাধ), সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২১৭।

তাছাড়া, মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে মুসলিম মানুষকে ফিতনা-ফাসাদ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দান করেছেন ।আর তা হচ্ছে এই---

- كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَ لَاتَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - سورةالبقرة - (٦٠)

অর্থঃ- আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়াইও না । সুরা বাকারা, আয়াত নং-৬০।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের অনুসরনের বিরোধিতা করার অশুভ কুফল থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও অপরকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষের উপর ফরজ দায়িত্ব ও কর্তব্য । এই দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রদর্শন করা ইসলামি শরীয়ত **(شَرِيْعَةٌ)** তথা আইনে হারাম বা নিষিদ্ধ।

অতএব, **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত আলিম নহে বরং ইসলামের নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দের নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলের অনুসারীদের মধ্যে যারা খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, উগ্রতা, অস্থির পরিস্থিতি ও অশান্তি সৃষ্টি করে সে যে কেহ হউক তাকে আইনের বা শাস্তির আওতায় এনে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিশৃঙ্খলা, অস্থির পরিস্থিতি ও অশান্তি দূর করে সর্বাবস্থায় সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থিতিশীল রাখতে হবে। এই বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে>>**((মহান আল্লাহর বাণী** ---

" أَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ "ـــ سورةالبقرة ـــ الْأَيَة (١٩١) + " أَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ " سورةالبقرة ـــ الْأَيَة (٢١٧)

অর্থঃ-ফিতনা-ফাসাদ করা কতলের চেয়েও জঘন্যতম, সুরা আল-বাকারা,আয়াত নং-১৯১+ফিতনা-ফাসাদ করা কতলের চেয়েও বড় (অপরাধ), সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২১৭ ।))<<অনুসরনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যাসদৃশ অপরাধে জড়িত প্রমাণ সাপেক্ষে মৃত্যদন্ড দিতে পারে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যে কেহ বা আলিম নামধারী কোন ব্যাক্তি যদি যে কোন ইস্যু নিয়ে খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থির পরিস্থিতি ও অশান্তি সৃষ্টি করে তা হলে বুঝতে হবে যে, উক্ত মুখোশধারী আলিম নামধারী ব্যাক্তিটি বাস্তবে আলিম নয় বরং সে ক্ষমতালোভী, দুষ্কৃতকারী, উগ্রপন্থী ,মুখোশধারী নামধারী আলিম। কারণ, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর)" অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগনের সম্পর্কেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা ১৪০০ শত হিজরী বৎসর পূর্বেই বলে গেছেন।

হাদিস শরীফখানা এই--

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ آَخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (١٠٣٦٦) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس.

অর্থঃ-ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ>> (৪০) হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ>> (৪১) হচ্ছেন (**مَخْتَلِفِيْنَ**) ভিন্নমত পোষণকারী (৪২), (**مُتَفَرِّقِيْنَ**)বিচ্ছিন্ন (৪৩) দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম । আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬।

অতএব, এই ক্ষমতালোভী, দুষ্কৃতকারী, উগ্রপন্থী, মুখোশধারী নামধারী আলিমকেও আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

আমাদেরকে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **خير القرون الثلاثة** " তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ কোন আলিমই খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থির পরিস্থিতি ও অশান্তি সৃষ্টি করবে না। কারণ, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী-----

"عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه و سلم، أَنَّهُ قَالَ: الْإِسْلَامُ ذَلُوْلٌ لَا يَرْكَبُ إِلَّا ذَلُوْلاً – مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢١٦٨٨)

অর্থঃ-হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **ইসলাম হচ্ছে বশ্য বা বাধ্য, একমাত্র বশীভূতরাই বা বাধ্যরাই ইসলামে আরোহন করবে,** মুসনাদু আহমাদ শরীফ,

---

(৪০) >> * প্রথম অংশের মুসলমানগণ>> " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণ<<

(৪১) >> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>>**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ

(৪২) >>এ উম্মতের প্রথম অংশের * **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের ভিন্নমত পোষণকারী(**مَخْتَلِفِيْنَ**)

(৪৩) >> **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত(**مُتَفَرِّقِيْنَ**) দুষ্ট মুসলিম।

হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮ এবং উপরে বর্ণিত নবম ও দশম হাদিস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী---

((اسْمَعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)) مُسْنَدُ أَبِي عَوَانَةَ (٨١٥٢) + مُسْلِمٌ (١٨٤٦)

অর্থঃ- **শোন! তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তারা দায়ী আর তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী,** মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৬+মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১৫২+আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস শরীফ নং-৬৭০৭।) <<অনুসরনে খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকবে।

আর যারা **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলমান নয় বা আলিম নয় তারাই খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থির পরিস্থিতি ও অশান্তি সৃষ্টি করবে। খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থির পরিস্থিতি ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত কোন মুসলিমই বা কোন আলিমই মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমও নয় এবং আলিমও নয়।

বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের বিপরীতে মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণী>>" **وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا** " **(অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩** এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত দুখানা হাদিস শরীফের দুটি খন্ড বাক্য ---------------------------

(প্রথম হাদিস শরীফ) >>

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ": وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ " سنن التِّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **8.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে)** সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩, (অত্র গ্রন্থের ১৬০ নং প্রষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও

(দ্বিতীয় হাদিস শরীফ)>>

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا

***অর্থঃ-তুমি (ইসলামের নামে) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর,** বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭(অত্র গ্রন্থের **৭৬,৪৯৭** নংপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এর বাণীদ্বয়ের<< বিরোধিতা করে ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত নামের সাথে ও ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করা হচ্ছে ইসলামি শরীয়তে আইনগত বর্জনীয় বিদআ'ত **(بِدْعَةٌ)** বা **"ইসলাম ধর্মে সয়যোজিত বা**

সংযোগকৃত নতুন কিছু" (৪৪)**।** আর বিদআ'ত (**بِدْعَةٌ**) বা **"ইসলাম ধর্মে সয়যোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" হচ্ছে ضَلَالَةٍ (দলালাতুন)** তথা ভ্রষ্টতা ।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের বিপরীতে ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত নামের সাথে ও ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে সমুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত সকল মুসলিমই বা সকল ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাই পথভ্রষ্ট । এই ধরণের সকল ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের ব্যাপারে হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-----------------------------

প্রথম হাদিস শরীফ

عن ثوبان قا ل : قا ل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : " إنما أناأخاف على أمتي الأئمة المضلين " سنن الترمذي(٢٢٢٩)

অর্থ :-হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শুধু পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের ভয় করছি" । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّوْنَ ـ مسند أحمد(٢٨١٣٠)

অর্থ:-হযরত আবু দারদা(রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানাইয়াছেন: "আমি শুধু পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের অত্যাধিক ভয় করছি" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৮১৩০ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِي،قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ: كُنْتُ مُحَاضِرَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ ،فَلَمَّا خَشِيْتُ أَنْ يَدْخُلَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ ـ مسند أحمد(٢١٦٩٢)

অর্থঃ-হযরত আবু তামিম আল-জায়শানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু জারকে (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বলতে শুনেছি: আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট তাঁর বাড়ী পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: দাজ্জাল ছাড়াও আমি আমার উম্মাতের উপর (আর এক) দাজ্জালের চাইতে বেশী ভয় করছি। যখন আমি আশঙ্কা করলাম তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ঘরে প্রবেশ করে ফেলবেন আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, কোন জিনিসটি আপনার উম্মাতের উপর দাজ্জালের চেয়ে বেশী ভীতিকর? তিনি বললেন: পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৯২।

যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আবু মাসউদ নামে তাঁর একজন সাহাবীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কে এবং ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত নামের সাথে ও ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে

---

(৪৪) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা। বিদআ'ত (**بِدْعَةٌ**) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের ৩২৪-৩৫৯ নং প্রষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত মুসলিম বা ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামা সম্পর্কে হাদিস শরীফে বলেনঃ--------------------------------

عَلَيْك بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَلاَل وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلاَلَةِ" ـ المعجم الكبير للطبراني "(١٤٠٩٠) .

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (৪৫) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এমন নহেন যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

এর অর্থ হল এই যে, যেহেতু **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে **ضَلاَلَةِ**তথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করূণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি অংশকে অবশ্যই সর্বদা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন। এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :"لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"ـ سُنَنُ أَبِي داوُدُ ـ (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه ـ(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي ـ (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ ـ (١٩٢٠) + بُخَارِيُ ـ (٧٣١١)

(অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ- “আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না”, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত **مَنْ خَالَفَهُمْ** পরিবর্তে **مَنْ يَخْذُلُهُمْ** , সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ + তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মূসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু'বা থেকে বর্ণিত, বুখারী শরীফ (**وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ** > “তারা বিজয়ী” শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীসমূহের)” অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা >>((ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে **এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<** দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে **ضَلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি পথ ভ্রষ্ট। এটা **أَرْذَلُ**

(৪৫) >>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**

أَرْذَالُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ। মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। `আমীন!

এরূপ মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের বিপরীতে ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত নামের সাথে ও ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে সমুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত **ضَالٌّ** বা পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের ব্যাপারেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে হাদিস শরীফ বলেন---

চতুর্থ হাদিস শরীফ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ،وَعَصَى إِمَامَهُ ،وَمَا تَ عَاصِيًا ، وَ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَاِمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بِعْدَهُ ،فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ " - المعجم الكبير - الجزأ الثَّامِن - (١٥١٨٤) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٤١٥)

অর্থঃ- হযরত ফাদালা বিন উবাইদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- তিন ব্যাক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না:

১. এমন ব্যাক্তি যে "**اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইমাম বা নেতার অবাধ্য হয়ে মৃত্যু বরণ করে,

২. এমন দাস-দাসী যে মালিক থেকে পলায়ন করে মৃত্যু বরণ করে

৩. এমন স্ত্রী যার স্বামী তার স্ত্রীকে পার্থিব যথেষ্ঠ ভরণ-পোষণ দেওয়া সত্বেও তার অদৃশ্য অবস্থায় সাজসজ্জা করে থাকে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫১৮৪ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫ ।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম বা আলিম ব্যতীত ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত সকল মুসলিমই বা সকল আলিমই পথভ্রষ্ট।

উপসংহারঃ যেমন উপরে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফের অংশ বিশেষে একথা বলা হয়েছে যে---------------------

“إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَّالَةٍ" ـ المعجم الكبير للطبراني (١٤٠٩٠)

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এমন নহেন যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

ঠিক তেমনিভাবে অন্য এক হাদিস শরীফের অংশ বিশেষে একথা বলা হয়েছে যে-------------------------------

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًي ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ "(٢١٦٨٨)

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমার উম্মাতকে কখনো **هُدًي** (হুদা) তথা সত্যপথের(সত্যতার) উপর ছাড়া একত্রিত করবেন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮।

উপসংহারে আমি দুখানা হাদিস শরীফেরই শেষাংশদ্বয় উল্লেখ করেছি। কিন্তু উভয় হাদিস শরীফেরই প্রথমাংশদ্বয় এখানে উল্লেখ করিনি। তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার প্রথমাংশ নিয়ে ইতিপূর্বে উপরে বেশ আলোচনা করেছি। এখন পর্যায়ক্রমে উভয় হাদিস শরীফের প্রথমাংশগুলো উল্লেখ করে উভয় হাদিস শরীফের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফখানার প্রথমাংশ-->>

"عَلَيْك بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَّلَال ــ المعجم الكبير للطبراني "(١٤٠٩٠) "

(অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং**الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত)তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানার প্রথমাংশ-->>

"عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه و سلم، أَنَّهُ قَالَ: إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَرَثَةٌ خَيْرٌ مِنْ إِثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢١٦٨٨)

অর্থঃ-হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: একের চেয়ে দুই উত্তম, দুই এর চেয়ে তিন উত্তম, তিনের চেয়ে চার উত্তম, অতএব, তোমাদেরকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ধরে থাকতে হবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮।

প্রথম হাদিস শরীফখানাতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে **ضَّلَالَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে **ضَّلَالَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না বলে দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছেন। সেই জন্যেই প্রথম হাদিস শরীফখানাতেই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে >>>>>

"عَلَيْك بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ"

অর্থ: **আল্লাহভীতি ও الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে)**<<হাদিস শরীফ অনুসরনে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত প্রথম হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হলে তারা বাস্তবে মুসলিম নয় বরং তারা পথভ্রষ্ট আর মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকেই (পথভ্রষ্ট মুসলিম নামধারী মানুষকেই) **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে **ضَّلَالَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপরই অবিচল ও দৃঢ় রাখবেন।

আর দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে একজন শিশুকে তা'লীম বা শিক্ষা দেওয়ার মত ভঙ্গিতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির স্বরূপের বর্ণনা **"একের চেয়ে দুই উত্তম, দুই এর চেয়ে তিন উত্তম, তিনের চেয়ে চার উত্তম"** বলে সংখ্যার উল্লেখ করে উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে>> **" فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ "** **-তোমাদেরকে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে)<<**আঁকড়ে ধরে থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ--------------------

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًي ــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ "(٢١٦٨٨)

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমার উম্মাতকে কখনো **هُدًي** (হুদা) তথা সত্যপথের (সত্যতার) উপর ছাড়া একত্রিত করবেন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণ হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত আর তাঁদেরকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা هُدًي (হুদা) তথা সত্যপথের উপর অবিচল ও দৃঢ় রাখবেন।

সূক্ষ্ম বিষয়ঃ উপরোক্ত দুখানা হাদিস শরীফের প্রথমটিতে "لَمْ" শব্দ ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয়টিতে "لَنْ" শব্দ ব্যবহার করে উভয় হাদিস শরীফের দ্বিতীয়াংশের বাক্য দুটি আরম্ভ করা হয়েছে। প্রথম হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "لَمْ" শব্দ দ্বারা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণকে ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না মর্মে মহান আল্লাহ তাআলার পূর্বসিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "لَنْ" শব্দ দ্বারা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণকে ভবিষ্যতেও ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর কখনো বা কস্মিনকালে একত্রিত করবেন না মর্মে মহান আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ------

(১) الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণ هُدًي (হুদা) তথা সত্যপথের (সত্যতার) উপর অধিষ্ঠিত ।

(২) ইসলামের নামের সাথে এমনকি ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত মুসলিমগণ ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর অধিষ্ঠিত।

(৩) মহান আল্লাহ তাআ'লা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ, هُدًي (হুদা) তথা সত্যপথের উপর অধিষ্ঠিত মুসলিমগণকে ইসলামের নামের সাথে এমনকি ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত ভ্রষ্ট মুসলিমগণের মতবাদের উপর কস্মিনকালেও একত্রিত করবেন না।

(৪) মহান আল্লাহ তাআ'লা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ, هُدًي (হুদা) তথা সত্যপথের(সত্যতার) উপর অধিষ্ঠিত মুসলিমগণের মতাদর্শের সাথে ইসলামের নামের সাথে এমনকি ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত ভ্রষ্ট মুসলিমগণের মতাদর্শের সাথে একমত পোষণ করতে দিবেন না, বরং পরস্পরের মধ্যে দ্বিমত করে রাখবেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, উপরে বর্নিত গুণসম্পন্ন প্রকৃত আলিম তথা শাইখ বা পীর নামে অভিহিত وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত আলিম, খলিফা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-বাদশাহ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় একজন মুসলিম মানুষের(মুসলিম নাগরিকের) কি করণীয় ?

এর উত্তর এই যে, এমতাবস্থায় ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদল ছেড়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেই অদৃশ্য অবস্থায় أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির ইমাম, নেতা(سَيِّدٌ)আধুনিক ভাষায় সভাপতি মেনে অদৃশ্যভাবে তাঁরই হাতে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ নিয়ে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হয়ে) ইসলামি জীবন পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না। কারণ, ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা সম্পর্ক রাখার বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইসলামের নামের সাথে বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা সম্পর্ক রাখা হারাম।

যেমন হাদিস শরীফে আছে---

عَن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ،مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللّ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَفِيْهِ دَخَنٌ" قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : " قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ(مِنْهُمْ- البخاري) وَتُنْكِرُ" فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيْهَا " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ،قَالَ : " نَعَمْ، ه قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا "قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَمَا تَرَى(تَأْمُرُنِيْ - البخاري+ سنن إبن ماجه) إِنْ أَدْرَكَنِي ذَالِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِمَامَهُمْ" فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَ لاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَالِكَ "– فِى مُسْلِمٍ (١٨٤٧) + في سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (٧٠٨٤)+مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٧) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَامِمُ (٣٩٠)

অর্থঃ-হযরত বুসর বিন উবাইদুল্লাহ হাদরামী(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, আবু খাওলানীকে হুজাইফা বিন ইয়ামানকে বলতে শুনেছেন: মানুষেরা(সাহাবীগণ) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কল্যাণ বা মঙ্গল(বেহেস্তে যাওয়ার আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বা অনিষ্ট(দোযখে যাওয়ার আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিলাম এই ভয়ে যে অনিষ্ট আমাকে পেয়ে ফেলবে(দোযখ অমাকে পেয়ে বসে)। তাই, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি! আমরা জাহিলি যুগে (অজ্ঞতার যুগে) অনিষ্টের মধ্যে ছিলাম। অতপর আল্লাহ আমাদের নিকট এই কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তাহলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এর পরে কি কোন অনিষ্ট আছে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! আমি বললাম, ঐ অনিষ্টের বা অমঙ্গলের পরেও কি কোন কল্যাণ বা মঙ্গল আছে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! তবে এতে ধুম্র আছে (ধোঁয়া মিশ্রিত আছে)। আমি বললাম ঐ ধুম্র বা ধোঁয়া কি? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন, তা হচ্ছে, "এমন এক সম্প্রদায় বা জাতি আসবে তারা আমার সুন্নাহ **(সুন্নাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে مَعْرِفَةُ وَالْجَمَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ (মা'রিফাতু আহলিছ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) প্রসঙ্গ স্থানে السُّنَّةِ (আস-সুন্নাহর) বর্ণনা পৃষ্ঠা নং-১৬১ দ্রষ্টব্য)** ব্যতীত অন্য সুন্নাহ (৪৬) প্রবর্তন করবে(অন্য সুন্নাহ অনুসরন বা অবলম্বন করবে) ও আমার (দেখানো) পথ(পথনির্দেশ) ব্যতীত অন্য পথ প্রদর্শন করবে (অন্য পথ দেখাবে)। তুমি **[তাদের মধ্য হতে- বুখারী]** কাউকে চিনবে, কাউকে চিনবে না (তাদের কোন কাজ তোমার কাছে ভাল মনে হবে আবার কোন কাজ অপছন্দ হবে)। আমি বললাম, এই কল্যাণের বা মঙ্গলের পরেও কি কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল আছে। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: হাঁ! জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীগণ **(("জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীগণ" বাক্যটির অর্থ:- ইসলামের নামে এমন কি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলী বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠনকারীগণ বা প্রতিষ্ঠাকারীগণ))** থাকবে, যে ব্যক্তি তাদের সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে । আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি ! তাদের**(জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীদের)** বর্ণনা দিন, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তারা আমাদেরই চামড়ার অন্তর্ভুক্ত(আমাদেরই জাতি)আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে (তারা আমাদের ধর্মের বিষয়গুলো>> যেমন আল্লাহ, নবী, ফেরেস্তা,আখিরাত,বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদির প্রতি ঈমান, ইসলাম, নামাজ, রোজা, হজ্ব,যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম<<নিয়েই তারা কথা বলবে), আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, যদি উহা আমাকে পেয়ে যায় তা হলে আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন! তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তখন তুমি মুসলমানদের জামাআ'ত **(الْجَمَاعَةُ)** নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে এবং তাদের ইমামকে(নেতাকে) ধরে থাকবে, আর আমি বললাম:

---

(৪৬) বর্তমান কালের أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামা কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের (Menifesto)বা কর্মসূচীকেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম [কর্মসূচী-Menifesto] হিসেবে অভিহিত করে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

যদি তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি না থাকে এবং তাদের ইমামও(নেতাও) না থাকে ? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন : তা হলে এমতাবস্থায় তোমাকে মৃত্যু ধরে ফেলা পর্যন্ত গাছের মূল বা শিকড় কামড় দিয়ে ধরে রাখতে হলেও কিন্তু তুমি (ইসলামের নামে গঠিত)**সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর** (([47])(ইসলামের নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর)। আর তুমি এইরূপই করবে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ব্যতীত ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদল ত্যাগ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা এসেছে।

পরবর্তীতে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীর)" পর ইসলামি সাম্রাজ্যের বা রাষ্ট্রের আয়তন, পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় এবং এমনকি অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম মানুষের আবির্ভাব হওয়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পদ্ধতি বা প্রথা বিলোপ হতে থাকে এমনকি কালের প্রবাহে একেবারে বিলীন হয়ে পড়লে বিবর্তিত ক্রমধারায় শাইখ বা পীর নামে অভিহিত **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **خير القرون الثلاثة** " তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" **(হিজরী সনের প্রথম তিনশতাব্দীর)** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ প্রকৃত উলামাকেরামগণ নফল হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ** (সুন্নাত) বা নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষণার্থে এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পদ্ধতি বা প্রথা নফল বা ঐচ্ছিভাবে ধরে রাখছেন বা সংরক্ষণ করে আসছেন। বর্তমানেও যদি ইসলামের নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত

([47]) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَ يَسْخَطُ ثَلاَثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ مَالٍ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (٧٩٢١)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট আর তিনি তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট। আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট তা হচ্ছে--

১. তোমরা তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুর অংশীদার করবে না

২. তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম, কুরআন, ধর্ম ইত্যাদিকে) একদলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরবে ও দলে-উপদলে (ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলে-উপদলে) বিভক্ত হবে না।

৩. আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন (খলিফা, আমির, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি বানিয়েছেন) তাদেরকে তোমরা পরামর্শ-উপদেশ দিবে।

আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য অসন্তুষ্ট তা হচ্ছে---

১. অনর্থক কথা-বার্তা বলা

২. মাল-সম্পদ নষ্ট করা

৩. অধিক প্রশ্ন করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ. হাদিস শরীফ নং-৭৯২১।

বিভিন্ন দল-উপদল মুক্ত মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত কোন প্রকৃত আলিমের আবির্ভাব হয় বা বর্তমানে বিদ্যমান থাকেন তা হলে তাঁর হাতে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়া) ইসলামি শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদের উপর ফরজ।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর ১০(দশ)বৎসর কালীন মক্কী জীবনে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পদ্ধতি বা প্রথা প্রবর্তিত হয় নি। তখন শুধু ঈমান আনয়নের জন্য মৌখিক স্বীকৃতি নেওয়া হত। এতেই একজন কাফির মুমিন হিসেবে গণ্য হত। তবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মক্কী জীবনে কাফিরদের নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গমনের প্রস্তুতের পূর্বে তিনি মীনা প্রান্তরে আকাবা নামক স্থানে গোপনে ইসলাম গ্রহনকারী নওমুসলিমদের থেকে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে মর্মে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করেছেন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করেছেন)। এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করাকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করাকে)**بَيْعَةُ عَقَبَةِ** (বাইআ'তু আ'কাবা) আকাবার শপথ বলে। এই এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম অনুশাসনবিহীন ঐচ্ছিক এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) বা আনুগদ্যের শপথ। কিন্তু সেই সময়ে ইসলামি নির্দেশনামূলক সালাত তথা নামাজ ব্যতীত তেমন কোন আদেশ-নিষেধসম্বলিত হুকুম-আহকাম অবতীর্ণ হয়নি বিধায় উক্ত (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ সামজিক প্রথা পর্যায়ের ছিল। পরবর্তীতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদীনা শরীফে হিজরত করলে সেখানে আদেশ-নিষেধসম্বলিত হুকুম-আহকাম অবতীর্ণ হয়। তম্মধ্যে মক্কা থেকে হিজরতকারী মহিলা মুসলিমদের থেকেই সর্বপ্রথম অনুশাসনমূলক **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি নির্দেশনা ছিল। তাই, **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** অনুশাসনমূলক পদ্ধতিটি মহিলাদের থেকেই সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় ।

বর্তমান কালে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট কতক আলিম-উলামাও রয়েছেন যারা নানাহ অজুহাত দেখিয়ে মহিলা মুসলিম মানুষগণের **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করেনা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করেন না)। মহিলা মুসলিম মানুষগণকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ না করাকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ না করাকে) তারা **اَلْحِجَابُ** বা পর্দা মনে করে থাকেন, বাস্তবে এটা **أَيَةُ النِّسَاء** **(আয়াতুননিসা) বা** মহিলাদের আয়াতসম্বলিত পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতের পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী অথচ মহিলারাই হচ্ছে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** প্রথম উপলক্ষ এবং তাদের **بَيْعَةُ**(বাইআ'ত) বা শপথের বিষয়বস্তুগুলো ছিল পুরুষ-মহিলা উভয়ের বেলায় **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)**জন্য **মডেল** । সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতকে **أَيَةُ النِّسَاء** **(আয়াতুননিসা)** বা মহিলাদের আয়াত বলে, মুসান্নাফু আব্দুররাজ্জাক, হাদিস নং-৯৮১৮।

এই **أَيَةُ النِّسَاء** (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতের শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহিলা মুসলিমদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতেন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতেন)। পরবর্তীতে **أَيَةُ النِّسَاء** (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতের মর্মার্থনুযায়ী পুরষ মুসলিমদেরকেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতেন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতেন)। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ : " تُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَاتَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمْ ، قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَى النِّسَاءِ : ((إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ))"فَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ "وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " ــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٣١١٨)

অর্থঃ-হযরত উবাদাতা ইবনুস সামিত (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট একটি মজলিসে ছিলাম, অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: “তোমরা আমার নিকট **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ করবে **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হবে)** এই বিষয়ের উপর যে, “তোমরা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না” এই বলে তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) মহিলা প্রসঙ্গে গৃহীত আয়াতখানা **((إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ))** পাঠ করে বললেন: “অতপর যে (শপথ মোতাবেক অঙ্গীকার)পূর্ণ করবে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে উহার (বর্ণিত বিষয়গুলোর) কোন একটি করে ফেলবে, এর ফলে তার কোন শাস্তি হয়ে যায় তবে তা হচ্ছে তার জন্য কাফফারা। আর “তোমাদের মধ্যে যে উহার (বর্ণিত বিষয়গুলোর) কোন একটি করে ফেলে অতপর আল্লাহ উহা গোপন করে দেন তা হলে তার সেই বিষয়টি আল্লার দিকে সোপর্দ। যদি তিনি চান তাকে ক্ষমা করে দেবেন আর না হয় তাকে শাস্তি দেবেন”। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩১১৮।

হযরত উবাদাতা ইবনুস সামিত (রাদিআল্লাহ আনহু) অন্য একটি হাদিস শরীফে মক্কার মীনা প্রান্তরে আকাবা নামক স্থানে সংঘটিত **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথের বিষয়বস্তু আরো সম্প্রসারন করে বর্ণনা করে বলেন:------

قَالَ عُبَادَةُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ،إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ والْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ والنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ فِى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فِيْهِ،وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعُهُ مَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَفَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِمكَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم " ــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٣٢١٢)

অর্থঃ- হযরত উবাদাতা (রাদিআল্লাহ আনহু)আবু হুরায়রাকে (রাদিআল্লাহ আনহু) বললেন: হে আবু হুরায়রা, যখন আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ লিাম তখন আপনি আমাদের সাথে ছিলেন না। আমরা তাঁর নিকট কর্মহীনতায় ও কর্মতৎপরতায় শুনতে ও মানতে(আনুগত্য করতে), দু:খে-কষ্টে (সুবিধায়-অসুবিধায়)ব্যয় করতে,ভাল কাজে আদেশ করতে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে-রাখতে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লার পক্ষে কথা বলতে, এতে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় না করতে, আমাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াসরিবে আগমন করলে তাঁকে সাহায্য করতে, যে সব বিষয় থেকে আমরা আমাদের নিজেদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করে থাকি তাঁকে তা থেকে রক্ষা করতে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহন করেছি, এতে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। অতএব, এটা হচ্ছে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত)তথা আনুগত্যের শপথ যার উপর আমরা **بَيْعَةُ**(বাইআ'ত)বা আনুগত্যের শপথ গ্রহন করেছিলাম। অতপর, যে (এই **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ)ভঙ্গ করবে সে নিজের বিপক্ষেই(**بَيْعَةُ**-বাইআ'ত তথা আনুগত্যেরশপথ)ভঙ্গ করল, আর যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট কৃত **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ পুরণ করল আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআ'লা তার পক্ষে তাঁর(আল্লাহর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট কৃত **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত)তথা আনুগত্যের শপথ পুরণ করবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩২১২।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ " آلاَ تُبَايِعُوْنِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَاتَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْ تُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصِوْنِي فِى مَعْرِوْفٍ " قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "فَمَنْ

أَصَاب بَعْدَ ذَلِكَ شَيَا فَنَالَتْهُ عُقُوْبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَنَلْهُ عُقُوْبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " ــ سُنَنُ النَّسَائِي (٤١٦٢)

অর্থঃ-হযরত উবাদাতা ইবনুস সামিত (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয় রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "মহিলারা যে বিষয়ের উপর আমার নিকট **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা শপথ করেছে **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হয়েছে)** তোমরা কি সে বিষয়ে আমার নিকট **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা শপথ করবে না **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হবে না)?** (আর তা হচ্ছে) "তোমরা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, সামনা-সামনি মিথ্যা নিয়ে আসবে না এবং ভাল কাজে আমার অবাধ্যতা হবে না" অমরা বললাম, হা! ইয়া রাসুলুল্লাহি, আমরা উক্ত বিষয়ের উপর **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) বা (আনুগত্যের)শপথ করলাম। অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: "যে এর পর উহার (বর্ণিত বিষয়গুলোর) কোন একটি করে ফেলবে, এর ফলে তার কোন শাস্তি হয়ে যায় তবে তা হচ্ছে কাফফারা। আর কারো কোন শাস্তি না হয় তা হলে তার সেই বিষয়টি আল্লার দিকে সোপর্দ। যদি তিনি চান তাকে ক্ষমা করে দেবেন আর না হয় তাকে শাস্তি দেবেন। সুনানুন নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪১৬২।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

أَنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ :إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " تُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَاتَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمْ وَلَا تَأْ تُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصِوْنِي فِى مَعْرِوْفٍ "فَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ "وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيَا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " ــ سُنَنُ النَّسَائِي (٤١٦١)+ مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي (٣٩٤)

অর্থঃ-হযরত উবাদাতা ইবনুস সামিত (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর চারপাশে তাঁর সাহাবীদের একটি দল থাকা অবস্থায় বলেছেন: "তোমরা আমার নিকট **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা শপথ করবে **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হবে)** এই বিষয়ের উপর যে, "তোমরা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, সামনা-সামনি মিথ্যা নিয়ে আসবে না এবং ভাল কাজে আমার অবাধ্যতা হবে না" অতপর যে (শপথ মোতাবেক অঙ্গীকার)পূর্ণ করবে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যে উহার (বর্ণিত বিষয়গুলোর) কোন একটি করে ফেলবে, এর ফলে তার কোন শাস্তি হয়ে যায় তবে তা হচ্ছে তার জন্য কাফফারা। আর "তোমাদের মধ্যে যে উহার (বর্ণিত বিষয়গুলোর) কোন একটি করে ফেলে অতপর আল্লাহ উহা গোপন করে দেন তা হলে তার সেই বিষয়টি আল্লার দিকে সোপর্দ। যদি তিনি চান তাকে ক্ষমা করে দেবেন আর না হয় তাকে শাস্তি দেবেন। সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪১৬১, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদুল হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৪।

عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِي سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِى رَهْطٍ فَقَال" أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَاتَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْ تُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصِوْنِي فِى مَعْرِوْفٍ "فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيَا فَعُوْقِبَ فِيْهِ فَهُوَ طَهُوْرُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَاك إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " ــ سُنَنُ النَّسَائِي (٤١٧٨) + مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٣١٧٤)

অর্থঃ-হযরত আবু ইদরিস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: আমি উবাদাতা ইবনুস সামিতকে বলতে শুনেছি: আমি একটি দল থাকা অবস্থায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা আনুগত্যের শপথ করলাম **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হলাম)** । অতএব তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) **বললেন "আমি তোমাদেরকে** এই বিষয়ের উপর **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) তথা শপথ নিচ্ছি **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করছি)** যে, "তোমরা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, সামনা-সামনি মিথ্যা নিয়ে আসবে না এবং ভাল কাজে আমার অবাধ্যতা হবে না" অতপর তোমাদের মধ্যে যে (শপথ মোতাবেক অঙ্গীকার)পূর্ণ করবে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে, "আর তোমাদের মধ্যে যে উহার

(বর্ণিত বিষয়গুলোর) কোন একটি করে ফেলবে, এতে তার কোন শাস্তি হয়ে যায় তবে তা হচ্ছে তার জন্য পবিত্রতা। "আর আল্লাহ যাকে গোপন করে দেন তা হলে তার সেই বিষয়টি আল্লার দিকে সোপর্দ। যদি তিনি চান তাকে শাস্তি দেবেন আর না হয় তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪১৭৮ + মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩১৭৪।

যাহোক, এখন হাদিস শরীফের সাথে সমন্বয় করে **أَيَةُ النِّسَاء** (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতসম্বলিত পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতখানা নিম্নে দেওয়া হলঃ----

عَن عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ ـإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ـ سورةالممتحنة (12))) قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ :فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم: قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا ، وَلاَ وَاللهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَ إِمْرَأَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ مَا بَايَعَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ : قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ - مسندأحمد (٢٦٩٦٧)+مصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٩٨٢٧،٩٨٢٦،٩٨٢٥)

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা) তাকে (হযরত উরওয়া বিন যুবাইর রাদিআল্লাহ আনহুকে) জানাইয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিকট যেই সমস্ত মহিলা মুমিন হিজরত করে আসত তাদেরকে আল্লাহর বাণী এই আয়াত দিয়ে পরীক্ষা করতেন **((("হে** নবী! ঈমানদার নারীরা আপনার কাছে এসে আনূগত্যের **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ করে**(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে আসে এই উদ্দেশ্যে)** যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না,জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনূগত্যের **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করুন **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করুন)"** ।সুরা মুমতাহিনা, আয়াত নং-১২))) হযরত উরওয়া বিন যুবাইর(রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহ আনহা) বলেছেন: মুমিন মহিলাদের মধ্যে যে এই শর্ত স্বীকার করে নিত তাকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলতেন: **"আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করে নিলাম"**, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতেন **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) বা শপথের মধ্যে **" আমি তোমাকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করে নিলাম"** এই কথা ব্যতীত কখনোই তাঁর হাত কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯৬৭+ মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭।

পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াত মোতাবেক কোন আলিম-উলামা যদি মহিলা মুসলিম মানুষগণকে **بَيْعَةُ (বাইআ'ত)** তথা শপথ গ্রহণ করাকে **প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করাকে** হারাম ও নাজায়িয মনে করলে তিনি মুসলিম থাকবেন কি? একটু চিন্তা করে দেখুন। পুরুষ-মহিলা উভয়কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হতে হয়েছে। কিন্তু উভয়ের **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হওয়ার পদ্ধতি এক রকম নয়। পুরুষ মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাতে হাত রেখে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হতে হয়েছে আর মহিলা মুসলিমগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতেন বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করে নিতেন। কিন্তু কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না। যেমন এ ব্যাপারে উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের সাথে সমন্বয় করে পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতখানাতে দেখানো হয়েছে। তবে, কোন কোন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ব্যস্ততার কারনে তিনি নিজে মুসলিম নারীদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করতে অপরাগ হলে মুসলিম নারীদেরকে একটি কক্ষে বা একটি বাড়ীতে জড়ো করে যে কোন মহান সাহাবীর মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে **بَيْعَةُ**

(বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করার ব্যাবস্থা করতেন। **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে রয়েছে।

আধুনিক সময়েও **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **প্রকৃত আলিমের মর্যাদবান একজন কামিল উস্তাদ,শিক্ষক ও পীরও** তাঁর ব্যস্ততার কারনে তিনি তাঁর কোন বিশেষ বিশ্বস্ত মুরিদের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহর অনুসরণে (৪৮) মুসলিম নারীদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার বা **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** ব্যাবস্থা করতে পারেন। কিন্তু ইসলামি শরীয়তের বৈধ ওজর ব্যতীত মহিলা মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করা বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) থেকে বিরত থাকা হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ** (সুন্নাত) বা নিয়মের পরিপন্থী।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার বা **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ** (সুন্নাত) বা নিয়ম হচ্ছে পুরুষ মুসলিমদেরকে। **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার বা **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পাশাপাশি মহিলণা মুসলিমদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করা বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা)। **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ কারী বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ কারী) যে কোন **উস্তাদ, শিক্ষক ও পীর** মুসলিম নারীদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে) অপছন্দ মনে করলে তার এই কাজটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ** (সুন্নাত) বা নিয়মের পরিপন্থী হওয়ায় তিনি নাকিস বা অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ **উস্তাদ, শিক্ষক ও পীর** বলে গণ্য। তিনি **কামিল উস্তাদ, কামিল শিক্ষক ও কামিল পীর** নন। বাংলাদেশ ও ভারতে পীর বলতে সামাজিক প্রথা হিসেবে আধ্যাত্নিক শিক্ষক বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি হচ্ছে ফারসি শব্দ। এর সঠিক শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ। পরবর্তীতে পীর শব্দটির শাব্দিক অর্থের সাথে অভিভাবক, পরিচালক, মান্যবর, উস্তাদ, শিক্ষক ইত্যাদি শব্দমালার যোগ হয়।

মুসলিম নারীদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার বা **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** বিষয়ে নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِى نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِنُبَايِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا،وَلاَ نَسْرِقَ،وَلاَ نَزْنِيْ ،وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدنَا ، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ،وَلاَ نَعْصِيَكَ فِى مَعْرُوْفٍ قَالَتْ فَقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا أَللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أ نْفُسِنَا بَايِعْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَتْ ، وَ لَمْ يُصَافِحْ رسول الله صلي الله عليه وسلم مِنَا إِمْرَأَةً- مسند أحمد (٢٧٦٤٩)

অর্থঃ-হযরত উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা(রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মুসলিম মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম। আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমরা এই বিষয়ের উপর **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, যিনা বা ভ্যাবিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা হবনা, তিনি(উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা রাদিআল্লাহ

(৪৮) যেমন কোন কোন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ব্যস্ততার কারনে তিনি নিজে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করতে অপরাগ হলে মুসলিম নারীদেরকে একটি কক্ষে বা একটি বাড়ীতে জড়ো করে যে কোন মহান সাহাবীর মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করার ব্যাবস্থা করতেন)

আনহা)বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন “যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো”। তিনি(উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা রাদিআল্লাহ আনহা) বললেন, আমরা বললাম, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের জীবনের চেয়ে বেশী দয়াশীল”, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনি আমাদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করে নিন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিন)। তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, যাও, আমি তোমাদেরকে আমাদেরকে **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করে নিলাম(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিলাম), “নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন”। তিনি (উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা রাদিআল্লাহ আনহা)বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের কারো সাথেই মুসাফাহা করেন নি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৪৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِى نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا،وَلاَ نَسْرِقَ،وَلاَ نَزْنِيْ ،وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ،وَلاَ نَعْصِيْكَ فِى مَعْرُوْفٍ قَالَ:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ قَالَتْ فَقُلْنَا اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ـ مسند أحمد (٢٧٦٥٠)

অর্থঃ-হযরত উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা(রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম। আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমরা এই বিষয়ের উপর **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, যিনা বা ভ্যাবিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা হবনা, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন “যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো”। আমরা বললাম, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের চেয়ে আমাদের জীবনের প্রতি বেশী দয়াশীল”, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আসুন! আপনি আমাদেরকে (হাতে হাতে) **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করে নিন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিন)। তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না, “নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন”। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৫০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِى نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِى الْقُرْآنِ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا الْأَيَةَ ، قَالَ:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ ق قُلْنَا اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تُصَافِحُنَا قَالَ :إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ ـ مسند أحمد (٢٧٦٥١)

অর্থঃ-হযরত উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা(রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কুরআনের এই আয়াত “ **عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا** ”-“আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না” এর উপর **بَيْعَةُ** (বাইআ’ত) তথা শপথ গ্রহণ করে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে) বললেন, **“ যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো”** । আমরা বললাম, **“আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের (জানের) চেয়ে আমাদের জীবনের প্রতি বেশী দয়াশীল”,** আমরা বললাম,ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনি আমাদের সাথে মুসাফাহা করবেন না?তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন,

নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না, "নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৫১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِى بَيْتٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَرَدَدْنَ السَّلَامَ فَقَالَ أَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلْنَ : مَرْحَبًا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِرَسُوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَّا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَ لاَ تَسْرِقْنَ، وَلاَ تَزْنِيْنَ، وَلاَ تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ ،وَلاَ تَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ، وَلاَ تَعْصِيْنَ فِى مَعْرُوْفٍ فَقُلْنَ نَعَمْ فَمَدَّ عُمَرُ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَابِ وَمَدَدْنَ هُنَّ اَيْدِيَهُنَّ مِنْ دَاخِلٍ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ وَنُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبُهْتَانِ وَ عَنْ قَوْلِهِ (وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ) قَالَ : هِيَ النِّيَاحَةُ ـ مسند أحمد (٢٧٩٥٠)

অর্থঃ-হযরত উম্মু আ'তিয়া(রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি আনসারদের মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্রিত করলেন, তারপর, তিনি ওমর বিন আল-খাত্তাব(রাদিআল্লাহু আনহু)কে তাদের(মহিলাদের) নিকট পাঠালেন, তিনি দরজাতে দাঁড়িয়ে তাদের(মহিলাদের)কে সালাম দিলে তারাও (মহিলারাও) সালামের প্রতি উত্তর দিলেন। অতপর, তিনি(ওমর বিন আল-খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আমি আপনাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রাসুল বা দূত, তারা(মহিলারা) বলল, "রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রাসুল বা দূতকে মারহাবা-স্বাগতম"। তিনি(ওমর বিন আল-খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আপনারা এই বিষয়ের উপর **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করতে **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে)** আসলেন যে, আপনারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, চুরি করবেন না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবেন না, আপনারা আপনাদের সন্তানদের হত্যা করবেন না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবেন না এবং ভাল কাজে আপনারা অবাধ্যতা হবেন না, তারা(মহিলারা) বলল,"হা!" অতপর, ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর হাত দরজার বাহির থেকে প্রসারিত করলেন আর তারাও(মহিলারাও)তাদের হাত ভিতর থেকে প্রসারিত করলেন, তারপর, ওমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন! আর আমাদেরকে দুই ঈদে প্রথম প্রাপ্ত বয়স্ত বালিকা,র্ ঋতুস্রাবী মহিলাদেরকে বের করে দিতে আদেশ করেছেন, জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের উপর জুমা নেই বলেছেন। উম্মু আ'তিয়া(রাদিআল্লাহ আনহা) বলেন, আমি তাঁকে (ওমর রাদিআল্লাহু আনহু)কে " **الْبُهْتَانِ** এবং**(وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ)** " বাণীখানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তা হচ্ছে **النِّيَاحَةُ** বা বিলাপ করে ক্রন্দন করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৯৫০।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ কারী **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদকারী)** উস্তাদ,শিক্ষক ও পীরকে পুরুষ মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত)তথা শপথ গ্রহণ করাতে হবে **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে হবে)** । ইসলামি শরীয়তের বৈধ ওজর ব্যতীত **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ কারী **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদকারী)** যে কোন **উস্তাদ,শিক্ষক ও পীর** মহিলা মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করাতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে) বিরত থাকবেন তিনি **নাকিচ বা অসম্পূর্ণ উস্তাদ,শিক্ষক ও পীর** বলে অভিহিত হবেন। তিনি প্রচলিত ভাষায় কামিল পীর নহেন বরং নাকিচ পীর বলে গণ্য হবেন। **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমই হবেন **একজন কামিল উস্তাদ, কামিল শিক্ষক ও কামিল পীর** । তিনিই একমাত্র পুরুষ মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করবেন **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করবেন)**। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ** । পুরুষ মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার **(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)** পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করা

(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ (সুন্নাত)** বা নিয়ম।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হওয়ার) পরবর্তী আনুগত্যের বাধ্যবাধকতাঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ "عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِكَ وَ مَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وأَثَرَةِ عَلَيْكَ "ــ سُنَنُ النَّسَائِي (٤١٥٦)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমাকে পছন্দে-অপছন্দে, সুবিধায়-অসুবিধায় এবং তোমার উপর প্রধান্যতায় **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণকারীকে) আনুগত্য করতে হবে বা অনুগত থাকতে হবে। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : "عَلَيْكَ السَّمْعَ و الطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ مَنْشَطِكَ وَ مَكْرَهِكَ وأَثَرَةِ عَلَيْكَ ، وَ لاَ تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ "ــ مسند أحمد (٢٣١٧٧)

অর্থঃ-হযরত উবাদাতা বিন সাবিত (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমাকে পছন্দে-অপছন্দে, সুবিধায়-অসুবিধায় এবং তোমার উপর প্রধান্যতায় এবং তুমি ক্ষমতার অধিকারীর(দায়িত্বশীলের)বিরোধিতা করবে না মর্মে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণকারীকে) আনুগত্য করতে হবে বা অনুগত থাকতে হবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং--২৩১৭৭।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم عَلَى السَّمْعِ و الطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَ الْمَكْرَهِ وَ أَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ أَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا (وَفِى رِوَايَةٍ - أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ ــ 4152) ، وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى - أَنْ نَقُوْلَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا ــ 4153) لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ــ سُنَنُ النَّسَائِي (4149_)+ + مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي (396)+ مسند أحمد (٢٣١٦٦)

অর্থঃ-হযরত উবাদাতা বিন সাবিত(রাদিআল্লাহ আনহু)বলেন: আমরা সুবিধায়-অসুবিধায়, পছন্দে-অপছন্দে এবং ক্ষমতার অধিকারীর(দায়িত্বশীলের)বিরোধিতা না করতে ও যেখানেই থাকি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে(অন্য বর্ণনায়, "সত্য বলতে", সুনানু নাসাই,হাদিস শরীফ নং-৪১৫২, অন্য আর এক বর্ণনায়, "যখানেই থাকি ন্যায় কথা বলতে", ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় না করতে, সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪১৫৩,) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট/হাতে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ গ্রহণ করেছি, সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৪১৪৯, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদুল হুমাইদি, হাদিস শরীফ নং-৩৯৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩১৬৬।

সুচিপত্রঃ

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞাঃ

শিরোনাম:
>>أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী ” সম্পর্কে জানি<<

সূচনাঃ অত্র অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলো্চ্য বিষয় হচ্ছে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল করুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী” সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। এই কিতাব বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ৩ নং পৃষ্ঠা তে উল্লেখিত প্রথম সুচিপত্রের **(ঘ)** তে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ০৩টি(তিনটি)। গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি(তিনটি) বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হল।

০৩ (তিনটি) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ
(১) خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ”।
(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)**।
(৩) "الْجَمَاعَةُ" " (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল। এ দলটি হচ্ছে **‘ওহী’**র মাধ্যমে অদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের ধর্মের মুসলিমগণের প্রকৃত ও মূল দল।
উপর বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি(তিনটি) বিষয়ের মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ” সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ২০ নং পৃষ্ঠা থেকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
এখন গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি(তিনটি) বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)** নিযে ৮৭ নং পৃষ্ঠা থেক বিস্তারিত আলাচনা করব।
এখন এখানে দুটি পশ্ন হচ্ছ---

(১ নং প্রশ্ন) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ” কি এবং কেন?

এর উত্তর হচ্ছে -"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ” হচ্ছে হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত সংঘটন সময় কাল পর্যন্ত শতাব্দীসমূহকে বুঝায়।

(২নং প্রশ্ন) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহের” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ বলতে কি বুঝায়?

এর উত্তর হচ্ছে- أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ বলতে নিম্নে ১ থেকে ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত বৈশিষ্টসম্পন্ন মুসলিমকে সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বলে।
(১ নং বৈশিষ্ট)- أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত সাধারণ মুসলিম মানুষ ও মুসলিম উলামাকেরাম " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে’- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদেরও বিরোধী তারা নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরাম।
(২ নং বৈশিষ্ট)- أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী**

শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত সাধারণ মুসলিম মানুষ ও মুসলিম উলামাকেরাম Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রমের বিরোধী তারা নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরাম।

(৩ নং বৈশিষ্ট)- أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত সাধারণ মুসলিম মানুষ ও মুসলিম উলামাকেরাম **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের রায়-মতামত, সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলী বা বাক্যবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলবদ্ধ মুসলিম তারাই সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিম।
উপরাক্ত বিষয়টিকে আরো অধিক স্পষ্ট করে তোলার জন্য নিম্নে তিনটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

(১) عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُم يَجِيءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "-(٣٣٣٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন "সর্বোৎকৃষ্ট লোক আমার যুগ (প্রথম শতাব্দী **[নবী ও সাহাবীগণের যুগ]**,তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী **[তাবেঈ'নদের যুগ]**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী **[তাবে'-তাবেঈ'নদের যুগ]**, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই।
আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

(২)عن عمر بن الخطاب، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" خَيرُ قَرْنٍ اَلْقَرْنُ الَّذِي فِيْهِ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا" (٣٤٢٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সর্বোৎকৃষ্ট শতাব্দী যে শতাব্দীতে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ'নদের যুগ)**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে'-তাবেঈ'নদের যুগ),** তাপর চতুর্থ শতাব্দী, এ শতাব্দীর লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না।
আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا لَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ" (٢١٤٣) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হজরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী**(সাহাবীদের)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবেঈদের)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবে'-তাবেঈনদের)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময় কালের লোকেরা)** সর্বনিকৃষ্ট। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।
উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আসন্ন সকল মুসলিমকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট গুরুত্বহীন ও নিকৃষ্ট লোক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আসন্ন মুসলিমগণের মধ্যে কোন কল্যাণও নাই।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণ হচ্ছে পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ, পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের নবীদ্বয় মুসা ও ইসা আলাইহিসসালামগণ তাঁদের জাতিকে বিশেষকরে তাঁদের আলিমগণকে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে তেমন কোন সতর্ক না করায় ধর্ম পরিচালনায় তারা তাদের মূল দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৭১/৭২ দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে তাদের জন্য তাদের জাতিদ্বয়ের নবীদ্বয় মুসা ও ইসা আলাইহিসসালামগণের প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে তারা **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত অবস্থায়ই ঐশরিক বিধান প্রত্যাখান করে নিজেরা নিজেদের মনগড়া নিয়মে মুসা ও ইসা আলাইহিসসালামগণকে মানছে ও ধর্ম-কর্ম করছে। এভাবেই তাদের ধর্ম-কর্ম কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণকে পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট বলার কারণ এ যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ইসলাম ধর্মের সাধারণ মুসলিমগণকে বিশেষকরে মুসলিম আলিমগণকে তাঁরই প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে ৭৩ দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে (হিজরী ৩১২ বৎসরের সময় বেঁধে) দিয়ে সতর্ক করা সত্বেও বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর সর্বনিকৃষ্ট কতিপয় মুসলিম আলিমগণও ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে (৪৯) বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণ "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম,, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসরন ও পূর্ণ সমর্থন করার পরিবর্তে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের হুবহু অনুকরণে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত অবস্থায়ই ঐশরিক বিধান প্রত্যাখান করে নিজেরা নিজেদের জন্য বানানো মনগড়া নিয়মে মহান আল্লাহ তাআ'লাকে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে মানছে ও ধর্ম-কর্ম পালন করছে এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমগণের ও আলিমগণ মুসলিমগণের ধর্ম-কর্মও কিয়ামত অবধি ইয়াহুদি ও খীষ্টান জাতিদ্বয়ের মত এভাবেই চলতে থাকবে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণের আরো একটি দুষ্ট ও নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে এই যে, তারা শিরক-বিদআ'তের (**(اَلْمَعْنَي الشَّرْعِيُّ لِلشِّرْكِ وَ الْبِدْعَةِ** আইনগত অর্থ তথা শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ অর্থ না জেনে, ইসলামি শরীয়তে

(৪৯) >>(যেমন উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান তাবলীগ জামাআ'ত, হেফাজতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলামী, জমিআ'তে হিজবুল্লাহ,ইসলামি শাসনতন্ত্র ইত্যাদি নামে দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে)।

চতুর্থ আইনগত নাম **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়”** (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ**) (৫০) এর **أُصُوْلٌ বা নীতিমালা** সম্পর্কে জ্ঞাণার্জন না করে এবং মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত **“শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়”** (৫১) সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত না হয়ে এবং **"بِدْعَةٌ"(বিদআ’তুন)** (৫২) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ’লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য যে কোন নতুন বিষয়কে ধর্মজ্ঞাণে অনভিজ্ঞ থাকা অবস্থাতেই লাগামহীনভাবে-এলোপাথাড়িভাবে এটা বিদআ’ত, ওটা বিদআ’ত, এটা শিরক, ওটা শিরক বলে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদের শেষ পরিণতি যে দোযখে তারা তা চিন্তা-ভাবনাই করতে পারছেন না।

এটা এ জন্য যে, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দায়িত্বের বাহিরে অনর্থ-বাজে কঠিন দূর্বোধ্য জ্ঞানবিবর্জিত বিতর্কিত ধর্মীয় বিষয়ে বা কাজে তারা নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এরা ইসলাম ধর্মের অনূসারী দাবিদার মুসলিম সমাজে ফাসাদসৃষ্টিকারী, অদূরদর্শী, অপরিণামদর্শী, নিকৃষ্ট ও দুষ্ট আলিম। এসমস্ত নামধারী আলিমগণ মুসলিম সমাজে তারা আলিম বলে পরিচিত হলেও কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট তারা মুর্খ হিসেবে গণ্য।

কাজেই, এখানে আমি "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম সম্পর্কে আলোচনা করব না। কারণ, এরা হচ্ছে মুসলিম সমাজে নামধারী বাহ্যিক মুসলিম। মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট এরা বাস্তবে মুসলিম নহে।

এটা এ জন্য যে,

(১) তারা তাদর দলর নাম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির নাম ব্যাবহার করে না, প্রচার করে না এবং **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির নাম প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে সম্মত নয়।

(২) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির নাম ব্যবহার করা, মানা ও প্রচার করা ফরজ।

(৩) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির নাম ব্যবহার করা, মানা ও প্রচার করা হচ্ছে "**تَقْوَى اللهِ**"(তাকওয়া আল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর ইসলামের অনূসারীদের জন্য প্রবর্তিত মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল থেকে **اَلْفُرْقَةُ**(ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে **ضَلَالَةٌ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতা।

---

(৫০) ইসলামি শরীয়তে চতুর্থ আইনগত নাম “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ২৮১ পৃষ্ঠা দেখুন ।

(৫১) **যে সব বিষয়ে** মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই “শরীয়ত সমর্থিত বিষয়” বলে ।

* **যে সব বিষয়ে** মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে “ আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়ও ” বলে ।

(৫২)" بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী (শরঈ’য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ জানার জন্য পৃষ্ঠা নং- ৩২৪- ৩৫৯ দেখুন ।

(৪) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম ব্যবহার ত্যাগ করলে মুসলিম থাকে না।

(৫) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করলে তাদের নামাজ-রোজাসহ কোন আমল- ইবাদত কবুল হবে না।

(৬) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করলে মুসলিম মানুষটি তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

(৭) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করা, মানা ও প্রচার করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান"।**

(৮) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনূসারীদের জন্য প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **اَلْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদল গঠন করা বা গঠন করার দিকে আহবান করা এবং "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক নবগঠিত দলের সদস্য হয়ে থাকা হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"**।

সর্বোপরি **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করা হচ্ছে সুন্নাহ ত্যাগ করা। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটু খন্ড বাক্যাংশে আছে---

" وَ أَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوْجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "

অর্থঃ-**اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বের হওয়া হচ্ছে **اَلسُّنَّةِ** (আসসুন্নাহ) ত্যাগ করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৫০।

অতএব, উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দলকে যে মানে সে হচ্ছে أَهْلُ الْجَمَاعَةِ আর যে **اَلسُّنَّةِ** (আসসুন্নাহ) মানে সে হচ্ছে أَهْلُ السُّنَّةِ । এখন أَهْلُ الْجَمَاعَةِ আর أَهْلُ السُّنَّةِ শব্দ বা বাক্যদ্বয় মিলে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল হল।

যাহোক, উপরে বর্ণিত ক্রমিকসম্বরসম্বলিত ০৮টি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তিনটি হাদিস শরীফগুলোতে বিবৃত আছে।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ـ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে)। অতএব, যে কেউ এক বিঘৎ(অর্ধহাত)পরিমান **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্দ্বনের) অন্তর্ভূক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লে ও(জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্দ্বনের>অন্তর্ভূক্ত)। তাই, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"।
সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩)।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِىْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟ الْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ قَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ رَأْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ " وَإِنْ صَامَ وصَلَّى، ادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ ""(٣٣٥٣)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়ের) আদেশ করব না যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে) **২.** শুনা(দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.** আনুগত্য করা(দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা(হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা(জিহাদ করতে)। অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** (৫৩) জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্দ্বনের)অন্তর্ভূক্ত। অতপর,

---

(৫৩) **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"_বাক্যটির ব্যাখ্যাঃ** **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة**(ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবী করে হউক "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট কোন মুসলিম মানুষ নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে এবং ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের দিকে আহবান করলে তাঁর এ আহবান হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" এবং "কুফুরীর নিদর্শন "** । এরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী মুসলিম মানুষটির মৃত্যু হবে **"জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু** । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের বাণীর একটি খন্ড অংশ হচ্ছে এর প্রমাণ ।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦٥٣٤)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যে

একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লেও (জাহান্নামের পাথরের<জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** (৫৪) কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا اَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِىْ اللهُ بِهِنَّ ؟ بِالْجَمَاعَةِ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَإِنّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاّ أَنْ يَرْجِع، وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالوا : يَا رَسُوْلُ ا للهِ ، وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ : " وَإِنْ صَامَ و إِن صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَاءِهِمْ ،بِمَا سَمَّا هُمْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - " ــ في مُسْنَدِ أَحْمَدَ (١٧٤٤٣ ، ١٨٠٧٩)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করব যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে **২.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে)।

অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে ।তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্তার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে? তিনি(রাসুলুল্লাহি)বললেন: যদি সে রোজা রাখে ও নামাজ পড়ে এবং সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম। অতএব, তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামে আহবান কর, যেহেতু আল্লাহ আযা ওয়া জাল্লা তাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা" ।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৮০৭৯ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর উম্মতকে পাঁচটি বিষয় আদেশ করতে স্বয়ং তিনি নিজেই আদিষ্ট হয়েছেন। তম্মধ্যে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশনাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন: যে কেহ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করবে সে আর মুসলিম থাকবে না। তাছাড়া, হাদিস

কেহই কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে **জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুতে**_মৃত্যু বরণ করবে । মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫৩৪।

(৫৪) **"আল্লাহর আহবানে আহবান" বাক্যটির ব্যাখ্যাঃ** মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্যই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্ত দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির দিকে তার আহবান করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** এবং **" দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ "।**

(২) "আল্লাহর আহবানে আহবান" ও "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"_ বাক্যদ্বয়ের দ্বিতীয় ব্যখ্যাঃ ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি মূল দল **الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল** তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা, মানা ও প্রচার করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** আর ইসলামের অনুসারীদের জন্য প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় মূল দল **الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল** তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** ।

শরীফে এ কথা উল্লেখ আছে যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত অবস্থায় আমল-ইবাদত করলে উক্ত আমল-ইবাদত মহান আল্লাহ তাআ'লা কবুল করেন না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী আছে। যেমন---

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" مَنْ عَمِلَ لِلہ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَابَ تَقَبَّلَ اللہُ مِنْہ ، وإِن أخطأ غفر له، و من عمل لله في الفرقة فإن أصابَ لَمْ يَتقَبَّلِ اللہُ ، وَ إِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" في المعجم الاوسط للطبراني (٥١٧٠)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: " যে কেহ "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির মধ্যে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন। আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করবেন না , আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল" । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫১৭০।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" مَنْ عَمِلَ لِلہ فِي الْجَمَاعَةِ فَأصا بَ قَبَّلَ اللہُ مِنْہُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ غفَرَ لَہُ، وَ مَنْ عَمِلَ يَبْتَغِي الفُرْقَةَ فَأَصَابَ لَمْ يَتقَبَّلِ اللہُ ، وَ إِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " ـ في المعجم الكبير للطبراني (١٢٣٠٣)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: " যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা**الْجَمَاعَةِ** **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির ভিতরে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সেই আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন।আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছায় আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না, আর যদি তার সেই আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-১২৩০৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকার এবং **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকার প্রতি **(বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকার প্রতি)** এত গুরত্ব দেওয়া হল কেন আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নামাজ-রোজা কবুল হবে না কেন?

এর উত্তর এই যে, الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকা হচ্ছে **"تَقْوَى اللہ"** (তাকওয়া আল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে **ضَلَالَة** তথা পথ ভ্রষ্টতা। সেই জন্যেই, কোন মুসলিম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার নামাজ-রোজা কবুল হবে

না।

অতএব, কোন মুসলিম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে না থাকলে বুঝতে হবে যে, তার তাকওয়া (**تَقْوَى**) বা আল্লাহভীতি নেই (অর্থাৎ সে মুত্তাকী তথা পরহেজগার নহে) আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে **ضَلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে (অর্থাৎ সে **ضَاَلٌّ** তথা পথ ভ্রষ্ট ব্যাক্তি)। কাজেই, কোন মুসলিম **ضَلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকলে তার নামাজ, রোজা কবুল না হওয়া একেবারেই নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, যে কেহ **ضَّلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সে **ضَاَل** তথা পথ ভ্রষ্ট। **ضَاَلٌّ** তথা (পথ) ভ্রষ্ট ব্যাক্তি দোযখী। যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন তৃতীয় হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আবু মাসউদ নামে তাঁর একজন সাহাবীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিতনা সম্পর্কে বললেন---

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فِإِنَّ هِيَ الضَلاَلَو إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَّلاَلَةِ" "في المعجم الكبير للطبراني . (١٤٠٩٠)

অর্থঃ-তোমাকে **تَقْوَى اللهِ**(তাকওয়াল্লাহ)আল্লাহভীতি ও **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হতে বিরত থাকতে হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে **ضَّلاَلَةِ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ খানা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা সকল মুসলিম মানুষকে **ضَّلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না।

এর অর্থ হল এ যে, যেহেতু **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা (৫৫) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে **ضَّلاَلَةِ**তথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে (৫৬) বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করুণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি অংশকে অবশ্যই সর্বদা "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন। এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ – عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"– سُنَنُ أَبِي داوُدُ – (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه –(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي – (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ – (١٩٢٠) + بُخَارِيُّ – (٧٣١١)

(অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে, আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে

---

(৫৫) >>_উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদলে<<

(56) >> উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদলে<<

তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না”, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত **مَنْ خَالَفَهُمْ** পরিবর্তে **مَنْ يَخْذُلُهُمْ ,** সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ +সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু’বা থেকে বর্ণিত, বুখারী শরীফ (**وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ** > “তারা বিজয়ী” শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ لَا يُبَالُوْنَ مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ " -(١٧١٥٥) مسند أحمد

অর্থঃ-হযরত মুআ’বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদিআল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: বলেছেনঃ “আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত তারা তাদের বিরোধীদের অথবা অপমানকারীদের পরোয়া করবে না”। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১৫৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُرِيْدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ،"لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَ هُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (١٧١٢٤) مسند أحمد+ - مُسْلِمٌ (١٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত মুআ’বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদিআল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “যার দ্বারা বা যার জন্য আল্লাহ কল্যাণ চান তাকে তিনি ধর্মে ফিকহ তথা গভীর জ্ঞান দান করেন, মুসলমানদের একটি দল সর্বদাই সত্যের জন্যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে”। তারা তাদের বিরোধীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১২৪ +মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২৩।

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এ দলটি **মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই বিশেষকরে বাংলাদেশে কেউ কেউ “সুন্নী” নাম ধারণ করে, আবার কেউ কেউ " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ "(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত ”** নাম ধারণ করে দুটি দলের মাঝে---

(১) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ পূর্ণভাবে না হলেও দলটির মোটামোটি গুণাবলী পালন করে **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর ” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিমগণের মাঝে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটিকে একযোগে প্রচার করছে, ব্যাপক প্রসারের কাজ করছে ।

(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা (৫৭) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের মাঝে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটিকে একযোগে প্রচার করছে, ব্যাপক প্রসারের কাজ করছে।

---

(৫৭) >> ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলে<<

তবে مَرْكَزُ الْأَبْحَاثِ الإسلاميَّةِ بَيْتُ الْعِلِّيِّيْنَ (Baitulilliyeen Islamic Research Center) **"বাইতুলইল্লিয়িন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চরগোয়ালদী (মেঘনা নদীর পাড়), মঙ্গলেরগাঁও, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ "** এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক (অত্র গ্রন্থলিখক) "اَلْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পূর্ণগুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম এবং أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মাঝে "اَلْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিকদাতা।

কিন্তু أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, اَلْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি (ضَالٌّ) তথা পথ ভ্রষ্ট ।

এটা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ । মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন । আমীন!

অতএব, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরোক্ত কতগুলো পবিত্র বাণীর ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করা ও মানা ফরজ এবং اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ কারী মুসলিম নহে এবং বাস্তবে সে মুসলিম পদবী নিয়ে বহাল থাকতে না পারায় তার আমল-ইবাদত কবুল হবে না ।

এতসব সতর্কতা দানের পর উপরোক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়াবশতঃ মুসলিম মানুষকে পূনরায় আহবান জানিয়ে বলেন--

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে / এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মুসলিম মানুষকে এক দলবদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলভুক্ত হয়ে থাকতে আদেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন । উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের বাণী থেকে এই বুঝা গেল যে, اَلْجَمَاعَة(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলভুক্ত হয়ে থাকা ফরজ এবংأَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হারাম ।

মহান আল্লাহ তাআ'লার উক্ত নির্দেশনাটি خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সর্বোতকৃষ্ট মুসলিম মানুষ অক্ষরে অক্ষরে হুবহু পালন করেছেন, মেনে চলেছেন এবং তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন দল করেন নি । কারণ, তাঁরা জানেন মহান আল্লাহ তাআ'লার বণী---------------------------

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ آَلِ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (٣)

(অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না" ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) মোতাবেক ওহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়েই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একটি **শরীয়তী (শরই'য়্য)** তথা **আইনি** দল প্রবর্তন করে গেছেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ওহীর বিষয়টি নিম্ন বর্ণিত বাণীর মাধ্যমে এভাবে প্রকাশ করেছেন। বাণিটি এই--

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِىْ اللهُ بِهِنَّ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادِ والْهِجْرَة وُالجَمَاعَةِ ـ سنن الترمذي (٢٧٦٣)

(অর্থঃ--হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫. اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে), সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩)।

উপরোক্ত হাদিস শরীফখানার **৫**নং বিষয়টিতে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুস্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটি করার জন্য মহান আল্লাহর আদেশের ওহীর বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে অবহিত করে দিয়েছেন। **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি উহার নিজস্ব সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" পর্যন্ত হুবহু বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা--->>

"وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ آَلِ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (٣)

("অর্থঃ- "এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<থাকা সত্বেও **الثَّلاَثَةِ خَيْرُ الْقُرُوْنِ** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" পর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** শুরু থেকেই **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির কর্মী হওয়ার, প্রকাশ্যে ব্যাপক প্রচার -প্রসার করার পরিবর্তে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে গঠিত দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায় বা প্রচলন শুরু হতে থাকে। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**" শুরুতেই **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা কর্তৃক ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে সর্ব প্রথম যে দল- উপদলটির আবির্ভাব হয়েছে তা হচ্ছে **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস**।

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** আবির্ভাবিত এই **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ**(প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"ই** হচ্ছে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে কিয়ামত অবধি আসন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে

দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির এক **"সুদূরপ্রসারী সর্বনাশী প্রথম ঘৃন্য বীজ"**। এই **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الْحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** কর্তৃক দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে বিভক্তি সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বের সব জায়গায়ই ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনের Formula(ফর্মূলা)-সূত্রপাত ঘটতে থাকে। তারাই প্রথম **Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)** তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক পালাক্রম অনুসরণ না করার ও না মানার সুচনা করে (৫৮) মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে ও অশান্তির বন্যা প্রবাহিত করছে। যেমনটি বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে**(উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))<<** ইত্যাদি দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে । "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الْحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটিকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে কিয়ামত অবধি আসন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির ভিতর বিভক্তি সৃষ্টির এক **"সুদূরপ্রসারী সর্বনাশী প্রথম ঘৃন্য বীজ"** বলার কারণ এই যে, দল-উপদল গঠনে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা>>(" **وَ لاَ تَفَرَّقُوْا** " **অর্থঃ- "এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<**থাকা সত্বেও তারা দল গঠনের পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নামধারী দলবদ্ধ না হয়ে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম অনুসরণ না করে ও না মেনে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ** "তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের এবং তাঁদের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করে নতুনভাবে মুসলিম জীবন পরিচালনা করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিপরীত **নতুন রায়-মতামত, ফতওয়া , সিদ্ধান্ত** দিয়ে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা, মতানৈক্য ও ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছে।

এ কাজটি হচ্ছে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক পালাক্রম অনুসরণ না করার ও না মানার **চিহ্ন ও নিদর্শন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষণ।**

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" **(أَهْلُ الْحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোতে মানুষগণের Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক পালাক্রম অনুসরণ করেনা ও মানে না।

(১)বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি ও বিতর নামাজ আদায়ের পদ্ধতি প্রসঙ্গে**(২)** নামাজ শেষ করার পূর্বে-পরে দুআ' করা প্রসঙ্গে **(৩)**নামাজ শেষ করার পূর্বে-পরে-নামাজের ভিতর দাঁড়িয়ে দুআ' করা প্রসঙ্গে **(৪)** সিজদাতুস সাহয়ি (**سَجْدَةُ السَّهْوِ**) তাশাহুদ ও সালামের পূর্বে -পরে এবং নামাজের পূর্বে -পরে করা প্রসঙ্গে **(৫)** জুমআ'র নামাজসহ পাঁচ ওয়াক্ত

(৫৮) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২, ৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নামাজের পূর্বে-পরে সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়া প্রসঙ্গে **(৬)** তারাবিহ নামাজের রাকাআ'ত সংখ্যা ২০ এর কম প্রসঙ্গে **(৭)** পুরুষ ও মহিলার ফরজ-নফল নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্য আছে বিষয়টি স্বীকার করা।

(১ নং)---

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (**أَهْلُ الحَدِيْثِ**) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মানুষগণের Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক পালাক্রম অনুসরণ না করার ও না মানার প্রথম **চিহ্ন ও নিদর্শনঃ**

(***)বিতর নামাজ প্রসঙ্গঃ

[ক] "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** আবির্ভাবিত **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসল্লিগণ বিতর নামাজ পড়ার বিষয়ে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করে প্রথমেই বিতর হিসেবে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে বুকে হাত রেখে পৃথক এক রাকাআ'ত এর ভিতরই সূরা পড়ে, সালামের পূর্বে দুই হাত তোলে দুআ'-মুনাজাত করে, অতপর রুকু-সিজদা করে, তাশাহুদের পর সালাম ফিরিয়ে উঠে যায়। তাদের এরূপ এক রাকাআ'তকে কিরূপে নামাজ বলা যায়। অথচ এক রাকাআ'ত বলতে কোন নামাজই নেই। এরূপ অবস্থাকে শুধু একটি রাকাআ'ত এবং একটি সিজদাই বলা হবে। এরূপ অবস্থাকে নামাজ বলা হবে না কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সকল হাদিস শরীফেই একসাথে দুই রাকাআ'তকে নামাজ বলেছেন,এক রাকাআ'তকে নামাজ বলেন নি ।এই বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللهُمَّ اللهمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الْإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد(١٧٨٠١)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, দুরবস্থার ভান করা (নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা), মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা! অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ ।

শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: আমি বল্লাম: **صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟** তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন: হাঁ, আমি তাকে (হযরত মুত্তালিবকে) বললাম: **مَا الْإِقْنَاعُ ؟** (ইকনা' কি?) তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّا سٍ ، عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَسَا كَنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" مسند أحمد(١٧٧٩٧)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া , মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা),বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত **(الْإِقْنَاعُ)** ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামা) (الْإِقْنَاعُ) ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভূর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে : ইয়া রব ইয়া রব ! অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৭।
উপরে বর্ণিত দুইটি হাদিস শরীফ থেকেই জানতে পারলাম যে, "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, একরাকাআ'ত বলতে কোন নামাজ নেই।
এখন বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করব।
(***)[খ] **বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতিঃ**
দুই রাকাআ'ত নামাজের তাশাহুদ পড়ার পর সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আরো এক রাকাআ'ত মিলিয়ে রুকু-সিজদা করে তাশাহুদের পর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করার নাম বা পদ্ধতিই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বাণী অনূসারে **"বিতর নামাজ"**।
যেমন- "বিতর নামাজ" পড়ার পদ্ধতিটি বুঝার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকটি হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করব।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ عَلِيٍّ،قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ـ مسند أحمد (١٢٤١)

অর্থঃ-হযরত আলী (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহু (তাআ'লা) বিজোড়, তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন, অতএব তোমরা বিতর(বিজোড়)কর হে কুরআনের অনূসারীরা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৪১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : الْوِتْرُ آخِرُ رَكْعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ـ مسند أحمد (٥١١١)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "বিতর হচ্ছে রাত্রের শেষ এক রাকাআ'ত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১১১।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ـ مسند أحمد (٤٩٧٢)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "রাত্রের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, আর বিতর হচ্ছে শেষ রাত্রের এক রাকাআ'ত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৭২।

চতুর্থ হাদিস শরীফ

عَنِ بْنِ عَبَّا سِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ و النَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى ـ مسند أحمد (٢٠٧٨)

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি, তিনটি বিষয় আমার উপর ফরজ আর ওগুলো তোমাদের জন্য ঐচ্ছিক বা বাড়তি কাজ, তা হচ্ছে বিতর, নহর বা কুরবাণী ও দোহার নামাজ। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৭৮।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عَنْ جَابِرٍ ،قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ :مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَّ يَقُوْمَ بِالَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ، ثُمَّ يَنَامِ ،وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ بِقِيَامٍ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ الَّيْلِ ،فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ الَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ ،وَذَلِكَ أَفْضَلُ ـ مسند أحمد (١٣٨٤٨)

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি, তোমাদের যে কেহই এই ভয় করে যে, রাত্রে উঠতে পারবে না সে বিতর করে নিক, তারপর ঘুমাবে, আর যে রাত্রে উঠতে পারবে আশা করে সে শেষ রাত্রে বিতর করে নিবে, কারন, নিশ্চয়ই রাত্রের কিরাআত

পড়ার সময়ে (কুরআন তেলাওয়াত করার সময়ে) কলব উপস্থিত থাকে। ওটাই উত্তম। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৮৪৮।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحِ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ـ مسند أحمد(٤٩٤٢)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "রাত্রের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, যখন তুমি সুবহের ভয় করবে (ফজর নামাজের সময় হয়ে যাবে ভয় করবে তখন এক রাকাআ'ত বিতর করে নিবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৪২।

সপ্তম হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَا رِ مَثْنَى مَثْنَى سننُ التِّرمِذِي (٥٩٧)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "রাত্র ও দিনের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৯৭।

[গ] উপরোল্লিখিত প্রথম হাদিস শরীফ থেকে সপ্তম হাদিস শরীফ পর্যন্ত সকল হাদিস শরীফগুলোতেই দিন-রাত্রের নামাজসমূহের রাকাআ'ত সংখ্যা জোড় (**اَلشَّفْعُ**) হিসেবে একসাথে দুই দুই রাকাআ'ত উল্লেখ করা হয়েছে। জোড় (**اَلشَّفْعُ**) সংখ্যা হিসেবে একসাথে দুই রাকাআ'তকে নামাজ বলা হয়েছে। কোন হাদিস শরীফেই পৃথকভাবে এক রাকাআ'কে নামাজ বলা হয় নি। এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজসমূহের রাকাআ'তও দুই দুই রাকাআ'ত করেই অবতীর্ন হয়েছে। পরবর্তীতে ফরজ ও নফল নামাজসমূহের কোনটিতে দুই রাকাআ'ত, কোনটিতে এক রাকাআ'ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার কোনটিতে কোন রাকাআ'তই বৃদ্ধি করা হয়নি।

যেমন হাদিস শরীফে আছে--

অষ্টম হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ الشَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ـ أَلسُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِي(١٦٩٦)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দুই রাকাআ'ত দুই রাকাআ'ত করে নামাজ ফরজ হরা হয়েছে। যখন তিনি মদীনায় গেলেন তখন চার ফরজ করা হয়েছে। আর সফরের নামাজ দুই রাকাআ'তই স্থির রয়ে গেছে। আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৯৬।

যেমন- জোহর, আসর ও ইশার নামাজসমূহে দুই দুই রাকাআ'ত বৃদ্ধি করে চার চার রাকাআ'ত করা হয়েছে, মাগরিব নামাজে এক রাকাআ'ত বৃদ্ধি করে তিন রাকাআ'ত করা হয়েছে, এবং ফজর নামাজে কোন রাকাআ'তই বৃদ্ধি করা হয়নি। মাগরিব নামাজে এক রাকাআ'ত বৃদ্ধি করায় বিজোড়(**اَلْوِتْرُ**) সংখ্যা হিসেবে মাগরিব নামাজকে দিনের বিতর বলা হয়েছে। পাশাপাশি মাগরিব নামাজের ন্যায় বিজোড় (**اَلْوِتْرُ**) সংখ্যা হিসেবে রাত্রের কোন একটি নামাজকে বিতর করতে বলা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফদ্বয়ে এই বিষয়টির বর্ণনা আছে।

নবম হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ و إِطْمَأَنَّ زَادَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرٌ ـ أَلسُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِي(١٦٩٨)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: প্রথমে দুই রাকাআ'ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদিনা আসলেন এবং প্রশান্তি লাভ করলেন মাগরিব নামাজ ব্যতীত (অন্যান্য নামাজে) দুই রাকাআ'ত করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ, মাগরিব নামাজ হচ্ছে বিতর। সুনানু কুবরা, বায়হাকী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৯৮।

মাগরিব নামাজ যে বিতর তা নিম্নে বর্ণিত দশম হাদিস শরীফ, একাদশ হাদিস শরীফ, দ্বাদশ হাদিস শরীফ এবং এয়োদশ হাদিস শরীফে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।

দশম হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلاَّ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَا رِ وّ صَلاَةَ الْفَجْرِ لِطُوْلِ قِرَأَتِهَا ـ مسند أحمد(٢٦٦٧٢)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কাতে দুই দুই রাকাআ'ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামামদিনায় আসলেন মাগরিব নামাজ ব্যতীত (অন্যান্য নামাজে) প্রত্যেক দুই রাকাআ'তের সাথে দুই রাকাআ'ত করে বৃদ্ধি করেছেন, কারণ, মাগরিব নামাজ হচ্ছে বিতর এবং ফজর নামাজের দীর্ঘ কিরাআতের কারণে ফজর নামাজে দুই রাকাআ'ত বৃদ্ধি করেন নি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭২।

একাদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ والسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلاَةِ الْحَضَرِ ـ سُنَنُ أَبُو دَاوُدِ (١١٩٨) + بُخَارِي (٣٥٠)+ مُسْلِمٌ (٦٨٥)

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিজ এলাকায় অবস্থান কালে ও সফরে দুই দুই রাকাআ'ত করে নামাজ ফরজ হয়েছিল, অতপর সফরে দুই রাকাআ'তই রয়ে গেছে আর নিজ এলাকায় অবস্থান কালে রাকাআ'ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৯৮+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫০+ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৮৫।

দ্বাদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلاَّ الْمَغْرِب فُرِضَتِ ثَلاَثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِذَ سَافَرَ صَلَّى الصَّلاَةَ الْأُوْلَى إلاَّ الْمَغْرِبِ فَإِذَ أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلاَّ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرٌ والصُّبْحَ لِأَنّهَا يُطَوِّلُ فِيْهَا ا ـ مسند أحمد(٢٦٩٢٣)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মাগরিব নামাজ ব্যতীত দুই দুই রাকাআ'ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে, এটা মাগরিব নামাজ) তিন রাকাআ'ত ফরজ করা হয়েছে, কেন না, এটা হচ্ছে বিতর। তিনি বলেন: যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদিনায় সফরে যেতেন তখন তিনি মাগরিব ব্যতীত (সব নামাজই) প্রথম অবস্থার নামাজ পড়তেন(দুই দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়তেন)। আবার যখন মুকীম হতেন মাগরিব নামাজ ব্যতীত (অন্যান্য নামাজে) প্রত্যেক দুই রাকাআ'তের সাথে দুই রাকাআ'ত করে বৃদ্ধি করতেন। কারণ, মাগরিব নামাজ হচ্ছে বিতর এবং প্রভাতের নামাজে কিরাআতে দীর্ঘ করতেন মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯২৩।

১৩ নং হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَا رِ فَأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ ،مسند أحمد(٧٩٤١)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: মাগরিব নামাজ হচ্ছে দিনের বিতর, অতএব, তোমরা রাত্রের নামাজের বিতর কর । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৪১ ।

একই বিষয় সামান্য শব্দের পার্থক্যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:-----------------------

১৪ নং হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :" أَلْوِتْرُ ثَلاَثٌ كَثَلاَثِ الْمَغْرِبِ "ـ المعجم الأوسط لِطبراني (٧١٧٠)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহআনহা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: মাগরিবের তিন রাকাআ'তের ন্যায় বিতর তিন রাকাআ'ত। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৭০।

[ঘ] উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ, দশম হাদিস শরীফ, একাদশ হাদিস ও দ্বাদশ হাদিস শরীফে কিভাবে একটি নামাজকে বিতর (বিজোড়) করতে হয় তা মাগরিব নামাজকে দিনের বিতর এবং মাগরিবের তিন রাকাআ'তের ন্যায়

বিতর তিন রাকাআ'ত বলে উল্লেখ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে মাগরিব নামাজের ন্যায় বিজোড়(**اَلْوِتْرُ**) সংখ্যা হিসেবে রাত্রের নামাজের বিতর করার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। মাগরিব নামাজকে বিতর করতে যেমন পৃথকভাবে এক রাকাআ'ত না পড়ে বরং একসাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে রাত্রের কোন দুই রাকাআ'ত নামাজের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর করতে হবে। এইভাবে মাগরিব নামাজের ন্যায় রাত্রে কোন এক সময়ে দুই রাকাআ'ত নামাজের পর তাশাহুদ পড়ে সালামের পূর্বে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মিলিয়ে এক রাকাআ'ত বিতর করতে হবে বরং পৃথকভাবে নহে। এটাই বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি।

" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ওতাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ উপরোল্লিখিত প্রথম হাদিস শরীফ থেকে দশম হাদিস শরীফ পর্যন্ত সকল হাদিস শরীফগুলোতে বর্ণিত নিয়ম মেনে গিয়েছেন ।

কিন্তু "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** আবির্ভাবিত **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনুসারীরা উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফগুলোর বিপরীতে মনগড়া নতুন পদ্ধতি উদ্বাবন করেছেন। আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনুসারীরা নিম্নে বর্ণিত একাদশ হাদিস শরীফের বিপরীত এক রাকাআ'ত বিতরের ভিতরই তাশাহুদ ও সালামের পূর্বেই দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করে। অথচ এটা কোন হাদিস শরীফেই নেই। কারন, এই এক রাতাআ'তকে নামাজ হিসেবে পড়ার পদ্ধতি তো কোন হাদিস শরীফে নেই। এইরূপ একটি রুকু-সিজদাকে শুধু এক রাকাআ'ত ও এক সিজদাই বলা হবে। নামাজ বলা হবে না।

উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফদ্বয়ের মাধ্যমে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফদ্বয়ের মাধ্যমে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা আরো একটু পরিস্কার করার জন্য নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

চতুর্দশ হাদিস শরীফ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلاَةَ اللَّيْلِ فَقَالَ: صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا - (٦٧٩٨)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে তাঁকে রাত্রের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, "রাত্রের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রত্যেক দুই রাকাআ'তেই সালাম ফিরাবে, তোমাদের যে কেহ (প্রত্যেকেই) দুই দুই রাকাআ'ত করে নামাজ পড়বে, যখন তুমি সুবহের ভয় করবে (ফজর নামাজের সময় হয়ে যাবে ভয় করবে) তখন তুমি এক রাকাআ'ত পড়বে যা তোমার পূর্বের নামাজকে বিতর করবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১৯৮।

উপরে বর্ণিত চতুর্দশ হাদিস শরীফখানার মাধ্যমে এক রাকাআ'ত বিতর পূর্বের দুই রাকাআত নামাজের সাথেই মিলাইয়া পড়তে হবে স্পষ্ট হয়ে গেল।

পঞ্চদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِى رَكْعَتَيْ اَلْوِتْرِ - - المعجم الأوسط لِطبراني (٦٦٦١)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহআনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা "বিতরের দুই রাকাআ'তে সালাম ফিরাতেন না" । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৬৬৬১।

পঞ্চদশ হাদিস শরীফখানাতে একথা বলা হয়েছে যে, বিতরের দুই রাকাআ'তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সালাম ফিরাতেন না। এতে প্রমাণ হয় যে, তিন রাকাআ'তের সমষ্টিই হচ্ছে বিতর নামাজ। দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে তাশাহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে উঠে আরো এক রাকাআ'ত মিলিয়ে মোট তিন রাকাআ'ত পড়ে বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিতর নামাজ সমাপ্ত করতে হবে। এটাই হচ্ছে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি।

ষষ্ঠদশ হাদিস শরীফ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِيْ يَحْيَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَى رَجُلاً رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ ،فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ مِنْهَا ، قَالَ: "إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ " المعجم الكبير لِطَبَرَاني (٩٠)

অর্থঃ-হযরত মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরকে দেখেছি এবং তিনিও একজন লোককে নামাজ সমাপ্ত করার পূর্বে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করতে দেখেছেন, যখন সে নামাজ শেষ করল, তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজ শেষ করা পর্যন্ত উপরে দুই হাত তুলতেন না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯০।

উপরে বর্ণিত ষষ্ঠদশ হাদিস শরীফের মাধ্যমে এই কথাও প্রমাণিত হল যে, যে কোন নামাজ শেষ করার পূর্বে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা যাবে না।

(***) বিতর নামাজ আদায়ের পদ্ধতিঃ

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে মাগরিবের ফরজ নামাজকে দিনের বিতর ঘোষণা করে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতিকে **"মডেল"** হিসেবে উপস্থাপন করে মাগরিব নামাজের ন্যায়ই দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। আমি এখানে আরো ছয়খানা হাদিস শরীফ উপস্থাপন করে রাত্রের নফল নামাজকে মাগরিব নামাজের ন্যায়ই দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর নামাজ পড়তে হবে মর্মে দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে তিন রাকাআ'ত , চার রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে পাঁচ রাকাআ'ত, ছয় রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে সাত রাকাআ'ত, আট রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে নয় রাকাআ'ত অথবা আট রাকাআতের সাথে তিন রাকাআ'ত মিলিয়ে এগার রাকাআ'ত, এইভাবেই রাকাআ'তের সংখ্যা বাড়িয়ে জোড় সংখ্যাযুক্ত নামাজের সাথে এক রাকাআ'ত করে মিলিয়ে মিলিয়ে বিজোড় করে তের সংখ্যা পরিমাণ বিতর করাই হচ্ছে **"বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি"**।

কারণ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাধারণত: তের রাকাআ'তের বেশী বিতর নামাজ পড়তেন না এবং সাত রাকাআ'তের কম বিতর নামাজ পড়তেন ন। উহাই হচ্ছে " **السُّنَّةِ** "(আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম। এই "**السُّنَّةِ**"(আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম মানাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের উপর ফরজ। এটা এ জন্য যে, যেই "**السُّنَّةِ**" (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন উহাই হচ্ছে **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** (সুন্নাতুল কায়িমাতু)তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। "**السُّنَّةِ**"(আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** (সুন্নাতুল কায়িমাতু)তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে **مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)এর পরিচয় পর্ব ১৭১-১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিম্নে ০৭টি (সাতটি) হাদিস শরীফ উপস্থাপন করে উদাহরণ দিচ্ছি ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَ بِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بِسِلاَمٍ وَ لاَ بِكَلاَمٍ (١٧١٤)

অর্থঃ হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পাঁচ এবং সাত রাকাআ'ত বিতর করতেন, এর মাঝে সালাম দিয়ে এবং কথা-বার্তা দিয়ে পৃথক করতেন না। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ وَ بِخَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلِيْمٍ (١٧١٥)

অর্থঃ হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাত অথবা পাঁচ রাকাআ'ত বিতর করতেন, এর মাঝে সালাম দিয়ে পৃথক করতেন না। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ،ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقَالَ نَامَ الْغُلَيْمُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣٢٣١)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী আমার খালা মায়মুনার নিকট রাত্রি যাপন করলাম, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইশার নামাজ পড়লেন, তারপর এসে চার রাকাআ'ত নামাজ পড়ে বললেন ছোট বালকটি ঘুমে গেল অথবা এরূপ কোন বাক্য বললেন, তিনি (ইবনু আব্বাস)বললেন, আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে স্থাপন কলেন। অতপর পাঁচ রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, তারপর দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পরলে আমি তাঁর নাকের ডাক শুনলাম, তারপর তিনি নামাজের দিকে বের হলেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩২৩১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَبِتُّ عِنْدَهَا فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى نَاحِيَةٍ مِّنْهَا فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَنَظَرَ ،فَإِذَا عَلَيْهِ لَيْلٌ فَعَادَ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى نَامَ ، ثُمَّ إِسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَ شَطْرُ الَّيْلِ ، أَوْ قَالَ ثُلُثَاءَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ إِلى قِرْبَةٍ عَلَى شَجْبٍ فِيْهَا مَاءٌ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَ إِسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ أُذْنَيْهِ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ يَزِيْدُ حَسِبْتُهُ قَالَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَتَي مُصَلاَّهُ فَقُمْتُ وَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ، ثُمَّ جِءْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنَا أُرِيْدُ أُصَلِّي بِصَلاَتِه فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّى بِصَلاَتِهِ لَفَتَ يَمِيْنَه فَأَخَذَ بِأُذْنِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ مَا رَاى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ دَنَا فَصَلَّى سِتَّ رَكْعَاتٍ أَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ فَخِيْخَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَمَامَسَّ مَاءً فَقُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَقَالَ سَعِيْدُ بْنِ جُبَيْرٍ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ قُلْتُ ذَاكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَهْ إِنَّهَا لَيْسَنْ لَكَ ،وَلاَ لِأَصْحَابِكَ إِنَّهَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يُحْفَظُ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣٥٥٩)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার খালার নিকট এসে থাঁর নিকট রাত্রি যাপন করলাম, আমি তাঁর রাত্রিটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে পাইলাম, তারপর, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইশা পড়লেন, অতপর তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করে আঁশপূর্ণ চামড়ার বালিশের উপর মাথা রাখলেন, আমি উক্ত বালিশের পার্শ্বে আমার মাথা রাখলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জাগ্রত হয়ে তাকাতেই তাঁর সামনেই রাত্র দেখতে পেয়ে পুনরায় তাসবিহ, তাকবির পড়লেন, এমনকি তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তারপর, তিনি জাগ্রত হলে রাত্রের কিছু অংশ চলে গেল অথবা তিনি বললেন, তৃতীয়াংশ (চলে গেল)। অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উঠে প্রয়োজন সেরে পানির মশকের নিকট এসে তিনবার কুলি, তিনবার নাকে পানি দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করাসহ তাঁর হাত দুখানা তিন তিনবার ধৌত করলেন এবং তাঁর মাথা ও কান দুখানা মোসেহ করলেন। তারপর তিনি তাঁর পা দুখানা ধৌত করলেন। ইয়াযিদ বললেন, আমি মনে করেছি তিনি বলেছেন তিন তিনবার। তারপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজের মুসাল্লায় আসলেন। আমিও উঠলাম এবং তিনি যেমন করলেন আমিও তেমন করলাম। আমি তাঁর সাথে নামাজ পড়ার জন্য তাঁর বাম পার্শ্বে এসে দাঁড়ালাম। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিলম্ব করলেন, এমনকি তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁর সাথে নামাজ পড়ব তখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে আমার কান ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডানে দাঁড় করালেন। অতপর যতটুকু তিনি মনে করলেন তাঁর সামনে রাত্র আছে ততটুকুতেই দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন। যখন ধারণা করলেন যে, ফজর আসন্ন তখন ছয় রাকাআ'ত নামাজ পড়ে সপ্তম রাকাআ'তে বিতর করলেন । এমনকি যখন ফজর আলোকিত হল তখন তিনি দাঁড়িয়ে দুই নামাজ পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর পার্শ্ব রাখলে (শায়িত হলে) ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনলাম । তারপর বিলাল আসলে তাকে নামাজের অনুমতি দিলেন।

অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বের হয়ে এসে নামাজ পড়লেন। তিনি পানি স্পর্শ করলেন না। আমি সাঈদ বিন জুবাইরকে বললাম, এটা কি সুন্দর! সাঈদ বিন জুবাইর বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এ বিষয়টি ইবনু আব্বাসকে বললাম। আহ! এটা নিশ্চয়ই না তোমার জন্য না তোমার সঙ্গী-সাথীদের জন্য। এটা নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জন্য। কারণ, এটা সংরক্ষি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৫৯।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ أَمْسَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ هُنَيْنَةً حَتَّى إِذَا أَضَاءَ لَهُ الصُّبْحُ قَامَ فَصَلَّى الْوِتْرَ تِسْعَ رَكْعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ وِتْرِهِ أَمْسَكَ يَسِيْرًا حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ فِي نَفْسِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ جَخِيْفَهُ قَالَ : ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَنَبَّهَهُ لِلصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَصَلَّى الصُّبْحَ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣٥٧١)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার খালা মায়মুনার নিকট এসে তাঁর রাত্রিটি আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে পাইলাম, তিমন ইয়াযিদের মতই হাদিস উল্লেখ করলেন কিন্তু তিনি বললেন: এমনকি যখন প্রথম ফজর উদিত হল রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর অল্প সময়টুকু ধরে রাখলেন শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর জন্য সুবহ বা প্রভাত আলেকিত হল তখন তিনি দাঁড়িয়ে নয় রাকাআ'ত দিয়ে বিতর নামাজ পড়লেন। প্রত্যেক দুই রাকাাা'তেই সালাম ফিরালেন ।এমনকি যখন তিনি বিতর থেকে অবসর হলেন তখন কিছু সময় ধরে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি বুঝলেন প্রভাত হয়েছে তখন তিনি সুবহ বা প্রভাতের নামাজের জন্য ফজরের দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর পার্শ্ব রাখলে (শ্বায়িত হলে) ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনলাম ।তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন: তারপর বিলাল এসে তাঁকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) নামাজের জন্য জাগ্রত করলেন। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উঠে সুবহ বা প্রভাতের নামাজ পড়লেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৭১।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّم أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ،ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ و صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ و صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣٣٣٣)

অর্থঃ-হযরত মুহাম্মদ ইবনু আলীতিনি তার পিতা তিনি তার দাদা (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাত্রে উঠে মেসওয়াক করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, তারপর ঘুমালেন, অতপর: ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করে ওজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, শেষ পর্যন্ত ছয় রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন। অতপর তিন রাকাআ'ত বিতর নামাজ পড়লেন এবং দুই রাকাআত (ফজরের সুন্নাত) নামাজ পড়লেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৩।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣٠٦٢)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাত্রে আট রাকাআ'ত নামাজ পড়তেন। আর তিন রাতাআ'ত দিয়ে বিতর করতেন এবং ফজরের দুই রাকাআ'ত নামাজও পড়তেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০৬২।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣٥٢٧)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি মায়মুনার বারীতে ছিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাত্রে নামাজের জন্য উঠলে আমি তাঁর সাথে তাঁর বাম পার্শ্বে দাঁড়াতাম। অতপর তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ডান পার্শ্বে রাখতেন। তারপর তিনি তের রাকাআ'ত নামাজ পড়তেন। আমি প্রত্যেক রাকাআ'তে তাঁর কিয়াম বা দাঁড়ানোর পরিমাণ **"يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "** সুরার পরিমাণ ধারণা করতাম। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫২৭।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ بِأَرْبَعٍ و ثَلَاثٍ وَ سِتٍّ وَ ثَلَاثٍ وِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثٍ وَ عَشْرٍ وَ ثَلَاثٍ ، وَ لَمْ يَكُنْ يُوْتِرْ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَ لاَ أَنْقَصَ مِن سَبْعٍ ، وَ كَانَ لاَ يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ ــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٥٧٩٨)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি কায়স (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কত (কত রাকাআ'ত) দিয়ে বিতর করতেন? তিনি বললেন, চার আর তিন, ছয় আর তিন, আট আর তিন, দশ আর তিন রাকাআ'ত দিয়ে বিতর করতেন এবং তের রাকাআ'তের বেশী নহে ও সাত রাকাআ'তের কম দিয়ে বিতর করতেন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৭৯৮।

বিতর নামাজের উপসংহারঃ

উপরে আমি মাগরিব নামাজকে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি হিসেবে দেখিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কতগুলো হাদিস শরীফ উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করেছি। এখন তিন রাকাআ'ত বিতর নামাজ কোন সুরা দিয়ে আদায় করেছেন তা আমি দেখাব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । এতেই বুঝা যাবে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিন রাকাআ'ত বিতর নামাজ দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে, না শুধু এক রাকাআ'তই পৃথক করে পড়েছেন ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُبَيِ بِنْ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) سنن إبن ماجه شريف (١١٧١) +سنن أبي داود (١٤٢٣) + عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٢٥٥٨)

অর্থঃ হযরত উবাই বিন কা'ব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى)**, **(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)** **এবং** **(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)** সুরা দিয়ে বিতর করতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭১, সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪২৩+ মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৫৫৮।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الأُلَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى) وَ فِى الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ فِى الثَّالِثَةِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ ــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٦٥٤٦)

অর্থঃ হযরত আব্দুল আজিজ বিন জুরাইজ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কি দিয়ে (কোন সুরা দিয়ে) বিতর করতেন? তিনি বললেন: তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রথম রাকাআ'তে **(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى)**, দ্বিতীয় রাকাআ'তে **(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)** এবং তৃতীয় রাকাআ'তে **(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ও (الْمُعَوَّذَتَيْنِ)** সুরা দিয়ে বিতর করতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫৪৬।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الأُلَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى) وَ فِى الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ فِى الثَّالِثَةِ (قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدٌ) وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ ــ سنن إبن ماجه شريف (١١٧٢)

অর্থঃ হযরত আব্দুল আজিজ বিন জুরাইজ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কি দিয়ে (কোন সুরা দিয়ে) বিতর করতেন? তিনি বললেন: তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রথম রাকাআ'তে (**سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى**), দ্বিতীয় রাকাআ'তে (**قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ**) এবং তৃতীয় রাকাআ'তে (**قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدٌ**) ও (**الْمُعَوَّذَتَيْنِ**) সুরা দিয়ে বিতর করতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭২।

(২ নং)---

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (**হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের**)) আবির্ভাবিত **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ**) প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনূসারী মুসলিম মানুষগণের Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ক্রমধারা অনুসরণ না করার ও না মানার দ্বিতীয় **চিহ্ন ও নিদর্শনঃ**
(***) নামাজ শেষ করার পূর্বে-পরে দুআ' করা পসঙ্গঃ

[ক] "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনূসারীরা **৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ এবং ৭৯ বর্ণিত পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফের** বিপরীত এক রাকাআ'ত বিতরের ভিতরই তাশাহুদ ও সালামের পুর্বেই দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করে।

[খ] "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনূসারীরা নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করাকে হারাম বা বিদআ'ত বলে থাকে। তাদের এই কথা দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, তারা নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করা সম্পর্কীয় হাদিস শরীফ সম্পর্কে অজ্ঞ। যেখানে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা সুন্নাত সেখানে তারা নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করাকে হারাম বা বিদআ'ত বলে বাঁধা দেয় আর যেখানে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা প্রয়োজন নেই সেখানে দুআ' করতে বলে।

নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকটি হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنِ الْمطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللهمَّ اللهمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الْإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد(١٧٨٠١)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, দুরাবস্থার ভান করা (নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা), মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা! অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" । শুবা (রাদিআল্লাহআনহু) বললেন: আমি বল্লাম: (**صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟**) তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন: হাঁ, আমি তাকে (হযরত মুত্তালিবকে) বললাম: (**مَا الْإِقْنَاعُ ؟**) ইকনা' কি? তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبّا سٍ ، عَن رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَسَا كَنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، ثَلاَثًا فَمِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَضلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" مسند أحمد(١٧٧٩٧)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া , মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত **(الإِقْنَاعُ)** ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) **(الإِقْنَاعُ)** ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভূর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে : **(: يَا رَبِّ يَا رَبِّ)**ইয়া রব ইয়া রব! অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-**১৭৭৯৭**।

নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে মর্মে উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকটি হাদিস শরীফ থেকে এই কথা প্রমাণিত হল যে, নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ'মুনাজাত শেষ করে মুখমন্ডল মোসেহ করা সুন্নাত।

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ওতাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ উপরোল্লিত হাদিস শরীফ মোতাবেক নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ' শেষ করে মুখমন্ডল মোসেহ করেছেন।

এটা হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনামধারী মুসলিমগণের আমল ।

(৩)--

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** আবির্ভাবিত **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনুসারী মুসলিম মা মানুষগণের Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ক্রমধারা অনুসরণ না করার ও না মানার তৃতীয় **চিহ্ন ও নিদর্শনঃ**

<u>(***)</u> সিজদাতুস সাহয়ি (سِجْدَةُ السَّهوِ) নামাজের পূর্বে -পরে করা প্রসঙ্গঃ

এখন নামাজের ভিতর সিজদাতুস সাহয়ি **(سِجْدَةُ السَّهوِ)** কিভাবে করতে হবে তা বর্ণনা করা হবে। মনে রাখতে হবে যে, সিজদাতুস সাহয়ি **(سِجْدَةُ السَّهوِ)** অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রত্যেকটিই একটি অপরটির ব্যখ্যাস্বরূপ এবং একটি অপরটির চেয়ে সম্প্রসারিত ও স্পষ্টবোধক। তাই, অধ্যয়নকালে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অধ্যয়ন করতে হবে।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ سَهَا الصَّلاَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلاَمِ ـ مسند أحمد(٤٤٤٤)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজে ভুল করে ফেললে কথা বলার পর দুটি সিজদাতুস সাহয়ি **(سِجْدَةُ السَّهوِ)** দিলেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪৪৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّم قَالَ : مَنْ شَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ مسند أحمد(١٧٧٢)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা’ফর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: যে তার নামাজে সন্দেহ করে সে বসা অবস্থায় দুটি সিজদা দিক (দিবে)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭২।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ شَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ـ مسند أحمد(١٧٧٧)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা’ফর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: যে তার নামাজে সন্দেহ করে সে বসা অবস্থায় সালামের পর দুটি সিজদা দিক (দিবে)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৭ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَكْحُوْلِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فـشَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَإِنْ شَكَّ فِى الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدً وَإِنْ شَكَّ فِى إِثْنَتَيْنِ وَ الثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ شَكَّ فِى الثَّلاَثِ وَ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاَثًا حَتَّى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِى الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ،ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ مسند أحمد(١٦٩٩)

অর্থঃ- হযরত মাকহুল (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে অতপর: সে তার নামাজে সন্দেহ করে, যদি সে এক বা দুই রাকাআ’তে সন্দেহ করে তা হলে সে উভয় রাকাআ’তকে এক রাকাআ’ত ধরে নিবে, আর যদি সে দুই বা তিন রাকাআ’তে সন্দেহ করে তা হলে সে উভয় রাকাআ’তকে দুই রাকাআ’ত ধরে নিবে, আর যদি সে তিন বা চার রাকাআ’তে সন্দেহ করে তা হলে সে উভয় রাকাআ’তকে তিন রাকাআ’ত ধরে নিবে যাতে ধারণা অতিরিক্ত বা বেশীর দিকে হয়। তারপর, সে(শেষ) সালামের পূর্বে দুটি সিজদা দিবে,অতপর, সালাম ফিরাবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৯৯।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِى الصَلاَةِ فَشَكَكْتَ فِى ثَلاَثٍ وَ أَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ قَمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ، ثُمَّ سَلَّمْتَ ـ مسند أحمد(٤٦٥٦)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: যদি তুমি নামাজে থাক, অতপর: তুমি তিন বা চার রাকাআ’তে সন্দেহ কর, আর বেশীর ভাগ ধারণা চারের দিকে (চার রাকাআ’তের দিকে) হয় তা হলে তুমি তাশাহুদ পড়বে, তারপর তুমি সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দুটি সিজদা করবে, তারপর আবারো তুমি তাশাহুদ পড়বে, তারপর সালাম ফিরাবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫৬।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدِ قَالَ : إِذَا شَكَكْتَ فِى صَلاَتِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعًا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلاَثًا فَقُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ،ثُمَّ سَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَسَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِنِ ، ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ ـ مسند أحمد(٤١٥٧)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তুমি বসা অবস্থায় নামাজে সন্দেহ কর, অতপর তুমি বুঝতে পারছনা যে, তুমি তিন বা চার রাকাআ’ত নামাজ পড়েছ। এমতাবস্থায় যদি তোমার বেশীর ভাগ ধারণা তিনের দিকে (তিন রাকাআ’তের দিকে) হয় তা হলে তুমি এক রাকাআ’ত পড়বে, তারপর, তুমি সালাম ফিরাবে, তারপর দুটি সিজদা করবে, তারপর তাশাহুদ পড়বে আর যদি তোমার বেশীর ভাগ ধারণা চারের দিকে (চার রাকাআ’তের দিকে) হয় তা হলে তুমি সালাম ফিরাবে, তারপর দুটি সিজদা করবে, তারপর তাশাহুদ পড়বে, তারপর সালাম ফিরাবে, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫৭।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণের Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ক্রমধারা অনুসরণ না করার ও না মানার দ্বিতীয় **চিহ্ন ও নিদর্শনঃ**

(***) জুমআ'র নামাজসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে-পরে সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়া পসঙ্গঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ تَطَوَّعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء ـ ـ مسند أحمد(٦٣٦٩)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নফল বা অতিরিক্ত নামাজ ছিল জোহরের পূর্বে ও পরে দুই দুই রাকাআ'ত, মাগরিবের পরে দুই দুই রাকাআ'ত এবং ই'শার পরে দুই দুই রাকাআ'ত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৩৬৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ إِبْنُ عُمَرَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّم عَشَرُ صَلَوَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاء ـ مسند أحمد(٦٠٨٦+٥٨٤٣)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে দশটি নামাজ মুখস্ত করেছি, সোবহের বা ফজর নামাজের পূর্বে দুই দুই রাকাআ'ত, জোহর নামাজের পূর্বে ও পরে দুই দুই রাকাআ'ত, মাগরিব নামাজের পরে দুই দুই রাকাআ'ত এবং ই'শার নামাজের পরে দুই দুই রাকাআ'ত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৮৬+ ৫৮৪৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ إِبْنُ عُمَرَ حَفِظْتُ مِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ عَشَرُ صَلَوَاتٍ سِوَى الْفَرِيْضَةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ ـ مسند أحمد(٥٨٦٢)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে ফরজ ব্যতীত দশটি নামাজ মুখস্ত করেছি, জোহরের পূর্বে ও পরে দুই দুই রাকাআ'ত, মাগরিবের পরে দুই দুই রাকাআ'ত, ই'শার পরে দুই দুই রাকাআ'ত এবং সকালের পূর্বে দুই দুই রাকাআ'ত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৬২।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ فِي الْحَضَرِ و السَّفَرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَها شَيْءٌ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ أ رْبَعًا وَ صَلَّى فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَها شَيْءٌ وَ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ مسند أحمد(٥٧٣٨)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে মুকিম অবস্থায় ও সফর অবস্থায় নামাজ পড়েছি, তিনি মুকিম অবস্থায় জোহর চার রাকাআ'ত (ফরজ) ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, আসর চার রাকাআ'ত (ফরজ) নামাজ পড়েছেন ও এর পরে কোন কিছু না(কোন নফল নেই), মাগরিব তিন রাকাআ'ত(ফরজ) পড়েছেন ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, ই'শা চার রাকাআ'ত (ফরজ) পড়েছেন আর সফরে জোহর দুই রাকাআ'ত (ফরজ) ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, আসর দুই রাকাআ'ত (ফরজ) নামাজ পড়েছেন ও এর পরে কোন কিছু না(কোন নফল নেই), মাগরিব তিন রাকাআ'ত(ফরজ) পড়েছেন ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, ই'শা দুই রাকাআ'ত (ফরজ) এবং এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৭৩৮।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ ، ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ـ مسند أحمد(٥٣٩٢)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জোহরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত(নফল) ও এর পরে দুই রাকাআ'ত (নফল), মাগরিবের পর বাড়ীতে দুই রাকাআ'ত (নফল, ই'শা দুই রাকাআ'ত (নফল) এবং জুমাআ'র পরে বাড়ীতে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়তেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৩৯২।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،قَالَ :قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم : إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا (سنن أَبِي دَاوُد- 1132)، فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ ـ مسند أحمد(٧٥١٨)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যখন তোমরা জুমআর পর নামাজ পরবে তখন চার রাকাআ'ত নামাজ পড়বে (সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৩২) আর যদি তোমার কোন কিছু তরান্বিতা থাকে তা হলে মসজিদে দুই রাকাআ'ত ও বারীতে গিয়ে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়বে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫১৮।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ : كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ الَّتِى لاَ يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ـ مسند أحمد(٥٢٢٢)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ত্যাগ করতেন না তাঁর এমন নামাজ হচ্ছে জোহরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত(নফল) ও জোহরের পরে দুই রাকাআ'ত(নফল), মাগরিবের পরে দুই রাকাআ'ত (নফল), ই'শার পরে দুই রাকাআ'ত(নফল) এবং সোবহ বা ফজরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২২২।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللهُ إِمْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ـ مسند أحمد(٦٠٧٧)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা) এমন লোকের প্রতি দয়া করেন যে ব্যাক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়ে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৭৭।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ ـسنن إِبْنِ مَاجَه (١١٦٠)

অর্থঃ-হযরত উম্মু হাবিবা (রাদিআল্লাহুআনহা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাআ'ত (নফল) ও জোহরের পরে চার রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়বে আল্লাহ তাআ'লা) তাকে দোযখের উপর হারাম করে দেবেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৬০।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ـ(سنن أَبِي دَاوُد- (١١٤٢)

অর্থঃ-হযরত আ'য়িশা (রাদিআল্লাহুআনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জোহরের পূর্বে চার রাকাআ'ত ও সকালের বা ফজরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ ত্যাগ করতেন না। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৪২।

(৫)--

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**) আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (**أَهْلُ الحَدِيْثِ**) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মা মানুষগণের Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ক্রমধারা অনুসরণ না করার ও না মানার দ্বিতীয় **চিহ্ন ও নিদর্শনঃ**

(***) **পুরুষ ও মহিলাদের নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্য প্রসঙ্গঃ**

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ وَائِل بِنْ حُجَرَ قَالَ : جِئْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ: يَا وَائِل بِنْ حُجَرَ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَكَ حِذَاءَ أُذْنَيْكَ وَ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيِهَا - (٢٠-٢٢/١٩)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমাকে (কথা-বার্তার সাথে এই কথাও) বললেন যে, হে ওয়ায়েল বিন হুজর! যখন তুমি নামাজ শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে তার স্তন (বক্ষ) বরাবর। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২/১৯-২০।

أَلْآثَارُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ >> সাহাবীগণের আছারঃ

প্রথম আছারঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِظْ وَلْتَصِقْ فَخْذَيْهَا بِبَطْنِهَا۔ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ-٥٠٧٢ +مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ -٢٧٩٣+اَلسُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِي- (٣٣٢٢)

অর্থঃ-হযরত আলী (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলা যখন সিজদা করে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।

মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭২ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৯৩ + সুনানু বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩২২।

দ্বিতীয় আছারঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ؟فَقَالَ تُجْمَعُ و تُحْتَفَظْ ۔ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ – (٢٧٩٣)

অর্থঃ-হযরত আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) কে মহিলদের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা তিনি বলেন: মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে (অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামাজ আদাং করবে) । মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৯৪।

أَلْفَتَاوَى لِلتَّابِعِيْنَ >>তাবেঈনগণের রায়-মতামতঃ

রায়-মতামত নং-১

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْمَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضَمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَ صَدْرَهَا إِلَى فَخْذَيْهَا وَ تَجْمَعُ مَااسْتَطَاعَتْ ۔ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ- (٥٠٦٩)

অর্থঃ-হযরত আতা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুকা এবং রুকুতে উভয় বাহু পাজরের সাথে সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা, সিজদাতে উভয় হাতের বাহু পাজরের সাথে যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা, পুরুষের ন্যায় আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটু না ধরা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৫৯।

রায়-মতামত নং-২

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضَمَّ فَخْذَيْهَا وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهَا ۔ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - (2795)

অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধ বরাবর হয়ে যায়। মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৯৫।

রায়-মতামত নং-৩

عَنْ مُعَمَّرَ وَ الثَّوري عَن مَنْصُوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَ بَطْنَهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلاَ تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ لِكَى لاَ تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ-٥٠٧١+سُنَنُ الْكُبْرَي، بَيْهقِي- (٣٣٢٤)

অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদাতে উভয় রানের সাথে হাত ও পেট মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা না করে যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ +সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪।

রায়-মতামত নং-৪

حَدَّثَنَا جَرِيْرِ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَصْنَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - (٢٨٩٦)

অর্থঃ-হযরত মুজাহিদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন। মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৪৯৬।

রায়-মতামত নং-৫

عَنْ الْأَوْزَاعِيْ قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهَا ـ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ –(٢٤٨٦+٢٤٨٧+٢٤٨٥)

অর্থঃ-হযরত আওযায়ী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধ বরাবর হয়ে যায়/স্তন বরাবর হয়ে যায়, পুরুষের মত তাদের হাত উঠাবে না। মুজামুল কাবির, ২২/২৭২ + মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৬৬ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৪৮৫,৮৬,৮৭।

রায়-মতামত নং-৬

عَنِ الحَسَنِ وَ قَتَادَةَ قَالاَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَااسْتَطَاعَتْ وَلاَ تَتَجَافَى لِكَى تَرْفَعُ عَجِيْزَتَهَا ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ- (٥٠٦٨) + مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٧٨٢)

অর্থঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা (রাদিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ মহিলা যখন সিজদা রকবে তখন নিতম্ব যথাসম্ভব জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা করে সিজদা করবে না যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে।
মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৮ +মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮২।

রায়-মতামত নং-৭

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَ بَطْنَهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلاَ تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ لِكَى لاَ تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا ـ سنن بيهقي ـ٣٣٢٤+ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ-(٥٠٧١)

অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদাতে উভয় রানের সাথে হাত ও পেট মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা না করে যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ +
সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪।

রায়-মতামত নং-৮

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস শরীফ, সাহাবীগণের আছার ও তাবেঈনগণের ভাষ্য থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রাপ্ত ।

(***) **নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ**

কে) তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের না করা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৬৬, ৫০৬৭+সহীহ ইবনু খুজাইমা, হাদিস শরীফ নং-১৬৮৬ ।

(খ) لاَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ- (٥٠٦٦) +

عَنْ الْأَوْزَاعِيْ قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهَا ـ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ –(٢٤٨٥)

،٢٤٨٦- ,٢٤٨٧ ـ **ثُدْيَيْهَا** / তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধ বরাবর হয়ে যায়/স্তন বরাবর হয়ে যায়,পুরুষের মত তাদের হাত উঠাবে না ।

মুজামুল কাবির, ২২/২৭২ + মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৬৬ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৪৮৫,৮৬,৮৭ ।

- نَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِى قِيَامِهَا مَاسْتَطَاعَتْ - مَصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ - (٥٠٦٧)

(গ) দাঁড়ানো অবস্থায় হাত যথাসম্ভব শরীরের দিকে চেপে রাখা ।
মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৭ ।
(ঘ) হাত বুকের উপর রাখা ।
(***) রুকু অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ

تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْمَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ - مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ - (٥٠٢٩)

(ক)রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুকা এবং রুকুতে উভয় বাহু পাজরের সাথে সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা (খ)পুরুষের ন্যায় আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটু না ধরা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৫৯।

(***) **সিজদা অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ**
(ক) সিজদাতে কনুইসহ উভয় হাত মাটিতে মিলিয়ে রাখা ।পুরুষের ন্যায় কনুই উঁচু করে না রাখা । সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৫ ।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَ بَطْنَهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلاَ تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ لِكَى لاَ تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا - سنن بيهقي -٣٣٢٤+ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ-(٥٠٧١)

(খ)অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেঃ মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদাতে উভয় রানের সাথে হাত ও পেট মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা না করে যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে।
মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪।
(গ) সিজদাতে উভয় হাতের বাহু পাজরের সাথে যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৯+ মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৭৮।
(ঘ) সিজদাতে একেবারে জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৮১,২৭৮২+ সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪।
(ঙ) অর্থঃ-সিজদাতে ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৮ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৭৭,২৭৮৩+ সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩০১৬,৩৩২৪।
(চ) এক রানের সাথে অন্য রান যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং- ৩০১৬,৩৩২৪।

عَنِ الحَسَنِ وَ قَتَادَةَ قَالاَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَاسْتَطَاعَتْ وَلاَ تَتَجَافَى لِكَى تَرْفَعُ عَجِيْزَتَهَا - مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ- (٥٠٦٨) + مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٧٨٢)

(ছ) অর্থঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বলেনঃ মহিলা যখন সিজদা রকবে তখন নিতম্ব যথাসম্ভব জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা করে সিজদা করবে না যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে।
মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৮ +মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮২।

(***) **বসা অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ**

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْمَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضَمّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَ صَدْرَهَا إِلَى فَخْذَيْهَا وَ تَجْمَعُ مَااسْتَطَاعَتْ ـ مَصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَاق (-٥٠٦٩)
عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلاَّجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاء يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِى الصَّلاَةِ ، وَ لاَ يَجْلُسْنَ جُلُوْسَ الرَّجُلِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يَتَّقِيْ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْءُ ــ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ – (٢٧٩٩)

(ক) বাম নিতম্বের উপর বসা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭৪ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮৩,২৭৯২

(খ) ডান দিকে উভয় পা বের করে দিয়ে কিবলামুখী করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭৪,৫০৭৭ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮৩,২৭৯২ + কিতাবুল আছার, ইমাম মুহাম্মদ, আছার নং- ২১৬।

(গ) উভয় রান যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৯,৫০৭৭+ সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪।

(ঘ) বাম পা, ডান রান গোছার নীচে রাখা। মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮৩ + আওজাযুল মাসালিক, ২/১১৮।

(ঙ) বৈঠকে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে বরাবর করে রাখা । মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৭৮ ।------
----

***এতক্ষণ **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমদের সার্বিক আলোচনা ছেড়ে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**) অন্তর্ভূক্ত বিশেষ একটি দলের(**"আহলুল হাদিস"** নামে দলের) এমন একটি কর্মের উপর আলোচনা করে নিলাম তাদের যেই কর্মটি " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ** " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের এবং তাঁদের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির পূর্ণ বিরোধী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিরও বিরোধী।

এখন পূনরায় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**)অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমদের সার্বিক আলোচনা শুরু করলাম।
****

"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** দলটির অনুসারীরা ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে প্রথম দল-উপদল গঠন করায় পরবর্তীতে এখন সারা ইসলামি দুনিয়াতেই বিশেষ করে বাংলাদেশে **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিসের"** পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে তাদেরই অনুরূপ দেখাদেখি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ >>ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে **((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))**<< বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠন করছে বা তাদের মাধ্যমে দল-উপদল গঠিত হতে চলছে। এই দল-উপদল গঠিত হওয়ার মাধ্যমে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির ভিতর বিভক্তি হতে চলছে যা মুসলিম মানুষ এখন স্বচক্ষে দেখছেন ।

যেমন বর্তমানে অল্পসংখ্যক মুসলিম ব্যতীত কেউ লজ্জাবশত: বা অন্য কোন স্বার্থের কারণে নিজের দলের নাম আর **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَة**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে নাম রাখতে চায়না বা রাখেনা । ফলশ্রুতিতে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**) সর্বনিকৃষ্ট

মুসলিম উলামা কর্তৃক >>ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে **((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))<<**_দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ তথা ঐক্যবদ্ধ মুসলমানগণের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাচেছ, অনৈক্য ও বিরোধ বৃদ্ধি ও প্রকট হচ্ছে।

এ বিভক্তির প্রতি কঠোর হুশিয়ার বাণী উচ্চারন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনেক হাদিস শরীফ বলে গেছেন । নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।**(বর্তমানে হযরত ওমর রাদিআল্লাহ আনহুর খিলাফত প্রতিষ্টিত থাকলে বা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কঠোর হুশিয়ারসম্বলিত বাণীগুলো বাস্তবে কার্যকর হয়ে যেত) ।**

(প্রথম হাদিস শরীফ)

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ كَائِنًا مَنْ كَان". "(490)) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল"। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০।

(দ্বিতীয় হাদিস শরীফ)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قا لَ : قا لَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عنُقَهُ"(489)) في المعجم الكبير

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯।

কাজেই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কে নির্দেশনা লঙ্গনকারী যে কোন লোকই মুসলিম পদবী ধারন করার অনুপযুক্ত।

(তৃতীয় হাদিস শরীফ)

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضَرِيْحِ الأَشْجَعِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ جَمَاعَتِهِمْ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ"(5400)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল "। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০ ।

(চতুর্থ হাদিস শরীফ)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَنْ عَلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " من مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ مُجْتَمِيْعُوْنَ ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ – في مصنف عبد الرزاق (٢٠٧١٣)

অর্থঃ-আরফাজাহ থেকে বর্ণিত,নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার এক দলবদ্ধ/একতাবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক শরীফ, হাদিস নং-২০৭১৩।

(পঞ্চম হাদিস শরীফ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَا لَ : قَامَ فِيْنَا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فَقَا ل وَالذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ التَّارِكُ الإسلام الْمُفَارِقُ الجَمَاعَةَ و الثَّيِّبُ الزَّانِيْ و النَّفسُ بِالنَّفْسِ "(٢١١٣) في مسند احمد ـ

অর্থঃ-আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের মাঝে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা দাঁড়িয়ে বললেন, তাঁর শপথ যাকে ছাড়া অন্য উপাস্য নাই, এমন কোন মুসলিম মানুষের রক্ত বৈধ নহে যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই এবং আমি নিশ্চিত আল্লাহর রাসুল, তবে তিন ব্যাক্তি ব্যতীত

১, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন ইসলাম ত্যাগী

২.ভ্যাবিচারী বিবাহিতা

৩.নফসের বদলে নফস (হত্যাকারীর বিনিময়ে হত্যা)।

মুসনাদে আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬১১৩।

(ষষ্ঠ হাদিস শরীফ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَا لَ : قا ل رسول الله صلي الله عليه وسلم ، لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثَ : التَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةَ و الثَّيِّبُ الزَّانِيْ و النَّفسُ بِالنَفْسِ "(1676)) في مسلم

অর্থঃ-আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, এমন কোন মুসলিম মানুষের রক্ত বৈধ নহে যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই এবং আমি নিশ্চিত আল্লাহর রাসুল, তবে তিনের যে কোন এক (জন) ব্যাক্তি ব্যতীত

১.ভ্যাবিচারী বিবাহিতা

২.নফসের বদলে নফস (হত্যাকারীর বিনিময়ে হত্যা)

৩. الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটি বিচ্ছিন্নকারী নিজ ধর্ম ত্যাগী। মুসলিম শরীফ. হাদিস শরীফ নং-১৬৭৬।

উলামাকেরামগণের অধিক জ্ঞানানুশীলনের জন্য নিম্নে আরো কতগুলো হাদিস শরীফ দেওয়া হল।

(১) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ، فَمَنْ جَاءَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعُ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَهُم ، فاقتلوه كائناً من كان"(13798)) في المعجم الكبير للطبراني

(২) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بِعْدِيْ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّق أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعُ ، فاقتلوه كائناً من كان"(13800)) في المعجم الكبير للطبراني

(৩) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّق بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعُ ، فاقتلوه كائناً من كان"(13801)) في المعجم الكبير للطبراني

(8) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَمْشِيْ إِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم يُفَرِّق جَمَاعَتَهُمْ ، فاقتلوه "(13803)) في المعجم الكبير للطبراني

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী "(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহ) সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনাঃ

শিরোনাম:>أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী " সম্পর্কে আরো জানি<<

সূচনাঃ পূর্ব অধ্যায়ে আমি أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে সম্মাণিত পাঠকবর্গ জানতে পেরেছেন কোন মুসলিম মানুষটি নিকৃষ্ট মুসলিম। এখন আমি বর্জনযোগ্য সর্বনিকৃষ্ট লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার পদ্ধতি ও মানদন্ড নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহ))** হচ্ছে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষের জন্য বর্জনযোগ্য সর্বনিকৃষ্ট লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **মানদন্ড**।

এই أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** মাধ্যমে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষেরা জানতে পারবেন কোন লোকটি মুসলিম, কোন লোকটি অমুসলিম, কোন মুসলিম আলিম মানুষের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ মানা যাবে না ও অনুসরণ করা যাবে না।

তাই, এই أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)** হচ্ছে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষের জন্য বর্জনযোগ্য সর্বনিকৃষ্ট লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার একমাত্র **গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল**। সেই জন্যেই, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষকে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" সম্পর্কে বিস্তাতি জানতে হবে।

আসুন, এখন আমরা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)** সম্পর্কে আলোচনা করি ও জানি। **خير القرون الثلاثة** তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা তিনশতাব্দীর "পর ৩১৩ হিজরী সন থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দী সূচনা শুরু হয়। কিন্তু হিজরী ৩১৩ সন থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্ববর্তী অন্তরবর্তীকালীন সময়টুকু হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হিসেবে ধর্তব্য ও গণ্য। তবে এই মধ্যবর্তী অন্তরবর্তীকালীন সময়টুকুতে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফসমূহের কিতাবগুলো "عِلْمُ الْجَرْحِ و التَّعْدِيْلِ" তথা **"হাদিস শাস্ত্র সমালোচনা বিজ্ঞান"** কর্তৃক একটু বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফসমূহের কিতাবগুলো أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষ কর্তৃক সংকলিত ও লিখিত " عِلْمُ الْجَرْحِ و التَّعْدِيْلِ" তথা **"হাদিস শাস্ত্র সমালোচনা বিজ্ঞান" নামক** কিতাবগুলো দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাবে না বিধায় তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফসমূহের কিতাবগুলো কোন ধর্মীয় বিষয় প্রমাণ করতে তা নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। এতদসত্বেও " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীতে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফসমূহের কিতাবগুলোকে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষ যদি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহে সংকলিত ও লিখিত " عِلْمُ الْجَرْحِ و التَّعْدِيْلِ" তথা **"হাদিস শাস্ত্র সমালোচনা বিজ্ঞান" নামক** কিতাবগুলো দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সাহস দেখায় তবে বুঝে নিতে হবে যে, তারা Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক

পালাক্রম অনুসরণ না করার ও অমান্য করার কারণে তারা সবৃনিকৃষ্ট মুসলিম (৫৯)। সে জন্যেই, " خَيْرُ الثَّلَاثَةَ الْقُرُوْنَ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফসমূহের কিতাবগুলোকে " عِلْمُ الْجَرْحِ و التَّعْدِيْلِ" তথা **"হাদিস শাস্ত্র সমালোচনা বিজ্ঞান"** নামক কিতাব দিয়ে বিচার করার অধিকার أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের নেই।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণের এই বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করত হবে যে, " خَيْرُ الْقُرُوْنَ الثَّلَاثَةَ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক লিখিত সব হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে হিজরী সালের অগ্রগামিতার ক্রমানূসারে অধ্যয়ন ও পাঠ করতে হবে। কারণ, হিজরী প্রথম (৬০) ও হিজরী দ্বিতীয় সালে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ হচ্ছে অত্যাধিক সহীহ বা বিশুদ্ধ। কারণ, হিজরী প্রথম ও হিজরী দ্বিতীয় সালে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ তাবেঈন অথবা তাবে'-তাবেঈ'নগণ কর্তৃক সংকলিত ও লিখিত কিতাব। তাই, প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ বাদ দিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘ সময়(হিজরী ২৫০ সাল) অতিক্রান্তের পর তৃতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ নামে পরিচিত ছয়টি হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে শুধু সিহাহ ছিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থ অভিহিত না করে বরং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে অত্যাধিক সহীহ বা বিশুদ্ধ মনে করে অধ্যয়ন ও পাঠ করতে হবে। কারণ, সিহাহ ছিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থসমূহের সংকলক মুহাদ্দিছগণের মধ্যে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফের সংকলকগণের উস্তাদ ছিলেন হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহু এবং বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের সংকলকদ্বয়ের উস্তাদ ছিলেন আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাদিঅলাহু আনহুর হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের নাম **"মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ"** এবং আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী রাদিঅলাহু আনহুর হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের নাম **"মুসান্নাফু আবি শাইবা"** ।

দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহের নাম ক্রমিকঅনুসারে নিম্নে দেওয়া হল।

১. কিতাবুল আছার লি আবিহানিফা অথবা **মুসনাদু-** ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি ।

২. মোআত্তা- ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩-১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি

৩.কিতাবুল যুহদ -আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮১ হিজরী **৪. জামে' সুফিয়ান সাওরী**-জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-০০০ হিজরী । **৫. মুয়াত্তা** - ইমাম মুহাম্মদ (মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী), জন্ম-১৩২ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮৯ হিজরী ।

৬. মুসনাদু - আবু দাউদ তায়ালাসী, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী ।

৭.মুছান্নাফু - আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৮. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি । **৯.মুসনাদু-** ইমাম শাফিয়ী ও **১০.**

---

(৫৯) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) অনুসরণ করা ও মানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২, ৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৬০) হিজরী প্রথম সালে সংকলিত ও লিখিত গুটি কতক সংক্ষিপ্ত কিতাব ব্যাতীত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থ নেই। তাও আবার কালের প্রবাহে এগুলোর অধিকাংশই অযত্নে বিলীন হয়ে যায়।

তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত **"কিতাবুল উম্মি"** , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০- ২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন । **১১. মুসনাদুল হুমাইদি**-প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আল যুবাইর আল করশি, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫৮-২১৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২০৬২ টি, **১২. মুসান্নাফু** - লাইছ ইবনু সায়াদ, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৫ হিজরী
১৩. মুসান্নাফু - সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৯৮ হিজরী **১৪. মুসনাদু**- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন। **১৫..সুনানু দারেমি**- প্রণেতার নাম-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি।)
১৬.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ- প্রণেতার নাম-ইয়াকুব বিন ইসহাক আসফারাঈ, জন্ম-ইনতিকালঃ ০০-৩১২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫১ টি।) অরো কিছু হাদিস শরীফের সংকলিত ও লিখিত কিতাবসমূহ রয়েছে। তবে, সেগুলোর অস্তিত্ব খুবই কম।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের অন্তর থেকে যেমনিভাবে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি সম্পর্কে পোক্ত ধারণা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ঠিক তেমনিভাবে হিজরী প্রথম (৬১) ও দ্বিতীয় হিজরী সালে উপরে বর্ণিত **১. কিতাবুল আছার লি আবিহানিফা** অথবা **মুসনাদু**- ইমাম আবু হানিফা **২. মোআত্তা** -ইমাম মালিক **৩. কিতাবুল যুহদ**- আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক **৪. জামে'** -সুফিয়ান সাওরী **৫. মুয়াত্তা** - ইমাম মুহাম্মদ **৬. মুসনাদু** - আবু দাউদ তায়ালাসী **৭. মুছান্নাফু**- আবি শায়বা **৮. মুছান্নাফু**- আব্দুর রাজ্জাক, **৯. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ১০.** তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত **"কিতাবুলউম্মি" ১১. মুসনাদুল হুমাইদি**- আবু বকর আব্দুল্লাহ **১২. মুসান্নাফু** - লাইছ ইবনু সায়াদ **১৩. মুসান্নাফু** - সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না **১৪. মুসনাদ**- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল **১৫.সুনানু দারেমি**- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান **১৬.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ**- ইয়াকুব বিন ইসহাক আসফারাঈ নামে সংকলিত ও লিখিত বিশাল ভান্ডারসম্বলিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ আরবদেশসহ সারা মুসলিম বিশ্বের ইসলামি মাদরাসা এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় হাদিস শরীফের উক্ত **১৬টি** কিতাব বা গ্রন্থসমূহ মুসলিম মানুষের নিকট অধিক অপরিচিত হয়ে পড়েছে এবং উক্ত হাদিস শরীফসমূহের গ্রন্থসমূহের নামগুলোও মুসলিম মানুষের মন থেকে প্রায় মুছে গেছে। অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ হচ্ছে হাদিস শরীফের **বিশাল ভান্ডার** এবং তৃতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত **বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ** নামে লিখিত একেবারে ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত কিতাবগুলোর জন্য হাদিস শরীফ সংগ্রহের **বিশাল উৎস**। এতদসত্বেও তৃতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত **বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ** নামে লিখিত একেবারে ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত কিতাবগুলো আরবদেশসহ সারা মুসলিম বিশ্বের ইসলামি মাদরাসা এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত (৬২)

---

(৬১) হিজরী প্রথম সালে সংকলিত ও লিখিত গুটি কতক সংক্ষিপ্ত কিতাব ব্যাতীত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থ নেই। তাও আবার কালের প্রবাহে এগুলোর অধিকাংশই অযত্নে বিলীন হয়ে যায়।
(৬২) **সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ** সীমাবদ্ধ সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী ০২ (দুই) প্রকার ।
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস ।
(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী ।
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাসঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস বলতে বুঝায় প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে বাদ দিয়ে হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা ।প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **১. মুসনাদু - ইমাম আবু হানিফা ২. মোআত্তা - ইমাম মালিক ৩. মুছান্নাফু - আবি শায়বা ৪. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, ৫. মুসনাদু - ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুলউম্মি" ৭. মুসনাদুল হুমাইদি ৮. মুসনাদু- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৯.সুনানু দারেমি ১০.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ** ।

(**نِصَا ب**/নিসাবভূক্ত (পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত) হওয়ায় উক্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ মুসলিম মানুষের নিকট অধিক পরিচিত হয়ে আছে। তাই, বর্তমান কালের"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত বিশাল ভান্ডারসম্বলিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে বাদ দিয়ে বর্তমানে **তৃতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ** নামে পরিচিত ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত ছয়টি হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহের উপর মুসলিম মানুষ অধিক নির্ভরশীল হওয়ায় ধর্মীয় বিষয়ে সমাধান দিতে গিয়ে উলামাকেরামগণ একে অপরের সাথে পরস্পর মতানৈক্য ও বিরোধে জড়িয়ে পড়ে দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

বর্তমান কালের "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক আলিম প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত কিতাব বা গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে পরিচিত আছেন, জানেন, পড়েন ও অধ্যয়ন করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে এক শ্রেণির আলিমের হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত কিতাব বা গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে আর সিহাহ ছিত্তা নামে পরিচিত ছোট ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত ছয়টি হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এক শ্রেণির আলিমের হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত কিতাব বা গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অগভীর ও স্বল্প জ্ঞান থাকায় জ্ঞানের স্তরের পার্থক্য হওয়ায় উভয় শ্রেণির আলিমের মধ্যে সার্বক্ষণিক দ্বন্ধ, বিরোধ, মতবিরোধ ও অনৈক্য লেগেই আছে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে মুসলিম সমাজে মতানৈক্য, ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি লেগেই আছে ও দিন দিন তা প্রকট হচ্ছে। তাই, আমি বর্তমান কালে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণকে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত কিতাব বা গ্রন্থসমূহ পড়ে ও অধ্যয়ন করে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে বিনীত অনুরোধ করছি। তা হলে আশা করছি, হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত কিতাব বা গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অগভীর ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী আলিমও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলে জ্ঞানের স্তরের পার্থক্য লাঘব হয়ে উভয় শ্রেণির আলিমের মধ্যকার দ্বন্ধ নিরসন হবে ও ধর্মীয় বিষয়ে লাগামহীন বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত হবেন।

আর "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত আলিম নামধারী যে সমস্ত মুসলিম প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত কিতাব বা গ্রন্থসমূহ পড়ে ও অধ্যয়ন করে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন না তারা বাস্তবে মহান আল্লাহর তাআ'লার নিকট সর্বনিকৃষ্ট, গুরুত্বহীন ও কল্যাণবিহীনই থেকে যাবেন। তাই, মহান আল্লাহর তাআ'লার নিকট সর্বনিকৃষ্ট, গুরুত্বহীন ও কল্যাণবিহীন মুসলিম মানুষ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে সতর্ক হয়ে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য এখন " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালকে " أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী বলে।*

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই **أَرْذَلُ** তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম, এদের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই এবং এরা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট গুরুত্বহীন। মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট এই **أَرْذَلُ** তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিমগণের অবস্থান কতটুকু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি

---

(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচীঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী বলতে বুঝায় **তৃতীয় হিজরী সালে লিখিত বা** রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সত্বেও এগুলোর ভিতরকার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ অধ্যায়গুলো সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত না করে এগুলোরও ক্ষুদ্র এবং সামান্য অংশ সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা ।হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ।**

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন যাতে করে"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ তাদের অবস্থান জেনে সতর্কতা অবলম্বন করে ও " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয় এবং পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নামধারী দলবদ্ধ মুসলিম মানুষে পরিণত হয়।

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর মুসলমানগণ যে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম তা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বলেনঃ --

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا لَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (٢١٤٣)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হজরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী**(সাহাবীদের)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবেঈদের)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবে'-তাবেঈনদের)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময় কালের লোকেরা)** সর্বনিকৃষ্ট। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

خير القرون الثلاثة তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" পর মুসলিম মানুষের মনে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি সম্পর্কে ধারনা ও জ্ঞান হ্রাস পেতে থাকে। কারণ, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর্যন্ত আসন্ন সকল মুসলিমকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট গুরুত্বহীন ও নিকৃষ্ট লোক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এও বলেছেন যে, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আসন্ন মুসলিমগণের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন---

দ্বিতীয়হাদিস শরীফঃ

عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ، ثُمَّ الرَّابِعُ أَرْذَلُ إِلَي أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ " (٥٤٧٥) في المعجم الاوسط للطبراني+ - (١٣٢٧) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত অবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেনঃ"সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী> প্রথম শতাব্দী **(নবী ও সাহাবীগণ)**,তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী> দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেয়ীগণ')**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে'-তাবেঈনগণ)**, তার পর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত আসন্ন লোক নিকৃষ্ট লোক। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৭+ আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৭৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن عمر بن الخطاب، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" خَيرُ قَرْنٍ اَلْقَرْنُ الَّذِي فِيْهِ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا" (٣٤٢٥)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "সর্বোতকৃষ্ট যুগ যে যুগে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী, তারপর তৃতীয় শতাব্দী, তাপর চতুর্থ শতাব্দী, এ যুগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না"।

আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُم يَجِىءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "ـ(٣٣٣٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত জা’দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন :“সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী **(নবী সাহাবীগণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেয়ীগণ’)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে’-তাবেঈনগণ)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্বনিকৃষ্ট ।

আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে আমরা অনেকগুলো বিষয়ই জানতে পারলাম । আর তা হচ্ছে-------------------

১."أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত লোকগুলো সর্বনিকৃষ্ট লোক ।

২."أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** ” নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না ।

৩."أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলোর মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই ।

অতএব,"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত লোকগুলো যেহেতু সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ সেহেতু তারা সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামি শরীয়তের কোন বিষয়ে রায়-মতামত, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত দেয়ার এবং ধর্মীয় বিষয়ে **ওয়াজ-নসিহত করার ও কিতাব-বই বা গ্রন্থ** লিখার অধিকার তাদের নেই । এতদসত্বেও তারা যদি ইসলামি শরীয়তের কোন বিষয়ে রায়-মতামত, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত দেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে ওয়াজ-নসিহত করেন ও কিতাব-বই বা গ্রন্থ লিখেন তাহলে তাদের এই কাজটি হবে ধর্মীয় বিষয়ে তাদের অনধিকার চর্চা ও **تَعَصُّبٌ** (তাআ’সসুব) তথা গোঁড়ামি কর্ম। এ সব নেককর্মে বা ভাল কর্মগুলোতে তাদের কোন লাভ নেই । তাদের এ সব নেককর্ম বা ভাল কর্মগুলোর উদাহরণ হচ্ছে কুলুর বলদের মত খাটুনি । আজীবন বহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের পথে থেকে মুসলিম মানুষকে হিদাযাতের পথে আহবান করা সত্বেও তাদের শেষ পরিণতি দোযখে ।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলো সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে চাইলে তাদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করে ও মেনে (৬৩) " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে ।

---

(৬৩) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করা ও মানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২, ৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন ।

অন্যথায় (এর বিপরীত হলে) (৬৪) কিন্তু أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলো সর্বনিকৃষ্টই থেকে যাবে, সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হবে না। ফলশ্রুতিতে **যারা নিকৃষ্ট তারাতো নিকৃষ্ট কাজই করবে**।

যেমন أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)"** কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রত্যাখান করে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া,মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী না হয়ে বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** অন্য সব দলগুলোর কর্মী হচ্ছে, সদস্য হচ্ছে, এ দলগুলোর প্রচার করছে ও মানছে ইত্যাদি।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলো الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে দলটির নিজস্ব সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ মুসলমানদের মাঝে প্রচার করছে না, করবে না, তারা الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ বাস্তবায়ন করছে না, করবে না, মানছে না, মানবে না এবং الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের কর্মী হবেনা এবং নিজেদের গঠিত বিভিন্ন দলগুলোর নাম أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নাম রাখছে না, রাখবে না। أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** "নিকৃষ্ট মুসলমানগণ তারা নিজেদেরকে خير القرون الثلاثة তথা "উৎকৃষ্ট তিন যূগের বা শতাব্দীর" উৎকৃষ্ট মুসলমানদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী-গুণী ও উত্তম মনে করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এক মাত্র প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় দল الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে উহার গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তা বাস্তবায়ন ত্যাগ করে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** অন্য সব দলগুলোর কর্মী হচ্ছে, সদস্য হচ্ছে, এ দলগুলোর প্রচার করছে ও মানছে ইত্যাদি। এরা হচ্ছে বর্তমানে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগী বিচ্ছিন্ন মুসলিম দাবীদার মুসলিম।

এই দল ত্যাগী বিচ্ছিন্ন মুসলিমগণের অবস্থা দুইটি।

প্রথম অবস্থাঃ

---

(৬৪) বিপরীত হলে কথাটির ব্যাখ্যাঃ >>" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা হলে <<

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**” কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ হয়ত বলবেন যে, আমরা ইসলামের নামের সাথে বা গুণাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলগুলো (৬৫) গঠন করা সত্বেও আমরা তো **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি মানছি।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**” কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ হয়ত বলবেন যে, আমরা ইসলামের নামের সাথে বা গুণাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে যে দলগুলো (৬৬) গঠন করছি সে গুলোও তো "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) তথা দল।

প্রথম অবস্থার উত্তরঃ أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**” কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের প্রথম কথার বাস্তব উত্তর এই যে, তাঁদের অবস্থা হল উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত দুজন প্রবীন রাজনীতিবিদের মত। যেমন--------------------------------

(১) একজন জনাব ডঃ কামাল হোসেন, তাঁর স্বগঠিত একটি দল রয়েছে, নাম **“গণফোরাম”** ।

(২) দ্বিতীয় জন জনাব আঃ কাদের সিদ্দিকী, তাঁর স্বগঠিত একটি দল রয়েছে, নাম **“ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ”** ।

তাঁরা উভয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্ধু ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর মতের সাথে মিলেই এক সাথে কাজ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। জনাব ডঃ কামাল হোসেনের হাতেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানও লিখিত হয়েছে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর সময়কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন সময়ই বঙ্গবন্ধুকে বিরূপ সমালোচনা করেন নি, কটাক্ষ দৃষ্টিতে কথা বলেন নি এবং রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোন কাজেও তাঁরা লিপ্ত নহেন। এতদসত্বেও তাঁরা আওয়ামী লীগ থেকে কোন সূযোগ ও স্বার্থ পান নি ও কখনো পাবেন না। এর কারণ এই যে, তাঁরা উভয়েই বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসছেন, হয়ত ভবিষ্যতেও ভালবেসে যাবেন। কিন্তু উভয়েই বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসার পাশপাশি উভয়ের প্রত্যেকেই পৃথকভাবে এককভাবে একটি একটি করে দুটি দল করায় তাঁরা আওয়ামী লীগ থেকে সূযোগ-সুবিধা হতে আজীবন বঞ্চিত থাকবেন। কারো অধীনস্ত জন তার উচ্চস্তর জনের ভালবাসার দাবীর পাশাপাশি তাঁর অনূমতি ব্যতীত এক সাথে একই সময়ে পৃথক অন্যকোন দল করতে পারে না। এরূপ করলে অধীনস্ত জন স্বাভাবিকভাবেই তার উচ্চস্তর জন থেকে সকল সূযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন।

ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের মধ্যে যে কোন মুসলিম মানুষ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল ব্যতীত এক সাথে একই সময়ে সদিচ্ছায় বা সৎনিয়্যাতে অন্যকোন দল-উপদল গঠন করতে চাইলে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির প্রবর্তক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনুমতি লাগবে। যেহেতু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান অবস্থায় এ পৃথিবীতে নেই সেহেতু ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনের জন্য অনুমতি নেয়ার সূযোগও নেই।

তাই, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনুমতি ব্যতীত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তা বাস্তবায়ন ছাড়াই সদিচ্ছায় বা সৎনিয়্যাতে যে কোন মুসলিম মানুষ ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর

---

(৬৫) >> যেমন – বিশেষকরে বাংলাদেশে উদাহরনস্বরূপ তাবলীগ জামাআ'ত, হেফাজতে ইসলাম, জামাআ'তে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম, জমিঅ'তে হিজবুল্লাহ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র ইত্যাদি ইসলামি দলগুলো<<

(৬৬) >>যেমন- বিশেষকরে বাংলাদেশে উদাহরনস্বরূপ তাবলীগ জামাআ'ত, হেফাজতে ইসলাম, জামাআ'তে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম, জমিঅ'তে হিজবুল্লাহ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র ইত্যাদি ইসলামি দলগুলোও তো "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) তথা দল।<<

সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত অন্যকোন দল-উপদল গঠন করে তা হলে তিনি **الْجَماعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত থাকবেন না বা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম হবেন না। ফলশ্রুতিতে কিয়ামতের দিন **الْجَماعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে সকল সূযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন। **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে সূযোগ-সুবিধা পেতে হলে একজন মুসলিম মানুষকে অবশ্যই ইসলামের নামে গঠিত সকল দল-উপদল ত্যাগ করতে হবে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যাংশের বাণীতে বলেন: ---------

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا * ـ مُسْلِمٌ (١٨٤٧) + سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (7084)+مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٧) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٠)

অর্থঃ-**তুমি (ইসলামের নামে গঠিত) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর)**<< বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭ + মুসতাদরাকুল হাকিম. হাদিস শরীফ নং-৩৯০। অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-**৮৬** দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অবস্থা উত্তরঃ তাঁদের দ্বিতীয় কথার বাস্তব উত্তর এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

"فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي (٢٧٦٣)

অর্থঃ-" (যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَماعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল" সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩। অর্থাৎ সে আর ইসলামে থাকে না বা মুসলিম থাকে না।**প্রথম হাদিস শরীফঃ**

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضَرِيْحِ الأشْجَعِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ جِمَاعَتِهِمْ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ" ـ الْمُعْجَمُ الاوْسَطُ للطَّبَرَانِي (٥٤٠٠)

অর্থঃ-হযরত আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-"যে কেহ **الْجَماعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ আমার উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَماعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল "। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَنْ عَلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " من مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ مُجْتَمِيْعُوْنَ ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ" ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ (٢٠٧١٣)

অর্থঃ-হযরত আরফাজাহ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ **الْجَماعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ আমার উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَماعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَماعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউকনা কেন তাকে হত্যা করে ফেল"।

মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৭১৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قا لَ : قا لَ : " رسول الله الله صلي الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ كَائِنًا مَنْ كَان". الْمُعْجَمُ الكَبِيْرُ للطَّبَرَانِي (٤٩٠) .

অর্থঃ-হযরত উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ- “যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল”। আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০। **হাদিস শরীফঃ**

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قا لَ : قا لَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عنُقَهُ" الْمُعْجَمُ الكَبِيْرُ للطَّبَرَانِي (٤٨٩)

অর্থঃ- হযরত উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল”। আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯।

এখন প্রশ্ন হল :

(১) কোন্ "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ’ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এক জন মুসলিম আর ইসলামে থাকে না বা মুসলিম থাকে না? **(২)**
কোন্ "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ’ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাকে হত্যা করতে, মাথা-গর্দান উড়িয়ে ফেলতে হবে মর্মে হাদিস শরীফে হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হয়েছে?

উপরে বর্ণিত **প্রশ্ন দুটোর সঠিক ও বাস্তব উত্তর এই যে,**

(১ নং উত্তর) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**” কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তো উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহে হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হতো না বরং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটি থেকে যে কেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হবে তার বেলায়ই হাদিস শরীফের এ হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হয়েছে । উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয়ইসলামের এক মাত্র মূলদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তখন এক জন মুসলিম আর মুসলিম থাকে না বা ইসলামে থাকে না। কিন্ত **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) ”** কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))**দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হলেতো তার বেলায় হাদিস শরীফের এ হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হয়নি ।

অথবা তাঁদের প্রথম কথার বাস্তব উত্তর এই যে,

(২ নং উত্তর) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**” কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের অবস্থা হল উদাহরণস্বরূপ একজন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-ইয়াহুদির মত যিনি মুখে মুখে ইসলাম মানে, ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে মানে, ইসলামের ভাল কর্মগুলো স্বীকৃতি দেয় এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ভাল কর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, এমনকি হজ্ব ইত্যাদি যথাসম্ভব পালন করে থাকে কিন্তু সে নিজেকে মুসলিম নাম দিয়ে পরিচয় না দিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-

খ্রীষ্টান-ইয়াহুদি নাম দিয়েই পরিচয় দিয়ে থাকে। আর মনে মনে বলে আমি তো ইসলামেরই লোক, আমিতো মুসলিমই। তবে তার এই দাবী কি আদৌ গ্রহনীয়? না, কস্মিনকালেও না। যদিও সে ইসলামকে এবং মুসলিম মানুষকে ভালবাসে। বরং সে ইসলামের লোক দাবী করলে তাকে অবশ্যই মুসলিম নাম ধারণ করতে হবে, মুসলিম নাম ধারণ করেই পরিচয় দিতে হবে। সে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-ইয়াহুদি নাম ধারণ করে আমি ইসলামের লোক, আমি মুসলিম বললে তার এই দাবী আদৌ গ্রহনীয় হবে না ।

ঠিক তদ্রুপই أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের))** কোন নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দল গঠন করে উক্ত দলের সদস্য হয়ে যদি সে তার নিজের দলের নাম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নাম না রাখে এবং **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তা বাস্তবায়ন না করে বলে যে আমি **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিরই লোক বা অনূসারী।

তা হলে তার এ দাবী কি আদৌ গ্রহনীয়? না, কস্মিনকালেও না। তাই, কোন মুসলিম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিরই লোক বা অনূসারী বলে দাবী করলে তাকে অবশ্যই তার নিজ দলের নাম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম রাখতে হবে ও নাম ধারণ করতে হবে। নিজ দলের নাম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম ছাড়া অন্য কোন নাম রাখতে পারবে না। তাই, কেহ নিজ দলের নাম**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম ছাড়া অন্য কোন নাম রাখে তবে তার এই কাজটি পবিত্র কুরআনের আয়াত------------------------------

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে/এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<< এর বিরোধী হবে। এ তে এ কথা বুঝা গেল যে, কেউ যদি কোন দলের অন্তর্ভূক্ত আছেন মর্মে দাবী করেন তা হলে তাকে উক্ত দলের সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ উক্ত দলের নামই কার্যত: বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে হবে, মনে মনে অভ্যন্তরীণভাবে গোপনে উক্ত দলেরই লোক বলে দাবী করলে তার এ দাবী গ্রহনীয় হবে না।

অতএব, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** যে কোন নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের এক মাত্র বেহেস্তী মূল দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে আর ইসলামে থাকে না বা মুসলিম থাকে না।

যাইহোক, **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" মুসলিম মানুষেরাতো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকেই মেনেছেন। এ দলটির উপরই চলেছেন। তাঁরাতো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তীদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বাদ দিয়ে ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে দিয়ে নতুন কোন দল-উদল গঠন করেন নি।

তা হলে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা সত্বেও আমাদের নবী

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বাদ দিয়ে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** এত সব দল কেন গঠন করে চলেছেন ?

এর অর্থ হল **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলো মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চাইতে বেশী জানে ও বেশী বুঝে । নাউজু বিল্লাহ ! তা না হলে তো তারা ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে এত সব দল-উপদল গঠন করতো না। অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাল্লামা তাঁর উম্মতকে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ব্যতীত ইসলামের নামে সকল দল-উপদল ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে মুসলিম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করবে না তাকে অমুসলিম ঘোষণা করেছেন। নিম্নে দুইখানা হাদিস শরীফের অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

(প্রথম হাদিস শরীফঃ) অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৮৬ এ বর্ণিত বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০ এর পূর্ণ হাদিস শরীফখানার অংশবিশেষ >> --

*** فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ***

অর্থঃ-তুমি (ইসলামের নামে গঠিত) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর)<<বাণী মোতাবেক ইসলামের নামে যে কোন দল-উপদল গঠন করা হারাম।

(দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ) অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-২২১- ২২২ এ বর্ণিত সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩ এর পূর্ণ হাদিস শরীফখানার অংশ বিশেষ >>--

*** أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ ***

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন----

১. শুনা (শুনতে) (**وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আন্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত **আলিম-ফকীহ, مَلِكٌ-مُلُوْكٌ**(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণ (আধুনিককালে রাষ্ট্রনায়কগণ), **أَمِيْرٌ - أُمَرَاءُ** (আমিরুন-উমারাউ) তথা শাসনকর্তাগণ প্রমুখগণের নির্দেশ শুনতে)

২. আনুগত্য করা (Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করে ও মেনে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আন্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত **আলিম-ফকীহ, مَلِكٌ-مُلُوْكٌ**(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণ (আধুনিককালে রাষ্ট্রনায়কগণ), **أَمِيْرٌ - أُمَرَاءُ** (আমিরুন-উমারাউ) তথা শাসনকর্তাগণ প্রমুখগণকে মানতে) (৬৭)

৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে)

৪. হিজরত করা (হিজরত করতে)

৫. اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথাأَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে) <<বাণীর ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয় মোতাবেক **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ

(৬৭) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করা ও মানা প্রসঙ্গে বিসতারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২, ৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা ও بَيْعَةٌ(বাইআ'ত) প্রসঙ্গে বিসতারিত জানতে ৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা ও মানা ফরজ। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত যে কোন সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** এত সব দল গঠন করে তারা হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী অনুসারে হিজরী চতুর্থশতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন **أَرْذَلُ** তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিমগণের অন্তর্ভূক্ত **أَرْذَلُ النَّاس الْمُسْلِمِ** তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম। কিন্তু বর্তমানেও **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতক উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষের এমন একটি দল রয়ে গেছে যারা কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** অন্য সব দলগুলোর কর্মী না হয়ে, সদস্য না হয়ে, এ সব দলগুলোর প্রচার না করে তারা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের এক মাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে উহার সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ মানেন, প্রচার করে থাকেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে মানতে, প্রচার করতে তারা আদিষ্ট (আদেশপ্রাপ্ত)। এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"ـ سُنَنُ أَبِي داوُدُ ـ (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه ـ(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي ـ (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ ـ (١٩٢٠) + بُخَارِيُ ـ (٧٣١١)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না", সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত **مَنْ خَالَفَهُمْ** পরিবর্তে **مَنْ يَخْذُلُهُمْ ,** সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ +সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মূসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু'বা থেকে বর্ণিত,বুখারী শরীফ (**وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ** > "তারা বিজয়ী" শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُرِيْدُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اَنَا قَا سِمِ و يُعْطِيْ الله وَ لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةَ عَلَى أَمْرِ الله(بُخَارِيُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا) لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّي يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ"ـ بتْخَارِيُ (٧٣١٢)

অর্থঃ-হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তাআ'লা দান করেন, আর আমি বন্টন কারী। আর এই উম্মৎ আল্লাহ তাআ'লার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (এ উম্মতের বিষয় সোজা-দৃঢ় থাকবে, বুখারী শরীফ)। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩১২।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : "مَنْ يُرِيْدُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ ، وَ لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْن عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ـ مُسْلِمٌ (١٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মে আইনি জ্ঞানসম্পন্ন করেন বা আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ করেন। আর মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-

১৯২৩।
এই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির সংখ্যা সব সময়েই সব যুগেই কম থাকবে।
যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---------------------------
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عن عبد الله بن مسعود قا ل : قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الإسلام بدأ غريبًا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء " سنن الترمذي ،(٢٢٢٨) (16921) مَسْنَدَ أَحْمَدَ
অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই ইসলাম গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক দিয়ে শুরু হয়েছে, অচিরেই উহা গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক নিয়েই ফিরে আসবে, খোশখবরী গুরাবাদের জন্য তথা অপরিচিতদের জন্য বা কম সংখ্যক লোকদের জন্য। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৬২৮।
দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ
عن عبد الرَّحْمَان بن سُنَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " بدأ الإسلام غريبًا ثُمَّ يعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء " ، (١٦٩٦١) مَسْنَدَ أَحْمَدَ
অর্থঃ-হযরত আব্দুর রহমান বিন সুন্নাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেন: ইসলাম গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক দিয়ে শুরু হয়েছে, অত:পর উহা গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক নিয়েই ফিরে আসবে, খোশখবরী গুরাবাদের জন্য তথা অপরিচিতদের জন্য বা কম সংখ্যক লোকদের জন্য। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস নং- **১৬৯৬১**।
তৃতীয় হাদিস শরীফঃ
عن ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " بدأ الإسلام غريبًا ثُمَّ يعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء "مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٥٦) + مَسْنَدَ أَحْمَدَ (١٦٩٦١)
অর্থঃ-হযরত ইবনু সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন , আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় ঈমান গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক দিয়ে শুরু হয়েছে, অত:পর উহা গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক নিয়েই ফিরে আসবে, খোশখবরী গুরাবাদের জন্য তথা অপরিচিতদের জন্য বা কম সংখ্যক লোকদের জন্য। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস নং- ৭৫৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস নং- **১৬৯৬১**।
উপরে আমি তিনটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি। তৃতীয় হাদিস শরীফখানাতে ঈমান শব্দ এসেছে। আর প্রথম হাদিস শরীফ ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফদ্বয়ে ইসলাম শব্দ এসেছে। এ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **ইসলাম ও ঈমান** এক ও অভিন্ন এবং একটি অপরটির সাথে উৎপ্রতোভাবে জড়িত।কিন্তু উপরে বর্ণিত তিনটি হাদিস শরীফেই **غَرِيْبٌ** (গরিবুন)শব্দটি এসেছে। এখন নিম্নে **غَرِيْبٌ** (গরিবুন)শব্দটির একটু ব্যখ্যা করা হচ্ছে।
غَرِيْبٌ শব্দটি হচ্ছে একটি আরবী শব্দ। এর অনেকগুলো অর্থ আছে। তম্মধ্য থেকে দুটি অর্থ এখানে প্রযোজ্য। **১.** অপরিচিত **২.** কম সংখ্যক। এখানে আমি উপরোক্ত দুটি অর্থেরই সন্নয় দেথাইয়েছি। ইসলামের সূচনা বা আরম্ভ অবস্থার সময়ের বেলায় **"কম সংখ্যক"** এবং ইসলামের শেষ অবস্থার সময়ের বেলায় **"অপরিচিত"** শব্দার্থ প্রয়োগ করেছি
এথন প্রশ্ন হল, হাদিস শরীফে উল্লেখিত **"কম সংখ্যক"** ও **"অপরিচিত"** শব্দদ্বয় কি বিষয়ের উপর এবং কোন অবস্থায় প্রয়োগ হবে।
الإسلام (ইসলাম) এর উপর না **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির উপর ?
এর উত্তর এ যে, **"কম সংখ্যক"** ও **"অপরিচিত"** শব্দদ্বয় **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির উপরই প্রয়োগ হবে এবং এটাই প্রযোজ্য হবে। এটা এ জন্য যে, কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত ইসলামের লোকের বা অনুসারীর সংখ্যা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এর পরিচিতি বাড়তেই থাকবে। কাজেই, **"কম সংখ্যক"** ও **"অপরিচিত"** শব্দদ্বয় ইসলামের উপর প্রয়োগ হবে না এবং

প্রযোজ্যও হবে না।

এদিকে কিয়ামতের সময় কাল আসন্ন হতে থাকলে " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ অনুসরন, প্রচারও প্রসার করার পরিবর্তে ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠনে অধিক আগ্রহী ও প্রবন হয়ে উঠবে বিধায় ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর সমষ্টির সংখ্যা ও অনুসারীর সংখ্যা বাড়বে কিন্তু এর পাশাপাশি **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির বিশ্বব্যাপী মোট অনুসারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে কমতে একেবারে হ্রাস পেতে থাকবে, এমনকি **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি সম্পর্কে স্বচ্ছ, সঠিক ও পোক্ত ধারণা এবং দলটির নাম "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে।

ফলশ্রুতিতে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের নিকট **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি প্রায় **"অপরিচিত"** হয়ে যেতে থাকবে। তাই, **"কম সংখ্যক"** ও **"অপরিচিত"**শব্দদ্বয় **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপরই প্রয়োগ হবে এবং এটাই প্রযোজ্য হবে। এখন সারা মুসলিম বিশ্বেই দল-উপদল গঠনের হিড়িক চলছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে হিফাজত করুন। তবে এ কথা স্মর্তব্য যে, " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের নিকট **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকবে, প্রচ্ছন্ন ধারণা থাকবে, তারা এই দলটির নাম মনে মনে ভাসাভাসি পোষণ করবে।

কিন্তু এই " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ্যে উহার সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ প্রচার ও প্রসার করতে আগ্রহী হবে না।

উপরোক্ত সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৬২৮ এর ব্যাখ্যামূলক ও পৃষ্ঠপোষকতামূলক আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আর একটি হাদিস শরীফ এখানে উল্লেখ করা হল।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---

عَنْ عَوْفٍ قَالَ :حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةَ الْمُزْنِيْ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ رَجَلٌ ، قَالَ : كَنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْمَجِيْنَةِ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ : يَا فُلاَنُ ، كَيْفَ سَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْعَتُ الإسلام ؟ قَالَ : سَمِعْتتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ :إِنَّ الإسلام بَدَأَ جَذَعًا ن ثُمَّ ثَنِيًّا ،ثُمَّ رَبَاعِيًّا، ثُمَّ سَدِيْسًا ، ثُمَّ بَازِلاً ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَمَا بَعْدَ الْبُزُوْلِ إِلاَّ النُّقْصَانُ ـ مَسْنَدَ أَحْمَدَ (١٦٠٤٤)

অর্থঃ-হযরত আউফ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আলকামা মুজনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: একজন লোক আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, "আমি মদিনাতে এমন একটি মজলিসে ছিলাম যেখানে ওমর বিন খাত্তাব ছিলেন, তিনি সম্প্রদায়ের একজন লোককে বললেন: হে উমুক, "তুমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইসলামের পরিচয় বা সংজ্ঞা কিভাবে করেছেন বলে শুনেছেন"? তিনি বলেছেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই ইসলাম (নতুন) তথা (রূপক অর্থে) যুবক বা নওয়োয়ান হিসেবে শুরু হয়েছে, অতপর দুটি, চারটি ও ছয়টি দাঁত গজিয়ে বিকাশ লাভ করতে করতে (একজন, দুজন, চার জন ও ছয় জন করে ইসলামে লোক প্রবেশ করতে করতে) পরবর্তীতে ইসলাম স্থিরতা বা পূর্ণতা লাভ করেছে। অতপর ওমর বিন খাত্তাব বলেন :"ইসলামের স্থিরতা বা পূর্ণতার পর হ্রাস ভিন্ন আর কিছু নেই"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬০৪৪।

অত্র হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইসলামের সূচনা বা আরম্ভ অবস্থাকে **جَذَعًا** (নতুন) তথা (রূপক অর্থে) যুবক বা নওয়োয়ান এবং পূনরায় ইসলামের শেষ অবস্থাকে **بَازِلاً** তথা পরিপূর্ণ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন ও ইসলামের শেষ অবস্থার বা ইসলামের **الْبُزُوْلِ** তথা পরিপূর্ণ অবস্থার পরের অবস্থাকে **النُّقْصَانُ** তথা হ্রাস ও **غريبًا** গরিব তথা অপরিচিত বা কম সংখ্যক লোক বলে অবহিত করেছেন অর্থাৎ কিয়ামত আসন্ন হলে ইসলামের অনূসারীর বাহ্যত: সংখ্যা বাড়বে কিন্তু **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির দলটির অনূসারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে।

جَذَعٌ ও **جِذْعٌ** শব্দদ্বয়কে দুইভাবে পড়া যায়।

(১). ج শব্দের শেষে যের দিয়ে ও **ذْ** শব্দের শেষে যজম বা সাকিন দিয়ে। তখন এর অর্থ হবে " কান্ড" । তখন **إِنَّ الإسلام بَدَأَ جِذْعًا**এর অর্থ হবে "নিশ্চয়ই ইসলাম একটি মাত্র কান্ডদিয়ে শুরু হয়েছে"।

(২.) جَ শব্দের শেষে যবর দিয়ে ও **ذَ** শব্দের শেষে যবর দিয়ে । তখন এর অর্থ হবে "নতুন" তথা (রূপক অর্থে) "যুবক বা নওয়োয়ান"। তখন **إِنَّ الإسلام بَدَأَ جَذَعًا** এর অর্থ হবে, "নিশ্চয়ই ইসলাম (নতুন) তথা (রূপক অর্থে) যুবক বা নওয়োয়ান হিসেবে শুরু হয়েছে"। শব্দগত পার্থক্য যাই হোক না কেন ভাবার্থ একই। সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা বা সূচনা অবস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে।

আর " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** "কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** অন্য সব দলগুলোর অনূসারীর সংখ্যা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দলগুলোর অনূসারীর সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বরং ধীরে ধীরে ক্ষণিক সময়ের জন্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। **"ক্ষণিক সময়ের জন্য"** বাক্যটি ব্যবহার করার কারণ এই যে, এই সব দল প্রতিষ্ঠাকালের সময়কাল পর্যন্ত অথবা তার উত্তরসুরীর সময়কাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থেকে পরবর্তীতে দ্রূত সময়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে। কারণ, এই দলগুলো মানুষ কর্তৃক গঠিত। কিন্তু **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি **السواد الاعظم** (আসসাওয়াদুল আ'যম)তথা **"বৃহত্তম দল"** নাম ধারন করে সর্বকালেই নীরবচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই এক নাগাড়ে বিদ্যমান থেকে কিয়ামত অবধি অক্ষুন্ন থাকবে। কখনো এ দলটির বিলুপ্তি ঘটবে না ও বিলীন হবে না। কারণ, এ দলটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে বলেনঃ ---------------------------------------

عَنْ أَبِيْ الدَّرْداء و أَبِيْ أُمَامَة و عَنْ أَنَسِ بنْ مَالِك، قَالُوا :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ": ذَرُوا الْمِرَاءَ ،فَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِلَ اِفْتَرَقُوْا عَلَى إِحْدَى و سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَالنَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ و سَبْعِيْنَ فِرْقَة ، كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلاَلَة إلا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ "، قَالُوا : يَا رسول الله صلي الله عليه وسلم وَ مَنِ السَّوادُ الْأَعْظَمُ ؟ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ ، وأَصْحَابِيْ مَنْ لَمْ يُمَارِ فِيْ دِيْنِ اللهِ ،و مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ بِذَنْبٍ غُفِرَ لَهُ ". (٧٥٥٣) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত আবু দারদা, আবু উমামা এবং আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : তোমরা তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দাও, নিশ্চয় বনী ইসরাঈলরা একাত্তুরটি (৭১টি) এবং নাসারাগণ(খ্রীষ্টাগণ) বাহাত্তুরটি (৭২টি)দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

السواد الاعظم(আসসাওয়াদুল আ'যম) তথা বৃহত্তম দলটি ছাড়া তাদের সকলেই **الضَّلاَلَة** তথা পথ ভ্রষ্টতায় (নিমজ্জিত) আছে বা ছিল। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, **السواد الاعظم** (আসসাওয়াদুল আ'যম) তথা বৃহত্তম দলটি কারা ? তিনি বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি।

(আর তারা হচ্ছে) যারা ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে না, ক্ষমা করারযোগ্য এমন গুনাহের কারনে তৌহিদবাদীকে কাফির বলে না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৫৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের))** "কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত দলগুলোর সংখ্যা বেশী হলেও **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"** তথা "উৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" থেকে শুরু করে বর্তমানসময় পর্যন্ত এক নাগাড়ে সর্বকালের জন্য বিদ্যমান থাকার ধারাবাহিকতা না থাকায় সময় সময় উৎপত্তি হওয়া এ দলগুলো হচ্ছে ছোট ছোট দল এবং এরূপ দলে-উপদলে বিভক্ত দলগুলো **الضَّلَالَةَ** তথা পথ ভ্রষ্টতায়(নিমজ্জিত) আছে এবং এ দলগুলোর অনূসারীরা হচ্ছে **ضَالُّوْنَ** তথা পথভ্রষ্ট। আর যারা দল-উপদলে বিভক্ত নহে এবং ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত দলগুলোর সাথে কোন সম্পর্ক রাখেনা তারা হচ্ছেন " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " তথা "উৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক নাগাড়ে সর্বকালের জন্য বিদ্যমান থাকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসা **السواد الاعظم** (আসসাওয়াদুল আ'যম) তথা বৃহত্তমদল পদবীসম্বলিত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দল নামে পরিচিত দলটির অনূসারী। উপরোক্ত হাদিস শরীফে(আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৫৩ এ) যে " **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ** " বাক্যখানা এসেছে এর দ্বারা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্ন বর্ণিত তিনটি পবিত্র হাদিস শরীফেবলেনঃ--

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اِفْتَرَقُوْوَاعَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَأَنَّ هَذِهِ المِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ،وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَ هِىَ الْجَمَاعَةُ" ـ سُنَنُ أَبِي دَاوُد, (٤٥٩٧)+ سُنَنُ إِبْنِ مَاجَه، (٣٩٩٣)+ مُسْنَدُ أَحْمَدَ، (١٢٦٧٤)

অর্থঃ-হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সাবধান ! তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত আহলুল কিতাব (ইয়াহুদিরা ও নাছারারা) ছিল তারা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এই দল (আমার দল) "অচিরেই ৭৩ (তিয়াত্তুর) দলে বিভক্ত হবে, বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), আর তা হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত), সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামান্য পার্থক্য সহ মুসনাদে আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৯৩)।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ ، أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ بني إسرائل تَفَرَّقَتْ إِحْدَي و سبعين فرقة فَهَلَكَتْ سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَخَلُصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَ إِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى إِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ،تَهْلِكُ إِحْدَي و سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ تِلْكَ الْفُرْقَة قَالَ : الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ -".(١٢٦٧٤)) في مُسْنَد أَحْمَد ـ

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক(রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই বনী ঈসরাইগন একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, সত্তুরটি দল ধ্বংস হয়েগিয়েছিল, একটি দল মুক্ত থেকে গেছে(পরিত্রাণ পেয়ে গেছে), আর নিশ্চয়ই আমার উম্মত অচিরেই বাহাত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি দল বেঁচে যাবে, তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), এরা কোন দল ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) **الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ** অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত), **(الْجَمَاعَةُ)** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪।

৩ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَوْفِ بِنْ مَالِكٍ ، قَا لَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى اِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وافترَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً و الَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة وَوَاحِدَةُ فِى الْجَنَّةِ ، وَاثْنَتَان وَسَبْعُوْنَ فِي النَّار" ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه ، و مَنْ هُي ؟ ، قَا لَ : " اَلْجَمَاعَةُ ".(١٤٥٥٥)) في المعجم الكبير للطبراني" .

অর্থঃ-হযরত আউফ বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারাও বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর যার হতে আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), তারা কারা? তিনি বললেন: তারা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫৫৫।

এই মাত্র উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফেই " **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى** "বাক্যাংশটুকুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গেছে। অতএব, **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিই হচ্ছে **السواد الاعظم** (আসসাওয়াদুল আ'যম) তথা বৃহত্তম দল। **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির বর্জনকারী বিভিন্ন দল-উপদলের অনুসারীদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইসলাম থেকেই বাদ দিয়েছেন। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে বলেনঃ----------

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهادُ والْهِجْرَةُ والْجَماعَةُ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِه إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فِإنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للّٰهِ وَاِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَاِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللّٰهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللّٰهِ " سنن التِّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ- হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন---

১. শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) (**وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত **আলিম-ফকীহ, مَلِكٌ-مُلُوْكٌ**(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণ (আধুনিককালে রাষ্ট্রনায়কগণ), **أُمَرَاءُ - أَمِيْرٌ** (আমিরুন-উমারাউ) তথা শাসনকর্তাগণ প্রমুখগণের নির্দেশ শুনতে)

২. আনুগত্য করা (Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম অনুসরণ করে ও মেনে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত **আলিম-ফকীহ, مَلِكٌ-مُلُوْكٌ**(মালিকুন-মুলুকুন) তথা রাজা-বাদশাহগণ (আধুনিককালে রাষ্ট্রনায়কগণ), **أُمَرَاءُ - أَمِيْرٌ** (আমিরুন-উমারাউ) তথা শাসনকর্তাগণ প্রমুখগণকে মানতে)

৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে)

৪. হিজরত করা (হিজরত করতে)

৫. **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ(অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল) সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)

বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন হে আল্লাহর বান্দাগণ", সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং-২৭৬৩।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি কম সংখ্যক লোক দিয়ে আরম্ভ হওয়ায় এ দলটিকে **جَذْعًا বা الغرباء** বলা হয়েছে। ধীরে ধীরে এ দলটির অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ইসলামের শেষ অবস্থা অর্থাৎ **اَلْنُزُوْلُ** তথা পরিপূর্ণতা অর্জনের পর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এ দলটিকেই পরবর্তীতে **السواد الاعظم** তথা বৃহত্তম দল বলে অভিহিত করেছেন। আর **السواد الاعظم**(আসসাওয়াদুল আ'যম) তথা বৃহত্তম দলটিকে অনুসরনের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনেক বাণী বলে গেছেন। তম্মধ্যে দুটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করলাম। হাদিস শরীফদ্বয় হচ্ছে--

عن أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم " سنن ابن ماجه، (٣٩٥٠)

অর্থঃ -হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেন: নিশ্চয়ই আমার উম্মৎ পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না, যখন তোমরা মতানৈক্য দেখবে তখন তোমাদেরকে **السواد الاعظم** তথা বৃহত্তম দলকে অনুসরন করতে হবে বা মানতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫০।

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : تفرقت بنو إسرائل علي إحدى و سبعين فرقة، و تفرقت النصاري على اثنين و سبعين فرقة، وأمتي تزيد عليهم فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم"(٧٢٠٢)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ আবি উমামা থেকে বর্ণিত, তিমন বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "বনী ঈসরাইলরা ৭১টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল , নাছারারা ৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মৎ তাদের চেয়ে একটি ফিরকা বা দল বৃদ্ধি হবে। **السواد الأعظم** (আসসাওয়াদুল আ'জম (তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সবগুলোই দোযখে যাবে। আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৭২০২।

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : تفرقت بنو إسرائل علي إحدى و سبعين فرقة، و تفرقت النصاري على اثنين و سبعين فرقة، وأمتي تزيد عليهم فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم"(7202)) في المعجم الاوسط للطبراني. + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٩٣٨+٣٩٤٤)

অর্থঃ আবি উমামা থেকে বর্ণিত, তিমন বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "বনী ঈসরাইলরা ৭১টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল , নাছারারা ৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মৎ তাদের চেয়ে একটি ফিরকা বা দল বৃদ্ধি হবে। **السواد الأعظم** (আসসাওয়াদুল আ'জম (তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সবগুলোই দোযখে যাবে। আল-আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২০২+ মুসনাদু আবু ইআলা, হাদিস শরীফ নং-৩৯৩৮+৩৯৪৪> রাবী হযরত অনাস বিন মালিক)।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত **السواد الأعظم** (আসসাওয়াদুল আ'জম) তথা বৃহত্তম দল বলতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) কেই বুঝানো হয়েছে।

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** পর থেকে কিয়ামতের সময় কাল আসন্ন হতে থাকলে ধীরে ধীরে এ দলটির অনুসারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে, এ দলটি সম্পর্কে পোক্ত ধারণা, এ দলটির ন"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে, নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের নিকট প্রায় অপরিচিত হয়ে যেতে থাকবে। তখন এ দলটিকে পূনরায় **الغرباء** অপরিচিতবলা হবে। অল্প সংখ্যক হলেও এই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি সর্বকালেই নীরবচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই এক নাগাড়ে বিদ্যমান থাকবে বিধায় এ দলটিই **السواد الاعظم** (আসসাওয়াদুল আ'যম)

তথা বৃহত্তম দল হিসেবে নাম ধারন করে কিয়ামত অবধি অক্ষুন্ন থাকবে। কারণ, এ দলটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের এক মাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল। "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত সব দলগুলো প্রতিষ্ঠাকালের সময় পর্যন্ত অথবা তার উত্তরসূরীর সময় কাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থেকে পরবর্তীতে দ্রুত সময়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে। কারণ, এ দলগুলো "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

উপসংহারঃ "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে গঠিত বিশেষকরে উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর অনুসারীদেরকে এবং সারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর অনূসারীদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, যেহেতু উপরোক্ত দল-উপদলগুলো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সময়কাল থেকে গঠিত হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বকালেই নীরবচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই এক নাগাড়ে বিদ্যমান হয়ে আসেনি সেহেতু উপরোক্ত নামসম্বলিত বা অনুরূপ কোন দল-উপদল সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অনৈক্য না ছড়িয়ে বরং আপনারা>>-------

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا * ـ مُسْلِمٌ (١٨٤٧) + سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (٧٠٨٤)+مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٧) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٠)

অর্থঃ-**তুমি (ইসলামের নামে গঠিত) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর)**<< বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭ + মুসতাদরাকুল হাকিম. হাদিস শরীফ নং-৩৯০,(পূর্ণঅঙ্গ হাদিস শরীফখনা অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-**৮৬, দ্রষ্টব্য)** **<<**বাণীর নির্দেশ মোতাবেক সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ করে নিজেদের দল-উপদলগুলোর নাম أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলেরনাম দিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ অনূসরন, প্রচার ও প্রসার করার কাজে আত্ননিয়োগ করে মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণী---

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩<<মোতাবেক ঐক্যবদ্ধ হউন।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণকে মনে রাখতে হবে যে, أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসারীরাই একমাত্র উত্তম মুসলিম মানুষ। أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনূসারী উত্তম মুসলিম মানুষগুলো أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের মধ্যেই কম সংখ্যক লোক নিয়েই বসবাস করবে।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের মধ্য হতে কম সংখ্যক লোকই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনূসারী হবে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের মধ্য হতে অধিকাংশ

লোকই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অবাধ্য হবে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেনঃ-------------------------------

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ طُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيْلَ مَنِ الْغُرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ أُنَاسٌ صَالِحُوْنَ فِى أُنَاسٍ سَوْءٍ كَثِيْرٍ مَنْ يَعْصِيْهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيْعُهُمْ ــ مسند أحمد، (٦٧٦٠)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: খোশখবরী/ সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য (অপরিচিতদের জন্য বা কম সংখ্যক লোকদের জন্য)। বলা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহি গুরাবা কারা? তিনি বললেন, তারা হচ্ছে অনেক নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে সৎলোক বা উত্তম লোক। এই নিকৃষ্ট লোকদের মধ্য হতে সৎলোক বা উত্তম লোকদের অনুগতদের চেয়ে অবাধ্যদের সংখ্যা বেশী। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৭৬০।

অতএব, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণকে দোযখ থেকে পরিত্রাণ পেতে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির পূর্ণ অনুসারী হতে, নিজেদের গঠিত নিজস্ব দলের নাম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম রাখতে বিনীত অনুরোধ করছি।

সুচিপত্র:

<u>أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" কিভাবে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে তার পদ্ধতিঃ</u>

<u>শিরোনাম:>> সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়া সম্পর্কে জানি।<<</u>

সূচনাঃ উপরে আমি" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত বা পরিগণিত হতে পারে তা আলোচনা করিনি।

এখন নিম্নে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত বা পরিগণিত হওয়ার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত ক্রমিক আকারে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **"সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে** পরিণত হতে হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুম) **(إِحْسَا نٍ -ইহসান)** তথা সুন্দরভাবে বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন করবেন। এটা এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) ঈমানের প্রসংশা করে বলেন---------------------------------------

"فَاِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ "ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةُ (١٣٧)

অর্থঃ-"যদি তারা তোমাদের ন্যয় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন"। ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে সাহাবীকেরামগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তাঁদের ঈমানের অনূরূপ ঈমান আনলে একজন মানুষ ঈমানদার বা বিশ্বাসী মানুষ হবে অন্যথায় মানুষ ঈমানদার বা বিশ্বাসী মানুষ হবে না। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) সম্পর্কে বলেছেন---

"**خير الناس قرني**"

অর্থঃ"সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী **(সাহাবীকেরামগণ)**।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত"**সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে"** সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) অনূসারী পরবর্তী তাবেঈদের অনুসরন করতে হবে, তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুসরন করতে হবে, তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, তাবেঈনগণ হচ্ছেন উত্তম লোক। তাঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন:---

"**وَالسَّابِقُوْنَ اْلاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ** "

অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (তাবেঈনগণ ওকিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) সুন্দরভাবে তথা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

"**خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم،"ـ الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِي (٢١٤٣)**

অর্থঃ" সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী, তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবেঈ'নদের শতাব্দী)।

আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

(৩) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত **"সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে"** তাবে'-তাবেঈনগনণর অনুসরন করতে হবে, তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুসরন করতে হবে এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, তাবে'-তাবেঈনগণ হচ্ছেন উত্তম লোক। তাঁদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন--

"**خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ " الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِي (٢١٤٣)**

অর্থঃ" সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী**(সাহাবীগণ)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবেঈগণ)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবে'-তাবেঈনগন)**,তারপর পরবর্তী লোকেরা সর্বনিকৃষ্ট। আল- আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

(৪) " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক সংকলিত ও

লিখিত সব হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে হিজরী সালের অগ্রগামিতার ক্রমানূসারে অধ্যয়ন ও পাঠ করতে হবে । প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ বাদ দিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘ সময়(হিজরী ২৫০ বছর) অতিক্রান্তের পর **তৃতীয় হিজরী সালে লিখিত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ** নামে পরিচিত ছয়টি হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে শুধু সিহাহ ছিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থ অভিহিত না করে বরং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে সংকলিত ও লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে অত্যাধিক সহীহ বা বিশুদ্ধ মনে করে অধ্যয়ন ও পাঠ করতে হবে। সিহাহ ছিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থসমূহের সংকলক মুহাদ্দিছগণের মধ্যে **বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফের** সংকলকগণের উস্তাদ ছিলেন হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহু এবং **বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের** সংকলকদ্বয়ের উস্তাদ ছিলেন আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাদিঅলাহু আনহুর হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের নাম **"মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ"** এবং আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী রাদিঅলাহু আনহুর হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের নাম **"মুসান্নাফু আবি শাইবা"** ।

দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহের নাম ক্রমিকঅনূসারে নিম্নে দেওয়া হল।

১. কিতাবুল আছার লি আবিহানিফা অথবা **মুসনাদু-** ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি ।

২. মোআত্তা- ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩-১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি।

৩.কিতাবুল যুহদ -আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮১ হিজরী । **৪. জামে'** -সুফিয়ান সাওরী- জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-০০০ হিজরী। **৫. মুয়াত্তা** - ইমাম মুহাম্মদ (মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী), জন্ম-১৩২ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮৯ হিজরী।

৬. মুসনাদু - আবু দাউদ তায়ালাসী, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী।

৭.মুছান্নাফু - আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৮. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি। **৯.মুসনাদু-** ইমাম শাফিয়ী ও **১০.** তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত **"কিতাবুল উম্মি"**, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০-২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন । **১১. মুসনাদুল হুমাইদি-**প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আল যুবাইর আল করশি, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫৮-২১৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২০৬২ টি। **১২. মুসান্নাফু** - লাইছ ইবনু সায়াদ, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৫ হিজরী।

১৩. মুসান্নাফু-সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৯৮ হিজরী। **১৪. মুসনাদু-** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন। **১৫..সুনানু দারেমি-** প্রণেতার নাম-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি। **১৬.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ-** প্রণেতার নাম-ইয়াকুব বিন ইসহাক আসফারাঈ, জন্ম-ইনতিকালঃ ০০-৩১২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫১ টি।

(৫) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**((হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভূক্ত **"সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে"** এ বিষয়টি ভাল করে মেনে নিতে হবে যে, **خير القرون الثلاثة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা **"উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর** ভিতর নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের কার্যক্রম আদায়-পরিচালন, পরিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কর্ম-কান্ড ইত্যাদি আদেশ-নিষেধ বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় অনুশাসন পালনের জন্য**خير القرون الثلاثة** তথা **"উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর"** উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক মাসআলার জন্য প্রণীত-মীমাংসীত সমাধান এবং প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা যাবে না, যে কোন বিষয়ে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিপরীত কোন নতুন সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

(৬) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**" সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** **তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"** উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে উন্নীত হতে চাইলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহে)** গঠিত সব দল-উপদল ছেড়ে দিয়ে ঘরে-বাহিরে, সমাজে-মহল্লায়, ওয়াজ-মাহফিলে ও সভা-সম্মেলনে ইত্যাদি স্থানসমূহে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তার উপর প্রকাশ্যে আলোচনা-পর্যালোচনাসহ অনুসরন, প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন হতে হবে এবং " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা **"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"** সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়, মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে।

আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, **خير القرون الثلاثة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা **"উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর"** উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা-মণীষীকেরামগণ কর্তৃক প্রণীত-মীমাংসীত সমাধান বা মাসআলার এবং প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা এবং তাঁদের মীমাংসীত ও প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন নতুন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে **أَرْذَلُ النَّاس اَلْمُسْلِم** তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের চিহ্ন।

(৭) "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা **"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর** ভিতর তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকার মধ্যে যাদের নাম রয়েছে তাঁদের স্বপক্ষে থাকা, তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলা, তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করা, প্রসংশা করা ও "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের সমর্থন করাই হচ্ছে সাহাবীকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সত্যিকার মুমিন-মুসলিম তথা **সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানদারের নিদর্শন|**

"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**" তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলা, তাঁদের দূর্নাম করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ করা এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে **أَرْذَلُ النَّاس اَلْمُسْلِم** তথা **সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষর নিদর্শন।**

(৮)"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) "সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে"** এটা জানতে হবে যে, " **اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী জীবন্ত দল। **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল হচ্ছে যেমন সকল নবী ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লামা আলাইহিম) এবং তাঁদের উম্মতদের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার অনূগ্রপ্রাপ্ত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একটি বেহেস্তী মূল দল। ঠিক তেমনিভাবে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট (আদেশ প্রাপ্ত)আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের মানষের জন্য একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) "সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে"** **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মনে-প্রাণে মানতে হবে, এ দলটিকে মানা ফরজ মনে করতে হবে, এ দলটির অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, এ দলটির ব্যাপক প্রচার-প্রসারে আত্ননিয়োগ করতে হবে, এ দলটি ব্যতীত মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত কোন নামে বা ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))**নতুন নতুন দলগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, কেউ নিজ দলের নাম ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত কোন নামে বা ভিন্ন ভিন্ন নামে নতুন নতুন দল নাম ধারন করলে বা গ্রহণ করলে সে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । তখন কেউ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত করলে সেই ইবাদত আল্লাহ তাআ'লা কবুল করেন না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফ রয়েছে। হাদিস শরীফ খানা নিম্নে দেওয়া হল।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" مَنْ عَمِلَ لِلهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَابَ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ وَإِنْ أَخْطَأَ غَفَرَ لَهُ، وَ مَنْ عَمِلَ للهِ فِي الْفُرْقَةِ فَإِنْ أَصَابَ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللهُ ، وَ إِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(٥١٧٠) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলের মধ্যে থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সেই আমল কবুল করেন না, আর যদি তার সেই আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১৭০।

(৯) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)) "সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে"** এরকম মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে যে, শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে ফরজ-হারাম-নিন্দনীয় বিদআ'ত বলে বা ঘোষণা করে কোন রায়-মতামত এবং ফতওয়া দেওয়া যাবে না। এমতাবস্তায় বলতে হবে যে, এ গুলো হচ্ছে এক দিকে **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** অন্য দিকে এ গুলোকে এর নিজস্ব মূল পরিচিতি নাম **"মুবাহ ও জায়িয"** ব্যতীত ফরজ-হারাম বলার অধিকার আমার নেই। এরূপ অধিকার এক মাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ ও **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

সমাপ্ত

সুচিপত্র:

<u>"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনির)সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের কতগুলো চিহ্ন ও গুণাবলীঃ</u>

সূচনাঃ أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" কিভাবে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষের মত পরিণত হতে পারে তার পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সবেমাত্র সমাপ্ত হল।

এখন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনির) সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের কতগুলো চিহ্ন ও গুণাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা।

(১) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত ,প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেন।

(২) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহওআল জামাআ'ত) নামধারী আলিম মুসলিম হবেন।

তিনি শরীয়ত সমর্থিত,আইন বহির্ভূত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللّٰهُ)"** বলবেন এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণ্য করবেন।**("মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللّٰهُ)") সম্পর্কে জানতে ২৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)**

(৩) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম শরীয়ত সমর্থিত, আইন বহির্ভূত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল,প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে **"মুবাহ ও জায়িয বিষয়"** বলবেন।

(৪) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম শরীয়ত সমর্থিত, আইন বহির্ভূত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল,প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে কোন অবস্থাতেই **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণের ন্যায় নিন্দনীয় বিদআ'ত **(بِدْعَةٌ)**, ফরজ-হারাম বলবেন না।

(৫) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে যদি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বাণী ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্পষ্ট হাদিস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় কোন মতামত প্রকাশ না করে চুপ থাকা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত বা গুণ। আর এটা হচ্ছে নবী আলাইহিমুস সালামগনের **ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শনও** বটে। যেমন- কোন অজানা বিষয়ে চুপ থাকার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশা করে বলেনঃ-

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحَى "- سُوْرَةُ النَّجْمِ ـ ت الْأَيَةُ (٣)

অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না"। ছুরা নজম, আয়াত নং-৩।
কেউ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত থাকতে চান এবং **"ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া"** খেতাব পেতে চান তাকে কিন্তু মতবিরোধী বিষয়গুলোতে চুপ থাকার অথবা মতামত প্রকাশ না করার নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ অথবা **"মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)**(সম্বলিত হাদিস শরীফ" অনুসারে আমল করা ফরজ। (**"মহান আল্লাহ তআ'লার নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৩০২ দ্রষ্টব্য)

"মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)(সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই ------------------------------------

"عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزَاحِمِ، قال:اِجْتَمَعْتُ أنا وطاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بِنْ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا اَلْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : أَنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قَال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءِ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِنْ عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.))" (٨٩٣٨)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ-হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাউস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতিপয়গুলো বিষয় থেকে তিনি চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভুর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।
এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায় আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে।
অতএব, পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে,করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই ঘটাচ্ছেন এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই। এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সুযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন। এতদসত্বেও এই সহজলভ্য সুযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে। এই সুযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা। **বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম "মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)**(সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার বিপরীত

মতামত, রায় এবং ফতওয়া দানকারীকে অমুসলিম হিসেবে গণ্য করবেন ।

(৬) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম হিজরী তিনশত ১২ বৎসরের " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" মধ্যে জন্ম গ্রনকারী উলামাগনের লিখিত কিতাব থেকে জ্ঞান অর্জন করবেন। তিনি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** নিকৃষ্ট উলামা কর্তৃক লিখিত কোন কিতাব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়বেন না । কারণ, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর উলামা হচ্ছেন "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম মানুষ। তবে হাঁ, "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম মানুষ যদি " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত **الْاِجْتِهَادُ**, তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয় এবং **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) **তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী আলিম মুসলিম হয়ে থাকেন তা হলে তখন বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** উলামা কর্তৃক লিখিত কিতাব বা গ্রন্থ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

(৭) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" মধ্যে লিখিত হাদিস শরীফের সমস্ত কিতাবসমূহ, কুরআন শরীফের তাফসীরের কিতাবসমূহ ও প্রয়োজনীয় ফিকহের কিতাবসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়বেন । কওমী ও আলিয়া মাদরাসা (সরকারি মাদরাসা বা সরকার অনুমোদিত মাদরাসা) পর্যায়ের সীমাবদ্ধ **(نِصَا ب /নিসাবভূক্ত)** সিলেবাসভূক্ত আলিম হবেন না। বরং সিলেবাসবিহীন ব্যাপক অধ্যয়ন কারী আলিম হবেন । আরো অন্যান্য গুণাবলীও রয়েছে তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে ।

সতর্কতাঃ أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)তথা"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণ " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন মুসলিম উলামার প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে উৎকৃষ্ট উলামার গুণসম্পন্ন আলিম না হয়ে থাকেন তবে তার সংকলিত ও লিখিত (**التَّفْسِيْرِ**-তাফসীর)ও উসুলুততাফসীর" (**أُصُوْلُ التَّفْسِيْرِ**),(**شَرْحُ الْحَدِيْثِ** -হাদিস শরীফের ব্যখ্যা)"উসুলুল হাদিস শরীফ" **(أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ**) ও **(الْفِقْهِ-ফিকহ)** , **أُصُوْلُ الْفِقْهِ** (উসুলুল ফিকহ) গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা যাবে না এবং তাদের ওয়াজ-নসীহত শোনা যাবেনা। কারণ, তারা এখনো মুনাফিক মুসলিম (কপট মুসলিম)। মুনাফিক মুসলিম (কপট মুসলিম)থেকে বাঁচতে হলে তাদেরকে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন মুসলিম উলামার প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখতে হবে।

সূচীপত্রঃ

মুমিন-মুসলিম হওয়ার সার্টিফিকেট বা সনদ এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদঃ

সূচনাঃ কোন কিছু অর্জন বা প্রদান করার জন্য প্রত্যেকটি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কোন না কোন **সার্টিফিকেট বা সনদ** থাকা প্রয়োজন হয়। আধুনিক সময়ে পার্থিব সমস্ত কাজে উদাহরণসরূপ চাকুরী পেতে, আয়কর দিতে, পরীক্ষায় পাশ করলে পরীক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট বা সনদ দেওয়া-নেওয়ার প্রয়োজন হয়। ঠিক তেমনিভাবে ধর্মীয় বিষয়ে তো একজন মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট **মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ** থাকা একান্ত প্রয়োজন। **মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ** ছাড়া একজন মানুষ কিভাবে মুসলিম হবে, কিভাবে জান্নাতে যাবে ?
" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুলকরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ** দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান জগতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তো এখন দৃশ্যমান অবস্থায় বিদ্যমান নেই। তাহলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ কিভাবে এবং কোথা থেকে অর্জন করবেন?
এর অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণামূলক উত্তর এই যে, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মুসলিমগণ প্রাকৃতিকভাবেই বা স্বাভাবিকভাবেই জন্মসূত্রে সামাজিক মুসলিম হওয়ায় নিজেরাই নিজেদেরকে মুসলিম বলেন এবং অন্য জাতির নিকট নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার জন্য " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের অনূরূপ তাদের কোন ধর্মীয় সার্টিফিকেট বা সনদ নাই।
" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জান্নাতী বলেছেন এবং "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিমগণকে কল্যাণহীন, গুরুত্বহীন ও নিকৃষ্ট মুসলিম বলে অভিহিত করেছেন।
এতে বুঝা গেল যে, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ হচ্ছেন বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিমগণ হচ্ছেন বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদবিহীন নিকৃষ্ট মুসলিম ।
এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তিন প্রকার মুসলিম মানুষের বেহেস্তে প্রবেশের সুনিশ্চিত সার্টিফিকেট রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণিত হল।
#**(১)** সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম) বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। তাঁরা বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত ও হাদিস শরীফে অনেক বাণী রয়েছে। এই বিষয়টি সকলের নিকট ভালভাবেই বোধগম্য। যেমন-------------------------------

(ক ০১) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ-------------------------------------

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ (١٠٠)

অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (পরবর্তী মুসলমান তাবেঈ'গণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদেরকে (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে) **إِحْسَا نٍ** (ইহসান) তথা সুন্দরভাবে বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।

(খ ০২) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

"لاَ يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوْا مِنْ بَعْدُ وَ كُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ـ سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ (١٠)

অর্থঃ- "তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তাঁরা এবং পরবর্তীরা সমান নহে, তারা তাদের অপেক্ষা মযাদায় শেষ্ঠ যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ তাদের উভয়ের কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"। সুরা হাদিদ,আয়াত নং-১০।

(গ ০৩) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

" إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ـ أُلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ـ سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاء (لْاَيَةُ- ١٠١)

অর্থঃ-যাদের জন্য আমাদের থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাঁরা উহা (দোযখ) থেকে দূরে রয়েছে।*ছুরা হাদিদ,আয়াত নং-১০১*। (ঘ ০৪) আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) ঈমানের প্রসংশা করে বলেনঃ----------------------------------- পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

"فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ، ـــ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ(١٣٧)

অর্থঃ-"যদি তারা তোমাদের ন্যায় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবে তাদের ঈমানই মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন। আর যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবেনা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাক্তিবর্গ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন । অতএব, উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য **মানদন্ড**।

(ঙ ০৫) হাদিস শরীফের বাণীঃ --

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (١٤٣٩٤)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী') দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে (তাবে'-তাবেঈন) সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

#**(২)** তাবেঈনগ ((রাদিআল্লাহ আনহুম) বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়ার বিষয়টিও একরকম স্পষ্টই । তাঁরা বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়া সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে

অনেক আয়াত ও হাদিস শরীফে অনেক বাণী রয়েছে।

(ক ০১) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

ـــ" وَالَّذِيْن اِتَّبَعُوْا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ" سُوْرَةُ التَّوبَةِ (١٠٠)

অর্থঃ- এবং যারা (পরবর্তী মুসলমান (তাবেঈ'গণ) যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের)(**إِحْسَانٍ** - ইহসান) তথা সুন্দরভাবে বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।

(খ) হাদিস শরীফের বাণীঃ---

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأَى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (١٤٣٩٤) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী') দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে (তাবে'-তাবেঈন) সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

#(৩) তাবে'- তাবেঈনগণ ((রাদিআল্লাহ আনহুম) বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়া সম্পের্কে পবিত্র কুরআনে পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত রয়েছে । তাবে'- তাবেঈনগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত বুঝতে একজন মুসলিম মানুষকে গভীর জ্ঞাণী হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে হাদিস শরীফে অনেক বাণী রয়েছে। তম্মধ্যে নিম্নে একখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

উপরে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে অনেক হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল। অবশিষ্ট হাদিস শরীফগুলো " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী প্রসঙ্গ নামক অধ্যায়ে এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী নামক" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অধ্যায়ে দেখে নেওয়ার জন্য পাঠকবর্গকে অনূরোধ করা হল।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأَى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا.(١٤٣٩٤) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা(রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন: "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী') দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবে'-তাবেঈন) দোযখে প্রবেশ করবে না" ।আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪। উপরে বর্ণিত একখানা হাদিস শরীফেই সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের),তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের(রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) বেহেস্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হওয়ায় তিন শ্রেণির বেলায়ই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিন্ন কালি দিয়ে আন্ডার লাইন করে চিহ্নিত করে উক্ত একখানা হাদিস শরীফই তিন শ্রেণির নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ।

সূচীপত্রঃ

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ অর্জন করার পদ্ধতিঃ

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত একজন নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের(রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) সকলকে ভালবেসে তাঁদের কোন একজনের বিরোধিতা না করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ করে, পরস্পরপর বিরোধী হাদিস শরীফসমূহের মধ্যে নিজ থেকে কোন নতুন সিদ্ধান্ত না দিয়ে নবী আলাইহিমুস সালামগনের **"ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শন"** স্বরূপ কোন অজানা বিষয়ে চুপ থেকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশায় মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ---

" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَ وَحْى يُوْحَى "۔ سُوْرَةُ النَّجْمِ ۔ الْأَيَةُ (٣)

((অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না" । সুরা নজম, আয়াত নং-৩)) এর আলোকে অনুপ্রাণিত হয়ে চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করে তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের(রাদিআল্লাহ আনহুমগণের)যে কোন একজনের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম **(68)**, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হলেই তিনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট **মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম হবেন।**

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মুসলিম মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট সনদধারী মুমিন-মুসলিম হতে হলে একান্ত

([68])**পরস্পর বিরোধী হাদিসসমূহের মধ্যে যে হাদিস শরীফখানার উপর** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম) জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন উহাই হচ্ছে **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম বলে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কর্তৃক পালনকৃত/বাস্তবায়নকৃত **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) বা নিয়মকে **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রবর্তিত নিয়ম বলে। **হাদিসসমূহের মধ্যে কোনটি** **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম তা " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণ), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণ) গবেষণা করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁদের এরূপ **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মকেই হাদিস শরীফে উল্লেখিত " **فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ** " তথা অনুরূপ বা সমমান ফরজ (হুকুম বা আদেশের দিক দিয়ে নয়, আমলের দিক দিয়ে কুরআন ও সুন্নার অনুরূপ বা সমমান ফরজ) বলে।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : " اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اَيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ ۔ سنن أبو داود (6885)، سنن إبن ماجة (53)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইল্ম বা জ্ঞান তিনটি (তিন প্রকার)। এ ব্যাতিত যা আছে তা অতিরিক্ত।
১. **اَيَةٌ مُحْكَمَةٌ** (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সুদৃঢ় বা পরস্পর বিরোধমুক্ত আয়াত,
২. **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** (সুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রবর্তিত নিয়ম,
৩. **فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ** (ফারিদাতুন আ'দিলাতুন) তথা অনুরূপ বা সমমান ফরজ। সুনানে আবু দাউদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৩।)

গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হল তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কত জন মুসলিম আলিম মনীষী ছিলেন এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ কোথায় রয়েছে তা অনুসন্ধান করে, খোঁজে বের করে সংগ্রহ করা ও তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া। **(69)** কারণ, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলিম মানুষগণ হচ্ছেন "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর”(চতুর্থ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালের)অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তাআ’লার রাসুল আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য মানদন্ড, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুমগণ) হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে তাবেঈ’ ও তাবে’- তাবেঈ’নগণের জন্য **মানদন্ড** আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ’লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম)জন্য **মানদন্ড** এবং " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহআনহুম), তাবেঈ” ও তাবে’-তাবেঈনগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে) সম্মাণ করার বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে । তম্মধ্যে নিম্নে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

হাদিস শরীফখানা এই--

عن عمر بن الخطاب :ذكر رسول الله الله صلي الله عليه وسلم ثم قال لهم "إن يد الله علي الجماعة والفذ مع الشيطان و إن الحق أصل في الجنة و أن الباطل أصل في النار، ألا, إن أصحابي خياركم فأكرموهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب والهرج"(٦٤٠٥) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ-হযরত ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ “ **اَلْجَمَاعَةُ** "(আল-জামাআ’ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির উপর। একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে। সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার **সাহাবাগণ** হচ্ছেন তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবেঈ’দের)** সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবে’-তাবেঈ’নগণের)** সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যার ও হারজ তথা খুনাখুনির প্রকাশ পাবে। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে যে সম্মাণ প্রদর্শনের কথাটি এসেছে সেই সম্মাণ প্রদর্শনের পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা হচ্ছে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন মুসলিম মানুষের বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা, বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া।

সতর্কতাঃ" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’- তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন কোন মুসলিম উলামার প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম “**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**”(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত”) নামে নাম রেখে নিজ নিজ ঘরে পরিবার-পরিজন,সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সভা-সমিতিতে, ওয়াজ-মাহফিলে, সেমিনার-সম্মেলন ইত্যাদিতে শ্রোতাদের সাথে, নিজ এলাকায় মসজিদে , নিজ মহল্লায়-নিজ গ্রামে মুসলিম জনগণের সাথে, নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা করলেই একজন মুসলিম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলবদ্ধ হল।

---

(69) **(তাবেঈ’ ও তাবে’- তাবেঈ’নগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা>পৃষ্ঠা নং-৩৭৯ দ্রষ্টব্য)** ।

সূচীপত্রঃ

مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (মা'রিফাতু আহলিচ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) বা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত এর পরিচয় সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

শিরোনাম:

>>مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (মা'রিফাতু আহলিচ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) বা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত এর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানি<<

সুচনা: বর্তমান এই অধ্যায়টিতে একই প্রসঙ্গে ১০টি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত আছে। পরিচ্ছেদগুলো সুচি আকারে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। পরবর্তীতে আলোচিতব্য পরিচ্ছেদগুলো ক্রমিক অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল- জামাআ'ত): আহলুসসুন্নাহ ওআল -জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ:

(২নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনা:

(৩নং). " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا "

(অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না, ছুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর ব্যাখ্যা:

(৪নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম করণের উৎস:

(৫নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগকারীর অশুভ পরিণতি এবং অবস্থা:

(৬নং). أهل السنة و ألجماعة (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা:

(৭নং). لزوم أهل السنة و الجماعة والإعتصام بِهَا (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির সাথে লেগে থাকা সম্পর্কে আলোচনা:

(৮নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেন ?

(৯নং). ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য এবং **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট:

(১০নং). أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি পালন করার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

উপরে আলোচিতব্য ১০টি পরিচ্ছেদ ক্রমিক অনুসারে উল্লেখের পর এখন আমি **أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় সম্পর্কে আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছি। এর পর ১ নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল- জামাআ'ত): আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

পূর্বের কথামত এই কিতাব বা গ্রন্থের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমুহ" এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়টিতে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** নামে দলটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

"الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল। এখন "أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ "নামে দলটি হচ্ছে **'ওহী'**র মাধ্যমে অদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের মুসলিমগণের জন্য ধর্মের প্রকৃত ও মূল দল।
যেমন হযরত হুযায়ফাতা ইয়ামানীর এক প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁরই পবিত্র হাদিস শরীফের এক খন্ড বাক্যে বলেছেন-- - -

قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِمَامَهُمْ" فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَ لاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ـ فِى مُسْلِمٍ (١٨٤٧) + في سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (٧٠٨٤)+مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٧) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٠)

তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: তখন তুমি **মুসলমানদের জামাআ'ত** **(الْجَمَاعَةُ) (জামাআ'ত)**নামে দলকে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)) নামে দলটিকে এবং তাদের ইমামকে(নেতাকে) ধরে থাকবে, আর আমি বললাম: যদি তাদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি না থাকে এবং তাদের ইমামও(নেতাও) না থাকে ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তুমি (ইসলামের নামে গঠিত) **সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর** (([৭০] (ইসলামের নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর)। আর তুমি এইরূপই করবে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০।

" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ " ("আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত") সম্পর্কে আনুষঙ্গিক বিস্তারিত আলোচনা শুরু:

প্রশ্ন:-" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ " ("আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত") কি এবং কেন?

" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ " ("আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত") হচ্ছে তিনটি শব্দের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ যৌগিক শব্দ বা বাক্য। ইসলাম ধর্মে এই তিনটি শব্দের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ যৌগিক শব্দ বা বাক্যটি হচ্ছে পূর্ববর্তী কিতাবধারী

---

[৭০] **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَ يَسْخَطُ ثَلاَثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ مَالٍ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (٧٩٢١)**

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট আর তিনি তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট। আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট তা হচ্ছে--

১. তোমরা তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুর অংশীদার করবে না
২. তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম, কুরআন, ধর্ম ইত্যাদিকে) একদলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরবে ও দলে-উপদলে (ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলে-উপদলে) বিভক্ত হবে না।
৩. আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন (খলিফা, আমির, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি বানিয়েছেন) তাদেরকে তোমরা পরামর্শ-উপদেশ দিবে।

আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য অসন্তুষ্ট তা হচ্ছে---

১. অনর্থক কথা-বার্তা বলা
২. মাল-সম্পদ নষ্ট করা
৩. অধিক প্রশ্ন করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ. হাদিস শরীফ নং-৭৯২১।

ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের নবী-রাসুলদ্বয় হযরত মুসা ও ইসা আলাইহিমুসসালামগণের উম্মতসহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশসম্বলিত ফরজ হিসেবে পালনীয় মুসলিমগণের জন্য ইসলামের একটি বেহেস্তী মূলদল। মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশখানা হচ্ছে---

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا ـ" سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ-তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর। ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩।

পবিত্র কুরআনের ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এ যেইখানে **"جَمِيْعًا"** (জামিআ'ন) তথা **"এক দলবদ্ধ হয়ে/একতাবদ্ধ হয়ে"** শব্দটি এসেছে হাদিস শরীফে সেই শব্দটিকেই আরো সহজবোধগম্য শব্দ **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) নামে **"দলবদ্ধ হয়ে"** শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--------

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ :" وَ أَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةَ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ " سنن التّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫. اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করতে (অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে")। সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩)।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে ৫নং বিষয়টিতে **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) তথা **"দল"** শব্দটি এসেছে। এই **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত)নামে **"দল"** শব্দটি **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে বেহেস্তী দলটির **"সংক্ষিপ্ত রূপ"**। **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) হচ্ছে- **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত)নামে দলটির **"বিস্তৃত রূপ"**। **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** শব্দ বা বাক্যটির বিস্তৃত রূপ সম্পর্কে জানতে পৃষ্ঠা নং-২১২ এ **اَلْجَمَاعَةِ** এবং **السُّنَّةِ** শব্দদ্বয়ের এক সাথে যুক্তকরনের ব্যাখ্যা" দেখুন।)

উপরে পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াত শরীফে ব্যবহৃত **"جَمِيْعٌ"** (জামিউ'ন) তথা **"এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ"** শব্দটিতে এবং পবিত্র হাদিস শরীফে ব্যবহৃত **اَلْجَمَاعَةِ** (আল-জামাআ'ত) তথা **"দল"** শব্দটির মধ্যে যেই পরস্পর গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা আরো স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলার জন্য নিম্নে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকখানা হাদিস শরীফ উপস্থাপন করছি।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضَرِيْحِ الأَشْجَعِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ جَمَاعَتِهِمْ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ"(٥٤٠٠) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই'(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার **جَمِيْعٌ**"(জামিউ'ন) তথা **এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ** উম্মতের বিরোধিতা করে **اَلْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪০০।

(দ্বিতীয় হাদিস শরীফ)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَنْ عَلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " من مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ مُجْتَمِيْعُوْنَ ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ"ـ في مصنف عبد الرزاق (٢٠٧١٣)

অর্থঃ-----আরফাজাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:"যে কেহ আমার **جَمِيْعٌ**"(জামিউ'ন) তথা **এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ** উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৭১৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن عرفجة بن شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِي هَنَاتٌ و هَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعٌ ، فاقتلوه كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ، "" ـ في مسند أحمد (١٩٣٠٤)

অর্থঃ আরফাজাহ বিন শুরাইহিল আসলামি (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: অচিরেই আমার পরে অনেক বিপদ-দূর্যোগ হবে, এবং তিনি হাত তোলে (বলেন) "তোমরা যাকে দেখবে মুহাম্মাদের "**جَمِيْعٌ**"(জামিউ'ন) তথা **এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ** উম্মতের(**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**- আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'তনামে দলবদ্ধ উম্মতের) মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৩০৪।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". " ـ في المعجم الكبير للطبراني (٤٩٠)

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে কেহ আমার "**جَمِيْعٌ**" (জামিউ'ন) তথা **এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ** উম্মতের(**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের) মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" مَنْ عَمِلَ لِلهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَابَ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْه ، وإن أخطأ غفر له، و من عمل لله في الفرقة فإن أصَابَ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللهُ ، وَ إِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" ـ في المعجم الاوسط للطبراني (٥١٧٠)

অর্থঃ- ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে কেহ "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির ভিতরে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন। আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করবেন না, আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১৭০।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" مَنْ عَمِلَ لِلهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَا بَ قَبَّلَ اللهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ غَفَرَ لَهُ، وَ مَنْ عَمِلَ يَبْتَغِي الفُرْقَةَ فَأَصَابَ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللهُ ، وَ إِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ ـ النَّارِ "في المعجم الكبير للطبراني (١٢٣٠٣)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে কেহ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির ভিতরে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায়

তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সেই আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছায় আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না, আর যদি তার সেই আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩০৩। উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে **"جَمِيْعً"** (জামিউ'ন)এবং **"الْجَمَاعَةُ "**(আল-জামাআ'ত) শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ব্যবহৃত **"جَمِيْعً"** (জামিউ'ন)এবং **"الْجَمَاعَةُ "**(আল-জামাআ'ত) শব্দদ্বয়ের বাহ্যিক অবয়ব-আকার ভিন্নতর হলেও উভয় শব্দের অর্থ, ভাব ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বেহেস্তী দল বলার কারণ এই যে, এই দলটি মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁরই রাসুল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশে প্রবর্তিত দল হওয়ায় **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বেহেস্তী দল বলা হয়েছে। তাই, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানা, প্রকাশ্যে প্রচার করা ও এই দলটির অনুসারী হওয়া প্রত্যেক মুসলিম মানুষের উপর ফরজ।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানা, প্রকাশ্যে প্রচার করা ও এই দলটির অনুসারী হওয়া প্রত্যেক মুসলিম মানুষের উপর ফরজ করার কারন এই যে, মুসলিম মানুষ একটি দলবদ্ধ থাকলে ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের সৃষ্টি হবেনা।

একই মত-পথে চললে মুসলিম মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় থাকবে। বিভিন্ন দল-উপদল গঠনের সুযোগ দেওয়া হলে বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর কার্যাবলী দেখতে বাস্তবে যতই উত্তম, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হউক না কেন তা প্রত্যাখান করে মুসলিম মানুষ একটি দলবদ্ধ না থাকলে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির বন্যা প্রবাহিত করে ফেলবে। কারণ, বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর অনুসারীরা প্রত্যেকেই নিজেদের দলগুলোকে উত্তম ও ভাল বলবে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের দল-উপদলগুলোর দিকে আহবান করবে এবং নিজেদের দলগুলো ব্যতীত অন্য দলগুলোকে অশুদ্ধ বলে অন্য দলগুলোর দিকে যেতে বা সম্পর্ক রাখতে অপছন্দ মনে করবে। এতে করে নিজেদের মধ্যে **تَعَصُّبٌ** বা গোঁড়ামীর বীজ তৈরী হবে। ফলে, মুসলিমসমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি এবং অনৈক্য ও বিরোধের দানা বাজবে। এহেন অবস্থা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে" থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশখানা হচ্ছে------------------------->

" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا " ـ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٠٣)

<<(অর্থঃ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে **এক দলবদ্ধ হয়ে** আঁকড়ে ধর" ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩।)

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ এমনকি সাধারণ মুসলিম মানুষগণও **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে মানা, প্রকাশ্যে প্রচার করা ও এই দলটির অনুসারী হওয়া ফরজ মনে করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ থেকেছেন।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ এতসব জ্ঞান দেওয়ার পরও **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ থাকতে পারেন নি।

তাই, যদি কেহ **صَالُّوْن (দল্লুন)** তথা পথভ্রষ্ট ও দোযখী হতে চায় সে ইচ্ছা করলে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদল গঠন করলে করতে পারে। এতে

মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কিছু যায়-আসে না। পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ও তারা তাদের নবী আলাইহিমুসসালামগণের নিষেধাজ্ঞা না মেনে পথভ্রষ্ট ও দোযখী হওয়ার জন্যে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকেই **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতে আল্লাহ তাআ'লার কিছু যায়-আসেনি। বরং তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতেরাও যদি ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের মত **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকেই **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭২/৭৩টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে তা হলে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের মধ্য থেকে যারা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকেই **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তারাই পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখী হয়েছে।

اَلْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে "**ضَلَالَةٌ**"(দলালাহ) তথা পথভ্রষ্টতা এবং **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ায় মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে **ضَالُّوْنَ** (দল্লুন) তথা পথভ্রষ্ট ও দোযখী বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণে তাদের পথভ্রষ্ট ও দোযখী হওয়ার করুন পরিণতির কথা উল্লেখ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ**(ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দল-উপদল গঠন করার মধ্য দিয়ে ৭৩টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়লে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের মত তারাও পথভ্রষ্ট এবং দোযখী হয়ে যাবে মর্মে ভয়াবহ পরিণতির বিষয়টি উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। এই বিষয়ে হাদিস শরীফের উদ্ধৃতের মাধ্যমে বিস্তারিত বর্ণনা একটু পরেই অসছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে। আর তা হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের বিভক্ত দলগুলো মুসলিম জাতির পূর্বে সংঘটিত হওয়ায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ তাদের দলগুলোকে ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত, বাতিল ও দোযখী বলেছে। কিন্তু মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন বিভক্ত দলগুলোকে কে ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত, বাতিল ও দোযখী বলবে ?

এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র বেহেস্তী মূল দল "**اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ব্যতীত মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলগুলোর কার্যাবলী দেখতে বাস্তবে যতই উত্তম, সুন্দর ও মনোমূগ্ধকর হউক না কেন দল-উপদল গঠনে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁরই রাসুল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে **((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))** যে কোন দল-উপদল গঠন করা **حَرَامٌ**" (হারাম) বা নিষিদ্ধ এবং মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত এরূপ সকল দলই ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত, বাতিল দোযখী দল। নিষেধাজ্ঞাটি হচ্ছে-----------------------------

"وَ لَا تَفَرَّقُوْا" - سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ (١٠٣)

(অর্থঃ- "এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদল গঠনকারী মুসলিম মানুষের মন-মস্তিস্ক ও মজ্জাগত স্বভাব এত গভীর

যে, তারা বিভিন্ন কুট-কৌশল অবলম্বন করে নানা রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে হলেও পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কঠোর নিষেধ বাণী ও সতর্কতা উপেক্ষা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَة**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করবেই এবং করে চলছেই, তারা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের এইসব কঠোর নিষেধ বাণী ও সতর্কতা মানবে না, মানতে প্রস্তুত নয় বরং তারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার এই মহান আদেশটি ও নিষেধটি-->>

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٠٣)

(অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) << (৭১) কোন মুসলিম অমান্য করলে, পালন করতে অক্ষম ও অপরাগ হলে উক্ত মুসলিম মানুষটি তখন আর মুসলিম থাকবে না বরং সে তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একজন মুসলিম মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার সকল আদেশ-নিষেধ অমান্য করলেও পথভ্রষ্ট হয় না, হবে না বরং সে মহাপাপী হয় বা মহাপাপী হবে কিন্তু দুটি আদেশ-নিষেধ অমান্য করলে একজন মুসলিম মানুষ তখন মহাপাপী হওয়ার সাথে পথভ্রষ্টও হয়ে যায়। সেই দুটি আদেশ-নিষেধ হচ্ছে যথাক্রমে--

(প্রথম আদেশ>>)"আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি করা" **(আদেশ)**।

("**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে গঠিত সব দল-উপদল ছেড়ে দিয়ে সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, পবিবার-পরিজন ও জনসম্মুখে এবং ঘরে-বাহিরে, সমাজে-মহল্লায়, মসজিদ-মাদরাসায়, ওয়াজ-মাহফিলে ও সভা-সম্মেলনে ইত্যাদি স্থানসমূহে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তার উপর প্রকাশ্যে আলোচনা-পর্যালোচনাসহ অনুসরন, প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন হওয়া**<< প্রথম আদেশ)** ।

(দ্বিতীয় আদেশ>) ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ আইনগত নাম **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)** উপর আমল করা"**(আদেশ)** >>**" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)** সম্পর্কে সম্প্রসারিত অর্থ, ভাব ও মর্ম মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **("শরীয়ত সমর্থিত, আইন**

---

(৭১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَ يَسْخَطُ ثَلاَثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ مَالٍ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (7921)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট আর তিনি তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট। আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট তা হচ্ছে--

১. তোমরা তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার)ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুর অংশীদার করবে না

২. তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম, কুরআন, ধর্ম ইত্যাদিকে) একদলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরবে ও দলে-উপদলে (ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলে-উপদলে) বিভক্ত হবে না

৩. আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন (খলিফা, আমির, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি বানিয়েছেন) তাদেরকে তোমরা পরামর্শ-উপদেশ দিবে।

আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য অসন্তুষ্ট তা হচ্ছে--

১. অনর্থক কথা-বার্তা বলা

২. মাল-সম্পদ নষ্ট করা

৩. অধিক প্রশ্ন করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ. হাদিস শরীফ নং-৭৯২১।

বহির্ভূত, (৭২)ঐচ্ছিক বিষয়” তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের ওতাধীন বর্তমান জগতে **أَرْذَلُ** " "**الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে” **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে]** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর উপর আমল করা **(দ্বিতীয় আদেশ)** বরং এগুলো সম্পর্কে ফরজ-হারাম-নিন্দনীয় বিদআ'ত বলা **(নিষেধ)**।

যেমন -মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---

"وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ" ـ سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ الْأَيَةُ (٨)

অর্থঃ—“এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮)

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতে ভবিষ্যতে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের অজানা অনেক কিছুই সৃষ্টি করবেন বলে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক সৃষ্টিতব্য সব কিছুই অবশ্যই নতুন সৃষ্টি করবেন যা মাখলুকের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। একমাত্র শুধু নির্বোধ ও বোকারাই মহান আল্লাহর সৃজিত কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু প্রত্যাখান করবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন সব নির্বোধ ও বোকাদের থেকে রক্ষা করুন। আমিন!

নতুন সৃজিত ও সৃষ্টিতব্য কিছু: আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরবর্তীতে সৃজিত বস্তু, কাজ ও বিষয়-ব্যাপারসমূহ হচ্ছে---

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] পার্থিব বিষয়- ১. বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন **২.** আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি **৩.** আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি **৪.** আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি **৫.** শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া **৬.** পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা **২.** জন্মবার্ষিকী পালন করা ৩. কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা **৪.** ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা **৫.** মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা **৬.** ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা **৭** .কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, **৮.** কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা **৯.** জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত করা **১০.** আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা **১১.** ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা **১২.**শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিবাগত **১৫** শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো। এগুলো হচ্ছে **“মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়”** **(الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)** এর অন্তর্ভূর্ক্ত বস্তু, কাজ ও বিষয়-ব্যাপারসমূহ ।

---

(৭২) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **“শরীয়ত সমর্থিত বিষয়”** বলে । আর যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **“আইন বহির্ভূত”** বিষয়ও বলে ।

“শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং “আইন বহির্ভূত” বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ “**(“ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নাম”** এবং **”মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)** এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং-**৩৪৪** দ্রষ্টব্য)।

সুচিপত্রঃ

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণঃ

শিরোনাম: >> أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ এতক্ষণ আমি **مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** (মা'রিফাতু আহলিছ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) তথা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত নামক দলটির পরিচয় সম্পর্কে আনুষঙ্গিক কিছুটা আলোচনা করে নিলাম। এখন আমি "**أَهْلُ السُّنَّةِ** " বা "আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত" এর অন্তর্ভূক্ত ১ নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল- জামাআ'ত বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ, শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বিস্তারিত আলোচনাসহ **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) এবং **السُّنَّةِ** (আসসুন্নাহ)শব্দদ্বয়ের এক সাথে যুক্তকরনের ব্যাখ্যা ২০০-২১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্তন সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ শুরু

" **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**"(আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত)" বাক্যটি হচ্ছে আরবী বাক্য। এখানে তিনটি আরবী শব্দ রয়েছে।

১. أَهْلُ (আহলুল)
২. السُّنَّةِ (আসসুন্নাহ)
৩. الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত)।

আমি উপরের তিনটি আরবী শব্দেরই বিশ্লেষণমূলক বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আমি এখানে সর্বপ্রথম **الْجَمَاعَةِ** (আল-জামাআ'ত) শব্দটির ব্যাখ্যা, তারপর **السُّنَّةِ** (আসসুন্নাহ) শব্দটির ব্যাখ্যা এবং সর্বশেষে **أَهْلُ** (আহলুল) শব্দটির ব্যাখ্যা করে এ তিনটি আরবী শব্দেরই একসাথে মিলিয়ে সমন্বয় করে ব্যাখ্যামূলক অর্থ করে দেখাব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(১) "الْجَمَاعَةِ " (আল- জামাআ'ত)শব্দটি হচ্ছে একটি আরবী শব্দ। **"الْجَمَاعَةِ"** (আল-জামাআ'ত) শব্দটি হচ্ছে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** নামে যৌগিক শব্দের তৃতীয় শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দল। এর শরীয়তী **(শরই'য়্যু)** অর্থ তথা পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। এই **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনেক হাদিস শরীফ বলেছেন। এ বিষয়ে নিম্নে চারটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اَلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا دَ اللهِ " سنن التِّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন। **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ**

الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে)।অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ(অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্তার বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন", সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعرِي قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟ الْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ رَأْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى اتِلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ " وَإِنْ صَامَ وصَلَّى، ادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ ""(٣٣٥٣)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ সাবধান! আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়ের) আদেশ করছি যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে) **২.** শুনা(দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.** আনুগত্য করা(দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা(হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা(জিহাদ করতে)। অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** (৭৩) জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের)অন্তর্ভুক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেনঃ

---

(৭৩) **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"_বাক্যটির প্রথম ব্যাখ্যাঃ** **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবী করে হউক "**أَرْذَلُ الْقُرُوْن**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সবনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সবনিকৃষ্ট কোন মুসলিম মানুষ নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে এবং ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের দিকে আহবান করলে তাঁর এ আহবান হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** এবং **"কুফুরীর নিদর্শন "** । এরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী মুসলিম মানুষটির মৃত্যু হবে **"জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু** । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের বাণীর একটি খন্ড অংশ হচ্ছে এর প্রমাণ ।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦٥٣٤)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছিঃ যে কেহই কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে **জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুতে**_মৃত্যু বরণ করবে । মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫৩৪।

রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লেও (জাহান্নামের পাথরের<জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** [৭৪] কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي قَال : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِىْ اللهُ بِهِنَّ ؟ بِالْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِع، وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَّاءِ جَهَنَّمَ " قَالوا : يَا رَسُوْلُ ا للهِ ، وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ : " وَإِنْ صَامَ و إِن صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَاءِهِمْ ،بِمَا سَمَّا هُمْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - " ــ في مُسْنَدِ أَحْمَدَ (١٧٤٤٣ ، ١٨٠٧٩)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করব যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন। **১. الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে **২.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে)। অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বের হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্ত্বার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে? তিনি(রাসুলুল্লাহি)বললেন: যদি সে রোজা রাখে ও নামাজ পড়ে এবং সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম। অতএব, তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামে আহবান কর, যেহেতু আল্লাহ আযা ওয়া জাল্লা তাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৮০৭৯ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِيْ مَالِك الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِىْ أَنْ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ :عَلَيْكُمْ بَالْجِهَادِ و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ ، فَمَنْ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ قَرْسٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَةٌ و لا صِيَامٌ ، وَ أُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ -" ــ في المعجم الكبير للطبراني (٣٣٩٠)

অর্থঃ-হযরত আবি মালিকিলআশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়) আদেশ করতে আমাকে নির্দেশ করেছেন। **১.** জিহাদ করতে **২.**শুনতে(দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.** আনুগত্য করতে(দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করতে **৫.** যারা **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ

---

(৭৪) "আল্লাহর আহবানে আহবান" বাক্যটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যাঃ মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্যই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্ত দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির দিকে তার আহবান করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** এবং **" দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ "**।

(২) "আল্লাহর আহবানে আহবান" ও "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" বাক্যদ্বয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাঃ ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি মূল দল **الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল** তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা, মানা ও প্রচার করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** আর ইসলামের অনুসারীদের জন্য প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় মূল দল **الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল** তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** ।

ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে ধনুক পরিমান **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের নামাজ-রোজা কবুল হবে না এবং তারা হচ্ছে দোযখের ইন্ধন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৯০।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত উপরোক্ত ০৪(চার) খানা হাদিস শরীফেই **"الْجَمَاعَةِ"**(আল-জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং নিজেই মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর উম্মতকে **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) নামে দলটি মানতে, অনুসরন করতে ও ব্যাপক প্রসার-প্রচার করতে আদেশ করেছেন। যারা **"الْجَمَاعَةِ"**(আল-জামাআ'ত) নামে দলটি মানবে, অনুসরন করবে ও ব্যাপক প্রসার-প্রচার করবে তাঁদেরকে **" أَهْلُ الْجَمَاعَةِ "**(আহলুল জামাআ'ত) তথা জামাআ'তের অনুসারী বলে। এই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং নিজেই প্রবর্তন করে এই দলটিকেই মানতে, অনুসরন করতে ও ব্যাপক প্রসার-প্রচার করতে আদেশ করেছেন এবং **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (৭৫) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুসলিম থাকবে না বলে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন।

"الْجَمَاعَةِ"(আল-আল-জামাআ'ত) নামে দলটির পরিচয় এবং **"الْجَمَاعَةِ"**(আল-জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানা-না মানা, **الْجَمَاعَةِ** (আল-জামাআ'ত) নামে দলটিকে অনুসরন করা-না করা **الْجَمَاعَةِ** (আল-জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণাম-ফলাফল সম্পর্কেই হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণী এসেছে। উপরে এ বিষয়ে তিনটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল এবং পরবর্তীতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির বিশদ বর্ণনা আসছে।

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (২) السُّنَّةِ (আস-সুন্নাহ) শব্দটি হচ্ছে একটি আরবী শব্দ। **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) শব্দটি হচ্ছে- নামে যৌগিক শব্দের দ্বিতীয় শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিয়ম। এর শরীয়তী **(শরই'য়্যু)** অর্থ তথা পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় নবুওয়ত প্রকাশের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁর অগণিত হাদিস শরীফসমূহ ও আমল বা কর্মগুলোর মধ্যে যে সব হাদিস শরীফ বা বাণী এবং যে সব আমল বা কর্মগুলোর উপর তিনি স্থায়ী ছিলেন ঐ সব হাদিস শরীফ বা বাণী এবং ঐ সব আমল বা কর্মগুলোই হচ্ছে **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কর্তৃক পালনকৃত/বাস্তবায়নকৃত **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) বা নিয়মকে **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বলে। যে সমস্ত মুসলিম মানুষ **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু)তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের উপর আমল করবে বা চলবে তাঁরাই হক বা সত্যের উপর আছে এবং তাঁদেরকেই **" أَهْلِ السُّنَّةِ "**(আহলুসসুন্নাহ) বা সুন্নাহর অনুসারী বলে। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় নবুওয়ত প্রকাশের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত অগণিত সকল কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ ও ফে'ল-আমল বা কাজ-কর্মগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে **(أَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ)** হাদিস শরীফ। **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) এবং **أَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (হাদিস শরীফ) এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফখানা ভালভাবে, গভীরভাবে চিন্তা করে অধ্যয়ন করলে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা যাবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَاءَنَا " قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا خُلَفَاءُكُمْ ؟ قَالَ :" اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَ سُنَّتِي ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ "ــ المعجم الأوسط ، لطبراني (٥٨٤٦)

---

(৭৫) >>ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))<<

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ, আমার খলিফাদের (প্রতিনিধিদের) দয়া করুন, আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনাদের খলিফা (প্রতিনিধি) কারা? তিনি বললেন: যারা আমার পরে এসে আমার হাদিসসমূহ ও আমার সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দিবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৪৬।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) এবং **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (হাদিস শরীফ) দুটি বিষয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ করে এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে," **السُّنَّةِ**" (আস-সুন্নাহ) এবং **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (হাদিস শরীফ) হচ্ছে দুটি বিষয়। কোন বিষয়টি **السُّنَّةِ**(আস-সুন্নাহ) এবং কোন বিষয়টি **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (হাদিস শরীফ) তা উপরে ব্যাখ্যা থেকে বুঝে নিতে হবে। (৭৬)

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর সমস্ত হাদিস শরীফগুলোর আমল করার উপর এক নাগাড়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্থায়ী ছিলেন না। বরং পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাকিদে পূর্ববর্তী আমল ও কথা-বার্তা পরিবর্তন করেছেন। তাই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় নবুওয়ত প্রকাশের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যে সব হাদিস শরীফ বা বাণীর এবং আমল বা কর্মের উপর স্থায়ী ছিলেন সে সব হাদিস শরীফ বা বাণীর এবং আমল বা কর্মের উপর তাঁর উম্মতকেও স্থায়ী বা ইস্তিকামাত থাকা ফরজ। এটা এ জন্য যে, পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বাস্তবায়নকৃত এ সব হাদিস শরীফ ও আমল বা কর্মগুলো হচ্ছে **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু)তথাপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম। অতএব, যে সমস্ত মুসলিম মানুষ **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে বাদ দিয়ে শুধু হাদিস শরীফের উপর আমল করে তারা **ضَالُّوْنَ** তথা পথভ্রষ্ট।

سُنَّةٌ قَائِمَةٌ(সুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুররাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বলে গেছেনঃ---

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : " اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَو سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ ـ سنن أبو داود (٦٨٨٥)، سنن إبن ماجة (٥٣)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস(রাদি আল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইলম বা জ্ঞান তিনটি (তিন প্রকার)। এ ব্যাতিত যা আছে তা অতিরিক্ত ।

১. آيَةٌ مُحْكَمَةٌ (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সুদৃঢ় বা পরস্পর বিরোধমুক্ত আয়াত,

২. سُنَّةٌ قَائِمَةٌ (সুন্নাতুল কায়িমাতু)তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম,

৩. فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ (ফারিদাতুন আ'দিলাতুন) তথা অনুরূপ বা সমমান ফরজ। সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৮৮৫,+সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত তিনটি জ্ঞান সম্পর্কে জানা একজন মুসলিম আলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক। এখানে আমি তিনটি জ্ঞানের মধ্যে একটি "ইলম বা জ্ঞানের" ব্যাখ্যা করেছি । আর তা হচ্ছে **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। প্রয়োজন সাপেক্ষে অবশিষ্ট দুটি "ইলম বা জ্ঞানের" বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

السُّنَّةِ(আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরো কতগুলো হাদিস শরীফে বলেছেন--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

(৭৬) অমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, **السُّنَّةِ**(আস-সুন্নাহ) এবং **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (হাদিস শরীফ) এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করার জ্ঞানই হচ্ছে **فِقْهً** (ফিকহ)। যিনি **فِقْهً** (ফিকহ)সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তিনি **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা।**فِقْهً** (ফিকহ) এর সমষ্টিকে **اَلْفِقْهُ** (আল- ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** বলে। অন্য কথায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ থেকে **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) চিহ্নিত করার, নির্ণয় করার জ্ঞানই হচ্ছে **فِقْهً** (ফিকহ)। **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) এর অপর নাম হচ্ছে **فِقْهً** (ফিকহ)।

عَنِ الْعِرْبَاض عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم:" أُوصِكُمْ بِتَقْوَى اللهِ والسَّمْعِ والطَّاعَةِ وإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًافَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْن الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا" ـ أَبُوداوُد(٤٢٠٧)+ إِبْنُ ماجه(٤٤)

অর্থঃ-হযরত ইরবাদ (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে " **"تَقْوَى"**(তাকওয়া) তথা আল্লাহ ভীতি, শ্রবন(দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) ও আনুগত্য করতে আদেশ করছি যদিও হাবশী দাস (গোলাম) হয়, অতপর: আমার পর তোমাদের মধ্য থেকে যেই বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে তখন তোমাদেরকে আমার " **"السُّنَّةِ"**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং আমার **الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْن الرَّاشِدِيْنَ** (খুলাফাউল মাহদিয়্যিনার রাশিদীন)তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাদের-সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) " **السُّنَّةِ"** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে" [অর্থাৎ আঁকড়ে ধরে রাখা, রক্ষা করা, পালন করা, মানা ফরজ]। আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭, ইবনে মাজা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪)।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْعِرْبَاض بن سارية قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْفَجْرَ ،ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الأَعْيُنُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ ، قُلْنَا أَو قَالُوا :يَا رَسُوْلُ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ ،(فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟ قَالَ : تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِىْ إِلاَّ هَالِكٌ ـ " ١٧٤١٦" مسند احمد) فَأَوْصِنَا ، قَالَ أُوصِكُمْ بِتَوَى اللهِ والسَّمْعِ والطَّاعَةِ وإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِىْ((فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى" ـ[١٧٤١٩] مسند احمد) اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ((فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى" بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِيْ وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْن "ـ [١٧٤١٩] مسند احمد)ـبِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْن ((فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "تَمَسَّكُوْا بِهَا" ـ[١٧٤١٩] مسند احمد) وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ـ(١٧٤١٨) مسند احمد + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٣٢+٣٣٤)

অর্থঃ-হযরত ইরবাদ (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদেরকে নিয়ে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফজর নামাজ পড়লেন, অতপর: তিনি আমাদের সামনাসামনি হয়ে আমাদেরকে এমন প্রভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন এতে চোখের অশ্রু ঝরল, অন্তর প্রকম্পিত হল। আমরা বললাম অথবা তারা (সাহাবীগণ) বললেন: এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, (মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৬ এ অন্য বর্ণনাভঙ্গি এরূপ,(এমতাবস্থায়) "আপনি আমাদেরকে কি আদেশ দিচ্ছেন ? তিনি [রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা] বললেন: আমি তোমাদেরকে শুভ্রতাবস্থায় তথা নির্ভেজাল অবস্থায় রেখে গেলাম, এর রাত দিনের মত, ধ্বংসশীল ব্যাক্তি ব্যতীত আমার পরে কেহই উহা থেকে (শুভ্রতাবস্থা তথা নির্ভেজাল অবস্থা থেকে) বিচ্যুত হবে না, অতএব, আপনি আমাদেরকে নসিহত করুন বা আদেশ করুন, তিনি বললেন-"আমি তোমাদেরকে " **"تَقْوَى"**(তাকওয়া) তথা আল্লাহ ভীতি, শ্রবন(দায়িত্বশীলদের কথা মানতে) ও আনুগত্য করতে(দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) আদেশ করছি যদিও হাবশী দাস (গোলাম) হয়, অতপর: তোমাদের মধ্য থেকে যেই বেঁচে থাকবে সে আমার পর অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে তখন তোমাদেরকে (মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ এ অন্য বর্ণনাভঙ্গি এরূপ, "যতটুকু তোমরা আমার **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং সঠিক পথে পরিচালিত হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের -সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম চিন-জান") আমার **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ)তথা নিয়ম এবং আমার **الْخُلَفَاء الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْن** (খুলাফাউল রাশিদীনাল মাহদিয়্যিন)তথা সঠিক পথে পরিচালিত হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের-সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে" [অর্থাৎ তোমাদের উপর আঁকড়ে ধরে রাখা, রক্ষা করা,পালন করা, মানা ফরজ]। আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩২,৩৩৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৮ আর ১৭৪১৯ নং হাদিস শরীফখানা হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৮ এর প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ـ مُوَطَّا(٣ـ كِتَابُ الْقَدَرِ) "

অর্থঃ-হযরত মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ, তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না"। আল-মুআত্তা, কদর তথা ভাগ্যলিপি অধ্যায়, হাদিস শরীফ নং-৩।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِى ـ الْمُسْتَدْرَكُ الْحَكِيْمُ(٣٢٢) "

(অর্থঃহযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছিঃ এর (অবলম্বনের) পর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না"। আল-মুস্তাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৩২২।

কোন মুমিন-মুসলিম উপরোক্ত হাদিস শরীফত্রয়ের অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করে মানলে ও তদানুযায়ী আমল করলে সে পথভ্রষ্ট হবেনা।

উপরোক্ত সমস্ত হাদিস শরীফগুলোতেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তোমরা আমার **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মকে এবং আমার সাহাবীদের **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মকে মেনে চলবে। অর্থাৎ আমার এবং সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ)তথা নিয়মকে মেনে চলা তোমাদের উপর ফরজ, অন্যথায় তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, তোমরা আমার ও আমার সাহাবীদের হাদিস শরীফ(**اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ**) মেনে চলবে। বরং একথা বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার "**السُّنَّةِ**"(আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মকে এবং আমার সাহাবীদের "**السُّنَّةِ**"(আস-সুন্নাহ)তথা নিয়মকে মেনে চলবে। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী কথা ও আমল বা কাজ পরিবর্তন করে নতুন কথা ও আমল বা কাজের আদেশ দিয়েছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নবুওয়াতী জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) যে সব কথা ও আমল বা কাজ শুরু করে ঐ সব কথা ও আমল বা কাজগুলোর কতিপয়গুলো স্থায়ীভাবে করেছেন আর কতিপয়গুলো সাময়িকভাবে করে পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়েছেন। এ সবগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে (**اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ**) হাদিস শরীফ।

অন্যদিকে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) যে সব শেষ কথা ও আমল বা কাজের উপর জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন উহাই হচ্ছে **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম। এ **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ)তথা নিয়ম মানাই তাঁর উম্মতের উপর ফরজ। এটা এ জন্য যে, যেই **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন উহাই হচ্ছে "**سُنَّةٌ قَائِمَةٌ**" (সুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুটি **السُّنَّةِ**(আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর আমল করতে তাঁর প্রিয় উম্মতকে আদেশ করেছেন।

(ক)আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ)তথা নিয়মের উপর আমল করতে তাঁর প্রিয় উম্মতকে আদেশ করেছেন।

(খ) اَلْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْون الرَّاشِدُونَ (খুলাফাউল মাহদিয়্যিনার রাশিদীন)(৭৭) তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে

---

(৭৭) **اَلْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْون الرَّاشِدُونَ** (খুলাফাউল মাহদিয়্যিনার রাশিদীন) বলতে বুঝায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তিরোধানের পর থেকে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) বৎসরকালীন সময় পর্যন্ত যে সমস্ত **اَلْخُلَفَاء** (খলিফাগণ) ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা

পরিচালিত খলিফাদের-সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর আমল করতে তাঁর প্রিয় উম্মতকে আদেশ করেছেন।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর রেখে যাওয়া **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ)নিয়ম মানার পাশাপাশি বা **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ)নিয়মের উপর আমল করার পাশাপাশি তাঁর তিরোধানের পর উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকালোয় পরবর্তীতে তাঁর সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) জারীকৃত **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মকে মানা তাঁর উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়ে সাহাবাকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুমকে) বিশেষ মূল্যায়ন করে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওহী মারফত জেনেছেন যে, তাঁর তিরোধানের পর "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন তাঁর সাহাবীদেরকে (রাদিআল্লাহুআনহুমগণকে) সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁদের প্রচলনকৃত **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মকে প্রত্যাখান করে ফেলবে। তারা যুক্তি দেখাবে যে, এটাতো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে নাই। তাদের এরূপ অসার যুক্তির অবতারনার সূযোগ না দিয়ে, তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ না দিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) "**السُّنَّةِ**"(সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর বিনা যুক্তিতে ও বিনা তর্ক-বিতর্কে চলার জন্য **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের উপর সরাসরি ফরজ করে দিয়েছেন এবং নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতসহ ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পর বিরোধী হাদিস শরীফগুলোর বিষয়ে মতানৈক্য করা হারাম করে দিয়েছেন। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন হাদিস শরীফগুলোর গ্রহণ-বর্জন বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একটি সুস্পষ্ট **أُصُوْلٌ বা মূলনীতি** দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে এ যে, পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন হাদিস শরীফগুলোর উপর আমল করার বিষয়ে মুসলিম মানুষের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে উক্ত হাদিস শরীফগুলোর উপর আমল না করে হাদিস শরীফেরই নির্দেশ মোতাবেক "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**   (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) **السُّنَّةِ (সুন্নাহ)** তথা নিয়মের উপর আমল করতে হবে। এটাই **أُصُوْلٌ বা মূলনীতি**। এই **أُصُوْلٌ বা মূলনীতি** মানাই ফরজ।

করেছেন তাঁরাই **الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْون الرَّاشِدِونَ** (খুলাফাউল মাহদিয়্যিনার রাশিদীন)। যেমন হাদিস শরীফে আছে> আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَفِيْنَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اَلْخِلاَفَةُ فِي أُمَّنِي ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ – سُنَنُ النِّرْمِذِي+(٢٢٢٦)

অর্থঃ হযরত সাঈদ বিন জুমহান (রাদিআল্লাহ আনহু) সাফিনা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে **خِلاَفَةُ**(খিলাফত) তথা প্রতিনিধিত্ব ত্রিশ বৎসর, অতপর এর পর রাজত্ব। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২২২৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِى اللهُ اَلْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ – سُنَنُ أَبُو دَاوُد (٤٦٤٦) + (٤٦٤٧)

অর্থঃ হযরত সাঈদ বিন জুমহান (রাদিআল্লাহ আনহু) সাফিনা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:**خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ** (খিলাফাতুন নবুওয়াত) তথা নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব ত্রিশ বৎসর, অতপর অতপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব অথবা তাঁর রাজত্বকে দান করবেন। সুনানু আবু দাউদ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৪৬,৪৬৪৭।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহু আনহুমগণের)প্রদত্ত **السُّنَّةِ** **(**সুন্নাহ)তথা নিয়মের উপর নির্ভর না করে ও না চলে তারা তাদের কর্তৃক তাদের নিজেদের জন্য নতুনভাবে গবেষণা করে একান্তভাবে নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করা বা নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করার চেষ্টা করা হচ্ছে **"ضَلَالَةٌ"** তথা পথভ্রষ্টতা। আর যে এ কাজটি করবে সেই **"ضَالٌّ"** তথা পথভ্রষ্ট এবং সে মুসলিম নহে।

এটা এ জন্য যে, **الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْون الرَّاشِدِون** (খুলাফাউল মাহদিয়্যিউনার রাশিদুন) তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাদের -সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর বিনা যুক্তিতে ও বিনা তর্ক-বিতর্কে চলার বিষয়টি দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যেমন---

(ক) রমযানুল মোবারকে তারাবীহর নামাজে বিশ রাকাআ'ত সুন্নাত নামাজ জামাআ'তে পড়ার রীতি প্রচলন করেন হযরত ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু)। এটা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় ছিলনা।

(খ) জুমআ'র নামাজের দিন মসজিদে দ্বিতীয় বার আযান দেওয়ার পদ্ধতি হযরত উসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রচলন করেন। এই দ্বিতীয় বার আযান দেওয়ার পদ্ধতিও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় ছিলনা।

পরিবেশ-পরিস্থির মোকাবেলায় **الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْون الرَّاشِدِون** (খুলাফাউল মাহদিয়্যিউনার রাশিদুন) তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাদের-সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) এরূপ **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মকেই অত্র অধ্যায়ে পূর্বে বর্ণিত হাদিস শরীফে(৭৮) উল্লেখিত "**فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ**" তথা অনূরূপ বা সমমান ফরজ (হুকুম বা আদেশের দিক দিয়ে নয়, আমলের দিক দিয়ে কুরআন ও সুন্নার অনূরূপ বা সমমান ফরজ) বলে।

উপরের উদাহরণে বর্ণিত পদ্ধতি দুটিই **الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْون الرَّاشِدِونَ** (খুলাফাউল মাহদিয়্যিউনার রাশিদুন)তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাদের-সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) জারীকৃত পদ্ধতি হওয়ায় উভয় প্রচলিত পদ্ধতিই **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মে পরিণত হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নির্দেশ মোতাবেক সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) এরূপ **السُّنَّةِ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর আমল করা ফরজ বিধায় উপরের উদাহরণে বর্ণিত পদ্ধতি দুটির উপর আমল করা হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের জন্য ফরজ। উপরোক্ত উদাহরণে বর্ণিত পদ্ধতি দুটির বিরোধিতা করা হচ্ছে **"ضَلَالَةٌ"** তথা পথভ্রষ্টতা। আর যে এ কাজটি করবে সেই **"ضَالٌّ"** তথা পথভ্রষ্ট এবং সে মুসলিম নহে।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন কিভাবে চিনতে পারবো যে, কারা **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ**(আসসুন্নাতুল

---

(৭৮) পূর্বে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : " اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى(وراء) ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَو سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ ـ سنن أبو داود (٦٨٨٥)، سنن إبن ماجة (٥٤

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইল্ম বা জ্ঞান তিনটি (তিন প্রকার) । এ ব্যাতিত যা আছে তা অতিরিক্ত

১. **آيَةٌ مُحْكَمَةٌ** (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সূদৃঢ় বা পরস্পর বিরোধমুক্ত আয়াত,

২. **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** (সুন্নাতুল কায়িমাতু)তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম,

৩. **فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ** (ফারিদাতুন আ'দিলাতুন) তথা অনূরূপ বা সমমান ফরজ। সুনানে আবু দাউদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪।

কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের উপর বহাল আছে।

অনুসন্ধিৎসুমূলক এর উত্তর হল এই যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুলকুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেন এবং পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ মুসলিম মানুষ হবেন তাঁরাই **أَلسُّنَّةُ الْقَائِمَةُ** (আসসুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের উপর বহাল আছেন।

কারণ," **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় নবুওয়ত প্রকাশের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁর অগণিত হাদিস শরীফসমূহ ও আমল বা কর্মগুলোর মধ্যে কোন্ বাণী ও কোন্ আমল বা কর্মগুলো বাস্তবায়নযোগ্য তা সবই তাঁরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আমাদের নবীমুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হবহু অনুকরন-অনুসরন করে বাস্তবায়ন করে দেখাইয়ে গেছেন।

তাই, কোন বিষয়টি "**السُّنَّةِ**"(আস-সুন্নাহ)এবং কোন বিষয়টি শুধু **أَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ** (হাদিস শরীফ) তা নির্ধারণ, সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করার কাজ " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগ কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে গেছে। এইরূপ কাজে পূনরায় নতুন করে হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা করার অধিকার **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " আরযালুলকুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের নেই।

এটা এই জন্য যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস আনয়নের ব্যাপারে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগ হচ্ছেন পরবর্তীকালে আসন্ন "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের জন্য একমাত্র **মানদন্ড** ।

সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّلذِيْنَ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِإحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْأَيَةُ (١٠٠)

অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের)(**إِحْسَا نِ**) - ইহসান) তথা সুন্দরভাবে বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)

(খ)"**فَاِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ"ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (١٣٧)**

অর্থঃ-যদি তারা তোমাদের ন্যায় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন, ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

(গ) হাদিস শরীফে আছে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ------------

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا ل رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ،ثُمَّ الْاَخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (٢١٤٣) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ-হযরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআর্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী **(নবী সাহাবীগণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ'গণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে'-তাবেঈ"নগণ)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্বনিকৃষ্ট, আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩ ।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত দুটি আয়াতে কারিমা এবং একটি হাদিস শরীফ প্রমাণ করে যে, সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) এবং তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের মত হুবহু ঈমান আনলেই পরবর্তীকালে আসন্ন " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের ইমান ধর্তব্য ও গ্রহণীয় হবে। অন্যথায় তাদের ইমান ধর্তব্য ও গ্রহণীয় নহে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায় নবুওয়ত প্রকাশের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁর অগণিত হাদিস শরীফসমূহ ও আমল বা কর্মগুলোর মধ্যে" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত হাদিস শরীফসমূহ ও আমল বা কর্মগুলোই হচ্ছে **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** (সুন্নাতুন কায়িমাতুন) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত মুসলিম মানুষ " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছ ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ এবং তাঁদের বাস্তবায়নকৃত হাদিস শরীফসমূহ ও আমল বা কর্মগুলোর বিরোধী চলবেন তারাই **ضَالُّوْنَ** তথা পথভ্রষ্ট ।

(৩) " **أَهْلُ** " শব্দটি হচ্ছে একটি আরবী শব্দ। " **أَهْلُ** " শব্দটি হচ্ছে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** নামে যৌগিক শব্দের প্রথম শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে অনুসারী। এ শব্দটি **الْجَمَاعَةِ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল এবং **السُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) শব্দদ্বয়ের সাথে যুক্ত করলে নিম্ন বর্ণিত ফলাফল আসবে।

যে সমস্ত মুসলিম মানুষ উপরে ব্যাখ্যাকৃত " **الْجَمَاعَةِ** "(আল-জামাআ'ত)কে পূর্ণভাবে মানে, অনুসরন করে তাকে **أَهْلِ الْجَمَاعَةِ** (আহলুল জামাআ'ত) বা জামাআ'তের অনুসারী বলে।

আর যে সমস্ত মুসলিম মানুষ উপরে ব্যাখ্যাকৃত " **السُّنَّةِ** "(আসসুন্নাহ)কে পূর্ণভাবে মানে, অনুসরন করে তাকে " **أَهْلِ السُّنَّةِ** " (আহলুসসুন্নাহ) বা সুন্নাহর অনুসারী বলে।

এখন উপরে বর্ণিত শব্দত্রয় (**أَهْلُ ، السُّنَّةُ ، الْجَمَاعَةُ**) মিলে" **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** "(আহলুসসুন্নাহ ওআল-জামাআ'ত) নাম ধারণ করে একটি যৌগিক শব্দে পরিণত হয়েছে। অতএব, যে সমস্ত মুসলিম মানুষ উপরে ব্যাখ্যাকৃত "**الْجَمَاعَةِ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল এবং " **السُّنَّةِ** " (আস-সুন্নাহ)কে পূর্ণভাবে মানে, অনুসরন করে তাকেই আমাদের প্রিয় নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** "(আহলুসসুন্নাহ ওআল-জামাআ'ত)নামে অভিহিত করেন বা" **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** " (আহলুসসুন্নাহ ওআল-জামাআ'ত) বলেন।

<u>الْجَمَاعَةِ এবং السُّنَّةِ শব্দদ্বয়ের এক সাথে যুক্তকরনের ব্যাখ্যাঃ (৭৯)</u>

---

(৭৯) পবিত্র কুরআনের ছুরা আল ইমরানের ১০৬ নং আয়াত শরীফ---

"**يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ**"

(অর্থঃ "সেদিন <কিয়ামতের দিন> কতিপয় মুখ উজ্জল হবে এবং কতিপয় মুখ কাল হবে")আয়াতখানার "**تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ**"(কতিপয় মুখ উজ্জল হবে)বাক্যাংশ টুকুর ব্যাখ্যায় তাফসীরে দুররে মানছুরে, তাফসীরে ইবনে কাছিরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেনঃ-তারা হচ্ছে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত), ইবনে আবি হাতিম, হাদিস শরীফ নং-৪০০০, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রুয়াতে মালিক ও দায়লামী ফিরদাউসে এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু ইবানাতে আমাদের

সুচিপত্র:

مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) এর পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনাঃ

শিরোনাম:>> أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানি।<<

সূচনাঃ এতক্ষন আমি উপরে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণসহ **الْجَمَاعَةِ এবং السُّنَّةِ** শব্দদ্বয়ের এক সাথে যুক্তকরনের ব্যাখ্যা ২১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্তন সমাপ্ত করেছি। এখন আমি ২নং পরিচ্ছেদ**أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি।

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনা শুরু:

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় এবং**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসনের বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাদিস শরীফসমূহ ব্যবহার করে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى أِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى أِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ـ سُنَنُ أَبُو دَاوُد (٤٥٩٦) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٥٩٠٣+٦١١٠)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর অথবা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারাও একাত্তুর অথবা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং- ৪৫৯৬+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১১০+৫৯০৩।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতের শুধু অধপতনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অধপতন বলতে বুঝায় পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ বিশেষকরে মুসা-ইসা নবী

নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ-তারা হচ্ছে-**أَهْلُ السُّنَّةِ** , তাফসীরে দুররে মানছুর, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে খাজেন,তাফসীরে বগভী।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বেহেস্তী দলটিকে শুধু **الْجَمَاعَةُ** " (আল-জামাআ'ত) নামে দল আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইননে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল শব্দটিকে মুসলিম মানুষের মনে আরো স্পষ্ট ও বোধগম্য এবং পরিচিত করে তোলার জন্য **" تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ"** (কতিপয় মুখ উজ্জল হবে) বাক্যাংশ টুকুর ব্যাখ্যায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকেই **أَهْلُ السُّنَّةِ** শব্দটি বর্ণনা করায় " **الْجَمَاعَةُ**" ও "**أَهْلُ السُّنَّةِ**" এই উভয় শব্দের সমষ্টির সমন্বয়ে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে নামকরণ করা হয়েছে বা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নাম গঠিত হয়েছে।

আলাইহিমুস সালামগণের ধর্মের উম্মত (বর্তমানে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচিত) সূচনালগ্নে **(الْجَمَاعَة)** একদলবদ্ধ তথা" **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**"(“আহলুসসুন্নাত ওয়াল আল-জামাআত”)নামে দলবদ্ধ ছিল।

পরবর্তীতে মুসা-ইসা নবী আলাইহিমুস সালামগণের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতেরা একদলবদ্ধ তথা " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত") নামে দলবদ্ধ থাকতে পারেনি। বরং তারা একদলবদ্ধ তথা "**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**" ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত")নামে দলবদ্ধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের দলে-উপদলে বিভক্তি হয়ে পড়ার এ অবস্থাকে অধ:পতন বলে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারও একান্ত কাম্য ও নির্দেশ ছিল যে, তাঁর প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**" ("আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'তই") এই পৃথিবিতে বিদ্যমান থাকবে। অন্য কোন দল থাকতে পারবে না। কারণ, মুসলমানদের আল্লাহ এক, নবী এক, ধর্ম এক, কুরআন এক, দলও হবে এক, আর সেই দলের পথও হবে একটি, সেই দলের পথের নামও হবে একটি, আর তা হচ্ছে **سبيل الله** (সাবিলুল্লাহ) তথা আল্লাহর পথ)। ভিন্ন ভিন্ন দলের উপস্থিতি থাকলে সেই দলগুলোর পথও হবে ভিন্ন ভিন্ন বহু পথ। সেই পথগুলো হচ্ছে **سبيل الشيطان** (সাবিলুশশাইতন) তথা শয়তানের পথ। অন্য কোন দলের বিদ্যমান থাকলে বিভিন্ন দলের সাথে "**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**" ("আহলুসসুন্নাত ওাল জামাআ'ত") নামে দলটির সাথে সংঘর্ষ বাঁধবে। পরিণামে পৃথিবিতে অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতের জন্য তা চান না। তাই, তিনি তাঁর উম্মতকে " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত") নামে দলনাম ছাড়া ইসলামের নামের বা গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দলের উৎপত্তির পরিণাম ফল সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন-

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

"**سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةًوَاحِدَة، قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ**"

অর্থঃ- “অচিরেই আমার উম্মৎ ৭৩ (তিয়াত্তুর) দলে বিভক্ত হবে, একটি মাত্র দল ব্যতিত সকল দলই দোযখে প্রবেশ করবে, তাঁরা (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন, তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ? তিনি বললেন, “যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি”, শব্দের সামান্য পার্থক্য সহ মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হান্বল, হদিস শরীফ নং------)।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা থেকে বুঝতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের উম্মতদের মত (মুসা-ইসা আলাইহিমুস সালামগণের উম্মত হিসেবে পরিচিত ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের মত) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত, ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিমগণও ৭৩টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে অধপতনের শেষ স্তরে পৌঁছে ৭২ টি দল-উপদল দোযখে প্রবেশ করবে এবং একমাত্র একটি দলই জান্নাতে যাবে। আর সে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি। **এ কথা আমদেরকে বুঝতে হবে ও জানতে হবে যে,** দোযখে প্রবেশকারী ৭২টি দলের প্রত্যেকটির মধ্যেই বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব বলে পরিচিত মুসলিম নাম ধারী, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি লোক রয়েছেন। কারণ, "**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**" ("আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত")নামে দলের নাম ছাড়াই যারা ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে **((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** দল-উপদল গঠন করে চলছেন তাঁরাও তো বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব বলে মুসলিম সমাজে পরিচিত মুসলিম নাম ধারী, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি লোক। অন্য দিকে জান্নাতে প্রবেশকারী **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির মধ্যেও বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি লোক রয়েছেন।

যাহোক, উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের " **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى** "(**"যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি"**) বাক্যাংশ টুকুতে স্পষ্ট করে বুঝা যাচ্ছে না যে, " **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى** " বাক্যাংশ টুকু দ্বারা কোন দলের প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইঙ্গিত করেছেন। মনে হচ্ছে যেন একটু প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

এই অধ্যায়ে উপরে বর্ণিত **(২ নং)** হাদিস শরীফের " **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى** "("যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি") বাক্যাংশ টুকুতে যেই প্রচ্ছন্নতা রয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল তা পরবর্তী আসন্ন **(৩, ৪,৫ নং)** হাদিস শরীফ তিনখানাতে দূরীভূত হয়ে গেছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কোন দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত এই অধ্যায়ের **(৩, ৪,৫, নং)** তিনখানা হাদিস শরীফে স্পষ্ট করে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকেই উদ্দেশ্য কররেই বলেছেন।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَا لَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى أِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وافْتَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، و الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة وَوَاحِدَةُ فِى الْجَنَّةِ ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّار" ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ ؟ ، قَالَ : " الْجَمَاعَةُ ".ــ في سنن إبن ماجه "(٣٩٩٣)

অর্থঃ-হযরত আউফ বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, একটি দল জন্নাতে আছে, আর সত্তুরটি দল দোযখে আছে। নাছারারাও বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, একাত্তুরটি দল দোযখে আছে, একটি দল জান্নাতে আছে, আর যার হাতে মুহাম্মাদের হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে,একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), বলা হল: হে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), তারা কারা? তিনি বললেন: তারা হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)", সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৯৩, সামান্য পার্থক্য সহ সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামান্য পার্থক্য সহ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ ، أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ بني إسرائل تَفَرَّقَتْ إِحْدَي و سبعين فرقة فَهَلَكَتْ سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَخَلُصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَ إِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى أِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ،تَهْلِكُ إِحْدَي وَسَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَتَخْلُص فِرْقَةٌ ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ قَالَ : الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ "ــ فِى مسند أحمد (١٢٦٧٤)

(অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই বনী ঈসরাইগন একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েগিয়েছিল, সত্তুরটি দল ধ্বংস হয়েগিয়েছিল, একটি দল বেঁচে গেছে। আর নিশ্চয়ই আমার উম্মত অচিরেই বাহাত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি দল বেঁচে যাবে, তাঁরা (সাহাবীগণ রাদি আল্লাহু আনহুম) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), এরা কোন দল ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত), **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَا لَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى أِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وافْتَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَي أِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً و الَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة وَوَاحِدَةُ فِى الْجَنَّةِ ، وَاثْنَتَان وَسَبْعُوْنَ فِي النَّار" ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، و مَنْ هُي ؟ ، قَا لَ : " الْجَمَاعَةُ "ــ في المعجم الكبير للطبراني(١٤٥٥٥)" .

অর্থঃ-হযরত আউফ বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারাও বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর যার হাতে আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), বলা হল: হে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), তারা কারা? তিনি বললেন: তারা হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)", আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫৫৫।

এই মাত্র উপরোক্ত (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) হাদিস শরীফ তিন খানাতে পূর্ববর্তী (দ্বিতীয়) হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত " **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى** "("যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি") বাক্যাংশটুকুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গেছে। **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল যে **الإسلام** (ইসলাম) এর দশটি অংশের একটি অংশ এ বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্ন বর্ণিত এই অধ্যায়ের (ষষ্ঠ) হাদিস শরীফ খানাই একমাত্র স্বাক্ষ্য। হাদিস শরীফ খানা এই--------

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أَلْإِسْلَامُ عَشَرَةٌ اَسْهُمٍ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَاسَهْمَ لَهُ: شَهَادَةُ ان لَا أِلَهَ أِلَّا اللهُ ، وَهِيَ الْمِلَّةُ ، وَالثَّانِي اَلصَّلَاةُ ، وَهِيَ اَلْفِطْرَةُ ،وَ الثَّالِثُ اَلزَّكَاةُ ، وَهِيَ الطَّهُوْرُ، وَ الرَّابِعُ اَلصَّوْمُ ، وَهُوَ الْجُنَّةُ ، وَالْخَامِسُ اَلْحَجُّ ، وَهُوَ الشَّرِيْعَةُ ،وَالسَّادِسُ اَلْجِهَادُ، وَهُوَ الْغَزْوُ، وَالسَّابِعُ اَلْأَمرُبِالْمَعْرُوْفِ وَهُوَ الْوَفَاءُ ، وَالثَّامِنُ اَلنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهِيَ الْحُجَّةُ ، وَالتَّاسِعُ اَلْجَمَاعَةُ ، وَهِيَ اَلْفَةُ ، وَالْعَاشِرُ اَلطَّاعَةُ ، وَهِيَ الْعِصْمَةُ ـ (١١٧٩٠) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থ:-হযরত ইবনে আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "ইসলাম দশটি অংশে বিভক্ত। সে ব্যাক্তি ব্যর্থ যার (ইসলামের দশটি অংশের) একটি অংশ নেই।

(১) শাহাদাত (স্বাক্ষ্য দেওয়া) (**شهادة ان لا أله ألا الله** ،) এটা হচ্ছে মিল্লাত তথা ধর্ম,

(২) নামাজ, এটা হচ্ছে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্ম/প্রকৃতির ধর্ম,

(৩) যাকাত, এটা হচ্ছে পবিত্রতা,

(৪) সাওম(রোজা), এটা হচ্ছে বর্ম/আত্ন রক্ষাকারী বস্তু,

(৫) হজ্ব, এটা হচ্ছে শরীয়ত,

(৬) জিহাদ (সংগ্রাম), এটা হচ্ছে যুদ্ধ

(৭) **الامربالمعروف وهو الوفاء**-আল অমরু বিল মা'রুফ (সৎ বা ভাল কর্মে আদেশ), এটা হচ্ছে বিশ্বস্ততা/সম্পাদন,

(৮) **النهي عن المنكر وهي الحجة**-আন নাহইয়ু আনিল মুনকার (ঘৃন্য বা অশ্লীল কর্ম) থেকে বিরত থাকা বা বিরত রাখা,

(৯) **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল, এটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠতা বা মিল,

(১০) আত তআ'তু(আনুগত্য), এটা হচ্ছে সংরক্ষন বা পবিত্রতা। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭৯০ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানার ১০টি অংশের ৯ম (নবম) অংশটি হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আরো একটি কথা জানতে হবে যে, পূর্ববর্তী সকল ধর্মের নামই যে **الإسلام**(ইসলাম) ছিল এবং তাদের উম্মতের দলের এক মাত্র নাম যে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)ই ছিল তা নিম্ন বির্ণিত এই অধ্যায়ের (সপ্তম) হাদিস শরীফ খানা (দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ডবাক্যে)অধ্যয়ন করলে বা দেখলে সহজেই বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ডবাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: -------------------

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجاءَهُ جبريْلُ عليه السلام بِالْوَحْيِ فَتَغَشَّي رِداءَهُ فَمَكَثَ طَوِيلاً حَتَّي سُرِّيَ عَنْهُ وَكَشَفَ رِداءَهُ فإِذا هُوَ تَعَرَّقَ عَرَقاً شَدِيْداً وَإِذا هُوَ قابِضٌ عَلى شَيْءٍ فَقَالَ " جاءَ كُمْ جِبرِيْلُ عَلَيْهِ السلامُ يَتَعاهَدُ دِيْنَكُم لَتَسْلُكَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، وَلَتَأْخُذُنَّ بِمِثْلِ أَخْذِهِمْ إِنْ شِبْرًاً فَشِبْرًاً ، وَإِنْ ذِراعاً فَذِراعاً ،وإِنْ باعاً فَباعاً ، (فِيْ رِوايَةٍ أُخْرَى "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصارِيّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَتَرْكَبُنَّ سنن من كَانَ قبلكم مِثْلاً بِمِثْلٍ "،{ 23344} مُسْنَدُ أَحْمَدَ)) حَتَّي لَوْ دَخَلُوا فِيْ جُحرِ ضَبٍّ دَخَلْتُمْ فِيْهِ إِلَّا أَنَّ بَنِيْ إِسْرائِلَ اِفْتَرَقَتْ عَلَى مُوْسَى سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّها ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلاَمُ وَجَماعَتُهُمْ ،ثُمَّ إِنَّها اِفْتَرَقَتْ عَلَى عيسى ابن مريم عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّها ضالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلامُ وَجَماعَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلاَمُ وَجَماعَتُهُمْ - في المعجم الكبير للطبراني. (١٣٤٨١)

অর্থঃ-হযরত কাছির বিন আব্দুল্লাহর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ঢেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন, শেষ পর্যন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন। তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন: জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন- "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায়**(পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর)** চলাফেরা করবে"।**(অন্য বর্ণনায়, সাহল বিন সা'দ আনসারী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : " যার হাতে আমার আত্মা বা প্রান তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের) অনুরূপ নিয়মের উপর আরোহন করবে বা চলবে ", মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৩৪৪)**। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে। যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত, এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে। এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই **(ضالة)**ভ্রষ্ট, তা হচ্ছে **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم**(আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭১টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই **(ضالة)** পথ ভ্রষ্ট, আর তা হচ্ছে **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم** আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعته**(আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দলগুলোকে " **ضَالَّةٌ** "(পথ ভ্রষ্ট) শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এতসব সতর্কতা সত্বেও "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা তাদের নিজেদেরই দূর্ভাগ্যবশত: উক্ত সতর্কতাকে উপেক্ষা করে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))**দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

উপরে বর্ণিত **১ থেকে ৯ নং** হাদিস শরীফ পর্যন্ত সবগুলো হাদিস শরীফেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করার গুরুত্ব তারঁ প্রিয়

উম্মতকে জানিয়েছেন ও **৩ নং হাদিস শরীফ থেকে ৫ নং হাদিস শরীফ** পর্যন্ত **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বভিন্ন দল-উপদলগুলোর পরিণতি ও পরিনাম ফল সম্পর্কে তারঁ প্রিয় উম্মতকে অবহিত করেছেন। এতে উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করা যাবে না, ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদলগুলো দোযখে প্রবেশ করবে। অতএব, ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করা হারাম ও ইসলামের নামে গঠিত সব দল-উপদল ত্যাগ করা ফরজ এবং পাশাপাশি **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করা, মানাও ফরজ। নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুখানা হাদিস শরীফ খানা অধ্যয়ন করলে বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি,অনূধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করা যাবে

অষ্টম হাদিস শরীফখানা এই---

-

عَن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حَذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ،مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللّ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَفِيْهِ دَخَنٌ" قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : " قَوْمٌ يَسْتَنُّون بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ(مِنْهُمْ- البخاري) وَتُنْكِرُ" فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيْهَا " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ،قَالَ : " نَعَمْ، ه قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا "قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَمَا تَرَى(تَأْمُرُنِيْ - البخاري+ سنن إبن ماجه) إِنْ أَدْرَكَنِي ذَالِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِمَامَهُمْ" فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَ لاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةِ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَالِكَ "- فِى مُسْلِمٍ (١٨٤٧) + في سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (٧٠٨٤) +مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٧) + الْمشْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٠)

অর্থঃ-হযরত বুসর বিন উবাইদুল্লাহ হাদরামী থেকে বর্ণিত,তিনি শুনেছেন, আবু খাওলানীকে হুজাইফা বিন ইয়ামানকে বলতে শুনেছেন: মানুষেরা(সাহাবীগণ) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কল্যাণ বা মঙ্গল(বেহেস্তে যাওয়ার আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বা অনিষ্ট(দোযখে যাওয়ার আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিলাম এই ভয়ে যে, অনিষ্ট আমাকে পেয়ে ফেলবে(দোযখ অমাকে পেয়ে বসে)। তাই, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি! আমরা জাহিলি যুগে (অজ্ঞতার যুগে) অনিষ্টের মধ্যে ছিলাম। অতপর আল্লাহ আমাদের নিকট এই কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তাহলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এর পরে কি কোন অনিষ্ট আছে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! আমি বললাম, ঐ অনিষ্টের বা অমঙ্গলের পরেও কি কোন কল্যাণ বা মঙ্গল আছে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! তবে এতে ধুম্র আছে (ধোঁয়া মিশ্রিত আছে)। আমি বললাম ঐ ধুম্র বা ধোঁয়া কি? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন, তা হচ্ছে, "এমন এক সম্প্রদায় বা জাতি আসবে তারা আমার সুন্নাহ **(সুন্নাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-১৪১-১৪৯ দ্রষ্টব্য)** ব্যতীত অন্য সুন্নাহ প্রবর্তন করবে(অন্য সুন্নাহ অনুসরন বা অবলম্বন করবে) ও আমার (দেখানো) পথ(পথনির্দেশ) ব্যতীত অন্য পথ প্রদর্শন করবে (অন্য পথ দেখাবে)। তুমি (তাদের মধ্য হতে- বুখারী)কাউকে চিনবে, কাউকে চিনবে না (তাদের কোন কাজ তোমার কাছে ভাল মনে হবে আবার কোন কাজ অপছন্দ হবে)। আমি বললাম, এই কল্যাণের বা মঙ্গলের পরেও কি কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল আছে। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: হাঁ! জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীগণ **(("জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীগণ" বাক্যটির অর্থ:- ইসলামের নামে এমন কি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলী বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠনকারীগণ বা প্রতিষ্ঠাকারীগণ))** থাকবে, যে ব্যাক্তি তাদের সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে। আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি! তাদের **(জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীদের)**

বর্ণনা দিন, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তারা আমাদেরই চামড়ার অন্তর্ভূক্ত(আমাদেরই জাতি), আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে,(তারা আমাদের ধর্মের বিষয়গুলো>> যেমন আল্লাহ, নবী, ফেরেস্তা, আখিরাত, বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদির প্রতি ঈমান, ইসলাম, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম<<নিয়েই তারা কথা বলবে), আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, যদি উহা আমাকে পেয়ে যায় তা হলে আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন! তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তখন তুমি মুসলমানদের জামাআ'ত(**الْجَمَاعَةُ**) নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে এবং তাদের ইমামকে(নেতাকে) ধরে থাকবে, আর আমি বললাম: যদি তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি না থাকে এবং তাদের ইমামও (নেতাও) না থাকে? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তা হলে এমতাবস্থায় তোমাকে মৃত্যু ধরে ফেলা পর্যন্ত গাছের মূল বা শিকড় কামড় দিয়ে ধরে রাখতে হলেও কিন্তু তুমি (ইসলামের নামে গঠিত)**<u>সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর</u>**(ইসলামের নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর)। আর তুমি এইরূপই করবে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪ , সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭ এবং সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০। (১৭৬, ২২১-২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

((উপরোক্ত হাদিস শরীফখানাতে (الْجَمَاعَةُ) (আল-জামাআ'ত) নামে দলটির তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুপস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে হাদিস শরীফের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।))

নবম হাদিস শরীফখানা এই---

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ ": وَ أَنَا آَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةَ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَماعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ " سنن التِّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) ২.আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল) সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে"। সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩)।

এ অধ্যায়ের উপরোক্ত নয়খানা হাদিস শরীফের **(১)** অষ্টম হাদিস শরীফখানায় বর্ণিত --------------------------->>

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا *-فِى مُسْلِمٍ (١٨٤٧) + في سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (٧٠٨٤) +مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٧) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمِ (٣٩٠)

অর্থঃ-তুমি (ইসলামের নামে) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর, বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪ , সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭ এবং সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০)<<বাণী মোতাবেক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের

বাক্য ও শব্দাবলীর নামে (উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত) যে কোন নামে দল-উপদল গঠন করা হারাম এবং উপরোক্ত নয়খানা হাদিস শরীফের **(২)** নবম হাদিস শরীফে বর্ণিত------------->>

أَنَاآمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ *

অর্থঃআমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আশে মানতে) ৩. জিহাদ করা(জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল_জামাআ'ত)**নামে **দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে**, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ-২৭৬৩) **<<** বাণীর ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয় মোতাবেক **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা ও মানা ফরজ। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

উপসংহারঃ উপসংহারে আমি তিনটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। নিম্নে বর্ণিত প্রথম হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি সহ ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুনাবলীর সাথে সম্পর্কিত মুসিলিম মানুষ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদল অনুসরণ করার মানসিকতাকে হাদিস শরীফে " **هَوَى** " তথা প্রবৃত্তি বলা হয়েছে।

তবে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামসম্বলিত দলটির অনুসরণ করার প্রবৃত্তিকে হাদিস শরীফে ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য যে কোন দল-উপদল অনুসরণ করার প্রবৃত্তি থেকে " **إِلاَّ** " শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে **إِسْتِثْنَاء** করে তথা ব্যাতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামসম্বলিত দলটির স্বতন্ত্র মর্যাদা দেখানো হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত প্রবৃত্তিসমূহ প্রতিযোগিতার আকারে এ মুসলিম উম্মার মধ্যে দ্রূত গতিতে প্রবাহিত হতে থাকবে।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রবৃত্তি দু প্রকার। **১. কু-প্রবৃত্তি ২. সু-প্রবৃত্তি ।**

ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুনাবলীর সাথে সম্পর্কিত মুসিলিম মানুষ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদল অনুসরণ করার প্রবৃত্তির অনুসারী প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষকে **কু-প্রবৃত্তির অনুসারী** মুসলিম বলে। হাদিস শরীফে এরূপ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম মানুষকে দোযখী বলা হয়েছে।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসরণ করার প্রবৃত্তির অনুসারী প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষকে সু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম বলে।

হাদিস শরীফে এরূপ **সু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম** মানুষকে বেহেস্তী বলা হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভবিষ্যদ্বাণী অসূযায়ী **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির গুরুত্ব নিয়ে নিম্নে বর্ণিত তিনখানা হাদিস শরীফের আলোকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ-------------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِيْ عَامِرِ عَبْدِ اللهِ بِنْ لُحَيِّ قَالَ : حَجَجْنَا مَعض مُعَاوِيَةَ بِنْ أَبِيْ سُفْيَانَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِيْنَ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوْا فِيْ دِيْنِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ و سَبْعِيْنَ مِلَّةً ، وَ إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً ،يَعْنِيْ الأَهْوَاءَ ، كُلُّهَا فِيْ النَّارِ ، إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ , وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ ،كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ ،لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ ــ مسند احمد (١٧٢١١)

অর্থঃ-হযরত আবু আমের আব্দুল্লাহ বিন লুহাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মুআ'বিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সাথে হজ্ব করলাম, যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন তিনি জোহরের নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে বললেন: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই দুই আহলু কিতাব (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়) তাদের ধর্মে

৭২টি (বায়াত্তুরটি) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, আর আমার এ উম্মত অচিরেই ৭৩টি (তিয়াত্তুরটি) দলে-উপদলে বিভক্ত হবে অর্থাৎ (৭৩টি) প্রবৃত্তিসমূহে বিভক্ত হবে, একটি ব্যাতিত এর প্রত্যেকটি দোযখে থাকবে, আর সেটা হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)। নিশ্চয়ই অতিসত্বর আমার উম্মতের ভিতর উক্ত প্রবৃত্তিসমূহ**(ইসলামের নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দও বাক্যবলীর নামে দল-উপদল গঠন করার প্রবৃত্তি)** প্রতিযোগিতার আকারে প্রবাহিত হতে থাকবে (সমবেশ হবে) যেমন কুকুর তার সাথীর সাথে সমাবেশ হয় বা মিলে। এর কোন একটি রগ, না একটি জোড়া অবশিষ্ট থাকবে যার ভিতর এ প্রবৃত্তি (মানুষের বেলায় দল-উপদল গঠন করার প্রবৃত্তি) প্রবেশ করবে না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭২১১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ زِيَادِ بِنْ لَبِيْدِ قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا قَالَ: وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قَالَ: قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أَمِ لَبِيْدِ ، إِنْ كُنْتُ لَأُرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ ، أَوَ لَيْسَ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَةَ و الْإِنْجِيْلَ ، فَلاَ يَنْتَفِعُوْنَ مِمَّا فِيْهِمَا بِشَيْءٍ - (١٨٢٠١) مُسْنَدُ أَحْمَدَ + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٤٠+٣٤١+٣٤٢)

অর্থঃ-হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা কিছু বিষয় উল্লেখ করে বললেন: উহা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান চলে যাওয়ার সময়, তিনি (যিয়াদ বিন লাবিদ) বললেন: আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, কিভাবে ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন পড়াচ্ছি, আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তানদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন পড়াবে? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা) বললেন: **ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أَمِ لَبِيْدِ**, তোমাকে তো মদীনার অধিক জ্ঞানী ফকীহ লোক বলে আমাকে জানানো হয়েছে, **(এতদসত্বেও তুমি এ কথা কেমন করে বলতে পারলে, তুমি কি জান না ?)** এই ইয়াহুদি ও নাছারারা (খ্রীষ্টানদের) কি তওরাত ও ইনজিল পড়ছেনা, এতে যা আছে তা থেকে তো তারা কিছুই উপকার নিচ্ছে না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০১ +সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪০+৩৪১+৩৪২।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ ابْنِ لَبِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ ،قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ قَالَ : هَذَا أَوَانُ اِنْقِطَاعِ الْعِلمِ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "يَذْهَبُ الْعِلْمُ "،{ ٣٨٢٠١ } مُسْنَدُ أَحْمَدَ) وَفِيْنَا كِتَابُ اللهِ نُعَلِّمُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ (فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ، { ٣٨٢٠١ } مُسْنَدُ أَحْمَدَ)-، قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيْدِ ، مَا كُنْتُ أَحْسِبُكَ ،إِلاَّ مِنْ أَعْقَلِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، أَلَيْسَ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى فِيْهِمْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ قَالَ : أَلَيْسَ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى فِيْهِمْ التَّوْرَةَ و الْإِنْجِيْلَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوْا مِنْهُ بِشَيْءٍ - (٣٨٢٠٢) مُسْنَدُ أَحْمَدَ + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٤٠+٣٤١+٣٤٢)

অর্থঃ-হযরত ইবনু লাবিদ আল-আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্রাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা বলেছেন: এটা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান চলে যাওয়ার সময়, শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: অথবা তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা) বললেন: এটা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান বিচ্যুতি হয়ে যাওয়ার সময়, আমি বললাম: কিভাবে **(অন্য বর্ণনায়_"কিভাবে ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে", মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০১)** অথচ আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব(কুরআন) রয়েছে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে উহা শিখাচ্ছি, আমাদের সন্তানেরা উহা তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে, **(অন্য বর্ণনায় "কিয়ামত পর্যন্ত পড়াবে " ,মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০১)** তিনি (রাসুলুল্রাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালালামা) বললেন: **ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيْدِ**, আমি তোমাকে তো মদীনার অধিক বুদ্ধিমান মনে করি, (এতদসত্বেও তুমি এ কথা কেমন করে বলতে পারলে, তুমি কি জান না?) ইয়াহুদি ও নাছারাদের (খ্রীষ্টানদের) মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে, শুবা (রাদি: ইয়াহুদি ও নাছারাদের (খ্রীষ্টানদের) মাঝে কি তওরাত ও ইনজিল নেই, অতপর, তারা তো তা থেকে কিছুই উপকার নেয় নি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০২ +সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪০+৩৪১+৩৪২।

"مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) এর পরিচয় " পর্বে প্রথম পাঁচটি হাদিস শরীফে বর্ণিত "আমার উম্মত ৭৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হবে, একটি দল জান্নাতে যাবে আর সবগুলো দলই দোযখে যাবে, সেই জান্নাতী দলটি হচ্ছে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল" মর্মে ভবিষ্যদ্বানী আর সপ্তম হাদিস শরীফে বর্ণিত **"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের [ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের] নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায় (পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর) চলাফেরা করবে। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে। যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত,এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে"** (৮০) মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং উপসংহারে বর্ণিত উপরোক্ত তিনটি হাদিস শরীফের আলোকে এ কথা বুঝা গেল যে, সারা বিশ্বে বিশেষকরে বাংলাদেশে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কু-প্রবৃত্তির অনুসারী কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে-অনুকরনে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে **((এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** ইসলামের নামের সাথে বা বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠন করায় উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভবিষ্যদ্বাণীই এখন সত্যিই বাস্তবায়িত হয়েছে।

<u>আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তারিত বর্ণনাঃ</u>

সারা বিশ্বে যে কোন ইসলামি মাদরাসা, ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পবিত্র কুরআন, এর তাফসীর ও উসুলুততাফসীর, হাদিস শরীফ, এর উসুলুল হাদিস এবং ফিকহ ও এর উসুলুল ফিকহ সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে"। কিন্তু পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ, এবং ফিকহ্ সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন হল (**ذَهَابِ الْعِلْمِ أَوْ اِنْقِطَاعِ الْعِلم**) **" ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে অথবা ইলম বা জ্ঞান বিচ্যুতি ঘটবে"** বিষয়টি কি এবং কোন বিষয়ের ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে অথবা কোন বিষয়ের ইলম বা জ্ঞান বিচ্যুতি ঘটবে ?

অনুসন্ধিৎসু মূলক বা গবেষণামূলক উত্তর এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পূর্ণভাবেই বহাল থাকবে। ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের ন্যায় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মন থেকে শুধুমাত্র দুটি ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে বা বিচ্যুতি ঘটবে ।

আর ঐ দুটি ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে--

(১) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " **أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ**(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান, যে কোন ইসলামি দলের নাম " **أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ**(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে নাম রাখতে হবে মর্মে জ্ঞান, " **أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** "(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন ইসলামি দল করা যাবেনা, প্রচার করা যাবেনা মর্মে জ্ঞান, " **أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ**"(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন ইসলামি দলের সদস্য হওয়া যাবেনা মর্মে জ্ঞান চলে যাবে বা বিচ্যুতি ঘটবে ।

(২) ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ আইনগত নাম **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ)** সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান >>(৮১) এ দুটি ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও

---

(৮০) **" لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبراً فشبراً ، وإن ذراعاً فذراعاً ،وإن باعاً فباعاً "**

(৮১) **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ)** সম্পর্কে **ইলম বা জ্ঞান** নামক বিষয়টির সম্প্রসারিত অর্থ, ভাব ও মর্ম(পৃষ্ঠা নং-২৭৯ দ্রষ্টব্য), মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, (**"শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, ঐচ্ছিক বিষয়**" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,

শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কেই বর্তমান কালের- أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুলকুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ খুবই উদাসীন। অথচ এ দুটি ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ না থাকায় ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষাদান, শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ইয়াহুদি ও নাসারাদের (খ্রীষ্টান) মত ضَالُّوْنَ তথা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ জন্যেই ইয়াহুদি ও নাছারাদের(খ্রীষ্টানদের) মাঝে তওরাত ও ইনজিল কিতাব থাকা সত্ত্বেও তারা উপরোক্ত দুটি ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ থেকে উদাসীন থাকায় তারা যেমন তওরাত ও ইনজিল কিতাব থেকে উপকার লাভ করতে পারে নি ঠিক তেমনি أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ এমনকি নিকৃষ্ট উলামাগণও উপরোক্ত দুটি ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কিত সমস্ত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পূর্ণভাবেই বহাল রাখলেও তারা ইয়াহুদি ও নাছারাদের(খ্রীষ্টানদের) মত কুরআন থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। বরং তারা ضَالُّوْنَ তথা পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে।
সিদ্ধান্তঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় দলের একমাত্র নাম হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। **সমাপ্ত**

সুচিপত্র:

" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর ব্যাখ্যা

শিরোনাম:>> " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানি।<<।

সুচনা: এতক্ষণ আমি ২নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় হাদিস শরীফের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
এখন ৩ নং পরিচ্ছেদ " **وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا** " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না") আয়তটির ব্যখ্যা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের উপর ভিত্তিকরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
অনেকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনের উপরে বর্ণিত সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এ মুমিন- মুসলিমগণকে দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। তা হলে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)ও তো একটি দল। এ দলের

নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে [أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে" (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয় (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---

"وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " ـ سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ الْأَيَةُ (٨)

(অর্থঃ - "এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮) সম্পর্কে ফরজ-হারাম-নিন্দনীয় বিদআ'ত বলার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ব্যতীত কোন মুসলিম মানুষেরই নেই মর্মে জ্ঞান ।("ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নাম" এবং "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (**الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللّٰهُ**) এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং-২৭৯ দ্রষ্টব্য)

নামটি কোথা থেকে আসল। **"দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ"** থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)ও একটি দল হওয়ায় **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল গঠনও নিষিদ্ধ হবে। আসলে তা নয়! আসল কথা হচ্ছে, উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআন ও নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের কতগুলো বাণীর ভাষ্য অনুযায়ী যে কোন দলের নামই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম করণ করা প্রত্যেক মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম করণ ছাড়া ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** অন্য যে কোন নামে দল-উপদল গঠন করা ইসলামি শরীয়তে হারাম। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাই "**وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا**" (অর্থঃ-"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর নির্দেশ মোতাবেক মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে ওহীপ্রাপ্ত হয়েই ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্ত দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল প্রবর্তন করে গেছেন।

মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে ওহীপ্রাপ্ত হয়েই ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল প্রবর্তন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এখানে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ০৩ (তিনটি) হাদিস শরীফ উল্লেখ করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নামকরন করে দল করা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَاِنَّهُ مِنْ فَارِقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ـ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " سنن التِّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ- হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) 4. হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে। অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্খাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের/অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের><অধিবাসীর> অন্তর্ভুক্ত)। তাই,

তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন হে আল্লাহর বান্দাগণ", সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِىْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟ الْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ رَأْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى اتَلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلُ ا للّهِ وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ " وَإِنْ صَامَ وصَلَّى، ادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د الله ""(٣٣٥٣)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়ের) আদেশ করব না যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১. الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে, **২.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের কথা আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে). ।অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** (৮২) জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও,নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লে ও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** (৮৩) কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ,

---

(৮২) **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" বাক্যটির ব্যাখ্যাঃ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবী করে হউক "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট কোন মুসলিম মানুষ নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে এবং ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের আহবান করলে তাঁর এ আহবান হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" এবং "কুফুরীর নিদর্শন"** । এরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী মুসলিম মানুষটির মৃত্যু হবে "জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের বাণীর একটি খন্ড অংশ হচ্ছে এর প্রমাণ। **হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---**

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (6534)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : যে কেহই কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে **জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুতে** মৃত্যু বরণ করবে। মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫৩৪।

(৮৩) **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** বাক্যটির ব্যাখ্যাঃ মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্যই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্ত দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির দিকে তার আহবান করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান" এবং " দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ "।**

হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي قَال : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِىْ اللهُ بِهِنَّ ؟ بِالْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعِ، وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالوا : يَا رَسُوْلُ ا للهِ ، وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ : " وَإِنْ صَامَ و إِن صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَاءِهِمْ ،بِمَا سَمَّا هُمْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - في مُسْنَدِ أَحْمَدَ - (١٧٤٤٣،١٨٠٧٩)

(অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করব যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** আল-জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ "**الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে" **২.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) ৩.আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত)পরিমান কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্ত্বার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং নামাজ পড়ে? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যদি সে রোজা রাখে এবং নামাজ পড়ে ও আর সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম। অতএব, তোমরা মুসলমানদের কে তাদের নামে আহবান কর, যেহেতু আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা", মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৭৯ +১৭৪৪৩।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِيْ مَالك الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِىْ أَنْ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ :عَلَيْكُمْ بَالْجِهَادِ و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ ، فَمَنْ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ قَرْسٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَةٌ و لا صِيَامٌ ، وَ أُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ -" " ــ في المعجم الكبير للطبراني (٣٣٩٠)

অর্থঃ- আবি মালিকিল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়) আদেশ করতে আমাকে নির্দেশ করেছেন। **১.** জিহাদ করতে, **২.** দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে **৩.** দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে **৪.** হিজরত করতে **৫.** যারা ধনুক পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের নামাজ-রোজা কবুল হবে না এবং তারা দোযখের ইন্ধন, আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৯০।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের প্রথম হাদিস শরীফ খানার ৫ নং বিষয়টিতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদিস শরীফ খানার ১ নং বিষয়টিতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে নির্দেশ করেছেন।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

এই হাদিস শরীফখানা হচ্ছে দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ডবাক্য--

" أَلَا أَنَّ بَنِيْ إِسْرائِلَ اِفْتَرَقَتْ عَلَى مُوْسَى سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامَ وَجَمَاعَتُهُمْ ،ثُمَّ إِنَّهَا اِفْتَرَقَتْ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ (١٣٤٨١) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ-হযরত কাছির বিন বুসর(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই **(ضالة)** ভ্রষ্ট, তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) **الإسلام وجماعتهم** (ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই **(ضالة)** পথ ভ্রষ্ট, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) **الإسلام وجماعتهم** (ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) **الإسلام وجماعتهم** (ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

উপরোক্ত চারখানা হাদিস শরীফেই এই কথা বলা হয়েছে যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উদলে বিভক্ত হয়ে গেলে সে তার গর্দান থেকে **الإسلام** (ইসলাম) সরিয়ে দিল।

(১) যদি দলে-উপদলে বিভক্ত কোন মুসলিম الإسلام (ইসলাম) থেকে সরিয়ে যায় তা হলে সে তখন কি থাকে?
(২) সে মুসলিমটি কি তখন মুসলিম থাকে? না, মুসলিম থাকেনা ।
(৩) যদি সে তখন মুসলিম না থাকে তা হলে তার তখনকার নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং জাকাতসহ অন্যান্য সৎকর্মগুলো কি তার কোন উপকারে বা কাজে আসবে? না, কোন উপকারে বা কাজে আসবে না ।

কারণ, **الإسلام** (ইসলাম) হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ মানুষের বসবাসযোগ্য একটি ঘরের চাল বা একটি বিল্ডিং এর ছাদের মত ধর্মনামক ঘরের চাল বা বিল্ডিং এর ছাদসরূপ। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------------------

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " بُنِيَ الإسلام عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " (٨) الْبُخَارِي+ المسلم (٢١)

অর্থঃ- হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি বিষয় বা পাঁচটি পিলার বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। **১.** সাক্ষ্য দেওয়া যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল **২.** নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা **৩.** যাকাৎ দেওয়া ৪. হজ্ব আদায় করা **৫.** রমজানের রোজা পালন করা। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী ইসলাম ধর্ম হচ্ছে মুসলিম মানুষের জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘর বা বিল্ডিংস্বরূপ। আর **الإسلام (ইসলাম)** হচ্ছে উক্ত ঘর বা বিল্ডিং এর ছাদস্বরূপ। ঈমান, নামাজ, যাকাত, হজ্ব ও রোজা হচ্ছে **الإسلام (ইসলাম)**নামক ছাদের পাঁচটি পিলার বা স্তম্ভ। **এই الإسلام (ইসলাম)** নামক ছাদের ছায়া তলেই মুসলিম মানুষ শান্তিতে বসবাস করে। অতএব, কোন ঘরের চাল বা কোন বিল্ডিং এর ছাদ যদি না থাকে বা ভেঙ্গে যায় অথবা ঘুর্নিঝরে উড়িয়ে নিয়ে যায় আর যদি উক্ত চাল বা ছাদ মেরামত করা না হয় তা হলে ঘরের থাম বা স্তম্ভ এবং বিল্ডিং এর পিলার বা স্তম্ভ থাকাসত্বেও উক্ত ঘরে বা বিল্ডিং এ কোন লোক বসবাস করবে কি? না, কখনো না, কস্মিনকালেও নয়। তেমনিভাবে কোন লোকের **الإسلام (ইসলাম)** থাকলে সে মুসলিম। আর মুসলিমনামধারী কোন লোকের **الإسلام (ইসলাম)** না থাকলে উক্ত লোকের ঈমান, নামাজ, যাকাত, হজ্ব ও রোজানামক পিলার বা স্তম্ভ থাকাসত্বেও **الإسلام (ইসলাম)** নামক ছাদ বা চাল না থাকায় উক্ত মুসলিমনামধারী লোকটি তখন মুসলিম থাকবে না। বরং তখন উক্ত মুসলিমনামধারী লোকটি অমুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।

যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরে বর্ণিত চারটি হাদিস শরীফেই এই কথা বলেছেন যে, **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উদলে বিভক্ত মুসলিমনামধারী কোন লোক নামাজ, রোজা আদায়সহ যদি ধারণা করে যে সে মুসলিম, তথাপিও সে মুসলিম নয় বরং সে অমুসলিম এবং তার নামাজ-রোজা কবুল হবে না। [তবে,

উপরোক্ত হাদিস শরীফেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে মানব গঠিত সকল দল-উপদল ত্যাগ করে **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে তওবা করে পুনরায় এই **الإسلام** (ইসলাম)নামক ছাদের ছায়া তলে ফিরে আসতে বা প্রত্যাবর্তন করতে তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্যে একটি option বা সুযোগ রেখে গেছেন। ইচ্ছে করলে তাঁর সেই উম্মতটি এই option বা সুযোগটি গ্রহণ করতে পারে বা কাজে লাগাতে পারে।]

উপরোক্ত পঞ্চম হাদিস শরীফখানা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **الإسلام** (ইসলাম) এবং **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) পরস্পর(একে অপরের সাথে) উৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল নেই সেখানে **الإسلام** (ইসলাম)ও নেই। যেখনে **الإسلام** (ইসলাম) নেই সেখানে মুসলিমও নেই। অতএব, যে ব্যাক্তি উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী নিজ দলের নাম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নাম রাখেনা, নিজেকে প্রকাশ্যে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনূসারী হিসেবে ঘোষণা দেয় না সে মুসলিম নহে। সে হচ্ছে (**ضالٌّ**) ভ্রষ্ট ও অমুসলিম।

তাই, **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্রে একটি বেহেস্তী দল হওয়ায় এ দলটিই হক দল বা সত্য ও সঠিক এবং আইনি তথা শরীয়তী **(শরই'য়্যু)** দল।**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ছাড়া **أَرْذَلُ** "**الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" শুরু থেকেই **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))** বিদ্যমান সকল দল মানব রচিত দল হওয়ায় বা মানব গঠিত দল হওয়ায় সেগুলো বাতিল ও ভ্রান্ত দল।

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" শুরু থেকেই **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম হয়ত বলতে পারেন, হাদিস শরীফেতো **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল করতে বলা হয়েছে এবং **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল না করলে এর অশুভ পরিণতি ও করুণ অবস্থার বর্ণনা আছে। কিন্তু **((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত))** সব দল-উপদল ত্যাগ করতেতো বলা হয়নি। **হা ! সব দল-উপদল ত্যাগ** করতে হবে মর্মে এর উত্তর পেতে অত্র গ্রন্থের **১৭৫-১৭৬** পৃষ্ঠায় বর্ণিত **৭ নং ও ৮ নং** দুইখানা হাদিস শরীফের খন্ড বাক্য নিম্মে উদ্ধৃতি হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হল যা অধ্যয়ন করলে সব দল-উপদল ত্যাগ করতে হবে মর্মে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। **(৮ নং)**

হাদিস শরীফখানার(বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯ ।)খন্ড বাক্যটিতে বর্ণিত--->>

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا *

<<অর্থঃ-_"তুমি সব দল-উপদলগুলো (৮৪) ত্যাগ কর"

---

(৮৪)>> **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত সব দল-উপদল **(মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে গঠিত সব দল-উপদল**

<< বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪ , সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭ এবং সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭৭৬, ২২১-২২২, ৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)>> << বাণী মোতাবেক ইসলামের নামে যে কোন দল-উপদল গঠন করা হারাম এবং (৯ নং) হাদিস শরীফখানার খন্ড বাক্যটিতে বর্ণিত>> (**أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ*** অর্থঃআমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.** আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.**" **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে")<< বাণীর ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয় মোতাবেক **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করা ও মানা ফরজ** । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ

<u>الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনাঃ</u>

শিরোনামঃ >> **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে জানি ।**<<**

সূচনাঃ এতক্ষণ আমি ৩ নং পরিচ্ছেদ " **وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا** " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না") আয়তটির ব্যখ্যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি । এখন ৪নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

ত্যাগ কর)<< কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে আছে-----------------------

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَ يَسْخَطُ ثَلاَثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ مَالٍ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (7921)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট আর তিনি তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট । আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট তা হচ্ছে---

১. তোমরা তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুর অংশীদার করবে না

২. তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম, কুরআন, ধর্ম ইত্যাদিকে) একদলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরবে ও দলে-উপদলে (ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলে-উপদলে) বিভক্ত হবে না ।

৩. আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন (খলিফা, আমির, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি বানিয়েছেন) তাদেরকে তোমরা পরামর্শ-উপদেশ দিবে ।

আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য অসন্তুষ্ট তা হচ্ছে--

১. অনর্থক কথা-বার্তা বলা

২. মাল-সম্পদ নষ্ট করা

৩. অধিক প্রশ্ন করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ. হাদিস শরীফ নং-৭৯২১ ।

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে আলোচনা শুরু:

পবিত্র কুরআনের সুরা আল ইমরানের ১০৬ নং আয়ত শরীফ-" **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ**" (অর্থঃ " সেদিন < কিয়ামতের দিন > কতিপয় মুখ উজ্জল হবে এবং কতিপয় মুখ কাল হবে") এর **تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ** (কতিপয় মুখ উজ্জল হবে) বাক্যাংশ টুকুর ব্যাখ্যায় তাফসীরে দুররে মানছুরে, তাফসীরে ইবনে কাছিরে হযরত আব্দুল্লাহ ইননে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেনঃ- তারা হচ্ছে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)", ইবনে আবি হাতিম, হাদিস শরীফ নং-৪০০০, হযরত আব্দুল্লাহ ইননে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রুয়াতে মালিক ও দায়লামী ফিরদাউসে এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু ইবানাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ- তারা হচ্ছে **أَهْلُ السُّنَّةِ**,তাফসীরে দুররে মানছুর, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে খাজেন,তাফসীরে বগভী।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বেহেস্তী দলিটিকে শুধু **الْجَمَاعَةُ** " আর হযরত আব্দুল্লাহ ইননে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইননে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল শব্দটিকে মুসলিম মানুষের মনে আরো স্পষ্ট ও বোধগম্য এবং পরিচিত করে তোলার জন্য "**تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ**"(কতিপয় মুখ উজ্জল হবে) বাক্যাংশ টুকুর ব্যাখ্যায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকেই **أَهْلُ السُّنَّةِ** শব্দটি বর্ণনা করায় " **الْجَمَاعَةُ**" ও "**أَهْلُ السُّنَّةِ**" এই উভয় শব্দের সমষ্টির সমন্বয়ে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামকরণ গঠিত হয়েছে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন হদিস শরীফে বর্ণিত" **الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দলই বর্তমান সারা বিশ্বে " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**" (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নাম হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়েছে। এই "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দলটিকেই তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَة** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটিকেই কেই আঁকড়ে ধরাকে হাদিস শরীফে মুসলিম মানুষের উপর ফরজ করা হয়েছে। এই **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য যে কোন নাম ধারণ করে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে যে কোন দল করাকে দোযখী বলা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, পরস্পর বিপরীত মতাদর্শের অনূসারী দুটি দল নিম্ন বর্ণিত **০২ (দুটি) কারণে** পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশিত **" দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ "** এ তিক্ত সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ ও অক্ষমই হয়ে পড়েছেন বা এমন হতে পারে যে, তাঁরা অভ্যন্তরীণ কোন স্বার্থের কারণে এ তিক্ত সত্যটি আন্তরিকভাবে মেনে নিয়ে বাস্তবে কায©কর করতে পারছেন না।

(০১ নং কারণ)>_" **الْجَمَاعَةُ** "(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে **দলটি থেকে الْفُرْقَة তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট **মুসলিমগণ তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ >>** ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<** বিভিন্ন নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত ইসলাম ধর্মের অনূসারীগণ **اَلتَّنَازُعُ** তথা মতবিরোধে জড়িত হওয়ার কারণে " **تَعَصُّبٌ**" তথা গোঁরামী বশতঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশিত **"দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ"** এ তিক্ত সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ ও অক্ষমই হয়ে পড়েছেন বা এমন হতে পারে যে, তাঁরা অভ্যন্তরীণ কোন স্বার্থের কারণে এ তিক্ত সত্যটি আন্তরিকভাবে মেনে নিয়ে বাস্তবে কার্যকর করতে পারছেন না।

(০২ নং কারণ)> " **الْجَمَاعَةُ** " (আল- জামাআ'ত) নামে দল তথা **الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে

দলটির অন্তর্ভুক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবীকারী সাহাবীদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর”**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমের সন্তানদের কতিপয় মুসলিম বা কর্তৃক মুসলিম উলামাকেরামগণ >> ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))**<<বিভিন্ন নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ اَلْإِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যজনিত কারণে অজ্ঞানতা বশতঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশিত **“দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ”** এ তিক্ত সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ ও অক্ষমই হয়ে পড়েছেন বা এমন হতে পারে যে, তাঁরা অভ্যন্তরীণ কোন স্বার্থের কারণে এ তিক্ত সত্যটি আন্তরিকভাবে মেনে নিয়ে বাস্তবে কার্যকর করতে পারছেন না।

যাহোক, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য যে কোন নাম ধারণ করে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে যে কোন দল করাকে দোযখী বলা থেকে প্রমাণ হয় যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা- **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল ছাড়া **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি যেমন অনুধাবন করুন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত বিভিন্ন নাম ধারণ করে))** অন্য যে কোন নাম ধারণ করে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত কোন দল করা ইসলামি শরীয়তে হারাম। সে জন্যই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য তাকিদ সহকারে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ-

"أَيُّهَاالنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ" ـ فَتْحُ الرَّبَّانِي ، الْجُزْءُ الرَّابِعُ والْعِشْرُوْنَ لِشَرْحِ مُسْنَدُ أَحْمَدَ

অর্থঃ- “হে মানুষ সকল (মুমিন-মুসলিমগণ), তোমাদেরকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটিকেই” আকড়ে ধরতে হবে অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ’ত)নামেদল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটিকেই আকড়ে ধরা তোমাদের উপর ফরজ এবং **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতা থেকে (দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া থেকে)বেঁচে থাক অর্থাৎ **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতা থেকে (দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া থেকে) বেঁচে থাকা বা দূরে থাকা তোমাদের জন্য ফরজ”, মুসনাদে আহমদ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুর রাব্বানী, ২৪তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং- ১০)।

অতএব, **(বিশেষ অনুরোধ)** নিম্নে বর্ণিত দুটি দলকেই উপরোক্ত হাদিস শরীফের সতর্কতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশিত **“দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ”** এ তিক্ত সত্যটি বুঝে, উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তবে কার্যকর করতে বিনীত অনুরোধ করছি।

(০১ নং দল)> ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন নাম ধারণকারী **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন দল নাম ধারণকারী))** দলে-উপদলে বিভক্ত ইসলাম ধর্মের অনুসারী, **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় **(مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণকে অথবা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশিত **“ দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ”** এ তিক্ত সত্যটি বুঝে, উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তবে কার্যকর করতে বিনীত অনুরোধ করছি।

(০২ নং দল)>> ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন নাম দিয়ে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি**

<u>উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত বিভিন্ন নামে নাম দিয়ে))</u> দলে-উপদলে বিভক্ত ইসলাম ধর্মের অনূসারী, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবীকারী সাহাবীদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুমিন-মুসলিমের সন্তানদের কতিপয় মুসলিম বা কতিপয় মুসলিম উলামাকেরামগণকে অথবা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**"সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের নির্দেশিত **" দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ "** এ তিক্ত সত্যটি বুঝে, উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তবে কার্যকর করতে বিনীত অনূরোধ করছি।

সমাপ্ত

সুচিপত্র:

<u>الْجَمَاعَةِ আল-জামাআ'ত তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দল ত্যাগকারীর করুন ও অশুভ পরিণতি এবং অবস্থাঃ</u>

শিরোনাম: >> الْجَمَاعَةَ আল-জামাআ'ত তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দল ত্যাগকারীর করুন ও অশুভ পরিণতি এবং অবস্থা সম্পর্কে জানি।<<

সুচনা: এতক্ষণ আমি ৪নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম করণের উৎস সম্পর্কে ২৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখন আমি ৫নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগকারীর অশুভ পরিণতি এবং অবস্থা সম্পর্কে ২৩৮ পৃষ্ঠা থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র বেহেস্তী দল।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপর আল্লাহর রহমত আছে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি স্বয়ং নিজেই হচ্ছে রহমত এবং **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে **" ضَلاَلَةٌ "** তথা (পথ)ভ্রষ্টতা ও আযাব। তাই, **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন মুসলিমটি **" ضَالٌّ "** তথা পথভ্রষ্ট। আর **" ضَالٌّ"** তথা পথভ্রষ্ট মুসলিম ব্যাক্তিটি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে মর্মে সূচনাতে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের স্বপক্ষে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ আছে। নিম্নে কতিপয় হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ قَالَ :قَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : مَنْ لَمْ يَشْكُر الْقَلِيْلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيْرَ ، وَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِاللهَ عَزَ وَ جَلَّ ،و التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ ، وَ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، و الْفُرْقَةُ عَذَابٌ ، (١٩٦٦٥٩+١٨٧٤٠) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ .

(অর্থঃ-হযরত নু'মান বিন বাশির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে কম কিছুর শুকরিয়া করে না সে বেশী কিছুরও শুকরিয়া করবে না, যে শুকরিয়া করে না সে

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লারও শুকরিয়া করে না, আল্লাহর নিআ'মত সম্পর্কে আলোচনা করাই হচ্ছে শুকরিয়া, শুকরিয়া ত্যাগ করা হচ্ছে কুফর, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল হচ্ছে রহমত আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে আযাব বা শাস্তি"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৭৪০, ১৯৬৫৯।

উপরোক্ত প্রথম হাদিস শরীফেই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে "রহমত" **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে " **আযাব বা শাস্তি** " হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَال : إنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِى عَلَى ضَلاَلَةٍ وَ يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةُ وَ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ" سنن الترمذي() "

(অর্থঃ- হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) আমার উম্মতকে **(ضَلاَلَةٍ)** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না এবং আল্লাহর হাত (দয়া-করুণা) **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সাথে আছে আর যে কেউ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা (৮৫) বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে সেই বা সেই দলই দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-।

উপরোক্ত দ্বিতীয় হাদিস শরীফ খানা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সাথে মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া-করুণা রয়েছে, আর দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে কারো বিচ্ছিন্ন হওয়া হচ্ছ **ضَلاَلَة** পথভ্রষ্টতা। **ضَلاَلَة** তথা ভ্রষ্টতার কারণে একজন লোক " **ضَالٌ** " তথা পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত দলগুলোর উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া-করুণা নাই।

উপরোক্ত দ্বিতীয় হাদিস শরীফ খানার ভায্য থেকে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, **ضَلاَلَة** তথা ভ্রষ্টতার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে **الْفُرْقَةُ**(ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতা। (৮৬)

" ضَلاَلَة তথা (পথ)ভ্রষ্টতার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যে الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতা " এ বিষয়টি অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত আসন্ন অষ্টম হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছ । তবে অধিক বোধগম্যের জন্য অষ্টম হাদিস শরীফ খানা পূন:রুক্তি হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হল ।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে--

(৮৫) >> ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))** দল-উপদল গঠন করে<<

(৮৬) এখানে আর একটি হাদিস শরীফের খন্ড বাক্য উপরোক্ত বাণীর সমর্থনে এখানে আনা হল। হাদিস শরীফখা এই-

- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم " وَ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةُ وَلاَ يُبَالِي اللهُ شُذُوْذَ مَنْ شَذَّ " الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ (٤٨٥٢)

অর্থঃ- হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহর হাত (দয়া-করুণা) **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপর আছে আর যে কেউ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়েদলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে এমন বিচ্ছিন্নবাদীদেরকে আল্লাহ পরোয়া করেন না, আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪৮৫২।

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَلاَلُ وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةِ" (14090)) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা এটা হচ্ছে "**ضَّلَالٌ**" তথা (পথ)ভ্রষ্টতা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে **ضَّلَالَةِ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

" ضَالٌّ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট হওয়ার কর্ম পদ্ধতিঃ

একজন মুসলিম মানুষ কিভাবে" ضَالٌّ "তথা পথভ্রষ্ট হয় তার নিয়ম বা পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।
উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে এ কথাই বুঝা গেল যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই হচ্ছে " **ضَلاَلَة বা ضَّلَالٌ**" তথা (পথ) ভ্রষ্টতা।
আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যখনই একজন মুসলিম মানুষ নিম্নে বর্ণিত দুটি **(০২টি)** বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়বে, সম্পাদন বা কাযর্কর করে ফেলবে তখনই সে " **ضَالٌّ** " তথা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

(১নং বিষয়) الْجَمَاعَة(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়াই হচ্ছে " **ضَلاَلَة** তথা (পথ) ভ্রষ্টতা। " **ضَلاَلَة** তথা (পথ) ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি হচ্ছে " **ضَالٌّ** " তথা (পথ) ভ্রষ্ট।" **ضَالٌّ** " তথা (পথ)ভ্রষ্ট ব্যাক্তি হচ্ছে দোযখী।
এখন প্রশ্ন হল, একজন মুসলিম মানুষ কিভাবে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হবে ?
এর উত্তর এ যে, একজন মুসলিম মানুষ নিজ কর্তৃক গঠিত দলের নাম বা অন্য একজন মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত দলের নাম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম করন না করে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি যেমন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)**)নাম করন করলেই সেই মুসলিম মানুষটি **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة**(ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্নতাই যে " **ضَلاَلَة** তথা (পথ) ভ্রষ্টতা তা নিম্নে বর্ণিত আসন্ন অষ্টম হাদিস শরীফই এর প্রমাণ ও স্বাক্ষী। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আরো অনেক হাদিস শরীফে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। এমনিভাবে পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))** বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভক্ত দলগুলোকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্নে বর্ণিত তৃতীয় হাদিস শরীফে **ضَالَّةٌ** (পথ)ভ্রষ্ট " শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

এই হাদিস শরীফখানা হচ্ছে দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ডবাক্য। দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ডবাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:--------------------------

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجاءَهُ جبريْلُ عليه السلام بِالْوَحْيِ فَتَغَشَّي رِداءَهُ فَمَكَثَ طَوِيلاً حَتَّي سُرِّي عَنْهُ وَكَشَفَ رِداءَهُ فإذا هُوَ تَعَرَّق عَرَقاً شَدِيْداً وَإِذا هُوَ قابِضٌ عَلى شَيْءٍ فَقالَ " جاءَ كُمْ جِبرِيْلُ عَلَيْهِ السلامُ يَتَعاهَدُ دِيْنَكُمْ لَتَسْلُكَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، وَلَنَأْخُذَنَّ بِمِثْلِ أَخذِهِمْ إِنْ شِبْرًاً فَشِبْرًاً ، وَإِنْ ذِراعاً فَذِراعاً ،وإِنْ باعاً فَباعاً ، حَتَّي لَوْ دَخَلُوا فِيْ حُجِرِ ضَبِّ دَخَلْتُمْ فِيْهِ أَلَا أَنَّ بَنِيْ إِسْرائِلَ اِفْتَرَقَتْ عَلَى مُوْسَى سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّها ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَماعَتُهُمْ ،ثُمَّ إِنَّها اِفْتَرَقَتْ عَلَى عِيسَى ابْنِ مرْيَمَ عَلَي إِحْدَى وَ سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّها ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَماعَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلَامُ وَجَماعَتُهُمْ (١٣٤٨١) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ-"হযরত কাছির বিন আব্দুল্লাহর (রাদিআল্লাহু আনহু)পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ঢেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন শেষ পর্যন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন। তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন: জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন- তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায়**(পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর)** চলাফেরা করবে। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে। যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত, এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে। এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই **(ضالة)** ভ্রষ্ট, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ**(আল-ইসলাম ও তাদের **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭১টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই **(ضالة)** পথ ভ্রষ্ট, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ** আল-ইসলাম ও তাদের **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা - দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ**(আল-ইসলাম ও তাদের **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আল-আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফখানা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **الإسلام** (ইসলাম) এবং **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দল পরস্পর(একে অপরের সাথে) উৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নেই সেখানে **الإسلام** (ইসলাম)ও নেই। যেখনে **الإسلام**(ইসলাম) নেই সেখানে মুসলিমও নেই। অতএব, যে ব্যাক্তি উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী নিজ দলের নাম **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে নাম রাখেনা, নিজেকে প্রকাশ্যে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসারী হিসেবে ঘোষণা দেয় না সে মুসলিম নহে।সে হচ্ছে **(ضالٌّ)** ভ্রষ্ট ও অমুসলিম। উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **اَلْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দলগুলোকে " **ضَالَّةٌ** "(পথ) ভ্রষ্ট শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা হয়েছে। যেহেতু **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **اَلْفُرْقَة**

(ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে **ضَلَالَةٌ** তথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))** দলে-উপদলে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করুণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি অংশকে অবশ্যই সর্বদা "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন। এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ – عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"– سُنَنُ أَبِي داوُدُ – (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه –(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي – (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ – (١٩٢٠) + بُخَارِيُّ – (٧٣١١)

(অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না", সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত **مَنْ خَالَفَهُمْ** পরিবর্তে **مَنْ يَخْذُلُهُمْ** , সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ + তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মূসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু'বা থেকে বর্ণিত,বুখারী শরীফ (**وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ** > "তারা বিজয়ী" শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُرِيْدُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اَنَا قَا سِم و يُعْطِيْ الله وَ لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ(بُخَارِيُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا) لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّي يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ"– بُخَارِيُ (٧٣١٢)

অর্থঃ-হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তাআ'লা দান করেন, আর আমি বন্টন কারী। আর এই উম্মৎ আল্লাহ তাআ'লার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (এ উম্মতের বিষয় সোজা-দৃঢ় থাকবে, বুখারী শরীফ)। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩১২।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : "مَنْ يُرِيْدُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ ، وَ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" – مُسْلِمٌ (١٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন ।আর মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২৩।

এই **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটির সংখ্যা সব সময়েই সব যূগেই কম থাকবে।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ**(ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))** দলে-উপদলে

বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি " ضَالٌ " তথা (পথ) ভ্রষ্ট।

এটা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ। মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

(২ নং বিষয়) শরীয়ত সমর্থিত (৮৭) আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ**) অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ও প্রচলিত যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে ফরজ-হারাম ও পরিহার্য ও বর্জনীয় বিদআ'ত বলাই হচ্ছে " ضَلَالَةِ তথা (পথ) ভ্রষ্টতা। কারণ, উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারা **"ইসলামে নতুন আইন সংযোগ"** হয়। আর "بِدْعَةٌ" শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ হচ্ছে " (ধর্মে) নতুন সংযোগকৃত বা সংযোজিত কিছু(আইন)"। এরূপ "بِدْعَةٌ" তথা "(ধর্মে)নতুন সংযোগকৃত বা সংযোজিত কিছু(আইনই)" হচ্ছে " ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা। যে কোন মুসলিম মানুষই "بِدْعَةٌ"তথা"(ধর্মে)নতুন সংযোগকৃত বা সংযোজিত কিছু(আইন)"করবে সেই ضَالٌ তথা (পথ)ভ্রষ্ট।

("بِدْعَةٌ" শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ এবং শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- **৩২৪-৩৫৯** দেখুন ।)

ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মত ৭৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হবে মর্মে মুসলিম মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করা সত্বেও أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা নিজেদের হঠকারিতা ও গোঁড়ামি বশত: ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে উপরে উল্লেখিত **১ ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত দুটো নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজ করেই চলছে।

ফলে, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**)অন্তর্ভুক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও কতক সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ قَبْلَكُمْ باعاً بِبَاعٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ و شبراً بِشِبْرٍ حتي لو دخلوا في حجر ضب لَدخلتم فيه مَعَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُوْلُ اللهِ ، أَلْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَي ؟ قَالَ : فَمَنْ إِذًا- (٩٩٥٤) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়-মতামতরা ((রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়কে) এক হাত, এক বাহু, এক বিঘৎ হউক অনুসরন করবেই। এমন কি তারা গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবেই। তারা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহি, ইয়াহুদি ও নাছারার(খ্রীষ্টানদের) মত ? তিনি বললেন: তবে আর কারা, মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৯৫৪।

অথচ পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় উপরে উল্লেখিত **১ নং ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত দুটো নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজ করেই " ضَالُّوْنَ " তথা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনের প্রথম সুরা আল-ফাতিহাতে ضَالِّيْنَ" " তথা "পথভ্রষ্ট" বলে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তাদের পথ-মতে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা দুআ'-প্রার্থনা করতেও মুসলিম মানুষকে আদেশ করেছেন।

কারণ, তাদের পথ-মতে(দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার পথে) পরিচালিত হওয়া হচ্ছে" ضَلَالَةِ তথা (পথ) ভ্রষ্টতা।

---

(৮৭) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয়"** বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে **"আইন বহির্ভূত"** বিষয়ও বলে ।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে দুটি প্রশ্নের উদ্রেক হলঃ

(ক) মহান আল্লাহ তাআ'লা মুলিম মানুষকে **ضَلَالَةَ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতা থেকে বিরত থাকতে পৃথকভাবে আদেশ করলেন কেন?
(খ) যে কোন পাপ বা গুনাহ থেকে বিরত থাকার আদেশটিই যথেষ্ট নয় কি?
এর উত্তর এই যে, কোন মুসলিম মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত সমস্ত হারাম বা নিষিদ্ধ কাজগুলো করা সত্বেও সে " **ضَالٌّ** " তথা (পথ) ভ্রষ্ট হবে না। বরং সেই মুসলিম মানুষটি মহাপাপী হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য সর্বদা তওবার দ্বার খোলা আছে। ক্ষমা চাইলে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।
কিন্তু উপরে উল্লেখিত **১ ও ২ নং বিষয়ে** (৮৮) বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ করে ফেললে সে মহা পাপী হবে না বরং সে তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমা চাইলে মহান আল্লাহ তাআ'লা যে কোন মহাপাপীকে ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু পথভ্রষ্টকে ক্ষমা করবেন না। কারণ পথভ্রষ্ট ব্যাক্তি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে বরং সে উপরে উল্লেখিত **১ ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ করে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরন করেছে বিধায় সে মুসলিম নামের পদবী থেকে বহিস্কৃত ব্যাক্তি।
এমতাবস্থায় মুসলিম নামের পদবী থেকে বহিস্কৃত পথভ্রষ্ট ব্যাক্তিটি তার কর্তৃক কৃত উপরে উল্লেখিত **১ ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ থেকে বিরত হয়ে তওবা না করা পর্যন্ত সে " **ضَلَالَةَ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত একজন "**ضَالَّ**"তথা (পথ) ভ্রষ্ট দোযখী ব্যাক্তি। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শতাব্দী থেকে পরবর্তী তিন শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবেন বিষয়টি তিনি ওহী মারফত অবগত হয়ে ইসলামের মুসলিম মানুষের প্রথম তিন শতাব্দীকে " **خير القرون الثلاثة** " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" হিসেবে অভিহিত করেছেন। সকল মুসলিম আলিম মানুষ এ সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীকে " **خير القرون الثلاثة** " হিসেবে চিনেন ও জানেন।
এই " **خير القرون الثلاثة** " তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর "সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মানুষেরা কোন অবস্থাতেই উপরে উল্লেখিত **১ ও ২ নং বিষয়ে**

---

(৮৮)) **১নং বিষয়: الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ**(ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া।
২ নং বিষয়: শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের" (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)** অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ও প্রচলিত যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে ফরজ-হারাম ও পরিহার্য ও বর্জনীয় বিদআ'ত বলা। কারণ, **১ ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত কাজ দুটি করা হচ্ছে **ضَلَالَةَ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতা।

(৮৯) বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ কখনো করেন নি।
أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও কতক সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞানী মুসলিম মানুষেরা যদি **خير القرون الثلاثة "** তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয় এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মানুষের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত পূর্ণ অনুসরনে উপরে উল্লেখিত **১ ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ দুটো কাজ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে পারেন তবে তারাও **"خير القرون الثلاثة"** তথা "উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দী" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষে ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মানুষে পরিণত হবেন এবং জান্নাতী মুসলিম মানুষ হবেন।
الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ত্যাগ করে দলে-উপদলে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))** বিভক্ত হয়ে গেলে সে মুসলিম মানুষটি আর মুসলিম থাকবে না (প্রত্যক্ষভাবে), সে মুসলিম মানুষটি দোযখী হবে (পরোক্ষভাবে) এবং সে মুসলিম মানুষটির নামাজ-রোজা কবুল হবে না মর্মে অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন হাদিস শরীফ তিনখানাতে (চতুর্থ ,পঞ্চম ও ষষ্ট হাদিস শরীফে) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন---

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " - سنن التِرمذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫. الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে)। অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (৯০) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল) সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে(পূনরায়-মতামত তওবা করে)ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ

---

(৮৯) **১নং বিষয়:** **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে**الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া।
২ নং বিষয়: শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের" (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)** অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ও প্রচলিত যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে ফরজ-হারাম ও পরিহার্য ও বর্জনীয় বিদআ'ত বলা। কারণ, **১ ও ২ নং বিষয়ে** বর্ণিত কাজ দুটি করা হচ্ছে **ضَلاَلَةٌ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতা।
(৯০) >> ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))**

"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের সত্তার <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِىْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ؟ الْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ رَأْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ " وَإِنْ صَامَ وصَلَّى، ادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ ""(3353)) في المعجم الكبير للطبراني + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٠٨)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান ! আমি কি তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়ের) আদেশ করব না যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** আল জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে) **২.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্ত্বার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও,নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লে ও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৩০৮।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي قَال : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِىْ اللهُ بِهِنَّ ؟ بِالْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَإِنّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِع، وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالوا : يَا رَسُوْلُ ا للهِ ، وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ : " وَإِنْ صَامَ و إِن صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَاءِهِمْ ،بِمَا سَمَّا هُمْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ "(١٧٤٤٣ ، ١٨٠٧٩)) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করব যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** আল -জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ" **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে" **২.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলথেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে(পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্ত্বার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত।

অতপর, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে। আর সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম। অতএব, তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামে আহবান কর, যেহেতু আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৭৯। উপরোক্ত(চতুর্থ হাদিস শরীফ, পঞ্চম হাদিস শরীফ, ষষ্ঠ হাদিস শরীফ)হাদিস শরীফত্রয় থেকে এ কথা বুঝা গেল যে,কোন মুসলিম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই মুসলিমটি মুসলিম থাকবে না যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং সে ধারণা করে যে সে মুসলিম, তার নামাজ-রোজা কবুল হবে না ও সে দোযখী হবে। তবে এ বিষয়টি সামান্য একটু প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে বলে কারো মনে আসতে পারে। তাই এখানে আরো একটি হাদিস শরীফ (সপ্তম হাদিস শরীফ) নিম্নে উল্লেখ করা হল যা অধ্যয়ন করলে স্পষ্টতই বুঝা যাবে যে, কোন মুসলিম **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই মুসলিমটি দোযখী হবে ও তার নামাজ-রোজা কবুল হবে না।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِيْ مَالِك الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ أَنْ آمُرُكُمْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ :عَلَيْكُمْ بَالْجِهَادِ و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ و الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ قَوسٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَةٌ و لا صِيَامٌ ، وَ أُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ -" "(٣٣٩٠)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত আবি মালিকিল আশআ'রী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে পাঁচটি বাণী (বিষয়) আদেশ করতে আমাকে নির্দেশ করেছেন। তোমাদেরকে **১.** জিহাদ করতে, **২.**শুনতে(দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **৩.** আনুগত্য করতে(দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৪.** হিজরত করতে **৫.** যারা ধনুক পরিমান **الْجَمَاعَةَ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা (৯১) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের নামাজ-রোজা কবুল হবে না এবং তারা দোযখের ইন্ধন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৯০।

উপরোক্ত (চতুর্থ হাদিস শরীফ, পঞ্চম হাদিস শরীফ, ষষ্ঠ হাদিস শরীফ) হাদিস শরীফত্রয়ে **" جُثَاءِ جَهَنَّمَ "** এবং অত্র সপ্তম হাদিস শরীফখানাতে **" وَقُوْدُ النَّارِ "** শব্দ এসেছে। উভয় শব্দের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য হলেও কিন্তু অর্থ ও ভাব একই। যাহোক, এখনই বর্ণিত সপ্তম হাদিস শরীফখানাতে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে কেহ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের নামাজ-রোজা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং তারা দোযখের ইন্ধন হবে।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকার এবং **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকার প্রতি এত গুরত্ব দেওয়া হল কেন আর **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নামাজ-রোজা কবুল হবে না কেন ?

এর উত্তর এই যে, উপরে বর্ণিত **১,২,৩** নং হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকা হচ্ছে **"تَقْوَى اللهِ"** (তাকওয়াল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর **الْفُرْقَةَ**(ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে **ضَلاَلَةِ**

---

(৯১)>>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**

তথা ভ্রষ্টতা। অতএব, কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে না থাকলে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে "**تَقْوَى اللهِ**" (তাকওয়াল্লাহি)বা আল্লাহভীতি নাই আর **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে **ضَلَالَةِ** তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে। কাজেই, যে কেহ **ضَلَالَةِ** তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে তার নামাজ, রোজা কবুল না হওয়া একেবারেই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, যে কেহ **ضَلَالَةِ** তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে সে তো " **ضَالٌّ** " তথা (পথ) ভ্রষ্ট। **ضَالٌّ**তথা (পথ)ভ্রষ্ট ব্যাক্তি দোযখী। যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন অষ্টম হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর কোন এক সাহাবীকে(রাদিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ---

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَلَالُ وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةِ" (١٤٠٩٠)) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও "**الْجَمَاعَةَ**"(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা অবস্থা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে "**ضَلَالَةِ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০ ।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلاَلَةٍ أَبَدًا "+ الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٤٠١)

অর্থঃ- হযরত ইবনু উমর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে অথবা তিনি বলেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কখনো "**ضَلَالَةِ** তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল-মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৪০১। উপরোক্ত

হাদিস শরীফত্রগুলোর ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝ গেল যে, যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা(দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে আহবান করলেই নামাজ, রোজা পড়া সত্বেও সে ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে যাবে,পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের সত্তা বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। কারণ, উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনূযায়ী যে কেহ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত আছেন বা সমর্থন করছেন মর্মে দাবীকারী হয়ে হউক নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে আহবান করবেন তবে তাঁর এ আহবান হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** এবং **"কুফুরীর নিদর্শন"**।

অতএব, যে কেহ জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান করবে তখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে, সে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং তার মৃত্যু "**জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু** হবে। নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের বাণীর একটি খন্ড অংশ হচ্ছে এর প্রমাণ।

দশম হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦٥٣٤)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যে কেহই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে **জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুতে** মৃত্যু বরণ করবে। মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫৩৪।

আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যে কোন মুসলিম মানুষই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করছে বা করবে তারা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম বা নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম।

অতএব, মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন তাকে উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্যই তার কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের নাম তাঁকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ করতে হবে বা দিতে হবে। উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী এটা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান" এবং "দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ "**।

অতএব, যে কেহ আল্লাহর আহবানে আহবান করবে তখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে, সে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষের মতই একজন সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম।

আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যে কোন মুসলিম মানুষই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করে, মানে তাঁরা "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম বা উৎকৃষ্ট মুসলিম আলিমেরই অনুরূপ উৎকৃষ্ট মুসলিম বা উৎকৃষ্ট মুসলিম আলিম ।

এটা এ জন্য যে, যাতে তার কর্তৃক গঠিত দলের নামের ব্যবহারের কারণে যেন ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয় ব্যাতিত তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয়, নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে না উঠে। তবে হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অন্য কোন মূমিন-মুসলিমের দেয়া "অহংকার-গর্ব বিবর্জিত কোন সম্মাণ-পদমর্যাদা বা পদবী" মহান আল্লাহ তাআ'লার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তিনি তা অধিক নম্রতা-ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারেন।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসারীরা হচ্ছেন সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সর্বোৎকৃষ্ট মুমিন-মুসলিমগণ অথবা তাঁরা "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়, মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ হচ্ছে, তারা ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে তর্কস্থলে **اَلْاِخْتِلَافُ** তথা মতপার্থক্যের বেলায় "**تَعَصُّبٌ**"তথা গোঁরামী করবেনা বা **اَلتَّنَازُعُ** তথা মতবিরোধে জড়িত হবে না এবং তাদের প্রতিপক্ষ মুসলিম ভাই-বোনকে গালাগালি করবে না, মারামারি করবে না, হত্যাও করবে না। কারণ, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফ খানা জানেন ও সে অনুযায়ী আমলও করেন।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে---

عَنْ أَبِي هريرة، قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" ـ سُنَنُ النَّسَائِي (4105)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٦٠٤٥)+ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِى الْمُسْلِمِ (٢٦٣٥)+ الْبُخَارِى (٤٨)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "মুসলিম মানুষকে গালি দেয়া ফুসুকি তথা পাপ কর্ম আর তাকে হত্যা করা কুফুরী কর্ম",বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৮, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৩৫, নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১০৫ + মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৪৫।

আর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় **(مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণ থেকে আসা ৭২ (বায়াত্তুর) দল অথবা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ থেকে আসা ৭২ (বায়াত্তুর) দল সর্বদা একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাখ, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে থাকবে। কিন্তু **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দলটিই হচ্ছে মূলত বড় দল। **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একমাত্র এই একটি বেহেস্তী বড় দল ছাড়া যে কোন ইসলামি নামে গঠিত সব দলই দোযখে প্রবেশকারী ছোট ছোট দল-উপদল হিসেবে খ্যাত। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা ছোট ছোট দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ _ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)। আল্লাহর রজ্জু বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশটি---------------------------------→>

"وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ _ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ- এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এর অন্তর্ভুক্ত "দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না" নির্দেশটি) উপেক্ষা করে বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী নিম্নে ক্রমিকে বর্ণিত মুসলিমগণ

(১) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ>>

(ক) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় **(مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ**(ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে **اَلتَّنَازُعُ** তথা মতবিরোধে জড়িত হওয়ার কারণে" **"تَعَصُّبٌ"** তথা গোঁড়ামী বশতঃ> পবিত্র কুরআন এবং হাদিস শরীফের নির্দেশিত **"দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ" এ তিক্ত সত্যটি** বুঝতে ব্যর্থ ও অক্ষম হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন নাম ধারণ করে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে চলছেন।

(খ) সাহাবীদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় মুসলিম বা মুসলিম উলামাকেরামগণও **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত থেকেই **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা (৯২) বিচ্ছিন্ন না হয়েও **اَلْاِخْتِلَافُ** তথা মতপার্থক্যজনিত কারণে অজ্ঞানতা বশতঃ> পবিত্র কুরআন এবং হাদিস শরীফের নির্দেশিত **"দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ" এ তিক্ত সত্যটি** বুঝতে ব্যর্থ ও অক্ষম হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন নাম ধারণ করে

---

(৯২)>>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))**<<

বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে চলছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করার পর তিরমিজি ও তাবারানী শরীফের দীর্ঘ হাদিস শরীফের দুটি খন্ড অংশে দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে শেষভারের মত তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান জানিয়ে বলেন ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: أَيُّهَاالنَّاسُ-مسند أحمد، ٢٣٦١٥)(عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ-أَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ-(٦٤٨٣)

অর্থঃ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ হে, মানুষেরা, (মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৬১৫ এ "হে, মানুষেরা" বাক্যটি অতিরিক্ত আছে) "তোমাদেরকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আর **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে"। আল-মু'জামুল কাবীর শরীফ, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢١٦٥)

অর্থঃ- অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছ্যন্দ চাহে সে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সাথে লেগে থাকুক। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫।

জ্ঞাণী মাত্রেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে শেষবারের মত জান্নাতের দিকে আহবানের প্রতি নিজেকে মহা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সাড়া দেওয়া উচিৎ।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ

<u>ألجماعة (আল-জামাআ'ত)দল নাম ধারন না করার বা أهل السنة و ألجماعة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনাঃ</u>

শিরোনামঃ>> ألجماعة (আল-জামাআ'ত)দল নাম ধারন না করার বা أهل السنة و ألجماعة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ এতক্ষণ আমি ৫নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগকারীর অশুভ পরিণতি এবং অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

এখন আমি ৬নং পরিচ্ছেদে প্রত্যেক মুসলিম মানুষের নিজস্ব দলের নাম **ألجماعة**(আল-জামাআ'ত)নামে দল নাম ধারন না করার বা **أهل السنة و ألجماعة** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র বেহেস্তী দল।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন--------------------------

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ

يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ۔ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للَّهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللَّهِ "سنن التّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) **২.**আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল -জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে। **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূর্জক্ত হয়ে থাকতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (৯৩) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, সে নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের সত্তার/অধিবাসীর <জাহান্নামের ইন্ধনের>অন্তর্ভূক্ত)। তাই, তোমরা **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন", সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বুঝা গেল যে, -------------------------------

(১) উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর উম্মতকে পাঁচটি বিষয় আমল করতে স্বয়ং তিনি নিজেই আদিষ্ট হয়েছেন। তম্মধ্যে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশনাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে এর উপর হাদিস শরীফ খানায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

(২) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত মুসলমানদের জন্য ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি দল হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় দল অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লারই দল। **الْجَمَاعَة** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লারই আদিষ্ট (আদেশপ্রাপ্ত) দল। কারন, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহী ব্যতীত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কোন কাজই করেন না। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শানে বলেনঃ-------------

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَ وَحْى يُوْحَى " سُوْرَةُ النَّجْمِ ۔ الْأَيَةُ (٣)

অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)কথা বলেন না", সুরা নজম, আয়াত নং-৩।

অতএব, **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে একটি শরীয়তী (শরই'য়্যু) তথা আইনি দল।

(৩) তাই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে যে কেহ

---

(৯৩)>>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<

الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে এক বিঘৎ অর্থাৎ অর্ধ হাত পরিমান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে আর তখন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যদিও সে তখন মনে মনে ভাবে যে, সে ইসলামের মধ্যে আছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতের প্রতি অধিক দয়াশীল বিধায় **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে তাঁর কোন উম্মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্বেও তাঁর সেই উম্মতকে তিনি কঠোর ভাষায় কাফির না বলে ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় বলে দিলেন **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগী মুসলিমটি আর ইসলামের মধ্যে নেই"। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই উত্তম চরিত্রের ভদ্র ও মার্জিত ভাষা থেকে প্রত্যেক জ্ঞাণীগুণী ব্যাক্তিই গোঁড়ামী ত্যাগ করে সতর্ক হওয়া উচিৎ। **(৫)**

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য ও পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানের ১০৩ নং দীর্ঘ আয়াতের অংশ বিশেষ যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা বাণী ---

প্রথম আয়াতঃ

" وَ لاَ تَفَرَّقُوْ" ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ _ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না। সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৩)

দ্বিতীয় আয়াতঃ

" شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ." ـ سُوْرَةُ الشُّوْرَى ـ الْأَيَةُ (١٣)

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, **"তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না"**, সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং- ১৩ এর নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী অবশ্যই কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত তাঁর নিজস্ব দলের নাম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ছাড়া ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য কোন নাম দেওয়া বা নাম ধারণ করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

কারণ, উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা দুটি বিষয় শরিয়ত করেছেন।

(ক) ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত দুটি বিষয় অমান্য করলে মুসলিম মানুষের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়। আর যে কাজ করলে মুসলিম মানুষের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয় তা করাই হারাম বা নিষিদ্ধ।

(৫) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))** দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে হউক নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত বা নিজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে আহবান করবেন উপরোক্ত হাদিস শরীফ অনুযায়ীই তবে তাঁর এ আহবান হচ্ছে **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** এবং কুফুরীর নিদর্শন।

এটা এ জন্য যে, এতে করে তার কর্তৃক গঠিত দলের নামের ব্যবহারের কারণে ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয় ব্যতিত তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয়, নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে উঠে।

(৬) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন তাকে অবশ্যই তার কর্তৃক গঠিত তাঁর নিজস্ব দলের নাম তাঁকে **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নাম ধারণ করতে হবে বা **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম দিতে হবে। কারণ, উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য এবং পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানের ১০৩ নং দীর্ঘ আয়াতের অংশ বিশেষ যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণী---

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ الْأَيَةُ (١٠٣)

(অর্থঃ "তোমরা আল-জামাআ'তবদ্ধভাবে/এক দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু (ইসলাম)কে আঁকড়ে ধর" সুরা আ-ইমরান, আয়াত নং-১০৩)এর আদেশ অনূযায়ী অবশ্যই তার কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের নাম **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ করা বা নাম দেওয়া ফরজ বা আবশ্যক।

অতএব,**(103)** **" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ** (অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একতাবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এবং

" شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ." ـ سُوْرَةُ الشُّوْرَي الْأَيَةُ (١٣)

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করে ছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, **"তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না"**,সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং- ১৩ এর নির্দেশনা অনূযায়ী একজন সত্যিকারের মুসলিম ইসতিকামাত অর্জন করে নিজ কর্তৃক গঠিত দল ত্যাগ করা ফরজ এবং উচিৎ। অন্যথায় তিনি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হয়ে যাবেন।

(৭) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী "**اَلْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির দিকে আহবান করা হচ্ছে **"আল্লাহর আহবানে আহবান"** এবং দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ।

اَلْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির দিকে আহবান করার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয়ই ফুটে উঠে। তখন আর তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয়, নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে উঠে না।

তবে হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অন্য কোন মূমিন-মুসলিমের দেয়া **"অহংকার-গর্ব বিবর্জিত কোন সম্মাণ-পদমর্যাদা বা পদবী"** মহান আল্লাহ তাআ'লার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তিনি তা অধিক নম্রতা-ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারেন। **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে নাম ধারণ না করার পরিণাম ফলের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর বাণী উচ্চারন করে আরো অনেক হাদিস শরীফ বলে গেছেন। নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم" مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ جَمَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا حُجَّةَ لَهُ " ـ في المعجم الكبير للطبراني (٥٨٦)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর যে কেহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে শুনেছেন, যে কেহ **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা - **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে হাত গুটিয়ে নেয় কিয়ামতের দিন তার কোন প্রমানপত্র থাকবে না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৬।

اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ ইমামের

আনুগত্যবিহীন অবস্থায় কেহ মৃত্যু বরণ করলে তার মৃত্যু হবে **জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু**। যেমন অন্য বিভিন্ন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَا لَ : قَا لَ رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : " مِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً" ـ في المعجم الكبير للطبراني (١٦٠٩٠)

অর্থঃ-হযরত মুআ'জ বিন জাবাল(রাঃআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ ইচ্ছা করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা--------
أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। আর যে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা--
أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ ইমামের আনুগত্যবিহীন অবস্থায় কেহ মৃত্যু বরন করলে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬০৯০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" مَنْ عَمِلَ لِلهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَابَ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ وإن أَخْطَأَ غَفَرَ لَهُ، وَ مَنْ عَمِلَ للهِ فِي الْفُرْقَةِ فَإِنْ أَصَابَ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللهُ ، وَ إِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ في المعجم الاوسط للطبراني (٥١٧٠)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের মধ্যে থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (৯৪) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না, আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১৭০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضَرِيْحِ الأَشْجَعِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ جَمَاعَتِهِمْ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ"ــ في المعجم الاوسط للطبراني (١٤٠٠)

অর্থঃ-হযরত আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:-"যে কেহ আমার **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَنْ عَلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " من مَنْ خَرَجَ عَلَي أُمَّتِي وَهُمْ مُجْتَمِيْعُوْنَ ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ"ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٢٠٧١٣)

---

(৯৪)>>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<

অর্থঃ-----হযরত আরফাজাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:-"যে কেহ আমার **اَلْجَمَاعَةُ**(আলজামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউকনা কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৭১৩।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قا لَ : قا لَ : " رسول الله صلي الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ". "ــ في المعجم الكبير للطبراني (٤٩٠))

অর্থঃ-হযরত উসামা বিন শারিক(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قا لَ : قا لَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" ــ في المعجم الكبير للطبراني "(٤٨٩))

অর্থঃ-হযরত উসামা বিন শারিক(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:- "যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের উপরোক্ত এতসব কঠোর বাণী থাকা সত্ত্বেও "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট নেতৃস্থানীয় কতিপয় আলেম-উলামা নিজেদের গোঁড়ামী বা অজ্ঞানতা বশতঃ উক্ত হাদিস শরীফগুলোর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কঠোর বাণীর সাথে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার কঠোর নিষেধাজ্ঞামূলক বাণীর সাথে চ্যালেঞ্জ করে তাঁরা তাদের নিজস্ব দলের নাম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ না করে বা নাম না দিয়ে ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি **(যেমন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত)** যে কোন নাম ব্যবহার করে চলেছেন। এর উদ্দেশ্য এ যে, এতে করে যেন ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয় ব্যাতিত তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয়, নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে উঠে এবং তিনি তাঁর নিজ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত দল-উপদলের চেয়ারম্যান, সভাপতি ও আমির হতে পারেন।

এ সমস্ত পথভ্রষ্ট কতিপয় নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামাকেরামগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উদাহরণস্বরূপ আধুনিক পরিভাষায় **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের মহান, একক, অদ্বিতীয়, নিরঙ্কুশ চেয়ারম্যান বা সভাপতি মেনে উক্ত **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলের কর্মী হয়ে থাকতে চান না। কারণ, এতে করে তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয়, নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে এবং তিনি এই ভয় করেন যে, তিনি তাঁর নিজ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত দল-উপদলের চেয়ারম্যান, সভাপতি ও আমির হতে পারবেন না বা থাকতে পারবেন না।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকার এবং **اَلْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকার প্রতি এত গুরত্ব দেওয়া হল কেন আর **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **اَلْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন আমলই কবুল হবে না কেন ?

এর উত্তর এই যে, "الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকা হচ্ছে "تَقْوَى اللهِ" (তাকওয়া আল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে ضَّلَالَةُ তথা ভ্রষ্টতা। অতএব, যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে না থাকলে বুঝতে হবে যে, তার তাকওয়া বা আল্লাহভীতি নাই আর الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে ضَّلَالَةُ তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে। কাজেই, যে কেহ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে তার কোন আমল কবুল না হওয়া একেবারেই নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, যে কেহ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সে ضَالّ বা পথ ভ্রষ্ট। ضَالٌّ বা পথ ভ্রষ্ট ব্যাক্তি হচ্ছে দোযখী। যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আবু মাসউদ নামে তাঁর একজন সাহাবীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিতনা সম্পর্কে বলেন-হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এইঃ---

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَلاَل وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَّلاَلَةٍ" ـ المعجم الكبير للطبراني "(١٤٠٩٠)

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এমন নহেন যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

এর অর্থ হল এই যে, যেহেতু الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَّلاَلَةِতথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করুণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি অংশকে অবশ্যই সর্বদা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন। এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"ـ سُنَنُ أَبِي داوُدُ ـ (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه ـ(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي ـ (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ ـ (١٩٢٠) + بُخَارِيُ ـ (٧٣١١)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ- "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না", সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত مَنْ خَالَفَهُمْ পরিবর্তে مَنْ يَخْذُلُهُمْ , সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ + তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মূসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু'বা থেকে বর্ণিত,বুখারী শরীফ (وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ > "তারা বিজয়ী" শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

দ্বিতীয়ঃহাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اَنَا قَا سِم و يُعْطِيْ اللهُ وَ لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةَ عَلَى أَمْرِ اللهِ(بُخَارِيْ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا) لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّي يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ"۔ بُخَارِيْ (٧٣١٢)

অর্থঃ-হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তাআ'লা দান করেন, আর আমি বন্টন কারী। আর এই উম্মৎ আল্লাহ তাআ'লার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (এ উম্মতের বিষয় সোজা-দৃঢ় থাকবে, বুখারী শরীফ)। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩১২।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : "مَنْ يُرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ ، وَ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْن عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ۔ مُسْلِمٌ (١٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন। আর মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২৩।

এই **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটির সংখ্যা সব সময়েই সব যুগেই কম থাকবে।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, "**اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে **اَلْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা>>((ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে (মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে **এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)<<** দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে **ضَلاَلَةٍ** তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি **ضَالٌ** বা পথভ্রষ্ট।

এটা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ। মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। `আমীন! মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের বিপরীতে ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত নামের সাথে ও ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত এরূপ **ضَالٌّ** বা পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের ব্যাপারেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে হাদিস শরীফে বলেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ،وَعَصَى إِمَامَهُ ،وَمَا تَ عَاصِيًا ، وَ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَإِمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بِعْدَهُ ،فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ " - المعجم الكبير - الجزأ الثَّامِن - (١٥١٨٤) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٤١٥)

অর্থঃ- হযরত ফাদালা বিন উবাইদ (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- তিন ব্যাক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না:

১. এমন ব্যাক্তি যে "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইমাম বা নেতার অবাধ্য হয়ে মৃত্যু বরণ করে,
২. এমন দাস-দাসী যে মালিক থেকে পলঅয়ন করে মৃত্যু বরণ করে
৩. এমন স্ত্রী যার স্বামী তার স্ত্রীকে পার্থিব যথেষ্ঠ ভরণ-পোষণ দেওয়া সত্বেও তার অদৃশ্য অবস্থায় সাজসজ্জা করে থাকে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫১৮৪ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن ثوبان قا ل : قا ل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : " إنما أناأخاف على أمتي الأئمة المضلين " سنن الترمذي(٢٢٢٩)

অর্থ:-হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শুধু পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের ভয় করছি"। তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِيْ الدَّرداءِ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّوْنَ ـمسندأحمد(٢٨١٣٠)

অর্থ:-হযরত আবু দারদা(রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানাইয়াছেন: "আমি শুধু পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের অত্যাধিক ভয় করছি"। তিরমিজি শরীফ, শরীফ নং-২৮১৩০।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِي،قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ: كُنْتُ مُخَاصِرَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ ،فَلَمَّا خَشِيْتُ أَنْ يَدْخُلَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ ـ مسند أحمد(٢١٦٩٢)

অর্থঃ-হযরত আবু তামিম আল-জায়শানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু জারকে (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বলতে শুনেছি: আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট তাঁর বাড়ী পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: দাজ্জাল ছাড়াও আমি আমার উম্মাতের উপর(আর এক)দাজ্জালের চাইতে বেশী ভয় করছি। যখন আমি আশঙ্কা করলাম তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)ঘরে প্রবেশ করে ফেলবেন আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, কোন জিনিসটি আপনার উম্মাতের উপর দাজ্জালের চেয়ে বেশী ভীতিকর ? তিনি বললেন: পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৯২।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম বা আলিম ব্যতীত ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত সকল মুসলিমই বা সকল আলিমই পথভ্রষ্ট।

উপসংহারঃ যেমন উপরে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফের অংশ বিশেষে একথা বলা হয়েছে যে--------------------

"إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةِ" ـ المعجم الكبير للطبراني (١٤٠٩٠) <<"

অর্থ:- নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করেন নি। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

ঠিক তেমনিভাবে অন্য এক হাদিস শরীফের অংশ বিশেষে একথা বলা হয়েছে যে------------------------------

" ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ "(٢١٦٨٨) إِنَّ اللهَ عَزَّ وَّ جَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًي" <<

অর্থ:-নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমার উম্মাতকে কখনো সত্যতার উপর ছাড়া একত্রিত করবেন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮।

উপসংহারে আমি দুখানা হাদিস শরীফেরই শেষাংশদ্বয় উল্লেখ করেছি ।কিন্তু উভয় হাদিস শরীফেরই প্রথমাংশদ্বয় এখানে উল্লেখ করিনি। তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার প্রথমাংশ নিয়ে ইতিপূর্বে উপরে বেশ আলোচনা করেছি। এখন পর্যায়ক্রমে উভয় হাদিস শরীফের প্রথমাংশগুলো উল্লেখ করে উভয় হাদিস শরীফের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফখানার প্রথমাংশ>>--

"عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فإِنَّ هِيَ الضَّلَال ـ المعجم الكبير للطبراني "(١٤٠٩٠) "

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হতে বিরত থাকতে হবে। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানার প্রথমাংশ>>--

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه و سلم، أَنَّهُ قَالَ: إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَّلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ إِثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢١٦٨٨)

অর্থঃ-হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী মু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: একের চেয়ে দুই উত্তম, দুই এর চেয়ে তিন উত্তম, তিনের চেয়ে চার উত্তম, আতএব, তোমাদেরকে তাআ'লা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ধরে থাকতে হবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮।

প্রথম হাদিস শরীফখানাতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে **ضَلَالَةٍ** তথা পথ ভ্রষ্টতা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে **ضَلَالَةٍ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না বলে দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছেন। সেই জন্যেই প্রথম হাদিস শরীফখানাতেই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হলে তারা বাস্তবে মুসলিম নয় বরং তারা পথভ্রষ্ট আর মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে **ضَلَالَةٍ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপরই অবিচল ও দৃঢ় রাখবেন।

আর দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে একজন শিশুকে তা'লীম বা শিক্ষা দেওয়ার মত ভঙ্গিতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির স্বরূপ **একের চেয়ে দুই উত্তম, দুই এর চেয়ে তিন উত্তম, তিনের চেয়ে চার উত্তম** বলে সংখ্যার উল্লেখ করে উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন>>--

" ـ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًى" ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ "(٢١٦٨٨)

অর্থঃ- নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমার উম্মাতকে কখনো **هُدًى**(হুদা) তথা সত্যপথের উপর ছাড়া একত্রিত করবেন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৮৮।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণ হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত আর তাঁদেরকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা **هُدًي**(হুদা) তথা সত্যপথের উপর অবিচল ও দৃঢ় রাখবেন।

সূক্ষ বিষয়ঃ উপরোক্ত দুখানা হাদিস শরীফের প্রথমটিতে "**لَمْ**"শব্দ ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয়টিতে "**لَنْ**" শব্দ ব্যবহার করে উভয় হাদিস শরীফের দ্বিতীয়াংশের বাক্য দুটি আরম্ভ করা হয়েছে। প্রথম হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "**لَمْ**"শব্দ দ্বারা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণকে **ضَّلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না মর্মে মহান আল্লাহ তাআলার পূর্বসিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "**لَنْ**" শব্দ দ্বারা **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণকে ভবিষ্যতেও **ضَّلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর কখনো একত্রিত করবেন না মর্মে মহান আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,-------

(১) الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিমগণ **هُدًي**(হুদা) তথা সত্যপথের উপর অধিষ্ঠিত।

(২) ইসলামের নামের সাথে এমনকি ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত মুসলিমগণ **ضَّلاَلَةِ** তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর অধিষ্ঠিত।

(৩) মহান আল্লাহ তাআ'লা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ, **هُدًي**(হুদা) তথা সত্যপথের উপর অধিষ্ঠিত মুসলিমগণকে ইসলামের নামের সাথে এমনকি ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত ভ্রষ্ট মুসলিমগণের মতবাদের উপর কস্মিনকালেও একত্রিত করবেন না।

(৪) মহান আল্লাহ তাআ'লা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ, **هُدًي**(হুদা) তথা সত্যপথের উপর অধিষ্ঠিত মুসলিমগণের মতাদর্শের সাথে ইসলামের নামের সাথে এমনকি ইসলামি ভাবধারা প্রকাশক পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলভুক্ত ভ্রষ্ট মুসলিমগণের মতাদর্শের সাথে একমত পোষণ করতে দিবেন না, বরং পরস্পরের মধ্যে দ্বিমত করে রাখবেন।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ

لزوم أهل السنة و الجماعة والإعتصام به (লুজুমু আহলিসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত ওআল ই'তিসামু বিহা) তথা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'তকে আঁকড়ে ধরা বা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'তের সাথে লেগে থাকা সম্পর্কে আলোচনাঃ

শিরোনাম: >> "الْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ এতক্ষণ আমি ৬নং পরিচ্ছেদ প্রত্যেক মুসলিম মানুষের নিজস্ব দলের নাম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখন আমি ৭নং পরিচ্ছেদ **لزوم أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ والإعتصام بها** অথবা "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা সম্পর্কে হাদিস শরীফ ব্যবহার করার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র বেহেস্তী দল। এই "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা সম্পর্কে আলোচনা শুরু।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قا ل : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بخيف منى / بمسجد الخيف من مني، يقول : نضر الله عبدًا سمع مقالتي(كلامي) فحفظها ووعاها(ثم لم يزد فيه) وبلغها (ثم أداها إلى) من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إ لى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله و نصيحة لأئمة المسلمين(و الطاعة لذوي الأمر، و المناصحة لأولي الأمر)، و لزوم جماعتهم (والاعتصام بجماعة المسلمين، و لزوم جماعة المسلمين)، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم" ـــ في المعجم الكبير للطبراني (١٥٢٢/١٥٢٣/١٥٢٤/١٦٥٨٢)

অর্থঃ-হযরত মোহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়িম তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি মিনাতে খাইফ মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন, আল্লাহ (তাআ'লা) এমন বান্দাকে (এমন বান্দার মুখ) উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে মুখস্ত করে আয়ত্বে করে (এতে বৃদ্ধি না করে হুবহু) তা এমন লোকের নিকট পৌঁছে দেয় যে তা শুনে নি, (কারণ) এমন অনেক **فقه** (ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যার (নিজেরই) **فقه** (ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞান নাই, আরো এমন অনেক **فقه**(ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যিনি তার চাইতে অধিক আইনিজ্ঞানসম্পন্ন বা আইনবেত্তা-আইনজ্ঞের নিকট আইনি জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়।(জ্ঞাণীদের প্রতি লক্ষ্য করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) তিনটি বিষয় রয়েছে যে গুলোর বিষয়ে মুমিনের হৃদয় শত্রুতা করে না:

১. আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে আমল করা

২.মুসলমানদের ইমাম তথা জ্ঞানী নেতাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা (আদেশ দানকারীদের প্রতি আনুগত্য করা/ কল্যাণ কামনা করা)

৩. তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল ধরে রাখা, (মুসলমানদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরা, [**الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের সাথে লেগে থাকা], নিশ্চয়ই তাদের আহবান তাদের পরবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত করবে অর্থাৎ পরবর্তীরা তাঁদের আহবানের অন্তর্ভুক্ত। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫২২,১৫২৪,১৬৫৮২।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أنس بن مالك ،قال: خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بمسجد الخيف من مني ، فقال : - نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ثم ذهب إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إ لى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مؤمن: إخلاص العمل لله والنصح لمن ولاه الله عليكم الأمر ، و لزوم جماعة المسلمين)، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم"ـــ في المعجم الاوسط للطبراني (٩٤٤٤)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মিনাতে খাইফ মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্বোধন করে বলেন: আল্লাহ (তাআ'লা) এমন বান্দাকে (এমন বান্দার মুখ) উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে মুখস্ত করে নেয় ,তারপর সে তা এমন লোকের নিকট নিয়ে যায় যে তা শুনে নি, (কারণ) এমন অনেক **فقه** (ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যার (নিজেরই) **فقه** (ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞান নাই, আরো এমন অনেক **فقه**(ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যিনি তার চাইতে অধিক আইনিজ্ঞানসম্পন্ন বা

আইনবেত্তা-আইনজ্ঞের নিকট আইনি জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। (জ্ঞাণীদের প্রতি লক্ষ্য করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) তিনটি বিষয় রয়েছে যে গুলোর বিষয়ে মুমিনের হৃদয় শত্রুতা করে না:

১. আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে আমল করা

২.আল্লাহ যাকে তোমাদের উপর শাসক নিয়োগ করেছেন তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা

৩. মুসলমানদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল ধরে রাখা বা **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলের সাথে লেগে থাকা), নিশ্চয়ই তাদের আহবান তাদের পরবর্তীদের অন্তর্ভূক্ত করবে অর্থাৎ পরবর্তীরা তাঁদের আহবানের অন্তর্ভূক্ত। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৯৪৪৪।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد المالك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبًا فقال : إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم ، فقال : " أكرموا أصحابي فإنهم خيارُكم ، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب ، حتي يحلف الإنسان على اليمين لايسألها ، و يشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ ،و هو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن" ـ في مصنف عبد الرزاق (٢٠٧١٠)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে খিতীব বা বক্তা হিসেবে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সম্মাণ কর, কেননা তাঁরা তোমাদের উৎকৃষ্ট (লোক), তারপর তাদের পরবর্তীরা **(তাবেঈ')**, তারপর তাদের পরবর্তীরা **(তাবে'-তাবেঈ'গণ)**, তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে এবং জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। অতএব, যার জান্নাতের সূখ-সাচ্ছণদ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে, দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-২০৭১০।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقا يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فينا فقال " أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،ثم يفشو الكذب حتي يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة وإيا كم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد، ومن سرته حسنته و ساءته سيئته فذلك المؤمن،"ـ الترمذي (٢١٦٥)

অর্থঃ-হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর জাবিয়াতে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মানুষেরা ! নিশ্চয়ই আমি আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অবস্থানের মত আমি তোমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হলাম। অতপর বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের সম্পর্কে ওসিয়ত করছি, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবেঈ')** সম্পর্কে ওসিয়ত করছি, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবে'-তাবেঈ'গণ)** সম্পর্কে ওসিয়ত করছি, তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি লোক শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে এবং স্বাক্ষী মানার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, তাদের উভয়ের তৃতীয় জন হবে শয়তান, তোমাদের অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে এবং **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে বা দূরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে, দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর

মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। তিরমিজি শরীফ,, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : تفرقت بنو إسرائل علي إحدى و سبعين فرقة، و تفرقت النصاري على اثنين و سبعين فرقة، وأمتي تزيد عليهم فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم"ـ في المعجم الاوسط للطبراني. (٢١٦٥)

অর্থঃ-হযরত আবি উমামা থেকে বর্ণিত, তিমন বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি," বনী ঈসরাইলরা ৭১টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, নাছারারা ৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মৎ তাদের চেয়ে একটি ফিরকা বা দল বৃদ্ধি হবে। **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সবগুলোই দোযখে যাবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২০২।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عن أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ بَنِي إسرائل اِفْتَرَقَتْ علي إحدى و سبعين فرقة، و إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ علي ثِنْتَيْنِ و سبعين فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم" ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٩٣٨)

অর্থঃ-হযরত আবি উমামা থেকে বর্ণিত, তিমন বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি," বনী ঈসরাইলরা ৭১টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, নাছারারা ৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মৎ তাদের চেয়ে একটি ফিরকা বা দল বৃদ্ধি হবে। **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সবদল দোযখে যাবে। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৩৮।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم : اِفْتَرَقَتْ بَنُو إسرائل اِفْتَرَقَتْ علي إحدى و سبعين فرقة، و إِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ علي ثِنْتَيْنِ و سبعين فرقة، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إلا السوادَ الأعظمَ" ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٩٤٤)

অর্থঃ-হযরত আবি উমামা থেকে বর্ণিত, তিমন বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি," বনী ঈসরাইলরা ৭১টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, নাছারারা ৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মৎ তাদের চেয়ে একটি ফিরকা বা দল বৃদ্ধি হবে। **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সকলেই দোযখে যাবে। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৪৪।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে বর্ণিত **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম) তথা বৃহত্তম দল বলতে মুসনাদু আবু ইআ'লার ৩৯৪৪ নং হাদিস শরীফখানার শেষের দিকের রাবী মুহাম্মদ বিন বাহর **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকেই বুঝাইয়াছেন।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহে" **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম) তথা বৃহত্তম দল" নামে যে দলটির কথা এসেছে সেই" **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম) তথা বৃহত্তম দলটিকে মানার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ--

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ " إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ" ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه ـ (٣٩٥٠)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় আমার উম্মত কখরো পথভ্রষ্টতায় একত্রিত হবে না, অতএব, যখন তোমরা মতানৈক্য দেখতে পাবে তখন তোমাদেরকে" **السواد الأعظم** (সাওয়াদুল আ'জম) তথা বৃহত্তম দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫০।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে এই কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সর্বাবস্থায় **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের সাথে কোন অবস্থাতেই সম্পর্ক রাখা যাবে না এবং ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের

বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য কোন দল-উপদলের সাথে সম্পর্ক রাখলে জান্নাত বা বেহেস্তে যাওয়া যাবে না। বেহেস্তে যেতে হলে সর্বাবস্থায় **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عن خباب بن الأرت قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم مبعثًا فقلت : يا رسول الله ، إنك تبعثني بعيدًا و أنا أشفق عليك ، قال: و ما بلغ من شفقتك عليك؟ " قلت: أصبح فلا أظنك تمسى، وأمسي فلا أظنك تصبح، قال: يا خباب، خمس إن فعلت بهن رأيتني،وإن لم تفعل بهن لم ترني" ، فقلت: يا رسول الله وما هن ؟ قال: " تعبد الله لا تشرك به شيئًا وإن قطعت و حرقت، و تؤمن بالقدر" ، قلت : يا رسول الله وما الإيمان بالقدر ؟ قال : تعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئك، و أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، و لا تشرب الخمر فإن خطيئتها تقرع الخطايا ، كما أن شجرتها تعلك الشجر، و بر والديك وإن أمرك أن تخرج من الدنيا، وتعتصم بحبل الجماعة ، فإن يد الله على الجماعة، يا خباب، إنك إن رأيتني يوم القيامة لم تفارقني" ــ في المعجم الكبير للطبراني (٣٦٢١)

অর্থঃ-হযরত খাব্বাব বিন আল ইরতি (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন কারনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে (কোথাও দূরে পাঠালেন, আমি বললাম: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি আমাকে দূরে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন: আমার ব্যাপারে তোমার কি আশঙ্কা ? "আমি বল্লাম: আমি সকাল করব কিন্তু আমি মনে করছি না যে আপনি সন্ধা করবেন (সন্ধা পর্যন্ত বাঁচবেন), আর আমি সন্ধা করব কিন্তু আমি মনে করছি না যে আপনি সকাল করবেন (সকাল পর্যন্ত বাঁচবেন), তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন: হে খাব্বাব, পাঁচটি বিষয় যদি তুমি কর তবে তুমি আমাকে (কিয়ামতে) দেখতে পাবে, আর যদি তুমি উক্ত পাঁচটি বিষয় না কর তা হলে তুমি আমাকে (কিয়ামতে)দেখতে পাবে না। আমি বললাম: ইয়া রাসুলুল্লাহি, সে গুলো কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন:---

১. তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কিছুরই শরীক(অংশীদার) করো না যদিও তোমাকে কেটে ফেলা হয় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়,

২. তুমি ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস করবে, আমি বললাম: ইয়া রাসুলুল্লাহি ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস কি ? তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন: তুমি জেনে নাও যে, যা ঘটেছে তা তোমার জন্য ব্যর্থ হওয়ার নয় আর যা তোমার জন্য ব্যর্থ হয়েছে তা তোমার বেলায় ঘটার নয়,

৩. তুমি মদ পান করবে না, কেননা, এর পাপ অন্যান্য পাপকে নাড়া দেয় যেমন ছোট একটি গাছ অন্যান্য গাছের সাথে জড়ো হয়ে থাকে

৪. তুমি বাবা-মার সাথে সদ্ধব্যবহার করবে যদিও তারা তোমাকে দুনিয়া (ঘর) থেকে বের হয়ে যেতে বলে।

৫. তুমি الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির রশি আঁকড়ে ধরে রাখবে, নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত (অনুগ্রহ) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির উপর । হে খাব্বাব, তুমি যদি আমাকে কিয়ামতে দেখতে পাও তা হলে আর আমার থেকে তুমি পৃথক হবে না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬২১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এই কথা জানা গেল যে, উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা। **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখলে কিয়ামতের দিন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে না রাখলে কিয়ামতের দিন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।

এখন প্রশ্ন হল أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে রাখার পদ্ধতি কি ?

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে রাখার পদ্ধতিঃ

মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**" (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখা। মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**"(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখলেই এবং নিজ নিজ ঘরে পরিবার-পরিজন, সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সভা-সমিতিতে, ওয়াজ-মাহফিলে, সেমিনার-সম্মেলনে ইত্যাদিতে শ্রোতাদের সাথে, নিজ এলাকায় মসজিদে, নিজ মহল্লায়-নিজ গ্রামে মুসলিম জনগণের সাথে, নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে------------ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলেই **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে ধরে রাখা হল।

সমাপ্ত

সুচিপত্র:

<u>الْجَمَاعَةِ (আল- জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেন ?</u>

শিরোনাম:>> الْجَمَاعَةِ (আল- জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক হওয়া সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ এতক্ষণ আমি ৭নং পরিচ্ছেদ **لزوم أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ والإعتصام بها** অথবা "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা সম্পর্কে ২৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হাদিস শরীফ ব্যবহার করার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি ৮নং পরিচ্ছেদ **الْجَمَاعَةِ** (আল- জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেন তা ২৭৩ পৃষ্ঠা থেকে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র বেহেস্তী দল।
الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেন এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হলে, হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে নিম্নে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে কারিমা এবং নিম্নে বর্ণিত বুখারী শরীফের একটি হাদিস শরীফ ভালভাবে গবেষণা করে বুঝতে হবে।
পবিত্র কুরআনের আয়াতে কারিমাখানা হচ্ছে এই---

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ـ سُوْرَةُ هُوْدَ الْأَيَةُ (١١٢)

অর্থঃ- অতএব, যেভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে ঠিক সেভা্বেই তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও বা সোজা পথে দৃঢ় থাক এবং সীমা লঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কিছু করছ নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সুরা হুদ, আয়াত নং-১১২।
তা ছাড়া হাদিস শরীফে আছে--

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اِسْتَقِيْمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَ شِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالاً بَعِيْدًا ـ بُخَارِى (٧٢٨٢)

অর্থঃ- হযরত হুজাইফা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন: হে পাঠকসম্প্রদায়(জ্ঞানীসম্প্রদায়)! সোজা পথে দৃঢ় থাকো। তোমরা অনেক দুরে অগ্রগামী হয়ে গেছো, যদি তোমরা ডান-বাম অবলম্বন করে ফেল তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮২।

اِسْتِقَامَةٌ (ইসতিক্বামাতুন) শব্দটির অর্থঃ যথযথতা, সঠিকতা। **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) শব্দটির আসল বা মূল অর্থ হচ্ছে কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, সোজা পথে দৃঢ় থাকা।এখানে কোন্ বিষয়ে **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা সোজা পথে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে?

এর উত্তর এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ পালনে কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা সোজা পথে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশসমূহের মধ্যে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা, নিজের পবিার-পরিজনের মাঝে, মহল্লায়, সভা-সমিতিতে, সম্মেলনে উক্ত দলের নাম উচ্চারণ করা, উক্ত দলের ব্যানার লাগানো, নিজেকে সর্বদা সরাসরি উক্ত দলের পরিচয় দেওয়া, নিজেকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ব্যতীত কোন অবস্থায়ই ইসলামের নামে বা ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দের বা বাক্যের নামের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নাম ব্যবহার না করা, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নাম উচ্চারণ না করা, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের ব্যানার না লাগানো ইত্যাদি হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা। এই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ব্যতীত ইসলামের নামে বা ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দের বা বাক্যের নামের সাথে সম্পর্কিত কোন নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নাম ব্যবহার করা বা মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের নামে নিজেকে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরিপন্থী। **اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে মুসলিম জাতি কোন অবস্থাতেই বা কোনভাবেই সফল হতে পারবে না। সেই জন্যেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেন:---

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " اسْتَقِيْمُوا تُفْلِحُوا " ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (22849)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "**اِسْتِقَامَةٌ** (ইসতিক্বামাতুন)তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তবেই সফল হবে", মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৮৪৯।

এই পৃথিবীতে যতসব পথভ্রষ্টতা প্রদর্শিত হচ্ছে তা সবই **اِسْتِقَامَةٌ**(ইসতিক্বামাতুন) তথা কোনদিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে না থাকার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক বিষয়টির বর্ণনায় **اِسْتِقَامَةٌ**(ইসতিক্বামাতুন) তথা কোন দিক কিছু পরিমাণ বা একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গটি বুঝানো হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি মহান আল্লাহর আদেশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত দল। যে কোন নবী-রাসুল(আলাইহিমুসসালামগণ) কর্তৃক প্রবর্তিত দল হচ্ছে সঠিক দল। প্রত্যেক নবী-রাসুলের (আলাইহিমুসসালামগণের) দলের নাম হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। যেমন নিম্নে বর্ণিত দুটি হদিস শরীফে এ বিষয়টির বর্ণনা আছে---------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ডবাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:---------------------

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجاءَهُ جبرِيْلُ عليه السلام بِالْوَحْيِ فَتَغَشَّي رِداءَهُ فَمَكَثَ طَوِيلاً حَتَّي سُرَّي عَنْهُ وَكَشَفَ رِداءَهُ فَإِذا هُوَ تَعَرَّقَ عَرَقاً شَدِيْداً وَإِذا هُوَ قابِضٌ عَلى شَيْءٍ فَقالَ " جاءَ كُمْ جِبرِيْلُ عَلَيْهِ السلامُ يَتَعاهَدُ دِيْنَكُمْ لَتَسْلُكَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، وَلَنَأْخُذَنَّ بِمِثْلِ أَخذِهِمْ إِنْ شِبْرًاً فَشِبْرًاً ، وَإِنْ ذِراعاً فَذِراعاً ،وإِنْ باعاً فَباعاً ، حَتَّي لَوْ دَخَلُوا فِيْ حُجرِ ضَبِّ دَخَلْتُمْ فِيْهِ أَلَّا أَنَّ بَنِيْ إِسْرائِلَ اِفْتَرَقَتْ عَلَى مُوْسَى سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلاَمُ وَجَماعَتُهُمْ ،ثُمَّ إِنَّهَا اِفْتَرَقَتْ عَلَى عِيسَى ابْنِ مرْيَمَ عَلَي إِحْدَى وَ سَبْعِيْن فِرْقَةً كُلُّها ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلاَمُ وَجَمَاعَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ اَلْإِسْلاَمُ وَجَماعَتُهُمْ ــ في المعجم الكبير للطبراني. (١٣٤٨١)

অর্থঃ-“হযরত কাছির বিন আব্দুল্লাহর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ঢেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন শেষ পর্যন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন। তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন: জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন- তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায়**(পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর)** চলাফেরা করবে। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে। যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত, এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে। এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই **(ضَالَة)** ভ্রষ্ট, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** **اَلْإِسْلاَمُ وَجَمَاعَتُهُمْ**(আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭১টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই **(ضَالَة)** পথ ভ্রষ্ট, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلاَمُ وَجَمَاعَتُهُمْ** আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা **(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল)** হচ্ছে **اَلْإِسْلاَمُ وَجَمَاعَتُهُمْ**(আল-ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আল-আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " لَتَتَّبِعُنَّ سنن مَنْ قَبْلَكُمْ باعاً بِبَاعٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ و شبراً بِشبرٍ حتي لو دخلوا في حجر ضب لَدخلتم فيه مَعَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُوْلُ اللهِ ، أَلْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَي ؟ قَالَ : فَمِنْ إِذًا ــ في مُسْنَدِ أَحْمَدَ (٩٩٥٤)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়কে) এক হাত, এক বাহু, এক বিঘৎ হউক অনুসরন করবেই। এমন কি তারা গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবেই। তারা বললেন, হে ! রাসুলুল্লাহি, ইয়াহুদি ও নাছারার(খ্রীষ্টানদের) মত ? তিনি বললেন: তবে আর কারা, মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৯৫৪।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে এ কথা বুঝা গেছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের(আলাইহিমুস সালাম) প্রবর্তিত দলের নাম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ছিল। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত দলের নামও হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। যেহেতু

(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহর আদেশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল সেহেতু **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি **صراط مستقيم** (সিরাতুমমুসতকিম) তথা সরল-সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠ একমাত্র একটি সঠিক দল এবং এ দলটি **سبيل الله**(সাবিলুল্লাহ) তথা আল্লাহর পথে আছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পোঁছানোর এবং তাঁর সন্তষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে।

أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের অনুসারী দাবিদার সাধারণ মুসলিম ও আলিম-উলামাগণকে বিনীত অনুরোধ করছি, আপনারা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত কোন দলকে অনুসরণ করবেন না ও সমর্থন করবেন না এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করবেন না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত পোঁছে না। কাজেই, যে ব্যাক্তি এ সব ভিন্ন ভিন্ন পথে চলবে সে আল্লাহ থেকে দূরেই সরে পড়বে। অতএব, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে **(যেমন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামি দল-উপদলগুলোর মত যে কোন ভিন্ন ভিন্ন নামে)**গঠিত যে কোন দলই সঠিক নয় বরং ভ্রান্ত। এ দলগুলোর সংখ্যা বেশী হওয়ায় এ দলগুলোর পথের সংখ্যাও বেশী। এ দলগুলো **سبيل الشيطان** (সাবিলুশশাইতন) তথা শয়তানের পথে আছে। এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হলে নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো ভাল করে অধ্যয়ন করতে হবে।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائي والبزار وابن منذر وابن أبي خاتم وابو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن دسعود قال:خط رسول الله صلي الله عليه وسلم خطاً بيده،ثم قال((هذا سبيل الله مستقيماً، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال : وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو اليه، ثم قرأ «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » سورة الانعام – الاية (١٥٣).

অর্থঃ-হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাত দিয়ে একটি রেখা আঁকলেন, তারপর বললেন- এটা আল্লাহর সোজা পথ, তারপর ঐ রেখাটির ডানে-বামে আরো কতগুলো রেখা আঁকলেন, অতপর বললেন: এ গুলো(এমন) পথ, এ পথগুলো থেকে এমন কোন পথ নেই যার উপর শয়তান নাই (এ পথগুলোর উপর শয়তান রয়েছে), শয়তান তার ঐ পথগুলোর দিকে আহবান করছে।(আহমদ, নিসাই, বাজ্জার, ইবনে আবি হাতিম, ইবনে মারদুইয়া ও হাকিম) তারপর (কুরআনের আয়াত)পাঠ করলেন **"এটা আমার সোজা পথ, তোমরা এ পথটি অনুসরন কর, আর তোমরা অনেক পথ অনুসরন করো না, তা হলে কিন্তু এ পথগুলো আল্লাহর পথ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে নিবে"** । সুরা আনআ'ম, আয়াত নং-১৫৩।

চতুর্থ হাদিস শরীফ

أخرج أحمد و ابن ماجه وابن أبي خاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال « كنا جلوساً عند النبي صلي الله عليه وسلم فخط خطاً هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عَزَّ و جَلَّ ، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله ، قال : هذا سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا(15510)مسند أحمد] « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » الاية سورة الانعام (١٥٣)

অর্থঃ-হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন," আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট বসা ছিলাম, তিনি এরূপে তাঁর সামনে একটি রেখা আঁকলেন, তারপর বললেন: এটা আল্লাহর পথ। আর এ রেখাটির ডানে-বামে দুটি করে রেখা আঁকলেন, আর বললেন: এ টা শয়তানের পথ। (আহমদ,ইবনে মাজাহ, ইবনে আবি হাতিম,ইবনে মারদুইয়া) অতপর তিনি মাঝের রেখাটিতে হাত রাখলেন আর তেলাওয়াত করলেন, মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস

শরীফ নং-১৫১০,-(153)سورة ألانعام [« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » الاية "এটা আমার সোজা পথ, তোমরা এ পথটি অনুসরন কর, আর তোমরা অনেক পথ অনুসরন করো না, তা হলে কিন্তু এ পথগুলো আল্লাহর পথ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে নিবে"। সুরা আনআ'ম, আয়াত নং-১৫৩।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عن ابن عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله ، قال:خط لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً ،فقال((هذا سبيل الله». ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال : وهذه سبل علي كل سبيل منها شيطان يدعو اليها». مسندأحمد[ا/465(4437) الدارمي[202] ثم قرأ هذه الاية : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله >> سورة الانعام (١٥٣)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একদিন আমাদের জন্য একটি রেখা আঁকলেন, তারপর বললেন: এটা আল্লাহর পথ, তারপর ঐ রেখাটির ডানে-বামে আরো কতগুলো রেখা আঁকলেন, অতপর বললেন: এ গুলো পথ, এ পথগুলোর প্রত্যেকটির উপর শয়তান আছে,সে (শয়তান) তার ঐ পথগুলোর দিকে আহবান করছে। তারপর এ অয়াত তেলাওয়াত করলেন **"এটা আমার সোজা পথ, তোমরা এ পথটি অনুসরন কর, আর তোমরা অনেক পথ অনুসরন করো না, তা হলে কিন্তু এ পথগুলো আল্লাহর পথ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে নিবে"**। সুরা আনআ'ম, আয়াত নং-১৫৩।

উপরে বর্ণিত তিনটি হাদিস শরীফের বাক্যের শব্দাবলীতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে কিন্তু হাদিস শরীফত্রয়ের অর্থ, ভাব ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রত্যেকটি হাদিস শরীফে একটি কথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একটি সোজা রেখা এঁকে বলেছেন: **«هذا سبيل الله»** " **এটা আল্লাহর পথ**"। যেহেতু **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহর আদেশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল সেহেতু এর একমাত্র পথ হচ্ছে **سبيل الله** (সাবিলুল্লাহ) তথা আল্লাহর পথ।

الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি **سبيل الله** (সাবিলুল্লাহ) তথা আল্লাহর পথের উপর দন্ডায়মান আছে।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফত্রয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর অঙ্কিত সোজা রেখার ডানে-বামে আরো কতগুলো রেখা এঁকে বললেন: এগুলো **سبيل الشيطان** (সাবিলুশশাইতন) তথা **"শয়তানের পথ"**।

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত সব দল-উপদল **سبيل الشيطان** (সাবিলুশশাইতন) তথা শয়তানের পথের উপর দন্ডায়মান।

বর্তমানে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি নিয়ে এখন বর্তমান কালের "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামাকেরাম নিজ নিজ ঘরে পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সভা-সমিতিতে, ওয়াজ-মাহফিলে, সেমিনার-সম্মেলন ইত্যাদিতে শ্রোতাদের সাথে, নিজ এলাকায় মসজিদে, নিজ মহল্লায়, নিজ গ্রামে মুসলিম জনগণের সাথে, নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে তেমন কোন আলোচনা -পর্যালোচনা করেন না। বরং "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক **যেমন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে** ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের

সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত সব দলগুলো নিয়ে(৯৫)**নিজ নিজ ঘরে পরিবার-পরিজন,সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সভা-সমিতিতে, ওয়াজ-মাহফিলে, সেমিনার-সম্মেলন ইত্যাদিতে শ্রোতাদের সাথে, নিজ এলাকায় মসজিদে, নিজ মহল্লায়, নিজ গ্রামে মুসলিম জনগণের সাথে, নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে বেশ আলোচনা - পর্যালোচনা করে থাকেন** ।

ফলশ্রুতিতে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত প্রায় অধিকাংশ মুসলিম মানুষের মনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি সম্পর্কে সূষ্ঠ, পোক্ত ধারনা নাই বললেই চলে। অথচ "**خير القرون الثلاثة**" তথা " উৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" পর্যন্ত (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী ৩১২(তিনশত বার) হিজরী বৎসর সময়কাল পর্যন্ত)মুসলিম মানুষের মনে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি সম্পর্কে সূষ্ঠ, পোক্ত ধারনা ছিল ।

সমাপ্ত

সুচিপত্র:

<u>ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য এবং " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দল প্রবর্তনের প্রেক্ষাপটঃ</u>

শিরোনাম: >> ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য এবং " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দল প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানি।<<

সুচনাঃ এতক্ষণ আমি ৮নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** তথা **الْجَمَاعَةِ** (আল- জামাআ'ত) (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক কেন তা ২৭৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি ৯নং পরিচ্ছেদ **"ইসলাম ধর্মে ৭৩(তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য"** নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। ইসলাম ধর্মে ৭৩(তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির নাম করণের উৎসের উপর অথবা "**وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا**" অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এর ব্যাখ্যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করাতে হবে।

ইসলাম ধর্মে ৭৩(তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন (সকল) হাদিসসমূহ একত্রে এক যায়গায় উপস্থাপন করে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ঐগুলোর ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(১) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عبد الله عن أبيه عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام بِالْوَحْيِ فَتَغَشَّي رِدَاءَهُ فَمَكَثَ طَوِيْلاً حَتَّي سُرِّيَ عَنْهُ وَكَشَفَ رِدَاءَهُ فَإِذَا هُوَ تَعَرَّقَ عَرَقاً شَدِيْداً وَإِذَا هُوَ قَابِضٌ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ "أَيُّكُمْ يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ ؟ " فَقَالَ الْأَنْصَارُ : نحن يا رسول الله صلي الله عليه وسلم بأبينا أنت و أمنا ليس شيء يخرج من النخل إلا نحن نعرفه نحن أصحاب

---

(৯৫) >> যেমন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে আহলুল হাদিস /আহলে হাদিস, তাবলীগ জামাআ'ত, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, হেফাজতে ইসলাম, জমিঅ'তে হিজবুল্লাহ, ইসলামি শাসনতন্ত্র, ইত্যাদি নামে দলগুলো নিয়ে<<

نخل ثم فتح يده فأذا فيها نوي، فقا ل:"ما هذا؟ فقا لوا : هذا يا رسول الله نوى، قا ل: "نوى أي شيء؟ قا لوا : نوى سنة،
قال : " صدقتم ، جاء كم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولنأخذن بمثل أخذهم إن شبراً فشبراً ، وإن ذراعاً فذراعاً ،وإن باعاً فباعاً ، حتي لو دخلوا في حجر ضب دخلتم فيه إلا أن بني إسرائل افترقت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ،ثم إنها افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى و سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم (13481)) في المعجم الكبير للطبراني.
(২) **" عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ خَبَّابِ بِنِ الآرْتِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَا لَ :صَلَّى رسول الله صلي الله عليه وسلم صَلاَةً فَأَطَالَهاَ ، فَقَا لَ :يَا رسول الله (صلي الله عليه وسلم) صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا ؟ قَا لَ :" أَجَلْ ، إِنَّهَا صَلاَةُ رَغْبٍ وَ رَهَبٍ ، وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْهَا ثَلاَثًا فَأَعْطَانِيْ إِثْنَيْنِ وَ مَنَعنِيْ وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِسِنَةٍ، فَأَعْطَانِيْهَا ، ,وَ سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ،فَأَعْطَانِيْهَا ، ،و سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ(يَلْبِسَ أُمَّتِيْ شِيَعًا) يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا "(3542) المعجم الكبير للطبراني**
(৩) **عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ :" وَ أَنَا آَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَاِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ـ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " سنن التِّرْمِذِي- (**
(8) **عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من خرج علي أمتي وهم جميع، يريد أن يفرق بين جماعتهم، فاقتلوه كائناً من كان"(5400) في المعجم الاوسط للطبراني**
(৫) **أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن عن علاقة عن عرفجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من خرج علي أمتي وهم مجتمعون ، يريد أن يفرق بينهم ، فاقتلوه كائناً من كان ــ فِى مصنف عبد الرزاق (20713)**
(৬) **عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". "(490)) في المعجم الكبير للطبراني**
(৭) **عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه"(489)) في المعجم الكبير**

বিস্তারিত বিবরণঃ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের একটি চিরস্থায়ী জীবন্ত বেহেস্তী মূলদল। **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে সকল নবী ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুসসালাম) এবং তাঁদের উম্মতদের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বেহেস্তী দল। **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট (আদেশ প্রাপ্ত)আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় তাঁর উম্মতের জন্য একমাত্র একটি বেহেস্তী দল। **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট(আদেশ প্রাপ্ত) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল হওয়ায় এ দলটিই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি বিদ্যমান থাকবে। আর মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত দল-উপদলগুলো কতিপয়কাল বিদ্যমান অবস্থায় প্রস্ফুটিত থেকে পরবর্তীতে এগুলোর অস্তিত্ব আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহও (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানরা) **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। আপনি হয়ত বলবেন যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহেরও (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদেরও) কি **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একটি দল ছিল ?

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহেরও(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদেরও) **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে একটি দল ছিল। পূর্ববর্তী সকল ধর্মের নামই যে **الإسلام** (ইসলাম) ছিল এবং তাদের দলের নাম যে **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে একটি দলই ছিল তা নিম্ন বির্ণিত হাদিস শরীফ খানা অধ্যয়ন করলে বা দেখলে সহজেই বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহু।

عَنْ كَثِيْرِ بْنْ عبد الله عن أبيه عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام بِالْوَحْيِ فَتَغَشَّي رِدَاءَهُ فَمَكَثَ طَوِيْلاً حَتَّي سُرِّيَ عَنْهُ وَكَشَفَ رِدَاءَهُ فَإِذَا هُوَ تَعَرَّقَ عَرَقاً شَدِيْدَاً وَإِذَا هُوَ قَابِضٌ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ "أَيُّكُمْ يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ ؟ " فَقَالَ الْاَنْصَارُ : نحن يا رسول الله صلي الله عليه وسلم بأبينا أنت و أمنا ليس شيء يخرج من النخل إلا نحن نعرفه نحن أصحاب نخل ثم فتح يده فأذا فيها نوي، فقا ل:"ما هذا؟ فقا لوا : هذا يا رسول الله نوى، قا ل: "نوى أي شيء؟ قا لوا : نوى سنة،

قال : " صدقتم ، جاء كم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبراً فشبراً ، وإن ذراعاً فذراعاً ،وإن باعاً فباعاً ، حتي لو دخلوا في حجر ضب دخلتم فيه إلا أن بني إسرائل افترقت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ،ثم إنها افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى و سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم (١٣٤٨١) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ-হযরত কাছির বিন আব্দুল্লাহ (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) তিনি তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ডেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন শেষ পর্যন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন। তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন- "তোমাদের কেউ কি জান খেজুর থেকে কি বের হচ্ছে ? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আমরা খেজুর থেকে যাই বের হয় তা সবই জানি, আমরা তো খেজুরের মালিক। তারপর তিনি তাঁর হাত খুললেন, এতে বিচি রয়েছে। অতপর তিনি বলেলেন, এটা কি ? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এটা হচ্ছে বিচি। তিনি বললেন, কিসের বিচি ? তাঁরা বললেন, বর্ষবিচি, তিনি বললেন- সত্যিই বলেছ। জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন- তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যয়(পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর) চলাফেরা করবে। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে। যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত, এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে। এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই ভ্রষ্ট, তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছ) **الإسلام وجماعتهم**(ইসলাম ও **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা-দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই ভ্রষ্ট,তা হচ্ছে(মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে)**الإسلام وجماعتهم** (ইসলাম ও **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা-দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা-দলই দোযখে প্রবেশ

করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) **الإسلام وجماعتهم** (ইসলাম ও তাদের **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানরা) **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের কি পরিণতি হয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উমম্মতকে স্মরণ করিয়ে সতর্ক করার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেনঃ---------------------

প্রথম আয়াতঃ

واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ . سورة ال عمران الْأَيَةُ - (١٠٤)

অর্থঃ-আর তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর,যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৪।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

"ولاَ تَكُوْنُوا كَالذِّيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات وَأُولاَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ "– سورة ال عمران الْأَيَةُ - (١٠٦)

অর্থঃ-আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৬ ।

তৃতীয় আয়াতঃ

" وَ لاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (31) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ – سُوْرَةُ الرُّوْمِ" الْأَيَةُ - (٣٢)

অর্থঃ-তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (সুরা রুম, আয়াত নং-৩১, যারা তাদের ধর্মকে ভাগ ভাগ করে নিয়ে অনেক দলে (দলে-উপদলে) বিভক্ত হয়ে হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ (কর্মসূচী) নিয়ে উল্লসিত" (সুরা রুম, আয়াত নং-৩২)।

চচুর্থ আয়াতঃ

" إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ و كَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ،إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ - سُوْرَةَ الْأَنْعَامِ - الأَيَةُ (١٦٠)

অর্থঃ- নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তাআ'লার নিকট সমর্পিত। অত;পর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে ।সুরা আল-আনআ'ম,আয়াত নং-১৬০।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতের সতর্কতা প্রত্যাখানকারী দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ তিন প্রকার শাস্তি ভোগ করবে।

(১) اَلْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ত্যাগকারী দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--

" عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ خَبَّابِ بِنِ الاَرْتِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَا لَ :صَلَّى رسول الله صلي الله عليه وسلم صَلاةً فَأَطَالَهاَ ، فَقَا لَ :يَا رسول الله (صلي الله عليه وسلم) صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا ؟ قَا لَ :" أَجَلْ ، إِنَّهَا صَلاَةُ رَغْبٍ وَ رَهَبٍ ، وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْهَا ثَلاَثًا فَأَعْطَانِيْ إِثْنَيْنِ وَ مَنَعَنِيْ وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِسِنَةٍ، فَأَعْطَانِيْهَا

، وَ سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ،فَأَعْطَانِيْهَا ، ،و سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ(يَلْبِسَ أُمَّتِيْ شِيَعًا) يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا "ـ المعجم الكبير للطبراني ـ (٣٥٤٢)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আল-ইরত (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তার পিতা থেকে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এমন একটি নামাজ পড়লেন যা দীর্ঘায়িত করলেন, তিনি (আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আল-ইরত (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: হে রাসুলুল্লাহি আপনি এমন একটি নামাজ পড়লেন যা (কোন সময়ে) কখনো পড়েন নি? তিনি বললেন: হা ! এটা হচ্ছে ভয়-ভীতির নামাজ, এ নামাজে আমি আমার প্রভূকে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন আর একটি নিষেধ করেছেন, আমি প্রার্থনা করেছিলাম তিনি অভাব-অনটন দিয়ে আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন, তিনি তা দেন (মঞ্জুর করেন), আরো আমি প্রার্থনা করেছিলাম তাদের (উম্মতের) উপর শত্রুদেরকে চাপিয়ে না দেন, তিনি তা দেন (মঞ্জুর করেন), আরো আমি প্রার্থনা করেছিলাম (আমার উম্মতকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মারমুখী না করেন) তাদের এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন না করান তিনি তা দেন নি (মঞ্জুর করেন নি)। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ ,হাদিস শরীফ নং-৩৫৪২।

দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মারমুখী করে তাদের এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদ করার বিষয়টি পবিত্র কোরআনের আয়াতে কারিমাতেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন----------

আল-আয়াতঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، ـ سورة الانعام ـ الْأَيَةُ ـ (٦٦)

অর্থঃ-(হে নবী) আপনি বলুন: তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দেবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত নং-৬৬।

(২) দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিষয়ে পরিণতি সম্পর্কে সতর্কতার জ্ঞান লাভের পর সতর্ক না হলে দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ আখিরাতে মহা আযাব ভোগ করবে। সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৬, দেখুন।

(৩)দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে মর্মে বা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে মর্মে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বিভিন্ন আয়াতে হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। (সুরা রুম, আয়াত নং-৩২ দেখুন) ।

(৪) মহান আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঘৃণ্যজনক উল্লেখ করে তাদের সাথে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন সম্পর্ক নেই মর্মে তাঁর উম্মতকে সাফ জানিয়ে দিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কোরআনে বলেন-------

" إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ -" ـ ـ سورة الانعام ـ الْأَيَةُ ـ (١٦٠)

অর্থঃ- "নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই", সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত নং-১৬০।

ঠিক তেমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন উম্মতও যদি **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথেও তাঁর সেই উম্মতের কোন সম্পর্ক থাকবেনা মর্মে অত্র আয়াতে হুশিযার সঙ্কেত দেয়া হয়েছে।

(৫) الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, উক্ত মুসলিম মানুষটি আর ইসলামে নাই মর্মে হাদিস শরীফে কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :" وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَاِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ

يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ـ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " سنن التِّرْمِذِي- (٢٧٦٣)

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ[তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (দায়িত্বশীলদের কথা শুনতে) ২.আনুগত্য করা (দায়িত্বশীলদের আদেশ মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল-জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে। **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে)বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে(পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্তার বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভুক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভুক্ত)। তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের) মত দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরিণতির ফলাফলের বিবরণই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মুসলিম মানুষকে একই সুতায় গেঁথে রাখার জন্য **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি গঠনের প্রেক্ষাপট।

এত সব সতর্কতা দানের পর উপরোক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়াবশতঃ মুসলিম মানুষকে বলোনঃ--

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ _ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধভাবে/ এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না। সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মুসলিম মানুষকে এক দলবদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলভুক্ত হয়ে থাকতে আদেশ দিয়েছেন এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন।

এ নির্দেশনাটি **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ অক্ষরে অক্ষরে হুবহু পালন করেছেন, মেনে চলেছেন। তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন দল করেন নি।

কারণ, তাঁরা জানেন মহান আল্লাহ তাআ'লার বণীঃ---

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ _ الْأَيَةُ (١٠٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩>> মোতাবেক আদিষ্ট হয়েই ওহীর মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল প্রবর্তিত করে গেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" পর্যন্ত **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি উহার সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ বিদ্যমান ছিল।

পরবর্তীতে خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" পর أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর শুরু থেকেই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির কর্মী হওয়ার, ব্যাপক প্রচার, ব্যাপক প্রসার করার পরিবর্তে মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায় বা প্রচলন শুরু হতে থাকে। ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনূসরনে মুসলিম সমাজে সর্ব প্রথম যে দল-উপদলটির আবির্ভাব হয় তা হচ্ছে **আহলুল হাদিস (أَهْلُ الْحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিস"** বলে। "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত এই **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الْحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস"ই হচ্ছে কিয়ামত অবধি আসন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির এক সুদূরপ্রসারী সর্বনাশী প্রথম ঘৃন্য বীজ এবং পথ ভ্রষ্ট দল। কারণ, তারা Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করছেনা ও মান্য করছেনা। পরবর্তীতে এখন সারা ইসলামি দুনিয়াতেই বিশেষ করে বাংলাদেশে **"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الْحَدِيْثِ)** প্রচলিত পরিভাষায় **"আহলে হাদিসের"** পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনূসরনে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা (৯৬) অনুসরণ না করে বরং অমান্য করে তাদেরই অনুরূপ ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দল-উপদল গঠিত হচ্ছে বা দল-উপদল গঠিত হতে চলছে।

এ দল-উপদল গঠিত হওয়ার মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির ভিতর বিভক্তি হতে চলছে যা আপনারা স্বচক্ষে দেখছেন।

এ বিভক্তির প্রতি কঠোর হুশিয়ার বাণী উচ্চারন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন---

হাদিস শরীফ নং ১

عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من خرج علي أمتي وهم جميع، يريد أن يفرق بين جماعتهم، فاقتلوه كائناً من كان"ــ في المعجم الاوسط للطبراني (٥٤٠٠)

অর্থঃ-হযরত আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই'(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার আল-জামাআ'তবদ্ধ অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০।

হাদিস শরীফ নং-২

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن عن علاقة عن عرفجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من خرج علي أمتي وهم مجتمعون ، يريد أن يفرق بينهم ، فاقتلوه كائناً من كان ــ فِى مصنف عبد الرزاق (٢٠٧١٣)

অর্থঃ-হযরত আরফাজাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার একতাবদ্ধ উম্মত অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ

(৯৬) Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা অনুসরণ করা ও মানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৫৯১, ৬৩৫-৬৪২,৬৮২-৬৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং-২০৭১৩।

হাদিস শরীফ নং-৩

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". "ــ في المعجم الكبير للطبراني (٤٩٠)

অর্থঃ-হযরত উসামা বিন শারিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার একতাবদ্ধ উম্মতের অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০।

হাদিস শরীফ নং-৪

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه"ــ في المعجم الكبير للطبراني (٤٨٩))

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯ ।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ

"الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দলটি পালন করার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

শিরোনাম:>> "الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দলটি পালন করার বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ এতক্ষণ ধরে আমি ৯নং পরিচ্ছেদ ২৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে ৭৩(তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্যসহ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) সম্পর্কে অনেক বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। এখন ১০নং পরিচ্ছেদ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা কি ফল অর্জন করলাম, কি কি নির্দেশনা পেলাম তা ২৮৯ পৃষ্ঠা থেকে নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১)--

পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ইমরানের আয়াত নং- ১০৩ এ বর্ণিত নির্দেশনা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের নির্দেশনা মোতাবেক **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি পালন করা, মানা মুসলিম মানুষের উপর ফরজ।

পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ইমরানের আয়াত খানা হচ্ছে এই--

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا" ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ (١٠٣)

অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না"। সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এবং হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই--

" وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢٧٦٣)

অর্থঃ-এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, **১.** শুনা (শুনতে) **২.**আনুগত্য করা (মানতে) **৩.** জিহাদ করা (জিহাদ করতে) **৪.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল-জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩। নিম্নে বর্ণিত আরো কতগুলো হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

(ক)

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ـ الْمُعْجَمُ لْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِى (٦٤٨٣)

অর্থঃ তোমাদেরকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আর **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫, আল- মু'জামুল কাবীর, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

(খ)

فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ ـ الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِي (٦٤٨٣)

অর্থঃ-অতএব, যে চাহে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ সে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সাথে লেগে থাকুক। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫, আল-মু'জামুল কাবীর তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

(২) --

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল এবং **الإسلام** (ইসলাম) [৯৭] উভয়টি পরস্পর উৎপ্রতোভাবে জড়িত।

যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে আছে-

ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم ـ في المعجم الكبير للطبراني. (١٣٤٨١)

অর্থঃ- আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) **الإسلام وجماعتهم** (ইসলাম ও তাদের **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ খানাতে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল এবং **الإسلام** (ইসলাম) উভয়টিকে এক সাথে উল্লেখ করে একই সুতায় গেঁথে সমমর্যাদা সম্পন্ন করা হয়েছে।

অতএব, যেখানে **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নেই সেখানে **الإسلام**(ইসলাম)ও নেই। যে কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি প্রকাশ্যে করবে না সে মুসলিমও থাকবে না।

যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-----------

فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِه ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢٧٦٣)

---

[৯৭] মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনুগত্যের নান হচ্ছে **ইসলাম**। এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতি যাতে এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন । এ জীবন ব্যবস্থার পরিচিতি নাম হচ্ছে **ইসলাম** । এ জীবন ব্যবস্থাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে **শরীয়ত** ।

অর্থঃ-অতএব, যে কেহ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৩।

(৩)--

নিম্ন বর্ণিত কুরআনুল কারিমের আয়াতের নির্দেশনা ও হাদিস শরীফের নির্দেশনা অনুসারে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লার দুটি বাণী-----------------

(ক)

"وَ لاَ تَفَرَّقُوْا" ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ (١٠٣)

অর্থঃ-"এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৩।

(খ)

" شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسَي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ."" ـ سُوْرَةُ الشُّرَي (١٣)

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না, সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং- ১৩ এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী------------------------------

وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢١٦٥) + ـ ـ الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِي (٦٤٨٣)

অর্থঃ- আর তোমাদেরকে **الْفُرْقَةَ** (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫ + আল-মু'জামুল কাবীর, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

(৪)---- --

জান্নাতের প্রত্যশীকে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা , মানা ফরজ।

যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী—--------------------

فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢١٦٥) + ـ ـ الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِي (٦٤٨٣)

অর্থঃ অতএব, যে চায় জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ সে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সাথে লেগে থাকুক। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫ + আল-মু'জামুল কাবীর, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

(৫)--

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ** তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে উন্নীত হতে চাইলে দল-উপদল ছেড়ে দিয়ে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বা নিজ কর্তৃক গঠিত দলের নাম **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম ধারণ করে" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা" সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে।

সমাপ্ত

>>মতবিরোধের কারণসমূহের বিস্তারিত সুচিপত্র<<

এই কিতাব বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ৩ নং পৃষ্ঠা তে উল্লেখিত প্রথম সুচিপত্রের **(ঘ)** তে বর্ণিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গ হচ্ছে ০৩টি(তিনটি)। গুরুত্বপূর্ণ ০৩টি(তিনটি) বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হল এবং এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সর্বপ্রথমেই পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

০৩টি (তিনটি) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

বর্তমান অধ্যায় থেকে আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলিম মানুষের মধ্যকার মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলিম মানুষের মধ্যকার মতবিরোধের কারণ সম্ভাব্য ০৬টি। যে ৬টি কারণে মুসলিম মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হয় তা আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলিম মানুষের মধ্যে মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে আনুসঙ্গিক বিষযে আলোচনার পর নিম্নে উহার সুচিপত্র দেওয়া হল।

শিরোনামঃ আলেম-উলামাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনাঃ

সুচনাঃ আমি অত্র গ্রন্থের সূচনালগ্নেই **"মতবিরোধের কারণসমূহের ব্যাখ্যা ও জটিল বিষয়গুলোর ইসলামিক সঠিক সমাধানের ব্যাখ্যা "** আলোচনা শুরু করার পূর্ব মূহুর্তে ভুমিকাতেই তিনটি আলোচ্য বিষয়সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নিব বলেছিলাম। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল-------------------------------
(১) خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা **"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীসমূহ"**।
(২) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা **"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীসমূহ"** (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ)।
(৩) "الْجَمَاعَة " (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল। এ দলটি হচ্ছে **'ওহী'**র মাধ্যমে অদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের ধর্মের মুসলিমগণের প্রকৃত ও মূল দল। আমি এইমাত্র উপরে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা সমাপ্ত করলাম।

আমি এখন **"সীমাবদ্ধ) نِصَا بٌ /নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম হওয়া"** সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত আলেম-উলামাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনা করব, তারপর ০৬টি মতবিরোধের কারনসমূহের ব্যাখ্যা পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলাপ করতে মনোনিবেশ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। মহান আল্লাহ তাআ'লাই একমাত্র তওফিক দাতা।

আলেম-উলামাদের মধ্যে মতবিরোধের কারন সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনার সূচনাঃ

সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের মধ্য থেকে কওমী ও আলিয়া মাদরাসা (সরকারি মাদরাসা বা সরকার অনুমোদিত মাদরাসা) পর্যায়ের উলামাকেরামগণের অধিকাংশ সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত [৯৮](সীমাবদ্ধ **نِصَا ب -নিসাবভূক্ত বা**

---

[৯৮] **সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ সীমাবদ্ধ সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী ০২ (দুই) প্রকার ।**
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস ।
(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের সিলেবাস বা পাঠসূচী
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাসঃ
হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস বলতে বুঝায় প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে বাদ দিয়ে হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা । প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের

পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত) আলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত বা বাণীর ব্যাখ্যা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সমস্ত হাদিস শরীফ সম্পর্কে বিস্তারিত ও পূর্ণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন এমন জ্ঞানী-গুণী উলামাকেরামগণের যৌথ পরামর্শ ও ঐক্যমতামত না নিয়ে তারা >>(কওমী ও আলিয়া মাদরাসার সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত [সীমাবদ্ধ **نِصَا ب /নিসাবভুক্ত বা পাঠ্যসূচীভুক্ত**] অধিকাংশ আলিমগণ)<< নিজেরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার দয়িত্ব নিয়ে থাকেন বিধায় মুমিন-মুসলিম মাত্রেই সকলেই এক আল্লাহ তাআ'লাতে বিশ্বাসী, এক নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতে বিশ্বাসী, একই কুরআন শরীফে বিশ্বাসী, জান্নাতে প্রবেশের প্রত্যাশী, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ কামনা কারী, এক কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করছে, আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নির্দেশে রোজা, হজ্জ পালন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানদানসহ ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় সকল সৎ কর্মগুলো করে যাওয়া সত্বেও ধর্মের ছোট-খাট বিষয়গুলো নিয়ে তাদের মাঝে মারাত্নক ও প্রকট বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কওমী ও আলিয়া মাদরাসা (সরকারি মাদরাসা বা সরকার অনুমোদিত মাদরাসা) পর্যায়ের উলামাকেরামগণের অধিকাংশই সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত **(সীমাবদ্ধ نِصَا ب /নিসাবভুক্ত)** আলিমগণ কিন্তু মুসলমান হয়েও নিজেদের অহংকার, হঠকারিতা এবং গোঁড়ামীর কারনে তাঁরা ইসলাম ধর্মের এ বিষয়টি উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মত পরিপূর্ণভাবে বুঝতেও পারেনি এবং মেনে নিতেও পারছে না। বরং"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত **(সীমাবদ্ধ نِصَا ب -নিসাবভুক্ত)** আলিমগণ ইসলামি শরীয়তের আইন রচনায় বা শরীয়ত প্রবর্তনে অনধিকার চর্চা বা অনধিকার হস্তক্ষেপ করছে, মাতব্বরী করছে।

তাঁরা মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত অল্পসংখ্যক সীমিত আইন-কানুন (ফরজ-হারাম) পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মরিয়া হয়ে জোড়েশোরে কার্যকর বা পালন করতে সম্মত নহে। কিন্তু তাঁরা >>(**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত (সীমাবদ্ধ **نِصَا ب -নিসাবভুক্ত)** আলিমগণ)<<কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয় দেখলেই ওটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মরিয়া হয়ে জোড়েশোরে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে "ফরজ-হারাম ও বিদআ'ত" বলতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত অল্পসংখ্যক সীমিত আইন-কানুনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে "ফরজ-হারাম ও বিদআ'ত" বলা হয়েছে কিনা তা তাঁরা যাচাই বাছাইয়ের পরোয়া করছে না। বরং এ ব্যাপারে মাতব্বরী করতে তাঁদের ভাল লাগে ও প্রীত বোধও করে।

তাই, "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত (সীমাবদ্ধ **نِصَا ب** -নিসাবভূক্ত) আলিমগণের এরূপ মাতব্বরী বন্ধের

বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **১. মুসনাদু- ইমাম আবু হানিফা ২. মোআত্তা -ইমাম মালিক ৩. মুছান্নাফু- আবি শায়বা ৪. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, ৫. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত"কিতাবুলউম্মি" ৭. মুসনাদু- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল৮.সুনানু দারেমি ।**

(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের সিলেবাস বা পাঠসূচীঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী বলতে বুঝায় **তৃতীয় হিজরী সালে লিখিত বা** রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সত্বেও এগুলোর ভিতরকার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ অধ্যায়গুলো সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত না করে এগুলোরও ক্ষুদ্র এবং সামান্য অংশ সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা ।হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ ।**

জন্যই তো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে অনেক কথাই বলেছেনঃ এখানে আমি দুটি হাদিস শরীফ উপস্থাপন করলাম।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

প্রথম হাদিস শরীফখানা হচ্ছে আবু দাউদ শরীফের দীর্ঘ একটি হাদিস শরীফের খন্ড বাক্য । তা হচ্ছে এই----------

عَنِ الْعِرْبَاضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَالَ : وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ سنن أبو داود(٤٦٠٧)

(অর্থঃ-হযরত ইরবাদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:-"তোমরা [ইসলাম ধর্মে আইন হিসেবে] সংযোজিত নতুন বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয়ই " **مُحْدَثَةٍ** "(মুহদাছাতুন) তথা (ইসলাম ধর্মে আইন হিসেবে) সংযোজিত প্রত্যেকটি নতুন বিষয়ই বিদআত, সকল বিদআত তথা (ইসলাম ধর্মে আইন হিসেবে) সংযোজিত প্রত্যেকটি নতুন বিষয়ই ভ্রষ্টতা ।সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭।)

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ سنن أبو داود(٤٦٠٦)

(অর্থঃ-হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "যে কেহ আমাদের শরীযতে এমন কিছু(আইন) নতুন সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার (ইসলাম ধর্মের)তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি এবং আমার মহান আল্লাহ তাআ'লা যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য"। আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফরজ-হারাম করেন নি এমন যে কোন নতুন বিষয়, নতুন ব্যাপার, নতুন কাজ ও নতুন বস্তুকে গ্রহণ করার, পালন করার, মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক ফরজ বলা বা ফরজ শব্দ প্রয়োগ করা এবং বর্জন করার জন্য হারাম বলা বা হারাম শব্দ প্রয়োগ করাই হচ্ছে "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু"** ([৯৯])।

কারণ, কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এরূপ ফরজ-হারাম মন্তব্য করার মাধ্যমেই কোন নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু ইসলামধর্মে সংযোজন বা সংযোগ হয়। কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এরূপ ফরজ-হারাম মন্তব্য করা না হলে কোন নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তুই (ইসলাম ধর্মে) সংযোজন বা সংযোগ হয় না। কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক ঘোষিত এ ফরজটি বা হারামটিই নতুন আইন। এটাই পরিত্যাজ্য। কারন এটা হচ্ছে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) তথা (ইসলাম ধর্মে) "সংযোজনকৃত বা সংযোগকৃত (মানব রচিত) নতুন আইন"।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত (সীমাবদ্ধ **نِصَا ب**-নিসাবভূক্ত) আলিমগণের এরূপ মাতব্বরী বন্ধের বিষয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয় দেখলেই কেউ "ফরজ-হারাম" বলে ধর্মের বিষয়ে মাতব্বরী করে তা হলে সে কি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে না ?

([৯৯]) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

মনে রাখবেন, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরূনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত (সীমাবদ্ধ **نِصَا ب** -নিসাবভূক্ত) আলিমগণ যদি নিজেদের মধ্যকার এ বিরোধের ফলে উপরে বর্ণিত সৎ কর্মগুলো করা সত্ত্বেও তারা জাহান্নামে চলে যায় তা হলে তো তারা অবশ্যই হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাবে। "**نَعُوْذُبِاللهِ الْعَظِيْمِ**" ।

এতক্ষণ মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনা শেষ হল।
এখন থেকে মতবিরোধের কারণগুলোর ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ’লা।

১নং মতবিরোধের কারণ নিয়ে সর্প্রথম আলোচনা শরু করব, তারপর পর্যায়ক্রমে ক্রমিক নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসারে অবশিষ্টগুলোর আলোচনা করব। মহান আল্লাহই তাওফিক দাতা।

১নং মতবিরোধের কারণ> (১) সীমাবদ্ধ) **نِصَا بٌ** /নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম হওয়াঃ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং- ২৬৮,

২নং মতবিরোধের কারণ> (০২) মহান আল্লাহ তা’আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকাঃ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং- ২২১ ,

৩ নং মতবিরোধের কারণ> (৩) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা: সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং-২২২ ,

৪নং মতবিরোধের কারণ> (৪) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণকে (**إِحْسَا نِ** - ইহসান) তথা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন না করা: সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং- ২৪৩,

৫নং মতবিরোধের কারণ> (০৫) “মহান আল্লাহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ) সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা: সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং-২৫৯ ,

৬নং মতবিরোধের কারণ>“ بِدْعَة ”(বিদআ’তুন)শব্দটির শাব্দিক অর্থ , পারিভাষিক ও শরীয়তী (শরঈ’য়্য) অর্থ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা: সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং- ২৮৭ , বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে শুরু হচ্ছে ।

সমাপ্ত

সুচিপত্র

০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের অধীন>> (০১ নং মতবিরোধের কারণ) ।

(১) সীমাবদ্ধ) نِصَا بٌ /নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম হওয়াঃ

শিরোনাম: >> সীমাবদ্ধ) نِصَا بٌ /নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ কওমী ও আলিয়া মাদরাসা (সরকারি মাদরাসা) পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা বা উত্তীর্ণপ্রাপ্ত উলামাকেরামগণের অধিকাংশই সীমাবদ্ধ (নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম। ফলে তাঁরা ইসলাম ধর্মের বাহ্যিকভাবে অনূসারী হয়েও মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত বা বাণীর ব্যাখ্যা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সমস্ত হাদিস শরীফ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। ইসলাম ধর্মের এ স্তরের উলামাকেরামগণের অধিকাংশ আলিমই মতবিরোধী বিষয়গুলোর ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ অনুসারে সমাধান না দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মতামত পেশ করে থাকেন । আর জেনে রাখা দরকার যে, ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মতামত পেশ করা হচ্ছে কুফুরীর নিদর্শন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা কাফেরদের বেলায় ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মতামত পেশ করার বিষয়ে নিন্দা করে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--

" مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اِتِبَاعَ الظَّنِّ" ـ سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـ الْأَيَةُ (١٥٧)

(অর্থঃ- ধারণার অনুসরন ব্যাতিত এ ব্যাপারে তাদের (কাফেরদের) কোন জ্ঞান বা এলম নাই, সুরা-নেছা-আয়াত নং-১৫৭ ।

আর এক আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ------------------------

"اِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا "- سُوْرَةُ النَّجْمِ - الْأَيَةُ (٢٨)

(অর্থঃ- নিশ্চয়ই "ধারণা" দ্বারা কোন সত্য অর্জন করা যায়না, সুরা -নজম,আয়াত নং-২৮)। অথচ এ ব্যাপারে তাঁদের উপর ফরজ দায়িত্ব হল ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত বা বাণীর ব্যাখ্যা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদিস শরীফ জ্ঞাত হয়ে উহার উপর ভিত্তি করে কথা বলা বা মতামত পেশ করা। অন্যথায় চুপ থাকা ।

যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--------------------------

"لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم "" ـ سُوْرَةُ بَنِى إِسْرَائِلَ - الْأَيَةُ (٣٦)

অর্থ- "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরন করিও না", সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৩৬)।

উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিন-মুসলিমদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা সত্ত্বে¡ও কওমী ও আলিয়া মাদরাসা পর্যায়ের সীমাবদ্ধ (নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত উলামাকেরামগনের অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে কেন কথা বলে থাকেন বা ফতওয়া দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা চুপ থাকতে পারেন না কেন? এর একমাত্র কারন, তাঁরা এখন পর্যন্ত নবী আলাইহিমুস সালামগনের ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন নি। যেখানেই আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ নাই সেখানে যেসমস্ত উলামাকেরামগন আদেশ-নিষেধ করেন না তারাই প্রকৃতপক্ষে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুল"। এমতাবস্থায় "নবীদের ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের" একমাত্র দায়িত্ব হবে এ কথা বলা যে- "আল্লাহ তাআ'লাই এ বিষয়ে ভাল জানেন" এবং মুসলিম জনগনকে তাঁরা বলবেন- "আপনারা ইচ্ছে করলে এ কাজ করতে পারেন, আপনারা ইচ্ছে না করলে এ কাজ নাও করতে পারেন"। কারন, এ বিষয়েতো আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ নাই। তাই, আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু বলার অধিকার নেই। পক্ষে-বিপক্ষে কোন এক দিকে জোর দিয়ে তাঁরা কোন মতামত প্রকাশ করবেন না ।

কোন মতবিরোধী বিষয়ে যদি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বাণী ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্পষ্ট হাদিস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় কোন মতামত প্রকাশ না করে চুপ থাকা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত বা গুণ। আর এটা হচ্ছে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শনও" বটে । যেমন- কোন অজানা বিষয়ে চুপ থাকার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশা করে বলেনঃ---------

" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَ وَحْىٌ يُوْحَى " سُوْرَةُ النَّجْمِ - الْاَيَةُ (٣)

(অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না", সুরা নজম, আয়াত নং-৩ ।

কেউ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত থাকতে চান তাকে কিন্তু মতবিরোধী বিষয়গুলোতে চুপ থাকার অথবা মতামত প্রকাশ না করার নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। কওমী ও আলিয়া মাদরাসা পর্যায়ের সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত উলামাকেরামগনের অধিকাংশ আলিম কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ ছাড়াই কথা বলে থাকেন বা ফতওয়া দিয়ে থাকেন। যেমন ধরুন একটি বিষয়- "মাযার যিয়ারত" করাকে তারা নিষেধ করে থাকেন। অথচ এ বিষয়েতো আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ নাই। উলামাকেরামগণের যারাই মতবিরোধ বিষয়গুলোতে ধারণার ভিত্তিতে পক্ষে-বিপক্ষে কোন এক দিকে জোর দিয়ে মতামত প্রকাশ করে থাকেন তারা হচ্ছেন أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা "মুনাফিক মুসলিম"।

তাদের এরূপ মতামতের ফলে মুসলমানের মাঝে বিরোধ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যকার এ বিরোধের ফলে তাঁরা একে অপরকে,পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি করে থকে, একে অপরকে ঘৃনার চোখে দেখে থাকে। এমনকি শেষ পর্যায়ে মারামারি-খুনখারাবিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থাটা কিন্তু মোটেই ভাল নিদর্শন নহে বরং এ ঘৃন্য কর্মের ফলে উপরে বর্ণিত সৎ কর্মগুলো করা সত্ত্বেও তারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নামেই প্রবেশ করে ফেলবে। তখন কিন্তু তাদের সৎ কর্মগুলো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপকারে আসবেনা। বরং তাদের উক্ত সৎ কর্মগুলো কুলুর বলদের মত অবস্থা হবে যে, খাটুনি খেটেও আখেরাতে মায়নি তথা পুরস্কার পাওয়া যাবেনা। আর দুনিয়াতে নিজেদের প্রভাব-পত্তি,শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

যেমন- আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন------------------------------

"وَلاَتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاِصْبِرُوْا اِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرِيْنَ"- سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ - الْاَيَةُ (٤٦)

অর্থঃ-"তোমরা পরস্পর বিরোধ করো না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে,তোমাদের প্রভাব-পত্তি,শক্তি ধ্বংস হয়ে যাব "। (এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে নিজের মত প্রত্যাখান করে অন্যের মত গ্রহনে)ধৈর্য ধারন কর, নিশ্চযই আল্লাহ তা'য়ালা (এ অবস্থাতে) ধৈর্য ধারনকারীদের সাথে আছেন", ছুরাআল আনফাল, আয়াত নং-৪৬।

এখন ভেবে চিন্তা করে দেখুন, আমরা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত খানা মেনেছি কিনা ?

উপরোল্লিখিত আয়াতে কারিমাতে নিন্দনীয় মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকার বা দূরে থাকার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন-মুসলিমগণকে সতর্ক করেছেন। এখন আমরা এখানে নিন্দনীয় মতবিরোধ এবং প্রশংসনীয় মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ এর সংজ্ঞাঃ

"নিজ ধারণা প্রসূত নিজস্ব মত ও পছন্দের উপর সূদৃঢ়,অটল ও অনমনীয় থেকে অন্য মানুষের মত ও পছন্দের বিরোধিতা করার নামই" **اَلتَّنَازُعُ**' তথা মতবিরোধ ।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধের উৎপত্তি ও কারনঃ

ক. যে কোন বিষয়ে কোন মুসলিম মানুষের মত পার্থক্যের কারনে নিজের মতকে অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে।

খ. নিজের মতকে উত্তম মনে করে অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে নিকৃষ্ট মনে করার মাধ্যমে।

গ. নিজের মতকে অধিক পছন্দ মনে করে অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে ঘৃনার চোখে দেখা ও অশুদ্ধ মনে করার মাধ্যমে বা ভুল ও অশুদ্ধ প্রমাণিত করার চেষ্টার মাধ্যমে।

ঘ.কতগুলো মুসলিম মানুষ কোন এক মুসলিম মানুষের মতকে উত্তম মনে করে যৌথভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে অথবা অন্য এক মুসলিম মানুষের মতকে নিকৃষ্ট ও নিম্ন মানের মনে করে উহাকে খন্ডন করার চেষ্টা করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে অবমূল্যায়ণের মাধ্যমে এবং অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে মূল্যয়ণ না করে উহার

বিরোধিতা করারমাধ্যমে মতবিরোধের উৎপত্তি ঘটে।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ থেকে বাঁচার উপায়ঃ

কোন এক মুসলিম মানুষ নিজের জ্ঞানের দৈণ্যতা স্বীকার করে অন্য মুসলিম মানুষের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া হচ্ছে মতবিরোধ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধের ফলাফলঃ

এ নিকৃষ্ট ও হীন মতবিরোধের ফলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিবর্জিত হয় এবং বিভিন্ন উত্তম উৎস থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায়।

সিদ্ধান্তঃ **اَلتَّنَازُعُ** তথা মতবিরোধ ইসলামি শরীয়তে হারাম অথবা মতবিরোধের কারনে এরূপ নিকৃষ্ট, হীন আচরণ ও অবস্থানসমূহে জড়িয়ে পড়া ইসলামি শরীয়তে হারাম।

اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্য এর সংজ্ঞাঃ

কোন কিছুকে "ফরজ বা হারাম" নামে নাম করনের অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই রয়েছে। তাই কোন কিছুকে গ্রহণ ও বর্জন করার জন্য "ফরজ ও হারাম" নামে নাম করনের অধিকার কোন মুসলিম মানুষের নাই। যেমন উদাহরন স্বরূপ দুটি বিষয়-**(১)** মহিলাদেরকে পর্দায় না রাখা **(২)** মদ্যপান করা। এ দুটি বিষয়ই প্রাচীন আরবসহ প্রায় বিশ্বের সকল দেশেই অবাধে প্রচলন ছিল। অর্থাৎ মহিলাদেরকে কেহই পর্দায় রাখতনা এবং সকলেই স্বাভাবিকভাবেই মদ্য পান করত। কারন উপরোক্ত দুটি বিষয়ই আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে অনুমোদন ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহিলাদেরকে পর্দায় রাখা ফরজ এবং মদ্যপান হারাম হিসেবে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ কে করবে? মহান আল্লাহ তাআ'লা না মুসলিম মানুষ ?

উত্তর এ যে, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে উক্ত দুটি বিষয় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকায় উক্ত দুটি বিষয় ভোগ করার জন্য অনুমোদন ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ অসীম দয়াশীল বিধায় মানব কল্যাণের জন্য মহিলাদেরকে পর্দায় রাখা ফরজ ও মদ্যপান করা হারাম নাম করন করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বিষয় সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ-নিষেধ না থাকলে কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর "ফরজ বা "হারাম" নামে কোন শব্দ প্রয়োগ করা কুফুরীর নিদর্শন। কারন, এতে করে সে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে।

ওয়াজিব,সুন্নাত, মোস্তাহাব,জায়িয এবং মুবাহ ও নফল নামে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করনের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাঃ

কোন কিছুকে ওয়াজিব,সুন্নাত, মোস্তাহাব,জায়িয এবং মুবাহ ও নফল নামে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করনের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মুসলিম মানুষের মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে মুসলিম উলামাকেরামগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের উপর গভীর গবেষণা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় সম্পাদিত তাঁর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম,চালচলন ও কথাবার্তার গুরুত্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে শরীয়তের উপরোক্ত বিষয়গুলোর নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন। ওয়াজিব,সুন্নাত, ,মোস্তাহাব,জায়িয এবং মুবাহ ও নফল নামে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করনের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মুসলিম মানুষের বা মুসলিম উলামাকেরামগণের মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়ায় উপরোক্ত বিষয়সমূহে বিভিন্ন মুসলিম উলামাকেরামগণ, জ্ঞানীগুণী, মুসলিম মনীষীর মত প্রকাশে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। এ কেই **اَلْاِخْتِلَافُ** তথা মতপার্থক্যতা বলে।

একটি বাস্তব উদাহরন উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিস্কার করে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যেমন- বিতর নামাজ আদায় করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উলামাকেরাম বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। কারো মতে বিতর নামাজ ওয়াজিব,করো মতে সুন্নাত, আবার কারো মতে মোস্তাহাব বা নফল। যেমন- হজরত আবু হানিফা (রাঃ) এর মতে

বিতর নামাজ ওয়াজিব, হজরত ইমাম মালিক, ইমাম শাফী'ও ইমাম আহমদ এর মতে বিতর নামাজ সুন্নাত আর আহলুল হাদিসগনের মতে বিতর নামাজ মোস্তাহাব বা নফল।

اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যের কারন ও উৎপত্তিঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট "ফরজ" ঘোষণা না থাকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় সম্পাদিত দৈনন্দিন আমলের গুরুত্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক, দূরদর্শী উলামাকেরামগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়- তাঁদের থেকে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। এরকমভাবে অনেক ব্যাপারেই উলামাকেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট "ফরজ" ঘোষণা না থাকলে কিয়ামত অবধি আসন্ন উলামাকেরামগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশে এরকম ভিন্নতা বা মতপার্থক্যতা থাকবে।

اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যের বেলায় করনীয়ঃ

ক. মতপার্থক্যের অবস্থায় নিজের মত পরিত্যাগ করে অন্যের মতামত গ্রহনে সহনশীলতা বা উদারতা প্রদর্শন করা। যেমন- আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---

"وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللهَ مَعَ الّصَّابِرِيْنَ "ـ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ ـ الْاَيَةُ (٤٦)

অর্থঃ-"এবং (মতপার্থক্যের বেলায় নিজের মতের উপর অন্যের মতের প্রাধান্যতা প্রদানে) ধৈর্য ধারন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন", আনফাল,৪৬-আয়াত)।

খ. কোন বিষয়ে দুই জন মুসলিম আলিম মনীষী দু রকম মত প্রকাশ করলে একজনের মতপার্থক্যতা অন্য জনের জন্য মানা জরুরী নহে। এ রকম মতপার্থক্যের বেলায় প্রত্যেক আলিমবা জ্ঞানী ব্যাক্তি তার নিজস্ব মতইঅবলম্বন করবেন।

গ. যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক নহেন তিনি একাধিক বা বিভিন্ন আলিম বা জ্ঞানী-গুনী ব্যাক্তিদের মধ্য থেকে যার মতামত তার অনুকুল হয়, পছন্দ হয় বা সহজ বলে মনে হয় তিনি তার মতই গ্রহণ করবেন বা তার মতেই চলবেন। এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিবেনা ।

اَلْاِخْتِلَافُ " তথা মতপার্থক্যতা নিষেধ না হওয়ার কারনঃ

মতপার্থক্যতা মানুষের স্বভাবজাত ও সহজাত বিষয়। এটা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয়ে যায়। পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ রয়েছে। এ অসংখ্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং জ্ঞানও বিভিন্ন। কোন একজন মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান অন্য জনের বিবেক,বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাথে কোন মিল নাই। কাজেই, দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় বিষয়েই হউক অথবা ধর্মীয় কাজের বা বিষয়ের বাইরে যে কোন পার্থিব বিষয়েই হউক না কেন প্রত্যেক মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্তরের পার্থক্যের কারনেই পরস্পর পরস্পরের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পার্থক্য হয়ে যায়। এ মতপার্থক্যতাকে কোন অবস্থাতেই কোন মানুষই দমন বা নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। কারন এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মতপার্থক্যতা মানুষের আয়ত্ত্বের বাইরে হওয়ায় মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে উহা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেন নি। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লারবিশেষ দয়া ও মহা অনুগ্রহ।

যেমন-আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--

"لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا " ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْاَيَةُ (٢٨٦)

(অর্থঃ-" তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) কোন প্রানীকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না বা কষ্ট দেন না",সুরা -আল বাকারা-আয়াত নং-২৮৬)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ ـ الْاَيَةُ (٤٢) "لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا "

(অর্থঃ-"আমরা কাউকে তার সামর্থ্যরে চাইতে বেশী বোঝা দেই না" সুরা-আল আ'রাফ, আয়াত নং-৪২)। অন্য আর এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ--

"وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ " ـ سُوْرَةُ الْحَجِّ ـ الْاَيَةُ (٧٨)

(অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা /কষ্ট-কাঠিন্য রাখেন নি", সুরা হজ্জ, আয়াত নং-৭৮।

ফলাফলঃ " اِخْتِلَاف" তথা মতপার্থক্যতার " ফলে নানাবিধ উন্নত জ্ঞানের উম্মেষ ঘটে বা নানাবিধ উন্নত জ্ঞানের উদয় হয় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের গবেষণা অব্যহত থাকে অন্যথায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের গবেষণা নিস্প্রভ ও মানুষের জ্ঞান সাধনা নিস্ক্রীয় হয়ে যেত।

সিদ্ধান্তঃ اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যতা ইসলামি শরীয়তে জায়িয। যেমন-হাদিস শরীফে আমাদের নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--

" اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ " ""

অর্থঃ-"আমার উম্মতের **اِخْتِلَاف** তথা মতপার্থক্যতা (আমার উম্মতের জন্য) করুণাস্বরূপ"।

اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণার সংজ্ঞাঃ

اَلْاِجْتِهَادُ এর শাব্দিক অর্থঃ প্রচেষ্টা করা, সাধনা করা।

اَلْاِجْتِهَا دُ এর আভিধানিক অর্থঃ- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফ হতে শরীয়তের হুকম তথা আদেশ-নিষেধ এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফ এর নিগুঢ় অর্থ উদঘাটনের জন্য এবং দুই অর্থবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিরলস, প্রবল ও প্রগাঢ় সাধনা বা চেষ্টা করাকে **اَلْاِجْتِهَا دُ** তথা গবেষণা বলে।

اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণার কারন ও উৎপত্তিঃ_

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফের দ্ব্যর্থবোধক শব্দের কোনটি গ্রহনীয় তা নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত সমস্যার সমাধান দিতে اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণার উৎপত্তি হয়। সিদ্ধান্তঃ অজ্ঞজনের জন্য বিজ্ঞজনের সাধনালব্দ জ্ঞানের ফলাফল মেনে নেওয়া জরুরী বা আবশ্যক। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-" **فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ**" (অর্থঃ-"অতপর যদি তোমরা না জান তা হলে জ্ঞানীজনদের জিজ্ঞাসা কর", সুরা নহল,আয়াত নং-৪৩)।

شُرُوْطُ الْاِجْتِهَادِ বা ইজতিহাদ তথা গবেষণার শর্তাবলীঃ

شُرُوْطُ الْاِجْتِهَادِ বা ইজতিহাদ তথা গবেষণার শর্তাবলী তিনটি---

ক. কুরআন মজিদের শব্দও অর্থ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান হওয়া।

খ. কিতাবুল্লাহর অনুরূপ ইলমু হাদিস তথা হাদিস শরীফের সকল শ্রেণির প্রকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

গ. কিয়াসের সকল প্রকার ও শর্তাবলী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা।

اَلْقِيَا س তথা তুলনা বা অনুমানের সংজ্ঞাঃ

ক.সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবনের নামই হচ্ছে কিয়াস।

খ. মূল আইন হতে ইল্লতের তথা কারনের মাধ্যমে বা সূত্রে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তই হচ্ছে কিয়াস।

গ. একটি পরিচিত বিষয়ের সাথে অন্য পরিচিত বিষয়ের ইল্লতের বা সূত্রের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনকরাই হচ্ছে কিয়াস।

ঘ. যে বিষয় সম্পর্কিত বিধান পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'তে নেই সে জাতীয় বিষয়কে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোন বিষয়ের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবনের নামই হচ্ছে কিয়াস ।

شُرُوْطُ الْقِيَاسِ>কিয়াস তথা তুলনা বা অনুমানের শর্তাবলীঃ

اَلْقِيَاسِ (কিয়াস) এর **شُرُوْطُ الْقِيَاسِ** তথা কিয়াসের শর্তাবলী হচ্ছে চারটি-

ক. "اَصْلْ"(আসল) তথা **مَقِيْس عَلَيْهِ** (মাকিস আলাইহি) এর **حُكْم** (হুকুম)এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া অন্য **نَص** দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া না চাই যাহার উপর **قِياسِ** (কিয়াস)করা হবে তার **حُكْم** (হুকুম)তার জন্য অন্যদলীলের দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া না চাই।

খ. مَقِيْس عَلَيْهِ (মাকিস আলাইহি) তথা কিয়াসকৃত বিষয় **قِياسِ** (কিয়াস) তথা তুলনা বিরোধী না হওয়া (আসল বিষয়টি কিয়াসের পরিপন্থী না হওয়া)।

গ. مَقِيْس عَلَيْهِ (মাকিস আলাইহি) তথা কিয়াসকৃত বিষয়টি কোন পরিবর্তন ব্যাতিত **نَص** (নস) বিহীন শরয়ী' তথা আইনগত **حُكْم** (হুকুম)এর সাথে **فَرْع**(ফারউন) তথা শাখার প্রতি/ দিকে স্থানান্তর হওয়া চাই **نَص** (নস) দ্বারা শরীয়তের যে **حُكْم** (হুকুম) সাব্যস্ত হয়েছে অনুরূপ সে **حُكْم** (হুকুম)টি এমন শাখার প্রতি নিয়ে যেতে হবে যা **"اَصْلْ"**(আসল) এর সমতুল্য।

ঘ. قِياسِ (কিয়াস)এর পূর্বে **مَقِيْس عَلَيْه** (মাকিস আলাইহি)এর **حُكْم** (হুকুম) যেরূপ ছিল **قِياسِ** (কিয়াস) এর পরেও ঠিক তদ্রুপ থাকবে(আসলের হুকুম শাখার দিকে নিয়ে যাবার পরও আসলের নসের হুকুম যথারীতি পূর্বের ন্যায় বাকী বা হুবহু বহাল থাকবে)।

সমাপ্ত

০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের অধীন>> (০২ নং মতবিরোধের কারণ)

(০২) মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকাঃ

শিরোনামঃ >> মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান সম্পর্কে জানি।<<

সুচনাঃ মহান আল্লাহ তা'আলা হলেন সৃষ্টিকর্ত। সৃষ্টি কর্তা হিসেবে আল্লাহ তাআ'লাকে বিশ্বাস করেন না এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম আছে। এরকম বিশ্বাস হিন্দু,বৌদ্ধ ,খ্রীষ্টান সকলেরই আছে। তবে এখানে যে বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের দৃষ্টি কোন থেকে আল্লাহ কে বিশ্বাস করার ষিয়টি। সেটা হল এই যে, যে কেহ বলবে যে, "আমি অল্লাহকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করি" । ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে সে মুমিন হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলবে," আব্দল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) আল্লাহ্‌র রাসুল মনে করেই ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করেছি"।
যে কেহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস না করে যদি সে বলে যে, "আমি অল্লাহকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করি" মহান আল্লাহ তা'আলা তার এরূপ ঈমান কে নাকচ করে দিয়ে প্রকৃত ঈমান আনার সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-----------

"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا باللّٰهِ وباليَوْمِ الاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ" – سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ – الْأٰيَةُ (٨)

অর্থঃ- "আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি তারা আদৌ ঈমানদার নয়", সুরা আল বাকারা,আয়াত নং- ৮ ।
এ আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেয়ে ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়ে গেছে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সাথে পাশ কেটে গেছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর প্রতি ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে তারা বিশ্বাস না করার কারণে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা বেঈমান-মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালের প্রতি ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস না করার কারনে তারা মুনাফিক । উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে
মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের বেলায় সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনাকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

"مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ – سُوْرَةُ النِّسَاءِ – الْأٰيَةُ (٤٦) "

অর্থঃ- "যে রাসুলকে মানবে সে আল্লাহকেই মেনেছে"। সুরা নিসা, আয়াত নং-৮০।
অতএব, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সকল মানুষের জন্য বিশেষকরে অমুসলিমদের জন্য **মানদন্ড** মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

সুচিপত্রঃ

০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের অধীন>> (০৩ নং মতবিরোধের কারণ)

(৩)মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকাঃ

উপরোক্ত ০৩ নং মতবিরোধের কারণের ভিতরে (ক, খ, গ, ঘ, ক্রমিক নম্বর সম্বলিত) আরো চারটি (০৪টি) বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। উপরে বর্ণিত ০৩ নং মতবিরোধের কারণ নিম্ন বর্ণিত (০৪টি) চারটি বিষয় থেকেই উৎসরিত হয়েছে। এর প্রত্যেকটিরই পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচন করা হবে।

▓(ক) সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিম মানুষ কোন টি ও কাকে বলে?

▓(খ) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ)

▓(গ) সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ ।

▓(ঘ) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে রায়-মতামত ও ফতওয়া।

শিরোনামঃ>> মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করাই হচ্ছে ঈমান। যে কেহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে সে হচ্ছে মুমিন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করার বেলায় ইশক-মহব্বতকে শর্ত তথা ফরজ করা হয়েছে। যে কেহ ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা বিহীন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করে সে মুমিন হবেনা। বরং সে হবে মুনাফিক মুমিন (কপট বিশ্বাসী)। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সামান্য পরিবর্তন সহ তিনটি হাদিস শরীফে বলেছেনঃ **প্রথম হাদিস শরীফঃ**

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "فَوَالَّذِى نَفْسسِى بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (نسائي-٥٠١٥) + عن أنس(بخاري-١٤) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٢٥٧)

অর্থঃ-রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন হব] হব”,আনাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪, আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে নিসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫০১৫ + আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩২৫৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " فَوَالَّذِى نَفْسسِى بِيَدِهِ،لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ عِنْدَه‘ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ" (عن زُهْرَةَ بِنْ مَعْبَدٍ عن جَدِّهِ،-مسند أحمد-١٩٢٦٤)

অর্থঃ- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজের চেয়ে অধিক ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন] হব”, জুহরাতা বিন মা'বাদ (রাদি আল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর দাদা থেকে, মুসনাদু আহমদ

শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২৬৪।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "لا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ"" (عن أنس(مسلم-٤٤) + مسند أحمد-١٣٠١١ (بخاري-١٥)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:-"তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন] হব"। আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫, আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪, মুসনাদে আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩০১১)।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "لا يُؤْمِنُ اعَبْدٌ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَومَالِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ" ـ ممُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٨٩٥)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:-"কোন বান্দা মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার, মাল-সম্পদ এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন] হব"। আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৯৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায়ই মুনাফিক (১০০) এবং মুসলিম এর মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায়ই মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল কর্তৃক নেতৃত্বাধীন বাহিনী ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যেয়ে কোন এক অজুহাত দেখিয়ে প্রায় ৩০০ জন মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষত্যাগ করেছিল বা ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়ে গেল। এ পক্ষত্যাগী ৩০০/৩৫০ জন মুনাফিক এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষধারী কয়েক হাজার মুমিন-মুসলিম এক সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পিছনে জামাআ'তের সাথে নামাজ আদায় করেছেন। মুনাফিক এবং মুমিন উভয়েই নামাজ আদায়,রোজা পালন,হজ্জ সম্পাদন ও দাড়ি রাখা সহ বিভিন্ন সৎকর্মগুলো করেছেন। এমতাবস্থায় মুনাফিক ও মুমিন মানুষের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বুঝাটা সাহাবাকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। সেজন্যই মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যকার পার্থক্য বুঝানোর জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরোল্লিখিত ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করা সম্পর্কীয় হাদিস শরীফখানা সাহাবাকেরামদেরকে(রাদিআল্লাহু আনহুম) বলে দিলেন যাতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাহাবাগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) এ বিষয়টি নির্ণয় করতে সক্ষম হন যে, কে মুসলিম আর কে মুনাফিক। (১০১)

▓(ক) সঙ্কর জাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিম মানুষ কোন টি ও কাকে বলে?

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর যখন সময় দীর্ঘ হতে লাগল তখন সাহাবীদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুনাফিকদের প্রজন্মের

---

(১০০) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় মুনাফিকের সংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন ছিল। পরবর্তীতে তাদের এবং তাদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান পরিসরে বৃদ্ধি পেয়ে অগণিত পরিমাণে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাকেরামদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের ভিতরকার অন্যান্য মুসলিমদের সাথেই বসবাস করছে।

(১০১) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকার বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে পৃষ্ঠা নং- ৪৯৩ এ *আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"উচ্চমর্যাদা"** * প্রসঙ্গ দেখুন ।

মাধ্যমে আসা সন্তানদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। আর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ নিজেরাও বুঝতে বা জানতে বা উপলব্ধি করতে পারছেনা যে, তারা মুনাফিকদের প্রজন্ম। এ দিকে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের বাড়ী-ঘর সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমদের বাড়ী-ঘরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের সাথে, একে অপরের সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যাবসা-বানিজ্য ও কাজ-কারবার করতে লাগল। ফলে সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমদের আচার-আচরন, চাল-চলন,কথা-বার্তা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং তামাদ্দুন-সভ্যতার ভিতর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের স্বভাব-চরিত্র ঢুকে ফেলতে লাগল। এখন অবস্থা পানি মিশ্রিত দুধের মত হয়ে গেল। পানি থেকে যেমন দুধ আলাদা করা যায়না ঠিক তেমনিভবে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণকে সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমদের থেকে আলাদা বা পৃথক করা যাচ্ছে না। আরো কঠিন অবস্থা ধারন করছে যে, সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের সাথে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে **সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমও** তৈরী হতে লাগল।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে আসন্ন **'খ,গতে'** বর্ণিত কয়েকখানা পবিত্র হাদিস শরীফের বাণীর মর্ম, ভাব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত ইসলাম ধর্মের অনুসারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের মধ্য হতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ** থেকে এবং**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল বর্জনকারী বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ থেকেই ৭২ (বায়াত্তুর) দলের সৃষ্টি হবে বা হতে চলছে।

আর যাদের মধ্যে "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী মুসলিম মানুষ পাওয়া যাবে তারাই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একমাত্র একটি বেহেস্তী দল। এ একটি দল মিলে মোট ৭৩ (তিয়াত্তুরটি) দল হল। এই একটি বেহেস্তী দলকেই হাদিস শরীফে **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং তা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) হিসেবেই সারা মুসলিম বিশ্বে এখন পরিচিত।

▓ (খ)মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের চিহ্ন ও লক্ষণ।

সূচনাঃ মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের** চিহ্ন ও লক্ষণ ০৫টি (পাঁচটি) । তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

(১)"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَতথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলা, তাঁদের দূর্নাম করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ করা এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে ""**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ**

اَلسُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণের বা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা বেঈমানের **০১ নম্বর চিহ্ন ও লক্ষণ।**

(২) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মহব্বত-ভালবাসার পরিবর্তে প্রথমেই ইসলামের বাহ্যিক আমালে সালেহ তথা সৎকর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি সৎকর্মগুলো বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ।

(৩) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণ অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে তর্কস্থলে বা اَلْإِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যের বেলায় **اَلتَّنَازُعُ** তথা মতবিরোধে জড়িত হওয়ার কারণে " **تَعَصُّبٌ**" তথা গোঁরামী বশতঃ তাদের প্রতিপক্ষ মুসলিম ভাই-বোনকে অর্থাৎ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির নাম ধারন কারী ও অনুসরণকারী মুসলিম মানুষকে গালাগালি করবে, মারামারি করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত হত্যা করে ফেলবে।

(৪) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ** অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে হারাম করা হয়নি এমন সব অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১০২) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো (১০৩) থেকে মুসলিম মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মরিয়া হয়ে জোড়েশোরে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে এবং উপরে বর্ণিত ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত বিষয়গুলোকে অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয়গুলোকে কার্যকর করাকে , সম্পাদন করাকে নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফের নির্দেশনার বিপরীতে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'ত) ও "হারাম" বলবে। হাদিস শরীফ খানা এই---

"عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزَاحِمٍ، قَال:اِجْتِمَعْتُ أنا و طاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بِنْ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا الْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : أَنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ها وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَن اَشْيَاءَ فَلَا

---

(১০২) (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ- " **وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ** " (অর্থঃ- এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।)

(১০৩) যেমন- [ক] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি (৫) শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি থেকে এবং

[খ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা,৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা,৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা,৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা,৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত করা,১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ,১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় অনুষ্ঠান করা

تَنْتَهِكُو هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءِ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِن عِنْدَ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.))" ـــ في المعجم الاوسط للطبراني. (٨٩٣٨)

অর্থঃ-হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি, তাইস ইয়ামানী, আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়ে গিয়েছি অত:পর তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, তিনি ভুলিয়া গিয়া নহেন কতিপয়গুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভুর পক্ষ হতে এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) দয়া-করুনাস্বরূপ গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।

এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায় আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে। অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন। এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই। এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন। এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে। এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা। আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার"** বিপরীত মতামত, রায় ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না। আল্লাহ তাআ'লাই মুসলিম মানুষকে হেফাজত করুন। আমিন!

কিন্তু মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণ এবং **أَرْذَلُ ""الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক হারামগুলো থেকে (নিষেধগুলো থেকে যেমন-সুদ, ঘুষ ইত্যাদি থেকে) মুসলিম মানুষকে তেমন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মরিয়া হয়ে জোড়েশোরে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে না।

(৫)মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণ এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ সর্বদা অবিরত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি পবিত্র বাণীর মর্মার্থানূযায়ী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির অনূসারীদের বিরোধিতা করতেই থাকবে। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে কাফিরদের বেলায় বলেনঃ---

"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةًوَاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ " سُوْرَةُ الْهُوْدِ - الْأَيَةُ (١١٩ـ ١١٨)

(অর্থঃ-" আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতি সত্তায় পরিণত করতে পারতেন। তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না, আর তোমার পালন কর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যাতিত সবাই সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধ করতেই থাকবে এবং এজন্যই (মতবিরোধ করার জন্যই) তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে", সুরা হুদ, আয়াত নং- ১১৮ ও ১১৯।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও মর্মার্থ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির বিরোধিতা করা হচ্ছে কুফুরীর নিদর্শন আর মহান আল্লাহ তাআ'লা যাদের উপর রহমত করেছেন তারা ব্যাতিত মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণ অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ প্রতিনিয়ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় **الْجَمَاعَةُ**(আল- জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির নাম ধারন কারী ও অনুসরণকারী মুসলিম মানুষের বিরোধিতা করতেই থাকবে।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও মর্মার্থ থেকে আরো এ কথা বুঝা গেল যে,মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণের অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের মজ্জাগত চিরস্থায়ী স্বভাব এমন যে, তাদেরকে যেন **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির বিরোধিতা করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত সারা মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে গেল। এখন উভয় প্রকার মুসলিমদের মধ্যে বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর,গাউস-কুতুব নামে তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি তৈরী হয়ে গেল। এতে সংকট আরো কঠিন থেকে কঠিন হল। কারা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিম আর কারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিম। কারণ, উভয় দলই ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো পালন করে যাচ্ছে।

▓(গ) সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণঃ

সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ ০৪টি (চারটি)। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১)"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের সমর্থন করাই হচ্ছে সাহাবীকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সত্যিকার মুমিন-মুসলিম তথা ঈমানদারের ০১ নম্বর চিহ্ন ও লক্ষণ।

(২) তাঁরা ইসলামের বাহ্যিক আমালে সালেহ তথা সৎকর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি সৎকর্মগুলো বাস্তবায়নের পূর্বে প্রথমেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সর্বাগ্রে মহব্বত-ভালবাসা দেখাবে। অতপরঃ ইসলামের বাহ্যিক আমালে সালেহ তথা সৎকর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি সৎকর্মগুলো বাস্তবায়ন করবে।

(৩)তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত>> (ক) একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল

জামাআ'ত) নামে দলটির গুণাবলী বর্ণনা করবে, প্রচার করবে, কর্মী হবে, সদস্য হবে। >>

(খ) **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানবে। >>

(গ) **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) দল তথা**الْجَمَاعَةِ وَ السُّنَّةِ أَهْلُ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপরই চলবে। >>

(ঘ) **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম নিজ সন্তান-সন্ততি, মহল্লাবাসী,গ্রামবাসী ও দেশবাসীকে মুখস্ত করিয়ে তাদের অন্তরে স্থায়ী করতে চেষ্টা করবে, প্রচার করবে। >>

(ঙ) **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুনাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে কোন দল-উপদল গঠন করবে না। >>

(চ) **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া অনুরূপ ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে যেমন-বাংলাদেশে উদাহরণস্বরূপ **তাবলীগ জামাআ'ত,হেফাজতে ইসলাম,নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলাম,জমিয়া'তে হিজবুল্লাহ,ইসলামি শাসনতন্ত্র** ইত্যাদি নামে গঠিত ও পরিচিত কোন দল-উপদলের কর্মী হবে না, সদস্য হবে না, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের গুণাবলী বর্ণনা করবে না, প্রচার করবে না।

(৪) পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১০৪) (Footnote)সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে (১০৫) (Footnote)মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" এবং আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর

---

(১০৪) **(Footnote)** যেমন-মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

" **وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ** "

(অর্থঃ- এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।

(১০৫) **[ক]** দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় অনুষ্ঠান করা এবং উপরে বর্ণিত ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত বিষয়গুলোকেঅর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয়গুলো হচ্ছে " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত হাদিস শরীফের অন্তর্ভুক্ত বিষয় "। আর হাদিস শরীফ হচ্ছে " শরীয়তের আইন-কানুনের দ্বিতীয় উৎস বা ভিত্তি "।যেহেতু " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত হাদিস শরীফ " হচ্ছে আমাদের নবী মুহামম্দুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বাণীর অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ সেহেতু উহা হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর জন্য একমাত্র " শরীয়তের আইন-কানুনের উৎস বা ভিত্তি "।

নতুন নতুন বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় বলবেন তাই , আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় এক মাত্র বেহেস্তী দল "**اَلْجَمَاعَةُ**"(আল- জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির অনুসারী সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় ঐগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত মহা অনুগ্রহ ও বড় নিয়ামত মনে করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে উহার উপর অনবরত আমল করে যাচ্ছে। আমাদের নবী মুহামম্দুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ)** (সম্বলিত (নিম্ন বর্ণিত) পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে ই যে, ---------------------------------

"عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزَاحِمِ، قَالَ:اِجْتَمَعْتُ أنا و طَاوُوْسِ اَلْيَمَانِيْ وَ عَمْر و بن دينار المكي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي وَالْحَسَنُ اَلْبَصْرِيِّ في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" ـ في المعجم الاوسط للطبراني. (٨٩٣٨)

অর্থঃ- হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি, তাউস ইয়ামানী, আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর,আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু করতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বরেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতিপয়গুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে। অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন। এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই ।এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন। এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে। এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত মতামত, রায় ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না।

▓(ঘ)শরীয়ত সমর্থিত (১০৬) (Footnote) আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে মতামত, রায় এবং ফতওয়া:

সূচনাঃ উপরোক্ত বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দলের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি দুটি (পদ্ধতি " ক " এবং পদ্ধতি " খ ") । এ পদ্ধতি দুটি পৃথকভাবে নিম্নে দেয়া হল।
(পদ্ধতি "ক") الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির সমর্থক ও অনুসারীদের পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফভিত্তিক উপরোক্ত প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২টি (দুইটি)। **(পদ্ধতি " খ ") الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির বিরোধী **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে **الْفُرْقَةُ** ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় **(مُهَجَّنٌ)** মুসলিমগণের উপরোক্ত প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০১ (একটি)। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।
প্রথমে **(পদ্ধতি "ক")** অনুসারে প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর। পরবর্তীতে **(পদ্ধতি "খ")** অনুসারে প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(পদ্ধতি "ক")

"الْجَمَاعَةُ"(আল-আল-জামাআ'ত)তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির সমর্থক ও অনুসারীদের পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফভিত্তিক উপরোক্ত (ঘ) প্রশ্নের মতামত, রায় এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২টি (দুইটি) নিম্নে দেয়া হল :
(০১) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে যে কেহই কোন আলেম-উলামা থেকে বা অন্য যে কোন মুসলিম থেকে রায়-মতামত এবং ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা নিষিদ্ধ। যেমন হাদিস শরীফে আছে----
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَ لَ عَنْ شَئٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ـ بُخَارِى (7289) + مُسْلِمٌ (٢٣٥٨) + إِبْنُ حِبَّانِ (١١٠)
অর্থঃ হযরত আমের বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রিদিআল্লাহু আনহু)তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে। অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে", মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১০।
দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

---
(১০৬) (Footnote) **যে সব বিষয়ে** মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয়"** বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে **"আইন বহির্ভূত"** বিষয়ও বলে ।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ـ بُخَارِى (٧٢٨٨) + مُسْلِمٌ (١٣٣٧)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রিদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি**(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি)** তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর,আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৮ + মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৩৭।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم النَّاسَ فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَالَ رَجُلٌ فِى كُلِّ عَامٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثًا، فَقَالَ " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَاقُمْتُمْ بِهَا، ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ـ مُسْلِمٌ (١٣٣٧)+ النَّسَائِي (٢٦١٩) + أَحْمَدُ (٢\٢٤٧) + المعجم الأَوْسَطُ للطبراني (٢٧١٥)+ المعجم الكبير للطبراني (١٨٢٣) + الْحُمَيْدِي (١١٢٥) + أَبُو يَعْلَى (٦٣٠٥) + إِبْنُ خُزَيْمَةَ (٢٥٠٨) + في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي (١٨٢٣) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢١)

অর্থঃ--হযরত আবু হুরায়রা (রিদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মানুষদেরকে ভাষণ দিয়ে বলেছেন: **"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন"** । এতে একজন লোক বললেন, প্রত্যেক বছর? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তার থেকে চুপ রইলেন এমনকি লোকটি তিনবার একই কথা বললেন। অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আমি যদি বলতাম হা! তা হলে তা (হজ্জ প্রতি বছর)ফরজ হয়ে যেত। ফলে তোমরা তা বাস্তবায়ন করতে না। আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে(আমাকে প্রশ্ন করা) আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে(মতানৈক্য করে) ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর, আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩৩৭ + নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬১৯ + মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৭, ২য় খন্ড + আল- মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৫ + আল- মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ + আল- হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৫ + আবু ইয়া'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৩০৫ + ইবনু খুযায়মা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৫০৮ + সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফত্রয়ের ভাষ্য অনুযায়ী এ কথা বুঝা গেল যে, " শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভুত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আলেম-উলামা থেকে বা অন্য যে কোন মুসলিম থেকে মতামত, রায়-মতামত ও ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা নিষিদ্ধ। আরো বুঝা গেল যে, যেখানে "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আলেম-উলামা থেকে বা অন্য যে কোন মুসলিম থেকে মতামত, রায় এবং ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা নিষিদ্ধ সেখানে যে কোন মুসলিম মানুষের মুখ থেকে ফরজ, হারাম ও বেদআত শব্দ উচ্চারণ করা দ্বারা উক্ত বিষয়ে কোন মতামত, রায় এবং ফতওয়া দেওয়া আরো কঠিনভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ"।

উপরোক্ত তৃতীয় হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা হজ্জের বিষয়ে তিনবার প্রশ্ন করাতেই সর্ব বিষয়ে একটি নীতিমালা বলে দিলেন। আর তা হচ্ছে যে কোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও

হাদিস শরীফে কোন আলোচনা না থাকলে তা নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করা নিষেধ। বরং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে শুধু চুপ থাকারই নির্দেশ।

(০২) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে যদি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বাণী ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্পষ্ট হাদিস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় কোন মতামত প্রকাশ না করে চুপ থাকা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত বা গুণ। আর এটা হচ্ছে নবী আলাইহিমুস সালামগনের **"ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শনও"** বটে। যেমন- কোন অজানা বিষয়ে চুপ থাকার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশা করে বলেনঃ---

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَ وَحْى يُوْحَى ـ سُوْرَةُ النَّجْمِ ـ الْأَيَةُ (٣)

অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নিজ থেকে কথা বলেন না", সুরা নজম, আয়াত নং-৩।

কেউ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত থাকতে চান তাকে কিন্তু মতবিরোধী বিষয়গুলোতে চুপ থাকার অথবা মতামত প্রকাশ না করার নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। অথবা **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)**সম্বলিত হাদিস শরীফ অনূসারে আমল করা ফরজ । "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**)সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই যে,---

عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزَاحِمِ، قَالَ:اِجْتَمَعْتُ أنا و طاوُوْسِ اَلْيَمَانِيْ وَ عَمْر و بن دينار المكي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيّ في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ها وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" ـ في المعجم الاوسط للطبراني. (٨٩٣٨)

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাউস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতিপয়গুলো বিষয় থেকে তিনি চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।

এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে। অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের

জন্যই ঘটাচ্ছেন। এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই। এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সুযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন। এতদসত্বেও এই সহজলভ্য সুযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে। এই সুযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা। অতএব, যে ব্যাক্তি **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)**(সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত মতামত, রায় এবং ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে আর মুসলিম থাকবে না।

(পদ্ধতি "খ")

"اَلْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির বিরোধী ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে বিভিন্ন নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং اَلْجَمَاعَةُ (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) থেকে اَلْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) এবংأَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপরোক্ত (ঘ) প্রশ্নের মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০১ (একটি) নিম্নে দেয়া হল :

(০১) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে "**اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির বিরোধী ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ([১০৭]) নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) থেকে **اَلْفُرْقَةُ** (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় **(مُهَجَّنٌ)** এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)** সম্বলিত হাদিস শরীফ " এর বিপরীত উত্তর, রায়-মতামত ও ফতওয়া হচ্ছে-" হারাম বা নিষিদ্ধ ও বেদআত"। তাদের এরূপ উত্তর, মতামত, রায় ও ফতওয়া দেওয়ার কারণ হচ্ছে , তারা শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয়গুলো যে **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত এবং মানব কল্যাণকর তা তারা জানেন না। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় মুসলিম **(مُهَجَّنٌ)** এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নি:সৃত অমীয় বাণীর সংক্ষিপ্ত ও ছোট একটি শব্দ " **بِدْعَةٌ** "(বিদআ'ত) শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু)

([১০৭]) যেমন-বাংলাদেশে উদাহরণস্বরূপ তাবলীগ জামাআ'ত, হেফাজতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলামী নামে নাম ধারণকারী দল-উপদল এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম বা ইসলামী দেশগুলোতে ইসলামের নামে নাম ধারণকারী বিভিন্ন দল-উপদল।

অর্থ অর্থ (১০৮) সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিধায় তারা " بِدْعَةٌ " (বিদআ'ত)শব্দের শাব্দিক অর্থ [109] প্রয়োগ করে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছে। অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নি:সৃত অমীয় বাণীর সকল শব্দেরই যে শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ অর্থ তথা আইনি অর্থ ধরে নিতে হবে সেই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি " بِدْعَةٌ "(বিদআ'ত) শব্দের শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ অর্থ সম্পর্কে "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা (আরবি) অলংকার শাস্ত্রের দুটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى " (ইলমুল মাআ'নী) ও عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী") এর ব্যবহারের মাধ্যমে অত্র গ্রন্থের ৩৩০ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (**مُهَجَّنٌ**) মুসলিমগণকে অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণকে " بِدْعَةٌ " (বিদআ'ত)শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩২৪ ও শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩৩০ থেকে জেনে নেওয়ার জন্য বিনীত অনূরোধ করলাম।

▓নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মতেরা বিনীতভাবে অনূরোধ করছি হুশিযার হয়ে যান ।

বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার অতীত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কারণঃ

সুচনাঃ " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) যে সময়টিতে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয়েছিল সে সময়টিতে সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। প্রবীণ সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) অনেকেরই তিরোধান হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মুসলিগনের সংখ্যা অনেক ছিল। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে---------------------------

প্রথম হাদিস শলীফঃ

(1) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال سِعتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: " إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَأَصْحَابِي يَقِلُّوْنَ، فَلَا تَسُبُّوْهُمْ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّهُمْ " مُسْنَدُ أَبِي يَعْلِى - (٢١٨٨)

অর্থঃ-হযরত জবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুছি:" নিশ্চয় সাধারণ মুসলিম অধিক হতে থাকবে আর সাহাবীরা(রাদিআল্লাহ আনহুম) কমতে থাকবে। অতেএব, তোমরা তাঁদেরকে (সাহাবীগণকে রাদিআল্লাহ আনহুম) অভিসম্পাত দিবেনা(গালালি করবেনা)। মুসনাদু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৮৮।

সাধারণ মুসলিমের চাল-চলনেও আদব তথা শিষ্টাচারিতার অভাব ছিল। সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) সাথে কেমন আদব তথা শিষ্টাচরিতা দেখাতে হবে তেমন উচ্চধারণা তাদের মধ্যে ছিলনা। ফলে, মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সর্বদা উঠা-বসা, কথা-বার্তা ও চলাফেরা করায় সাহাবী মুসলিমগণের সন্তানদের মধ্যে রূক্ষতা প্রবেশ করেছিল। এত করে সাহাবী (রাদিআল্লাহ আনহুম) মুসলিমগণের সন্তানগন সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) সাথে বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করতে লজ্জা করতনা। এমকি তারা এতটাই বেপরোয় হয়েগিয়েছিল যে, সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি করতে যেমন তারা দু:সাহস করেছিল তেমনি তারা মারমারি করতে প্রস্তত ও মারমুখী ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা

([108]) " بِدْعَةٌ "(বিদআ'ত) শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ অর্থ পৃষ্ঠা নং-৩২৪ দেখুন ।

([109]) " بِدْعَةٌ (বিদআ'ত)শব্দের শাব্দিক অর্থ পৃষ্ঠা নং-৩৩০ দেখুন ।

মুসলিমরাই ছদ্মবেশে থেকে বা নেপথ্যে থেকে সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) সন্তানদেরকে নিয়ে অতীতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে নানাহ ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্‌ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অনেক অনেক সাধারণ মুসলিমসহ আনেক সাহাকেরামগণও (রাদিআল্লাহ আনহুম) শাহদাত বরণ করে্রেছেন। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই ছদ্মবেশে থেকে বা নেপথ্যে থেকে সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) সন্তানদেরকে নিয়ে অতীতে খারেজী, রফেজি, শিয়া ও মু'তালী ইত্যাদি নামে বিভিন্ন দল-উপদল তৈর্র কছিল। এরই ধারবাহিকতায় পরবর্তীকালে **أَرْذَلُ الْقُرُوْن** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় মুসলিগণ বর্তমানকাল পর্যন্ত দল-উপদল তৈরী করে চলছে। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

[১] আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীদের এবং মুসলমানদের তেমন ক্ষতি করতে পারে নি।

[২] কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর মুনাফিকদের গোপন প্ররোচনায় এক মহিলা কর্তৃক বিষ পানে হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়েছে।

[৩] পরবর্তী মুনাফিক সরদার ইয়ামিনের অধিবাসী আব্দুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্‌ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন(110) বিন্ন মত পোষণকারী **(111)** মৃত মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের অনুসারীরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা বিহীন ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে তারা হযরত উসমান রাদিআল্লাহ আনহুকে, হযরত আলি রাদিআল্লাহ আনহুকে হত্যা করিয়েছে।

[৪] দুঃখজনক এ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে হিজরী ৩৭ সালে হযরত আলি ও মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহ আনহুমার মধ্যে সংগঠিত " **সিফফিনের যুদ্ধে"** উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যখন শালিস নিযুক্ত করা হয তখন হযরত আলি রাদিআল্লাহ আনহুর দলের ভিতর থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই **" ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর "** এ শ্লোগান দিয়ে তাঁর দল ত্যাগ করে। তারা ইসলামের চরম শত্রু **"খারিজী "** সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

[৫] আহলু বাইতের তথা হযরত আলি রাদিআল্লাহ আনহুর পরিবারবর্গের প্রতি তথাকথিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাতে গিয়ে ইসলামের শত্রু **"খারিজী "** সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে **" শী'য়া "** নামে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এদের কাজ হল এক সাহাবীর পক্ষ থাকা, অন্য সাহাবীর বিপক্ষে থাকা ও তাঁদের গালমন্দ করা। অথচ হাদিস শরীফে যে কোন সাহাবীর বিপক্ষে থাকা ও শত্রুতা করা

---

(110)

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ آَخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ ــ المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس. (١٠٣٦٢)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ (১১০) হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ (১১০) হচ্ছেন (**مَخْتَلِفِيْنَ**)ভিন্নমত পোষণকারী (১১০), (**مُتَفَرِّقِيْنَ**) বিচ্ছিন্ন (১১০)দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬।

(110)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :أُمِرْتُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِسَلَفِكُمْ فَشَتَمْتُمُوْهُمْ ، أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" لاَ تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَلْعَنُ آَخِرُهَا أَوَّلَهَا " ـ المعجم الاوسط للطبراني (٥٢٤١)

অর্থঃ- হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সালাফদের)জন্য ইসতিগফার-ক্ষমা চেতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এই জন্য যে, তোমরা তাদেরকে গালি-গালাজ করে থাকবে(তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বসূরির জন্য ক্ষমা চাইতে আদেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তোমরা তাদের অপমান করেছিলে)। কিন্তু তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি "এই উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উম্মতের শেষাংশ প্রথম অংশকে অভিসম্পাত করবে (গালিগালাজ করবে)। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৪১।

হারাম করা হয়েছে। যেমন - আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে বলেছেনঃ---

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهَ اللهَ فِىْ أَصْحَابِىْ اللهَ اللهَ فِىْ أَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِىْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ أَحَبَّهُمْ وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ أبْغَضَهُمْ وَ مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِىْ وَمَنْ آذَانِىْ فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ أذَى اللهَ فَيُوْشِكُ أَنْ يَاْخُذَهُ "ـ سُنَنُ التِّرمِذِي (٣٨٦٢)+ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٠٨٧٩)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল মুযানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ভয় কর, ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ভয় কর, ভয় কর, আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে শত্রুতার লক্ষ্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করো না, অতএব, যে কেহ তাঁদেরকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসে, যে কেহ তাঁদেরকে শত্রুতা করে সে আমাকে শত্রুতা করার কারণেই তাঁদেরকে শত্রুতা করে, আর যে কেহ তাঁদেরকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়, আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়, অতএব, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাকে ধরবেন অর্থাৎ আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন”। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬২+(মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৮৭৯।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, যে কেহই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সাথে ভালবাসা না রাখবে ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করবে সে আল্লাহ তাআ'লা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুশমন-শত্রু, বেঈমান, কপট মুসলিম ও কাফির।

[৬] পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহ আনহুর সন্তান ইয়াজিদ বাহিনীর ভিতর ঢুকে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়েছে।

[৭] পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে যুক্তিপূজারী **“ মু'তাযেলী ”** নামে আর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

[৮] পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে যুগে যুগে কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া নামে বিভিন্ন দল ইত্যাদি সৃষ্টিসহ আরো অনেক দল-উপদলের উদ্ভব ঘটেছে।

[৯] এ ভাবে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে যুগে যুগে কিয়ামত অবধি ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে বা ইসলাম ধর্মের নামে বিভিন্ন দল-উপদলের উদ্ভব বা সৃষ্টির মাধ্যমে হদিস শরীফে বর্ণিত দোযখে প্রশেকারী ৭২ (বায়াত্তুর) দল গঠনের সমাপ্তি ঘটবে।

[১০] আর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা **সংকরজাতীয়** মুসলিমগণ অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ কর্তৃক সৃষ্ট ৭২ (বায়াত্তুর) দল-উপদল সর্বদা প্রতিনিয়ত **الْجَمَاعَةُ**(আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলের বিরোধিতা করতে থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ থেকে রক্ষা করুন। আমীন ! আল্লাহুম্মা আমীন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ইয়াজিদের শাসন আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায়ই ৭০০/৮০০ শত বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অবস্থা এমন ছিল যে, উমাইয়ারা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে, আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে এবং হাশিমীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে টু-শব্দ করতে পারতনা। এটা এ জন্য যে, মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ তাদের অভ্যন্তরে দুধ মিশ্রিত পানির মত এমনভাবে মিশে গিয়ে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিত যাতে করে তারা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মত মিলে-মিশে সুন্দর ইসলামি জীবন-যাপন করতে না পারে।

অবস্থা এমন ছিল যে, মু'তাযেলী শাসকরা ঐ সময়কার অনেক বড় বড় আলিমদেরকে যেমন-খলিফা আবু জা'ফর মনসুর হযরত ইমাম আবু হানিফাকে বৃদ্ধ অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে প্রতিদিন বিশটি (২০টি) করে বেত্রাঘাত করত। হযরত ইমাম মালিককের দুহাতকে টেনে নিচে নামিয়ে দিয়েছে, খলিফা মামুন হযরত ইমাম আহমদ বিন হান্বলকে রাদিআল্লাহু আনহুমদেরকে বৃদ্ধ অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে প্রতিদিন বিশটি (২০টি) করে বেত্রাঘাত করত। আরো করুণ ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল তা এখানে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বর্ণনা করা হল না।

বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বর্তমান সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কারণঃ

সুচনাঃ মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকর জাতীয় মুসলিমরাই ছদ্মবেশে থেকে বা নেপথ্যে থেকে অতীতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে কি রকম নানাহ ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করেছে উহা থেকে বর্তমানকালের মুসলিম-মুমিনদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়া উচিৎ।
কিন্তু বর্তমানকালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে আরো মারাত্নকভাবে নতুন পন্থায় বা পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে চলছে। বর্তমানকালের মুসলিম-মুমিনদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার নতুন কারণ, পন্থা বা পদ্ধতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।
ইসলামি শরীয়তের বিধি-নিষেধের বহির্ভূত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১১২) মুসলিম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো (১১৩) হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়। শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় এ জন্য বলা হয় যে, এতে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ নাই।
উপরে বর্ণিত শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় নিয়েই মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় মুসলিমগণ ও মুসলিম উলামাকেরামগণ অথবা বর্তমানকালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধে জড়িত হয়ে ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দল থেকে (الْفُرْقَةُ তথা) বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।
কিন্তু নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)** " সম্বলিত হাদিস শরীফের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আর উক্ত হাদিস শরীফখানা হচ্ছে **"শরীয়তের আইন-কানুনের দ্বিতীয় উৎস বা ভিত্তি"**। যেহেতু **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ**

---

(১১২) (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---
"وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ "
(অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।)

(১১৩) **যেমনঃ**

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি এরকম সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো।

(عَنْـها اللهُ " সম্বলিত হাদিস শরীফ হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বাণীর অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ সেহেতু উহা হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর জন্য একমাত্র **" শরীয়তের আইন-কানুনের উৎস বা ভিত্তি "** ।

তাই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় এক মাত্র বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল- জামাআ'ত)নামে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অনুসারী সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহম) প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ না থাকায় ঐগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত মহা অনুগ্রহ ও বড় নিয়ামত মনে করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে উহার উপর অনবরত আমল করে যাচ্ছে। আমাদের নবী মুহামম্দুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـها اللهُ)** " সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই যে,--

"عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزاحِمِ، قال:اِجْتِمَعْتُ أنا و طاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بِنْ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا اَلْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : أَنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أَبا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلاتُضَيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُو هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءِ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِن عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.))" ـ في المعجم الاوسط للطبراني.(٨٩٣٨)

অর্থঃ-হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি, তাউস ইয়ামানী, আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:"নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতিপয় বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভুর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।

এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায় আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে।

অতএব, পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন। এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই। এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন। এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে। এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـها اللهُ)**(সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার বিপরীত রায়-মতামত ও ফতওয়া দিবে

ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না।

এই একটি বেহেস্তী বড় দল **الْجَمَاعَةُ** (আল- জামাআত)নামে দলটি তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে **الْفُرْقَة** তথা বিচ্ছিন্নতা তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হারাম এবং দোযখী হওয়ার লক্ষণ ও নিদর্শন। এই বেহেস্তী বড় দল **الْجَمَاعَةُ** (আল- জামাআত)নামে দলটি তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি সব সময়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দলের **الْجَمَاعَةِ** (আল- জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির বিরোধী বা অপমানকারী মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ কর্তৃক সৃষ্ট ৭২ (বায়াত্তুর) দল -উপদল কোন অবস্থাতেই এই একমাত্র একটি বেহেস্তী বড় দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল কে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটিকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হদিস শরীফে বলেছেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"ـ سُنَنُ أَبِي داوُدُ ـ (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه ـ(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي ـ (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ ـ (١٩٢٠) + بُخَارِيُ ـ (٧٣١١)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ- "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না", সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত **مَنْ خَالَفَهُمْ** পরিবর্তে **مَنْ يَخْذُلُهُمْ** , সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ + তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মূসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু'বা থেকে বর্ণিত,বুখারী শরীফ (**وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ** < "তারা বিজয়ী" শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اَنَا قَا سِم و يُعْطِيْ اللهُ وَ لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةَ عَلَى أَمْرِ اللهِ(بُخَارِيُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا) لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّي يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ"ـ بثخَارِيُ (٧٣١٢)

অর্থঃ-হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন । আল্লাহ তাআ'লা দান করেন, আর আমি বন্টন কারী । আর এই উম্মৎ আল্লাহ তাআ'লার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (এ উম্মতের বিষয় সোজা-দৃঢ় থাকবে, বুখারী শরীফ)। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩১২।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : "مَنْ يُرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِيْ الدِّيْنِ ، وَ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُوْن عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ـ مُسْلِمٌ (١٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত মুআ'বিয়া বিন সুফিয়ান(রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন ।আর মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২৩।

এই বেহেস্তী বড় দল **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত)নামে দলটিকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটিকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

"إِتَّبِعُوْا سَوادَ الْأَعْظَمَ "

অর্থঃ-তোমরা মহান দলের অর্থাৎ বড় দলের অনুসরণ কর")।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই নির্দেশটি অমান্য করা স্পষ্ট দোযখে যাওয়ারই নামান্তর। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

প্রশ্ন হচ্ছে উপরে বর্ণিত কঠিন সংকটাপূর্ণ অবস্থা থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি, অথবা পরিত্রাণ পাওয়ার বা বাঁচার পদ্ধতিই বা কি?

আমাদেরকে অবশ্যই এমন কঠিন সংকটাপূর্ণ অবস্থা থেকে বাঁচার পদ্ধতিটি অবশ্যই আবিস্কার করতেই হবে অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। কারন, এ মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকে উসকানি দিয়ে বড় বড় সাহাবীদেরকে হত্যা করিয়েছে। যেমন হজরত উসমান (রাদিআল্লাহু আনহু), হজরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)কে হত্যা করেছে। সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা এমনকি কতিপয় সাহাবীও মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের কারসাজি, কুটকৌশল, মুনাফিকি(কপটতা) ইত্যাদি বুঝতে পারেননি।
পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা আরো কঠিন দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা করেছে। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী-মুমিনদের মা হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভাতিজা ও জামাতা হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধায়ে দিয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নিজে উষ্ট্রির উপর বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন বিধায় এ যুদ্ধকে উষ্ট্রির যুদ্ধ বলে। এ যুদ্ধে প্রায় দশ হাজার মুসলিম নিহত হয়। মা হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার পক্ষেরই চার হাজার সাত শত লোক নিহত হয়। আর সিফফিনের যুদ্ধে প্রায় সত্তুর হাজার মুসলিম নিহত হয়। এ সকল দুঃখজনক ঘটনাগুলো মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই ঘটিয়েছে। সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের ছোট-খাট, খুঁটি-নাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের মধ্যে গালা-গালি, মারামারি, হত্যা ও যুদ্ধের অবতারনা করবে। কারন, মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা নাই।

কঠিন সংকটাপূর্ণ অবস্থা থেকে বাঁচার পদ্ধতিঃ

যে সমস্ত মুসলিম সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা না দেখিয়ে শুধু প্রথমে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তারাই মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম সন্তান। কারণ, তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করাকে তেমন যথার্থ গুরুত্ব দেয়না। এটা এ জন্য যে, ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সথে বিশ্বাস করাই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের মানদন্ড। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম সন্তানরা অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْن (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ এটা মানে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা না থাকার কারণে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও তারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম।
তারা পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وبِالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ "ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (٨)
(অর্থঃ-"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি তারা আদৌ ঈমানদার নয়" সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকে এবং أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ফাতিরের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত অধ্যয়ন করে গভীরভাবে গবেষণা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মতের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহম) প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণ এবং" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মত হওয়ায় তাঁর প্রতি ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে ইমান আনার সুবাদে তারা সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হওয়ায় তাদের আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য না থাকা বা ত্রুটিপূর্ণ আমল থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ’লার এ সত্য কথাটি বুঝতে অক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ’লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

ثُمَّ اَوْرَوْثْنَا الْكِتَا بَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - فَمِنْهُمْ ظَا لِم لِنَفْسِهِ- وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا-يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْر-وَ قَا لُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ-اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْر شَكُوْر- سُوْرَةُ الْفَاطِرِ - الْأَيَةُ (٣٣-٣٢)

অর্থঃ-“অত:পর আমি কিতাবের(কুরআনের) অধিকারী করেছি আমার বান্দাদিগের মধ্য হতে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী(সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত), কেহ মধ্যপন্থী(মাঝে-মধ্যে পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে আবার মাঝে-মধ্যে নেক কর্মে লিপ্ত থাকে) এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী(কোন সময়ই পাপ কর্মে লিপ্ত থাকেনা, সর্বদাই নেকর্মে লিপ্ত থাকে)। এটাই (বর্ণিত তিন দলকেই কুরআনের জন্য মনোনীত অধিকারী বানানো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে তাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ) **“মহা অনুগ্রহ”**।

“তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের রেশমের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে এবং তারা বলবে, ‘প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমদের দু:খ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী”। সুরা আল ফাতির,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ’লা উম্মতি মুহাম্মাদীর উচ্চ মর্যাদসম্পন্ন বৈশিষ্ঠ্যটি ফুটিয়ে তুলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিম পাপীদেরকে ক্ষমা করে পাপী-নেকী (উপরোল্লিখিত তিন দলকেই) সকলকেই একই জান্নাত আ’দন তথা বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। আমালে সালেহ তথা সৎকর্ম ছাড়াই কোন এক বান্দাকে জন্নাত দান করা বা তাকে ক্ষমা করিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেয়ার অধিকার এক মাত্র মহান আল্লাহ তাআ’লারই আছে। এরূপ ঈমান রাখা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের মতাদর্শ ও বিশ্বাস। আমালে সালেহ তথা সৎকর্ম ছাড়াই জন্নাতে যেতে পারবে না এরূপ ঈমান রাখা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

"كُلُّهُمْ مِنْ هَذِه الْأُمَّةِ (2) هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍوَاحِدَةٍ ، وَ كُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٣١٣)

অর্থঃ- এরা সবাই (বর্ণিত তিন শ্রেণির সবাই) আমার উম্মৎ, এরা সবাই একই স্তরের, এরা সকলেই জান্নাতী। মুসনাদে আহমদ শরীফ, হাদি শরীফ নং-৩১৩, ৩য় খন্ড)। পাপী-নেকীদেরকে একই জান্নাতে স্থান দেয়া এটা উম্মতি মুহাম্মাদীর প্রতি মহান আল্লাহ তাআ’লার মহা অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্যের নিদর্শন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস না করে শুধু আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য করলে এ সম্মানে ভূষিত হওয়া যাবে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করা হচ্ছে ঈমানের প্রথম শর্ত।

পরবর্তীতে ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের শর্ত হিসেবে অন্যান্য ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম করা) পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করাই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিমদের উপর ফরজ বা অবশ্যক দায়িত্ব ও কাজ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে যে বিশ্বাস করে না সে মুমিন নহে, সে হচ্ছে মুনাফিক বা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম। তার ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম করা) করা দরকার নাই। তাকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে মুমিন-মুসলিম হয়ে সংশোধিত হয়ে ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক কর্মগুলো) করতে হবে অন্যথায় নহে। আল্লাহ তাআ’লাই ভাল জানেন।

সুচিপত্রঃ

>>০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের অধীন>> (০৪ নং মতবিরোধের কারণঃ)

(৪) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণকে (إِحْسَا نٍ -ইহসান) তথা সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন না করাঃ

শিরোনামঃ সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু অনহুম) (إِحْسَا نٍ -ইহসান) তথা সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন করা সম্পর্কে জানি।

সুচনাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হিজরত করে মদীনা শরীফে অবতরন করার দিন পর্যন্ত ঈমান ও হিজরতে অগ্রগামী সাহাবীকেরামগন (মুহাজির সাহাবীগণ) এবং ঈমান ও সাহায্যে অগ্রগামী সাহাবী কেরামগনের (মদীনার আনসার সাহাবীগণের) পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করাকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণেরজন্য ফরজ তথা আবশ্যক ও বাধ্যবাধকতা করে দিয়েছেন।
যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন--

"وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْن اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ "- سُوْرَةُ التَّوْبَةِ - الْأَيَةُ (١٠٠)

(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল, চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের)(إِحْسَا نٍ - ইহসান) বা সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সুরা তাওবা, আয়াত নং-১০০*)।
এখানে প্রনিধানযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এ যে, সর্ববিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরন করতে হবে সত্ত্বেও উপরে উল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণের কথা না বলে বরং মুহাজির ও আনসারগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্যকার প্রথম পর্যায়ের অগ্রগামী সাহাবীকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করতে বলা হয়েছে।
এর অর্থ এ যে, কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যাতে করে এ কথা বলতে সাহস না করে যে, আমরা কুরআন শরীফ মানব অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লাকে মানব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ শুনব, সাহাবীদের মানতে যাব কেন। উপরোক্ত আয়াতে করীমাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও হিজরতে প্রথম পর্যায়ের অগ্রগামী সাহাবীকেরামগণকে (মুহাজির সাহাবীগকে রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং ঈমান ও সাহায্যে প্রথম পর্যায়ের অগ্রগামী সাহাবীকেরামগণকে(মদীনার আনসার সাহাবীগণকে রাদিআল্লাহু আনহুম)সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য শর্ত তথা ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন ও প্রথম পর্যায়ের অগ্রগামী সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সু-উচ্চ সম্মাণ-মর্যাদাও ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাঁদের আমল, চরিত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে পছন্দনীয় প্রমাণ করে দিয়েছেন।

সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) এত সু-উচ্চ সম্মাণ-মর্যাদা কেন?

এর কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে মুমিন হয়েছে।
সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশ্ক-মহব্বত তথা

ভালবাসা ব্যাতীত যারা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করে এবং আদেশ-নিষেধ মানে এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাদের এরূপ বিশ্বাস বা ঈমান মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ঈমানের প্রসংশা করে বলেন---------------------------

"فَاِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْاَيَةُ (١٣٧)

(অর্থঃ- "যদি তারা তোমাদের ন্যয় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত, যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবে শুধু তাঁদের ঈমানই মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন। আর যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবেনা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাক্তিবর্গ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অতএব, উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য মানদন্ড আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) জন্য মানদন্ড।

উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে এ বিষয়টিও বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরনকারীগণের প্রতিও আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্ট। এরকম সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরনকারীগণের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত প্রথম সারির মুসলিম হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী---

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم"

{অর্থঃ-"আমার যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [প্রথম শতাব্দী],এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [দ্বিতীয় শতাব্দী], এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [তৃতীয় শতাব্দী] , তার পর [চতুর্থ শতাব্দীতে] মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে,খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গ , মিথ্যা স্বাক্ষ্য ইত্যাদি আবির্ভাব হবে,সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ- " خَيْرُ أُمَّتِىْ الْقَرْنُ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ أَوْ يَلُوْنِىْ" মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ" বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫১, ২৬৫২, "خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ" নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫০৯"] এর অন্তর্ভুক্ত তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণ। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রিদা তথা সন্তুষ্টির স্তরের বেলায় তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণের সমপর্যায়ে (রাদিআল্লাহু আনহুম) রেখেছেন। এটা তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে মহাসৌভাগ্যের নিদর্শন। অতএব, তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকার মধ্যে যাদের নাম রয়েছে তাঁদের স্বপক্ষে থাকা, তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলা, তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করা, প্রসংশা করা ও خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের সমর্থন করাই হচ্ছে সাহাবীকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সত্যিকার মুমিন-মুসলিম তথা ঈমানদারের নিদর্শন এবং তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলা, তাঁদের দূর্নাম করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ করা এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা বেঈমানের লক্ষণ।

কারণ, " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমগণের যে যত বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা হউক না কেন সে কখনো তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের চেয়ে উত্তম মুমিন-মুসলিম হবে

না বা হতে পারবেনা।
এর কারণ হচ্ছে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমদের উত্তম লোক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন স্বাক্ষ্য নাই।
তবে হ্যাঁ, **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমগণ যদি **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**" তথা তিন উত্তম যুগ বা শতাব্দীর তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের স্বপক্ষে থাকে, তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলে, তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করে ও প্রসংশা করে এবং সুন্দরভাবে সততার সহিত তাঁদেরকে পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করে তাহলে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমদের প্রতিও মহান আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্ট হবেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন।
যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন--
"وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْن اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ "ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْأَيَةُ (١٠٠)
(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল, চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের)(**اِحْسَا نِ** - ইহসান) বা সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সুরা তাওবা, আয়াত নং-১০০*)।
অতএব, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীল" তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমদের মধ্যে যারা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের বিরোধিতা করবে তারা বাহ্যিকভাবে ঈমানদার দাবী করলেও বাস্তবে তারা বেঈমান ও মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম অথবা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম।
এ সব নামধারী মুসলিমকে তওবার মাধ্যমে সংশোধিত হয়ে খাটি মুমিন-মুসলিম হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।
মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিমদের অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের চিহ্নও লক্ষণঃ (কবর ও মাযার যিয়ারত প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং- ২৯৯দেখুন)

(ক) কবর ও মাযার যিয়ারত প্রসঙ্গঃ

মাযার অর্থ দর্শনীয় স্থান এবং যিয়ারত অর্থ দেখা বা পরিদর্শন করা। এই দুটি শব্দের একত্রে অর্থ হচ্ছে দর্শনীয় স্থান দেখা করা। কিন্তু বর্তমান সমাজে **"মাযার"** বলতে বুঝায় **"কবর"**। বর্তমান মুসলিম সমাজে মাযার বিষয়ে পক্ষের-বিপক্ষের মুসলিম মানুষের নিকট এই কথা বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছে যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের কবর ও ওলী-আওলিয়াকেরামগণের কবর এবং কোন কোন মহান মুসলিম মানুষের কবরসহ এমনকি সাধারণ মুসলিম মানুষের কবরকেও যখন অনেক মানুষ আবেগভরে দেখতে যায় তখন উক্ত কবরকেই মুসলিম মানুষ **"মাযার"** বলে অভিহিত করতে থাকে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **"কবর"** যিয়ারত সম্পর্কে বলেনঃ-
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ --قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم :" نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ، فَزُوْرُوْ هَا " ـ مُسْلِمٌ (٩٧٦)

অর্থঃ- হযরত বুরায়দা(রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর "। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৭৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ --قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم :" نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ، فَزُرُوْرُوْ هَا۔ فَإِنَّ فِيْ زِيَارَةِهَا تَذْكِرَةً "(٣٢٣٥) سنن ابو داود

অর্থঃ- হযরত বুরায়দা(রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা এতে উপদেশ রয়েছে "। সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩২৩৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال : زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى وَ أَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ،فَقَالَ: وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ ، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرَالْمَوْتَ" (977)مسلم - + (٣٢٣٤)سنن أبو داود

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করে কাঁদলেন এবং তাঁর চতুর পার্শ্বে যারা আছে তাদেরকে কাঁদালেন, অতপর বললেন: "আমি আমার প্রভুর নিকট আমার মাতার জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইলাম, তিনি আমকে অনুমতি দেন নি, আর আমি তাঁর(আল্লাহর) নিকট তাঁর কবর যিয়ারত করতে অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন অতপর, তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত কর, এইটা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে দিবে"। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৭৭, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩২৩৪।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ إبْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قَالَ :كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ، فَزُرُوْرُوا الْقُبُوْرَ ، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا و تُذَكِّرَ الْأَخِرَةَ ۔ سنن ابن ماجة(١٥٧١)

অর্থঃ- হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর, এটা (তোমাদেরকে) দুনিয়া সম্পর্কে অনাসক্ত করবে ও আখিরাত স্বরণ করিয়ে দিবে"। সুনানু ইবনু মাজা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৭১।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : فَزُرُوْرُوا الْقُبُوْرَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرَكُمْ الْأَخِرَةَ ۔ سنن ابن ماجة (١٥٧٠)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: কবরসমূহ যিয়ারত কর, এটা তোমাদেরকে আখিরাত স্বরণ করিয়ে দিবে। সুনানু ইবনু মাজা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৭০।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরোক্ত বাণীগুলো মুসলিম মানুষকে **"কবর যিয়ারত বা কবরসম্পর্কীয় মাযার যিয়ারত"** করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **"কবর যিয়ারত বা কবরসম্পর্কীয় মাযার যিয়ারত"** করা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাত। এখন কেউ যদি বিশুদ্ধ নিয়তেই হউক বা ভাল অভিপ্রায় নিয়েই হউক আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উক্ত পবিত্র বাণীর বিরোধী মত প্রকাশ করে তবে ধরে নিতে হবে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উক্ত পবিত্র বাণীর বিরোধী মত প্রকাশকারী ব্যাক্তিটি **মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম** অথবা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম। এখনো সেই মুসলিমটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা গভীর ভালবাসার সাথে এবং মনে-প্রানে বিশ্বাস করে না। ইশ্ক-মহব্বত তথা গভীর ভালবাসার সাথে এবং মনে-প্রানে বিশ্বাস না করার

কারণেই সে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **“কবর যিয়ারত”** সম্পর্কীয় হাদিস শরীফগুলোর বিরোধী মত প্রকাশ করার সাহস পেয়েছে।

কবরবাসীগণ কবরে বা আলমে বরযখে জীবিতঃ

কবরবাসীগণ কবরে বা আলমে বরযখে জীবিত । নিম্নে এই বিষয়ে কতগুলো হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ’লা ।

(১ নং হাদিস শরীফ)

عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قَالَ :" إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبُكُمْ وَ عَشَائِرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ ،فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا ، وَقَالُوا : اللهُمَّ هَذَا فَضْلُكَ وَرَحْمَتُكَ فَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيْهِ وأَمِتْه عَلَيْهَا، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْمُسِيءِ ، فَيَقُولُونَ : اللهُمَّ أَلْهِمْهُ عملًا صَالِحًا تَرْضَى بِهِ عَنْهُ وَتُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ " المعجم الكبير للطبراني (٣٧٩١)

অর্থঃ-হযরত আবু আইয়ুব অনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “তোমাদের আমল বা কর্মগুলো তোমাদের আখিরাতবাসী (কবরবাসী) নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। তোমাদের আমল বা কর্মগুলো যদি ভাল হয় তবে তারা আনন্দিত ও খুশি হয় এবং তারা বলে: হে আল্লাহ এটা হচ্ছে আপনার দয়া ও করুণা। অতএব, আপনার নিআ’মত তার উপর পূরণ করুন এবং এর উপরই তার মৃত্যু দান করুন। আর মন্দ আমলকারীর মন্দ আমলগুলো তাদের (কবরবাসী নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের) নিকট উপস্থাপন করা হলে তারা বলে: হে আল্লাহ তাকে এমন সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা দান করুন যেগুলোতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন ও যেগুলো তাকে আপনার নিকটতম করে দিবে। আল-আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৩৭৯১।

(২ নং হাদিস শরীফ)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَ عَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اِسْتَبْشَرُوْا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوْا : اللهمَّ لاَ تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيْهِمْ كَمَا هَدَيْتَنَا ـ مسند أحمد(١٢٨٨١)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “নিশ্চয়ই তোমাদের আমল বা কর্মগুলো তোমাদের মৃত (কবরবাসী) নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। তোমাদের আমল বা কর্মগুলো যদি ভাল হয় তবে তারা খুশি হয় এবং আর যদি এর বিপরীত হয় তা হলে তারা বলে: হে আল্লাহ আপনি তাদেরকে মৃত্যু দান করবেন না ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন না আপনি তাদেরকে আমাদেরকে যেভাবে হিদায়াত করেছেন সেভাবে তাদেরকে হিদায়াত করবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস নং-১২৮৮১ ।

(৩ নং হাদিস শরীফ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَبَّاسٍ قال : قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَاالْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ إِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقَهُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيْقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَةَ أَلْأَحْيَاءِ إِلَى أَلْأَمْوَاتِ أَلْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ " أَلْبَيْهَقِى فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ + مشنكاة المصابيح

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: কবরে মৃতব্যাক্তি সাহায্যপ্রার্থী(আর্তনাদকারী) ডুবন্ত ব্যাক্তির মত সে মা, বাবা, ভাই অথবা বন্ধুর পক্ষ থেকে তার নিকট দুআ’ পৌঁছার অপেক্ষায় থাকে, যখন তার নিকট কাঙ্খিত দুআ’ পৌঁছে যায় তখন উক্ত দুআ’ তার নিকট দুনিয়ার সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআ’লা দুনিয়াবাসীদের দুআ’ কবরবাসীদের নিকট পাহাড়সম করে পৌঁছিয়ে দেন। মৃত কবরবাসীদের জন্যে দুনিয়ায় জীবিত লোকদের ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা কবরবাসীদের জন্যে হাদিয়া। বাইহাকী ফি শুআবিল ঈমান, মিশকাতুল মাসাবিহ। **(৪ নং হাদিস শরীফ)**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ: مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوْتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُوْنَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِلاَّ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَي طَبَقٍ مِنْ نُوْرٍ، ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ، فَيَقُوْلُ : يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيْقِ، هَذِهِ هَدِيَةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَاقْبَلْهَا، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ، فَيَفْرَحُ بِهَا وَيَسْتَبْشِرُ، وَيَحْزَنُ جِيْرَانُهُ الَّذِيْنَ لاَ يُهْدَى إِلَيْهِمْ بِشَيءٍ ـــ الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ للطبراني (٦٥٠٤)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেন: যে কোন পরিবারের কোন লোক মৃত্যু বরণ করার পর তার পক্ষ হতে তার পরিবারের লোকজন দান-খয়রাত করলে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম নুরের পাত্রে করে তার(কবরবাসীর)নিকট নিয়ে তার কবরে কিনারায় দাঁড়িয়ে বলেন: হে গভীর কবরবাসী, এই হাদিয়া তোমার পরিবার তোমার নিকট পাঠিয়েছে, তা তুমি গ্রহন কর, তিনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) তার(কবরবাসীর)নিকট প্রবেশ করলে হাদিয়া পেয়ে সে অনন্দিত ও খুশী হবে আর যেই কবরবাসীর পাড়া-প্রতিবেশীরা তার নিকট কোন কিছু দিয়ে হাদিয়া পাঠায় না সে দু:খিত হয়ে যায়। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৬৫০৪।

উপরোক্ত ১ নং ও ২ নং হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যখন কোন মুসলিম মৃত অবস্থায় পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে তখন তার সাথে রুহ বা প্রাণ থাকে না। সেই জন্যেই তাকে তখন মৃত বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তাকে কবরস্ত করা হয় বা যখন সেই মৃত ব্যাক্তি আলামু বরযখে তথা অন্তরাল জগতে অবস্থান করে তখন তার সাথে রুহ থাকে বা তাকে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন সেই মৃত ব্যাক্তিটি জীবিত হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় তার রেখে যাওয়া দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের দুনিয়াতে কৃত ভাল-মন্দ আমলগুলো হুবহু তার (কবরবাসীর) নিকট উপস্থাপন করা হয়। এতে প্রমাণ হয় যে, দুনিয়ায় মৃত ব্যাক্তি কবরে অবস্থানকারী অবস্থায় জীবন্ত হয়ে উঠে। সেই জন্যেই কবরবাসী ব্যাক্তিগণের তাদের রেখে যাওয়া দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের দুনিয়াতে কৃত ভাল-মন্দ আমলগুলো হুবহু তাদের নিকট উপস্থাপন করা হলে তারা তা দেখে এবং ভাল-মন্দ আমলগুলোর জন্যে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট তাদের রেখে যাওয়া দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের জন্যে দুআ'-প্রার্থনা করে।

উপরোক্ত **৩ নংও ৪ নং হাদিস শরীফদ্বয়ের** ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, কবরবাসীগণ তাদের রেখে যাওয়া দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে দুআ'র অপেক্ষায় থাকে এবং দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে কোন দুআ' ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা হচ্ছে তাদের জন্যে হাদিয়া, এই হাদিয়া তাদের নিকট পৌঁছলে তারা খুবই আনন্দিত হয়। এ থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, কবরবাসীগণ তাদের কবরে তারা জীবিত। তা না হলে তো তারা তাদের রেখে যাওয়া দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে দুআ'র অপেক্ষা করত না এবং দুআ' ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা হাদিয়াস্বরূপ পেয়ে আনন্দিত হতনা। মৃত ব্যাক্তি সে তার কবরে জীবন্ত না হলে সে কি তাদের রেখে যাওয়া দুনিয়ায় অবস্থানকারী আত্নীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে দুআ'র অপেক্ষা করতে পারত এবং দুআ' ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা হাদিয়াস্বরূপ পেয়ে আনন্দিত হত? না, কখনো না। অনূধাবন করুন ।

কবর ও কবরসম্পর্কীয় মাযার যিয়ারত করার উপকারিতাঃ

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কবর ও কবরসম্পর্কীয় মাযার যিয়ারত করলে নিম্ন বর্ণিত উপকার লাভ হয়।

(১) মৃত্যুর কথা স্বরণ হয়।

(২) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি হয় এবং আখিরাতের কথা স্বরণ হয়।

(৩) দুনিয়ায় রেখে যাওয়া দুনিয়ায় বসবাসকারী নিজেদের অত্নীয়স্বজন ও আপনজনদের হাল-হাকিকত ও অবস্থাসমূহ কবরবাসী আপনজনদেরকে অবহিত করা হয়।

(৪) কবরবাসী আপনজনেরা দুনিয়ায় রেখে যাওয়া নিজেদের অত্নীয়স্বজন ও আপনজনদের জন্য দোয়া করে থাকে।

"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**" তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের পরবর্তী "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**" তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " পর্যন্ত তাবেই'ন, তাবে'-তাবেইনগণ এই আকীদা-বিশ্বাস করেন। কারণ, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ

হিসেবে পালনীয় এক মাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةِ আল-জামাআ'ত নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ। আর أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগুলোর আকীদা-বিশ্বাস হচ্ছে কবরবাসীরা কোন দোয়া করতে পারে না, তাদের নিকট দোয়া চাওয়া **"শির্ক"**। তাদের এরূপ মত পোষণ করার কারন হলো তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় এক মাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةِ** আল- জামাআ'ত নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদলগুলো গঠন করে, উক্ত দল-উপদলগুলোর সদস্য হয় এবং উক্ত দল-উপদলগুলোর প্রচার-প্রসার কাজে সর্বদা আত্মনিয়োগ করে থাকে। এরা হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট লোক। যেমন এদের সম্পর্কে হাদিস শরীফে আছেঃ---------------------------

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ أَخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (١٢٣٦٦) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس.

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ>> (১১৪) হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ>>(১১৫) হচ্ছেন (**مَخْتَلِفِيْنَ**) ভিন্নমত পোষণকারী (১১৬)(**مُتَفَرِّقِيْنَ**) বিচ্ছিন্ন (১১৭) দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬।

মৃতব্যাক্তির বা কবরবাসীদের শ্রবনশক্তি বিষয়ে পর্যালোচনাঃ

কবরবাসীদের শ্রবনশক্তির পক্ষে-বিপক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদিস শরীফের বাণী ও উলামাকেরামগণের বিভিন্ন মতা-মত রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হল।

(١)إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ - وَمَآأَنْتَ بِهَادَى الْعُمْىِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ - إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُّؤْمِنُ بِأَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ (٨٠-٨١)سورة النمل

অর্থঃ-অবশ্যই আপনি মৃতকে আহবান শুনাবেন না, বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। আর আপনি ভ্রষ্টতা হতে অন্ধকে পথে আনয়নকারী নন, আপনি তাদেরকেই শুনাবেন যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে। তারাই মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী। সুরা নমল, আয়াত নং-৮০-৮১।

(٢)فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ - وَمَآأَنْتَ بِهَادَى الْعُمْىِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ - إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُّؤْمِنُ بِأَيَتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ (٥٢-٥٣)سورة الروم

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে আহবান শুনাবেন না, বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। আর আপনি ভ্রষ্টতা হতে অন্ধকে পথে আনয়নকারী নন, আপনি তাদেরকেই শুনাবেন যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে। তারাই মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী। সুরা রূম, আয়াত নং-৫২-৫৩।

---

(১১৪) " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণ।

(১১৫) >> **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত মুসলিমগণ।

(১১৬) এ উম্মতের প্রথম অংশের اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের রায়, মতামত, সিদ্ধান্ত, অভিমত ও মতবাদের ভিন্নমত পোষণকারী।

(১১৭) اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন।

(١) وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآء وَلاَ الْاَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مِنْ يَشَآء ـ وَمَآأَنْت بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ(٢٢)سورة الْفَاطِرِ

অর্থঃ-এবং জীবিত আর মৃত সমান নয় (এক নয়); আল্লাহ যাকে ইচ্ছে শ্রবন করিয়ে থাকেন। আপনিতো কবরবাসীকে শুনাতে পারেন না। সুরা আল- ফাতির, আয়াত নং-২২।

মৃতব্যাক্তির বা কবরবাসীদের শ্রবনশক্তি বিষয়ে পর্যালোচনা করার জন্য উপরে আমি পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতে কারিমা উপস্থান করেছি। এই তিনখানা আয়াতের মধ্যে পবিত্র কোরআনে প্রথমতঃ সুরা নমলে আয়াত নং-৮০-৮১ এবং দ্বিতীয়তঃ সুরা রূমে আয়াত নং- ৫২-৫৩ তে প্রায় একই কথা বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোক্ত দুটি আয়াতে যেই মৃত ও বধির শব্দগুলো এসেছে সেগুলোতে হাকিকতে বা বাস্তবে মৃত ও বধিরকে আল্লাহর বাণী শুনানো যেতে পারে না কথা বলা হয়নি। বরং যাদের অন্তর আল্লাহর বাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়না এবং যারা আল্লাহর বাণী শুনে না বা শুনতে চায় না তাদেরকে মৃত ও বধির বলা হয়েছে বা মৃত ও বধিরের সাথে শুধু উপমা দেয়া হয়েছে মাত্র। এখানে পবিত্র কুরআনের আয়াতে যেই মৃত ও বধির শব্দগুলো এসেছে সিয়াকুল কালাম তথা বর্ণনাপ্রসঙ্গ অনুসারে সেগুলোতে হাকিকতে বা বাস্তবে মৃত ও বধির না বলার কারন এই যে, **“নিশ্চয়ই আপনি মৃতকে আহবান শুনাবেন না, বধিরকেও নয়”** বাণীর পরেই **“যখন তারা পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়”** বণীখানা এসেছে। এতই বুঝা যায় যে, জীবিতরাই পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যেতে পরে, মৃতরা নহে। এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে শান্তনা দেওয়া যে, যেহেতু যারা আপনার কথা শুনছেনা তাদেরকে আর আপনার উপদেশ শুনানো দরকার নেই। আমিই যাকে চাই তাকে শুনাব। মৃতরা কথা শুনতে পারবে কি পারবে না অথবা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মৃতদেরকে কথা শুনাতে পারবে কি পারবে না এ আলোচনা করার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বরং এ আয়াতগুলোতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দায়িত্ব কতটুকু শুধু তা বলে দেওয়া উদ্দেশ্য।এতদসত্ত্বেও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে মৃতদের শ্রবন করার শক্তির বিষয়টি অন্যতম ভাবে এসে গেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মৃতদের শ্রবন প্রমাণ সাব্যস্ত করেন। সুরা আল-ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে,-------------------

وَمَآأَنْت بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِـ سُوْرَةُ الْفَاطِرِ ـ الْأيَةُ (٢٢)

অর্থঃ-“ যারা কবরবাসী হয়ে গেছে তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেননা”।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, কোন আয়াতেই এ কথা বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না। বরং তিনটি আয়াতেই এ কথা বলা হয়েছে, “মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না”। তিনটি আয়াতেই এভাবে বর্ণনা করার মধ্যে এ ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে যে, মৃতব্যাক্তির মধ্যে শ্রবন করার যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এ আয়াত তিনটির বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক জীবন লাভ করেন, সে জীবনোপযোগী জীবনোপকরণও পেয়ে থাকেন এবং দুনিয়ায় রেখে যাওয়া তাঁদের জীবিত আত্নীয় -স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁদেরকে সুসংবাদও শোনানো হয়। শহীদদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেরআয়াতখান এই---

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا ـ بَل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْن ـ فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وِيَسْتَبْشِرُوْنَ بِأَلَّذِيْنَ لَمْ يَلحَقُوْا بِهِمْ مِن خَلْفِهِمْ اَلاَّخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ سورة الْعِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٦٩ـ١٧٠٠)

অর্থঃ-“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, অবশ্যই তাদেরকে মৃত ধারণা করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত। তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা পেয়ে তারা উৎফুল্ল। আর যারা এখনও তাদের পিছনে তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তারা তাদের সম্পর্কে সুসংবাদ গ্রহণ করে যে, তাদের উপর কোন ভয়-ভীতি নেই এবং তারা কোন চিন্তা-পেরেশানী করে না । তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহের ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না”।

সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৯-১৭১।

এ আয়াতখানা এটা প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্নার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান থাকতে পারে। শহীদদের

ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এ আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য, সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর উত্তর এ যে, এ আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমান হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকী থাকতে পারে। মহান আল্লাহ তাআ'লা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআ'লা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এ সূযোগ দিতে পারেন। কারণ, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম), তাঁদের পরবর্তী "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**" তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " পর্যন্ত তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈ'নগণ এবং তাঁদেরকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে অনূসারী ও সমর্থনকারী অন্যান্য মুমিন-মুসলিমরা তো দুনিয়াতেই মৃত্যুর পূবেই জীবিত থাকা অবস্থায়ই শহীদ। এমনকি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সবনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সবনিকৃষ্ট মুসলিমগণও যদি **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী মুমিন-মুসলিম হয় তা হলে তাঁরাও দুনিয়াতেই মৃত্যুর পূবেই জীবিত থাকা অবস্থায়ই শহীদ। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُلِهِ أُولَآئِكَ هُمْ الصِّدِّيْقُوْنَ والشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ - سورة الحديْد الْأَيَةُ (١٩)

(অর্থঃ "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান আনয়ন করে তারাই তাঁদের পালনকর্তার নিকট সিদ্দিক ও শহীদ বলে বিবেচিত, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি" । সুরা আল-হাদিদ, আয়াত নং-১৯।

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দিক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবনে মায়মুন (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে সেই সিদ্দিক ও শহীদ। হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

"مُؤْمِنُوا أُمَّتِى شُهَدَاءُ "

অর্থ- "আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ"। একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর)কাছে কিছু সংখ্যক সাহাবী(রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম) উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ-

"كُلُّكُم صدِّيْقٌ وَ شَهِيْدٌ"

অর্থঃ-"আপনারা সবাই সিদ্দিক ও শহীদ"। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেনঃ আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনারা কুরআনের এই আয়াত পাঠ করুন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُلِهِ أُولَآئِكَ هُمْ الصِّدِّيْقُوْنَ والشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ - سورة الحديْد (١٩)

অর্থঃ "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান আনয়ন করে তারাই তাঁদের পালনকর্তার নিকট সিদ্দিক ও শহীদ বলে বিবেচিত, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি" । সুরা আল-হাদিদ, আয়াত নং-১৯ ।)

মৃতব্যাক্তিরও শ্রবন করার ক্ষমতা থাকতে পারে। এরূপ মত প্রকাশ করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)। তিনি এ বিষয়ে একখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেন।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এ---

عن ابن عباس مرفوعاً "مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». مُسْنَدُ اِبْنِ عَبْدِ الْبَر

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত “যে কেহ দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, অত:পর সালাম করে, আল্লাহ তাআ'লা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে ফিরিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয় ”।(ইবনু কাছির, মুসনাদু ইবনু আব্দুল বার।)
এ হাদিস শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যাক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং তার সালামের জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, মহান আল্লাহ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফিরিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হল।

(১) মৃতরা শুনতে পারে।

(২) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়।

বরং আল্লাহ তাআ'লা যখন ইচ্ছা করেন শুনিয়ে দেন। এ হাদিস শরীফ খানাতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় মহান আল্লাহ তাআ'লা মৃতের আত্মা ফেরত এনে শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কি না। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, হাদিস শরীফ ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমানিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শোনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, মৃতব্যাক্তি সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও হাদিস সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতব্যাক্তিরা একসময় জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং মাঝে মাঝে শোনে না। এটাও সম্ভব যে, কতিপয় লোকের কথা শোনে এবং কতিপয় লোকের কথা শোনে না। অথবা কতিপয় মৃত ব্যাক্তি শোনে আবার কতিপয় মৃত ব্যাক্তি শোনে না। সুরা নমল, সুরা রূম ও সুরা ফাতিরের আয়াত সমূহের দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত যে, মৃতব্যাক্তিদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তাআ'লা যখন যাকে ইচ্ছা করেন শুনিয়ে দেন। তাই, যে যে ক্ষেত্রে হাদিস শরীফ দ্বারা শ্রবন প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবনের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে-অকাট্যভাবে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সূযোগ নেই।
আরো একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৮০,১৩৯৮১ ও ১৬৬১৮ এ বর্ণিত হাদিস শরীফ তিনখানা অধ্যয়ন করলে মৃতব্যাক্তির শ্রবন শক্তির বিষয়টি আরো ভালভাবে বোধগম্য হবে।

১৩২৮০ নং হাদিস শরীফখানা এই---

عَنْ أَنَسٍ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى جَيَّفُوا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيهِمْ فَقَالَ: يَا أُمَيَّةَ بِنْ خَلَفٍ، يَا أَبَا جَهْلٍ بِنْ هِشَام، ويا عُتْبَةُ بِن رَبِيْعَةَ وشَيْبَةَ بن ربيعة، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا، قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرٍ صَوْتَهِ فَقَالَ :يَا رَسُولُ اللهِ ،أَتُنَادِيْهِمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَهَلْ يَسْمَعُوْنَ يَقُوْلِ اللهُ عَزَّ و جَلَّ (إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى) فَقَالَ :وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لا يَسْتَطِعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوا -(١٣٢٨٠)مسند احمد

অর্থঃ-হযরত আনাছ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বদরের নিহতদেরকে (মৃত কাফিরদেরকে) পঁচে গলে যাওয়া পর্যন্ত তিনদিন রেখে দিলেন, অত:পর তাদের নিকট এসে তাদের সামনে এসে বললেন : হে উমাইয়া বিন খালফ,   হে আবু জাহল বিন হিশাম, হে ওতবা বিন রবীয়া, হে শাইবা বিন রবীয়া, তোমরা কি তোমাদের রব যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সত্যিই পেয়েছ ? আমার প্রভূ আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি সত্যিই পেয়েছি তিনি(আনাছ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) আওয়াজ শুনে বললেন : হে রাসুলুল্লাহি, আপনি তাদেরকে(মৃত কাফিরদেরকে) তিনদিন পর ডাকছেন ? তারা কি শুনছে ? অথচ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন “ **নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাচ্ছেন না”**। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ খেয়ে বলছি, “তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবনকারী নও, কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছেনা ”। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৮০।

১৩৯৮১ নং হাদিস শরীফখানা এই-------------------------------------

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ الْمسْلِمُوْنَ نَّبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُنَادِي مِنَ اللَّيْل يَا أَبَا جَهْلٍ بِنْ هِشَام، ويا عُتْبَةُ بِن رَبِيْعَةَ و يَا شَيْبَةَ بن ربيعة ،وَيَا أُمَيَّةَ بِنْ خَلَفٍ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ

رَبِّيْ حَقًّا ، قَالَوا : يا رسول اللهِ تُنَادِيْ أَقْوَامًا قَدْ جَيَّفُوا؟ قَّالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوا ـ(١٣٢٨١)مسند احمد

অর্থঃ-হযরত আনাছ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: মুসলমানেরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে রাত্রে আহবান করতে শুনেছেন যে, হে আবু জাহল বিন হিশাম, হে ওতবা বিন রবীয়া, হে শাইবা বিন রবীয়া, হে উমাইয়া বিন খালফ, তোমরা কি তোমাদের রব যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সত্যিই পেয়েছ ? আমার প্রভূ আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি সত্যিই পেয়েছি। তারা(সাহাবীরা রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: হে রাসুলুল্লাহি, আপনি এমন সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলছেন যারা পঁচে গলে গেছে ? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "আমি যা বলছি তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবনকারী নও, কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছেনা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৮১।

হাদিস শরীফখানা এই---

عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا قَاتَلَ قَوْمًا فَهَزَمَهُمْ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا ، وَاِنَّهُ لَمَّا كَانض يَوْمَ بَدْرٍ، أَمَرَ بِصَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ ، فَأُلْقُوا فِيْ قَلِيْبٍ مِنْ قُلُبِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُنْتِنٍ ، قَالَ :ثُمَّ رَاحَ إِلَيْهِمْ وَ رُحْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا جَهْلٍ بِنْ هِشَام، ويا عُتْبَةُ بِن رَبِيَةَ وشَيْبَةَ بن ربيعة ،وَيَا وَلِيْد بِنْ عتبةَ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَاِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ : يا رسول اللهِ ، أَتُكَلِّمُ أَجْشَادًا لاَ أَرْوَاحَ لَهَا ؟ قَّالَ : وَ الَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ ـ مسند احمد (١٦٦١٨)

অর্থঃ-হযরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন কোন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করতেন তখন তিনি তিনদিন আঙ্গিনাতে অবস্থান করতেন।(এমনিভাবে) বদরের (যুদ্ধের) দিন(মৃত) কুরাইশ নেতাদেরকে বদরের দূর্গন্ধময় একটি কুপে ফেলে দিতে নির্দেশ দেন। তিনি(তালহা) বলেন: তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাদের দিকে রওয়ানা করলে আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করলাম, তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হে আবু জাহল বিন হিশাম, হে ওতবা বিন রবীয়া, হে শাইবা বিন রবীয়া, হে ওলীদ বিন উতবা, তোমরা কি তোমাদের রব যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সত্যিই পেয়েছ ? আমার প্রভূ আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি সত্যিই পেয়েছি। তিনি(তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: তখন হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: হে রাসুলুল্লাহি, আপনি কি আত্নাবিহীন দেহের সাথে কথা বলছেন ? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যিনি আমাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, "আমি যা বলছি তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবনকারী নও " । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬১৮।

মুসনাদু আবু ইআলা শরীফের ৩৮০৮ নং হাদিস শরীফখানা এই---

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَمِعَهُ ◌َالمُسْلِمِونَ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَبَا جَهْلٍ بِنْ هِشَام، وَيَا أُمَيَّةَ بِنْ خَلَفٍ ، ويا عُتْبَةَ بِن رَبِيْعَةَ، و يَا شَيْبَةَ بن ربيعة ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَاِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا ، فَقَالُوا : يا رسول اللهِ تُنَادِيْ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا؟ قَّالَ : "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوا ـ(13981)مسند أَبِي يَعْلَى (٣٨٥٧+ ١٤٠)(+٣٨٠٣.>>فَقَال: فَخَرَجَ الَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ تُنَادِ] قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا مُنْذُ ثَلَاثٍ ,<<+٣٣٢٦___قَرُبَ مِثْلُ ذَلِكَ

অর্থঃ-হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সা্ল্লামাকে বলতে শুনেছেন: বলেন: হে আবু জাহল বিন হাশিম, ওতবা বিন রবীয়া, হে শাইবা বিন রবীয়া, তোমরা কি তোমাদের রব যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সত্যিই পেয়েছ ? আমার প্রভূ আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি সত্যিই পেয়েছি। তাঁরা (সাহবীগণ রাদিআল্লাহুম) বলেন: হে রাসুলুল্লাহি, আপনি কি পচে গলে গেছে এমন সম্প্রদায়কে অহবান করেছে? ? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "আমি যা তাদের বলছি তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবনকারী নও " কিন্তু তারা আমাকে উত্তর তিতে পারছেনা। মুসনাদু আবু ইআলা শরীফ, হাসি শরীফ নং-৩৮৫৭+১৪০ (হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: তাঁরা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা্ল্লামারনিকট)সাহাবীদের থেকে যারা বাহির হওয়ার বাহির হয়ে এসে বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, অপনি এমন সম্প্রদায়কে ডাকছেন যারা তিনদিন হয় মরে পচে গলে গেছে,) কথাটুকু আতিরিক্ত আছে।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, মৃত কাফির ব্যাক্তিও জীবিতদের কথা অধিক শুনতে পারে। এতে প্রমাণ হয় যে, মৃত মুসলিম আরো বেশী শুনতে পাবে।

যেমনটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হযরত ওমরকে (রাদিআল্লাহু আনহুকে) তার প্রশ্নের উত্তর থেকে বুঝা গেল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬১৮ ।

উপরে বর্ণিত মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩২৮০ ও ১৩৯৮১ এ **"পঁচে গলে যাওয়া কাফিরদেরকে সম্বোধন করলেও শুনে কিন্তু জওয়াব দিতে পারে না"** বাণীটি প্রমাণিত হয়েছে মর্মে বিষয়টি সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) অবগত হয়েছেন এবং উপরে বর্ণিত মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৬৬১৮ এবং সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ একই অর্থে আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফহাদিস শরীফ নং-৮৪৫৩ এ *হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর প্রশ্নটি ছিল- **"ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি আত্মাবিহীন দেহের সাথে কথা বলছেন " ?** এবং মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩২৮০ এ *হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর প্রশ্নটি ছিল- **"ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি তাদেরকে মৃত্যুর তিনদিন পর আহবান করছেন, তারা কি শুনছে ?** এবং হযরত আনাস ৯রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফে সাহবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) বলেছেন, তারাতো পচেগলে গেছে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর প্রশ্নের জবাবে এবং অন্যান্য সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: **"আমি যা বলছি তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রবনকারী নও " ।*** মৃতব্যাক্তি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর কথা-বার্তা ও আলোচনা থেকে এটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মৃতব্যাক্তি জীবিতদের কথা-বার্তা ও আলোচনা শুনতে পারে।

হয়তবা কেউ বলতে পারেন, এটাতো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি **"মু'যিযা"**। এ কথাটি তার ব্যাক্তিগত মতামত ও অনুমানিক কথা। এটা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কথা নহে। মহান আল্লাহ তাআ'লই সমধিক ভাল জানেন।

(খ) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর জীবদ্দশাই জান্নাতুল মাওয়া ও জান্নাতুল বাকী নামে দুটি প্রসিদ্ধ কবরস্থান তৈরী হয়েছিল। জান্নাতুল মাওয়া মক্কা শরীফে আছে আর জান্নাতুল বাকী মদীনা শরীফে আছে। উভয় কবরস্থানেই মৃত মুসলিম মানুষকে সমাহিত করা হয়। উক্ত কবর স্থানে দাফনকৃত সাধারন মুসলিম, শহীদ মুসলিম মানুষের জন্য দোয়া করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা প্রায়ই এমনকি সময়ে সময়ে বৃহস্পতি বার রাতে জান্নাতুল বাকী নামক কবর স্থানে যেতেন। ওহুদ প্রান্তরে সমাহিত শহীদদের জন্য দোয়া করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং অন্যদেরকেও সেখানে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর মসজিদে নববীর নিকটতম পার্শে জান্নাতের একটি বাগানে তাঁর কবর মোবারক অবস্থিত। পর্যায়ক্রমে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহুমা)দ্বয়কে ইনতিকালের পর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রওজা মোবারকের পার্শে সমাহিত করা হয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের পরবর্তী " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " পর্যন্ত তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈনগণ তাঁদের জীবদ্দশায় জান্নাতুল মাওয়া ও জান্নাতুল বাকী নামে দুটি প্রসিদ্ধ কবরস্থান, ওহুদের কবরস্থানসহ মুসলিমদের সকল কবরস্থান সমূহ বহাল রেখেছেন এবং মাটিতে সমান করে দেন নি। যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং নিজে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী---

"خَيْرَ الْقُرُوْنِ قرنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ"

অর্থঃ-"আমার যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [প্রথম শতাব্দী],এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [দ্বিতীয় শতাব্দী], এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [তৃতীয় শতাব্দী] । তার পর [চতুর্থ শতাব্দীতে] মিথ্যার প্রাদূর্ভাব হবে, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গ , মিথ্যা স্বাক্ষ্য ইত্যাদি আবির্ভাব হবে,সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ **"خَيْرُ أُمَّتِىْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ أَوْ يَلُوْنِىْ" الْقَرْنُ الَّذِيْنَ মুসলিম শরীফ,** হাদিস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫ + **"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ" বুখারী শরীফ,** হাদিস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২ + **"خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ" নাসাই শরীফ,** হাদিস শরীফ নং-৩৫০৯> এর পরিচিত সংক্ষিপ্তরূপ----

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভূক্ত **সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম)** এবং তাঁদের পরবর্তী **“خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ”** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” পর্যন্ত তাবেঈ’ন, তাবে’-তাবেঈনগণ তাঁদের জীবদ্দশায় উপরে বর্ণিত কবরসমূহ বহাল রেখেছেন এবং মাটিতে সমান করে দেন নি সেহেতু কবরসমূহ মাটিতে না মিশিয়ে, মাটিতে সমান না করে কবরসমূহের চিহ্ন বহাল রাখা, কবর যিয়ারত করা, কবরসমূহে উপস্থিত হয়ে কবর বাসীদের জন্য দোয়া করা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের পরবর্তী **“خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ”** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” পর্যন্ত তাবেঈ’ন,তাবে’-তাবেঈনগণের সুন্নাত তথা নিয়ম, স্মৃতি এবং নিদর্শন।

অতএব উক্ত কবরসমূহ সূরক্ষা করা, বহাল রাখা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ও তাঁর সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম)এবং তাঁদের পরবর্তী **“ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” পর্যন্ত তাবেঈ’ন,তাবে’-তাবেঈ’নগণের সুন্নাত তথা নিয়ম, স্মৃতি এবং নিদর্শন হওয়ায় কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী সকল মুমিন-মুসলিমের উপর তা সূরক্ষা করা, বহাল রাখা ফরজ।

যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফের একখানা খন্ড বাক্যে বলেছেনঃ---

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَا ل : قَا ل رسول الله الله صلي الله عليه وسلم :" فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ – أَبُو دَاوُد (٤٦٠٧)+ التِّرْمِذِى(٢٦٧٦)+ إِبْنُ مَاجَه (٤٢)+ سُنَنُ الْاَرِمِى (٩٥)

অর্থঃ- হযরত ইরবাদ বিন সারিয়াহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “অতপর: আমার পর তোমাদের মধ্য থেকে যে বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নাহ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাদের (সাহাবীদের) সুন্নাহ দাঁদ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখা [রক্ষা করা, পালন করা, মানা] ফরজ”। সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭+তিরমিযি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৭৬+ইবনে মাজা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২+ সুনানুদ দারিমি, হাদিস শরীফ নং- ৯৫।

বর্তমান কালে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা অথবা" **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমরা শিরক-বিদআতের অজুহাত দেখিয়ে উক্ত কবরস্থানসমূহে সমাহিত সকল মুসলিমের কবরসমূহ সমান করে দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময়ে বা বর্তমান কালে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কবর সমানকারী মুসলিমরা অথবা" **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চেয়ে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী--"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ**" (অর্থঃ-“আমার যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [প্রথম শতাব্দী],এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [দ্বিতীয় শতাব্দী], এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [তৃতীয় শতাব্দী] । তার পর [চতুর্থ শতাব্দীতে] মিথ্যার প্রাদূর্ভাব হবে, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গ , মিথ্যা স্বাক্ষ্য ইত্যাদি আবির্ভাব হবে,সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ "**خَيْرُ أُمَّتِىْ الْقَرْنُ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ" أَوْ يَلُوْنِىْ** মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- **২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ" বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ" নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫০৯"] অর্থাৎ “ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর”অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও তাঁদের পরবর্তী “ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” তাবেঈ’ন, তাবে’-তাবেঈ’নগণের চেয়েও কি উত্তম লোক। আসলে তা নহে, তারা আসলে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম এবং বাস্তবে তারা মুনাফিক মুসলিম তথা কপট বিশ্বাসী। মুসলিম সমাজে তারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট কাফির হিসেবে গণ্য। কারণ, তারা কবরস্থানসমূহ মাটিতে সমান করে দেয়ার মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) ও তাঁদের পরবর্তী **“ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” তাবেঈ’ন, তাবে’-তাবেঈ’নগণের সুন্নাত তথা নিয়ম, স্মৃতি এবং নিদর্শন ধ্বংস করে দিয়েছে। যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর

রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাসহ ও তাঁর সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের পরবর্তী " **الثَّلَاثَة** **خَيْرُ الْقُرُوْن** তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈনগণের সুন্নাত তথা নিয়ম, স্মৃতি এবং নিদর্শন ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি ভুল থেকে সতর্ক হয়ে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুনাফিক মুসলিম তথা কপট বিশ্বাসী না হয়ে বরং সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের দলে পূনরায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে খাঁটি ও পূর্ণ মুমিন-মুসলিম হয়ে মারা যাওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আর তা না হলে তারা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের বণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ হবে। যেমন হাদিস শরীফে আছে--------------------

প্রথম হাদিস শরীফ

عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،ثم الرابع أرذل إلي أن تقوم الساعة " (5475) في المعجم الاوسط للطبراني+ - (١٣٢٧) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ -হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী(নবী ও সাহাবীগণ), তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবেয়ীগণ'), তারপর পরবর্তী শতাব্দী (তাবে'-তাবেঈনগণ), তারপর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত (জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই) সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৭৫ +আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ جَعْدَة بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا ل رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (٢١٤٣)) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ-হযরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী (নবী ও সাহাবীগণ),তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবেয়ীগণ'), তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবে'-তাবেঈনগণ), তারপর পরবর্তী লোকেরা (চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই) সর্বনিকৃষ্ট। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩ ।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ
০৬টি মতবিরোধের কারণসমূহের অধীন>> (০৫ নং মতবিরোধের কারণঃ)

(০৫) “মহান আল্লাহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্পর্কে অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি আইনগত নাম অজ্ঞ থাকাঃ

শিরোনাম:>> মহান আল্লাহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্পর্কে জানি ।<<

সূচনাঃ কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জনের জন্য ইসলামি শরীয়তে **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)** "(তথা ইসলামি আইনে চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষা আছে, তা হয়ত **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ”**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সাধারণ মুসলিম ও মুসলিম উলামাকেরামগণের অনেকেই জানেন না বা এই বিষয়ে তাদের " **عِلْمِ** "(ইলম) বা জ্ঞানই নাই। ইসলামি শরীয়তের এই চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষা সম্পর্কে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের অজ্ঞতার কারনেই বর্তমান মুসলিম সমাজে এত মতানৈক্য ও মতবিরোধ বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে। ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)**") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** হচ্ছে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষা। ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ**" **الإِسلامِيَّة)** তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটি সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহণ করার জন্য ইসলামি শরীয়ত **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)**" (তথা ইসলামি আইন হিসেবে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত বর্তমান মুসলিম সমাজ থেকে এই মতানৈক্য ও বিরোধ দূরীভূত হবেন। **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** এর পরিচিত নাম হচ্ছে **“জায়িয ও মুবাহ”**। তাই, সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহণ করার জন্য **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** এর পরিচিত বা বিকল্প নাম **“জায়িয ও মুবাহ”** পরিভাষাটি ব্যবহার করলে ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)**" (তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)**(নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটির বাস্তব প্রয়োগ হবে। ফলে, এতে করে মুসলিম সমাজ থেকে ধর্মসম্পর্কীয় সব মতানৈক্য ও মতবিরোধ দূরীভূত হয়ে যাবে।

" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের সকলেরই ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)**" (তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান বা **عِلْمِ** (ইলম) এর সাথে আমল থাকায় তাদের মাঝে তেমন কোন মতানৈক্য ও মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ”**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মুসলিম ও মুসলিম উলামাকেরামগণের মধ্যে যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা **السُّنَّةِ وَ أَهْلُ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলটির প্রকাশ্যে অনুসারী হবেন তাঁরা অবশ্যই ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)**" (তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটির

উপর স্বতস্ফূর্তভাবে আমল করবেন। সেই জন্যেই ইসলামি শরীয়তের(أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة" তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (أَلْأُمُوْرُ **السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। ইসলামি শরীয়তের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়টিই" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)** হচ্ছে যে মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহণ করার জন্য ইসলামি শরীয়তের একটি আইনগত নাম বা পরিভাষা তা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ০৫টি পবিত্র হাদিস শরীফের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফ

عن الضحاك بن مزاحم أَنَّهُ اِجْتَمَعَ هُوَ وَالْحسنُ بْنُ أَبِي الحسَنِ وَ مكحول الشامي و عمر و بن دينار المكي و طاوس اليماني فَاجْتَمَعُوا في مسجد الخيف، فارتفعت أَصْوَاتهُمْ و كثر لغطُهُمْ فِيْ الْقَدْرِ، فقال طاوس وَ كَانَ فِيْهِمْ رِضًا : أنصتوا أخبركم ما سمعت مِنْ أبي الدرداء،قَالَ :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تَتَكَلُّفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها" نَقُوْلُ مَا قَالَ رَبُّنَا وَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه و سلم : الأمور بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس إِلَى العباد فيها تفويض ولا مشيئة. فَقَامُوا وَهُمْ رَاضُونَ بِقَوْلِ طَاوُوْس)) " (٤٨١٤) في سنن الدارقطني

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن الضحاك بن مزاحم، قال:اجمعت أنا و طاوس اليماني و عمر و بن دينار المكي و مكحول الشامي والحسن البصري في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" (٨٩٣٨) في المعجم الاوسط للطبراني. للطبراني.

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " (١٨٠٣٥) في المعجم الكبير للطبراني

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن طَاوُسٍ قال: سمعت أبا الدرداء يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ :" اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، ،وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من اللهِ فاقبلوها " (٤٧٦١) في المعجم الاوسط للطبراني

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،ألسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًي ، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ ، ألسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ . " (٧٨٥)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر)

উপরোক্ত পাঁচখানা হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাই পর্যায়ক্রমে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ) এর সংজ্ঞাঃ

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ)এর সংজ্ঞা সম্পর্কে **প্রারম্ভিক কথাঃ**

মুসলিম মানুষ স্বাধীন নহে বরং সে পরাধীন। তাকে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন মেনে চলতে হয়, আইন-কানুন মেনে কথা বলতে হয়, আইন-কানুন মেনে সিদ্ধান্ত ও ফতওয়া দিতে হয়। সে লাগামহীনভাবে যখন যা মনে চায় তা বলতে পারে না ও করতে পারে না। তাই, এ পরাধীন মুসলিম মানুষটির জন্য এ পৃথিবীতে তাকে কোন কিছু গ্রহণ (পালন করতে) ও বর্জন করতে(কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত মোট ৪টি আইনগত নাম রয়েছে। ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত এই ৪টি আইনগত নামের আওতার ভিতরে থেকেই তার মুসলিম জীবন পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় মুসলিম মানুষটি মুসলিম থাকতে পারবে না। বরং সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই, সঠিকভাবে ইসলামি জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষকে ইসলামি শরীয়তের (**أَلشَّرِيْعَةُ" الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত ৪টি আইনগত নাম পূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে। ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত মোট ৪টি আইনগত নামের পরিভাষা হচ্ছে যথাক্রমে-

(১) প্রথম আইনগত নাম "ফরজ"

(২) দ্বিতীয় আইনগত নাম "হারাম"

(৩) তৃতীয় আইনগত নাম "ফরজ বিষয় ও হারাম বিষয়ের সীমা"

(৪) চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"

(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ) (পরিচিতি নাম " জায়িয ও মুবাহ") ।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সাধারণ মুসলিম বিশেষকরে মুসলিম উলামাকেরামগণের অনেকেই ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত এই ৪টি আইনগত নাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় মুসলিম সমাজে ফাসাদ ও অশান্তির বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। এ অশান্তি ও ফাসাদ থেকে বাঁচতে হলে মুসলিম মানুষকে বিশেষকরে মুসলিম উলামাকেরামগণকে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত এই ৪টি আইনগত নাম সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানতে হবে, অবহিত হতে হবে ও মানতে হবে। কারণ, কোন কিছু গ্রহণ করতে (পালন করতে) ও বর্জন করতে (কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) কোন না কোন একটি **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** ব্যবহারের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করতে হয়। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্যও পবিত্র কোরআনে **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** রয়েছে।

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের জন্য **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** পবিত্র কোরআনে নেই। তাই, **"পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত বিষয় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়"** দুটি গ্রহণ করতে (পালন করতে) ও বর্জন করতে (কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** থাকা খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় মুসলিম মানুষ বিব্রত অবস্থায় পড়ে যাবে। মুসলিম মানুষ যাতে বিব্রত অবস্থায় না পড়ে সেই জন্যই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে উভয়টির জন্য পৃথক পৃথক দুটি **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** দিয়ে গেছেন। উক্ত **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** অনুসরণ বা অবলম্বন করলে **"পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত বিষয় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়"** দুটি গ্রহণ করতে (পালন করতে) ও বর্জন করতে (কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) মুসলিম মানুষ কোন সমস্যায় পড়বে না। উক্ত **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** সম্পর্কে প্রদত্ত হাদিস শরীফগুলো নিম্নে দেয়া হল। এ অধ্যায়ের হাদিস শরীফগুলোর মধ্যে চতুর্থ হাদিস শরীফখানা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،ألسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًي ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، ألسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ " (٧٨٥) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার: ফরজ বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম। ফরজ বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে। এ ফরজগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে **" هُدًي "** হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ ফরজগুলো ত্যাগ করা হচ্ছে **" ضَلاَلَةٌ "** তথা পথভ্রষ্টতা। ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** আল্লাহ কিতাব তথা কুরআনে নেই। ফরজবিহীন বিষয়গুলো ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই (মূলনীতি ছাড়াই)অবাধে গ্রহণ করা উত্তম আর ফরজবিহীন বিষয়গুলো ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, **১১** তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-৭৮৫।

উপরোল্লিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে বর্ণিত **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** অনুসরণ করতে হবে। আর ফরজবিহীন বিষয়গুলোকে অর্থ্যাৎ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদ্যমান ঐচ্ছিক বিষয়গুলো তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সব নতুন বিষয় বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে কোন **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** না থকায় বিনা **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতিতেই** ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই অবাধে ঐচ্ছিকভাবে কেউ বাস্তবায়ন করবে, বাস্তবায়ন করলে কল্যাণ পাবে, কেউ মনে না চাইলে বাস্তবায়ন না করবে, বাস্তবায়ন না করলে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে কিন্তু অপরাধ বা পাপ হবে না। উপরোল্লিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে আরো প্রমাণিত হল যে, ফরজবিহীন বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **(ألشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة)"**) তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** **(ألْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها (أللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়

অতএব, উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত প্রবর্তিত **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম বিরোধী মুসলিম নামধারী সাধারণ মুসলিম ও মুসলিম উলামাগণ হচ্ছেন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামা। এরা যে শুধু উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত প্রবর্তিত **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম বিরোধী তা নহে। বরং এরা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **ألسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদেরও বিরোধী সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা। কারণ, তারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়গুলো তথা

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য দায়িত্ব বহির্ভূত সব নতুন বিষয় নিয়ে অযথা চিন্তা-ভাবনায় তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকেন।

আমাদেরকে জানতে হবে যে, উপরে বর্ণিত প্রথম তিনটি আইনগত নামের (প্রথম আইনগত নাম **"ফরজ"**, দ্বিতীয় আইনগত নাম **"হারাম"**, তৃতীয় আইনগত নাম **"ফরজ বিষয় ও হারাম বিষয়ের সীমা"**র) আওতাধীন বিষয়, ব্যাপার, কাজ-কর্ম ও বস্তুগুলো হচ্ছে সুনির্দিষ্ট। আর ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـهَا اَللهُ)** এর আওতাধীন বিষয়, ব্যাপার ,কাজ-কর্ম ও বস্তুগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট ও সীমাহীন এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামত অবধি প্রকাশিত হতে থাকবে।
এখানে আমি এখন ইসলামি শরীয়তের **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة"**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত মোট ৪টি আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـهَا اَللهُ)** নিয়ে উপরোল্লিখিত তিনটি হাদিস শরীফের আলোকে আলোচনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـهَا اَللهُ) এর সংজ্ঞাঃ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত (১১৮) (Footnote) আইন বহির্ভূত,(১১৯) (Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দি অর্থের আওতাধীন বর্তমান প্রথম আইনগত নাম **"ফরজ" এর সংজ্ঞাঃ** ভোগ ও ব্যবহার উপযোগী কোন কিছুকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহন করার জন্য, কার্যে পরিণত করার জন্য, সম্পাদন করার জন্য এবং পালন করার জন্য বান্দার উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার চরম আদেশকে **"ফরজ"** বলে। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য **(১২০)** (Footnote) নিম্নে (Footnoot) ফুটনোটের

---

(১১৮)(Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয়"** বলে।

(১১৯)(Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত "** বিষয়ও বলে।

(১২০) (Footnote) (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন--
"وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ"
(অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল , আয়াত নং -৮) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে মহান আল্লাহ তাআ'লা "ফরজ-হারাম" ঘোষণা না দিয়ে বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন---
[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।
[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি।
[ঘ] **পার্থিব বিষয়**-১. বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪.আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৬. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৭. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[ঙ] **ধর্মীয় বিষয়**-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা ৩. কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন কর ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা ৬ .ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে

উদাহরনগুলোতে বর্ণিত বস্তু , কাজ ও ষিয়গুলোর মত বা অনূরূপ যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"বলে**। ইসলামি শরীয়তের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ**)অন্তর্ভুক্ত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে **"ফরজ না হারাম"** এরূপ যে কোন প্রশ্ন করাই ইসলামি শরীয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ। যেখানে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে **"ফরজ না হারাম"** এরূপ যে কোন প্রশ্নকারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য সেখানে ফরজ বা হারাম মন্তব্যকারী আরো অধিক মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা যে সব বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা ত্যাগ করেছেন তাঁর উম্মতকেও ঐসব বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা ছেড়ে দিতে হবে। তবেই মুক্তি। যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে কঠোরভাবে বলেছেনঃ------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَ لَ عَنْ شَىْءٍ(عَنْ أَمْرٍ- مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى) لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ - بُخَارِى (7289) + مُسْلِمٌ (٢٣٥٧) + إِبْنُ حِبَّانِ (110) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٦١+ ٧٦٢+ ٧٦٤)

অর্থঃ হযরত আমের বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু)তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে। অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে", মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " دَعُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ وَلَكِنْ مَا نَهَيْتُتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَاأَمَرْتُكُمْ بِبِهِ أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " - مُسْنَدُ الْبَزَّارِ (١٣٣٧)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি **(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি)** তোমরাও সেই বিষয়ে আমাকে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কিন্তু আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর, আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর। মুসনাদুল বাযযার শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৩৭।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " دَعُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " - بُخَارِى (٧٢٨٨) + مُسْلِمٌ (١٣٣٧)

নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ) বলে। ইসলামি শরীয়তের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষা "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ এর পরিচিত নাম বা পরিভাষা হচ্ছে " জায়িয ও মুবাহ"। অতএব, "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ(এর অন্তর্ভূক্ত সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহন সম্পর্কে **"ফরজ না হারাম"** এরূপ জানার জন্য যে কোন প্রশ্ন যে কেহ করলেই সে হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী।

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রিাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি **(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি)** তোমরাও সেই বিষআমাকে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর,আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৮ + মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৩৭+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৬১,৭৬২,৭৬৪।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم النَّاسَ فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَالَ رَجُلٌ فِى كُلِّ عَامٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَاقُمْتُمْ بِهَا، ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ـ مُسلِمٌ (١٣٣٧)+ النَّسَائِي (٢٦١٩) + أَحْمَدُ (٢٤٧ اَلْجُزْءُ الثَّانِيُّ) + المعجم الأَوْسَطُ للطبراني(٢٧١٥) + الْحُمَيْدِي (١١٢٥) + أَبُو يَعْلَى (٦٢٩٧) + إِبْنُ خُزَيْمَةَ (٢٥٠٨) + في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي (١٨٢٣) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢١)

অর্থঃ--হযরত আবু হুরায়রা (রিাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মানুষদেরকে ভাষণ দিয়ে বলেছেন: **"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন"** । এতে একজন লোক বললেন, প্রত্যেক বছর? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তার থেকে চুপ রইলেন এমনকি লোকটি তিনবার একই কথা বললেন। অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আমি যদি বলতাম হা! তা হলে তা (হজ্জ প্রতি বছর)ফরজ হয়ে যেত। ফলে তোমরা তা বাস্তবায়ন করতে না। আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে তোমরা আমাকে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর, আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩৩৭ + নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬১৯ + মুসণাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৭, ২য় খন্ড + আল- মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৫ + আল- হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৫ + আবু ইয়া'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬২৯৭ + ইবনু খুযায়মা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৫০৮ + সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১।

উপরোক্ত তৃতীয় হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা হজ্জের বিষয়ে তিনবার প্রশ্ন করাতেই সর্ব বিষয়ে একটি নীতিমালা বলে দিলেন। আর তা হচ্ছে যে কোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন আলোচনা না থাকলে তা নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করা নিষেধ। বরং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে শুধু চুপ থাকারই নির্দেশ।

ওআরাছাতুল আন্বিয়ার গুণাবলী অর্জন করতে হলে আলিম-উলামাগণের উপর অবশ্যই উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করা ফরজ । এর ব্যত্যয় ঘটলে ওআরাছাতুল আন্বিয়ার পদবী বিবর্জিত হবে ও বিলুপ্ত ঘটবে ।

উপরে আমি **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** এর শুধু সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছি। এখন আমি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّةُ") তথা ইসলামি আইনে "আইনগত নাম এর সংখ্যাঃ

ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত আইনগত নামের সংখ্যা মোট ৪টি (চারটি)। যেমন যথাক্রমে----

(১) প্রথম আইনগত নাম "ফরজ"
(২) দ্বিতীয় আইনগত নাম "হারাম"
(৩) তৃতীয় আইনগত নাম "ফরজ বিষয় ও হারাম বিষয়ের সীমা"
(৪) চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"।

মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলোর জাতিগত নাম অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি শরীয়তে কিন্তু উক্ত বস্তু, কাজ, ব্যাপার এবং বিষয়গুলো গ্রহণের বা বর্জনের জন্য আইনগত নাম ও ব্যবহারিক অবস্থা সীমিত।

ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনে "আইনগত নাম ও জাতিগত নাম" এর সংজ্ঞাঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলির অসংখ্য নাম আছে। এ নামগুলো হচ্ছে বস্তু, কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলোর **"পরিচিতি তথা জাতিগত নাম"** বলে। উক্ত অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলোর মধ্য হতে মানুষের নাগালের ও সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত ভোগ ও ব্যাবহার উপযোগী যে কোন কিছুকে গ্রহণের অথবা বর্জনের জন্য ইসলামি শরীয়ত যে নাম প্রয়োগ করে উহাকেই **"আইনগত নাম"** বলে।

ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) "আইনগত নাম" এর উৎসঃ

দারকুতনী নামে হাদিস শরীফের একটি কিতাব বা গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফ ও আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফের দুটি হাদিস শরীফ এবং আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফের একটি হাদিস শরীফ হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) **"আইনগত নাম"** এর উৎস। হাদিস শরীফগুলো ব্যাখ্যাসহ পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن الضحاك بن مزاحم أَنَّهُ اِجْتَمَعَ هُوَ وَالْحسنُ بْنُ أَبِي الحسَنِ وَ مكحول الشامي و عمر و بن دينار المكي و طاوس اليماني فَاجْتَمَعُوا في مسجد الخيف، فارتفعت أَصْوَاتهُمْ و كثر لغطُهُمْ فِيْ الْقَدْرِ، فقال طاوس وَ كَانَ فِيْهِمْ رِضًا : أنصتوا أخبركم ما سمعت مِنْ أبي الدرداء،قَالَ :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلاتُضِيْعُوْهَا ها وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تَتَكَلُفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها" نَقُوْلُ مَا قَالَ رَبُّنَا وَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه و سلم : الأمور بيد الله ، من عند الله مَصْدَرُهَا، و إليه مرجعها ليس إِلَى العباد فيها تفويض ولا مشيئة. فَقَامُوا وَهُمْ رَاضُونَ بِقَوْلِ طَاوُوْس))"(٤٨١٤) في سنن الدارقطني

অর্থঃ-হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি এবং হাসান বিন আবি হাসান, মকহুল শামী, আমর বিন দিনার মক্কী ও তাউস ইয়ামানী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলেন,অত:পর তাঁদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গিয়েছিল। কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মাঝে সন্তুষ্টি বিদ্যমান অবস্থায় তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতিপয় বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করতে দায়িত্ব নিওনা (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ সববিষয়গুলোকে **(চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে)** গ্রহণ কর(আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। আমরা বলছি আমাদের রব বা প্রভূ এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যা বলেছেন আমরা তা বলছি। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা

নেই। সুনানুদ দারকুতনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮১৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن الضحاك بن مزاحم، قال:اجمعت أنا و طاوس اليماني و عمر و بن دينار المكي و مكحول الشامي والحسن البصري في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللّٰہَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" (٨٩٣٨)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি, তাউস ইয়ামানী, আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম। আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতিপয়গুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللّٰہَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَنَهٰى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " (١٨٠٣٥) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত সা'লাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না,কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন তোমরা সেগুলোর অবমাননা করোনা, কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সে গুলোর অতিক্রম করো না এবং ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তিনি (অল্লাহ তাআ'লা) অনেক বিষয়ই উপেক্ষা করেছেন (ফরজ বা হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন)। তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার বিষয়সমূহকে কেন স্পষ্ট করে ফরজ বা হারাম বলেন নি) এরূপ ঘাটা-ঘাটি বা তর্ক বিতর্ক করো না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৩৫।

লক্ষ্যণীয় যে, এ অধ্যায়ে বর্ণিত চতুর্থ হাদিস শরীফ খানার অর্থ ও ব্যাখ্যা আরো পূর্বে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়ে গেছে। উপরে বর্ণিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদিস শরীফগুলোর শব্দাবলীর মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য থাকলেও অর্থ ও ভাব কিন্তু এক ও অভিন্ন। এ তিনখানা হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

তবে তৃতীয় হাদিস শরীফের বাক্যবলীর চেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফদ্বয়ে নিম্নের বাক্যাংশটুকু অতিরিক্ত আছে-

---

"اَلْأَمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ، مِنْ عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيئَةٌ."- في المعجم الكبير للطبراني (٨٩٣٨) + سُنَنُ الدَّارَقُطْنِي (٤٨١٤)

অর্থঃ-(মনে রেখ!) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮, সুনানুদ দারকুতনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮১৪।

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফদ্বয়ের উপরোল্লিখিত অতিরিক্ত বাক্যাংশটুকু থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায় আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে। অতএব, পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত **ফরজ-হারাম-সীমার** বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন। এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই । এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: এই সহজলভ্য সূযোগটি হাত ছাড়া করে দিচ্ছে। এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা। আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার" বিপরীত রায়-মতামত ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না। সে ব্যাক্তি হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সাধারণ মুসলিম ও মুসলিম উলামা।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে জানা গেল যে, পূর্বোল্লিখিত ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة"**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি আইনগত নামের মধ্যে তিনটি আইনগত নাম-**"ফরজ, হারাম ও সীমা"** হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বিষয়ের সমাধান দেয়ার জন্য অথবা আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **উসুল বা মূলনীতি।** আর ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة"**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সব নতুন নতুন বিষয়ের সমাধান দেয়ার জন্য অথবা আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **"উসুল বা মূলনীতি "।** ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** এর পৃষ্ঠপোষকমূলক একটি হাদিস শরীফ রয়েছে। হাদিস শরীফখানা নিম্নে বর্ণিত হল। ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** সম্বলিত হাদিস শরীফখানা নিম্নে বর্ণিত পৃষ্ঠপোষকমূলক হাদিস শরীফখানার সাথে মিলিয়ে পড়লে, অধ্যয়ন করলে দেখবেন উভয় হাদিস শরীফের শব্দাবলীর মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও উভয় হাদিস শরীফের অর্থ ও ভাব এবং মর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أَلسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،أَلسُّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًي ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، أَلسُّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ " (٧٨٥)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **سُنَّة** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার: ফরজ বিষয়ে **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম। ফরজ বিষয়ে সুন্নাহর মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে । এ ফরজগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে **" هُدًي "** হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ ফরজগুলো ত্যাগ করা হচ্ছে **" ضَلاَلَةٌ "**

তথা পথভ্রষ্টতা। ফরজবিহীন বিষয়ে সুন্নাহর মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে নেই । ফরজবিহীন বিষয়গুলো>>((**মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত[১২১](Footnote) আইন বহির্ভূত, [১২২](Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে [أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ - " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮))<<** (ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই (কোন মূলনীতি ছাড়াই) অবাধে গ্রহণ করা উত্তম আর ফরজবিহীন বিষয়গুলো ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, **১১** তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-৭৮৫।

চারটি উসুল বা মূলনীতিগুলোর পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

(*১) প্রথম আইনগত নাম **"ফরজ" এর সংজ্ঞাঃ** ভোগ ও ব্যবহার উপযোগী কোন কিছুকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহন করার জন্য, কার্যে পরিণত করার জন্য, সম্পাদন করার জন্য এবং পালন করার জন্য বান্দার উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার চরম আদেশকে **"ফরজ"** বলে। প্রথম আইনগত নাম **"ফরজ"** হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত আদেশসমূহকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **উসুল বা মূলনীতি**। উপরোক্ত হাদিস শরীফের প্রথম অংশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ------------

" إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا "

অর্থঃ" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না"।

উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত **"কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন"** বাক্যটি আছে। এর অর্থ হল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয় সৃষ্টি করেছেন। এর সবগুলোর ব্যবহার, গ্রহণ কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর ফরজ করেন নি। বরং তম্মধ্যে গুটিকতিপয় বিষয় ব্যবহার, গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পালন, কার্যকর ও সম্পাদন করা মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর ফরজ করেছেন। যেমন-নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্ব করা, যাকাত দেয়া, জ্ঞান অর্জন করা ও প্রয়োজন পরিমান জীবিকা অর্জন করা ইত্যাদি।

(২)** দ্বিতীয় আইনগত নাম **"হারাম" এর সংজ্ঞাঃ** ভোগ ও ব্যবহার উপযোগী অথবা পালন করার যোগ্য কোন কিছুকে বাধ্যতামূলকভাবে বর্জন করার জন্য অথবা কোন কিছু থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষ কোন হিকমতের কারণে এবং মানব জাতির কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে বান্দার উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার চরম নিষেধাজ্ঞাকে **"হারাম"** বলে। দ্বিতীয় আইনগত নাম **"হারাম"** হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নিষেধসমূহকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **উসুল বা মূলনীতি**। উপরোক্ত হাদিস শরীফের দ্বিতীয় অংশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

" وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا"

(অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় নিষেধ করেছেন তোমরা সেগুলো অবমাননা করো না")। উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত **"কতগুলো বিষয় নিষেধ করেছেন"** বাক্যটি আছে। এর অর্থ হল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা

([১২১]) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত** বিষয়" বলে ।

([১২২]) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত "** বিষয়ও বলে ।

"শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং "আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (**اَلْاُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ**)এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৭৯এ দেখুন ।

অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয় সৃষ্টি করেছেন। এর সবগুলোর ব্যবহার, গ্রহণ কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর হারাম বা নিষেধ করেন নি। বরং তম্মধ্যে কতিপয় বিষয় ব্যবহার, গ্রহণ মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর হারাম বা নিষেধ করেছেন। যেমন-সুদ খাওয়া , ঘুষ খাওয়া , চুরি করা , মদ্য পান করা ইত্যাদি।

(*৩)** তীয় আইনগত নাম **"সীমার" সংজ্ঞাঃ** মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুলল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত ও নির্দিষ্ট আদেশ-নিশেধ কার্যকর করার জন্য অথবা সম্পাদন করার জন্য ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট শর্ত, সংখ্যা, পরিমাণ এবং চিহ্নিত শেষ অবস্থার নামকে **"সীমা"** বলে। তৃতীয় আইনগত নাম "সীমা" হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত, নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ কার্যকর , ইবাদত কর্ম সম্পাদন , ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার জন্য এমনকি পার্থিব বিষয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত, নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট শত নির্ধারনের জন্য, সংখ্যা, পরিমান নির্দিষ্ট করার জন্য এবং উক্ত কর্মসমূহের চিহ্নিত শেষ অবস্থাকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি"। উপরোক্ত হাদিস শরীফের তৃতীয় অংশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

"وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا"

অর্থঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সেগুলোর অতিক্রম করো না"।

উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত **"কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন"** বাক্যটি আছে। এর অর্থ হল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের উপর যে সব বিষয়, ব্যাপার, কাজ বা বস্তুর ব্যবহার বা পালন করা ফরজ করেছেন এবং যে সব বিষয়, ব্যাপার,কাজ বা বস্তুর ব্যবহার বা পালন করা,সম্পাদন করা হারাম করেছেন সেইসব ফরজ ও হারাম বিষয়, ব্যাপার,কাজ বা বস্তুগুলোর কতগুলোতে সীমাও নির্ধারন করেছেন। ফরজ ও হারাম বিষয়ের সীমার কতগুলো উদাহরন নিম্নে দেয়া হল।

ফরজ বিষয়ের জন্য সীমাসমূহঃ

(ক) যেমন-পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের রাকআ'তের সংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। ফজর নামাজে ২ রাকআ'ত, জোহর নামাজে ৪ রাকআ'ত, আসর নামাজে ৪ রাকআ'ত, মাগরিব নামাজে ৩ রাকআ'ত, ইশার নামাজে ৪ রাকআ'ত ফরজ করা হয়েছে। এ হচ্ছে ফরজ নামাজের রাকআ'তসমূহের সীমা।

(খ) যাকাত আদায় করা নিসাব বা সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। যেমন-মাল বা সম্পদের, স্বর্ণ,রূপা, গরু,বকরী,ভৈড়া,উট,মহিষ,জমিতে উৎপন্ন শস্য, সেচ বা প্রাকৃতিক বস্তু ও ব্যবসায়ী মাল ইত্যাদি বিষয়ের যাকাত আদায়ের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ফরজ বিষয়সমূহের সীমা। এরকমভাবে অন্যান্য ফরজ বিষয়সমূহের সীমা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে নির্ধারিত আছে।

হারাম বিষয়ের জন্য সীমাসমূহঃ

(ক) যেমনভাবে ফরজ বিষয়সমূহের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে ঠিক তেমনভাবে হারাম বিষয়সমূহের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। যেমন- যিনা বা ভ্যাবিচার করার শাস্তির বিধান, চুরি করার শাস্তির বিধান ও মদ্য পান করার শাস্তির বিধানে সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। কিন্তু সকল হারাম বিষয় সম্পাদনে শাস্তির সীমা বর্ণনা করা হয়নি। যেমন- অহংকার করা, হিংসা করা, লোভ করা ও শত্রুতা করা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে দুনিয়াতে শাস্তির বিধানের সীমা আল্লাহ তাআ'লা নির্ধারন করেন নি। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার অপার অনুগ্রহ ও দয়া।

ইসলামি শরীয়তের ("اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনের এ তিনটি আইনগত নাম ("ফরজ, হারাম ও সীমা") এর অবস্থানঃ

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফের তিনটি অংশে বর্ণিত "ফরজ, হারাম ও সীমগুলো" হচ্ছে শরীয়ত, এ গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের আইন। এ গুলো হচ্ছে শরীযতের আইনের অন্তর্ভুক্ত আবশ্যিক বিষয়। এ বিষয়গুলোই মানা, পালন করা আবশ্যক বা ফরজ ও জরুরী। মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক ঘোষিত এ ফরজ, হারাম ও সীমাগুলোর সংখ্যা স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত ও উল্লেখ আছে।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ) এর ব্যাখ্যাঃ

(**৪)** ইসলামি শরীয়তের **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة")** তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)** হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত (১২৩) আইন বহির্ভূত, (১২৪) ঐচ্ছিক বিষয়"তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন)শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১২৫) (Footnote) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে (১২৬) আইনগত নামে নাম করনের জন্য অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)**এর নিজস্ব মূল পরিচিতি নাম **"মুবাহ ও জায়িয"** নামে নাম করনের এবং "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" হিসেবে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **"উসুল বা মূলনীতি"** ।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ) এর মহাত্ম ও মর্যাদাঃ

---

১২৩ **(Footnote)** যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয়"** বলে ।

১২৪**(Footnote)** যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত" বিষয়ও** বলে ।

(১২৫) যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন--

"وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ "

(অর্থঃ-"এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না", ছুরা নহল, আয়াত নং-৮ ।

(১২৫) [ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] **পার্থিব বিষয়**-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] **ধর্মীয় বিষয়**-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ২. জন্মবার্ষিকী পালন করা ৩. কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা ৪. ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা ৬ .ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ৭. কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো ৮. কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ১১. ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা ১২. শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে ইত্যাদি এ রকম আরো মানব কল্যাণকর অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করাকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ) এর নিজস্ব মূল পরিচিতি নাম "মুবাহ ও জায়িয" নামে নাম করনের এবং "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" হিসেবে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **"উসুল বা মূলনীতি"** ।

পূর্বে বর্ণিত হাদিস শরীফের চতুর্থ অংশটিতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন---

وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ/ وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ/ وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ   رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا"

অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনূগ্রহ বশতঃ তিনি অনেক বিষয়ে (ফরজ বা হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন বা ফরজ-হারাম বলা উপেক্ষা করেছেন) নীরব বা চুপ রয়েছেন। তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না ")।

হাদিস শরীফের অত্র অংশে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো ফরজ, হারাম ও সীমা পবিত্র কুরআন আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতঃ অনেক বিষয়েই ফরজ বা হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন ও চুপ বা নীরব রয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়কে ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা না দেয়া বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার "মহা অনূগ্রহ"। যদি মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়কেও ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা দিতেন তা হলে তাঁর এই ঘোষণা তাঁর দূর্বল বান্দাদের উপর খুবই কঠিন হয়ে যেত। তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষ জাতির প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার অসীম দয়া থাকায় তিনি তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়কে ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা দেন নি। বরং চুপ বা নীরব থেকে তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের উপর আমল করতে তাঁর বান্দাদেরকে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর দয়া ও ক্ষমার কথা উল্লেখ করে উক্ত বিষয়গুলোর উপর আমল করতে উৎসাহিতও করেছেন এবং এগুলোর বিষয়ে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অন্য এক হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে বলেছেন---

" فلا تكلفوها   رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها / "وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْو فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَّتَهُ ' فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْآ / وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من اللهِ فاقبلوها " 1٤٧٦١)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-"এবং তিনি [আল্লাহ তাআ'লা] যে বিষয়ে চুপ বা নীরব রয়েছেন উহা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা। তোমরা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ (তাআ'লা) এমন নহেন যে, তিনি কোন কিছু ভুলে যাবেন (মহান আল্লাহ তাআ'লা ভুলে গিয়ে কোন বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন বা চুপ রয়েছেন এমন নহেন বরং জেনেই তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রয়েছেন/ এগুলোকে আইনে পরিণত করো না । অতএব, তোমরা এগুলো গ্রহন করো" ।ইবনে কাছির), আল-মু'জামুল কাবির, আল-মু'জামুল আওসাত(৪৭৬১) ও সুনানুদ দারকুতনী।

ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) এর উপর আমল জায়িয হওয়ার প্রক্রিয়া ও সূত্রঃ

উপরোল্লিখিত ইসলামি শরীয়তের (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" এর মহাত্ব ও মর্যাদা প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয় থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, "চুপ বা নীরব থাকা বিষয়টি" মুমিন-মুসলিমগণের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনূগ্রহ ও তাঁর ক্ষমা বা উদারতার বিষয়। কোন বিষয়ে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা" (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) উক্ত বিষয়ের আমলের উপর তাঁর সম্মতি জ্ঞাপনই বুঝায় এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক "মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনূগ্রহ ও তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করতে বলা" উক্ত বিষয়ের আমলের উপর উৎসাহ প্রদান বুঝায়।

কোন বিষয়ের আমলের উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার সম্মতি জ্ঞাপন ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উৎসাহ প্রদান উক্ত বিষয়টিকে জায়িয প্রমান করে।

অতএব, ইসলামি শরীয়তের (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) এর উপর আমল করা জায়িয। মহান আল্লাহ

তাআ'লার সম্মতি জ্ঞাপনের প্রতি এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উৎসাহ প্রদানের প্রতি মুমিন-মুসলিমগণের সাড়া দেয়া দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য মহা কল্যাণ লাভেরই নিদর্শন।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, স্মর্তব্য ও লক্ষণীয় যে, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমানের অস্তিত্বশীল ,প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর অপর নামই হচ্ছে " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)।

পূর্বে বর্ণিত ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষা "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো অসংখ্য বিধায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ঐগুলোর উল্লেখ বা বর্ণনা নেই। তম্মধ্যে বাস্তব উদাহরনের কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল।

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] **পার্থিব বিষয়-**১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] **ধর্মীয় বিষয়-**১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ২. জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা ৪. ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা ৬. ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ৭. কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো ৮. কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা ৯. জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ১১. ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ**)এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। **সমাপ্ত**

জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার মূলনীতিঃ

কোন কিছুকে জায়েয ও মুবাহ প্রমানের জন্য পবিত্র হাদিস শরীফে তিনটি মূলনীতি রয়েছে। মূলনীতিগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১.মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ)।

২. سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম ।

৩. আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার تَقْرِيْرِيٌّ" (তাকরিরীয়্যুন) তথা মৌনসম্মতি।

উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেওয়া হল।

মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত,"শরীয়ত

সমর্থিত (১২৭)আইন বহির্ভূত, (১২৮) ঐচ্ছিক বিষয়” তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ " (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে” (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে জায়েয ও মুবাহ নামকরন, অবস্থা নিরূপন করন এবং প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যবস্থা উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। অতএব, যে কোন কিছুকে জায়েয ও মুবাহ বলতে হলে উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির আলোকেই বলতে হবে। উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতি ছাড়া এমন কোন মূলনীতি নাই যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুকে “জায়েয ও মুবাহ” হিসেবে নামকরন ও সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে। একটি বোধগম্য বিষয়ের উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে জায়েয ও মুবাহ বিষয়টির নামকরনের এবং সংজ্ঞা প্রদানের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির অনুসরনে করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার প্রথম মূলনীতি>> মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ঃ(**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) যেমন মনে করুন, **“কদমবুছি করা”**(পদচুম্বন করা)।**“কদমবুছি করার”**(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টির উপর আমল করার জন্য আমরা কোন নীতি অবলম্বন করব ? এর উত্তর এই যে, **“কদমবুছি করার”**(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টিকে উপরে বর্ণিত প্রথম মূলনীতি **“মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়”** (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় মনে করে “জায়েয ও মুবাহ” হিসেবে আমল করা। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণী আছে।তম্মধ্যে একখানা হাদিস শরীফের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন---

" فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها / "وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْو فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَّتَهُ ‘ فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْاً "

অর্থঃ-“এবং তিনি [আল্লাহ তাআ'লা] যে বিষয়ে চুপ বা নীরব রয়েছেন উহা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা। তোমরা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ (তাআ'লা) এমন নহেন যে, তিনি কোন কিছু ভুলে যাবেন (মহান আল্লাহ তাআ'লা ভুলে গিয়ে কোন বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা থেকে নীরব রয়েছেন বা চুপ রয়েছেন এমন নহেন বরং জেনেই তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রয়েছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না”। ইবনে কাছির), আল-মু'জামুল কাবির ও সুনানুদ দারকুতনী।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের অংশ বিশেষের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে “মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) এর আমল করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

অতএব, উপরোক্ত হাদিস শরীফের আলোকে এই কথা প্রমাণ হয় যে, পত্রি কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে উক্ত বিষয়টি “মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত একটি “জায়েয ও মুবাহ” বিষয়।

উপসংহারঃ উপরে আমি “মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (**أَلْأمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أللهُ**) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি “মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (**أَلْأمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ**

---

(১২৭) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **“শরীয়ত সমর্থিত বিষয়”** বলে ।

(১২৮)যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **“আইন বহির্ভূত”** বিষয়ও বলে ।

“ শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং“ আইন বহির্ভূত ” বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ **“মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়”** (**أَلْأمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أللهُ**) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং- ২৭৯ এ দেখুন ।

(عَنْهَا أللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু সম্পর্কে নিম্নে দুটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত ও উপসংহার টানছি।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ :" الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (٦٠٠١) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الثالث)+ سُنَنُ التِّرْمِذِي (١٧٢٦)

অর্থঃ- হযরত সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা। আর যা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০০১+ সুনানুত তিরমিজি শরীফ,হাদিস শরীফ নং-১৭২৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن الْفَارْسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم :" الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (٦٠٣٦) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الثالث)

অর্থঃ- হযরত সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হারাম করেছেন তা। আর যা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন (ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৩৬।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانَ عَنِ الْجُبْنِ, وَالْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ ،فَقَالَ: إِنَّ حَلاَلَ اللهِ حَلاَلُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِى الْقُرْآنِ ، وَإِنَّ حَرَامَ اللهِ الَّذِي حَرَّمَ فِى الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٥)

অর্থঃ-হযরত আবু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালমানকে (রাদিআল্লাহু আনহু) পনির, গাদা ও ঘি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহর হালাল হচ্ছে তিনি তাঁর যেই হালালটি কুরআনে হালাল করেছেন আর আল্লাহর হারাম হচ্ছে যেই হারামটি তিনি কুরআনে হারাম করেছেন। আর এ ছাড়া বস্তু আছে তা তিনি ক্ষম্ করেছেন। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৫।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، فَمَا أَحَلَّ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَلَمْ يُحِلّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الأَيَةُ (101) + مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٨)

অর্থ:- হযরত উবাইদ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেন: আল্লাহ হালাল ও হারাম করেছেন। অতএব যা হালাল করেছেন তা হালাল কর, আর যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ কর। তা থেকে কিছু ছেড়ে দিয়েছেন হালালও বলেন নি, হারামও বলেন নি, তা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা বা উদারতা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৮।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ: أَحَلَّ اللهَ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٧)

অর্থ:-হযরত আমর বিন দিনার (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি হযরত উবাইদ বিন আমর কে(রাদিআল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছেন: আল্লাহ তাঁর হালালকে হালাল করেছেন ও হারামকে হারাম করেছেন। অতএব যা তিনি হালাল করেছেন তাই হালাল, আর যা তিনি হারাম করেছেন তাই হারাম। এবং যা থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন তা হচ্ছে ক্ষমা বা উদারতা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৭।
উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ে তিনটি বিষয়ে যেমন- বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু এই সীামিত ও সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ে উত্তর না দিয়ে সার্বিক ও ব্যাপক উত্তর দিয়ে বলেন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা যেই বিষয়,ব্যাপার,কাজ ও বস্তু হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয। আর যেই বিষয়ে হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দেওয়া থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন, কোন কিছুই বলেন নি তা মানব কল্যানের জন্য সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়। উপরে বর্ণিত সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই বিরোধিতা করা ।এরূপ বিরোধিতা হচ্ছে কুফরী। আর যে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করবে সে কাফির। আল্লাহ তাআ'লা সকল মুমিন-মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন!

জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার দ্বিতীয় মূলনীতি>> **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়মঃ যেমন মনে করুন, "কদমবুছি করা"(পদচুম্বন করা)।"কদমবুছি করার"(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টির উপর আমল করার জন্য আমরা কোন নীতি অবলম্বন করব ?
এর উত্তর এই যে, **"কদমবুছি করার"** (পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টিকে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় মূলনীতি "**. سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম" এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় মনে করে "জায়েয ও মুবাহ" হিসেবে আমল করা। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণী আছে। তম্মধ্যে একখানা হাদিস শরীফ এখানে উল্লেখ করা হল।
عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ،"হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--
عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَنَّ فِى الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ" ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٩٤٦٣)
অর্থঃ-" হযরত মুনযির বিন জারীর তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "যে কেহ ইসলামে 'কোন উত্তম নিয়ম' প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে (উক্ত কর্ম করার) পুরস্কার এবং যারা তার পরে উহার অনুসরণ করবে তাদের পুরস্কার হ্রাস না করে তাদের পুরস্কারও তার জন্য রয়েছে"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৪৬৩।

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)** ও **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম" সম্পর্কে বিস্তাতি অবগতির জন্য "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)** পৃষ্ঠা নং-৩০৪ এবং " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম")) পৃষ্ঠা নং-৪২৭- দ্রষ্টব্য।

জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার তৃতীয় মূলনীতি>> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **تَقْرِيْرِيٌّ**"(তাকরিরীয়্যন) তথা মৌনসম্মতিঃ "কদমবুছি করা" (পদচুম্বন করা)। **"কদমবুছি করার"** (পদচুম্বন করার) বিষয়টিতে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আদেশ-নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক চুম্বন করেছেন। এই ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পা চুম্বনকারীদেরকে পা চুম্বন করা সম্পর্কে নিষেধও যেমন করেন নি তেমনিভাবে ভর্তসনাও করেন নি। বরং চুপ বা নীরব থেকে মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কোন বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চুপ বা নীরব থাকা উক্ত বিষয়ের

উপর সম্মতিসূচক আমল করা **"জায়েয** এবং **মুবাহ"** প্রমাণ করে।
অতএব, **"কদমবুছি করার"**(পদচুম্বন করার) বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"تَقْرِيْرِيٌّ"** (তাকরিরীয়্যুন) তথা মৌনসম্মতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি সম্মতিসূচক **"জায়েয ও মুবাহ"** বিষয়। যেমন- "কদমবুছি করার"(পদচুম্বন করার) বিষয় সম্পর্কে তিরমিজি শরীফে দুইজন ইয়াহুদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক চুম্বন করেছেন মর্মে উত্তম বিশদ্ধ হাদিস শরীফ (হাদিসুন হাসানুন) রয়েছে ।অপর একটি হাদিস শরীফে আবু দাউদ শরীফে উমামাতা ইবনে শরীক (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) এর কথা উদ্ধৃত আছে ।
যেমন বলা হয়েছেঃ--

"فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ " ـ (أَبُو دَاوُود(-৫২২৫)

অর্থঃ-"আমরা তাড়াতাড়ি বাহন থেকে নেমে এসে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাত ও পা মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম"। আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২২৫।

উপরে আমি মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত[129](Footnote) আইন বহির্ভূত, [130](Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে "জায়েয ও মুবাহ" নামকরন, অবস্থা নিরূপন করন এবং প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণের তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করেছি ।উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির যে কোন একটি মূলনীতির উপর নির্ভর করে বা যে কোন একটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়কে **"জায়িয ও মুবাহ"** হিসেবে আখ্যা দিতে হবে।
আর একটি বিষয় খুবই অনুধাবনযোগ্য যে, **"জায়িয ও মুবাহ"** বিষয়গুলোর কতিপয়টি এমন যে, উহা পালন করাতে কোন সওয়াব বা পুরস্কার নাই। যেমন-খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে "জায়িয ও মুবাহ" বিষয়গুলোর কতিপয়গুলো এমন যে, ঐগুলো পালন করাতে বাহ্যত কোন সওয়াব বা পুরস্কার নাই দেখা গেলেও কিন্তু ঐগুলোর কতিপয়গুলো ধর্মীয়কাজে সহায়তাদানকারী অথবা মহান আল্লাহ তাআ"লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ সৃষ্টিকারী। যেমন-ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনুষ্ঠান পালন করা ।উক্ত অনুষ্ঠান পালন করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বাণী না থাকাতে এতে বাহ্যিকভাবে সওয়াব না হওয়ার প্রতি ঈঙ্গিত করে কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উৎযাপন বা পালন করার কারনে মনের ভিতর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনুরাগ এবং প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়।
অতএব, যেই বিষয়ই মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনুরাগ এবং প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করে উহা অভ্যন্তরীণভাবে সওয়াব পাওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআ'লাই সমধিক জ্ঞাত।

---

[১২৯] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয়"** বলে ।

[১৩০] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত"** বিষয়ও বলে ।

"শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং "আইন বহির্ভূত" বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أللهُ**) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৭৯ এ দেখুন ।

হালাল ও হারাম নির্ধারণের নীতিমালাঃ

সূচনাঃ একুটু পূর্বে আমি জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার মূলনীতি বর্ণনা করেছি। এখন আমি এ অধ্যায়ে হালাল ও হারাম নির্ধারণের নীতিমালা বর্ণনা করব ইনশাঅআল্লাহু তাআ'লা। মানব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদনের ও বাস্তবায়নের কিছু নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি এবং আইন ও পূর্বশর্ত থাকে। এইটা না হলে কাজটি সুন্দর হয়না এবং সূচারুরূপে সম্পন্নও হয় না। ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের হালাল ও হারাম নির্ধারণেরও কতগুলো নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি এবং আইন ও পূর্বশর্ত রয়েছে। এসবগুলোকে ইসলামি শরীয়তে **("أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلاميَّة")** তথা ইসলামি আইনে উসুল বা মূলনীতি বলে।

প্রথম মূলনীতিঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে তাঁরই সৃজিত কোন বস্তু, কাজ বা বিষয় হারাম করা হয়েছে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় মৌলিকভাবেই সর্বাবস্থায় হালাল ও জায়িয এবং কোন অবস্থাতেই হারাম ও না জায়িয হবে না ।কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লার এই পৃথিবীতে তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় মানুষের কল্যাণ ও উপকারার্থেই সৃজন করেছেন। তিনি তাঁর সৃজিত কোন বস্তু, কাজ বা বিষয়কে অপকারী সাব্যস্ত করে হারাম ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় মৌলিকভাবেই সর্বাবস্থায় উপকারী, হালাল ও জায়িয থাকবে এবং কোন অবস্থাতেই হারাম হবে না। মহান আল্লাহ তাআ'লার এই পৃথিবীতে তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় যে তিনি মানুষের কল্যাণ ও উপকারার্থেই সৃজন করেছেন এই পসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

"هُوَالَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا " ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةُ (٢٩)

অর্থঃ তিনিই (মহান আল্লাহ) যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের কল্যাণের-মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৯।

তাই,মৌলিকতার বিচারে (মূলত) সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় হালাল ও জায়েয। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক সকল হালাল ও জায়েয বস্তু, কাজ বা বিষয়ের সংখ্যার পরিমাণ গণনা করে নির্ধারন না করে শুধু হারাম বস্তু, কাজ বা বিষয়ের সংখ্যার পরিমাণ বর্ণনাই যথেষ্ট মনে করতে হবে। কেননা এর প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

" وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ الْأَيَةُ (١١٩)

অর্থঃ-আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন , সুরা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯)।

অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে যেই সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় সম্পর্কে হারাম ঘোষণা নেই সেই সবই মানুষের জন্য নির্বিচারে হালাল ও জায়েয। কেহই উহা হারাম বলতে পারবে না। কাজেই, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ যেই বস্তু, কাজ বা বিষয়কে হারাম ও না জায়েয বলে নি ঐগুলোকে যে কেহই হারাম বলবে তাকে তখন কি বলা হবে এবং তার পরিণতিই বা কি হবে ?

এর উত্তর পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ

বান্দাদের সর্ববিধ সূখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টিদানকারী, মঙ্গল ও শুভাকাঙ্খী এবং তাদের সর্ববিধ উপকার-অপকার সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ।কাজেই, যে কাজ তাদের জন্য উপকারী তিনি সেই কাজ করবার আদেশ ও অনুমতি দিয়ে থাকেন, আর যেই কাজ তাদের জন্য অপকারী উহা করতে নিষেধ করে থাকেন। কারণ, যিনি যেই বিষয়, ব্যাপার বা বস্তুর স্রষ্টা তিনি সেই বিষয়, ব্যাপার বা বস্তু মানুষের জন্য ভাল কি মন্দ, উপকারী কি অপকারী অনেক বেশী জানেন। তিনিই সেই বিষয়, ব্যাপার বা বস্তু সম্বন্ধে ভাল-মন্দ,উপকারী-অপকারী, পবিত্র-অপবিত্র ঘোষণা দেওয়ার অধিকারী। অন্য কেহ নয়। যেমন, স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ঘেষণা দিয়েছেন--------------------------------------

" إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلهِ" ـ سُوْرَةُ يُوسُفَ (٦٨)

অর্থঃ- আদেশ প্রদানকারী একমাত্র আল্লাহই। সুরা ইুসুফ, আয়য়াত নং-৬৮।
অতএব, মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেই কাজ মানুষের জন্য জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন উহা মানুষের জন্য জায়েয হবে আর যেই কাজ মানুষের জন্য না জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন উহা মানুষের জন্য না জায়েয হবে ।অনুরূপভাবে যেই বস্তু পানাহার বা ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল ঘোষণা দিয়েছেন সেই বস্তু মানুষের জন্য হালাল হবে ।আর যেই সব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম ঘোষণা দিয়েছেন সেই সব বস্তু মানুষের জন্য হারাম বলে গণ্য হবে।
অতএব, সংক্ষেপে বলা যায় যে, যেকোন বস্তুর হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েয আদেশ দানের অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এর বিপরীত কেহ যদি নিজেকে উপরোক্ত আদেশ দানের অধিকারী মনে করে , তবে তা হবে বিধান দাতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা। যা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।
যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ---

"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللهُ " ــ سُوْرَةُ الشُّوْرَى ــ الْأَيَةُ (٢١)

অর্থঃ-"তাদের জন্য কি এমন কিছু অংশীদার আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীন-ধর্মের এমন সব বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে যেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোনরূপ অনুমতি দেন নাই"। সুরা শুরা, আয়াত নং-২১ ।
উপরোক্ত আলোচনা এই কথা বুঝা গেল যে, "মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে[**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে "(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে যেমন-**ঈদে মিলাদুন্নবী সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা উৎযাপন করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালণ করা, ঈসালু সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, কারো সম্মাণার্থে বা কারো জন্য স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শনার্থে কিয়াম বা দাঁড়ানো, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম বা দাঁড়ানোকে** **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেই আলিমই বা মুসলিম মানুষই হারাম বলে যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট বাণী নাই তবে সেই ব্যাক্তি উক্ত কাজ বা বিষয়কে হারাম বলার কারনে মহান আল্লাহ তাআ'লার মত নিজেকে আদেশ দানের অধিকারী বিধানদাতা মনে করল। ফলে সেই ব্যাক্তি মহান আল্লাহ তাআ'লার সহিত অংশীদার স্থাপন করার কারনে নিজে মুশরিক হয়ে গেল। আলাহ যা হারাম করেন নাই যে কেহই তা হারাম বললে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ, হাদিসসমূহের আলোকে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের **কেহই ঈদে মিলাদুন্নবী সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা উৎযাপন করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালণ করা, ঈসালু সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, কারো সম্মাণার্থে বা কারো জন্য স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শনার্থে কিয়াম বা দাঁড়ানো, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম বা দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়কে হারাম বলেন নি।**
তৃতীয় মূলনীতিঃ পবিত্র ইসলাম ধর্মে হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েযের নিয়ম-কানুন পরিস্কারভাবে বর্ণিত আছে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একখানা হাদিস শরীফের খন্ডবাক্যে এই প্রসঙ্গে বলেনঃ---

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ : " إِنَّ أَلْحلاَ لَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ " ــ سُنَنُ النَّسَائِي(٤٤٥٣) + أَبُو دَاوُد (٣٣٢٩) + بُخَارِي (٢٠٥١)+ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ــ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٦٥٣)

অর্থঃ-হযরত শা'বী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নু'মান বিন বাশিরকে (রাদিআল্লাহু আনহু) শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট ও নিশ্চয়ই

হারাম সুস্পষ্ট। সুনানুন নাসাই, নং-৪৪৫৩+ আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৯, একটু পবির্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৫১+ আম্মার বিন ইয়াসির থেকে মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৩।
এই পসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ--

"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"

অর্থঃ-আর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য যা হরাম কছেন তোমাদের জন্য তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।
অতএব, পবিত্র ইসলাম ধর্মে হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েযের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারোর ইচ্ছ ও খেয়ালখুশী মোতাবেক কোন কাজ, বিষয় ও বস্তুকে হারাম-হালাল বলবারও অধিকার কারো নেই।এই ব্যাপারে একমাত্র অধিকার ও চুড়ান্ত ক্ষমতা মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই ।এসত্ত্বেও, ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিরা হারাম-হালাল নির্ণয়ে তাদের ধর্মগুরুদের ও অলিমদের মতামতও রায়কে এবং ফতওয়াকে আলালাহ তাআ'লার আদেশের ন্যায় গুরুত্ব দান করে থাকত। যা জঘন্য অপরাধ ও চরম অন্যায়। এই পসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

" إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ "

অর্থঃ- তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ধর্মগুরু আলিম ও পাদ্রীদের কে প্রভূ মেনে নিয়েছে।
উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও পবিত্র হাদিস শরীফের বাণী দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো বর্ণিত হালালকে হালাল জ্ঞান করা এবং কারো বর্ণিত হারামকে হারাম মনে করাই হচ্ছে "শিরক"। আর শিরক যে ক্ষমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ " **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** " অর্থঃ- নিশটয়ই শিরক হচ্ছে মহা অন্যায়।
বর্তমানে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভুক্ত আলিমগণ বা মুসলিম মানুষগণ "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ায় তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়ার পরিবর্তে হারাম-হালাল নির্ণয়ে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের**) অন্তর্ভুক্ত তাদেরই ধর্মগুরুদের ও আলিমদের মতামত ও রায়কে এবং ফতওয়াকে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশের ন্যায় গুরুত্ব দান করে থাকে।

চতুর্থ মূলনীতিঃ

হালাল-হারামের সংজ্ঞাঃ উপরে আমি হালাল-হারাম বিষয়ের নির্ণয়ের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি হালাল-হারামের আভিধানিক ও পারিভাষিক তথা শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
হালালের আভিধানিক সংজ্ঞাঃ আইনসঙ্গত, ধর্মানুমোদিত, শরীয়তসম্মত।
হালালের আভিধানিক ও পারিভাষিক তথা শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ ও ব্যবহারিক সংজ্ঞাঃশরীয়ত প্রবর্তনকারী মহান আল্লাহ তাআ'লা যা করবার অনুমতি দিয়েছেন বা যা করতে নিষেধ করেন নি এমনসব বস্ত, কাজ ও বিষয়কে হালাল বলে।
হারামের আভিধানিক সংজ্ঞাঃ নিষিদ্ধ , হালালের বিপরীত।
হারামের আভিধানিক ও পারিভাষিক তথা শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ ও ব্যবহারিক সংজ্ঞাঃ সংজ্ঞাঃশরীয়ত প্রবর্তনকারী মহান আল্লাহ তাআ'লা যা নিষেধ করেছেন বা যা করলে পরিণামে আখিরাতে শাস্তি অনিবার্য এমনকি ইহ জীবনে দুনিয়াতে কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ডনীয়। এইরূপ বস্ত, কাজ ও বিষয়কে হারাম বলে। উপরোক্ত হালাল-হারাম সম্বন্ধে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ বলেনঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

" مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَّتَهُ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْء يَنْسَى شَيْأً وَتِلاَ وَمَا كَا نَ رَبُّكَ نَسِيًّا " (إِبْنُ كَثِيْرٍ)

অর্থঃ- আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কিতাবে(পবিত্র কুরআনে) যা হালাল করেছেন তাই হালাল আর যা হারাম করেছেন তাই হারাম ।আর যেই বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন বা নীরব রয়েছেন উহা তাঁর ক্ষমার বিষয় বা উদারতা। অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে তাঁর ক্ষমা বা উদারতা গ্রহণ কর। কারন,আল্লাহ ভুলে যাবেন এমন নন (আল্লাহ ভুলে গিয়ে কোন বিষয় থেকে নীরব বা চুপ রয়েছেন এমন নহেন বরং জেনেই নীরব বা চুপ রয়েছেন)। অতপর, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) **"আর আপনার প্রভূ ভুলে যান না"** **(" وَما كَا نَ رَبُّكَ نَسِيًّا ")** আয়াতখানা পড়েন, ইবনু কাছির।

উপরোক্ত ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্মোক্ত বাণীও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضَيِّعُوْهَا ، وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرَ نِسيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " (١٨٠٣٥)) في المعجم الكبير للطبراني

(অর্থঃ-হযরত সা'লাবা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না,কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন তোমরা সেগুলোর অবমাননা করোনা, কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সে গুলোর অতিক্রম করো না এবং ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তিনি (অল্লাহ তাআ'লা) অনেক বিষয়ই উপেক্ষা করেছেন (ফরজ বা হারাম বলা থেকে রিত রয়েছেন)। তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার বিষয়সমূহকে কেন স্পষ্ট করে ফরজ বা হারাম বলেন নি) এরূপ ঘাটা-ঘাটি বা তর্ক বিতর্ক করো না", । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৩৫ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যেই সকল কাজ করবার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা যা করবার অনুমতি দিয়েছেন বা যেই সকল কাজ করা সম্পর্কে নীরব রয়েছেন সেইসবগুলো হল হালাল কাজ ও জায়েয কাজ। (যেইসব কাজ বা বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা চুপ বা নীরব রয়েছেন ঐগুলোকে **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللّهُ)** বলে। ইসলামি শরীয়তের **"أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة)** তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللّهُ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৩৩০ দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্মোক্ত বাণী দুখানাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ :" اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (٦٠٠١)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الثالث)

অর্থঃ- হযরত সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা। আর যা থেকে চুপ বা বিরত থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০০১

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم :" اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (٦٠٣٦)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الثالث)

অর্থঃ- হযরত সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হারাম করেছেন তা। আর যা থেকে চুপ বা বিরত থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৩৬

উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ হাদিস শরীফদ্বয়ে তিনটি বিষয়ে যেমন- বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু এই তিনটি বিষয়ে উত্তর না দিয়ে সার্বিক ও ব্যাপক উত্তর দিয়ে বলেন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা যেই বিষয়,ব্যাপার,কাজ ও বস্তু হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয। আর যেই বিষয়ে হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন, কোন কিছুই বলেন নি তা মানব কল্যানের জন্য সম্পূর্ণ আইন মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়। উপরে বর্ণিত সম্পূর্ণ আইনমুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই বিরোধিতা করা। এরূপ বিরোধিতা করা হচ্ছে কুফর। আর যে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করবে সে কাফির।

সিদ্ধান্তঃ "মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন)শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগত **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে" (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا الله**) **এর** অন্তর্ভুক্ত আইনমুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় মনে করে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলিম মানুষের জন্য এইগুলো ছাড় হিসেবে গ্রহণ না করে সেই মুসলিমটি মহাপাপী। যেমন এই বিষয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--------------

عَنْ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم :" مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ جِبَالِ عَرَفَاتٍ " في المعجم الاوسط للطبراني(٤٥٣٥)

অর্থঃ- হযরত উকবা বিন আমের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে আল্লাহর (রুখসাত) তথা ছাড় গ্রহণ করেনি তার উপর আরাফাতের পাহাড়সমূহের অনুরূপ পাপ রয়েছে, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪৭৬১।

আল্লাহ তাআ'লা সকল মুমিন-মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন!

<<০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিলবিষয়গুলোর বিস্তারিত সূচীপত্র>>

সারা বিশ্বের উলামাকেরামগণের মধ্যে সংঘটিত কতিপয় মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনঃ

নিম্নে ০৮ টি মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয় ক্রমিক অনুসারে উপস্থাপনঃ

(ক) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা: ---পৃষ্ঠানং-**২৮৮**

(১নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়>> اَلْبِدْعَةُ (আল-বিদআ'তু) তথা ("ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোগকৃত বা সংযোজিত কিছু >>" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে ভুমিকা ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়--------------------------------পৃষ্ঠা নং-৩৫০/৩৫১

(১নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয় এর আওতাধীন "**كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ**" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভূক্ত**(১)** "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ----পৃষ্ঠা নং--**৩৬৪** **(২)** "**بِدْعَةٌ**" শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ এবং অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ--পৃষ্ঠা নং---**৩৭৫**

(২নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে আলোচনা---পৃষ্ঠা নং---**৩৮৯**

(৩নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাঃ -পৃষ্ঠা নং-**৪২০**

(৪নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" সম্পর্কে আলোচনা --পৃষ্ঠা নং-**৪২৫**

(৫নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাত) তথা "প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ" সম্পর্কে আলোচনা ------------------------------------পৃষ্ঠা-নং-**৪৪২**

(৬নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়> اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দোয়া-মুনাজাতে) **"وَسِيْلَةٌ (ওআছিলা)** তথা "মাধ্যম" অবলম্বন করা সম্পর্কে আলোচনা ----------------------পৃষ্ঠা নং-**৪৬৯**

(৭) গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়> ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত "আলিম" সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ---------------------------------পৃষ্ঠা নং-**৪৮০**

উলামাকেরামগণের মধ্যে উপরোক্ত সকল মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা পৃষ্ঠা নং------৩০৬ থেকে অরম্ভ ।

উলামাকেরামগণের মধ্যে উপরোক্ত সকল মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনাঃ

শিরোনাম:>>"মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর সমাধান পদ্ধতি" সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ উপরে আমি সর্ব প্রথম মতেবিরোধের কারণসমূহ, তারপর মতবিরোধের কারণসমূহের ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। নিম্নে আমি এখন উপরোক্ত ১০টি জটিল বিষয়গুলোর ইসলামি সঠিক সমাধানের পদ্ধতি বর্ণনা করব। জটিল বিষয়ের সমাধানের পদ্ধতি অংশে জটিল বিষয়ের ইসলমি সঠিক সমাধানের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ সহ পরবর্তী দুই যুগ মিলে মোট তিন যুগের তথা তিন শতব্দির মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো ব্যবহার বা প্রয়োগ করলে নির্দ্বিধায়, নিঃসন্দেহে জটিল বিষয়ের ইসলমি সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে । অন্যথায় মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের মধ্যে মতবিরোধ আরো প্রকট হবে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।
যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লার নাযিলকৃত পবিত্র কুরআন ও তাঁর রেখে যাওয়া হাদিস শরীফের উপর আমল করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেনঃ-
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عَنْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ - مُوَطَّا (3) - كِتَابُ الْقَدَرِ) "
অর্থঃ-হযরত মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিষচয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ, তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না"। আল-মুআত্তা, কদর তথা ভাগ্যলিপি অধ্যায়, হাদিস শরীফ নং-৩।
দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِى - الْمُسْتَدْرَكُ الْحَكِيْمُ (322) "
(অর্থঃহযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছিঃ এর (অবলম্বনের) পর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না"। আল-মুস্তাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৩২২।
কোন মুমিন-মুসলিম উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করে মানলে ও তদানুযায়ী আমলকরলে সে পথভ্রষ্ট হবেনা।
সমাধানের পদ্ধতি অংশে বর্নিত আলোচনাটি বারবার মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার ও উত্তমরূপে অনুধাবন করার এবং তিন যুগের মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহকে যে কোন জটিল বিষয়ের ইসলামি সঠিক সমাধানের দলীল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রহিল। যে কোন জটিল বিষয়ে সঠিক সমাধান দিতে কতগুলো নিয়ম, পদ্ধতি জানা লাগে। ঠিক তেমনিভাবে উলামাকেরামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ জটিল বিষয়ের সঠিক দিতে হলেও কতগুলো নিয়ম, পদ্ধতি জানা লাগবে। নিম্নে সে নিয়ম, পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল।

জটিল বিষয়ের সমাধান পদ্ধতিঃ
আমরা যখন বাংলাদেশে কোন জমি/জায়গা ক্রয় করতে চাই তখন সর্বপ্রথম উক্ত জমিকে খারিজ করে নেই (অন্য দেশে ভিন্ন নিয়ম থাকতে পারে)। খারিজ করা ব্যাতিত কোন জমিই ক্রয় করা যায়না । ক্রয় করা ব্যাতিত কোন জমিরই মালিক হওয়া যায়না । তাই কোন জমিকে খারিজ করতে হলে জমি বিক্রয়কারী/জমি ক্রয়কারীকে কতগুলো সরকারী নিয়ম কানুন মানতে হয় । সে নিয়ম কানুনগুলোর মধ্যে আমাদেরকে প্রথমে **CS (সি এস) পর্চাতে(দলিলে) জমির মালিকের নাম আছে কি না তা দেখতে হয় । পরে পর্যায়ক্রমে SA (এস এ) পর্চা, RS (আর এস)** পর্চা দেখতে হয়।

এ সবগুলোতে জমির মালিকের নাম পাওয়া গেলে তখনই উক্ত জমি খারিজ করার উপযোগী হয়। এখন জমি বিক্রয়কারী উক্ত জমি খারিজ করে উক্ত জমিতে নিজের নাম জারী করে নিলে সে উক্ত জমির মালিক হয়ে যায় । উক্ত খারিজকৃত জমি কেহ ক্রয় করলেই উক্ত জমি ক্রয়কারী উক্ত জমির মালিক হয়ে যাবে । ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে বর্নণা নেই এমন কোন ধর্মীয় সমস্যার বিষয়ে সমাধান দিতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার কিতাব তথা কোরআন শরীফ ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফের আইন-কানুন মেনে আমরা উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করতে পারি।

যেমন আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর যুগ এবং তাঁর সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাই'ন এর যুগকে(প্রথম শতাব্দীকে) বোধগম্যের জন্য বা বুঝে আসার জন্যে উদাহরণ হিসেবে **CS (সি এস) পর্চা, তাবেঈ'নদের যুগকে (দ্বিতীয় শতাব্দীকে) SA (এস এ) পর্চা,** তাবে-তবেই'নদের যুগকে(তৃতীয় শতাব্দীকে) RS (আর এস) পর্চা হিসেবে ধরে নিতে পারি। এ তিন যুগ বা তিন শতাব্দী উত্তম হওয়া সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم" (অর্থঃ-"আমার যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [প্রথম শতাব্দী],এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [দ্বিতীয় শতাব্দী], এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [তৃতীয় শতাব্দী] তার পর [চতুর্থ শতাব্দীতে] মিথ্যার প্রাদূর্ভাব হবে, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গ , মিথ্যা স্বাক্ষ্য ইত্যাদি আবির্ভাব হবে,সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ " **خَيْرُ أُمَّتِىْ الْقَرْنُ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ" أَوْ يَلُوْنِىْ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ" বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ" নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫০৯।**

আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরোক্ত বাণীর মাধ্যমে এ কথা নিশ্চিতভাবে উপলব্দি করতে পারলাম যে, উক্ত তিনশতাব্দীর তাবেঈ'ন-তাবে'তাবেঈ'ন মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের ব্যাপারে উত্তম লোক হওয়া সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজেই স্বাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁদের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে, সমস্যার সমাধানে ব্যবহার বা প্রয়োগ করার জন্য দলীল হিসেবে নির্দ্ধিদায়,নিঃসন্দেহে গ্রহনীয়।

এই সময়কার লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"(" ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণের আওতাধীন নহে । বরং " **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত তাবেঈ'ন-তাবে'তাবেঈ'ন মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ সমালোচনাবিহীন গ্রহণযোগ্য । কারণ, " **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষগণকে বিচার করার অধিকার **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের নেই ।এইরূপ অধিকারকে হঠকারিতা ও বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচারসহ অনধিকার চর্চা বলে ।অতএব, " **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(**খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষগণের (তাবেঈ'ন-তাবে'তাবেঈ'ন মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের) বর্ণিত হাসিসমূহ সম্পূর্ণই নির্ভরযোগ্য ।

"**خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর পরবর্তী **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** মুহাদ্দিস- উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে ,সমস্যার সমাধানে দলীল হিসেবে নির্ধিদ্বায়,নিঃসন্দেহে গ্রহনীয় হবে না বরং "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদ যাচাই-বাছাই তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষনের প্রয়োজন হবে। কারন, ""**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে তাঁদের অজান্তে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর বাণী নহে এমন মিথ্যা কথা-বার্তাও সংমিশ্রন হয়ে

যেতে পারে অথবা অনুপ্রবেশ হয়ে যেতে পারে মর্মে সন্দেহ আছে। তাঁদের ব্যাপারে উত্তম লোক হওয়া সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্বাক্ষ্য নেই ।

"عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" (" ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ঃ

সূচনাঃ রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়, জন্ম,-মৃত্যু তারিখ, দোষ-গুন, ন্যায়পরায়ণতা, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, নৈতিক ক্রটি, তাকওয়া, মেধাগত দূর্বলতা, হাদিস শরীফের সনদ-মতন (বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা ও হাদিস শরীফের ভাষ্য) সততা,বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও মেধাগত দৃঢ়তা, স্মরনশক্তি, বিবেকশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মতাদর্শ, মানসিক ও শারিরীক সুস্থতা ইত্যাদি সুক্ষনাতিসুক্ষ বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাবীর (বর্ণনাকারীর) কঠিন নিয়ম ও পদ্ধতি উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি সহীহ হাদিস শরীফ সংকলন করে হাদিস শরীফের কিতাবে তা গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়"। যে সমস্ত উলামাকেরামগন তাঁরা তাঁদের বক্তৃতা দেয়ার,ওয়াজ-নসিহত বর্ণনাকরার সময় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন বাণী মোবারক দলীল হিসেবে জনগনের সম্মুখে উপস্থাপন করেন তাদেরকে অবশ্যই "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে সম্যকভাবে জেনে নিতে হবে যে, জনগনের সম্মুখে তাঁর উপস্থাপিত হাদিস শরীফ খানা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী মোবারক কিনা । অন্যথায় তাঁর বক্তৃতা , ওয়াজ-নসিহত জনগনের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। তবে "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীতে লিখিত "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদিস শরীফ যাচাই-বাছাই অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)লিখিত"**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে পারতপক্ষে হাদিস শরীফ যাচাই-বাছাই করা যাবে না । কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত এমন কোন মুসলিম আলিম যদি পাওয়া যায় যিনি ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট কোন দল-উপদলভুক্ত নহেন বা কোন দল-উপদলের অনুসারীও নহেন বরং তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ একজন মুসলিম হয়ে থাকেন, তবে তাঁর **লিখিত** "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**"("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদিস শরীফ যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে । নিম্নে ক্রমিক **নং ১১ পর্যন্ত** লিখকের "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের এবং " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত গন্থ । সেই জন্যে নিম্নে **ক্রমিক নং ১১ পর্যন্ত** লিখকের "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা **"হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান"** শাস্ত্রগুলো " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হাদিস শাস্ত্রগুলোর যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য গ্রহণযোগ্য।

"عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে দেয়া হল।

ক্রমিক নং কিতাবের নাম রচয়িতার নাম ইনতিকাল তারিখ

১ আত তাবাকাতুল কুবরা মোহাম্মদ ইবনে ছা'দ ইনতিকাল ২৩০ হিজরী

২ কিতাবুত তাবাকাত আলী ইবনে মাদানী ইনতিকাল ২৩৪ হিজরী

৩ কিতাবুত তাবাকাত খলীফা ইবনে খাইয়াত ইনতিকাল ২৪০হিজরী

৪ তারীখে কবির ইমাম বুখারী ইনতিকাল ২৫৬হিজরী
৫ রুযাতুর ইতেবার ইমাম মসলিম ইনতিকাল ২৬১হিজরী
৬ কিতাবুত তারিখ ইবনে আবু খাইছমাহ ইনতিকাল ২৭৯ হিজরী
৭ কিতাবুত তারিখ ইবনে খুর রম হোছাইন ইবনে ইবনে ইদরীছ ইনতিকাল ৩০১ হিজরী
৮ আত তাময়ীজ ইমাম নাছাই ইনতিকাল ৩০৩ হিজরী
৯ কিতাবুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ইবনুল জারূদ ইনতিকাল ৩০৭ হিজরী
১০ কিতাবুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ইবনে আবু হাতিম রাজি ইনতিকাল ৩২৭ হিজরী
১১ কিতাবুল আওহাম ওয়াল ইহাম ইবনে হিব্বান বুস্তি ইনতিকাল ৩৫৪হিজরী
১২ আল ইরশাদ আবু ইয়ালা খলীলি ইনতিকাল ৪৪৬ হিজরী
১৩ ডমজানুল ই'তিদাল ইমাম জাহবী ইনতিকাল ৭৭৪ হিজরী
১৪ আত তাকমিল ফি মারিফাতিছ ছিকাত ওয়াদ দুআফা ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে কাছির ইনতিকাল ৭৭৪হিজরী
১৫ আত তাকমিলাহ ফি আসমায়িছ ছিকাত ওয়াদ দুআফা ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে কাছির ইনতিকাল ৭৪৮ হিজরী

১৬ তাবাকাতুল মুহাদ্দিছিন ইবনে মলাকেন ইনতিকাল ৮০৪ হিজরী
১৭ তাহজীবুল কালাম ইমাম মেজজী ইনতিকাল ৭৪২হিজরী
১৮ আল মুগনী কাহ মোহাম্মদ পাট্টনী সিন্ধী ইনতিকাল ৯৮৬ হিজরী

তিনশতাব্দীর পর চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী অন্তরবর্তীকালীণ সময়ে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ের " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত গন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীসমূহের বিরোধী না হলে সহীহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য । তবে চতুর্থ যুগের (অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর) মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে যদি এমন হাদিস শরীফ পাওয়া যার সনদ (অর্থাৎ হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীকে সনদ বলে) মুত্তাসিল (অর্থাৎ হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীর কোন এক জনের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক নাগাড়ে বহাল থেকে যাওয়ার অবস্থাকে মুত্তাসিল (অর্থাৎ ধারাবাহিক) বলে এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে কোন রচয়িতার কিতাব তথা গ্রন্থে প্রাপ্ত হাদিস শরীফ খানা যদি তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগনের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় অথবা হাদিস শরীফখানা যদি ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের হাদিস শরীফ গ্রহনের শর্তাবলী [ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রহনের শর্তাবলীঃ--
১.সনদে পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিকতা থাকা
২. রাবী বা বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বা নির্ভশীল হওয়া
৩. বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন তার সাক্ষাৎ লাভ হওয়া
৪. শায়খ বা শিক্ষকের নিকট দীর্ঘ সময় অবস্থান করা এবং ইমাম মুসলিমের হাদিস গ্রহনের শর্তাবলীঃ-------------
১. সনদে পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিকতা থাকা
২. রাবী বা বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বা নির্ভশীল হওয়া
৩. রাবীদের যুগ এক হওয়া
৪. রাবীগন ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া
৫.কোন নির্ভরশীল ব্যাক্তি তার চেয়ে উত্তম ব্যাক্তির বিপরীত হাদিস বর্ণনা ও হাদিসে কোন গোপন ত্রুটি না থাকা]) অনুসারে পাওয়া যায় তা হলে উক্ত হাদিস শরীফ খানা দলিল হিসেবে গ্রহনীয় হতে পারে। কারণ, ৩য় শতাব্দীর মধ্যেই সমস্ত হাদিস শরীফসমুহের লিপিবদ্ধের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

***প্রথম যুগের সময়কালঃ-** প্রথম যুগ বলতে এখানে আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর নুবুওতের প্রথম হতে হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফত লাভ(৯৯ হিজরী) পর্যন্ত মোট ১১২ বৎসর কালকেই বুঝানো হয়েছে। এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সাহাবা এবং প্রবীন

তাবেঈ'নদের যুগ। এ যুগের শেষ পর্যন্তই সাহাবাগন বেঁচেছিলেন। হজরত সাহল ইবনে সা'আদ (রাদিআল্লাহু আনহু) ৯১ হিজরীতে, হজরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) ৯৩ হিজরীতে এবং হজরত আবুত-তুফায়ল আমর ইবনে ওয়াসিলা (রাদিআল্লাহু আনহু) ১০০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

এ যুগে বা শতাব্দীতে নানাহ কারনে বিশেষকরে ইলমু দ্বীন তথা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার অথবা শিক্ষাদানের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর ইনতিকালের পর তাঁর সাহাবাকেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাই'ন এর কিছু অংশ মদীনা শরীফের বাহিরে মক্কা শরীফে-হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু সহ ২৬ জন, কুফায়- হজরত আলী মুরতাজা,আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ ২৩ জন, মদীনায় -আনাছ ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহুম সহ ৫১ জন, বসরায়- হজরত আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু সহ ৩৫ জন, শাম/শিরিয়ায়- হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু সহ ৩৪ জন, মিশরে- হজরত আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু সহ ১৬ জন, খোরাসানে-৬ জন এবং জাযিরায়-৩ জন স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং মদীনায় - হজরত আয়েশা,আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর,আবু হুরায়-মতামতরা রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে যান।

বর্ণিত জ্ঞানী সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম সহ অন্যান্য জ্ঞানী সাহাবীগনের প্রায় ১০(দশ) হাজার জনের এক বিরাট জামাআ'ত হাদিস শরীফের জ্ঞান অর্জন করাকে জরুরী মনে করে উহার শিক্ষাদান,প্রচার-প্রসার করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। কারন ইলমু হাদিস শরীফের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ব্যাতিত ইলমু দ্বীন তথা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করা মোটেই সম্ভব নহে। এ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে পূর্ণোদ্যমে হাদিস শরীফের শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত ছিল। প্রায় গুরুত্বপূর্ন সব জায়গায়ই মুসনাদ ও রিওয়ায়েত শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা করা হয়। এতে করে সনদ ও রিওয়ায়েতের ([131]) ক্রমধারা প্রবর্তিত হয়ে যায়। ইত্তিসালু সনদে(সনদের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীর হাদিস শরীফ বর্ণনা করার মাঝখানে বিচ্ছিন্ন না হওয়া) বর্ণিত হাদিস শরীফকে মুসনাদ বলে।

এর ফলে লোকজন যেখানেই কোন সাহাবার নাম শুনত সেখানেই তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর পবিত্র বাণী শুনার জন্য অথবা শরীয়তের কোন মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য চতুর্দিক থেকে আগমন করত। এমনিভাবে সাহাবাকেরামের (রাদিআল্লাহু আনহুম) শাগরিদ হিসেবে খ্যাত তাবেঈ'নদের রাদিআল্লাহু আনহুম অনেকগুলো দল ইসলামি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত শহরে সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম অথবা তাবেঈ'নদের (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) সমাগম অধিক ছিল সেটাই দারুল ইলম উপাধিতে ভূষিত হত।

এগুলোর মধ্যে মক্কা মুআজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, কুফা, বসরা এবং ইয়ামান বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য যে, সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম এর কুফা ও বসরাতে আগমনের ফলে উভয় শহরের সর্বত্র পত্রি কুরআন ও হাদিস শরীফের চর্চা এমনভাবে হতে লাগল যে, কুফা ও বসরার প্রতিটি ঘর হাদিস শরীফ শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেল।

হাদিস শরীফের শিক্ষাদাতা কতিপয় জ্ঞানী সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুম এর নামঃ

ক্রমিক নাম, ইনতিকাল তারিখ, হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ

১। হজরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু ৫৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫৩৬৪
২। হজরত আনাছ রাদিআল্লাহু আনহু ৯৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২২৩৬
৩। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু ৬৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৬০
৪। হজরত আর্ব্দুরঅহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ৭৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৩০
৫। হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৫৪০
৬। হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা ৫৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১২১০
৭। হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১১৭০
৮। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮৪৮
৯। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রাদিআল্লাহু আনহু ৬৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৭০০

([131]) **"আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফ যে সব শব্দ দিয়ে বলেছেন উহার হ্রাস-বৃদ্ধি না করে হুবহু বর্ণনার নাম হচ্ছে রিওয়ায়েত"**

১০। হজরত আলী মোরতাজা রাদিআল্লাহু আনহু ৪০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৮৬
১১। হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু ২৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৩৯
১২। উম্মুল মু'মিনীন হজরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা ৫৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৭৮
১৩। হজরত আবু আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৬০
১৪। হজরত বারা ইবনে আজেব রাদিআল্লাহু আনহু ৭২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩০৫
১৫। হজরত আবু জর গেফারী রাদিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরী,হাদিস শরীফের সংখ্যা-২৮১
১৬। হজরত ছা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ রাদিআল্লাহু আনহু ৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১৫
১৭। হজরত ছাহল আনছারী(জুন্দুব ইবনে কায়ছ রাদিআল্লাহু আনহু ৯১ হিজর,হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৮৮
১৮। হজরত উবাদা ইবনে ছামেত আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৮১
১৯ । হজরত আবুদ্দারদা রাদিআল্লাহু আনহু ৩২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭৯
২০। হজরত আবু কাতাদাহ আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭০
২১। হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু ২১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৪
২২। হজরত বোরাইদা ইবনে হাছিব রাদিআল্লাহু আনহু ৬৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৬৪
২৩। হজরত মোআজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু ১৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৭৫
২৪। হজরত আবু আইয়ুব আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৫২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৫০
২৫। হজরত ওছমান গনী রাদিআল্লাহু আনহু ৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৪৬
২৬। হজরত জাবের ইবনে ছামুরাহ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৪৬
২৭। হজরত আবু বকর ছিদ্দিকরাদিআল্লাহু আনহু ১৩ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৪২
২৮। হজরত মুগীরা ইবনে শো'অবা রাদিআল্লাহু আনহু ৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৩৬
২৯। হজরত আবু বাকরাহ রাদিআল্লাহু আনহু ৫২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৩০
৩০। হজরত ইমরান ইবনে হোছাইন রাদিআল্লাহু আনহু ৫২ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৩০
৩১। হজরত মুআবিয়া ইবনে আব সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু ৬০ হিজরী ১৩০
৩২। হজরত ওছামাহ ইবনে জায়দ রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১২৮
৩৩। হজরত ছাওবান রাদিআল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১২৭
৩৪। হজরত নো'মান ইবনে বশীর রাদিআল্লাহু আনহু ৬৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১২৪
৩৫। হজরত ছামুরা ইবনে জুন্দুব রাদিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরী ১২৩
৩৬। হজরত আবু মাছউদ আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৪০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১০২
৩৭। হজরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালীরাদিআল্লাহু আনহু ৫১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১০০
৩৮। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাদিআল্লাহু আনহু ৮৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৯৫
৩৯। হজরত জায়দ ইবনে ছাবেত আনছারী রাদিআল্লাহু আনহু ৪৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৯২
৪০। হজরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৯০
৪১। হজরত জায়দ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু ৬৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৯০
৪২। হজরত জায়দ ইবনে খালেদ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৮১
৪৩। হজরত কা'ব ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু ৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮০
৪৪। হজরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৮
৪৫। হজরত ছালমা ইবনে আকওয়া রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৭
৪৬। হজরত আবু রাফে' রাদিআল্লাহু আনহু ৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৮
৪৭। হজরত আওফ ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু ৭৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬৬
৪৮। হজরত আদীয় ইবনে হাতেম তায়ী রাদিআল্লাহু আনহু ৬৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৬
৪৯। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি আওফা রাদিআল্লাহু আনহু হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৫
৫০। উম্মুল মুমিনীন হজরত উম্মে হাবীবাহ রাদিআল্লাহু আনহা ৪৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬৫
৫১। হজরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু ৩৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬৪
৫২। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিআল্লাহু আনহু ৩৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬২

৫৩। উম্মুল মুমিনীন হজরত হাফছা রাদিআল্লাহু আনহা ৪৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬৪
৫৪। হজরত জোবইর ইবনে মোতয়েম রাদিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৬০
৫৫। হজরত শাদ্দাদ ইবনে আওছ রাদিআল্লাহু আনহু ৬০হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৬০
৫৬। হজরত অছমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৬
৫৭। হজরত ওয়াছেলা ইবনে আছকা রাদিআল্লাহু আনহু ৮৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৬
৫৮। হজরত ওকবাহ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু আনহু ৬০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৫৫
৫৯। হজরত ওমর ইবনে ওতবাহ রাদিআল্লাহু আনহু হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৮
৬০। হজরত কা'ব ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু ৫৫ হিজরী ৪৬
৬১। উম্মুল মুমিনীন হজরত মাইমুনাহ রাদিআল্লাহু আনহা ৫১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৬
৬২। হজরত ফাজালা ইবনে উবায়দ আছলামী রাদিআল্লাহু আনহু ৫৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৬
৬৩। হজরত উম্মে হানী(হজরত আলীর ভগ্নি) রাদিআল্লাহু আনহা ৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৬
৬৪। হজরত আবু জোহাইফা রাদিআল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৫
৬৫। হজরত বেলাল মোয়াজ্জেনে রাসুল(রাঃ) রাদিআল্লাহু আনহু ১৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৪
৬৬। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিআল্লাহু আনহু ৫৭ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৩
৬৭। হজরত মিকদাদ ইবনে আছওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহু ৩৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৩
৬৮। হজরত উম্মে আতীয়াহ আনছারীরাদিআল্লাহু আনহু হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪১
৬৯। হাকিম ইবনে হেজাম ৫৪ হিজরী ৪০
৭০। হজরত ছালমা ইবনে হানীফ রাদিআল্লাহু আনহু হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪০

মোট ২৪০৭৫

আরো কিছু সাহাবী ছিলেন যারা নানাহ ব্যস্ততার কারনে অথবা দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করার কারনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞানার্জন করতে সূযোগ পাননি । এমন ধরনের সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর ইনতিকালের পর মদীনা শরীফে প্রায় ৩০০০০(ত্রিশ হাজার) এবং মক্কা শরীফে ৩০০০০(ত্রিশ হাজার) ছিলেন।

প্রথম শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহঃ

প্রথম শতাব্দীতে হাদিস শরীফের "তাদবীন" (হাদিস শরীফসমূহ বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত না করে যখন যে হাদিস শরীফ পেতেন তা তাৎক্ষণিকভাবে লিখে নেয়ার কাজ হচ্ছে "তাদবীন") এর কাজ শুরু হয় স্বনাম খ্যাত তাবেয়ী' ইবনে শিহাব জোহরী এর সহীফা লিপিবদ্ধের মাধ্যমে, আর দ্বিতীয় শতাব্দীতে "তাসনীফ"(বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয় অনুসারে অধ্যায়, উপ-অধ্যায়ে সাজাইবার ব্যাবস্থার নাম হচ্ছে "তাছনীফ") এর কাজ শুরু হয় ইবনে জোরাইজ এর মাধ্যমে। হজরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র বশীর ইবনে নাহীক এর সহীফা, হজরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইনতিকাল-১৩০ হিজরী) এর "সহীফায়ে হাম্মাম"- এতে ১৩৮ টি হাদিস শরীফ রয়েছে (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "সহীফায়ে হাম্মাম"টি তাঁর মুসনাদে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন) , হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র সালমান ইবনে কায়স রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর "সহীফায়ে জাবের"। ইমাম শা'বী এবং ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সালমানের নিকট থেকে উহা ছবক হিসেবে পড়েছিলেন। বর্ণিত সহীফাগুলো এবং এরকম আরো অনেক সহীফা ছিল যা পরবর্তীকালে তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন তাঁদের লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থসমূহে পুরাপুরি লিপি বদ্ধ করে নিয়েছেন।

*****দ্বিতীয় যুগের সময়কালঃ**- এ যুগ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ১৩ হিজরী হতে তৃতীয় শতাব্দীর সূচনার কিছু সময় বেশী সহ ৩১২ হিজরী পর্যন্ত। এ যুগ তাবেয়ীন, তাবে'-তবেয়ীনদের যুগ । হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকেই পঞ্চম খলিফাতুর রাশিদ হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (ইনতিকাল ১০১ হিজরী)ব্যাপকভাবে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করার জন্য মদীনার শাসন কর্তা আবু বকর ইবনে হাজম (ইনতিকাল ১১৭ হিজরী) এবং ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান কেন্দ্রে

ওলামা ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি এক আদেশ জারি করেন ।এ আদেশের ফলে দেশে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করার এক বিরাট সাড়া পড়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগনের অন্তর্ভুক্ত মুহাদ্দিস-আলেমগন হাদিস সংগ্রহ ও লিখার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েন ।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমহূঃ

ক্রমিক, কিতাব বা গ্রন্থের নাম সংকলকের নাম বা রচয়িতার নাম, ইনতিকালের তারিখ
১ ।কিতাবুছ ছুনান, ইমাম মকহুল শামী (ইনতিকালৃঃ১১৬হিঃ
২ । কিতাবল ফারায়েজ, আবু হিশাম মুগীরা ইবনে মাকছাম ইনতিকালৃঃ ১৬৩হিঃ
৩ ।কিতাবুছ ছুনান, ইমাম আব্দুল মালিক ইবনে জুরাইজ ইনতিকালৃঃ ১৫০ হিজরী
৪ । কিতাবুছ ছুনান, সাইদ ইবনে আবি আরূবা ইনতিকালৃঃ ১৫৭ হিজরী
৫ । কিতাবুছ ছুনান, ইবনে আবি জে'বইনতিকালৃঃ ১৫৯ হিজরী
৬ । কিতাবুছ ছুনান, ইমাম আওজায়ী ইনতিকালৃঃ ১৫৯ হিজরী
৭ । কিতাবুল জামিউল কবির, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
৮ । কিতাবুল জামিউছ ছগীর, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
৯ । কিতাবুছ ছুনান, জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফী ইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
১০ । কিতাবুজ জোহদ, জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফীইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
১১ । কিতাবুল মানাকিব, জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফীইনতিকালৃঃ ১৬১ হিজরী
১২ । কিতাবুছ ছুনান, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালেমা ইনতিকালৃঃ ১৬৫হিজরী
১৩ । কিতাবুল মাগাজী, আব্দুল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাজম ইনতিকালঃ ১৭৬ হিজরী
১৪ । কিতাবুছ ছুনান, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ইনতিকালৃঃ ১৮১ হিজরী
১৫ । কিতাবুজ জোহদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ইনতিকালৃঃ ১৮১ হিজরী
১৬ । কিতাবুল বিররে ওয়াছছেলাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ইনতিকালৃঃ ১৮১ হিজরী ১৭ । কিতাবুছ ছুনান, আবু ছাঈদ ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে জায়েদা ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজর
১৮ । কিতাবুছ ছুনান, হুশাইম ইবনে বশীর ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
১৯ । কিতাবুত তাহারাত, ইমাম ইসমাইল ইবনে উলাইয়া ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২০ । কিতাবছ ছালাত, ইমাম ইসমাইল ইবনে উলাইয়া ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২১ । কিতাবুল মানাছিক, ইমাম ইসমাইল ইবনে উলাইয়া ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২২ । কিতাবুছ ছুনান, ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২৩ । কিতাবুল মাগাজী, ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম ইনতিকালৃঃ ১৮৩ হিজরী
২৪ । কিতাবুছ ছুনান, মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৫ । কিতাবুজ জোহদ, মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৬ । কিতাবুছ ছিয়াম, মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৭ । কিতাবুদ দো'আ, মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গোজওয়ান ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
২৮ । কিতাবুছ ছুনান, ইমাম ওয়াকি ইবনে জাররাহ ইনতিকালৃঃ ১৯৭ হিজরী
২৯ । কিতাবুছ ছুনান, ইমাম আবু মোহাম্মদ ইসহাক আজরাক ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
৩০ । কিতাবুল মানাছিক, ইমাম আবু মোহাম্মদ ইসহাক আজরাক ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
৩১ । কিতাবুল কেরা'আত, ইমাম আবু মোহাম্মদ ইসহাক আজরাক ইনতিকালৃঃ ১৯৫ হিজরী
৩২ । কিতাবুল খারাজ, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আদম ইনতিকালৃঃ ২০৩হিজরী
৩৩ । কিতাবুল ফারায়েজ, ইমাম ইবনে ইয়াজিদ হারূন ইনতিকালৃঃ ২০৬ হিজরী
৩৪ । কিতাবুছ ছুনান, .ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনেহুমাম ছন'আনী ইনতিকালৃঃ ২১১ হিজরী ৩৫ । কিতাবুল মাগাজী, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনেহুমাম ছন'আনী ইনতিকালৃঃ ২১১ হিজরী

৩৬। আল জামে’, ইমাম মা’মার ইবনে রাশেদ ইনতিকালঃ ১৫১ হিজরী
৩৭। কিতাবুল মাগাজী, আবু মা’শার নজীহ হিন্দী ইনতিকালঃ ১৭০ হিজরী
৩৮। কিতাবুল জম্মুল মালাহি, ইবনে আবিদ্দুনয়া ইনতিকালঃ ১৮০ হিজরী
৩৯। মোআত্তা, ইমাম মালিক ইনতিকালঃ ১৭৯ হিজরী
৪০। কিতাবুল, খারাজ ইমাম আবু ইউসুফ ইনতিকালঃ ১৮২ হিজরী
৪১। মোআত্তা, ইমাম মোহাম্মদ ইনতিকালঃ ১৮২ হিজরী
৪২। মোআত্তা কবীর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব ইনতিকালঃ ১৮৯ হিজরী
৪৩। আহওয়ালুল কিয়ামাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব ইনতিকালঃ ১৮৯ হিজরী
৪৪। আল মুসনাদ, ইমাম শাফিয়ী ইনতিকালঃ২০৪ হিজরী
৪৫। কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফিয়ী ইনতিকালঃ ২০৪ হিজরী
৪৬। আল মুসনাদ,... ইমাম আহমদ ইবহোম্বল ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এ সকল হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থের অধিকাংশ আজ না পাওয়া গেলেও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

উপরে বর্ণিত এ সকল হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থের অধিকাংশ আজ না পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় শতাব্দিতে লিখিত নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের ষোলটি (১৬টি) কিতাব বা গ্রন্থ বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। যেমন-

১. কিতাবুল আছার লি আবিহানিফা অথবা **মুসনাদু-** ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি ।

২. মোআত্তা- ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩-১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি

৩.কিতাবুল যুহদ -আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮১ হিজরী

৪. জামে’ সুফিয়ান সাওরী-জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-০০০ হিজরী ।

৫. মুয়াত্তা - ইমাম মুহাম্মদ (মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী), জন্ম-১৩২ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮৯ হিজরী ।

৬. মুসনাদু - আবু দাউদ তায়ালাসী, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী ।

৭.মুছান্নাফু - আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৮. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ’নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি ।

৯.মুসনাদু- ইমাম শাফিয়ী ও **১০.** তাঁর ফিকহী **(اَلْفِقْهِى)** পদ্ধতিতে লিখিত **“কিতাবুল উম্মি”** , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০-২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন ।

১১. মুসনাদুল হুমাইদি-প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আল যুবাইর আল করশি, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫৮-২১৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২০৬২ টি,

১২. মুসান্নাফু - লাইছ ইবনু সায়াদ, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৫ হিজরী

১৩. মুসান্নাফু - সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৯৮ হিজরী

১৪. মুসনাদু- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন।

১৫..সুনানু দারেমি- প্রণেতার নাম-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি।)

১৬.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ- প্রণেতার নাম-ইয়াকুব বিন ইসহাক আসফারাঈ, জন্ম-ইনতিকালঃ ০০-৩১২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫১ টি।) অরো কিছু হাদিস শরীফের সংকলিত ও লিখিত কিতাবসমূহ রয়েছে। তবে, সেগুলোর অস্তিত্ব খুবই কম।

প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের তাবেইন এবং তাবে'-তাবেঈ'নদের নামের তালিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

হাদিস শরীফ শিক্ষা করন,হেফজ করন এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাবেইন এবং তাবে'-তাবেঈ'নদের আগ্রহ ও তৎপরতার অন্ত ছিলনা। এ দুই যুগে হাদিস শরীফ অনুযায়ী আমলকরন বরাবর অব্যাহত থাকে এবং শিক্ষা করন, হেফজ করন, শিক্ষাদান ও লিখন বহুগুণে বেড়ে যায়। সাহাবীদের উৎসাহদানের ফলে তাবেয়ীনদের মধ্যে এবং তাবেঈ'নদের উৎসাহদানের ফলে তাবে'-তাবেঈ'নদের মধ্যে এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যে, তাদের এক এক জন এক একটি হাদিস শরীফের জন্য তৎকালীন হাদিস শরীফের কেন্দ্র ▓ মদীনা শরীফ, মক্কা শরীফ, বসরা, শাম(সিরিয়া) ও মিশর ঘুরে বেড়ান। ৬৬২ থেকে ৬৬৪ পৃষ্ঠায় কতিপয় শিক্ষাদাতা তাবেঈ'ন এবং তাবে'-তাবেঈ'নদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং নিম্নেও উল্লেখ করা হল যাঁদের নিকট হতে হাদিস শরীফ শিক্ষা করাকে বরকত ও গৌরবের ব্যাপার মনে করা হত।

মদীনা শরীফেঃ
তাবেঈ'নদের নামঃ
ক্রমিক নাম (ইনতিকাল তারিখঃ
১। হজরত সাইদ ইবনুল মোছায়্যিব(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী।
২। হজরত ওরওয়া ইবনু জুবায়ের(রাদিআল্লাহু আনহু) ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী।
৩। হযরত আবু বকর ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম মাখযুমী(রাদিআল্লাহু আনহু) ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী।
৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আতবাহ ইবনু মাসউদ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৯৮ হিজরী।
৫। হজরত আবু বোরদা ইবনে আবু মূছা আশ্‌আরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী।
৬। হজরত আবি ইবনে জে'ব(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী।
৭। হযরত সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমর(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ১০৬ হিজরী।
৮। হজরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ ইবন আবু বকর সিদ্দিক(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১০৬ হিজরী।
৯। হজরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাছ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১০৭ হিজরী।
১০। হযরত সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ১০৭ হিজরী।
১১। হজরত নাফে' মাওলা ইবনে ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১১৭ হিজরী।
১২। হজরত মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব জোহরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১২৪ হিজরী।
১৩। হযরত ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইবনু আলী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ১১৪ হিজরী।
১৪। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১২৭ হিজরী।
১৫। হজরত আবুল যিনাদ অব্দুল্লাহ বিন যাকওয়ান(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৩১ হিজরী।
১৬। হযরত রাবিয়া' ইবনু আবি আব্দুর রহমান(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ১৩৬ হিজরী।
১৭। হজরত জায়দ ইবনু আসলাম(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৩৬ হিজরী।
১৮। হজরত হেশাম ইবনে ওরওয়া(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৪৬ হিজরী।

তাবে'-তাবেঈ'ন'দের নামঃ
১৯। হযরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৭৯ হিজরী।ফিকহ মালিকীর স্বনামধন্য ইমাম।

মক্কা শরীফেঃ **তাবেঈ'নদের নামঃ**
১। হজরত মুজাহিদ ইবনে জাবার(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১০৭ হিজরী।

২। হযরত আকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ১০৭ হিজরী।
৩। হজরত আতা ইবনে রাবাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৪ হিজরী।
৪। হজরত আমর ইবনে দীনার(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৬ হিজরী।
৫। হযরত আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম যানজী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ১২৮ হিজরী।
৬। হজরত ইবনে জোরাইজ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৬০ হিজরী।

কুফায়ঃ

তাবেঈ'নদের নামঃ

১। হযরত আলকুমা ইবনু কায়েস নখয়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৬২ হিজরী।
২। হযরত মাসরূক ইবনুল আজদা(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৬৩ হিজরী।
৩। হযরত আমর ইবনুল শারজীল(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৬৪ হিজরী।
৪। হযরত শুরিহ ইবনুল হারিস আল-কিন্দী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৭৮ হিজরী।
৫। হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৮৩ হিজরী।
৬। হযরত উবায়দা ইবনু আমর সালমানী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৯২ হিজরী।
৭। হযরত আসওয়াদ ইবনু ইয়যীদ নখয়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকালঃ ৯৫ হিজরী।
৮। হজরত ইবরাহিম নাখায়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯৫ হিজরী।
৯। হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়র(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯৫ হিজরী।
১০। হজরত আমের শা'বী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৩ হিজরী।
১১। হজরত ইসহাক ছাবিয়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১১৭ হিজরী।

তাবে'-তাবেঈ'ন'দের নামঃ

১২। হজরত আ'মাশ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৪৮ হিজরী।
১৩। হযরত নু'মান ইবনু সাবিত পরিচিত নাম **ইমাম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), জন্মঃ ৮০ হিজরী ইনতিকাল: ১৫০ হিজরী। ফিকহ হানাফীর স্বনামধন্য ইমাম।
১৩। হজরত মেছআর ইবনে কোদাম (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫৫ হিজরী।
১৪। হজরত জায়েদা ইবনে কাদামাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৬১ হিজরী।
১৫। হজরত ইমাম সুফিয়ান ছাওরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৬১ হিজরী।
১৬। হজরত সুফিযান ইবনে উয়ায়নাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৯৮ হিজরী।

বছরায়ঃ

তাবেঈ'নদের নামঃ

১। হযরত আবুল আলিয়া রফী ইবনু মাহরান(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯০ হিজরী।
২। হযরত আবুশ শা'শা জাবির ইবনু ঈয়াযিদ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ৯৩ হিজরী।
৩। হজরত অবু ওছমান নাহদী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০০ হিজরী।
৪। হযরত হাসান ইবনু আবিল হাসান বসরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১০ হিজরী।
৫। হজরত কাতাদা ইবনে দাআমা(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৫ হিজরী।
৬। হযরত মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৩১ হিজরী।

তাবে'-তাবেঈ'ন'দের নামঃ

৭। হজরত আইয়ুব ছিখতেয়ানী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫৪ হিজরী।
৮। হজরত হেশাম দস্তওয়াইহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৫৪ হিজরী।
৯। হজরত সাঈদ ইবনে আবি অরূবাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫৬ হিজরী।
১০। হজরত ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৬০ হিজরী।
১১। হজরত ইবনে আওন (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫০ হিজরী।

সিরিয়ায়ঃ

তাবেঈ'নদের নামঃ

১। হযরত আব্দুর রহমান ইবনু গনম (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৭৮ হিজরী।
২। হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৮০ হিজরী।
৩। কুবাইয়া ইবনু যবীব (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৮১ হিজরী।
৪। হযরত উমর ইবনু আব্দুল আযীয(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০১ হিজরী।
তিনি উমাইয়া রাজবংশের অষ্টম খলীফা।
৫। হযরত রেজা ইবনু হুবুয়াহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১২ হিজরী।
৬। হযরত মাকহুল ইবনু আবি মুসলিম(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৩ হিজরী।

মিশরেঃ

তাবেঈ'নদের নামঃ

১। হযরত আবুল খায়ের মুরশিদ ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯০ হিজরী।
২। হযরত ইয়াযীদ ইবনু আবি হাবীব (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৮ হিজরী। **ইয়ামানেঃ**

তাবেঈ'নদের নামঃ

১। হযরত তাউস ইবনু কায়সান (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৬ হিজরী।
২। হযরত ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৪ হিজরী।
৩। হযরত ইয়াহইয়া ইবনু কাসির (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৯ হিজরী।

*****তৃতীয় যুগের সময়কালঃ-** তৃতীয় শতাব্দীর ৩১২ হিজরী থেকে চতুর্থ শতাব্দীর ৪১৩ পর্যন্ত সময়কালকে তৃতীয় যুগ বলা হয়ে থাকে।এ যুগে হাদিস শরীফের শিক্ষাদান ও হেফজ করন এবং ঐ মোতাবেক আমল করনের ধারা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে ও লিখনের কাজ আরো জোরদার হয়ে উঠে। এ যুগকে হাদিস শরীফের স্বর্ন যুগ বলা হয়ে থাকে। কারন, তৃতীয় যুগের পূর্বযুগে (অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীতে) ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাদিস শরীফ সংগ্রহ ও লিখনের কাজ সূচনা করেন (যেমন ইমাম মালিক ১৭২০ টি হাদিস শরীফের স্থান দিয়ে "মোআত্তা" নামে একটি হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাকরার সহ ৪০ হাজার তাকরার বাদে ২৭৬৪৭ খানা হাদিস শরীফ সম্বলিত "মুসনাদ" নামে একটি বিশাল আকারের হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ রচনা করেন) আর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ তৃতীয় যুগে(তৃতীয় শতাব্দীতে) তাঁদের হাদিস শরীফের কিতাবে তথা গ্রন্থে চুড়ান্ত রূপ দান করেন। এ যুগেই "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদ বিচার দ্বারা সহীহ হাদিস শরীফকে তথাকথিত গায়র সহীহ হাদিস হতে চুড়ান্তরূপে যাছাই-বাছাই,পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।
আর একটি কথা প্রনিধান যোগ্য যে,এ যুগের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত) যে সমস্ত মহাদ্দিস-উলামাকেরামগন হাদিস শরীফ সংকলন করে তাঁদের হাদিস শরীফের কিতাবে তথা গ্রন্থে লিখেছেন তাদের অনেকেই যেখানে যে বিষয়ে একটি হাদিস শরীফ তথা হাদিসে রাসুল লিখেছেন সেখানে সে বিষয়ে যদি সাহাবা ও তাবেইন'দের কোন আছার থেকে থাকে তাও উহার পাশে লিখে রেখেছেন ("সাহাবা ও তাবেইন'দের কথা বা বাণীকে " الْأَثَارِ" ("আছার বলে")। ইমাম মালিক তাঁর "মোআত্তা'য় এ রূপই করেছেন। এতে একটি উপকার এ হয়েছে যে, সাহাবা ও তাবেঈ'নদের আছার মাহফুজ তথা রক্ষিত হয়ে গেছে। যদ্দারা (অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেইন'দের আছার দ্বারা) হাদিস শরীফ তথা হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা যায়। সাহাবা ও তাবেঈ'নদের আছার প্রকৃতপক্ষে হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই ব্যাখ্যা। আবার কেহ কেহ আছারকে পৃথকভাবেও সংকলন করেছেন। যেমন-ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। তাঁদের "كِتَابُ الْأَثَارِ" ("কিতাবুল আছার") এ ধরনেরই দুটি সংকলন। সাহাবা কেরামগনের বাণী বা আছার হচ্ছে হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা আর হাদিস শরীফ হচ্ছে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা।

তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমহূঃ

(১) সহীহ বোখারী

প্রণেতাঃ-মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী,জন্ম-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ হিজরী,জুমআ'র নামাজের পর

সমরকন্দ(রাশিয়া),ইনতিকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ হিজরী ঈদুল ফিতরের রাতে, শনিবার, ঈদুল ফিতরের দিন যোহর নামাজের পর খরতঙ্গ নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। এতে হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫ টি, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০ টি।

শিক্ষা জীবন শুরুঃ শিক্ষার শুরুতেই .....বয়সে প্রথমেই সমস্ত প্রচলিত কিতাব এবং বুখারার মাশায়েখদের কিতাবসমূহ মুখস্ত করে ফেলেন। তারপর বিদ্যা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর শুরু।

মক্কা শরীফেঃ- ষোল বছর বয়সেই তিনি হাদিস শরীফ এবং অন্যান্য বিদ্যা অর্জনের জন্য হিজায তথা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং হজ্ব শেষে জ্ঞান অনেষনের জন্য মক্কা মুয়াজজামায় থেকে যান। সেখানকার আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবনে মহাম্মদ আযরাকী, ইমাম হুমাইদী, হাসান ইবনে বসরী, খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া ও আবু আব্দুর রহমান মকরী রাদিআল্লাহুম নামে প্রমুখ মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

মদীনা শরীফেঃ- আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যা অর্জনের জন্য মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানকার আব্দুল উয়াইসী, আইয়ুব ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল ও ইসমাঈল ইবনে আবী উয়াইস রামিহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

বসরাঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য মদীনা শরীফ থেকে বসরায়-মতামত গমন করেন। সেখানে তিনি আব আসেম আন নাবীল,মহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, বদল ইবনুল মুহাব্বার, হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, আব্দুর রহমান ইবনে ইবনে আশশু'য়াইসী, মহাম্মদ ইবনে আর'আরা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাজা গুদানী ও উমার ইবনে আসেম কিলাবী রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

কুফায়ঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য বসরা থেকে কুফায় গমন করেন। উবায়দুরøাহ ইবনে মসা, আবু নু'য়াইম ফযল ইবনে দুকাইন, আহমাদ ইবনে ইয়া'কুব, ইসমাঈল ইবনে আবান, তলক ইবনে গান্নাম, আল হাসান ইবনে রাবী, খালেদ ইবনে মাখলাদ, সা'ঈদ ইবনে হাফস, আমর ইবনে হাফস, ফরওয়া, কাবীসা ইবনে আকাবা, আবু গাসসান ও খালেদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

বাগদাদঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য কুফা থেকে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মাদ ইবনে সাবিক, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে তাব্বা ও সাওরাইজ ইবনে নু'মান রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

শাম(সিরিয়াঃ)- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য বগদাদ থেকে শাম(সিরিয়া) গমন করেন। সেখানে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ফিরইয়াবী, আবু নসর ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম, আদম ইবনে আবী ইয়াস, আবুল ইয়ামান আলহাকাম ইবনে নাফি', আলী ইবনে আইয়াশ ও বিশর ইবনে শু'আইব রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

মিশরঃ-এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য বগদাদ থেকে মিশর গমন করেন। উসমান ইবনে সালেহ, সা'ঈদ ইবনে আবী মারইয়াম,আব্দুল্লাড় সালিহ, আহমাদ ইবনে সালিহ, আহমাদ ইবনে শাবীব, আসবাগ ইবনুল ফারাজ, সা'ঈদ ইবনে ঈসা, সা'ঈদ কাসীর, ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বুকাইর, আহমাদ ইবনে ইশকাব ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

মার্ভেঃ- আলী ইবনে হাসান ইবনে শাকীক, আব্দান ও মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

বলখেঃ-মাক্কী ইবনে ইবরাহিম, ইয়াহইয়া ইবনে বিশর, মুহাম্মাদ ইবনে আবান, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা ও কুতাইবা রাদিআল্লাহুমা নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

হেরাতেঃ- আহমাদ ইবনে আবিল ওয়ালীদ হানাফীর রাদিআল্লাহু নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

নিশাপুরঃ-ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, বিশর ইবনুল হাকাম,ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী রাদিআল্লাহুম নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

মোটকথা, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রায় সবগুলো ইসলামি দেশ ভ্রমন করেছেন এবং এক হাজার আশিজন মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

(২) সহীহ মুসলিম
প্রণেতাঃ-আবুল হুসাইন আসাকিরুদ্দিন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী(রাশিয়া),জন্ম-২০২/২০৪/২০৬ হিজরী, ইনতিকাল-২৬১ হিজরী রবিবারে, সোমবারে নিশাপুরের বাইরে নাসিরাবাদে তাকে সমাহিত করা হয়।
হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫ টি, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০ টি
শিক্ষা জীবন শুরুঃ
ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিদ্যা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম তাঁর নিজ শহরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন। তারপর অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে বিদ্যা অর্জনের জন্যবিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমন করেন।
খোরাসানেঃ- ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া
ইরাকেঃ- আহমদ ইবনে হাম্বল ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নাবী হিজাযেঃ-সা'ঈদ ইবনে মানসুর ও আবু মুসআব

মিশরেঃ- হারমালঅ ইবনে ইয়াহইয়া ও আবু গসসান
নিশাপুরেঃ-ইমাম বুখারী রাদিআল্লাহুমাল্লাহু আলাইহিম নামে উপরের সকল প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
(৩) সহীহ নাসাই
প্রণেতাঃ-আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআ'ইব খোরাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রাশিয়া) জন্ম-২১৫ হিজরী,ইনতিকাল-৩০৩ হিজরী, ১৩ ই সফর, সোমবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মাঝে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৪৮২ টি।
(৪) সহীহ আবু দাউদ
প্রণেতাঃ-সুলাইমান ইবনে আশআ'স আযদী সিজিস্তানী (বসরা নগরী) ,জন্ম-২০২ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৫ হিজরী, ১৫ ই শাওয়াল । তিনি ইমাম নাসাইয়ের উস্তাদ ছিলেন।
হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৮০০ টি ।
তাঁর শিক্ষকগণের নামঃ- ১. ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বল-(১৬৪/২৪১ টি)
(৫) সহীহ তিরমিজি
প্রণেতাঃ- মুহাম্মদ ইবনে ইসা তিরমিজি,(রাশিয়া)জন্ম-২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৯ হিজরী, ১৩ ই রজব.সোমবার, তিরমিযেই সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৮১২ টি।
(৬) সহীহ ইবনে মাজাহ
প্রণেতাঃ- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবিনী,(রাশিয়া) জন্ম-২২ শে রমজান, ২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়সে,হিজরী,২১ রমযানু.সোমবার, ২২ শে রমযান,মঙ্গলবার সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৩৩৮/৪৩৪১ টি।
(৭.) আবু দাউদ তয়ালাসি, প্রণেতার নাম-সুলাইমান বিন দাউদ আল জারুদ,জন্ম-ইনতিকালঃ ২০২- ১৩৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২৮৯০ টি।
(৮.)মুসনাদে আবি ইয়ালা, প্রণেতার নাম-আবু ইয়া'লা আহমাদ বিন আলি বিন আল মুসান্না আততামিমী, জন্ম-ইনতিকালঃ ২১০-৩০৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫৫ টি।
(৯.) সহীহ ইবনে খুজাইমা, প্রণেতার নাম-মুহাম্মদ ইবনু খুজাইমা বিন মুগিরা বিন সালেহ বিন বাকির, জন্ম-ইনতিকালঃ ২২৩-৩১১ ,হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩২৭৮ টি।
(১০.)ইবনে হিববান, মুহামমাদ বিন হিববান বিন আহমাদ বিন হিববান, জন্ম-ইনতিকালঃ২৭০-৩০৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫০৩ টি ।৭৫০৩।
(১১.)দারকুতনী, আলি ইবনে ওমর আদদারকুতনী, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩০৬-৩৮৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৮৩৬ টি।
(১২.) আল মুসতাদরাকু , মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মহাম্মাদ বি হামদুয়া বিন নাঈম বিন হাকাম দব্বি তুহমানি, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩২১-৪০৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮৯৮৩ টি।,

উপরে বর্ণিত -. " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " হাদিস শরীফ খানার অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির প্রতি শতাব্দিতে ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নাম্বার অনুসারে সজ্জিত লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো মুসলিম মানুষের জন্য সর্বযুগে সর্বকালের সব সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দ্ধিদায়,নি:সংকোচে দলীল-প্রমান হিসেবে ব্যবহার যোগ্য এবং ব্যবহার করতে হবে।

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের প্রথম তিন উত্তম শতাব্দির মধ্যে লিখিত সব হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের অনুসরণীয় নীতিমালা।

(ক) সর্বপ্রথম সব বিষয়েই হিজরী প্রথম শতাব্দির, তারপর দি¦তীয় শতাব্দির ও তারপর তৃতীয় শতাব্দির লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো, তারপর এরকমভাবে পর্যায়ক্রমে উপরে ক্রমিক নাম্বার অনুসারে সজ্জিত লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থের অনুসরনের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ না করে হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেটি আগে লিখা হয়েছে সেটি প্রথম অনুসরণ করতে হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তীগুলো একটির পর একটি করে অনুসরণ করতে হবে।

(খ) সর্ব প্রথম সব বিষয়েই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এবং সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নিকটতম যামানার আরবদেশসমূহের যে সব জ্ঞানী-গুণী তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন মনীষীবৃন্দ হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন তাদের কিতাব বা গ্রন্থ অনুসরণ করতে হবে।

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দিতে লিখিত নিম্নে বর্ণিত নাম সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহঃ

১. মুসনাদে- ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি/৯১৫টি।

২. মোআত্তায়ে -ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩- ১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি।

৩. মুছান্নাফে- আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৪. মুছান্নাফে- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি।

৫. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (أَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুল উম্মি" , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০-২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন।

৭. মুসনাদুল হুমাইদি- ইমাম আবুবকর আব্দুল্লাহ ইবনুজজুবাইর আলকুরশী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫৮-২১৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ১৩৩৪ টি, তিনি ইমাম বুখারীর ইস্তাদ।

৮. মুসনাদে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি(বর্তমানে ২৭৬৪৭টি হাদিস শরীফ বিদ্যমান আছে), তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন (ইনতিকাল বিবেচনায় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক ধরা যেতে পারে)।

৯. সুননে দারেমি- প্রণেতার নাম-অব্দল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি(ইনতিকাল বিবেচনায় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক ধরা যেতে পারে)।

(রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) যা বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

(গ) কোন অবস্থাতেই ". " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " এ লিখিত হাদিস শরীফের কোন গ্রন্থকে একটির উপর অন্যটিকে প্রধান্য দেয়া যাবে না।

কারণ,(" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ") خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী বা শতাব্দীর " মধ্যে লিখিত সব হাদিস শরীফ গ্রন্থই সহীহ তথা বিশুদ্ধ ।তবে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতেই হবে। প্রথমত: প্রথম হিজরী,পরে দ্বিতীয় হিজরী,পরে তৃতীয় হিজরী ,এভাবে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, এইরূপে প্রথম আরব দেশসমূহের হাদিস শরীফ সংকলনকারীদের হাদিস শরীফসমূহের গ্রন্থসমূহ,পরে আরব দেশের বাহিরের হাদিস শরীফসমূহের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে ।

(ঘ) তারপর পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা অনুসরনে পরবর্তীতে আরবদেশ সমূহের বাইরের যে সব মনীষীবৃন্দ তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন তাদের কিতাব বা গ্রন্থ অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের আরো কতগুলো কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম দেয়া হল।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থগুলো ছাড়াও নিম্নে দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের আরো কতগুলো কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম দেয়া হল । দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম পর্যায়ক্রমে- (১)

আসাদ ইবনে মুছা মারওয়ানীর লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২১২)।
(২) ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফার হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২১২)।
(৩) আবু উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লামের হাদিস শরীফের কিতাব-" কিতাবুল আমওয়াল" (ইনতিকাল-২২৪)।
(৪) আবু জা'ফর ইবনে ছাব্বাহর হাদিস শরীফের কিতাব "ছুনান"(ইনতিকাল-২২৭)।
(৫) নোইম ইবনে হাম্মাদ খোজায়ীর হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২২৮)।
(৬) মুছাদ্দাদ ইবনে মছারহাদের হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২২৮)।
(৭) ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনের হাদিস শরীফের কিতাব ,তাঁর সংগ্রহে ১২ লক্ষ হাদিস শরীফ ছিল (ইনতিকাল-২৩৩)।

তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নামঃ

(১) সহীহ বোখারী
প্রণেতাঃ-মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী,জন্ম-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ হিজরী,জুমআ'র নামাজের পর সমরকন্দ(রাশিয়া),ইনতিকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ হিজরী ঈদুল ফিতরের রাতে, শনিবার, ঈদুল ফিতরের দিন যোহর নামাজের পর খরতঙ্গ নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। এতে হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০।
(২) সহীহ মুসলিম
প্রণেতাঃ-আবুল হুসাইন আসাকিরুদ্দিন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী(রাশিয়া),জন্ম-২০২/২০৪/২০৬ হিজরী, ইনতিকাল-২৬১ হিজরী রবিবারে, সোমবারে নিশাপুরের বাইরে নাসিরাবাদে তাকে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০ ।
(৩) সহীহ নাসাই
প্রণেতাঃ-আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শু'আইব খোরাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রাশিয়া) জন্ম-২১৫ হিজরী,ইনতিকাল-৩০৩ হিজরী, ১৩ ই সফর, সোমবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মাঝে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৪৮২।
(৪) সহীহ আবু দাউদ
প্রণেতাঃ-সুলাইমান ইবনে আশআ'স আযদী সিজিস্তানী (বসরা নগরী) ,জন্ম-২০২ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৫ হিজরী, ১৫ ই শাওয়াল । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৮০০।
(৫) সহীহ তিরমিজি
প্রণেতাঃ- মুহাম্মদ ইবনে ইসা তিরমিজি,(রাশিয়া)জন্ম-২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৯ হিজরী, ১৩ ই রজব.সোমবার, তিরমিযেই সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৮১২।
(৬) সহীহ ইবনে মাজাহঃ
প্রণেতাঃ- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবিনী,(রাশিয়া) জন্ম-২২ শে রমজান, ২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়সে,হিজরী,২১ রমযানু.সোমবার, ২২ শে রমযান,মঙ্গলবার সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৩৩৮/৪৩৪১।
(৭) আবু দাউদ তয়ালাসি, প্রণেতার নাম-সুলাইমান বিন দাউদ আল জারুদ, জন্ম-ইনতিকালঃ ২০২- ২৩৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২৮৯০।
(৮)মুসনাদে আবি ইয়ালা, প্রণেতার নাম-আবু ইয়া'লা আহমাদ বিন আলি বিন আল মুসান্না আততামিমী, জন্ম-ইনতিকালঃ ২১০-৩০৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫৫।
(৯) সহীহ ইবনে খুজাইমা, প্রণেতার নাম-মুহাম্মদ ইবনু খুজাইমা বিন মুগিরা বিন সালেহ বিন বাকির, জন্ম-ইনতিকালঃ ২২৩-৩১১ ,হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩২৭৮।
(১০)ইবনে হিববান, মুহামমাদ বিন হিববান বিন আহমাদ বিন হিববান, জন্ম-ইনতিকালঃ ২৭০-৩০৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫০৩।।
(১১)দারকুতনী, আলি ইবনে ওমর আদদারকুতনী, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩০৬-৩৮৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৮৩৬।
(১২) আল মুসতাদরাকু , মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মহাম্মাদ বি হামদুয়া বিন নাঈম বিন হাকাম দব্বি তুহমানি, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩২১-৪০৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮৯৮৩।

উপরে বর্ণিত তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থগুলো ছাড়াও নিম্নে তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের আরো কতগুলো কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম পর্যায়ক্রমে---

(১) আলী 'ইবনুল মাদীনী' (ইনতিকাল-২৩৪)। ইমাম বুখারী তাঁর বুখারী শরীফ তথা 'আল জামেউছছহীহ' সমালোচনার উদ্দেশ্যে আলী 'ইবনুল মাদীনী কে দেখাইয়াছেন।
(২) ছাইদ ইবনে মানছুর(ইনতিকাল-২৩৫), হাদিস শরীফে তাঁর 'মোছান্নাফ' রয়েছে।
(৩)ইমাম ইছহাক ইবনে রাহওয়াই (ইনতিকাল-২৩৮), হাদিস শরীফে তাঁর 'মোছনাদ' রয়েছে। তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন।
(৪)আবদে ইবনে হুমাইদ (ইনতিকাল-২৪৯), হাদিস শরীফে মোছনাদে কবীর নামে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে।
(৫)আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে বাশশার বছরী (ইনতিকাল-২৫২), হাদিস শরীফে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে।
(৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান(ইনতিকাল-২৫৫), হাদিস শরীফে তাঁর 'মোছনাদ' রয়েছে।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- উপরোক্ত শতাব্দীগুলোতে মুসনাদে আবদে ইবনে হোমাইদ, বায়হাকি, তবরানী, তাহাভী, মাআ'নীল আছার নামে হাসি শরীফৈর কিতাব বা গ্রন্থসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত আরো ৫০টিরও বেশী হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থ রয়েছে। ঐগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ক্রমিক নাম্বার অনুসারে পরে দেয়া হবে।

(اَلْبِدْعَةُ-আল-বিদআ'তু)

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>>(১ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ
بِدْعَةٌ (বিদআ'তু) তথা ("ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোগকৃত বা সংযোজিত কিছুঃ (১৩২)

" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে ভূমিকাঃ

সূচনাঃ " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটি ইসলাম ধর্মে তথা ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةِ**") তথা ইসলামি আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কারণ, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) বিষয়টি ইসলামি শরীয়তে আইনগত দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাছাড়া, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটি আরবি ভাষা বা আরবি অভিধানের একটি শব্দ হওয়ায় শাব্দিক দিক দিয়েও এর বিশেষ মূল্যায়ন রয়েছে। সেই দৃষ্টি কোন থেকে আমি এখানে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির দুটি দিকেরই বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা। একটি এর "শাব্দিক" দিক অপরটি এর "শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত" দিক। ইসলামি শরীয়তে এর আইনগত দিকই মূখ্য উদ্দেশ্য। কারণ**,** " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ প্রয়োগে ব্যর্থ হলে ইসলাম ধর্মে তথা ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةِ**") তথা ইসলামি আইনে নতুন আইনের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং মানবীয় আইনের সাথে ঐশ্বরিক আইনের সংমিশ্রণ ঘটে যাবে। ইসলাম ধর্মে তথা ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةِ**") তথা ইসলামি আইনে নতুন আইনের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে এবং মানবীয় আইনের সাথে ঐশ্বরিক আইনের সংমিশ্রণ থেকে হেফাজত তথা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) তথা নতুন **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"কে** হারাম করা হয়েছে। যাহোক, আমি এখানে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থের পাশাপাশি এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করব। এই " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির সঠিক অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হলে মুসলিম সমাজে জ্ঞানী-গুণী ও সাধারন মুসলমানের মধ্যে **اَلتَّنَازُعُ** তথা মতবিরোধ দেখা দিবে। এর ফলে মুসলিম উম্মার ঐক্য বিনষ্ট হয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে অনৈক্য ও অশান্তির সূত্রপাত ঘটবে।এমনকি " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ না জেনে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারের উপর কোন মুসলিমকে আমল করতে দেখেই নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারের উপর আমল বর্জনকারী মুসলিম মানুষটি আমলকারী মুসলিমের আমলকে হারাম মনে করে বর্জনযোগ্য " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) বলে তবে সে নিজে কাফির হয়ে যাবে। সে জন্যেই ফতওয়া-রায়-মতামত দানকারী মুসলিম মানুষকে ফতওয়া-রায়-মতামত দেওয়ার পূর্বেই " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ ও " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শাব্দিক অর্থ জেনে নিতে হবে।

এখানে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থটিই মূখ্য উদ্দেশ্য বিধায় সর্বপ্রথম আমি " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির আইনগত অর্থটি ব্যাখ্যা করব যাতে করে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থটি মুসলিম মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতপর আমি এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করব। এটা এ জন্য যে**,** " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলে এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝতে অতি সহজ হবে এবং " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ এবং অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে কোন ভুল হবে না। এর ফলে, উভয় অর্থকে

---

(১৩২) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

স্বস্ব-অবস্থায় স্বস্ব-স্থানে যথাযথ প্রয়োগ করতেও ভুল হবে না। "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) এর সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা লাভ করার পূর্বে আমি "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

"**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ বুঝানোর জন্য আমি এখানে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুটি পবিত্র হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করেছি।

১ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْرِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(٤٦)+ عَنِ العرباض ـ مسند أحمد، (١٧٤١٩) + ابو داود، (٤٦٠٧) + إِبْنُ حِبَّانِ (٥) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ ٢١١٤)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! তোমরা (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে সংযোজিত বিষয়সমূহ। (ইসলাম ধর্মে) (**كُلُّ مُحْدَثَةٍ**(প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বিষয়ই (আইনই)বিদআত আর সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ "**) **" (ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"**হচ্ছে ভ্রষ্টতা, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭+ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১১৪ ।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٢٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦+ إِبْنُ حِبَّانِ (١٤)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন নতুন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ, মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত)) সংযোজন করে যা উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪। [133]

উপরে প্রথম হাদিস শরীফ খানাতে বর্ণিত "**بِدْعَةُ**" **(বিদআ'তুন)** শব্দটির হাদিস শরীফ ভিত্তিক শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থটিই যে হাদিস শরীফের চাহিদা এবং আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উদ্দেশ্যও যে তাই সে বিষয়টিই আমি এখানে প্রথমে তুলে ধরব,পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক

---

[133] ("**مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ**" এই হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "**أَمْرٌ**" শব্দটির অর্থ এখানে "ধর্ম বা শরীয়ত" করা হয়েছে। এটা এই জন্য যে, যেমন হাদিস শরীফে এসেছে----------------------------

" عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُوْلُ: قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : لاَ يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ، حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢١٣٩٦)"

বর্তমান এই হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "**أَمْرٌ**" শব্দটির অর্থ এখানে "ধর্ম বা শরীয়ত"। নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে "**أَمْرٌ**" শব্দটিকে "**دِيْنٌ**" শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--------

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّيْنُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (21399)

বর্তমান এই হাদিস শরীফখানাতে "ধর্ম" শব্দটিকে "**دِيْنٌ**" শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে ।অতএব, হাদিস শরীফে ব্যবহৃত "**أَمْرٌ**" এবং "**دِيْنٌ**" শব্দদ্বয় একই অর্থ প্রকাশক শব্দ।

অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

এটা এই জন্য যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধসমূহের জন্য রচিত শব্দাবলীর সবগুলোর আইনগত দিকই উদ্দেশ্য, শাব্দিক দিক উদ্দেশ্য নহে। ইসলাম মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম। মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। যে ইসলাম গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বলা হয়। এ মুসলিম জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ন করেছেন। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শ্বাসত বাণীর অমূল্য ব্যাখ্যা।

মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম হচ্ছে মুসলিম জাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবন ব্যবস্থার পরিচিত নাম হচ্ছ " **شَرِيْعَةٌ" (শরীয়ত) তথা "আইন"** । মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় সৃষ্টি ও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায়ই ইসলামি শরীয়ত (**اَلشَّرِيْعَةٌ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইন পরিপূর্ণ হয়েছে। এতে কোন অপূর্ণতা বা ত্রুটি নেই। কাজেই, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (১৩৪)(বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১৩৫) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন-

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস , ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন **২.** আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি **৩.** আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি ইত্যাদি। **৪.** আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি **৫.** শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া **৬.** পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা **২.**জন্মবার্ষিকী পালন করা **৩.**কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা **৪.** ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, **৫.** মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, **৬.** ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা **৭.** কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো **৮.** কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত করা **১০.** আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা **১১.** ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, **১২.** শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিবাগত **১৫** শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি এবং এ সদৃশ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন

---

(১৩৪) "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দের অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ (বিস্তারিত অর্থ ৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

(ক) "নতুনত্ব,নতুন কাজ, নতুন বস্ত, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার" । অরবী-বাংলা অভিধান, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আজহারী, ড:মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। উপরোক্ত বাংলা অর্থগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Newness(নিউনেস),Novelty(নভেলটি),**(খ)"নতুন প্রবর্তিত প্রথা, কাজ ও বিষয়"** এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে (Innovation-ইননোবেশন),**(গ)পূর্ব দৃষ্টান্তবিহীন,নজিরবিহীন,অভূতপূর্ব, কাজ, বিষয় ও ব্যাপার"** এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে (Unprecedented-আনপ্রেসিডেন্টেড) ইত্যাদি (সকল ইংরেজি আভিধান)।

(১৩৫) যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---

"وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ أَلْأَيَةُ (٨)

(অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮)

ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোই হচ্ছে শাব্দিক **"بِدْعَةٌ"** এবং **"بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) **শব্দের অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন** নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়। এ গুলোর উপর আমল করা **যায়িজ ও মুবাহ**।
এইসব নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে **"ফরজ বা হারাম"** বলে ঘোষণা দিয়ে নতুন আইন তৈরী করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোতে কোন নতুন ফরজ বা হারাম যোগ করাই হচ্ছে বর্জনীয় আইনি **"بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) । কারণ, এইসব নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে **"ফরজ বা হারাম"** বলার কোন প্রয়োজন নাই বা কারো কোন অধিকারও নেই।

যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ --------------------
"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسلام دِيْنًا" -" ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (٠٣)
অর্থঃ-"আমি (আল্লাহু তাআ'লা) আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন তথা ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়া'মতকে পূরা করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম" সুরা আল মায়িদা, আয়াত নং-০৩।
উপরোক্ত আয়াতে কারিমা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়ত পরিপূর্ণ। এতে আইন-কানুন হ্রাস-বৃদ্ধির সূযোগ ও অধিকার কোন মুসলিম মানুষের নেই। **"ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়ত"** এ তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হল।

ইসলামঃ ইসলাম মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনূগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। অন্য কথায়, এ মহাবিশ্বটি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহান সৃষ্টি। তাঁর এ সৃষ্টির মধ্যে মানুষ জাতিই শ্রেষ্ঠ। এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতি যাতে এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। এ জীবন ব্যবস্থার পরিচিতি নাম হচ্ছে **ইসলাম**।
ধর্মঃ মানব জাতির প্রথম মানুষ আমাদের আদি পিতা ও নবী আলাইহিমুস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামা পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক প্রদত্ত এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস, নিয়ম, আইন-কানুন ও বিষয়কে (যেমন-আল্লাহ, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোযখ ও আখিরাত বিশ্বাস করা ইত্যাদি এ সকল বিষয় মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত সকল ধর্ম ও শরীয়তে এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল ছিল ও আছে) **ধর্ম** বলে।
শরীয়তঃ মুসলিম জাতিকে সুশৃঙ্খলার সাথে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কতগুলো অপরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধ দিয়েছেন। যেমন-আল্লাহ, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোযখ ও আখিরাত বিশ্বাস করা ইত্যাদি এ সকল বিষয় মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত সকল ধর্ম ও শরীয়তে এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল ছিল ও আছে। আবার কতগুলো পরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধও দিয়েছেন। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া ইত্যাদি এ সকল বিষয় মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত সকল ধর্ম ও শরীয়তে এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল ছিল না বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত বিভিন্ন ধর্ম ও শরীয়তে পরিবর্তনশীল ছিল। এ বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে **শরীয়ত।** শরীয়ত অর্থ পথ ও পন্থা। ইসলাম ধর্মে এ পথ ও পন্থা হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রাপ্তির অথবা মহান আল্লাহ তাআ'লার পরিচয় লাভের পথ ও পন্থা।
উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের **("ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়তের")** অন্তর্ভুক্ত সব আইন-কানুন ও বিষয়সমূহ মানা, কার্যকর করা, পালন করা এবং সম্পাদন করা মুসলিম মানুষের উপর ফরজ ও আবশ্যিক দায়িত্ব।ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়তে উল্লেখ নেই ([136]) এমন সব নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তুগুলোকে **"মুবাহ ও জায়িয"** হিসেবে আমল করতে হবে। এ সব

(১৩৬) ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়তে উল্লেখ নেই >>((মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত (১) ঐচ্ছিক বিষয়" (২) তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে]** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার

বিষয়গুলোকে **"হারাম-ফরজ"** বলে বলে আইনে পরিণত করা শিরক, হারাম ও বর্জনীয় আইনগত বিদআ'ত। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ইসলামি শরীয়ত তথা আইন **(ফরজ-হারামগুলো)** স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

(২) যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আরো বলেনঃ---

"وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ" ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ الْأَيَةُ (١١٩)

অর্থঃ-আর তিনি (মহান আল্লাহ তাআ'লা) তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন", সুরা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯।

(৩) যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আরো বলেনঃ---

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ الْأَيَةُ (١٥١)

অর্থঃ-"আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন", সুরা আল আনআম, আয়াত নং-১৫১)।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন--

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ : " إِنَّ اَلْحَلاَ لَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ " ـ سُنَنُ النَّسَائِي(٤٤٥٣) + أَبُو دَاوُد (٣٣٢٩) + بُخَارِي (٢٠٥١)+ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٦٥٣)

অর্থঃ-হযরত শা'বী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নু'মান বিন বাশিরকে (রাদিআল্লাহু আনহু) শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট ও নিশ্চয়ই হারাম সুস্পষ্ট। সুনানুন নাসাই, নং-৪৪৫৩+ আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৯+ আম্মার বিন ইয়াসির থেকে মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ , হাদিস শরীফ নং-১৬৫৩, একটু পবির্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৫১।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারামগুলোর সংখ্যা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলো বর্ণনা করে ইসলামি শরীয়তের বাউন্ডারী বা সীমানা টেনে দিয়েছেন যাতে করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর তাঁরই প্রদত্ত সীমাকে মুসলিম জাতির কোন মানুষ ভেদ করতে না পারে। অর্থাৎ মুসলিম জাতির কোন মানুষ যাতে করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলোর চেয়ে একটি ফরজ-হারাম হ্রাস-বৃদ্ধি করতে না পারে।

তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামার আদেশকৃত বিষয়টি, নিষেধকৃত বিষয়টি এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফঃ " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআতিন দলালাতুন)** (অর্থঃ-সকল বিদআত (" **بِدْعَةٌ**") তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা)>>বাক্যটিতে ব্যবহৃত " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) বিষয়টি নির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত না হলে, ছোট-বড়, মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিল) সকল মুসলিম সাধারন মানুষ-আলিম মানুষের নিকট ফরজ , হারাম

ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে)< "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" **(الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত। "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" **(الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ২৭৯ প্রষ্ঠা দেখুন ।

[১] যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় "** বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে **" আইন বহির্ভূত "** বিষয়ও বলে।

[২] **যে সব বিষয়ে** মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত"** বিষয়ও বলে।

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়"** **(الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৭৯ এ দেখুন ।

ও " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) বিষয়টির অস্তিত্ব সর্বযুগে সর্বকালে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আসন্ন ছোট-বড় , মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিলের)নিকট কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন ব্যাতিরকেই দিবালোকের ন্যয় স্পষ্ট না হলে, ফরজ,হারাম **ও** " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন)বিষয়টি অন্যের উপস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একা অথবা সম্মিলিতভাবে বা যৌথভাবে পালন করা,সম্পাদন করা ও বাস্তবে কার্যকর করা অসম্ভব এবং ঘৃন্যজনক, লজ্জাস্কর ও অশালীণ বিবেচিত না হলে **"ফরজ , হারাম ও** " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) বিষয়টির প্রকৃতি , আকার, রূপরেখা ও কাঠামো সর্বযুগে, সর্বকালে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আসন্ন ছোট-বড়,মর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিলের) নিকট অপরিবর্তনশীল না হলে বা অপরিবর্তনশীল না থাকলে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) তথা হারাম" ভেবে বা **"হারাম"** মনে করে কোন নতুন বিষয়, কোন নতুন ব্যাপার, নতুন কাজ ও বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে মুসলিম উলামাকেরামগণ দ্বিমত থাকলে, যে কোন নতুন বিষয়কেই যে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা বর্জনযোগ্য **"হারাম বা** " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) বলেছেন এ বিষয়ের উপর সর্বযুগের সর্বকালে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আসন্ন ছোট-বড়, মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিল) সকল স্তরের মুসলিম মানুষের নিকট বিশেষভাবে মুসলিম উলামাকেরাম গণের সম্মিলিত ঐক্যমত না থকলে বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হলে, উক্ত হারাম বা বিদআ'ত বিষয়টি দূর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়ার কারণে "হারাম বা " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) বিষয়টির প্রকৃতি, আকার, রূপরেখা ও কাঠামো নির্ণয়ের এবং "হারাম বা " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) বিষয়টির সংজ্ঞা ও পরিচিতি প্রদানের উপর মুসলিম উলামকেরাগণের দ্বিমত থাকলে ও সামান্যতম মতপার্থক্য থাকলে ও মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি, নতুন ব্যাপারটি, নতুন কাজ ও বস্তুটি ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত "হারাম বা " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"**(১৩৭)নহে বরং উহা **মানব স্বীকৃত** " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা অভিধানভিত্তিক শাব্দিক "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)। কাজেই, উক্ত মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি থেকে বিরত থাকা অথবা উক্ত মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি **"হারাম বা"** " **بِدْعَةٌ**" **(বিদআ'তুন) তথা "(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** হিসেবে বর্জন করা **ফরজ** নহে বরং মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি **"শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়"** হিসেবে গণ্য।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় ("শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়") তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে (যেমন-মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

"وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ "ـ سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ الْأَيَةُ (٨)

অর্থঃ -এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং **-৮)** অনুসারে
[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।
[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদি।
[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন **২.** আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, **৩.** আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, **৪.** আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি **৫.** শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া **৬.** পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

---

(১৩৭) সং যোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা **২.** জন্মবার্ষিকী পালন করা, **৩.**কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা **৫.** মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা **৬.** ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, **৭.**কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো **৮.** কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা **৯.**জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা **১০.** আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা **১১.**ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা **১২.**শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিবাগত **১৫** শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করেনিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম যে কোন নতুন ব্যাপার, বিষয়, কাজ ও বস্তুকে গ্রহণ করার, পালন করার, মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক **"ফরজ বলা বা ফরজ শব্দ প্রয়োগ করা এবং বর্জন করার জন্য হারাম বলা বা হারাম শব্দ প্রয়োগ করাই"** হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক **ফরজ-হারামগুলোতে** (আদেশ-নিষেধগুলোতে) অসংখ্য ফরজ বা হারাম বৃদ্ধি করা। অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোর চেয়ে একটি ফরজ-হারামের হ্রাস-বৃদ্ধিই হচ্ছে বর্জনীয় আইনি " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন)তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৩৮) ।

আর এরকম ফরজ-হারামের হ্রাস-বৃদ্ধিই হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঙ্ঘন করা যা ইসলামি শরীয়তে হারাম।

এ কারনেই পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত **ফরজ-হারামগুলোকে** স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য, ইসলাম ধর্মের তথা ইসলামি শরীয়তের আইন রচনায় বা শরীয়ত প্রবর্তনে মুসলিম জাতির যে কোন স্তরের মানুষের অনাধিকার চর্চা বা অনাধিকার হস্তক্ষেপ বন্ধের জন্য, যে কোন মুসলিম মানুষের যে কোন মাতব্বরী ঠেকানোর জন্য এবং ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة)**") তথা ইসলামি আইনে "(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু" তথা " **بِدْعَةٌ**" বিদআ'তুন) প্রচলন বা " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) অনুপ্রবেশ রোধ কল্পেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা গুরুত্বপূর্ণ দুখানা হাদিস শরীফ বলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ দুখানা নিম্নে দেয়া গেল।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْر فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(٤٦)+ عَنِ العرباض - مسند أحمد، (١٧٤١٩) + ابو داود، (٤٦٠٧) + إِبْنُ حِبَّانِ (٥)"ا+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ (٢١١٤)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ সাবধান! তোমরা (ইসলাম ধর্মে) আইন হিসেবে নতুন সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে সংযোজিত বিষয়সমূহ। (ইসলাম ধর্মে) **(كُلُّ مُحْدَثَةٍ)** প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বিষয়ই (আইনই)বিদআত, সকল বিদআত (" **بِدْعَةٌ**") তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** ভ্রষ্টতা, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭+ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫ +মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১১৪ ।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦) "

---

(১৩৮) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) নতুন সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।)

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে কোন মুসলিম মানুষ কর্তক ফরজ-হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে নতুন আইন তৈরী করার মানসিকতার মানে হচ্ছে যে, তার মতে ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনে অপূর্ণতা বা ত্রুটি আছে। তার এরূপ মানসিকতা পবিত্র কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী।

আয়াত খানা এই---

" ***مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ " ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ الْأَيَةُ (٣٨)***

অর্থঃ-"আমি(আল্লাহ)কুরআনে কোন কিছুই বর্ণনা করতে ত্রুটি করিনি" সুরা আল আনআম, আয়াত নং-৩৮)।

তার এরূপ মানসিকতা উপরে বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী হওয়ায় তার এরূপ খেয়াল থাকা বা এরূপ চিন্তা মনে উদয় হওয়া হীন মানসিকতারই পরিচায়ক এবং কুফুরী ও মুনাফিকির নিদর্শন।

কারণ, যা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের জন্য কল্যাণকর মহান আল্লাহ তা পবিত্র কুরআনে ফরজ করেছেন ও অনেক বিষয়েই **ফরজ-হারাম** বলা থেকে চুপ বা নীরবও রয়েছেন এবং যা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের জন্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর তা মহান অল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কুরআনের শ্বাশ্বত বাণীর ব্যাখ্যা হাদিস শরীফে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বর্ণনাই পবিত্র কুরআন শরীফে বলে দিয়েছেন।

যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেনঃ---

"***وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْئٍ " سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ الْأَيَةُ (٨٩)***

(অর্থঃ- [হে হাবিব] আমি আপনার উপর এমন কিতাব তথা পবিত্র কুরআন অবতীর্ন করেছি যাতে সব কিছুর বর্ণনা আছে, সুরা নহল, আয়াত নং-৮৯।

এ আয়াতে কারিমা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি-নির্ধারনী বিবরণ পবিত্র কুরআনে আছে। প্রয়োজনীয় জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সব কিছুই নির্ধারণ করতে হবে।

অতএব, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে যা ফরজ-হারাম করেন নি ও ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন তা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের জন্য **কল্যাণকর, জায়িয ও মুবাহ** এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে মুসলিম মানুষ কর্তৃক **ফরজ-হারাম** বলে ঘোষণা দিয়ে নতুন আইন তৈরী করাই হচ্ছে কুফুরী এবং মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণের **লক্ষণ ও নিদর্শন** অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা বর্তমান কালের "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমদের ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণের **লক্ষণ ও নিদর্শন**। কারণ, সে শরীয়ত প্রবর্তনে ও ইসলামি আইন রচনায় (ফরজ-হারাম ঘোষণায়) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করেছে(অংশীদারিত্ব করেছে)। এটা তার অধিকার নাই। যে শরীয়ত প্রবর্তনে ও ইসলামি আইন রচনায় **(ফরজ-হারাম ঘোষণায়)** মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করে (অংশীদারিত্ব করে) আল্লাহ তাআ'লা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---------------------

"***اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ' وَ مَأْوَاهُ النَّارُ" ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (٢٧)***

অর্থঃ- যে ব্যাক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে তবে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে দোযখ, আয়াত নং-৭২, সুরা আল মায়িদাহ।

অতএব,

(ক) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম ঘোষণা করেন নি এবং ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ রয়েছেন মুসলিম মাত্রেই তাকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরূপ যে কোন প্রশ্ন না করে চুপ থাকাই তার জন্য নিরাপদ ও কল্যাণকর। কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা যেমন মানুষের জন্য **কল্যাণকর** ঠিক তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তাআ'লা যা কিছু হারাম ঘোষণা না করে চুপ থেকে আইনবহির্ভূত ও ঐচ্ছিক এবং অবাধ ও মুক্ত রেখেছেন তাও মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য **কল্যাণকর**।
মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতি যাতে এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। এ জীবন ব্যবস্থার পরিচিতি নাম হচ্ছে ইসলাম। এ জীবন ব্যবস্থাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে শরীয়ত।

(খ) ইসলামি শরীয়তের (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّةَ**") তথা ইসলামি আইনের বিধি-নিষেধের বহির্ভূত মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (যেমন-মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ **(৮) أَلْأَيَةُ ـ سُوْرَةُ النَّحْلِ** " " **وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ** (অর্থঃ-এবং তিনি (আল্লাহ) এমন[নতুন] কিছু সৃষ্টি করবে ন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং-৮।
মুসলিম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো হচ্ছে **"শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়"**। শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় এ জন্য বলা হয় যে, এতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ নাই। এই শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় নিয়েই মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে (**الْفُرْقَة** তথা) বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়কে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত মহা অনূগ্রহ ও বড় নিয়ামত হিসেবে মনে করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে উহার উপর অনবরত আমল করে যাচ্ছে।
এই জন্য **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে জান্নাতী দল বলা হয়েছে। কারণ, তারা কোন নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো তথা **শরীয়ত সমর্থিত, শরীয়তের বিধি-নিষেধ বহির্ভূত** বিষয়গুলোকে **ফরজ-হারাম** বলে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোতে আরো অসংখ্য **ফরজ- হারাম** বৃদ্ধি করতে চায় না। এই একটি বেহেস্তী বড় দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে **الْفُرْقَة** তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হচ্ছে হারাম এবং দোযখী হওয়ার লক্ষণ ও নিদর্শন। কারণ, এই একটি বেহেস্তী দলকেই তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে হাদিস শরীফে " **الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত)নামে দল বলা হয়েছে। বর্তমানে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দলটিই **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একটি দল হিসেবে পরিচিত।

আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةِ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** ("আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত")নামে দলটির এবং এই দলটির অসূসারীদের বিরোধী বা অপমানকারী মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্তনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ কর্তৃক সৃষ্ট ৭২ (বায়াত্তুর) দল -উপদল কোন অবস্থাতেই এই বেহেস্তী বড় দলটিকে **"الْجَمَاعَةُ"** "(আল-জামাআ'ত)নামে দলটিকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** ("আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত") নামে দলটিকে কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেনঃ---

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ(مَنْصُوْرِيْنَ، سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه) عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ(بُخَارِي، وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ - عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)"- سُنَنُ أَبِي داوُدُ - (٤٢٥٢)+ سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه -(٣٩٥٢) + سُنَنُ التِّرْمِذِي - (٢٢٢٩) + مُسْلِمٌ - (١٩٢٠) + بُخَارِيٌ - (٧٣١١)

(অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ- "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না", সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত **مَنْ خَالَفَهُمْ** পরিবর্তে **مَنْ يَخْذُلُهُمْ ,** সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২ + সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৫২ + তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ + মূসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২০ + মুগিরা বিন শু'বা থেকে বর্ণিত,বুখারী শরীফ (**وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ** > "তারা বিজয়ী" শব্দ টুকু অতিরিক্ত আছে), হাদিস শরীফ নং-৭৩১১।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র এই বেহেস্তী বড় দলটিকে> **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---------------

"إِتَّبِعُوْا سَوَادَ الْأَعْظَمَ"

(অর্থঃ-"তোমরা মহান দলের অর্থাৎ বড় দলের অনুসরণ কর")।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই নির্দেশটি অমান্যকরা স্পষ্ট দোযখে যাওয়ারই নামান্তর। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** (আরযালুল কুরুনি)তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন কর্তৃক বা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সৃষ্ট বিভিন্ন দল-উপদলের সমষ্টি ৭২(বায়াত্তুর) দলটি আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য মুসলিম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় হওয়া সত্বেও নিন্দনীয় বিদআ'ত বা হারাম বলে বলে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত হারামগুলোতে আরো অসংখ্য হারাম বৃদ্ধি করতে চায়।

এ জন্যই ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদলের সমষ্টি ৭২ (বায়াত্তুর) দলকে হাদিস শরীফে দোযখী বলা হয়েছে। যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে কঠোরভাবে বলেছেনঃ-----------------------------------

" أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اِفْتَرَقُوْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ أَنَّ هَذِهِ المِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ،وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَ هِىَ الْجَمَاعَةُ " - سُنَنُ أَبِي دَاوُدِ (٤٥٩٧) +سُنَنُ إِبْنِ مَاجَه (٣٩٩٣) + مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٢٦٧٤)

(অর্থঃ- "সাবধান! তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত আহলুল কিতাব (ইয়াহুদিরা ও নাছারারা) ছিল তারা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এই উম্মৎ (আমার দল) "অচিরেই ৭৩ (তিয়াত্তুর) দলে বিভক্ত হবে, বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ

করবে), একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), আর তা হচ্ছে **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) তথা- **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**। সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ মুসনাদে আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৯৩)।
অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

" هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا " سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأيَةُ (٢٩)

(অর্থঃ- তিনি [আল্লাহ] পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের [কল্যাণের] জন্যই সৃষ্টি করেছেন, সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-২৯।

আর পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম ঘোষণা করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে চুপ না থেকে ফরজ না হারাম এরূপ যে কোন প্রশ্ন যে কেহ করলেই সে হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী। অন্য কথায় যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরূপ যে কোন প্রশ্ন করাই ইসলামি শরীয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ। যেখানে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরূপ যে কোন প্রশ্নকারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী সেখানে ফরজ বা হারাম মন্তব্যকারী আরো অধিক মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য।
যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে এরূপ প্রশ্ন করতে অন্যভাবে এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে নিষেধ করে কঠোরভাবে বলেছেনঃ---

"إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَ لَ عَنْ شَىْءٍ (عَنْ أَمْرٍ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى) لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه - (عن سَعْدِ بِنْ أَبِيْ وَقَّا ص عن أَبِيْه [بخاري -٧٢٨٩] +(عن عامر بن سَعْدِ عن أَبِيْه-مسلم- ٢٣٥٨) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٦١،٦٢،٦٤)

অর্থঃ-"নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন কিছু বা বিষয়ে প্রশ্ন করে। অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে",আমের বিন সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, মুসনাদু আবি ইআ'লা, ৭৬১,৬২,৬৪ সামান্য পরিবর্তনসহ সা'দ বিন আবি ওআক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে ,বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯)।
অতএব, এ বিষয়ে সতর্কতামূলক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয় অনুসরন করতে পারি। প্রথম হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে--

"فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوامِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ" -بخاري -٧٢٨٨ +-مسلم (١٣٣٧)

অর্থঃ- "যখন আমি, তোমাদেরকে কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে বলি তা ত্যাগ কর, আর যখন কোন আদেশ করি তা যতদূর সম্ভব পালন কর", বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৮, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৩৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে---

قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤالِهِمْ (بِكَثْرَةِ بِسُؤالِهِمْ أَنْبِيَاءَهِمْ)وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ(و مَا نَهَيْتُكُمْ ـ ألمعجم الاوسط ، لطبراني) عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ(فَمَاأَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ سَيْءٍ فَأْتُوا مِنْه ــ ألمعجم الاوسط ،لطبراني) مَا اسْتَطَعْتُمْ " في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي - (١٨٢٣)+ أَلْمُعْجَمُ الْأَسَطُ لِطَبَرَانِى (٦٠١٧)

অর্থঃ-রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর, আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর। সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩, সামান্য শাব্দিক আগ-পিছ ও পার্থক্যসহ আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৬০১৭(ব্রাকেটের ভিতর দেখানো হয়েছে)।

উক্ত বিষয়ে বা ব্যাপারে নিজ থেকে ফরজ-হারামের মত বা অনুরূপ কোন মন্তব্য করে কারো নিজের ধ্বংস টেনে আনা উচিৎ নহে।
কাজেই, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে মুসলিম মানুষ র্কতৃক ফরজ-হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে এরূপ নতুন আইন তৈরী করার মত সংকীর্ণ, হীন মানসিকতা পরিহার করে সংশোধন হওয়ার জন্য ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছেন এমন জ্ঞানী-সুধীবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রইল।
অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত সীমা মানার নামই হচ্ছে ইবাদত। কোন ইবাদতের বেলায় মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ পালনে সীমা অতিক্রম করলে উক্ত ইবাদত মূলতঃ আর ইবাদত থাকে না বরং উক্ত ইবাদত ইবাদতে পরিণত না হয়ে গোনাহ বা পাপে রূপান্তরিত হয়।

"بِدْعَةٌ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থঃ

সূচনাঃ আমি এ অধ্যায়ে "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের ব্যাখ্যা করার পূর্বে সর্বপ্রথম "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থের ব্যখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটি তিনটি অর্থযুক্ত।
(১) "بِدْعَةٌ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থযুক্ত।
(২) "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থযুক্ত।
(৩) "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থযুক্ত।

আমি উপরে বর্ণিত তিনটি অর্থেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ বুঝার জন্য আমি এখানে নিম্নে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুটি পবিত্র হাদিস শরীফ উল্লেখ করব। এ দুটি পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকেই "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
১ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الاُمُوْر فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(٤٦)+ عَنِ العرباض - مسند أحمد، (١٧٤١٩) + ابو داود، (٤٦٠٧)]"ا+ إِبْنُ حِبَّانِ (٥)"ا+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ (٢١١٤)
অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! তোমরা (ইসলাম ধর্মে) আইন হিসেবে নতুন সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে (ধর্মে)নতুন সংযোজিত বিষয়সমূহ। (ইসলাম ধর্মে) (**كُلُّ مُحْدَثَةٍ**) প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বিষয়ই (আইনই)বিদআত, সকল বিদআত (" **بِدْعَةٌ**") তথা **"(ইসলাম ধর্মে) প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** [১৩৯] ভ্রষ্টতা, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস

(১৩৯) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

শরীফ নং-৪৬০৭ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫ +মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১১৪।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦) "

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) নতুন সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরোক্ত দুটি পবিত্র হাদিস শরীফের একটিতে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দ রয়েছে অপরটিতে " **اَحْدَثَ**" (আহদাছা) শব্দ রয়েছে। আমাদেরকে জানতে হবে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামাই সর্বপ্রথম কথা-বার্তায় ও বক্তব্য দানে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটি ব্যবহার বা প্রয়োগ করেছেন। তাই, তাঁর পূর্বে কোন আরবি ভাষাভাষি সাধারন লোক এই " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটি তাদের কথা-বার্তায় ও বক্তব্য দানে বহুল ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন না বা করেন নি। ফলে অধিকাংশের নিকট " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির ব্যাখ্যা ও অর্থ প্রচ্ছন্ন ও অবোধগম্য রয়ে গেছে। কাজেই, যে সে এই " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির ব্যাখ্যা ও অর্থ করলে উক্ত অর্থ হবেনা ও চলবেনা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র সাহাবাকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের থেকে আসা কতক মুসলিম উলামাকেরাম (১৪০) তাঁদের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত ও গষেণালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস ও নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন কিতাবে " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)শব্দটির যে অর্থ করেছেন ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট হয়নি বিধায় "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যাতে মতের পার্থক্যতা প্রদর্শিত হওয়ায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী মোবারক থেকেই " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির ব্যাখ্যা ও অর্থ জানতে হবে। এটা এই জন্য যে, মুসলিম উলামাকেরামগণের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত ও গষেণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে যদি কোন হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাব যথাযথ সঠিকভাবে উদ্ধার করা না যায় অথবা তাঁদের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত ও গষেণালব্ধ জ্ঞান যদি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণীর অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যের অনুকুল ও সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তা হলে ইসলামি শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে এক হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাব অন্য হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আমি উক্ত নীতিমালা অনুসরনেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বাণী যেমন- " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) (অর্থঃ-সকল বিদআত (" **بِدْعَةٌ**") তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** ভ্রষ্টতা)>> বাক্যটির অর্থ, ও ভাব অন্য একটি হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। এখানে " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিতে ব্যবহৃত " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানার অমিয় বাণী থেকে উৎসরিত একটি শব্দ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------------

১ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: أَلَا وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْر فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(٤٦)+ عَنِ العرباض - مسند أحمد، (١٧٤١٩) + ابو داود، (٤٦٠٧)]" + إِبْنُ حِبَّانِ (٥)"ا+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ (٢١١٤)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! তোমরা (ইসলাম ধর্মে) আইন হিসেবে নতুন সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা

(১৪০) যেমন-ইমাম রাগিব, ইমাম নববী, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম শাতিবী, ইমাম ইবনু রজব আল-হাম্বলী, আল্লামা শাওকানী, নাসিরুদ্দিন আলবানী প্রমুখ জ্ঞানী-গুনী মণীষীবৃন্দ ।

নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে (ধর্মে)নতুন সংযোজিত বিষয়সমূহ। (ইসলাম ধর্মে) (**كُلُّ مُحْدَثَةٍ**) প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বিষয়ই (আইনই)বিদআত, সকল বিদআত **(" بِدْعَةٌ") তথা "(ইসলাম ধর্মে) প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই" ([141])** ভ্রষ্টতা, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭+ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫ +মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১১৪। **"بِدْعَةٌ"** (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ বর্ণনা করার পূর্বে উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের আরবী ব্যাকরণিক শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থ এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা এবং) **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের আরবী অলংকারিক বিশ্লেষণমূলক অর্থ বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। অতএব, **"بِدْعَةٌ"** (বিদআতুন) শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থ এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা)ও **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের আরবী অলংকারিক বিশ্লেষণমূলক অর্থের মধ্যেই **"بِدْعَةٌ"** (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। নিম্নে অথবা ৩৯৯ নং পৃষ্ঠাতে **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের আরবী ব্যাকরণিক শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থ দেওয়া হল।

হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) এবং "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের আরবী ব্যাকরণিক শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থ:

সূচনাঃ উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের **আরবী ব্যাকরণিক** শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থের ব্যাখ্যাতে গৃহীত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) এবং **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে করা হল।
بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে বর্ণিত ৩৫১ নং পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত দুইটি হাদিস শরীফের একটিতে **"اَحْدَثَ"**(আহদাছা) ও অপরটিতে " **مُحْدَثَةٌ** "(মুহদাছাতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। " **اَحْدَثَ**"(আহদাছা) শব্দটি হচ্ছে একটি আরবি ক্রিয়াবাচক শব্দ। এই " **اَحْدَثَ** " (আহদাছা)ক্রিয়াবাচক আরবি শব্দটিই **" مَفْعُوْل "** (মাফউ'লুন>কর্ম) শব্দে রূপান্তরিত হয়ে **"مُحْدَثَةٌ"**(মুহদাছাতুন)শব্দে পরিণত হয়েছে। হাদিস শরীফে ববহৃত **"اَحْدَثَ"** (আহদাছা) শব্দটির অর্থ হচ্ছে **"নতুন কিছু সংযোজন করল বা সংযোগ করল"** এবং **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন)শব্দটির অর্থ হচ্ছে **"নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"**। **"اَحْدَثَ"**(আহদাছা) আরবি ক্রিয়াবাচক শব্দটি এরই **مَصْدَرٌ** (মাসদার-উৎস মূল) **"اِحْدَاثٌ'** "(ইহদাছুন) আরবি শব্দটি থেকে গৃহীত। আর **"اِحْدَاثٌ'** "(ইহদাছুন) আরবি মাসদারটির **مَادَّةٌ**(মাদ্দাহ) তথা শব্দমূল হচ্ছে **حَدْثٌ**(হাদছুন) তথা নতুন। এই **حَدْثٌ**(হাদছুন) আরবি শব্দটি আরবি ব্যাকরনের **كَرُمَ - يَكْرُمُ** নামে **بَابٌ** (বাবুন)তথা শ্রেণীরই **وَزْنٌ** (ওযন)তথা মাত্রার অন্তর্ভুক্ত।**كَرُمَ -- يَكْرُمُ** নামে **بَابٌ** (বাবুন)তথা শ্রেণীর **وَزْنٌ** (ওযন)তথা মাত্রার অন্তর্ভুক্ত আরবি শব্দগুলো সাধারণত **فِعْلٌ لاَزِمٌ** (ফে'লুন লাজিমুন)তথা অকর্ম ক্রিয়া হয়ে থাকে। তখন এর রূপ হবে **(حَدَاثَةٌ) حَدُثَ**(হাদুছা) আর অর্থ হবে **"নতুন হওয়া"**। আরবি ব্যাকরনে **عِلْمُ الصَّرْفِ**(ইলমুস সারফি) তথা রূপান্তর জ্ঞান নামে একটি পদ্ধতি আছে। **عِلْمُ الصَّرْفِ** (ইলমুস সারফি) তথা রূপান্তর জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত **فِعْلٌ مَزِيْدٌ فِيْهِ** (ফে'লুন মাযিদুন ফিহি) নামে একটি প্রক্রিয়া আছে। **فِعْلٌ مَزِيْدٌ فِيْهِ** হচ্ছে তিন অক্ষরবিশিট **فِعْلٌ** (ফে'ল) তথা ক্রিয়ার মধ্যে একটি, দুটি, তিনটি **(أ، ت ي، أست ، م)** অক্ষর অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা। একে **فِعْلٌ ثُلاَثِي مَزِيْدٌ فِيْهِ** (ফে'লুন ছুলাছিউন মাযিদুন ফিহি) বলে। এর কাজ হচ্ছে সাধারণত **فِعْلٌ لاَزِمٌ** (ফে'লুন

(১৪১) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

লাজিমুন)তথা অকর্ম ক্রিয়াকে **فِعْلٌ مُتَعَدِّي**(ফে'লুন মুতাআ'দ্দি)তথা সকর্ম ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা। সাধারণত পাঁচটি পদ্ধতিতে **فِعْلٌ لاَزِمٌ** (ফে'লুন লাজিমুন)তথা অকর্ম ক্রিয়াকে **فِعْلٌ مُتَعَدِّي**(ফে'লুন মুতাআ'দ্দি)তথা সকর্ম ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা হয়। এখানে তম্মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্র **০১টি** (একটি)প্রক্রিয়া শুধু এখানে দেখানো হবে।

আর তা হচ্ছে---

০১টি(একটি)**প্রক্রিয়াঃ** সাধারণত **فِعْلٌ لاَزِمٌ** (ফে'লুন লাজিমুন)তথা অকর্ম ক্রিয়ার সূচনাতেই **مَاضِى**(মাজি তথা অতীতকলীন ক্রিয়ার পূর্বে **هَمْوَةُ الْقَطْعِ** (হামযাতুল কৎই') যোগ করে **إِفْعَالٌ**(ইফআ'লুন) এর **وَزْنٌ** (ওযন)তথা মাত্রায় **فِعْلٌ لاَزِمٌ" مَصْدَرٌ** (মাসদার-উৎস মূল)তৈরী করা। যেমন- " **حَدَثَ ـ يَحْدُثُ** (হাদাছা-ইয়াহদুছু)তথা ঘটে, সৃষ্টি হয়" **فِعْلٌ** (ফে'লুন লাজিমুন)তথা অকর্ম ক্রিয়া থেকে "**أَحْدَثَ ـ يُحْدِثُ** (আহদাছা-ইয়ুহদিছু) তথা ঘটায়, সৃষ্টি করে" **مُتَعَدِّي**(ফে'লুন মুতাআ'দ্দি)তথা সকর্ম ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা হয়। এখানে " **حَدَثَ ـ يَحْدُثُ** (হাদাছা-ইয়াহদুছু) অতীতকলীন ক্রিয়ার আরবি শব্দটির সাথে ক্রিয়ার পূর্বেই **هَمْوَةُ الْقَطْعِ** (হামযাতুল কৎই') " أ " (আলিফ) যোগ হয়ে যেমন- "**أَحْدَثَ ـ يُحْدِثُ** (আহদাছা-ইয়ুহদিছু" তে **حَدَثَ**(হাদাছা) শব্দে **هَمْوَةُ الْقَطْعِ** (হামযাতুল কৎই') " أ " (আলিফ) যোগ হয়ে " **أَحْدَثَ**"("আহদাছা" রূপ ধারণ করে) **عِلْمُ الصَّرْفِ** (ইলমুস সারফি) তথা রূপান্তর জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত **فِعْلٌ مَزِيْدٌ فِيْهِ** নামে প্রক্রিয়াটিই প্রয়োগ হয়েছে। ফলে এখন "**اَحْدَثَ**" (আহদাছা) শব্দটির **مَصْدَرٌ** (মাসদার-উৎস মূল) হচ্ছে "**اِحْدَاثٌ**' "(ইহদাছুন)।

" **اِحْدَاثٌ**" শব্দের সাথে " **فِى** " হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় এবং " **فِى** " হরফু জার যোগ অবস্থায় " **اِحْدَاثٌ**" শব্দের অর্থের পার্থক্যঃ

উপরে হাদিস শরীফে ব্যবহৃত দুটি শব্দ "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) এবং "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দদ্বয়ের **আরবী ব্যাকরণিক** শাব্দিক বিশ্লেষণমূলক অর্থ করেছি। এখন " إِحْدَاثٌ "শব্দের সাথে " فِى " হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় এবং " فِى " হরফু জার যোগ অবস্থায় " إِحْدَاثٌ" শব্দের অর্থের পার্থক্য নিম্নে বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

(ক) " إِحْدَاثٌ"(ইহদাছুন) শব্দটি হচ্ছে একটি আরবী শব্দ। এটা আরবী ব্যকরনের **عِلْمُ الصَّرْفِ** (ইলমুস সারফি) তথা রূপান্তর জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত **فِعْلٌ مَزِيْدٌ فِيْهِ** নামে একটি নিয়ম অনুসরনে **إِفْعَالٌ** (ইফআ'লুন) মাসদারের ওজনে গঠিত। এর ব্যবহার বিধি দুই প্রকার।

(প্রথম প্রকার) "إِحْدَاثٌ" শব্দের সাথে **"فِى"** হরফু জার যোগবিহীন পরবর্তী শব্দকে **"مَفْعُوْلٌ"** (মাফউল) তথা কর্ম করে।

" إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার বিহীন অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থ হচ্ছে নতুন সৃষ্টি করা, সজ্ঘটিত করা, ঘটানো ও আবিস্কার করা, নতুন কোন উপায় উদ্ভাবন করা**(Innovate)** ইত্যাদি।

(দ্বিতীয় প্রকার) " إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগে পরবর্তী শব্দকে **"ظَرْفٌ"** (জরফ) তথা আধার (কোন কিছু রাখার পাত্র)করে।

" إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগ করা অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থ হচ্ছে **"নতুন কিছু সংযোগ করা "**।

" إِحْدَاثٌ " শব্দের ব্যবহার বিধিঃ

১ নং ব্যবহার বিধিঃ

" إِحْدَاثٌ " শব্দের সাথে **" فِى "** হরফু জার যোগবিহীন অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের উদাহরন।

(ক)পবিত্র কুরআনের সুরা আত-তালাক, আয়াত নং-১ এর খন্ড অংশ থেকে **" إِحْدَاثٌ "** শব্দটির অর্থ নিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন---

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ ـ الْأَيَةُ" لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا "

(অর্থঃ-হয়ত আল্লাহ উহার পর (এই তালাকের পর)কোন নতুন উপায় করে দেবেন, সুরা তালাক, আয়াত নং-০১) এবং হাদিস শরীফের দুটি বাক্য থেকে নিতে হবে।

(খ) আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ থেকে নিতে হবে---

"لاَ يُحْدِثُ وُضُوْءًا "- الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِى (٣٢٠٥)-

অর্থঃ-তিনি নতুন করে ওজু করতেন না, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩২০৫ ।

(গ) মুসনাদু আহমাদ শরীফ থেকে নিতে হবে---

" و كَانَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَافَحَةَ "ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٣٥٣٨)

অর্থঃ-তারাই প্রথম মুসাফাহা নতুন সৃষ্টি করেছিল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৫৩৮।

(ঘ) মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ থেকে নিতে হবে---

"إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مَا شَاءَ " مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٤٩٦٨)

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ যা চান নতুন সৃষ্টি করেন। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৬৮।

২ নং ব্যবহার বিধিঃ

"إِحْدَاثٌ" শব্দের সাথে **"فِى"** হরফু জার যোগ করা অবস্থায় **" إِحْدَاثٌ "** শব্দের অর্থের উদাহরন।

(ক) মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৬২ এর খন্ড বাক্যাংশ থেকে **" إِحْدَاثٌ فِى "** শব্দ বা বাক্যটির অর্থ নিতে হবে।

প্রথম হাদিস শরীফখানা এই--

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَجَدْتُ فِى نَفْسِيْ فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي إِذْ كُنْتُ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فِى الصَّلَاةِ رَدَدْتَ عَلَيَّ قَالَ: فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحْدِثُ فِى أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدِ، (٣٩٦٢)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নামাজে সালাম দিতাম, তিনিও আমাকে সালামের উত্তর দিতেন, একদিন এমন হল যে, আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমাকে সালামের উত্তর দিলেন না, এতে আমি আমার অন্তরে কিছু অনুভব করলাম, যখন তিনি নামাজ থেকে অবসর হলেন আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমি যখন আপনাকে (অতীতে)সালাম দিতাম তখন আপনি আমাকে সালামের উত্তর দিতেন,(আজকে তো আপনি আমাকে সালামের উত্তর দেননি)তিনি(হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু)বললেন: তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন,**"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর আদেশে যতটুকু চান নতুন কিছু সংযোগ করেন"**। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৬২

(খ) মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৬৮ এর খন্ড বাক্যাংশ থেকে নিতে হবে। **দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা এই**---

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، يَعْنِي فِى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ،فَأَخَذَنِي مَا بَعُدَ وَمَا قَرُبَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مَا شَاءَ، وَقَدْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِهِ قَضَاءً أَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوا فِى الصَّلَاةِ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٤٩٦٨)

অর্থঃ-হযরত আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ বলেছেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে (নামাজে) সালাম দিতাম, তিনিও আমাকে সালামের উত্তর দিতেন। অতপর, যখন আমরা হাবশার ভুমি থেকে এসে তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। অতপর তিনি আমাকে দুরেও নয়, নিকটেও নয় ধরলেন। আমি বসলাম, এমনকি যখন তিনি নামাজ শেষ করলে আমি তাঁকে বললাম: নিশ্চয় আপনি

(পূর্বে)আমাদেরকে সালামের জবাব দিতেন। অতপর তিনি বললেন: " **নিশ্চয় আল্লাহ যা চান নতুন সৃষ্টি করেন, আর তিনি তাঁর আদেশে নতুন সিদ্ধান্ত সংযোগ করেছেন** যে, তোমরা নামাজে কথা বলবে না। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৬৮।

"اَحْدَثَ" (আহদাছা এবং) "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের আরবী অলংকারিক বিশ্লেষণমূলক অর্থঃ

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

১ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأمُوْر فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(46)+ عَنِ العرباض - مسند أحمد، (17419) + ابو داود، (4607)] + إِبْنُ حِبَّانِ (5)"ا+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ (2114)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! তোমরা (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে সংযোজিত বিষয়সমূহ। (ইসলাম ধর্মে) (**كُلُّ مُحْدَثَةٍ**) প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বিষয়ই (আইনই)বিদআত, সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ"**) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** (১৪২) ভ্রষ্টতা, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭+ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫ +মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১১৪ ।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।

উপরোক্ত হাদিস শরীফখানা কতগুলো খন্ড বাক্যসমূহের সমাহার। উক্ত হাদিস শরীফ খানার প্রত্যেকটি খন্ড বাক্যই **"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ"** (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা **"عِلْمُ الْمَعَانِى"** (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত **"اَلْاِيْجَازُ"** (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণিত। উক্ত হাদিস শরীফের অন্তর্ভুক্ত " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ** "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)(অর্থঃ-সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ"**) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটিও **"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ"** (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের" একটি শাখা **"عِلْمُ الْمَعَانِى"** (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত **"اَلْاِيْجَازُ"** (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণিত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী--**"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ"**(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) (অর্থঃ-সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ"**) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটিতে ব্যবহৃত " **بِدْعَةٌ** " (বিদআ'তুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে" **مُحْدَثَةٌ** "(মুহদাছাতুন)। " " **مُحْدَثَةٌ** (মুহদাছাতুন) শব্দটি **"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ"** (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা **"عِلْمُ الْمَعَانِى"**

---

(১৪২) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(ইলমুল মাআ'নী)এর অন্তর্ভুক্ত "**اَلْاِطْنَاب**" (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার অপর এক হাদিস শরীফের বাণী --

২ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦)

(অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু **((**পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ**))** সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।)<<বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ **" اَحْدَثَ "(**আহদাছা)শব্দটির **" مَفْعُوْل "** (মাফউ'লুন>কর্ম)ধারণ করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী-"**فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة**" (অর্থঃ-"নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদআত">> বাক্যটিতে ব্যবহৃত **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন)শব্দ থেকে গৃহীত। **" مُحْدَثَةٌ "**(মুহদাছাতুন) শব্দটি নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী---------

" مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ مسند أحمد، عَنْ عَائِشَةَ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦)

(অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু **((**পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ**))** সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।)<<বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ **" اَحْدَثَ "(**আহদাছা)শব্দের **مَصْدَرٌ** (মাসদার>উৎস মূল) "**اِحْدَاث**' "(ইহদাছুন) থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে "নতুন কিছু সংযোজন করা বা সংযোগ করা"।

আর **" اَحْدَثَ "**(আহদাছা) ক্রিয়াবাচক শব্দটি **" مَفْعُوْل "** (মাফউ'লুন >কর্ম) শব্দে রূপান্তরিত হয়ে **"مُحْدَثَةٌ" (**মুহদাছাতুন)শব্দে পরিণত হয়েছে। এর অর্থ হয়েছে **"নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু" ([143])**। এই শব্দটিকে ধর্মের প্রতি সম্পর্কিত করায় এই শব্দটি শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ ধারণ করেছে। এর প্রতি সঙ্গতি রেখেই **" بِدْعَةٌ "**(বিদআ'তুন) শব্দটির হাদিস শরীফ ভিত্তিক আরবী প্রতিশব্দ **" مُحْدَثَةٌ "**(মুহদাছাতুন)এর শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ-**"(ইসলাম ধর্মে)নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু(আইন)"** করা হয়েছে। উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের অর্থ, মর্ম ও ভাব, কিন্তু এক ও অভিন্ন। তবে উভয় হাদিস শরীফের বক্যের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটি (প্রথম হাদিস শরীফখানা) সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক অপরটি (দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা) সম্প্রসারিত ও স্পষ্টবোধক। তাছাড়া, উপরোল্লিখিত প্রথম হাদিস শরীফখানাতেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির সংজ্ঞা অনুরূপ প্রতিশব্দ **" مُحْدَثَةٌ "**(মুহদাছাতুন) শব্দের মাধ্যমেই দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন-**"بِدْعَةٌ** **فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ**"(অর্থঃ-কেননা নিশ্চয় **"مُحْدَثَةٌ"**(মুহদাছাতুন)ই **"بِدْعَةٌ"**(বিদআ'তুন)। যেহেতু **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন) হচ্ছে "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) সেহেতু "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)হচ্ছে **"مُحْدَثَةٌ"**(মুহদাছাতুন)।

অতএব, **" بِدْعَةٌ "** (বিদআ'তুন)শব্দ এবং **"مُحْدَثَةٌ"** (মুহদাছাতুন)শব্দ দুটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে ব্যবহৃত শব্দ হওয়ায় এ শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হয়েছে

(১৪৩) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

এবং আইনগত অর্থের আওতাভুক্তও হয়েছে । তাই, এখন "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) । আর مُحْدَثَةٌ (মুহদাছাতুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) ।
"بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হওয়ার বিষয়টি তিরমিজি শরীফের একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড বাক্যের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় ।
যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--
"وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأمُوْرِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ " <<অর্থঃ-তোমরা [ধর্মে নতুন আইন হিসেবে] সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় উহা ভ্রষ্টতা । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৭৬ ।
অত্র হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দটিকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেভাবে "ضَلاَلَةٌ" তথা **"ভ্রষ্টতা"** বলেছেন ঠিক তেমনিভাবে অন্য হাদিস শরীফে "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটিকেই অনুরূপ "ضَلاَلَةٌ" তথা **"ভ্রষ্টতা"** বলেছেন । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণীর ভাষ্য মোতাবেক "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির সমার্থবোধক শব্দ হয়ে এখন পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হয়েছে ।
যাহোক, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণীতে ব্যবহৃত দুটি শব্দ " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ থেকে এখন এ কথা বুঝা গেল যে, "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) এবং " مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) হচ্ছে একই বাক্যের অন্তর্গত একই সমান অর্থযুক্ত সমার্থবোধক দুটি শব্দ । অতএব," مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন) শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ হচ্ছে- **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু(আইন)" (144)** আর " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দের শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থও হচ্ছে **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু(আইন)"** । অর্থাৎ উভয় শব্দের অর্থ একই । আমাদেরকে এ কথা ভাল করেই বুঝে নিতে হবে যে, " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং " مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দ দুটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে ব্যবহৃত শব্দ না হলে এ শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হতো না এবং আইনগত অর্থের আওতাভুক্তও হতো না বরং " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং" مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছুন) শব্দ দুটি তখন শুধু অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত হতো এবং এ শব্দ দুটির তখন ইসলামি শরীয়ত (أَلشَّرِيْعَةٌ" الإسلاميَّة) তথা ইসলামি আইনগত গুরুত্ব থাকত না । তখন " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং " مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছুন)শব্দ দুটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ হত>"নতুনত্ব, নতুন কাজ, নতুন বস্ত,নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার" । তা ছাড়া " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দটির যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফভিত্তিক প্রতিশব্দ হচ্ছে " مُحْدَثَةٌ"(মুহদাছুন) আর আরবি অভিধানভিত্তিক প্রতিশব্দ হচ্ছে حَدَثٌ (হাদাছুন) । যেহেতু "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে حَدَثٌ (হাদাছুন) সেহেতু حَدَثٌ (হাদাছুন) আরবি শব্দখানা "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হওয়ায় সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাদের কথা-বার্তায় "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দটির পরিবর্তে حَدَثٌ (হাদাছুন) আরবি শব্দখানাই বহুল ব্যবহার করেছেন । যেমন হাদিস শরীফে এসেছে-------------

عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ((أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ))، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِى الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، فَكَانُوا لاَ يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ مِنْهُ ـ مسند أحمد، (٢٠٨٨٩)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে (নামাজ শুরু করতে গিয়ে) ((أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ পড়তে শুনে নামাজ শেষে তিনি বললেন: হে আমার সন্তান ! তুমি ইসলামে الْحَدَثَ (আল-হাদাছু) তথা **"নতুন সংযোগ কৃত বা সংযোজিত কিছু**

---

(১৪৪) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা ।

(১৪৫) থেকে বেঁচে থাক। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার, আবু বকর, ওমর ও উছমানের পিছনে নামাজ পড়েছি, তারা **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ** দ্ধারা কিরাআত শুরু করতেন না। আমি (ইবনু আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল) কোন লোককে তার নিকট **الْحَدَثُ** (আল-হাদাছু) তথা **"নতুন সংযোগ কৃত বা সংযোজিত কিছু"** (১৪৬) তার চেয়ে (আমার পিতার চেয়ে) বেশী ঘৃনিত দেখিনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৮৮৯।

অতএব, সকল মন্দ ও দুষ্ট বিষয় হচ্ছে " **مُحْدَثَةٌ**"(মুহদাছুন)। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِى خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ : شَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ـ مسند أحمد، (١٣٦٥٥)

অর্থঃ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর খুতবাতে তাশাহুদের পর বলতেন: মন্দ ও দুষ্ট বিষয়সমূহ হচ্ছে " **مُحْدَثَةٌ**"(মুহদাছুন) তথা (ইসলাম ধর্মে)" **নতুন সংযোগ কৃত বা সংযোজিত কিছ** " মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৬৫৫।

" **مُحْدَثَةٌ**"(মুহদাছুন) তথা (ইসলাম ধর্মে)"সংযোগ কৃত বা সংযোজিত নতুন কিছুই" মন্দ ও দুষ্ট হওয়ার কারণেই তা ভ্রষ্টতা। তাই, তা বর্জনীয়। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাতি) তথা "অলংকার শাস্ত্রের" পরিভাষায় " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) এবং " مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের অবস্থানঃ

"**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে ব্যবহৃত " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটি " **اَلْإِيْجَاز**" (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্তরূপ"** এর অন্তর্ভুক্ত এবং " **مُحْدَثَةٌ** " (মুহদাছাতুন) শব্দটি "**اَلْإِطْنَاب**" (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণিত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফখানা হচ্ছে-------------------------------

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(14)+مسند أحمد، (26673) + ابو داود، (4606) "

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬। উক্ত হাদিস শরীফের বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ "**اَحْدَثَ**"(আহদাছা)শব্দের "**مَفْعُوْل** (মাফউ'লুন তথা কর্ম হচ্ছে " " **مُحْدَثَةٌ** (মুহদাছাতুন)। এই " **مُحْدَثَةٌ** " (মুহদাছাতুন) শব্দটি **عِلْمُ الصَّرْفِ** (ইলমুস সারফি) তথা রূপান্তর জ্ঞান নামক আরবী ব্যকরণের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে "**اَلْإِطْنَاب**" (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণিত শব্দটি এখন সংক্ষিপ্ত রূপ ধারন করায় "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ** " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "**اَلْإِيْجَاز**" (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্তরূপ"** এর অন্তর্ভুক্ত একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ। তাই, " **مُحْدَثَةٌ** " (মুহদাছাতুন) শব্দটি আর " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটি একই মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। অতএব, যে কেহ " **مُحْدَثَةٌ** " (মুহদাছাতুন) বা **حَدَثٌ**(হাদাছুন) বললে যেই কথা হবে আর " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) বললে একই অর্থ, ভাব ও মর্ম হবে।

---

(১৪৫) সহজবোধ্য অর্থঃ-নতুন কিছু সংযোগ করা বা সংযোজন করা>> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৪৬) নতুন কিছু সংযোগ করা বা সংযোজন করা>>আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্নে বণিত হাদিস শরীফে " **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) শব্দটির ব্যাখ্যায় হাদিস শরীফে ব্যবহৃত " **مُحْدَثَةٌ** " (মুহদাছাতুন) শব্দটিকে " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) বলেছেন। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأمُوْرِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " ـ سُنَنُ ابْنِ مَاجَه(46)+ عَنِ العرباض - مسند أحمد، (١٧٤١٩) + ابو داود، (٤٦٠٧)] + إِبْنُ حِبَّانِ (٥)"ا+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى - (٢١١٤)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সাবধান! তোমরা (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে সংযোজিত বিষয়সমূহ। (ইসলাম ধর্মে) (**كُلُّ مُحْدَثَةٍ**) প্রত্যেকটি নতুন সংযোজিত বিষয়ই (আইনই)বিদআত, সকল বিদআত (" **بِدْعَةٌ**") তথা **" (ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই" ([১৪৭])** ভ্রষ্টতা, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪১৯ + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭+ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫ +মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১১৪। ঠিক তেমনিভাবে একজন স্বনামধন্য সাহাবীও " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)কে **حَدَثٌ**(হাদাছুন) বলেছেন। যেমন এহজন সাহাবীর বেলায় ঘটেছে।

ঘটনাটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ((أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ))، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِى الْإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، فَكَانُوا لاَ يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ مِنْهُ ـ مسند أحمد، (٢٠٨٨٩)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে(নামাজ শুরু করতে গিয়ে) **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ((أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ))** পড়তে শুনে নামাজ শেষে তিনি বললেন: হে আমার সন্তান ! তুমি ইসলামে **اَلْحَدَثَ** (আল-হাদাছু)তথা **"সংযোগ কৃত বা সংযোজিত নতুন কিছু ([১৪৮])** থেকে বেঁচে থাক। আমি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার, আবু বকর, ওমর ও উছমানের পিছনে নামাজ পড়েছি, তারা **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ** দ্ধারা কিরাআত শুরু করতেন না। আমি (ইবনু আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল) কোন লোককে তার নিকট **اَلْحَدَثَ (আল-হাদাছু- তথা "সংযোগ কৃত বা সংযোজিত নতুন কিছু")** তার চেয়ে (আমার পিতার চেয়ে) বেশী ঘৃনিত দেখিনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৮৮৯।

এটা এই জন্য যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলোকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য, ইসলাম ধর্মের তথা ইসলামি শরীয়তের আইন রচনায় বা শরীয়ত প্রবর্তনে মুসলিম জাতির যে কোন স্তরের মানুষের অনাধিকার চর্চা বা অনাধিকার হস্তক্ষেপ বন্ধের জন্য, যে কোন মুসলিম মানুষের যে কোন মাতব্বরী ঠেকানোর জন্য এবং ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**)")তথা ইসলামি আইনে **"নতুন আইন সংযোজন বা সংযোগ"** তথা "

([১৪৭]) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

([১৪৮]) সহজবোধ্য অর্থঃ-নতুন কিছু সংযোগ করা বা সংযোজন করা>> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

"بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) প্রচলন বা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) অনুপ্রবেশ রোধ কল্পে হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী--

"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) "

অর্থঃ-সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ"**) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা)>>বাক্যটিকে তিনি **"عِلْمُ الْبَلاَغَةِ"** " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা **"عِلْمُ الْمَعَانِى"** (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত **"اَلْاِيْجَازُ"** (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী যেমন- " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ** "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)বাক্যটিরই ব্যাখ্যা তাঁর অন্য এক হাদিস শরীফের বাণী যেমন ---

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود، (٤٦٠٦) "

((অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।))<<বাক্যটিকে তিনি **"عِلْمُ الْبَلاَغَةِ"** "(ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা **"عِلْمُ الْمَعَانِى"** (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত **"اَلْاِطْنَابُ"** (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন।

অতএব, কোন মুসলিম মানুষের নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারগুলো যতক্ষন **" مُحْدَثَةٌ "**(মুহদাছাতুন) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু(আইন)"** হবেনা ততক্ষন পর্যন্ত তা **"بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) হবেনা তথা এর আইনগত অর্থ**"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু (আইন)" (১৪৯)** হবেনা।

অনুসিদ্ধান্তঃ

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বাণী যেমন--------------------- ------------

"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) "

(অর্থঃ-সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ"**) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটির **অর্থ, মর্ম ও ভাব** এবং অন্য হাদিস শরীফের বাণী যেমন--

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - سُنَنُ اِبْنِ مَاجَه(١٤)+مسند أحمد، (٢٦٦٧٣) + ابو داود - (٤٦٠٦)+ اِبْنُ حِبَّانِ () (১৫০)

((অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-

---

(১৪৯)সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৫০) অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু ((পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)) সংযোজন করে যা[মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভুক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।

৪৬০৬।))<<**বাক্যটির অর্থ, মর্ম ও ভাব কিন্তু এক ও অভিন্ন।** তবে উভয় হাদিস শরীফের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটি (প্রথম হাদিস শরীফখানা) সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক অপরটি(দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা) সম্প্রসারিত ও স্পষ্টবোধক।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগসহ পরবর্তী দুইযুগ মিলে মোট তিন উত্তম শতাব্দীর অর্থাৎ "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম, তাবেঈন এবং তাবে'-তাবেঈনগণের অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমানগণ "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইনই"** বুঝেছেন এবং তদানুযায়ীই আমল করেছেন। অর্থাৎ **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম, তাবেঈন এবং তাবে'-তাবেঈনগণের অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমানগণ " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব যেভাবে বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তদানুযায়ী আমলও করেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে চতুর্থ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম মানুষ ব্যাতিত মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমরা অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(**চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা এবং নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণ " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব সেইভাবে বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে এবং তদানুযায়ী আমল করতে পারেন নি।

ফলে বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ বা অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীতে সৃষ্ট, প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে প্রচলিত নতুন নতুন বিষয়, কাজ ও বস্তুগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত **[১৫১]** আইন বহির্ভূত, **[১৫২]** (মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত), "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)** না বলে এবং জায়িয ও মুবাহ না বলার পরিবর্তে অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থানুসারে কথায় কথায় " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'ত) তথা নতুন বিষয়, নতুন কাজগুলোকে ফরজ-হারাম ও নিন্দনীয় বিদআ'ত বলছেন।

এ সমস্ত মুসলিম মানুষেরা নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ ও অক্ষমই হয়ে পড়েছেন। এ ব্যর্থতা ও অক্ষমতার ফলশ্রুতিতে মুসলিম মানুষের মধ্যে বিরোধ প্রকট হচ্ছে, অশান্তির সয়লাব প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ তারা সকলেই এক আল্লাহ তা'য়ালাতে বিশ্বাসী, এক নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতে বিশ্বাসী, একই কুরআন শরীফে বিশ্বাসী, জান্নাতে প্রবেশের প্রত্যাশী, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ কামনা কারী, একই কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করছে, আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নির্দেশে রোজা, হজ্ব পালন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানদান ইত্যাদি সহ অন্যান্য যাবতীয় সকল সৎ কর্মগুলো করে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে বিরোধ ও অশান্তি দূরীভূত হচ্ছে না।

অতএব, " **بِدْعَةٌ**""(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব বুঝে, হৃদয়ঙ্গম করে মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনে কার্যকর ও সম্পাদন করলে বিরোধ ও অশান্তি থাকবেনা। আসুন, আমরা "

---

[১৫১] যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে** । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে **" আইন বহির্ভূত "** বিষয়ও বলে

[১৫২]যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **" আইন বহির্ভূত "** বিষয়ও বলে।

"শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং আইন বহির্ভূত" বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ**) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৭৯ এ দেখুন ।

بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব এবং অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, মর্ম ও ভাব নিম্নে নিরপেক্ষভাবে মুসলিম মানুষের নিকট উপস্থাপন করি।

(২) "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ

সুচনাঃ উপরে আমি " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, ভাব ও মর্ম বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দের অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ

(ক) "নতুনত্ব, নতুন কাজ, নতুন বস্ত, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার" । অরবী-বাংলা অভিধান, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আজহারী, ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান।
উপরোক্ত বাংলা অর্থগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Newness(নিউনেস),Novelty(নভেলটি)।
(খ) নতুন প্রবর্তিত প্রথা, কাজ ও বিষয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে(Innovation-ইনোবেশন)।
(গ) পূর্ব দৃষ্টান্তবিহীন, নজিরবিহীন, অভূতপূর্ব কাজ, বিষয় ও ব্যাপার। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে (Unprecedented-আনপ্রেসিডেন্টেড) ইত্যাদি (সকল ইংরেজি আভিধান)।

"بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দের অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ

"بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক বাংলা অর্থগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হচ্ছে।
(১) ঈমান বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ নব আকিদা (عَقِيْدَةٌ أُحْدِثَتْ تُخَالِفُ الْإِيْمَانَ) (আল-মুনজিদ, আরবী-আরবী অভিধান)
(২) ধর্মের সনাতন ধারার পরিপন্থি চিন্তা ও কর্ম (আল-মানার, আরবী-বাংলা অভিধান)।
(৩) ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু (مَا أُسْتُحْدِثَتْ فِى الدِّيْنِ) [(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)] (আল-মু'জামুল ওয়াসিত, অরবী-আরবী অভিধান)।
(৪) "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Heresy (হিরেসি) ।

Heresy (হিরেসি) শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ
Heresy (হিরেসি) শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ **> প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বা বিশ্বাস** (সকল ইংরেজি আভিধান)।
উপরে উল্লেখিত আরবী ও ইংরেজী অভিধানসমূহে লিখিত **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দের ব্যাখ্যামূলক বিস্তৃত আরবি প্রতিশব্দের ০৪টি বাংলা অর্থানুযায়ী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী- " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ** "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)বাক্যটির আইনগত অর্থসমূহ পর্যায়ক্রমে ০৪টি(চারটি)।
যেমন--
(১) ঈমান বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ নব আকিদাই(ضَلاَلَةٌ) "ভ্রষ্টতা"।
(২) ধর্মের সনাতন ধারার পরিপন্থি চিন্তা ও কর্মই(ضَلاَلَةٌ) "ভ্রষ্টতা" ।
(৩) ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই[(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)] (ضَلاَلَةٌ) "ভ্রষ্টতা"।
(৪) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বা বিশ্বাসই (ضَلاَلَةٌ) "ভ্রষ্টতা"।
আমরা উপরোল্লিখিত **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ, ভাব ও মর্ম এবং

অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, ভাব ও মর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানানুসারে এখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামি শরীয়তে **"নতুন আইন সংযোজন বা সংযোগ"** তথা **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)প্রচলন বা **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)অনুপ্রবেশ করানো হারাম। উপরের কথাগুলোর প্রকাশভঙ্গি নিম্নরূপ---------------------------

(ক) ঈমান বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ নব আকিদাই(بِدْعَةٌ) "বিদআত"।

(খ) ধর্মের সনাতন ধারার পরিপন্থি চিন্তা ও কর্মই(بِدْعَةٌ) "বিদআত "।

(গ) ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই [(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)] (بِدْعَةٌ) "বিদআত" ।

(ঘ) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বা বিশ্বাসই(بِدْعَةٌ) "বিদআত" ।

(ঙ) ইসলামি শরীয়তে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই (আইনই)(بِدْعَةٌ) "বিদআত"।

ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন বা সংযোগ হওয়ার পদ্ধতি বা পন্থাঃ

দুটি পদ্ধতি বা পন্থায় ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন বা সংযোগ হয়।

(১) যে কোন নতুন বিষয়, কাজ ও ব্যাপারকে গ্রহণ করার,পালন করার ,মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক "ফরজ বলা বা ফরজ" শব্দ প্রয়োগ করা এবং বর্জন করার জন্য "হারাম বলা বা হারাম" শব্দ প্রয়োগ করা হলেই ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু **(**[১৫৩]**)**সংযোজন বা সংযোগ হয়। **(২)** মহান আল্লাহ তাআ'লার বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত যে কোন বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ ও সুন্নাহর হ্রাস-বৃদ্ধি, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু**(**[১৫৪]**)** সংযোজন বা সংযোগ হয়।

যেমন নিম্নে বর্ণিত উদাহরণে প্রদত্ত এবং এর সদৃশ যে কোন নতুন বিষয় যেমন---------------------------------

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি

৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ২. জন্মবার্ষিকী পালন করা ৩. কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা ৪. ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা ৬. ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ৭. কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো ৮. কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা ৯. জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত কর ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা

১১. ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২. শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া ১৬. শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম যে কোন নতুন ব্যাপার, বিষয়, কাজ ও বস্তুকে গ্রহণ করার, পালন করার, মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক **"ফরজ বলা বা ফরজ"** শব্দ প্রয়োগ করা

([১৫৩]) আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

([১৫৪])আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

এবং বর্জন করার জন্য **"হারাম বলা বা হারাম"** শব্দ প্রয়োগ করাই হচ্ছে শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থে **" بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) তথা **(ইসলাম ধর্মে) "নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু(আইন)"** । কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এরূপ মন্তব্য করার মাধ্যমেই কোন নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু "(ইসলাম ধর্মে) " **إِحْدَاثٌ** " (ইহদাছুন) তথা **নতুন কিছু সংযোজন বা সংযোগ"** হয়।

কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক ঘোষিত এই ফরজটি বা এই হারামটিই হচ্ছে **مُحْدَثَةٌ** (মুহদাছাতুন) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইন"** আর " **مُحْدَثَةٌ** "(মুহদাছাতুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে **" بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন)। এরূপ **" بِدْعَةٌ" (**বিদআ'তুন)ই "**مَرْدُوْدٌ**" তথা পরিত্যাজ্য।

সিদ্ধান্তঃ ইসলামি শরীয়তে "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতু সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** হারাম।

"اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির তিনটি অর্থের বাস্তব প্রয়োগঃ

উপরে আমি " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির ০৩টি(তিনটি)অর্থ বর্ণনা করেছি।

" **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)শব্দটির তিনটি অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে-

(ক) অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ।

(খ) অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ।

(গ) শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ। " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ** " **(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা "অলংকার শাস্ত্র"** ব্যবহার করে উপরে আমি " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)শব্দটির তিনটি অর্থই যেমন--------------------

(ক) অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ

(খ) অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ

(গ) শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

বর্ণিত "**اَلْبِدْعَةُ**"(আল-বিদআ'তু)শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনে কোন অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য, প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় তা আমি "**عِلْمُ الْبَلاَغَةِ** " (ইলমুল বালাগাত) তথা (আরবি) অলংকার শাস্ত্রের দুটি শাখা "**عِلْمُ الْمَعَانِى** " (ইলমুল মাআ'নী) ও **عِلْمُ الْبَدِيْعِ**" (ইলমুল বাদী") এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নে বিশদ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী ---

"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) "

(অর্থঃ-সকল বিদআত **(" بِدْعَةٌ")** তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটি শাব্দিক দিক দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক এবং অর্থগত দিক দিয়ে অতি সূক্ষ্ম কিন্তু জটিল।

এরূপ গুণসম্পন্ন বাক্যের অর্থ বোধগম্য হওয়া কঠিন বিধায় অনুরূপ বাক্যের অর্থ সহজ ও বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রতিটি ভাষায়ই "**عِلْمُ الْبَلاَغَةِ** " (ইলমুল বালাগাত) তথা "অলংকার শাস্ত্র" নামে এক বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। এ পদ্ধতি ও কৌশলগুলো অলংকার শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বিবৃত আছে।

এতক্ষণ আমি "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ নিয়মতান্ত্রিক সাধারণভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন "**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ সূত্রভিত্তিক চারটি সুক্ষপদ্ধতিতে ৪১৫ পৃষ্ঠা হতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

<u><<"بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দের পরিশিষ্ট আলোচনা>></u>

<u>সুত্রভিত্তিক চারটি সুক্ষপদ্ধতিতে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থের আলোচনাঃ</u>

"بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির **শরীয়তী (শরই'য়্যু)** অর্থ তথা **আইনগত অর্থঃ**

সুচনাঃ মতভেদপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ের আওতাধীন كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভুক্ত **"بِدْعَةُ"** (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ উদ্ধারে আমি নিম্নে বর্ণিত **(ক, খ, গ, ঘ)** বাংলা বর্ণমালায় ক্রমিকসম্বলিত চারটি (০৪টি) পদ্ধতিতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(পদ্ধতি ক) ---

<u>**"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ"** (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা **"عِلْمُ الْبَدِيْعِ"** (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভুক্ত **"التَّوْرِيَةُ "** (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)ব্যবহার অথবা **"التَّوْرِيَةُ "** (আত তাওরিয়্যাতু) পদ্ধতির প্রয়োগ নীতিমালাঃ</u>

সুচনাঃ "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে " **عِلْمُ الْبَدِيْعِ**" (ইলমুল বাদী') **(১৫৫)** নামে একটি অধ্যায় আছে। **عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী')** তথা **চমৎকার বাক্যবিন্যাস-শাস্ত্রে** শব্দ ব্যবহারে দুটি পদ্ধতি রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফ সঠিকভাবে বুঝার জন্য **عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী')** তথা **চমৎকার বাক্যবিন্যাস-শাস্ত্র** সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখা বা জ্ঞানার্জন করা অতীব জরুরী এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এ শাস্ত্র সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে এমন কতিপয় দ্ব্যর্থবোধক আয়াত, শব্দ ও বাক্য রয়েছে যার অর্থ সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ দ্ব্যর্থবোধক আয়াত, শব্দ ও বাক্যগুলোর ভুল অর্থ করার কারণে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সে জন্যেই আমি **"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ"** (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা **"عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী')** এর অন্তর্ভুক্ত **"التَّوْرِيَةُ"** (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতার** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দের) উপর বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। কারণ, কোন আরবি বাক্যে **"عِلْمُ الْبَدِيْعِ"** (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভুক্ত **"التَّوْرِيَةُ"** (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ) ব্যবহার করাকে **"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ"**(ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে **শব্দালংকার** বলে।

উপরে আমি এ কথা বলেছি যে, **عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী')** তথা **চমৎকার বাক্যবিন্যাস-শাস্ত্রে** শব্দ ব্যবহারে দুটি পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হচ্ছে ---------------------------

(১) "اَلْمُحَسَّنَةُاللَّفْظِيَّةُ " (মুহাসসানাতুল লাফজিয়া) তথা **"শব্দগত সৌন্দর্য"** ।

(২) " اَلْمُحَسَّنَةُالْمَعْنَوِيَّةُ"(মুহাসসানাতুল মা'নাবিয়্যাতু) তথা **" অর্থগত সৌন্দর্য"** ।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে **"عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভুক্ত "التَّوْرِيَةُ "** (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)পদ্ধতি বুঝাতে চেষ্টা করব। আর তা হচ্ছে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী---

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)

বাক্যটিতে ব্যবহৃত **بِدْعَةٌ** শব্দটি হচ্ছে **" اَلْمُحَسَّنَةُالْمَعْنَوِيَّةُ"**(মুহাসসানাতুল মা'নাবিয়্যাতু) তথা **" অর্থগত সৌন্দর্যের"** অন্তর্ভুক্ত। এ পদ্ধতিতে শব্দের দুটি অর্থ থাকে। যেমন- জাতিগত নাম, পরিচিতি নাম ও প্রচলিত অর্থ এবং নির্দেশমূলক

---

(১৫৫) "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর শাব্দিক অর্থঃ চমৎকার বাক্যবিন্যাস-শাস্ত্র। এটা হচ্ছে আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা।

নামের একত্রে সমাবেশ থাকে। উদাহরণস্বরূপ بِدْعَةٌ শব্দটির নিকটবর্তী অর্থ যা শব্দটি মুখে উচ্চারন করামাত্র বা মুখে বলামাত্র বিনা চিন্তায় বুঝে আসে বা বোধগম্য হয়। যেমন- নতুনত্ব, নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার ইত্যাদি। بِدْعَةٌ শব্দটি মুখে উচ্চারণ করতেই বা বলামাত্র এসব অর্থ সহজেই বুঝে এসে যায়। এটাই بِدْعَةٌ শব্দটির নিকটবর্তী অর্থ তথা অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ।

আর بِدْعَةٌ শব্দটির দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে–নতুন সংযোজিত কিছু (নতুন সংযোজিত কাজ, নতুন সংযোজিত বিষয় ও নতুন সংযোজিত ব্যাপার ইত্যাদি। بِدْعَةٌ শব্দটি মুখে উচ্চারণ করতেই বা বলামাত্র বিনা চিন্তায় এসব অর্থ সহজেই বুঝে আসে না। বরং সুক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। এটাই بِدْعَةٌ শব্দটির দুরবর্তী অর্থ তথা পারিভাষিক আইনগত অর্থ। যখন কোন শব্দ দ্ব্যর্থবোধক তথা দুই অর্থবিশিষ্ট হয় তখন উক্ত শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগনীতি হচ্ছে সাধারণ লোকেরা তথা অধস্তন জনেরা তাদের কথাবার্তায় উক্ত শব্দের নিকটবর্তী অর্থ তথা শাব্দিক অর্থ ব্যবহার করবেন। আর উচ্চস্তর জনেরা উক্ত শব্দের দুরবর্তী অর্থ তথা আইনগত অর্থ ব্যবহার করবেন। এটাই হচ্ছে "**التَّوْرِيَةُ** "(আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ) পদ্ধতির প্রয়োগনীতি। কথা-বর্তায়, বক্তব্যে, প্রবন্ধে ও গ্রন্থসমূহে "**التَّوْرِيَةُ**" (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)পদ্ধতি ব্যবহার করাকে " **عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে **শব্দালংকার** বলে।

পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফে "**التَّوْرِيَةُ**" (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)পদ্ধতির বহুল ব্যবহার রয়েছে। তম্মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী------------------------------------ --

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)

বাক্যটিতে ব্যবহৃত بِدْعَةٌ শব্দটি হচ্ছে অন্যতম। যখনই পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফের কোথাও এরূপ শব্দের সমাহার দেখা যাবে তখনই উক্ত শব্দের পারিভাষিক আইনগত অর্থ ধর্তব্য। সম্মাণিত পাঠকবর্গকে "**التَّوْرِيَةُ**" (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)**পদ্ধতি** সম্পর্কে সঠিক, পূর্ণাঙ্গজ্ঞান ও সম্যক ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে "**التَّوْرِيَةُ**" (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)**পদ্ধতিতে** অবতারিত পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত এখানে উপস্থাপন করব যাতে "**التَّوْرِيَةُ**" (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ)পদ্ধতিটি সম্মাণিত পাঠকবর্ঘের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকখানা আয়াত উপস্থাপন করা হল।

তাওরিয়ার প্রথম উদাহরণঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ الْأَيَةُ (٦٣)

অর্থঃ-তিনিই (আল্লাহু) রাত্রিকালে মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা দিনের বেলায় যা কর তা তিনি জানেন। সুরা আন-আ'ম, আয়াত নং-৬৩। উপরের আয়াতে কারিমাতে দুটি অংশ আছ। একটি অংশ হচ্ছে '**يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّيْلِ**' আর অপর অংশ হচ্ছে **وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ** ।

প্রথশ অংশ শব্দগুচ্ছটি দুটি অর্থ প্রদান করে।

(ক) উপরোল্লিখিত আয়াতে কারিমাতে ব্যবহৃত '**يَتَوَفَّاكُمْ**' শব্দটি তাওরিয়া পদ্ধতির অন্তর্গত একটি শব্দ। এর একটি নিকটবর্তী অর্থ অপরটি এর দুরবর্তী অর্থ। এর নিকটবর্তী অর্থ হচ্ছে **الْوَفَاةُ/ الْمَوْتُ** (আল-মাউত/আল-ওফাতু)মৃত্যু দান করা।

(খ) এর দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে **النَّوْمُ**(আন-না্ওমু)ঘুম পাড়ানো। এখানে দুরবর্তী অর্থটিই উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অংশ '**مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ**' শব্দগুচ্ছটিতে **جَرْحٌ** শব্দটিও দুটি অর্থ প্রদান করে।

(ক) একটি এর নিকটবর্তী অর্থ অপরটি এর দুরবর্তী অর্থ। **جَرْحٌ** এর নিকটবর্তী অর্থ হচ্ছে **الْمَشَقَّةَ/شَقٌّ** (মাশাক্কাতু) কষ্ট দেওয়া।

(খ) **جَرْحٌ** এর দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে **عَمَلٌ/ إِكْتِسَابُ الْأِثْمِ** (আমালুন/ইকতিসাবুল ইছম/ কাজ করা/পাপ অর্জন করা।

এখানে দুরবর্তী অর্থটিই উদ্দেশ্য।

তাওরিয়ার দ্বিতীয় উদাহরণঃ

’وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ‘ سُوْرَةُ الرَّحْمٰن ـ أَلْأَيَةُ (٦)

অর্থঃ- তরুলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই সিজদায় রত আছে। সুরা আর-রাহমান, আয়াত নং-৬।

উপরের আয়াতে কারিমাতে দুটি অংশ আছ্। একটি অংশ হচ্ছে **‘ النَّجْمُ ’** আর অপর অংশ হচ্ছে **وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ‘** ।

প্রথশ অংশ **‘ وَ النَّجْمُ ’** শব্দটি দুটি অর্থ প্রদান করে।

(ক) একটি এর নিকটবর্তী অর্থ অপরটি এর দুরবর্তী অর্থ। **‘ النَّجْمُ ’**এর নিকটবর্তী অর্থ হচ্ছে **كَوْكَبُ**(কাউকাবু) তারকা।

(খ) ‘ النَّجْمُ ’ (আন-নাজমু)এর দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে **النَّبَاتُ**(আন-নাবাতু) তরুলতা। এখানে দুরবর্তী অর্থটিই উদ্দেশ্য।

তাওরিয়ার তৃতীয় উদাহরণঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ـ سُوْرَةُ الذَّارِيَةِ ـ أَلْأَيَةُ (٤٧)

অর্থঃ-আমি আকাশ-জমিন নির্মান করেছি আমার ক্ষমতা বলে। সুরা আযযারিইয়াতু, আয়াত নং-৪৭।

উপরের আয়াতে কারিমাতে দুটি অংশ আছ্। একটি অংশ হচ্ছে **‘ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ’** আর অপর অংশ হচ্ছে **بِأَيْدٍ** ।

দ্বিতীয় অংশ **‘ بِأَيْدٍ ’** শব্দগুচ্ছটিতে **أَيْدٍ** শব্দটিও দুটি অর্থ প্রদান করে।

(ক) একটি এর নিকটবর্তী অর্থ অপরটি এর দুরবর্তী অর্থ। **‘ أَيْدٍ ’**এর নিকটবর্তী অর্থ হচ্ছে হাত।

(খ) ‘ أَيْدٍ ’ এর দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে **الْقُوَّةُ/ الْقُدْرَةُ**(আল-কুওয়াতু, আল-কুদরাতু) শক্তি, ক্ষমতা। এখানে দুরবর্তী অর্থটিই উদ্দেশ্য।

তাওরিয়ার চতুর্থ উদাহরণঃ

الَرَّحْمٰن عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ـ سُوْرَةُ طٰهٰ ـ أَلْأَيَةُ (٥)

অর্থঃ-রহমান (আল্লাহ) আরশে আধিপত্য বিস্তার করে আছেন। সুরা তোহা, আয়াত নং-০৫।

উপরের আয়াতে কারিমাতে দুটি অংশ আছ্। একটি অংশ হচ্ছে **‘ الَرَّحْمٰن عَلَى الْعَرْشِ ’** আর অপর অংশ হচ্ছে **اسْتَوٰى** ।

দ্বিতীয় অংশ**‘ اسْتَوٰى ’** শব্দটিতে **اسْتَوٰى** শব্দটিও দুটি অর্থ প্রদান করে।

(ক) একটি এর নিকটবর্তী অর্থ অপরটি এর দুরবর্তী অর্থ। **‘ اسْتَوٰى ’**এর নিকটবর্তী অর্থ হচ্ছে সোজা হয়ে বসে থাকা, স্থীর হয়ে থাকা।

(খ) ‘ اسْتَوٰى ’ এর দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে **الْإِسْتِعْلَاءُ**(আল-ইস্তি’লাউ) আধিপত্য বিস্তার করে থাকা। এখানে দুরবর্তী অর্থটিই উদ্দেশ্য।

তাওরিয়ার পঞ্চম উদাহরণঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدٌ ـ سُوْرَةُ الدَّهْرِ ـ أَلْأَيَةُ (١٩)

অর্থঃ-আর তাদেরকে পরিবেশন করবে কানে বালা বা অলংকার পরিহিত কিশোরগণ । সুরা আদ-দাহর, আয়াত নং-১৯। উপরের আয়াতে কারিমাতে দুটি অংশ আছ্। একটি অংশ হচ্ছে **‘ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان ’** আর অপর অংশ হচ্ছে **مُّخَلَّدٌ** ।

দ্বিতীয় অংশ **‘ مُّخَلَّدٌ ’** শব্দটিতে **مُّخَلَّدٌ** শব্দটিও দুটি অর্থ প্রদান করে।

(ক) একটি এর নিকটবর্তী অর্থ অপরটি এর দুরবর্তী অর্থ। **‘ مُّخَلَّدٌ ’**এর নিকটবর্তী অর্থ হচ্ছে চিরস্থায়ী।

(খ) ‘ مُّخَلَّدٌ ’ এর দুরবর্তী অর্থ হচ্ছে **الْقُرْطُ**(আল-কুরতু,) কানে বালা বা অলংকার পরিহিত । এখানে দুরবর্তী অর্থটিই উদ্দেশ্য।

আশা করি পাঠকবর্গ উপরের উদাহরণের মাধ্যমে "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "**عِلْمُ الْبَدِيْعِ**" **(ইলমুল বাদী’) এর অন্তর্ভুক্ত “ التَّوْرِيَةُ “** (আৎ তাওরিয়্যাতু) তথা **দ্ব্যর্থবোধকতা** (দুই অর্থ

বিশিষ্ট শব্দ) ব্যবহার নীতি অথবা "**اَلتَّوْرِيَةُ** " (আত তাওরিয়্যাতু) পদ্ধতির **প্রয়োগ নীতিমালা** সম্পর্কে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। আল্লাহু তাআ'লা ভাল জানেন।

(পদ্ধতি খ)--

"**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির **শরীয়তী (শরই'য়্যু)** অর্থ তথা **আইনগত অর্থঃ**

সুচনা: "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" **(**ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "**عِلْمُ الْمَعَانِى**" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত "**اَلْاِيْجَازُ**"" (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং** "**اَلْاِطْنَابُ**"" (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে >>------

"**عِلْمُ الْمَعَانِى**"(ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত "**اَلْاِيْجَازُ**"" (আলইজাযু)**"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং** "**اَلْاِطْنَابُ**"" (আল ইতনাবু) **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতির ব্যবহারঃ

উপরে আমি "**عِلْمُ الْبَدِيْعِ**" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভুক্ত "**اَلتَّوْرِيَةُ** " (আত তাওরিয়্যাতু) তথা" দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" পদ্ধতির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এ "**اَلتَّوْرِيَةُ** "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা **"দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ"** পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল বাক্যে ব্যবহৃত দুই অর্থবিশিষ্ট (নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্থবিশিষ্ট) শব্দের গ্রহণযোগ্য অর্থের সিদ্ধান্ত দেয়া। আমি তা ওখানে দেখাইয়েছি।
আমি এখন "**عِلْمُ الْمَعَانِى**"**(**ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত " **اَلْاِيْجَاز** "**(**আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** এবং "**اَلْاِطْنَاب**""(আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতির উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল "**عِلْمُ الْمَعَانِى**" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত " **اَلْاِيْجَاز** "(আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে " **عِلْمُ الْبَدِيْعِ**" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভুক্ত "**اَلتَّوْرِيَةُ** "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা **"দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ"** পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহীত অর্থবিশিষ্ট ও শব্দসম্বলিত বাক্যকে "**عِلْمُ الْمَعَانِى**"(ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত "**اَلْاِطْنَابُ**""(আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘ রূপ"** পদ্ধতিতে সহজ ও সরল অর্থে প্রকাশ করা। এই "**اَلْاِيْجَازُ**"" (আলইজাযু)**"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং** "**اَلْاِطْنَابُ**"" (আল ইতনাবু) **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যবহার নিম্নে (গ) পদ্ধতির ভিতর দেখানো হল।

(পদ্ধতি গ) ---

"**بِدْعَةٌ**" **(বিদআতুন)** শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা **আইনগত অর্থঃ**
আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার " **جَوَامِعُ الْكَلِمِ**" (জাওয়ামিউল কালিম) তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী"** পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে>>--------

جَوَامِعُ الْكَلِمِ" ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর"** ব্যবহারঃ

সুচনাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী--
"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) "
(অর্থঃ-সকল বিদআত **(" بِدْعَةٌ")** তথা "(ইসলাম ধর্মে) **সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক ও অতিউচ্চস্তরের আরবি বাক্য। কারন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র

বাণীর ভাষার মান অতি উচ্চ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূর্বে ও পরে তাঁর মত এত উচ্চস্তরের মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টির মধ্যে আর কেহ নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হলেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টির মধ্যে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। সে দৃষ্টি কোন থেকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরবি বাক্য ব্যবহার ও ভাষা প্রয়োগেও সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় ছিলেন। সেই জন্য হাদিস শরীফের ভাষার মান সাধারণ আরব মানুষের ভাষার মানের চেয়ে অতি উন্নত ও অত্যাধিক স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেহেতু অতিউচ্চস্তরের মহান মানুষ ছিলেন সেহেতু তাঁর বাক্যবলীর ব্যবহার ছিল অতিসংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক। সেই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীর বাক্যকে " **جَوَامِعُ الْكَلِمِ** " ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী"** বলে।

যেমন- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন---

১ নং হাদিস শরীফঃ

"بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ" ـ بُخَارِي (7273) + مُسْلِمٌ (৫২৩) (অর্থঃ- আমাকে ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী"** দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৭৩, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৩।)

২ নং হাদিস শরীফঃ

"إِنِّى أُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ "ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى(٦٤٨٤) +مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٢٠٠٣٣+٢٠٠٣٤)"

(অর্থঃ- নিশ্চয় আমাকে ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী"** প্রদান করা হয়েছে। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-২০০৩৩,২০০৩৪ + মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৪।

এটা যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ ও দয়া এবং এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও বটে। যেহেতু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা " **جَوَامِعُ الْكَلِمِ** " ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর"** অধিকারী ছিলেন সেহেতু তিনি তাঁর প্রিয় জ্ঞানী ও জ্ঞান পিপাসু সাহাবাগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নিকটও কথাবার্তা আদান-প্রদানের সময় "**جَوَامِعُ الْكَلِمِ**"("জাওয়ামিউল কালিম")তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী"** ব্যবহার করতেন।

সে দিক দিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী--------

"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) "

(অর্থঃ-সকল বিদআত (**بِدْعَةٌ**) তথা "(ইসলাম ধর্মে) **নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** ভ্রষ্টতা)>>বাক্যটি তাঁর "**جَوَامِعُ الْكَلِمِ**"("জাওয়ামিউল কালিম") তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর"** অর্ন্তর্ভূক্ত।

" **جَوَامِعُ الْكَلِمِ**"("জাওয়ামিউল কালিম")তথা **"সুদুরপ্রসারী ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী"** সাধারনত "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**"(ইলমুল বালাগাত)তথা অলংকার শাস্ত্রের বেলায় "**اَلْاِيْجَازُ** " (আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ পরস্পর পরস্পরের নিকট ভাবের আদান-প্রদাণের সময় সাধারনত প্রকাশ ভঙ্গির দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করে থাকে।

"**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ** " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে এ দুটি পদ্ধতিকে নিম্নে বর্ণিত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ।

(১) "**اَلْاِيْجَازُ** "(আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"**

(২) "**اَلْاِطْنَابُ**" (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** হিসেবে অভিহিতকরা হয়।

"**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে "**اَلْاِيْجَازُ** "(আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতি সাধারনত উচ্চস্তরজন অধস্তনদের নিকট প্রয়োগ করেন আর "**اَلْاِطْنَابُ**" (আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতি সাধারনত অধস্তনজন উচ্চস্তরজনদের নিকট প্রয়োগ করেন। যিনি মর্যাদায় নিম্নে তাকে অধস্তনজন বলে আর যিনি মর্যাদায় উচ্চে তাকে উচ্চস্তরজন বলে।

আমরা যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত সেহেতু আমরা তাঁর অধস্তনজন। তাই, তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর উম্মতের বেলায় "**اَلْاِطْنَاب**"(আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতির পরিবর্তে " **اَلْاِيْجَاز** "(আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। সেই জন্যই হাদিস শরীফের--------------------------------

" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ**"

(অর্থঃ-সকল বিদআত (**بِدْعَةٌ**) তথা "(ইসলাম ধর্মে) **সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই"** ভ্রষ্টতা) << বাক্যাশটুকু "**اَلْاِيْجَاز** "(আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর দুটি অর্থ আছে। একটি এর বাহ্যিক অর্থ অপরটি এর অভ্যন্তরীণ অর্থ।

(১)" **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) এর বাহ্যিক অর্থঃ প্রত্যেকটি **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) তথা (ইসলাম ধর্মে) **"নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই(আইনই)"** ভ্রষ্টতা।

(২) "**كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ**" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) এর অভ্যন্তরীণ অর্থঃ ইসলামি শরীয়তে বা (ইসলাম ধর্মে) **"নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু (আইন)** হারাম।

আরবি ভাষায় এ বক্যটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় যেমন--

"**اِحْدَاثُ قَانُوْنٍ جَدِيْدٍ فِىْ الشَّرِيْعَةِ الإسلاميَّةِ حَرَامٌ**

এ রকম অধিক শব্দ ব্যবহার করে যদি কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় তখন এটাকে "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের বেলায় "**اَلْاِطْنَاب**"(আল ইতনাবু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি সাধারনত অধস্তন লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে। তাই, আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত হওয়ার কারনে আমরা তাঁর অধস্তন বিধায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতের বেলায় তাঁর বক্তব্য, বাণী উপস্থাপন করার সময় "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রকাশ ভঙ্গির দ্বিতীয় পদ্ধতি"**اَلْاِطْنَاب**"(আল ইতনাবু)তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতি পরিত্যাগ করে "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ**" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রকাশ ভঙ্গির প্রথম পদ্ধতি "**اَلْاِيْجَاز** "(আল ইজাযু)তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"**পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন । এই "**اَلْاِيْجَاز**"(আল ইজাযু)তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতিতে বাক্য সংক্ষিপ্ত হয় আর তখন এর অভ্যন্তরীণ অর্থ ব্যাপক হয়। যখন উচ্চস্তরজনের বাক্য ও ভাষা "**اَلْاِيْجَاز** "(আল ইজাযু) তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"** পদ্ধতিতে প্রকাশ হবে তখন উক্ত বাক্য "**اَلْاِطْنَاب**"(আল ইতনাবু)তথা **"প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ"** পদ্ধতিতে সহজ ও সরল অর্থে প্রকাশ করতে হবে । তা হলে বক্তার বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্ম উদ্ধার সম্ভব হবে অন্যথায় ভুল হয়ে যাবে।

(পদ্ধতি ঘ) ---

"**بِدْعَةٌ**" (বিদআতুন) শব্দটির **শরীয়তী (শরই'য়্যু)** অর্থ তথা **আইনগত অর্থঃ**

ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** ব্যবহারের মাধ্যমে<>

" **كُلُّ بِدْعَةً ضَلَالَة**''"(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে **أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**" তথা **ইসলামি আইনের** স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ এর ব্যবহারঃ**

সুচনা: " **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে "**عِلْمُ الْبَلَاغَةِ** " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের ব্যবহারের আলোচনা সমাপ্ত হল। **এখন "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"**

(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـهَا اَللهُ এর ব্যবহারের মাধ্যমে " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে বিস্তরিত আলোচনা করা হবে ।

উপরে আমি بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থই বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। যেমন-

(ক) অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ।

(খ) অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ ।

(গ) শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা **আইনগত অর্থ ।**

বর্ণিত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে ইসলামি শরীয়তে কোন অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য, প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় তা "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ "(ইলমুল বালাগাত) তথা (আরবি ভাষার) অলংকার শাস্ত্রের দুটি শাখা যেমন- "عِلْمُ الْمَعَانِى (ইলমুল মাআ'নী) ও "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর ব্যবহারের মাধ্যমে আমি উপরে বিশদ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

বর্ণিত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি কোন জায়গায় এবং কোন অবস্থায় ব্যবহার করা প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় তা ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةُ") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় "** (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْـهَا اَللهُ)এর ব্যবহারের মাধ্যমে আমি এখন নিম্নে বিশদ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। কারণ, ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةُ") তথা ইসলামি আইনে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) হচ্ছে দুই প্রকার।

১. শাব্দিক অর্থে তথা **আভিধানিক অর্থে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন।**

২. শরীয়তী(শরই'য়্যু) অর্থে তথা **আইনগত অর্থে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)।**

১. শাব্দিক অর্থে তথা **আভিধানিক অর্থে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন। শাব্দিক অর্থে** তথা **আভিধানিক অর্থে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন** হচ্ছে بِدْعَةٌ عَامَّةٌ" (বিদআ'তুন তথা সাধারণ بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন। এই সাধারণ بِدْعَةٌ " (বিদআ'তুন) ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةُ") তথা ইসলামি আইনে আমলযোগ্য بِدْعَةٌ " (বিদআ'তুন)। কারণ, এই بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) হচ্ছে سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়মের** অন্তর্ভুক্ত। أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ পূর্ববর্তী উৎকৃষ্ট উলামাগণের মতে بِدْعَةٌ عَامَّةٌ" (বিদআ'তুন আম্মা) তথা সাধারণ بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)ই بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ (বিদআ'তুন হাসানাতুন) নামে অভিহিত।

২. শরীয়তী(শরই'য়্যু) অর্থে তথা **আইনগত অর্থে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)। শরীয়তী(শরই'য়্যু) অর্থে** তথা **আইনগত অর্থে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) হচ্ছে** بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত। এই بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত হচ্ছে বর্জনযোগ্য(বর্জনীয়)بِدْعَةٌ " (বিদআ'তুন)। এই بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)কে বর্জন করতে হবে। أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ পূর্ববর্তী উৎকৃষ্ট উলামাগণের মতে بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা **ভ্রষ্ট বিদআ'তই** بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ(বিদআ'তুন সায়্যিইয়াতুন) নামে অভিহিত। কারণ, بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত হচ্ছে পাপ। ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّةُ") তথা **ইসলামি আইনে** পাপ কর্ম করা হারাম বা নিষিদ্ধ। بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা **ভ্রষ্ট বিদআ'তের** প্রতি লক্ষ্য করেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেন:----

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الأَثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢٦٨٤)

অর্থ:-হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার(গোমরাহীর)) দিকে আহবান করবে তার উপর তার অনুসারীদের পাপের সদৃশ(সমান) গুনাহের বোঝা থাকবে, এতে তাদের গুনাহ থেকে সামান্যতমও কমতি হবে না। সুনানুত-তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৮৪।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা এরূপ **بِدْعَةٌ** " (বিদআ'তুন) এর প্রতিই নির্দেশ করেছেন। নিম্নে এর সদৃশ বিশদ ব্যাখ্যা আসছে।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী---

"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)

(অর্থঃ-সকল বিদআত (**" بِدْعَةٌ "**) তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটিতে ব্যবহৃত **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির দ্বারা উপরে---------------------------------------

(ক) তে বর্ণিত **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির **অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থটি** উদ্দেশ্য নহে। কারণ, **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থটি মূলতঃ **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত নহে অর্থাৎ ইসলামি শরীয়তে **"নতুন সংযোগকৃত বা সংজোজিত কিছু"** নহে। নতুন কিছু বর্জন করতে হলে উক্ত নতুন বিষয়, নতুন ব্যাপার বা নতুন বস্তুটি **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত হতে হবে অর্থাৎ ইসলামি শরীয়তে **"নতুন সংযোগকৃত বা সংজোজিত কিছু"** হতে হবে। যে কোন নতুন বিষয়, নতুন ব্যাপার বা নতুন বস্তু ইসলামি শরীয়তে **"নতুন সংযোগকৃত বা সংজোজিত কিছু"** না হলে তা মূলতঃ **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত নহে। এই জন্যেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন)কে দুটি ভাগে(**অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ** তথা **আইনগত অর্থ**) বিভক্ত করে **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত থেকে বিরত থাকতে তিনি তার প্রিয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির **শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ** তথা **আইনগত অর্থটি** হচ্ছে **" أَحْدَثَ "**(আহদাছা) ক্রিয়াবাচক শব্দটির **" مَفْعُوْل "** (মাফউ'লুন >কর্ম) শব্দ থেকে উৎসরিত **"مُحْدَثَةٌ"** **(**মুহদাছাতুন)শব্দের প্রতিশব্দ **ضَلاَلَةٌ** (দলালাতুন) তথা ভ্রষ্টতাগুণসম্পন্ন **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট(বর্জনযোগ্য) বিদআ'ত।

بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির **অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থটি** হচ্ছে ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا** اللهُ) **(১৫৬)** এর আওতাধীন **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়ম (১৫৭)** নামে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ** (সুন্নাত) তথা **নিয়মের** অন্তর্ভুক্ত আমলযোগ্য একটি **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'ত)। বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এমনকি সর্বনিকৃষ্ট উলামা কেরামগণের নিকটও **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়ম** নামে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামারই এই **سُنَّةٌ** (সুন্নাত) তথা **নিয়মটি** বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এমনকি সর্বনিকৃষ্ট উলামা কেরামগণ এই বিলুপ্ত **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়মের** সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছেন। ফলে মুসলিম সমাজে মুসলিম মানুষ এমনকি সর্বনিকৃষ্ট উলামা কেরামগণের মধ্যে **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির সংজ্ঞায় কঠোর মতপার্থক্যতা প্রলক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে। তাই, **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির **অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ** তথা **আইনগত** অর্থটির পার্থক্য বুঝাবার জন্যে নিম্নে একখানা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ উল্লেখ করছি। যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত থেকে বিরত থাকার বিষয়ে বলেনঃ---

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ " إِعْلَمْ" قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ "إِعْلَمْ" يَا بِلاَلُ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ ((إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيْتَت بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَ مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلاَلَةً لاَ يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَالاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا)) سُنَنُ التِّرْمِذِى (٢٦٧٧)،

---

(১৫৬) **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا** اللهُ) সম্পর্কে ২৭৯পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ।

(১৫৭) **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ(সুন্নাতুন হাসানাতন)** সম্পর্কে ৩৮৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা অসছে ।

অর্থঃ- হযরত কাছির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিলাল বিন হারিছকে বলেন, **"জান"**, তিনি(বেলাল) বললেন, কি জানব ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি (নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেনঃ **"জান"**, হে বেলাল, তিনি(বেলাল) বললেন, কি জানব ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেনঃ ((যে ব্যাক্তি আমার পরে আমার বিলুপ্ত সুন্নাতের কোন একটি সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করবে তার জন্য রয়েছে পুনর্জীবিত সুন্নাতের অনুসারীদের অনুরূপ পুরস্কার তাদের(পুনর্জীবিত সুন্নাতের অনুসারীদের) পুরস্কার থেকে কোন পুরস্কার হ্রাস না করে। আর যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অসন্তোষ **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত তৈরী করবে বা প্রচলন করবে তার উপর রয়েছে **بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ** (বিদআ'তুন দলালাতুন) তথা ভ্রষ্ট বিদআ'ত আমলকারীদের (কার্যকরকারীদের) পাপ, এটা মানুষের কোন পাপ হ্রাস করবে না)), সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৭৭।

(খ) তে বর্ণিত **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির **অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থটি (গ)** তে বর্ণিত **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির **শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত** অথর্টির উদ্দেশ্যের সহায়ক।

এখন আমি **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে উপরে **(ক)** তে বর্ণিত **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার ইত্যাদির উপর ইসলামি শরীয়তের **(اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلاميَّةُ**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)** এর ব্যবহারের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-২৭৯ এ আমি ইসলামি শরীয়তের **(اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلاميَّةُ**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **" মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় "(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)** এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছি।

এখন আমি **كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ**"(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) (অর্থঃ-সকল বিদআত **(" بِدْعَةٌ")** তথা **"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** ভ্রষ্টতা)<<বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)** এর ব্যবহার দেখাব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে প্রথম দিকে উপরে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। এখন শুধু এর সংজ্ঞা প্রদান করে এর ব্যবহার দেখাব।

শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ((মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত)) ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১৫৮)সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে মহান আল্লাহ তাআ'লা "ফরজ-হারাম" ঘোষণা না দিয়ে বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন---

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি।

[ঘ] পার্থিব বিষয়- ১. বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন **২.** আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি **৩.** আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি **৪.** আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি **৫.** শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া **৬.** পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

---

(১৫৮)(যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---

"وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " ـ سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ الْأيَةُ (٨)

(অর্থঃ-এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮) <<

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা **২.** জন্মবার্ষিকী পালন করা **৩.** কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা **৪.** ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা **৫.** মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা **৬.** ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা **৭ .**কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, **৮.** কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা **৯.** জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত করা **১০.** আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা **১১.** ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা **১২.**শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিবাগত **১৫** শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ)** বলে।
"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়ম (১৫৯)** নামে পালন করা বা বাস্তবে কার্যকর করা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ (সুন্নাত)** তথা **নিয়মের** অন্তর্ভুক্ত।

***অপরদিকে(উপরোক্ত বিষয়গুলোই)>> পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (১৬০)সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন--
[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি।
[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি।
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি।
[ঘ] পার্থিব বিষয়- ১. বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন **২.** আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি **৩.** আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি **৪.** আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি **৫.** শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া **৬.** পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা **২.**জন্মবার্ষিকী পালন করা, **৩.**কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা **৪.** ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা **৫.** মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, **৬.** ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা **৭.** কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, **৮.** কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, **৯.**জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত করা **১০.** আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা **১১.**ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা **১২.**শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিবাগত **১৫.** শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের **১৪** তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে আরবি অভিধানের শাব্দিক অর্থানুসারে **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) বলে। **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) শব্দটির আরবি অভিধানের শাব্দিক অর্থের অওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয় পালন করা বা বাস্তবে কার্যকর করা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার **سُنَّةٌ (সুন্নাত)** তথা **নিয়মের** অন্তর্ভুক্ত আমলযোগ্য **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'ত)।
***উপরের উদাহরনগুলোতে বর্ণিত বস্তু, কাজ ও ষিয়গুলোর মত বা অনুরূপ যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে **"ফরজ না হারাম" প্রশ্ন** করে জানতে চাওযা এবং এরূপ সদৃশপূর্ণ যে কোন প্রশ্ন যে কেহ করলেই সে

---

(১৫৯) **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ(সুন্নাতুন হাসানাতন)** সম্পর্কে ৩৮৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা অসছে ।
(১৬০) (যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---

وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " ـ سُوْرَةُ النَّحْلِ ـ الْأَيَةُ (٨)"

(অর্থঃ- "এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮) <<

হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী।
অন্য কথায় যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে **"ফরজ না হারাম"** এবং এরূপ সদৃশপূর্ণ যে কোন প্রশ্ন করাই ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة)"** তথা ইসলামি আইনে হারাম বা নিষিদ্ধ।
যেখানে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে **ফরজ না হারাম** এরূপ যে কোন প্রশ্নকারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী সেখানে ফরজ বা হারাম মন্তব্যকারী আরো অধিক মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য।
যেমন- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় গ্রহণ বা কার্যকর করার জন্য অথবা বর্জন বা প্রত্যাখান করার জন্য **"ফরজ না হারাম"** এরূপ যে কোন প্রশ্ন না করার বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য কঠোরভাবে বলেছেনঃ ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ـ بُخَارِى (٧٢٨٨) + مُسْلِمٌ (١٣٣٧)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রিদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি **(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি)** তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর, আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানুযায়ী কর। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৮ + মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৩৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم النَّاسَ فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَالَ رَجُلٌ فِى كُلِّ عَامٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثًا، فَقَالَ " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَاقُمْتُمْ بِهَا، ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ـ مُسْلِمٌ (١٣٣٧)+ النَّسَائِي (٢٦١٩) + أَحْمَدُ (٢/٢٤٧) + المعجم الأَوْسَطُ للطبراني(٢٧١٥) + الْحُمَيْدِي (١١٢٥) + أَبُو يَعْلَى (٦٢٩٧) + إِبْنُ خُزَيْمَةَ (٢٥٠٨) + في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي (١٨٢٣) + إِبْنُ حِبَّانٍ (٢١)

অর্থঃ--হযরত আবু হুরায়রা (রিদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মানুষদেরকে ভাষণ দিয়ে বলেছেন: **"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন"** । এতে একজন লোক বললেন, প্রত্যেক বছর? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তার থেকে চুপ রইলেন এমনকি লোকটি তিনবার একই কথা বললেন। অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আমি যদি বলতাম হা! তা হলে তা (হজ্জ প্রতি বছর)ফরজ হয়ে যেত। ফলে তোমরা তা বাস্তবায়ন করতে না। আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে(আমাকে প্রশ্ন করা) আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও। কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর, আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানুযায়ী কর। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩৩৭ + নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬১৯ + মুসণাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৭, ২য খন্ড + আল- মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৫ + আল- হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৫ + আবু ইয়া'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬২৯৭ + ইবনু খুযায়মা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫০৮ + সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْئٍ(عَنْ أَمْرٍ- مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى) لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه - بُخَارِى (٧٢٨٩) + مُسْلِمٌ (٢٣٥٨) + إِبْنُ حِبَّانِ (١١٠) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٦١+ ٧٦٢+ ٧٦٤)

অর্থঃ হযরত আমের বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু)তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে। অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে", মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১০।

উরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে এই কথাই বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে যেই বিষয়ে **"ফরজ-হারাম"** বলা ছেড়ে দিয়েছেন সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদেরকেও **"ফরজ-হারাম"** বলা ছেড়ে দিতে হবে এবং সেই বিষয়গুলোর গ্রহণ-বর্জন করার ব্যাপারে অন্য কাউকে **"ফরজ না হারাম"** এইরূপ প্রশ্ন করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। কারণ, কোন নতুন বিষয় বা নতুন কাজ চোখে দেখা গেলেই উক্ত নতুন বিষয় বা নতুন কাজ গ্রহণ-বর্জন করা **"ফরজ না হারাম"** এরূপ প্রশ্ন করাই হারাম বা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র আমাদের একমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব হল এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে সরাসরি বোধগম্যমূলক যেই সব বিষয়সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে শুধু বিরত থাকব আর যেই বিষয়গুলো পালন করতে বলেছেন তা যথাসাধ্য পালন করব। এর বেশী কোন প্রশ্নই করব না। এতেই মুক্তি।

অতএব, **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো এবং **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ**) এর অন্তর্ভূক্ত সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো সমপর্যায়ের তথা একই মর্যাদাসম্পন্ন। অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন "**بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন)শব্দটি এবং"**মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"**(**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ**) টি" পরস্পর একে অপরের সম্পূরক তথা সমপর্যায়সম্পন্ন।

অনুসিদ্ধান্তঃ بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ আর " **মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় "** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ**) একই।

উপসংহারঃ بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো এবং " **মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় "** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে **"ফরজ-হারাম"** নামে অভিহিত না করে **"জায়িয বা মুবাহ"** হিসেবে নাম করণের জন্য ইসলামি শরীয়তের(**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " **মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় "** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ**) হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ **উসুল বা মূলনীতি** ।

সিদ্ধান্তঃ بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো এবং **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর উপর আমল করা ইসলামি শরীয়তে **জায়িয ও মুবাহ**। এগুলো বাস্তব জীবনে কার্যকর করা, সম্পাদন করা, পালন করাতে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভই হবে আর না করাতে কোন গুনাহ নাই তবে মহাকল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার নিদর্শন।

সমাপ্ত

সুচিপত্র:

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>> (২ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)

"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" কি? আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" আছে কি ?

শিরোনাম: "عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে জানি।

" عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

সূচনাঃ عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রসঙ্গটি ইসলামি শরীয়তের জ্ঞান ও আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করে যে কোন নবী আলাইহিসসালাম বা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে যে কেহ নিজ থেকে ভুল মন্তব্য করলে ভুলমন্তব্যকারী মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম বা তাদের সাথে সম্পর্কস্থাপনকারী কপট মুসলিম বা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এ পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ** হিসেবে গণ্য হবে এবং তারা নিঃসন্দেহে বেঈমান। তাই, **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা মুসলিম মানুষের উপর ফরজ বা অত্যাবশ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্য। **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি)তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী কতিপয় আয়াত আছে।

পরস্পর বিরোধী আয়াতগুলোর কোনটি এমন যে, মাখলুকের পক্ষে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অর্জন করা সম্ভব বলে প্রমান করে আর অন্য দিকে পরস্পর বিরোধী আয়াতগুলোর কোনটি এমন যে, মাখলুকের পক্ষে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অর্জন করা অসম্ভব বলে প্রমান করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, মাখলুকের পক্ষে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** থাকা না থাকার পক্ষে-বিপক্ষে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত রয়েছে।

(১) মাখলুকের পক্ষে **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** থাকার পক্ষের পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতগুলোকে **ইতিবাচক আয়াত** বলে।

(২) মাখলুকের পক্ষে **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** না থাকার স্ব-পক্ষের পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতগুলোকে **নেতিবাচক আয়াত** বলে।

নিম্নে ইতিবাচক আয়াতগুলোকে ও নেতিবাচক আয়াতগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল।

(১) ইতিবাচক আয়াতসমূহঃ

(ا) "مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ"ـــ سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ ـ اَلْاٰيَةُ (١٧٩)

অর্থঃ-আল্লাহ তাআ'লা এমন নন যে, তোমাদেরকে (সাধারন মানুষদেরকে) **عِلْمُ الْغَيْبِ** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন(অর্থাৎ তাঁর রাসুলগণকে **عِلْمُ الْغَيْبِ** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন, সুরা আল-ইমরান, ১৭৯ নং আয়াত।

(ب) "عَا لِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ"ـ سُوْرَةُ الْجِنِّ ـ اَلْاٰيَةُ (٢٧)

অর্থঃ-আল্লাহ তাআ'লা আলিমুল গায়ব**(অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী),** অতএব, তিনি তাঁর **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে কোন মনোনীত রাসুল ব্যতীত কাউকে অবহিত করবেন না। সুরা জিন, আয়াত নং-২৭।

এখানে **"কোন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে বুঝানো হয়েছে।

(২) নেতিবাচক আয়াতসমূহঃ

(ا) "وَ عِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ" ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ أَلْأَيَةُ (٥٩)

অর্থঃ-**عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর চাবিসমূহ তাঁরই হাতে আছে, তাঁকে ছাড়া অন্য কেহ তা জানে না, সুরা আনআ'ম, আয়াত নং-৫৯।

(ب) " قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّماوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبِ الاَّ اللهُ " ـ سُوْرَةُ النَّمْلِ ـ أَلْأَيَةُ(١٥)

অর্থঃ-হে নবী) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তারা **عِلْمُ الْغَيْب** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** জানে না, সুরা নমল, আয়াত নং-১৫।

(ت) "قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللهِ وَ لاَ اَعْلَمُ العَيْبِ" ـ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ـ أَلْأَيَةُ (٥٠)

অর্থঃ-হে নবী) বলুন, আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর (তাআ'লার) ধনভান্ডার আছে, আর আমি **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** জানি না, সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত নং-৫০।

((ث) "لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِوَ مَا مَسَّنِى السُّوْءُ" ـ سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ ـ أَلْأَيَةُ (١٨٨)

অর্থঃ-যদি আমি **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** জানতাম তা হলে অনেক অনেক কল্যান লাভ করতাম এবং আমাকে কোন অকল্যান স্পর্শ করত না, ছুরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং -১৮৮।

মাখলুকের পক্ষে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" জ্ঞান অর্জনের পক্ষে-বিপক্ষের (ইতিবাচক-নেতিবাচক) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতসমূহের উদাহরণ উপরে উল্লেখ করেছি।

এখন বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে কিভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ইতিবাচক-নেতিবাচক আয়াতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় বা সমাধান দেয়া যায়। সঠিক সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হলে মুসলিম মানুষের মাঝে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে অধিক বাড়াবাড়ি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে সঠিক সমাধানের ব্যর্থতার কারণে কারো হয়ত ঈমানও চলে যেতে পারে। পরিনামে সে কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করে ফেলবে। তাই, **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ইতিবাচক-নেতিবাচক আয়াতগুলোকে স্বস্ব অবস্থায় যথাস্থানে প্রয়োগ করে সঠিক সমাধানে পৌঁছবার জন্য সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

ইতিবাচক আয়াত ও নেতিবাচক আয়াতসমূহের প্রয়োগের পদ্ধতিঃ

ইতিবাচক আয়াত ও নেতিবাচক আয়াতসমূহের প্রয়োগের পদ্ধতিদুটি।

(১) স্থুল পদ্ধতি (২) সুক্ষ্ণ পদ্ধতি।

স্থুল পদ্ধতি প্রয়োগের সময় আমি এখানে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সংক্রান্ত ইতিবাচক আয়াত ও নেতিবাচক আয়াতসমূহের বাহ্যিক দিক নিয়ে আলোচনা করব। আর সূক্ষ্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সময় আমি উক্ত অয়াতসমূহের অভ্যন্তরীণ দিক নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(১) عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রমাণে স্থুল পদ্ধতির প্রয়োগঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সৃষ্টি জগতে অনুভবযোগ্য, দৃশ্যমান অসংখ্য বস্তু, কাজ ও বিষয় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ সৃজিত কাজ ও বিষয়গুলো দুটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কশীল।

ক.মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কশীল।

খ. মানুষের ব্রেন বা মস্তিস্কের সাথে সম্পর্কশীল।

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কশীল কাজ ও বিষয়গুলির দুটি অবস্থা।

ক.পঞ্চইন্দ্রিয়ের আওতাভুক্ত বিষয়।
খ.পঞ্চইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত বিষয়।

ক. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাভুক্ত বিষয়ঃ
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান প্রতিটি মানুষের জন্য আপনাআপনি অর্জিত হয়। এর জন্য কোন চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন হয় না। এমনকি কোন শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয় না। বরং এটা অনায়াসলব্দ, অনুভবযোগ্য, স্পর্শযোগ্য ও দৃশ্যমান বিষয়।

খ. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত বিষয়ঃ
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত অজানা বিষয়কে **اَلْغَيْبُ** (আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** বলে। যা চোখে দেখা যায় না, কানে শুনা যায় না, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ অনুভব করা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেয়া যায় না ও ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায় না তাই **اَلْغَيْبُ** (আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"**। এই **اَلْغَيْبُ** (আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** এত ব্যাপক যে, এর পরিমাণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা ব্যাতিত কেউ জানে না। এ **اَلْغَيْبُ** (আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়টি"** মানুষের ব্রেনে বা মস্তিস্কের সাথে সম্পর্কশীল না হওয়ায় এটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, ধী-শক্তি, ধরণা, চিন্তা ও গবেষণা বিষয়ের আওতাধীন নহে। তাই এই **اَلْغَيْبُ**(আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা অবহিত হওয়া মানুষের জন্য নিস্প্রয়োজন। তবে কোন কৌশলের কারণে বা অন্য কোন উপযোগিতার প্রয়োজনে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়ত ও রিসালাতের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান এই **اَلْغَيْبُ**(আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই **اَلْغَيْبُ**(আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব।
মানুষের ব্রেন বা মস্তিস্কের সাথে সম্পর্কশীল কাজ ও বিষয়গুলির দুটি অবস্থা।
ক.ব্রেনের আওতাভুক্ত বিষয়।
খ.ব্রেনের আওতাব হির্ভূত বিষয়।
ক. **ব্রেনের আওতাভুক্ত বিষয়ঃ** ব্রেনের আওতাভূক্ত বিষয়কে জ্ঞাত বিষয় বলে। চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে একজন মানুষ ব্রেনের আওতাভূক্ত বিষয়কে আয়ত্ব করে নিতে পারে। ব্রেন বা মস্তিস্কের শক্তির স্তর অনুযায়ী মানুষ নিজ চেষ্টায় বা স্ব-সাধনায় অথবা শিক্ষকের মাধ্যমে ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাভূক্ত বিষয়কে শিখে নিতে পারে।
খ. **ব্রেনের আওতাবহির্ভূত বিষয়ঃ** ব্রেনের আওতাবহির্ভূত অজানা বিষয়কে অজ্ঞাত বিষয় বলে।এক জন মানুষ শিক্ষকের শিক্ষাদান ব্যতীত ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয়কে আয়ত্ব করে নিতে পারে না বা আয়ত্ব করতে অক্ষম। ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে একজন ছাত্র/শ্রোতা এবং এক জন শিক্ষক/বক্তার প্রয়োজন। কারণ, ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক/বক্তা তার ছাত্র/শ্রোতাকে কি শিক্ষা দেবেন / বক্তব্য দেবেন একজন ছাত্র/শ্রোতা তা প্রতি মূহুর্তে শিক্ষাদানের পূর্ব মূহুর্তে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে বাঅজ্ঞাত থাকে।
এ অনবহিত অবস্থার বা অজ্ঞাত অবস্থার সময়ে একজন ছাত্র/শ্রোতাকে ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে উক্ত ছাত্র/শ্রোতাকে উক্ত সময়ে মূর্খ বলা হবে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত অজানা বিষয়কে **اَلْغَيْبُ** (আল গায়ব) তথা "অদৃশ্য বিষয়" বলে। আর ব্রেনের আওতাবহির্ভূত অজানা বিষয়কে অজ্ঞাত বিষয় বলে। অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত বিষয় এবং ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয় এক নহে। বরং উভয় বিষয় পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা বিষয়। ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয়কে **اَلْغَيْبُ**(আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** বলা হয় না। বরং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত বিষয়কে **اَلْغَيْبُ**(আল গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত বিষয়কে জানার জন্য **"অবহিত করণ/ অবহিত হওয়া বা জানা /জানানো"** শব্দ ব্যবহার হয়। আর ব্রেন বা মস্তিস্কের আওতাবহির্ভূত বিষয়কে জানার জন্য "শিক্ষা গহণ /শিক্ষা দান" শব্দ ব্যবহার হয়।

যেমন- অজানা বিষয়কে জানার জন্য "শিক্ষাদান " শব্দের ব্যবহারের বিষয়টি বুঝানোর জন্য পবিত্র কুরআন শরীফের অনেকগুলো অয়াতসমূহের মধ্যে মাত্র দুটি আয়াত এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলাম।

"عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ"

অর্থঃ-"আপনি যা জানতেন না (আল্লাহ তাআ'লা) তা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন",সুরা নিসা,আয়াত নং-১১৩।

"عَلَّمَ الْاَنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ"

অর্থঃ- "মানুষ যা জানতো না (আল্লাহ তাআ'লা) তা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন"।

নেতিবাচক আয়াতসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ

الْغَيْبِ" বা অদৃশ্য বিষয়" হচ্ছে এমন এক বিশাল ভান্ডার যে, এর পরিমাণ একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত রাসুলগনকে ছাড়া অন্য কাউকে মহান আল্লাহ তাআ'লা " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"দান করবেন না। যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

"وَ عِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ "ــ سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ ـ اَلْاٰيَةُ (٥٩)

অর্থঃ-**عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর চাবিসমূহ তাঁরই হাতে আছে, তাঁকে ছাড়া অন্য কেহ তা জানে না, সুরা আনআ'ম, আয়াত নং-৫৯।

অন্যত্র এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

"قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ" ـ سُوْرَةُ النَّمْلِ ـ اَلْاٰيَةُ(١٥)

অর্থঃ-(হে নবী) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তারা " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" জানে না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫"।

"لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ " ــ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ ـ اَلْاٰيَةُ (١٨٨)

অর্থঃ- যদি আমি " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" জানতাম তা হলে অনেক অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করত না, ছুরা আ'রাফ", আয়াত নং-১৮৮।

عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে অবহিত হওয়া বা জ্ঞান লাভ করা কোন মাখলুকেরই সাধ্য নাই এ মর্মেই এবং যে কেউ যাতে এ কথা দাবী করতে না পারে যে, সে **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখে তা খন্ডন করার লক্ষ্যেই উপরোক্ত নেতিবাচক আয়াতসমূহ অবতারিত হয়েছে। উপরোক্ত নেতিবাচক আয়াতসমূহ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, সাধারন শ্রেণির মধ্যে যে কেহ যেমন জ্ঞানী-গুনী, ওলী, গাউস-কুতুব এমন কি যে কোন মাখলুক মাত্রেই **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দাবীকারী সে মুসলিম নয় কাফির বলে গণ্য।

নেতিবাচক আয়াত, উদ্ধৃতি ও ঘটনাবলী দ্বারা আরো উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মানবীয় দিকটি ফুটিয়ে তোলা, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একই স্তরের নন, মহান আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হলেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মহান মানুষ। মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্ববিধ ঐশরিক গুণাবলীর তুলনায় মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মহান মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হলেন শুধু **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর দিক দিয়ে নয় বরং সর্ব প্রকার গুনের দিক দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ। এটা সত্যিই ঠিক! কিন্তু তথাপিও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায় তাঁর অধস্তন জন উম্মতের জন্য এরূপ সত্য কথাটি বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। আমাদেরকে এ কথা বুঝতে হবে যে, যে কোন বিষয়ে মহা আল্লাহ তাআ'লা সাথে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কেন বরং যে কোন নবীকে তুলনা করে কথা বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। তুলনা করতে হবে এক মাখলুককে অন্য মাখলুককে নিয়ে। আল্লাহ তাআ'লার সাথে নয়। যে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করলে তবেই মানবীয় গুণাবলীর দিক দিয়ে আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ

পাবেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন---

"اِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْمِ " ـ سُوْرَةُ ن ـ الْاَيَةُ (٤)

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর বিদ্যমান আছেন, সুরা নুন, আয়াত নং-৪।

আর মহান আল্লাহ তাআ'লা শুধু **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর দিক দিয়ে নয় বরং সর্ব প্রকার গুনের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী। এটা মহান আল্লাহ তাআ'লার একক গুণ। এ গুণে কারো শরীক নেই। কোন বিষয়েই কেহ পূর্ণাঙ্গতা দাবীও করেনা। বাংলা, ইংরেজী, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ, পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ, ফিকহ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন না করা সত্ত্বেও শুধু আংশিক জ্ঞান অর্জন করলেই এমন কি আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাস অনুসরনে যে কেহ পরীক্ষায় পাশ করলেই তাকে মানুষ আলিম বা জ্ঞানী বলে। তেমনিভাবে নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকেও **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন না করা সত্ত্বেও শুধু আংশিক জ্ঞান তথা নবুওয়তের শান উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অর্জন করলেই তাঁদেরকে **عَالِمُواْ الْغَيْبِ** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী"** বলা হয়। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায়তো তাঁকে অতি স্বতন্ত্রভাবেই **عَالِمُ الْغَيْبِ**(আলিমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী"** বলা হয়, বলতে হবে।

ইতিবাচক আয়াতসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ

তবে হাঁ, সাধারন মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ বিধায় **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** লাভের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে ব্যতিক্রম হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে নবুওয়ত ও রিসালাতের শান উপযোগী তাঁদেরকে প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করেছেন। যাতে এ কথা প্রমান হয় এবং সাধারন মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁদের প্রতিটি কথা সত্য। এটা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনূগ্রহ ও বিশেষ কৃপা দৃষ্টি। তাঁদের **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত হওয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ--

"مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ ـ سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ ـ الْاَيَةُ (١٧٩)

অর্থঃ-"আল্লাহ তাআ'লা এমন নন যে, তোমাদেরকে (সাধারন মানুষদেরকে) **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন, তবে তাঁর মনোনীত রাসুলগণ এর ব্যতিক্রম"(অর্থাৎ তাঁর রাসুলগণকে **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন,(সুরা আল ইমরান, আয়াত নং -১৭৯)।

এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করার ব্যাপারে সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে সাধারন শ্রেণির মানুষ থেকে আলাদা করেছেন।

অতএব, প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়তের শান উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "**عِلْمُ الْغَيْبِ**" (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন। এ হচ্ছে সকল নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী।

আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিনকে "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন মর্মে সুরা জ্বিনে আর একটি পৃথক আয়াত অবতীর্ণ করে সকল নবী আলাইহিমুস সালামগণ থেকে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্যটি মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুরা জ্বিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

"عَا لِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ" ـ سُوْرَةُ الْجِنِّ ـ اَلْاَيَةُ (٢٧)

অর্থঃ- "আল্লাহ তাআ'লা আলিমুল গায়ব**(অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী),** অতএব, তিনি তাঁর **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে কোন মনোনীত রাসুল ব্যতীত কাউকে অবহিত করবেন না। সুরা জিন, আয়াত নং-২৭।

এখানে **"কোন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁর পরে তো আর কোন নবী এ পৃথিবীতে আসবেন না। তিনিই শেষ নবী। তাই এখানে **"কোন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকেই বুঝানো হয়েছে। নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে দান করেছেন। কাজেই, এটা অস্বীকার করা কুফুরী এবং এটা অস্বীকারকারী কাফির। মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান " **عِلْمُ الْغَيْبِ** " (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী, কুফুরী এবং বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী ও কুফুরীতো বটেই । আরো এটা হচ্ছে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের লক্ষণ ও নিদর্শন অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণের এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের **লক্ষণ ও নিদর্শন**।

অতএব, যে কেহ কোন একজন নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে এমন বিশ্বাস করে যে, তিনি নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন সে হচ্ছে মুমিন আর এরূপ বিশ্বাস করাই হচ্ছে ঈমান এবং এটা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের তথা "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল "**اَلْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের **লক্ষণ ও নিদর্শন**।

এবং যে কেহ কোন একজন নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে এমন বিশ্বাস করে যে, তিনি নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না সে হচ্ছে কাফির আর এমন বিশ্বাস করাই হচ্ছে কুফুরী এবং এটা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের তথা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের রায়-মতামত, সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)" তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল "**اَلْجَمَاعَةُ**"(আল-আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)দলটির পরিবর্তে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলীর নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলবদ্ধ সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের **লক্ষণ ও নিদর্শন**।

"**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর অধিকারী ব্যাক্তিই হচ্ছেন নবী আর " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর অধিকারী নন এমন ব্যাক্তি নবী নন। তিনি হচ্ছেন সাধারন মানুষ। তাকে নবী বলা হবেনা, তাকে নবী মানা হবেনা। নবী দাবীদার একজন মানুষের জন্য " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** থাকা শর্ত। এ **عِلْمُ**(ইলম) তথা জ্ঞানটি "**نَبِيٌّ**"(নবী) শব্দের অর্থ থেকেও পাওয়া

যাবে। আমি "**نَبِىٌّ**" (নবী) শব্দটির শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ তথা আইনগত অর্থ এবং অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

"**نَبِىٌّ**" (নবী) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ

اَلْمُخْبِرُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبِلِ بِالْهَامِ مِنَ اللهِ (اَلْمُنْجِد) (অর্থঃ-মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা **عِلْمُ الْغَيْبِ** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে সংবাদ দানকারী" হচ্ছেন "**نَبِىٌّ**"(আল-মুনজিদ)।

"**نَبِىٌّ**"(নবী) শব্দটি **"نُبُوَّةٌ"** (নবুওয়ত)শব্দ থেকে এসেছে।

এর আরবি অর্থ হচ্ছেঃ

" اَلْاَخْبَارُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبِلِ بِالْهَامِ مِنَ اللهِ "، (اَلْمُنْجِدُ)

(অর্থঃ-"আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা " **الْغَيْبُ** "(গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** সম্পর্কে সংবাদ দান করা (অল-মুনজিদ)।

অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ থেকেও বুঝা গেল যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের সকলেই মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা "**الْغَيْبُ**"(গায়ব) তথা **"অদৃশ্য বিষয়"** সম্পর্কে সংবাদ দান কারী।

" عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" প্রমাণে সূক্ষ্ম পদ্ধতির ব্যবহারঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দানের বিষয়ে আমি এতক্ষণ স্থুল পদ্ধতির ব্যবহার দেখায়েছি। উক্ত পদ্ধতিতে আমি পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক দিকটিই আলোচনা করেছি।

মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "**عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দানের বিষয়টি প্রমাণ করতে আমি এখন দুটি সূক্ষন পদ্ধতি ব্যবহার করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। মানব জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এ পদ্ধতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পাপে নিমজ্জিত থাকার কারণে স্থুল জ্ঞানের অধিকারী সাধারন ব্যাক্তিগণ এমনকি স্থুল জ্ঞানের অধিকারী সাধারন উলামাকেরামগণও জ্ঞানের এই উচ্চস্তরে আরোহন করতে অক্ষম ও অপরাগ বিধায় তারা অনেক সময় জ্ঞানের এই উচ্চস্তরকে অস্বীকার করে থাকেন। অথচ ধর্মের হাদী তথা পথপ্রদর্শক হওয়ার জন্য জ্ঞানের ও গুনের এ উচ্চস্তরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবেই।

মানুষকে হিদায়াত করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পর দুই শ্রেণির লোকই কাজ করে থাকে। সাধারন স্তরের লোককে ওয়ায়েজিন বা উপদেশ দানকারী বলা হয়। তারা প্রথম শ্রেণির লোক। তারা সাধারণত লোকদিগকে বিভিন্ন উপেখ্যান, দৃষ্টান্ত, ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ করে থাকেন এবং সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে ধর্মের লোকদিগকে আহবান করে থাকেন। তাদের উপদেশে জনগণ সাময়িকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থকেন। তবে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হয় না।

আর দ্বিতীয় স্তরের ব্যাক্তিগণকে হাদী বা পথপ্রদর্শক বলে। তাদের উপদেশ জনগণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এলোকদের স্তরটি হচ্ছে সূক্ষ্ম স্তর।

" **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রমাণে দুটিসূক্ষন পদ্ধতির ব্যবহারঃ

(১) প্রথম পদ্ধতিঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লাকে মূলত: "**عَالِمُ الْغَيْبِ**"(আলিমুলগায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী"** বলা যায় না। কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট কোন বিষয়ই "**الْغَيْبُ**" (গায়ব) তথা **"অদৃশ্য"** নহে। সব কিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পৃথিবী সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত এমনকি বেহেস্ত-দোযখ ও ওগুলোর পরবর্তী সময় পর্যন্ত সব কিছুই মহান আল্লাহ তাআ'লার নখদর্পনে আছে। দিন-রাত্রির পার্থক্য তাঁর নিকট নাই। তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকে মহান

আল্লাহ তাআ'লা হলেন **عَالِمُ الشَّهَادَةِ**(আলিমুশ শাহাদাত) তথা **"দৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী"**। **"عَالِمُ الْغَيْبِ"** (আলিমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী"** শব্দটি শুধু শাব্দিকভাবে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নহে। তবে মহান আল্লাহ তাআ'লার শানে এ শব্দটির শাব্দিক ব্যবহার দ্বারা যে কোন মাখলুকের " **عِلْمُ الْغَيْبِ** "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দাবীটি খন্ডন করা হয়েছে মাত্র। যাতে করে কেহ মহান আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ব্যাতিত " **عِلْمُ الْغَيْبِ** " (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দাবী করতে না পারে।

(২) দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

" **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রমাণে দুটি সূক্ষ্ণ পদ্ধতির একটির ব্যবহার উপরে আলোচনা করেছি। এখন "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রমাণে দুটি সূক্ষ্ণ পদ্ধতির দ্বিতীয়টির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার তিনটি হাদিস শরীফ (হাদিসে কুদসী) এখানে উল্লেখ করে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফঃ---

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم:"" اِنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّاافْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الّذِىْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا" ـ الْبُخَارِى (٦٥٠٢)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে প্রিয় বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা দেওয়া হল।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عاَهَانَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ إِنَّ عَبْدِىْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِىْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِىْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا ـ (٩٣٥٢) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ الله عَزَّ وَ جَلَّ : مَنْ آذَى' لِي وَلِيئًا فَقَدْ اسْتَحَقَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدٌ بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ رِجْلَيْهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَقَلْبُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٠٨٢)

অর্থঃ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার স্ত্রী হযরত মায়মুনা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেছেন: যে আমার বন্ধুকে কষ্ট দিল তার সাথে আমার যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় সে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে চলে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার জিহবাহ হয়ে যাই যে জিহবাহ দিয়ে সে কথা বলে এবং তার কলব বা অন্তর হয়ে যাই যে অন্তর দিয়ে বুঝে"। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮২।

(ক) উপরোক্ত হাদিস শরীফত্রয় থেকে এ কথাটি বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার **وَلِىُّ اللّٰهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে কেহ শত্রুতা করলে, তাঁকে অপমান করলে এবং তাকে কষ্ট দিলে আল্লাহ তাআ'লা উক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতটুকু উচ্চস্তরে পৌঁছলে একজন মুসলিম মানুষকে **وَلِىُّ اللّٰهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলা হয় এবং উক্ত **وَلِىُّ اللّٰهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর মর্যাদা ও ক্ষমতা কতটুকু তা আমরা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(খ) উক্ত হাদিস শরীফত্রয় থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি, চলন শক্তি, কতা-বার্তার (ভাষার) শক্তি এবং বুঝবার শক্তি হয়ে যায়।

(গ) উক্ত হাদিস শরীফত্রয় থেকে এটাও বোধগম্য হয় যে, মুসলিম বান্দার জন্য দুই প্রকার "**قُرْبٌ**"(কুর্ব) তথা নৈকট্য হাসিল হয়।

(১) "**قُرْبُ الْفَرَائِضِ**" (কুরবুল ফারায়িয) তথা ফরজ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

(২) "**قُرْبُ النَّوَافِلِ**" (কুরবুল নাওয়াফিল) তথা নফল ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

উপরে বর্ণিত দুই প্রকার নৈকট্য লাভের দ্বারা একজন মুসলিম মানুষ কতদূর উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

"কুরবুল নাওয়াফিল" দ্বারা বাশারিয়্যাতের সিফাত তথা মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণাবলী মুসলিম বান্দার উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে। তখন সে তার সমস্ত শরীর দ্বারা দূর হতে দেখতে ও শুনতে পায় এবং তার দেখার ও শুনার কাজ শুধু চোখ ও কানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণে ফানা তথা বিলীন হওয়া বলে। এটা নফল ইবাদতের ফল।

"কুরবুল ফারায়িয" দ্বারা মুসলিম মানুষ বা বান্দা সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত অস্তিত্বের লোপ পায়। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিও থাকে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই আর তার গোচরীভূত হয় না। একে ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদতের ফল।

সাধারণ মুসলিম বান্দার বেলায় যেহেতু এ স্তর হাসিল হয় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায় কতটুকু উচ্চস্তর হাসিল হয়েছে তা আপনি ভাল করে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখুন। এই কুরবুল ফারায়িয ও কুরবুল নাওয়াফিল তখনই লাভ হয়ে থাকে যখন ফরজ ইবাদত ঠিকমত আদায় করে সুন্নাত ও নফল আদায় করা হয়। এখানে ইবাদতের অর্থ শুধু ফরজ নামাজ নহে।

ফরজের অর্থ কুরআনে একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লা যে সমস্ত আদেশ-নিষেধাজ্ঞা করেছেন তা নিয়মিত পালন করা। উপরে বর্ণিত উচ্চস্তর অর্জন করতে হলে প্রথমে ফরজকে পূর্ণ করা এবং পরে সুন্নাত ও নফলের অনুসরণ করা। ফরজ ঠিক না করে সুন্নাত-নফলে নিযুক্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতার ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

সমস্ত হারাম কাজ যেমন-শিরক, লোভ, মোহ, জুলুম, রিয়া, পরনিন্দা, পরচর্চা, সুনাম-খ্যাতির আকাঙ্খা, উজব তথা নিজ আমলে খুশির মনোভাব পোষণ করা, হারাম কর্ম দেখা, ক্ষোভ প্রকাশ ইত্যাদি অপরাধ পত্যিাগ করা, আল্লাহ তাআ'লার কাজা তথা সিদ্ধান্ত ও ভাগ্যলিপিসহ তাঁর যাবতীয় কার্যবলীর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার সমস্ত আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে কারো বশবর্তী না হওয়া ইত্যাদি সবই ফরজের অন্তর্গত। এক কথায় ফরজ ব্যাতিরকে সুন্নাত-নফল সবই নিরর্থক ও অগ্রহণীয়।

বর্তমান যুগে যারা নামাজের ফরজ-সুন্নাত আদায়ের পরেও শত শত রাকাত নফল নামাজ পড়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার

সান্নিধ্য লাভের পরিচয় পান না তার একমাত্র কারণ এই যে, তারা শুধু নামাজই পড়ে থাকেন। অন্য কোন ফরজ আদায় করা অথবা হারাম হতে বাঁচার জন্য তাদের কোন চেষ্টাই নাই এবং এর জন্য কোন উপায়ও অবলম্বন করে না। ফলশ্রুতিতে তাদের তাহাজ্জোদ ও অন্যান্য নফল নামাজ তাদিগকে মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভের দিকে কোন সাহায্য করে না। ফরজ ইবাদত সঠিক হওয়ার পর যখন কেহ নফল ইবাদত করতে সক্ষম হয় তখন তার উচ্চতা যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে উপরোক্ত হাদিসে কুদসীই এর স্বাক্ষ্য।

যাহোক, উপরোক্ত বিবরণ হতে পাঠকবর্গ এ কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, যখন কোন মুসলিম বান্দা **"কুরবুল ফারায়িয"** ও **"কুরবুল নাওয়াফিল"** দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার এরূপ নৈকট্য লাভ করে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় হতে পারে না। আমরা রেডিও, টিভি, তার বিহীন টেলিগ্রাফ, মুবাইল, ইন্টারনেট অথবা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যদি সুদূর আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড বা দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের সংবাদ মূহুর্তের মধ্যে সংগ্রহ করে উহার জ্ঞান লাভ করতে পারি, তা হলে মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী যার কলবের উপর রেডিও রূপে বিরাজমান তিনি কি উহার (তাজাল্লীর) সাহায্যে দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করতে পারেন না। অবশ্যই পারেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী হতে অধিক শক্তিশালী ? কখনো না। যদিও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যে জ্ঞান হাসিল হয় তাও মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত জ্ঞানই বটে। কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে আর মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লীর সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জন হয় উহা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কাজেই ঈমানদার ব্যাক্তি মাত্রেই বুঝতে পারেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অর্জিত জ্ঞান মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লীর সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞানের চেয়ে শক্তিশালী নহে। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লীর সাহায্যে অর্জিত শক্তির মাধ্যমে মুসলিম বান্দা সারা বিশ্ব জগতের সব কিছুই অবলোকন করতে, শুনতে ও দেখতে পান। এমনকি মূহুর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক জায়গা হতে অন্যত্র ভ্রমন করতে সক্ষম হন। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একজন সাধারন মুসলিম মানুষ সঠিকভাবে ফরজ-নফল ইবাদত আদায় করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনেক উচ্চস্তর লাভ করতে সক্ষম।

উপরোক্ত গুণসম্পন উচ্চস্তর অর্জন করলেই একজন মুসলিম মানুষকে প্রকৃতপক্ষে ও বস্তবে **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালিউল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলা হয়। তা হলে, সারা বিশ্ব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও কোটি কোটি মানুষের, ফেরেস্তার, কোটি কোটি জিনের যিনি নেতা এবং যিনি মহান আল্লাহ তাআ'লার সমস্ত আসমা(নাম) ও সিফাতের(গুনাবলী) তাজাল্লীর আধার তার পক্ষে কি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর দর্শন ও শ্রবন সম্ভব নয় কি ? অবশ্যই সম্ভব। মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে যারা নিজেদের পাপের কারণে শক্তির এই উচ্চস্তরে পৌঁছেন নাই অথবা যারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধী, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের রায়-মতামত, সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল "**اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)দলটির পরিবর্তে ""**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলবদ্ধ সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এত উচ্চ মর্যাদা বুঝতে অক্ষম। কারণ, তারা হয়ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিম্নে বর্ণিত বাণী দুখানা বিশ্বাসই করেন না অথবা নামাজের মধ্যে তাদের রব বা প্রভূর সাথে একান্তে কথা হয় না। নামাজে যদি তাদের রব বা প্রভূর সাথে একান্তে কথা হতো তা হলে তারা **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর এই উচ্চস্তরটি অতি সহজেই বুঝে ফেলতেন। কারণ, তখন তো তারা নিজেরাই এই উচ্চস্তরের মুসলিম মানুষ বা বান্দা।

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ الصَّلاَةِ فَإِنَّما يُنَاجِيْ رَبَّهُ ـ الْبُخَارِى(٤١٣)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: "মুমিন যখন নামাজে থাকে তখন সে তার রব বা প্রভূর সাথে একান্তে কথা বলে", বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৩ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ الْمُصَلِّي لَيَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَإِنَّهُ مَنْ يُدِمْ قَرْعَ الْبَابِ يُوْشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. ـ مُسْنَدُ الشِّهَابِ (١١٥٧)

অর্থ:-

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং সাহাবাদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এ বাণীখানা--------------------------------

عَنْ أَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ الصَّلاَةِ فَإِنَّما يُنَاجِيْ رَبَّهُ ـ الْبُخَارِي (٤١٣)

((অর্থঃ- "মুমিন যখন নামাজে থাকে তখন সে তার রব বা প্রভূর সাথে একান্তে কথা বলে " বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৩) বিশ্বাস করেছেন বিধায় তাঁরা তাঁদের নামাজে মি'রাজ অবলোকন করেছেন এবং মুসলিম বান্দার এই উচ্চস্তরটিও বিশ্বাস করেছেন ।(**আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এ বাণীখানা কে সুফী কেরামগণ "اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ" (অর্থঃ-"নামাজ হচ্ছে মুমিনদের মি'রাজ")** বাক্য দিয়ে উপমা দিয়ে বুঝাইয়াছেন।

আবার কেহ এ বাক্যটিকে হাদিস শরীফও বলেছেন। যা হোক, এ বাক্যটিকে উপমা হিসেবে গণ্য করি অথবা হাদিস শরীফ হিসেবে ধরে নেই তা হলেও এ বাক্যটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপরোক্ত বাণীখানারই ব্যখ্যার মতই বলা চলে।

যেমন- হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু যুদ্ধে গিয়ে পায়ে তীর ঢুকে গেলে ব্যথার কারণে তা বের করতে না পারায় নামাজে দাঁড়ালে পরে লোকেরা তা টেনে পা থেকে বের করে ফেলেন। কিন্তু হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তা বুঝতেই পারেন নি বা তা টেরই পান নি বা অনূভব করতেই পারেন নি। এ ছিল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাহাবীগণের নামাজের অবস্থা। কারণ, নামাজে তাঁদের মি'রাজের মত অবস্থা হতো।

"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের এমনকি নিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমগণের নামাজে মিরাজের অবস্থা না হওয়ায় তারা নামাজের দশভাগের একভাগ, নয়ভাগের একভাগ, আটভাগের একভাগ, সাতভাগের একভাগ, ছয়ভাগের একভাগ, পাঁচভাগের একভাগ, চারভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ, অর্ধভাগের ছওয়াব পায়। যেমন হাদিস শরীফে আছে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন:---------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَاثُلُثُهَانِصْفُهَا" ـ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (٧٩٦)

অর্থ:-হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় (নামাজী) লোকটি (নামাজ থেকে) চলে গেলে তার জন্য নামাজের দশভাগের

একভাগ, নয়ভাগের একভাগ, আটভাগের একভাগ, সাতভাগের একভাগ, ছয়ভাগের একভাগ, পাঁচভাগের একভাগ, চারভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ, অর্ধভাগের ছওয়াব পায়। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৯৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى صَلاَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ لَقَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوْعِهَا أَوْ حُدُوْدِهَا شَيْئًا؟ قَالَ لاَ وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهُمَا، قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا الْوَسْوَاسَ،(هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوْعِهَا أَوَ سُجُوْدِهَا شَيْئًا؟ قَالَ لاَ وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهُمَا، قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا االسَّهْوَ ـ مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي صَلاَةَ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَعَلَّهُ أَلاَّ تَكُوْنَ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ (فَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ ـ مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي) إِلاَّ عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا،ثُمُنُهَا،سُبُعُهَا، سُدُسُهَا،خُمُسُهَا" حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدِدِ (رُبُعُهَا،ثُلُثُهَا ونِصْفُهَا).مُسْنَدُ الْبَزَّارِ (١٤٧٩-١٤٨١)+ مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي (١٤٨)+مُسْنَدُ أَبِي دَاوُدِ الطَّيَالِسِيْ (٦٨٥)

অর্থ:-হযরত ওমর ইবনু আবি বকর ইবনু আব্দুর রহমান রাদিআল্লাহু আনহু তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: নিশ্চয় আম্মার দু রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন। আব্দর রহমান বিন হারিছ তাঁকে বললেন তুমি নামাজ সংক্ষিপ্ত করেছ।তিনি(আম্মার)বললেন: তুমি কি আমাকে নামাজের রুকু, সীমা কম করতে দেখেছ? তিনি বললেন "না"। কিন্তু আপনি দু রাকাআ'তই সংক্ষিপ্ত করেছেন। তিনি বললেন, আমি নামাজকে ওয়াছওছা আসার আগেই তাড়াতাড়ি শেষ করেছি(: তুমি কি আমাকে নামাজের রুকু, সিজদা কম করতে দেখেছ? তিনি বললেন "না"। কিন্তু আপনি দু রাকাআ'তই সংক্ষিপ্ত করেছেন। তিনি বললেন, আমি নামাজকে ভুল হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি শেষ করেছি)। আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় নামাজী লোক ফরজ নামাজ পড়ে, হয়ত তার জন্য তার নামাজ থেকে (নামাজ থেকে চলে গেলে তার জন্য ছওয়াব লিখা হয় না, মুসনাদুল হুমাইদি) নামাজের দশভাগের একভাগ, নয়ভাগের একভাগ, আটভাগের একভাগ, সাতভাগের একভাগ, ছয়ভাগের একভাগ, পাঁচভাগের একভাগ, চারভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ, অর্ধভাগের ছওয়াব পায়। মুসনাদুল বাযযার শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৭৯, ১৪৮১+ মুসনাদুল হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৮+ মুসনাদু আবু দাউদ তায়ালিসি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৭৫।

এ হচ্ছে তাদের নামাজ যাদের নামাজে মিরাজের মত অবস্থা হয় না তাদের নামাজ থেকে তাদের জন্য নামাজের ছওয়াবের বর্ণনা করলাম। এরূপ নামাজ দ্বারা বান্দা কতটুকু মর্যাবান হতে পারে?

আর নামাজে মি'রাজের মত উচ্চস্তরে পৌছলে মুসলিম বান্দা মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টিক্রমে আল্লাহ প্রদত্ত দয়াগুণে মানবীয় গুণ থেকে ঐশরিক গুণে রূপান্তরিত হয়ে তখন দূর থেকে শুনতে পারেন, দেখতে পারেন এবং মূহূর্তের মধ্যে যে কোন স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন। তখনই এই উচ্চস্তরের মুসলিম বান্দাকে হাজির-নাজির হিসেবে অভিহিত করা হয়। ঠিক এই সূক্ষ স্তরটির দিকে দৃষ্টিপাত করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে হাজির-নাজির হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই উচ্চস্তরের মুসলিম বান্দাকেই **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলা হয়। মহান আল্লাহ তাআ'লার এই **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে কেহ শত্রুতা করলে আল্লাহ তাআ'লা উক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যেমন অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসে কুদসীর প্রথম অংশে বুখারী শরীফে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন-----------------------------

"اِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ "ـ الْبُخَارِى (٦٥٠٢)

অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম"। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।

অতএব, এই উচ্চস্তরের মুসলিম (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে যে কোন অবস্থাতেই আদব তথা শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন আচরণ ও কথা বললেই শত্রুতা বলে গণ্য হবে। এমন শত্রুতাকারীর সাথেই আল্লাহ তাআ'লা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমাদেরকে এ বিষয়ে অধিক সতর্ক হতে হবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাটি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গাইবি) তথা **"অদৃশ্য জ্ঞান"** ও **عِلْمُ الشَّهَا دَةِ** (ইলমুশ শাহাদাতি) তথা **"দৃশ্য জ্ঞান"** কি এবং কোন উচ্চস্তরের মুসলিম মানুষের জন্য এটা অর্জন হয় বা হয় না। মহান আল্লাহ তাআ'লা সকলকে এই সূক্ষন স্তরটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তাওফিক দিন।

সুচিপত্রঃ
০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তবজটিল বিষয়গুলোর অধীন>> (৩ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাঃ

শিরোনাম:>> আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে জানার পূর্বে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া,মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট একজন সাধারণ মুসলিম ও বিশেষ করে একজন সর্বোৎকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মানুষের একান্ত অপরিহার্য ও ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার পরিচয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও সম্যক ধারণা থাকা এবং উন্নত পর্যায়ের জ্ঞান রাখা। এরূপ জ্ঞানের ফলে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির গভীর অনুরাগ, প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক হয়। কারণ, **কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হল উক্ত বিষয়ে উত্তম ধারণার উৎপত্তি হওয়া এবং উক্ত বিষয় স্বীকার করে মেনে নেওয়া আর কোন বিষয়ে অপূর্ণ জ্ঞান বা ত্রুটি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার অর্থ হল উক্ত বিষয়ে মন্দ ধারণার উৎপত্তি হওয়া এবং উক্ত বিষয় অস্বীকার করে প্রত্যাখান করা।** এরুপ অবস্থার শিকার হওয়া একজন মুসলিম মানুষের জন্য খুবই অকল্যাণকর এবং মহা ক্ষতির কারণ।যে কোন মুসলিম মানুষ বিশেষ করে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**الْجَمَاعَةُ**"(আল- জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামধারী দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট একজন আলিম বা জ্ঞাণী মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার পরিচয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ,স্পষ্ট ও সম্যক ধারণা অর্জন করতে এবং উন্নত পর্যায়ের জ্ঞান রাখতে সক্ষম হলে মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টিজগতের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সৃষ্টি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র সত্ত্বার সৃষ্টি তত্ত্বটি তার সহজে বোধগম্য হবে অন্যথায় বোধগম্য হবে না। সে জন্যেই আমি এখানে সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার পরিচয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পরিচয়ঃ

প্রথমেই বাস্তব কথা হচ্ছে এ যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তাঁর কোন মাখলুকই অবগত নহেন। এমনকি তাঁর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষ জাতিও তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে অবগত নহেন এবং অবগত হতে পারবে না বরং অবগত হতে অক্ষম ও অপরাগ। অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যে কোন নামের ধারণা বা কল্পনা মানব হৃদয়ে, অন্তরে ভেসে উঠে তাই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। তিনি (মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লা) হচ্ছেন মানব-দানব-ফেরেশতা এমনকি সমস্ত মাখলুকাতের ধারণা বহির্ভূত, অজানা,অবোধগম্য এক পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা।

যেমন- সুরা ইখলাসের (সুরা কুল হুআল্লহ) শানে নজুলে (অবতনের উপলক্ষ্যে) বর্ণনা আছে যে, -----------------

قَا لَ قَتَادَةُ و اَلضَحَّاكُ وَمُقَاتِلُ :جَاءَ نَاسٌ مِنَ اَلْيَهُوْدِ اِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوْا :صِفْ لَنَا رَبَّكَ فَاِنَّ اَللّه اَنْزَلَ نَعْتَهُ فِى اَلنَّوْرَةِ فَاَخْبِرْنَا مِنْ اَيِّ شَيٍّ هُوَ وَمِنْ اَيِّ جِنْسٍ هُوَ أَ ذَهَبٍ هُوَ اَمْ نُحَاسٍ اَمْ فِضَّةٍ

অর্থঃ- কাতাদা, দাহহাক এবং মুকাতিল (রাআিল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত আছে- ইয়াহুদিদের পক্ষ হতে কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল, আপনি আপনার প্রভূর বর্ণনা দিন, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তওরাতে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব, আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন তিনি(আল্লাহ) কি বস্তুর, কি জিনিসের, তিনি কি স্বর্নের না রূপার? তখন মহান আল্লাহ তাআ'লা সুরা ইখলাস (সুরা কুল হুআল্লহ) নাযিল করেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা উপরে বর্ণিত সুরা ইখলাসে (সুরা কুল হুআল্লহ) তাঁর স্বরূপ বর্ণনা না করে শুধু তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে দিলেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেন নি। নিম্নে অপর আর একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَ رَضِىَ اَللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اَللّهِ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اُنَا سٍ وَ هُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ فِيْمَ اَنْتُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ قَالُوْا نَتَفَكَّرُ فِى اَلْخَا لِقُ فَقَالَ تفَكَّرُوْا فِى الْخَلْقِ وَ لاَ تَفَكَّرُرْا فِى اَلْخَا لِق فَا نَّهُ لاَ تُحِيْطُ بِهِ الْفِكْرَةُ

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একদিন এমন কতগুলো মানুষের সামনে দিয়ে যেতে ছিলেন যারা ধ্যান মগ্ন। তাদের তিনি বললেন, তোমরা কি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছ ? তারা বলল, আমরা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছি। তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাদেরকে বললেন, তোমরা - **اَلْمَخْلُوْقُ** তথা সৃষ্টিকুল (সৃষ্টিজগত) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর আর - **اَلْخَالِقُ** তথা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করো না। কারন, চিন্তা-ভাবনা তাঁকে আয়ত্ব করতে পারবে না, **اَلْعَرائس** (আল-আরাইস)। উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের পবিত্র বাণীর আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা নিষিদ্ধ এবং এ রকম চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনও নেই। কারণ, চিন্তা-ভাবনা করে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার স্বরূপ উৎঘাটন করা অসম্ভব। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই সেহেতু আমি এখন তাঁর চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।

>>মহান আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন গুণাবলীর বর্ণনা<<

মহান আল্লাহ তাআ'লার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন- **لَوَامِعُ النَّجْمِ** (লাওয়ামিউন্নাজমি) কিতাবে উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার এক হাজার নাম আছে যা আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া কেহ জানে না। আরও এক হাজার নাম আছে যা ফেরেশতাগণ জানেন। আরও এক হাজার নাম আছে যা মুসলমানদের জবানে প্রচলিত আছে। তম্মধ্যে তিন শত নাম জবুর শরীফে, তিনশত নাম তওরাতে শরীফে, তিনশত নাম ইনজিল শরীফে এবং একশত নাম পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে নিরানব্বইটি নাম মানুষের মধ্যে প্রকাশমান। যেমন বুখারী শরীফের ৪৩১০ নং হদিস শরীফ এবং মুসলিম শরীফের ২৬৭৭ নং হাদিস শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত আছে :---

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِلّهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِاَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ /مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (مُسْلِم)

(অর্থঃ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হতে হযরত হযরত আবু হুরায় রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন: আল্লাহর নিরা নব্বইটি নাম রয়েছে। যেই উহা মুখস্ত করবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে)। তম্মধ্যে একটি নাম আছে যাকে **اَلْإِسْمُ الْأَعْظَمُ**(আল ইসমুল আ'জাম) তথা মহান নাম বলে। তাছাড়া, পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত এক শত নামের মধ্যে একটি নাম মহান আল্লাহ তাআলার জাতি নাম (**اَلْإِسْمُ الذَّاتِيُّ**)তথা সত্তার নাম। আর উহা হচ্ছে "**اَللّهُ**"(আল্লাহু)। অবশিষ্ট নামগুলো হচ্ছে তাঁর গুণগত নাম। এই গুণগত নামগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী। কোন কোন

হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লার চার হাজার গুণবাচক নাম রয়েছে বলে বর্ণনা আছে। যদিও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সমস্ত মাখলুকাতের ধারণা বহির্ভূত, অজানা, অবোধগম্য এক বিষয় কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী হচ্ছে মাখলুকাতের তথা সৃষ্টিকুলের ধারণার আয়ত্বভূক্ত, জানা, বোধগম্য বিষয়। এ সমস্ত পবিত্র গুণাবলীর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআ'লার বান্দাগন তাঁর পরিচয় লাভে সক্ষম হতে পারে। সে জন্যেই আমি এখানে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব। মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণগত নাম দুভাগে বিভক্ত।

১. أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর গুণগত নাম ।
২. أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর গুণগত নাম।

মহান আল্লাহ তাআ'লার أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনাঃ

আমি এখন মহান আল্লাহ তাআ'লার **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ** (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআ'ল্লাহু তাআ'লা। **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী:** মহান আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত গুণাবলী তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাঁরই নিজস্ব সত্তার সাথে সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা থেকে অবিদ্যমান বা অনুপস্থিত থাকে না ঐ সমস্ত গুণাবলীকে **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** বলে।
মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণগত নাম **(أَسْمَاءُالصِّفَةِ الْإِيْجَابِيَّةِ)** ০৮টি। যেমন- **১. حَيَاةٌ** (হায়াত বা জীবন) **২. عِلْمٌ** (ইলম বা জ্ঞান) **৩. كَلَامٌ** (কালাম বা কথন) **৪.قُدْرَةٌ -** (কুদরাত বা ক্ষমতা) **৫. أِرَادَةٌ** (ইরাদা বা ইচ্ছা) **৬. (سَمْعٌ** সামউ'ন বা শ্রবন) **(৭) بَصَرٌ -** বাসরুন বা দর্শ ন **(৮) تَكْوِيْنٌ** (তাকভীন বা সৃজন)। এ সকল গুণগত নামগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রকৃত তথা ইতিবাচক গুণাবলী।
উপরোক্ত গুণগত নামগুলোর মধ্যে **حَيَاةٌ** (হায়াত বা জীবন) নামক গুণটি অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলীর সমষ্টির সমন্বয়কারী। মহান আল্লাহ তাআ'লার উপরোক্ত গুণাবলীর যে কোন একটির সাময়িক বা ক্ষণিকের অবিদ্যমানতা বা অনুপস্থিতি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার ত্রুটি বলে গণ্য হবে। অথচ এটা মহান আল্লাহ তাআ'লার বেলায় অসম্ভব। কারণ, এরূপ যে কোন সামান্য ত্রুটি থেকে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্ত ও পবিত্র। তাই, এসমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে সর্বদাই অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং উপরোক্ত গুণাবলী হচ্ছে তাঁর অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই জন্য **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** কে **صِفَاتُ الذَّاتِ - (সিফাতুজ্জাত)** তথা সত্তার গুন বলে।
এমনিভাবে মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণগত নামের সদৃশ মানুষেরও ০৮টি **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** রয়েছে। যেমন- **(১) حَيَاةٌ -**হায়াত বা জীবন **(২) عِلْمٌ** ইলম বা জ্ঞান **(৩) - كَلَامٌ** কালাম বা কথন **(৪) قُدْرَةٌ -** কুদরাত বা ক্ষমতা **(৫) أِرَادَةٌ -** ইরাদা বা ইচ্ছা **(৬) سَمْعٌ -** সামউ'ন বা শ্রবন শক্তি **(৭) بَصَرٌ -** বাসরুন বা দর্শন শক্তি **(৮) تَكْوِيْنٌ -**তাকভীন বা সৃজন। এই সকল গুণগত নামগুলো হচ্ছে মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় **أَلْمَخْلُوْقُ** তথা সৃষ্টিকুলের প্রকৃত গুণাবলী।
উপরোক্ত গুণগত নামগুলোর মধ্যে **حَيَاةٌ -**হায়াত বা জীবন নামক গুণটি হচ্ছে মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় **أَلْمَخْلُوْقُ** তথা সৃষ্টিকুলের অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলীর সমষ্টির সমন্বয়কারী। উপরোল্লিখিত মানুষের গুণাবলীর কোন একটি গুণ যদি উক্ত মানুষটির নিজস্ব জাত তথা সত্তার সাথে না থাকে তা হলে এটা হবে উক্ত মানুষটির মহা ত্রুটি হিসেবে গণ্য। উদাহরণ স্বরূপ যদি উক্ত মানুষটির **حَيَاةٌ -**হায়াত বা জীবন না থাকে তা হলে তাকে মৃত বলা হবে, **عِلْمٌ -** ইলম বা জ্ঞান না থাকলে তাকে মূর্খ বলা হবে, **كَلَامٌ -** কালাম বা কথা বলার শক্তি না থাকলে তাকে মুক বা বোবা বলা হবে, **سَمْعٌ -** সামউ'ন বা শ্রবন শক্তি না থাকলে তাকে বধির বলা হবে, **بَصَرٌ -** বাসরুন বা দর্শন শক্তি না থাকলে তাকে অন্ধ বলা হবে, **قُدْرَةٌ -** কুদরাত বা শারিরীক শক্তি না থাকলে কোন কিছু ধরার জন্য হাত ব্যববহার করতে এবং কোথাও

যাতায়াত করার জন্য পা ব্যবহার করতে অক্ষম বা অপরাগ হয়ে যাবে। অতএব, উক্ত গুণাবলীর অবিদ্যমানতা বা অনুপস্থিতি উক্ত মানুষটির মহা ত্রুটি বলে গণ্য হবে। তাই, উপরোক্ত গুণাবলী উক্ত মানুষটির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। উক্ত গুণাবলী হতে একটি মানুষ কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। উপরোক্ত গুণাবলী হতে একটি মানুষ তার অতি নিকটতম-প্রিয়জনকে জনকে দানও করতে পারবে না। এটা তার পক্ষে অসম্ভব।এমতাবস্থায় যদি একটি মানুষ উপরোক্ত ইতিবাচক **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** কোন একটি গুণ কাউকে দান করে তা হলে সে তার অস্তিত্ব হারিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তবে, মানুষের ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে " **تَكْوِيْنٌ -** "তাকভীন বা সৃজন" নামক গুণটির দ্বারা মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন কিছু উদ্ভাবন করে থাকেন কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। " **تَكْوِيْنٌ -** "তাকভীন বা সৃজন" নামক গুণটির অনুপস্থিতিতে মানুষ নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে অক্ষম হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে " **- تَكْوِيْنٌ**তাকভীন বা সৃজন" নামক গুণটি এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে " **تَكْوِيْنٌ-** তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটির মাঝে নামে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের গুণাবলী মূলত এক নহে। তবে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী হচ্ছে **اَلْخَالِقُ -** তথা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আর মানুষের গুণাবলী হল **- اَلْمَخْلُوْقُ**তথা সৃষ্টিকুল হিসেবে।

মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী হচ্ছে **صِفَاتٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ** (সিফাতুন আলাল ইতলাক)তথা নিরঙ্কুশ চিরন্তন গুণাবলী আর মাখলুক বিশেষ করে মানুষের উক্ত গুণাবলী হচ্ছে **صِفَاتٌ عَلَى الْإِخْتِيَارِ** (সিফাতুন আলাল ইখতিয়ার)তথা দানকৃত বা সৃষ্ট গুণাবলী।

মহান আল্লাহ তাআ'লা ও মানুষের মধ্যে কর্ম-ক্ষমতার পার্থক্য হচ্ছে সীমাহীন কল্পনাতীত। মানুষ তার **عِلْمٌ -** ইলম বা জ্ঞান নামক গুণটি বাস্তবায়ন করতে চাইলে তাকে তার মস্তিস্ক ব্যবহার করতে হয়। এমনিভাবে মানুষ তার **كَلَامٌ -** কালাম বা কথা বলার শক্তি নামক গুণটি বাস্তবায়নের জন্য মুখ ও জিহবা ব্যবহার করতে হয়, **سَمْعٌ** সামউ'ন বা শ্রবন শক্তি নামক গুণটি বাস্তবায়নের জন্য কান ব্যবহার করতে হয়, **بَصْرٌ -** বাসরুন বা দর্শন শক্তি নামক গুণটি বাস্তবায়নের জন্য চোখ ব্যবহার করতে হয়, এবং কুদরাত বা ক্ষমতা নামক গুণটি প্রয়োগ করে কোন কিছু ধরার জন্য হাত , চলাফেরা বা কোথাও যাতায়াতের জন্য পা ব্যবহার করতে হয় কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর উপরোল্লিখিত **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** যে কোনটি প্রদর্শন করতে চাইলে তাঁর উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিতে হয়না বরং তাঁর জাতের তথা সত্তার সর্বাংশ দিয়েই কথা বলতে পারেন, শ্রবন করতে পারেন, দর্শন করতে পারেন, ধরতে পারেন ইত্যাদি। আপনি হয়ত বলবেন যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর জাতের তথা সত্তার সর্বাংশ দিয়েই কথা বলতে পারেন, শ্রবন করতে পারেন, দর্শন করতে পারেন, ধরতে পারেন এটা তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব?

বর্তমান বিজ্ঞানের নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি ও বস্তুরাজির অভিনব শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে এর উত্তর দেওয়া অত্যন্ত সহজ ও সম্ভব। যেমন- মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা ব্যবহার করে দূরবর্তী স্থানের কথা-বার্তা, আওয়াজ ও ছবি ধারন করা যায়। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কান ও চোখ দরকার হয়না। বরং ডিভাইসটির সর্বাংঙ্গ দিয়েই কাজটি সম্ভব হয়। বর্তমানের চুম্বক নামে একটি পদার্থ জাতীয় বস্তু দিয়ে অন্য একটি বস্তু ধরতে চুম্বকের হাত ব্যবহার করতে হয় না। বরং এর ভিতরকার অন্তর্নিহিত আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমেই অন্য কোন কিছু ধরার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়। এমনিভাবে বিমান ও বিমানের মত অন্যান্য বিজ্ঞানের নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি ও বস্তুরাজির দূরবর্তী স্থানে গমনা-গমনের বা যাতায়াতের জন্য পা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। বরং এর ভিতরকার অন্তর্নিহিত চলৎ শক্তি বা চালিকা শক্তির ব্যবহার দ্বারাই উক্ত যাতায়াতের মত সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে যায়। এমনিভাবে রিমোট কন্ট্রোল তথা দূর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমেও অনেক নিকট-দূরের বস্তুকে হাত-পা ছাড়াই নিয়ন্ত্রন করা যায়। যেমন নিকটের বস্তুর মধ্যে টিভি, কমপিউটার ইত্যাদি আর দূরবর্তী বস্তুর মধ্যে মিসাইল বা ক্ষেপনাস্ত্র, বোমা ইত্যাদি আধুনিক বস্তু ও যন্ত্রপাতি শুধু মাত্র একটু ছোট ডিভাইসের মাধ্যমে হাত-পা ছাড়াই দূর থেকে নিয়ন্ত্রন করা যায় ।এই সবই **- اَلْمَخْلُوْقُ**তথা সৃষ্টিকুল সম্পর্কীয় **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** অন্তর্ভুক্ত **قُدْرَةٌ -** কুদরাত বা ক্ষমতা নামক গুণটির ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যায়। এরূপে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা সত্তার স্বরূপ বা সত্তার গুণাবলী সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি ও ধারণা পেতে পারি। আমি আপনাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা সত্তার স্বরূপ বা সত্তার গুণাবলী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

মানুষ তার **" تَكْوِيْنٌ-তাকভীন বা সৃজন"** নামক গুণটি দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে তার উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয় আর মহান আল্লাহ তাআ'লার তাঁর **" تَكْوِيْنٌ -** তাকভীন বা সৃজন " নামক গুণটি দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে তাঁর উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিতে হয়না বরং **"كُنْ فَيَكُوْنُ"** বললেই কাজটি হয়ে যায়। এই **أَلْمَخْلُوْقُ** তথা সৃষ্টিকুল (সৃষ্টিজগত) হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** অন্তর্ভূক্ত **" تَكْوِيْنٌ-**তাকভীন বা সৃজন" নামক গুণটির প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।
তবে, ইতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে **" تَكْوِيْنٌ-**তাকভীন বা সৃজন" নামক গুণটির দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী যা চান তাই সৃজন করে থাকেন।

ঠিক তদ্রুপই, মহান আল্লাহ তাআ'লা তিনি তাঁর **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** কোনটিকেই তাঁর কোন- **أَلْمَخْلُوْقُ**(মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুলকে এমনকি তাঁর কোন নিকটতম প্রিয়জনকেও প্রদান করতে পারেন না। এটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এটা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জানা দরকার ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, **"মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী হতে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না"।**
কিন্তু **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কিছু প্রকাশ হয়। এই প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়াবলী দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই রূপে - **أَلْمَخْلُوْقُ** তথা সৃষ্টিকুল মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার মহানত্ব সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারে। উপরে মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক গুণাবলীর আলোচনার আলোকে আমরা তাঁর পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যত সামান্য ধারণা লাভ করলাম। আমরা মহান আল্লাহ তাআ'লার **أَلْمَخْلُوْقُ**(মাখলুক)-তথা সৃষ্টিকুল হিসেবে তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আমাদের কর্তব্য। সে দৃষ্টি কোন থেকেই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নিলাম। মহান আল্লাহ তাআ'লার **أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার দ্বারা মানব মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় আমি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত রয়ে গেলাম।
আমি নিম্নে **أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী** সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

মহান আল্লাহ তাআ'লার নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনাঃ

এখন আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার **أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআ'ল্লাহু তাআ'লা। এই নেতিবাচক গুণাবলী বিকাশের লক্ষেই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর এ বিশাল জগত সৃষ্টি করেছেন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা হাদিসসে কুদসীতে বলেন---------------------------
كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ .
অর্থঃ -আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজকে পরিচিত করতে চাইলাম, তাই জগত সৃষ্টি করলাম।
أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী: মহান আল্লাহ তাআ'লার ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর অধ্যায়ে বর্ণিত ০৮ টি ইতিবাচক গুণাবলী **(أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ)** সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ ব্যতীত ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কিত মহান আল্লাহ তাআ'লার অন্যান্য সকল গুণাবলীকেই **أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** বলে। এই সমস্ত গুণাবলী ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্ক থাকায় এ **أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলীকে صِفَاتُ الْأَفْعَالِ** (সিফাতুল আফআ'ল) তথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলে। **صِفَاتُ الْأَفْعَالِ** (সিফাতুল আফআ'ল) তথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলার কারণ এই যে, যে সমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাতে তথা অপরিহার্য পবিত্র সত্তায় সাময়িক বা ক্ষণিকের জন্য অপ্রকাশিত বা অপ্রদর্শিত থাকলে তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার ক্ষতির বা ত্রুটির কারণ হয়না সে সমস্ত গুণাবলীকে **صِفَاتُ الْأَفْعَالِ**(সিফাতুল আফআ'ল) তথা ক্রিয়াকর্মের

গুন বলে। এই أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** কর্ম সংগঠনের জন্য বা কোন উপলক্ষ সামনে উপস্থিত হয়ে পড়লে উক্ত গুন প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় অন্যথায় নহে। যেমন- কাউকে ইজ্জত-সম্মাণ দান করা বা অপদস্ত করা বা সম্মাণ দান কারী, অপদস্ত কারী। এই দুটি গুণ প্রয়োজনের তাকিদে চাহিদানূসারে কোন উপলক্ষ বা কারণের উপস্থিতিতে সময় সময় প্রকাশ পায় বিধায় উক্ত গুণদ্বয় বা উক্ত গুণ সদৃশ অন্যান্য গুণাবলীকে **صِفَاتُ الْأَفْعَالِ** (সিফাতুল আফআ'ল) তথা ক্রিয়াকর্মের গুন বলে। যেহেতু এ সমস্ত গুণাবলী প্রয়োজনের তাকিদে চাহিদানূসারে কোন উপলক্ষ বা কারণের উপস্থিতিতে সময় সময় প্রকাশ পায় এবং উক্ত গুণাবলী সর্বদা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না বিধায় উক্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকা সত্বেও সার্বক্ষণিক প্রকাশমান থকে না। তাই এ সমস্ত গুণাবলীকে أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** বলে। এই أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে। তবে এই সমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তাঁরই নিজস্ব সত্তার সাথে অপ্রকাশিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। মহান আল্লাহ তাআ'লার এ সমস্ত গুণাবলীর প্রতিক্রিয়ার ফলাফল তাঁর أَلْمَخْلُوْقُতথা সৃষ্টিকুল প্রয়োজন মাফিক ভোগ করে থাকে।

যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া-মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি তাঁর - **أَلْمَخْلُوْقُ**(মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুল ভোগ করে থাকে। এই দয়া-মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহ তাআ'লার নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলীর ফল। জগত সৃষ্টির অবোধগম্য সূক্ষè পদ্ধতির মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন গুণাবলীর প্রতিক্রিয়ার ফলাফল - **أَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিদ্যমান হয়।

এটা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জানা দরকার ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, **"মহান আল্লাহ তাআ'লার أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী থেকে কিছু সৃষ্টি হয় না"**। মহান আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন **أَلْمَخْلُوْقُ أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলীর** বাহ্যত নাম সদৃশ মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় তথা সৃষ্টিকুলেরও أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** রয়েছে। যেমন- মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় - **أَلْمَخْلُوْقُ**(মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুলের দয়া-মায়া, ভালবাসা, দয়াশীল, মায়াশীল, সম্মাণ দান কারী, অপদস্ত কারী,হত্যাকারী ইত্যাদি। তবে মানুষের বা প্রানীসম্পর্কীয় - **أَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুলের أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** হচ্ছে সৃষ্ট বিষয় (**أَلْمَخْلُوْق**) (মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুল। এ সব সূক্ষ্ম সৃষ্ট বিষয় (**أَلْمَخْلُوْق**) (মাখলুক)তথা সৃষ্টিকুল এবং সৃষ্ট বিষয়াবলী (**أَلْمَخْلُوْقَاتُ**) মহান আল্লাহ তাআ'লার "(**نُوْرٌ**) নূর" নামক চিরন্তন স্বতন্ত্রগুণ তথা জাতি নূরের তাজাল্লী থেকে সৃষ্ট। **(মাখলুক সৃষ্টির পদ্ধতিটির বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে)।**

মহান আল্লাহ তাআ'লার নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) তথা " শুধু /একক নূর" নামক চিরন্তন স্বতন্ত্রগুণ তথা জাতী নূরের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা, তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচিত তাঁর أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة **(সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** এবং أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এখন আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার এমন এক স্বতন্ত্র গুণের আলোচনা করব যা তাঁর أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّة **(সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** অন্তর্ভুক্ত নহে এবং أَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ **(সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলীরও** অন্তর্ভুক্ত নহে। এ স্বতন্ত্র গুণটির নাম "(**نُوْرٌ**)নূর"। এই (**نُوْرٌ**) "নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার স্বীয় জোতির্ময় পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত অবিচ্ছিন্ন গুণ। এ অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র গুণটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এই "(**نُوْرٌ**)নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে, তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র

সত্তার বাহিরের অংশও নহে বরং তাঁর পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তাঁরই সত্তার সাথে সম্পৃকত ও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক বিদ্যমান আছে।

যেহেতু এই (نُوْرٌ) " নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে, তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার বাহিরের অংশও নহে বরং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত একটি গুণ ও তাঁরই সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃকত সেহেতু এই (نُوْرٌ) "নূর" কে ("نُوْرُ أَلذَّاتِ") জাতের নূর বা তথা প্রচলিত ভাষায় **"জাতী নূর"** বলে। মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় এই **"জাতী নূর"** কে নূরুমমুজাররাদুন (" نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা **"শুধু একক নূর"** বলে। এই নূরুমমুজাররাদুন (" نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা **"শুধু একক নূর"** তথা **"জাতী নূর"** মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃকত থাকা অবস্থায় অদৃশ্যমান অবস্থায় থাকে। এই নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) তথা **"শুধু একক নূর"** তথা **"জাতী নূর"** কে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, এমনকি হৃদয় দিয়ে উপলদ্ধি করা যায় না। এই নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) তথা **"শুধু একক নূরের"** তথা **"জাতী নুরের"** কারনে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজস্ব জাত তথা সত্তা নিয়ে যেরূপ জোতির্ময় হয়ে থাকেন ঠিক তেমনি উক্ত (نُوْرٌ) "নূর" দ্বারা সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে বিশ্ব জগতকেও আলোকিত করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কুদরতী কৌশলের মাধ্যমে أَلْمَخْلُوْقُ (মাখলুক) তথা সৃষ্টিকুলের অবোধগম্য প্রক্রিয়ায় তাঁর নিজ (نُوْرٌمُجَرَّدٌ) নূরুমমুজাররাদুন তথা **"শুধু একক নূর"** তথা **"জাতী নূরের"** তাজাল্লী বা জ্যোতি থেকেই এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন।

নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ") তথা " সৃষ্ট নূর " এর বিস্তারিত বর্ণনাঃ

বিশ্ব জগত সৃষ্টির অবোধগম্য প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

আমরা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচিত ইতিবাচক চিরন্তন গুণাবলী, নেতিবাচক গুণাবলী এবং তাঁর অস্পর্শযোগ্য অদৃশ্যমান নূরুমমুজাররাদুন ("نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা জাতী নূর সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি। এখন আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় মাখলুক - أَلْمَخْلُوْقُ (মাখলুক) তথা বিশ্বসৃষ্টির মূল সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সত্তার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

উহা এ যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা একমাত্র স্রষ্টা। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি একাই ছিলেন। কেউ তাঁর পরিচয় জানার ছিল না। কতকাল ধরে মহান আল্লাহ তাআ'লা নিজেকে গোপন করে রাখলেন, নিজের পবিত্র জাতকে সুপ্ত করে রাখলেন তা একমাত্র তাঁকে ছাড়া কেউ অবগত নহে। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর أَرَادَةٌ - ইরাদা বা ইচ্ছা নামক أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ **(সিফাতুল ইজাবিয়্যাহর) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** মাধ্যমে তাঁরই নিজস্ব পবিত্র সুপ্ত জাত তথা সত্তাকে বিকশিত করতে চাইলেন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা হাদিসে কুদসীতে বলেন।

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ .

অর্থঃ-আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজকে পরিচিত করতে চাইলাম, তাই জগত সৃষ্টি করলাম।(161)

মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সেই মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তথা প্রিয় মাখলুক সৃষ্টির মানসে أَرَادَةٌ - ইরাদা বা ইচ্ছা নামক নামক أَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ **(সিফাতুল ইজাবিয়্যাহর) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** মাধ্যমে নিজ পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত ৎঅবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত অদৃশ্যমান নূরুমমুজাররাদুন ("نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা **" শুধু /একক নূর"** তথা জাতী নূরের দিকে জালালী নজরে তথা তীক্ষè দৃষ্টিতে তাকানো মাত্রেই উক্ত অদৃশ্যমান

(161) কেউ কেউ এই বাণীখানাকে হাদিসে কুদসীতে বলেন না। তবে কে কি বলে দেখার বিষয় নহে। কোন বিষয়ে কোন কথা বলতে বা কোন কথা লিখতে যে কোন একটি বিষয়কে ভিত্তি করেই লিখতে হয়। আমিও তাই এই বাণী খানাকে ভিত্তি করেই প্রবন্ধখানা লিখছি।মহান আল্লাহ তাআ'লাই তৌফিকদাতা।

নূরুমমুজাররাদুন (نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা **"শুধু একক নূর"** তথা **"জাতী নূর"** হতে একটু তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকশিত হল। মহান আল্লাহ তাআ'লা তিনি তাঁর - كَلَامٌ - কালাম বা কথন নামক নামক **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** সম্পন্ন "كُنْ فَيَكُوْنُ" বাক্য সম্বলিত তাঁর নামক **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহর) তথা ইতিবাচক গুণাবলীর** অন্তর্ভুক্ত **"تَكْوِيْنٌ-**তাকভীন বা সৃজন" নামক গুণটি দ্বারা উক্ত বিকশিত তাজাল্লী বা জ্যোতিকেই **"نُوْرٌ جَلِيٌّ"** তথা **"দৃশ্যমান নূরে"** পরিণত করলেন। এই দৃশ্যমান **(نُوْرٌ)** " নূর" টিকেই নূরুমমাখলুকুন (" **نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ**")(মাখলুক) তথা **"সৃষ্ট নূর"**বলে। ইহাই মাখলূক তথা বিশ্ব সৃষ্টির মূল নূর তথা নূরে আসলী বলে পরিচিত। এই নূরে আসলীকেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নূর বা নূরে মুহাম্মাদী বলে।

উপরোল্লিখিত নূর থেকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা আলমে ইমকান তথা ইমকান জগত সৃষ্টি করলেন। এ জন্যই এ নূর কে আবার **"ইমকানী"** নূরও বলে। আলমে ইমকান বলতে বুঝায় আলমে খালক থেকে শুরু করে আলমে আমর পর্যন্ত সমস্ত জগতকে বলে।

"আলমে খলক" বলতে **"জড় জগত"** কে বুঝায় আর **"আলমে আমর"** বলতে **"আদেশ জগত তথা সূক্ষ্ম জগত"** কে বুঝায়।

মহান আল্লাহ তাআ'লার **"(نُوْرٌ)**নূর" নামক গুণটি মানব জ্ঞানের অবোধগম্য একটি বিষয়। মহান আল্লাহ তাআ'লার "(**نُوْرٌ**) নূর" নামক অবোধগম্য গুণটিকে একটি বোধগম্য বাস্তব বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে সম্মাণিত পাঠকবর্গের নিকট বোধগম্য করে তোলা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

যেমন ধরুন মানুষের দেহাভ্যন্তরে **"তাপ"** নামক একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। এই **"তাপ"** মানুষের নিজস্ব জাত নহে,তার জাতের তথা সত্তার অংশও নহে এবং উহা তার জাতের তথা তার সত্তার বাহিরের অংশও নহে বরং এই **"তাপ"** নামক গুণটি মানুষের নিজস্ব জাতের তথা তার সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তার জাতের তথা তার সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকে। যেহেতু এই **"তাপ"** নামক সূক্ষ্ম বিষয়টি মানুষের নিজস্ব জাতের তথা সত্তার অংশ নহে সেহেতু এ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু অংশ অন্যত্র দান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব বা মানুষ থেকে আলাদা অন্য কোন বস্তুর জন্য এ **"তাপ"** নামক মানবীয় গুণ থেকে উপকার পাওয়া কোন অসম্ভব নহে বরং সম্ভব।

যেমন-মানুষের অভ্যন্তরীণ এই **"তাপ"** দ্বারা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র কার্যক্ষম থাকে, ঘড়ি চলে এমনকি পাখীর ডিম ফুটানো যায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ এই "তাপ" নামক মানবীয় গুণ থেকে আরো অনেক উপকার নেওয়া, পাওয়া সম্ভব।

উপরে বর্ণিত **"তাপ"** নামক গুণটি থেকে বিভিন্ন প্রকার উপকারী অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণে মানুষের নিজস্ব জাতের তথা সত্তার কোন ক্রুটিই পরিলক্ষিত হবে না বা কোন ক্রুটিই হবেনা।ঠিক তদ্রুপই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব জাতের তথা সত্তার অন্তর্নিহিত এই "নূর" নামক গুণটি থেকে কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া, কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর কোন মাখলুককে কিছু প্রদান করা মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষে সম্ভব। কারণ এই "নূর" নামক গুণটি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে এবং তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার অংশও নহে। তাই এই "নূর" নামক গুণটি থেকে কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া, কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর কোন **اَلْمَخْلُوْقُ** - (মাখলুক) তথা সৃষ্টিকুলকে (সৃষ্টিজগতকে) কিছু প্রদান করা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাতের তথা পবিত্র সত্তার কোন ক্রুটি হবে না।

অতএব, এই অধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ **"মহান আল্লাহ তাআ'লার পরিচয়"** প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে যে, যে নামই বা যে নামের ধারণাই মানব মনে বা মানস পটে ভেসে উঠে ঐ নামের সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ই মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। তাই, উহা থেকে তাঁর - **اَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা সৃষ্টিকুলকে কিছু দান করা ,উহা থেকে কিছু প্রকাশ পাওয়া বা কিছু সৃষ্টি করা, সৃষ্টি হওয়া শিরক **(شِرْكٌ)** (শিরক)তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নহে।

উপরোক্ত প্রাপ্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার "নূর" নামক গুণটি সম্পর্কে তাঁর প্রিয় **مَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা প্রিয় সৃষ্টি মানুষ জাতির হৃদয় পটে ধারণা থাকায় উহা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। কারণ,কোন বোধগম্য বিষয়ই বা কোন জানা বিষয়ই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে। মহান আল্লাহ তাআ'লার এই **(نُوْرٌ)"** নূর" নামক গুণটি

থেকেই মহান আল্লাহ তাআ'লার **"- اَلنُّوْرُ** নূর দান কারী" গুণবাচক নামটির উৎপত্তি হয়েছে।
মহান আল্লাহ তাআ'লার(**اَلنُّوْرُ**)" নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা নহে এবং তাঁর পবিত্র জাতের তথা সত্তার অংশও নহে। আর মহান আল্লাহ তাআ'লার (**اَلنُّوْرُ**)"নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নও নহে। তবে মহান আল্লাহ তাআ'লার (**اَلنُّوْرُ**) **"**নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি তাঁর নিজস্ব পবিত্র জাত তথা পবিত্র সত্তার অন্তর্নিহিত এমন একটি গুণ যা তাঁরই সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত অবস্থায় সার্বক্ষণিক বিদ্যমান আছে।
পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহ তাআ'লার নামক **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহ) তথা ইতিবাচক গুণাবলী** এবং **اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহর) তথা নেতিবাচক গুণাবলীর** মধ্যে মহান আল্লাহ তাআ'লার (اَلنُّوْرُ) " নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র গুণ যা নামক **اَلصِّفَةُالْإِيْجَابِيَّةُ (সিফাতুল ইজাবিয়্যাহও) তথা ইতিবাচক গুণাবলীও** নহে এবং **اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** নহে।
এই **"- اَلنُّوْرُ** নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র জাতে তথা অপরিহার্য পবিত্র সত্তায় সাময়িক বা ক্ষণিকের জন্য অপ্রকাশিত বা অপ্রদর্শিত থাকলে অন্যান্য **اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহ) তথা নেতিবাচক গুণাবলী** আর প্রকাশিত বা প্রদর্শিত হবে না। অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার (**اَلنُّوْرُ**) " নূর দান কারী" গুণবাচক নামটি সমস্ত **اَلصِّفَةُالسَّلْبِيَّةُ (সিফাতুসসালবিয়্যাহর) তথা নেতিবাচক গুণাবলীর** সমন্বয়কারী।

(نُوْرٌ) "নূর" এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাঃ

সূচনাঃ আপনি যদি আলমে খালক তথা জড় জগত থেকে শুরু করে আলমে আমর তথা সূক্ষ্ম জগত এবং উক্ত জগতসমূহের সকল বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে আপনি তিন প্রকার বস্তু, কাজ ও বিষয়সমূহ দেখতে পাবেন। যেমন- ১. স্থূল ২. সূক্ষ্ম ৩. সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম। যেহেতু সমস্ত জগত এবং জগতসমূহের সকল বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহের সব কিছুই মহান আল্লাহ তাআ'লার (**نُوْرٌ**) "নূর" নামক গুণটি থেকেই সৃষ্ট সেহেতু বস্তু, কাজ ও বিষয়সমূহ স্তরভেদে তিন প্রকার হওয়ায় (**نُوْرٌ**) "নূর" এর স্তর বা অবস্থাও তিন প্রকার। যেমন---
(১) স্থূল (**نُوْرٌ**) নূর ।
(২) সূক্ষ্ম (**نُوْرٌ**) নূর।
(৩) সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (**نُوْرٌ**) নূর।

(১) স্থূল (**نُوْرٌ**) নূর দ্বারা জড় জগত এবং জড় জগতসমূহের সকল বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। জড় জগতের বস্তুগুলো পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শযোগ্য, বোধগম্য বা হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি এবং অনূভূতিতে অনূভবযোগ্য। যে (**نُوْرٌ**) নূর চোখে দর্শনযোগ্য এবং হাতে স্পর্শযোগ্য তাই স্থূল (**نُوْرٌ**) নূর। স্থূল (**نُوْرٌ**)নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল।
স্থূল (**نُوْرٌ**) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণঃ যেমন-আকাশ-জমিন, দৃশ্যমান বর্তমান বিশ্ব ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার বস্তুসমূহ যেমন-পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর,চন্দ্র-সূর্য, নদ-নদী, মাটি-পানি, গাছ-পালা,তরুলতা, গ্রাম-শহর, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা, মসজিদ-মাদরাসা, স্বর্ন-রূপা ইত্যাদি।
ঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র/আসবাবপত্রসমূহঃ যেমন---
চেয়ার,টেবিল,খাট,সোফাসেট,ওয়াড্রপ, ড্রেসিং টেবিল এবং রান্নার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী যেমন-পাতিল, চামচ, গ্লাস, ঢাকনা ইত্যাদি এ রকম আরো স্পর্শযোগ্য, দর্শনযোগ্য উত্তম বস্তুরাজি রয়েছে।
বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দব্যসমূহ:- ধান, চাল, ডাল, চিনি, তৈল, আদা-জিরা, পিয়াজ, রসুণ, দুধ ইত্যাদি।
বিভিন্ন প্রকার ফলসমূহ যেমন-কলা, আপেল, কমলা লেবু, খেজুর, আনার ইত্যাদি আরো অনেক স্পর্শযোগ্য, দর্শনযোগ্য নিকৃষ্ট বস্তুরাজি রয়েছে।

যেমন--প্রস্রাব,পায়খানা, পুঁজ, শ্লেস্মা, থুথু,লালা, নাক-কানসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ময়লা, পচা গন্ধ বস্তুরাজি ইত্যাদি সবই স্থুল **(نُوْرٌ)** নূরের উদাহরণসমূহ।
উপরে স্থূল **(نُوْرٌ)** নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখন নিম্নে সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর ও সূক্ষাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণ দেওয়া হল।.
(২) সূক্ষ্ম **نُوْرٌ** হচ্ছে যে **نُوْرٌ** দ্বারা কোন বস্তু দেখা যায়, অনুভব কার যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না উহাই সূক্ষ্ম **نُوْرٌ**।

(ক) সূক্ষ্ম **نُوْرٌ** নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণঃ যেমন---যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় চোখে দেখা অথবা দেহত্বক দ্বারা অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা বা স্পর্শ করা যায় না উহাই সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট বস্তু বা বিষয়।
যেমন-আলো, বাতাস,আরশ, কুরসী।
(খ) সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় উৎকৃষ্ট কাজসমূহের উদাহরণঃ শিক্ষাদান করা, জীবিকা অর্জন করা, চিকিৎসা করা, অন্যেও উপকার করা, অসহায়কে সহায়তা দান করা ইত্যাদি আরো অন্যান্য উত্তম কাজসমূহ।
(গ) সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় নিকৃষ্ট কাজসমূহের উদাহরণঃ চুরি করা,মারামারি করা,ঝগড়া করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজসমূহ।

৩. সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর হচ্ছে যে (نُوْر) দ্বারা তৈরীকৃত/সৃষ্ট কিছুই দেখা যায়না কিন্ত ভাবা যায়, অনেক সময় অনুভব করা যায় উহাই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর।
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট কতিপয় বস্তুরাজির উদাহরণঃযেমন-ফেরেস্তা, রূহ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, দয়া-মায়া, স্নেহ, আকর্ষণ,অনুরাগ, ইশক, মহব্বত-ভালবাসা,প্রেম-প্রীতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, ব্যথা-কষ্ট, ভাল-মন্দ, উত্তম-অধম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, ইত্যাদি উত্তম গুণসমূহ এবং হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-মিত্রতা, লোভ-ক্ষোভ, মোহ, রাগ, গোস্বা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ইত্যাদি নিকৃষ্ট দোষসমূহ এবংজানা-অজানা অন্যান্য নাম ও নামের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু, কাজ ও বিষয়-ব্যাপারসমূহের ধারণা যা মানুষের স্মৃতি পটে ভেসে উঠে সব কিছুই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, সমুদয় কিছু (نُوْرٌ) নূর থেকে সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেহেতু জগত সৃষ্টির মূল সেহেতু সৃষ্টি তত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টিগত দিক দিয়েও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের মত মানুষ নহেন। উপরে (نُوْرٌ)“ নূর” এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণিত উদাহরণসমূহের সকল প্রকার বস্তুরাজি, কাজসমূহ, বিষয় ও ব্যাপার সমূহ নূরে মুহাম্মাদী থেকেই সৃষ্ট। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি তত্ত্বি সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্যই আমি নূরুমমাখলুকুন ("نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ") নুরুমমাখলুক তথা “ সৃষ্ট নূর ” সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নিলাম।

এখন আমি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার “মহান সৃষ্টি” তত্ত্বের দুটি পর্যায় উদাহরণ দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ’লা।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার “মহান সৃষ্টি” তত্ত্বের প্রথম পর্যায়ঃ

আমি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গের “মহান আল্লাহ তাআ’লার পরিচয়” নামক অধ্যায়ে নূর (نُوْرٌ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমি মহান আল্লাহ তাআ’লার নূরুমমুজাররাদুন ("نُوْرٌمُجَرَّدٌ") তথা জাতী নূর ও নূরুমমাখলুকুন (" نُوْرٌ

مَخْلُوْقٌ") নুরুমমাখলুক তথা "সৃষ্ট নূর "তথা মাখলুক - اَلْمَخْلُوْقُ (মাখলুক) তথা বিশ্বসৃষ্টির মূল নূর তথা জাতী নূর এর পার্থক্য এবং নূর (نُوْرٌ)এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমি হাদিস শরীফ উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ عَبْدِ الَّرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرَ عَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللّهُ تَعَلَى ؟ فَقَالَ: هُوَ نُوْرُ نَبِيِّكَ يَاجَابِرُ خَلَقَهُ اَللّهُ ' ثُمَّ خَلَقَ فِيْهِ كُلَّ خَيْرٍ 'وَ خَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْئٍ'وَحِيْنَ خَلْقَةٍ أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِنْ مَقَامِ الْقُرْبِ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ'ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ فَخَلَقَ الْعَرْشَ/الْكُرْسِيَّ مِنْ قِسْمٍ: وَحَمِلَةَ الْعَرْشِ وَ خَزَنَةَ الْكُرْسِيْ مِنْ قِسْمٍ' وَأَقَامَ أَلْقِسْمَ أَلرَّابِعَ مِنْ مَقَامِ الْحُبِّ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ'ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ فَخَلَقَ الْقَلَمَ مِنْ قِسْمٍ' وَاللَّوْحَ مِنْ قِسْمٍ' وَالْجَنَّةَ مِنْ قِسْمٍ' ثُمَّ ◌َأَقَامَ أَلْقِسْمَ أَلرَّابِعَ مِنْ مَقَامِ الْخَوْفِ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ' ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ الْمَلائِكَةَ مِنْ جُزْءٍ وَ الشَّمْسَ مِنْ جُزْءٍ وَالقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مِنْ جُزْءٍ ' وَأَقَامَ أَلْجُزْءَ أَلرَّابِعَ فِى مَقَامِ الرَّجَاءِ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ'ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ جُزْءٍ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ وَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيْقَ مِنْ جُزْءٍ وَأَقَامَ أَلْجُزْءَ أَلرَّابِعَ فِى مَقَامِ الْحَيَاءَ إِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ' ثُمَّ نَظَرَ أَللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فَتَرَشَّحَ أَلنُّوْرَ عَرَقًا فَقَطَرَ مِنْهُ مِأَةُ أَلْفٍ وعِشْرُوْنَ ألف وَأَرْبَعَةُ آلاف قُطْرَةً مِنْ نُوْرٍ، فَخَلَقَ أَللّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ رُوْحَ نَبِيٍّ، أَوْ رُوْحَ رَسوْلٍ ثُمَّ تَنَفَّسَتْ أَرْوَاحُ الاَنْبِيَاءِ فَخَلَقَ الله مِنْ أَنْفَاسِهِمْ الأَوْلِيَاءَ وَالشُّهَدَاءَ وَالسُّعَدَاءَ وَالْمُطِيْعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ مِنْ نُوْرِي وَالْكُرُوْبِيُوْنَ مِنْ نُوْرِي والرُّحَانِيُّوْنَ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ نُوْرِي وَالجَنَّةَ وَمَا فِيْهَا مِنْ مَنَ النَّعِيْمِ مِنْ نُوْرِي، وَمَلائِكَةُ السَموَاتِ السَبْعِ مِنْ نُوْرِي، والشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالكَوَاكِبِ مِنْ نُوْرِي، والْعَقْلُ وَالتَّوْفِيْقُ مِنْ نُوْرِي، وَ أَرْوَاحُ الرَّسُلِ وَالاَنْبِيَاءِ مِنْ نُوْرِي ،وَالشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ وَالصَّا لِحُوْنَ مِنْ نِتَاجِ نُوْرِي ، ثُمَّ خَلَقَ أَللّهُ إِثْنَي عَشَرَ أَلْفَ حِجَابٍ فَأَقَامَ الله نُوْرِي وَهُوَ الجُزْءُ الرَّابِعُ فِى كُلِّ حِجَابٍ أَلْف سَنَةٍ ، وَ هِيَ مَقَامَاتُ العُبُوْدِيَّةِ وَالسَّكِيْنَةِ وَالصَّبْرِ ,الصِّدْقِ وَالْيَقِيْنِ، فَغَمَسَ اللهُ ذَلِكَ النُّوْرَ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلف سنة، فَلَمَّا أَخْرَجَ اللهُ النُّوْرَ الحُجُبِ رَكَّبَهُ الله فِي الاَرْضِ فَكَانَ يُضِيْءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، ثُمَّ خَلَقَ الله آدَمَ مِنَ الاَرْضِ فَرَكَّبَ فِيْهِ النُّوْرَ فِيْ جَبِيْنِهِ ، ثُمَّ إِنْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى شِيْثٍ، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَ طَيِّبٍ ، وَ مِنْ طَيِّبٍ أَلَى طَاهِرٍ، إِلَى أَنْ أَوْصَلَهُ اللّهَ صُلْبَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمِنْهُ إِلَى رِحْمِ أُمِّي آمِنَه بِنْتِ وَهْبٍ، ثُمّ أَخْرَجَنِي إِلَى الدُّنْيَا فَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ وَرَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ وَقَائِدَالْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَ هَكَذَا كَانَ بِدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يا جَابِرُ -(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ)

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আল্লাহ তাআলার প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: সেটা তোমার নবীর নূর (نُوْرٌ),এটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন হে জাবের, তারপর এতে সব কল্যাণ সৃষ্টি করলেন আর উহার (نُوْرٌ- নূর) পর সব কিছু সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার সময়ই তিনি (আল্লাহ তাআলা) উহাকে (نُوْرٌ- নূরকে) তাঁর নৈকট্যের সামনে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর সেই নূরকে চারভাগ করলেন। আরশ/কুরসীকে এক ভাগ থেকে আর এক ভাগ থেকে অরশ বহনকারী ও কুরসী কে সৃষ্টি করলেন। চতর্থ ভাগকে ভালবাসার মাকামে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর নূরের (نُوْرٌ)এই চতুর্থ ভাগকে চারভাগ করলেন। অতপর এক ভাগ থেকে কলম,দ্বিতীয় ভাগ থেকে লওহ ,তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত এবং নূরের (نُوْرٌ) চতুর্থ ভাগকে ভয়ের মাকামে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর এই চতুর্থ ভাগকে চারভাগ করলেন। অতপর এক ভাগ থেকে ফেরেস্তা ,দ্বিতীয় ভাগ থেকে সূর্য ,তৃতীয় ভাগ থেকে গ্রহ এবং নূরের (نُوْرٌ) এই চতুর্থ ভাগকে রযা তথা আশার মাকামে ১২ (বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। তারপর এই চতুর্থ ভাগকে চারভাগ করলেন। অতপর এক ভাগ থেকে আকল তথা বুদ্ধি ,দ্বিতীয় ভাগ থেকে ইলম ও হিকমাহ ,তৃতীয় ভাগ থেকে ইসমাত ও তাওফিক এবং নূরের (نُوْرٌ)এই চতুর্থ ভাগকে হায়া তথা লজ্জার মাকামে ১২(বার) হাজার বছর রেখে দিলেন। অতপর আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এই চতুর্থ ভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত

নূর (نُوْرٌ) ঘর্মাক্ত হল। ফলে এই নূর (نُوْرٌ) এর ঘাম থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ফোটা পতিত হল। প্রত্যেক ফোটা থেকে নবী ও রসুলদের রূহ সৃষ্টি করলেন। তারপর নবীদের রূহগুলো শ্বাস-প্রশাস ছাড়ল। তাঁদের শ্বাস-প্রশাস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আওলিয়া, শহীদগন, ভাগ্যবানদের ও অনুগতশীলদের সৃষ্টি করলেন। আরশ, কুরসী আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে, কুরুবিউদেরকে (নৈকট্যপ্রাপ্ত ও নেতৃত্বদানকারী ফেরেস্তাদেরকে) আমার নূর(نُوْرٌ)থেকে, রূহওয়ালা ও ফেরেস্তাদেরকে আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ আমার নূর (نُوْرٌ) থেকে, আকল ও তাওফিক আমার নূর (نُوْرٌ) থেকে, নবী-রসুলদের রূহ আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে, শহীদ, ভাগ্যবান ও নেককারদেরকে আমার নূর (نُوْرٌ)থেকে,তারপর আল্লাহ ১২(বার) হাজার পর্দা সৃষ্টি করলেন। অতপর আমার চতুর্থ ভাগের নূরকে (نُوْرٌ) প্রত্যেক পর্দাতে ০১ এক) হাজার বছর করে রেখে দিলেন। এটা হচ্ছে দাসত্বের, শান্তির, ধৈর্যের, সত্যবাদিতা ও ইয়াকীনের মাকাম। তারপর উক্ত নূরকে প্রত্যেক পর্দার ভিতরে এক হাজার বছর করে ডুবিয়ে রাখলেন। অতপর আল্লাহ পর্দাগুলো থেকে ঐ নূরকে (نُوْرٌ)বের করে পৃথিবীতে স্থাপন করলে উক্ত নূর (نُوْرٌ)থেকে অন্ধকার রাতে প্রদীপের মত জমিন হতে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যকার সকল কিছুকেই আলোকিত করছিল ।তারপর আল্লাহ মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করে উক্ত নূরকে (نُوْرٌ)তার কপালে স্থাপন করলেন। অতপর উক্ত নূর(نُوْرٌ) আদম থেকে শীষ এর নিকট স্থানানতরিত হল। অতপর উক্ত নূর (نُوْرٌ)পবিত্র থেকে উৎকৃষ্টের দিকে আর উৎকৃষ্ট থেকে পবিত্রের দিকে স্থানানতরিত হতে লাগল ।শেষ পৃন্ত আল্লাহ উক্ত নূরকে(نُوْرٌ)আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঔরস পর্যন্ত পৌঁছালেন। সেখান থেকে উক্ত নূর(نُوْرٌ)আমার মার (জননীর) রেহেমে স্থানানতরিত হল। তারপর আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে পাঠালেন। অতপর তিনি আমাকে রসুলদের সরদার/ নেতা,নবীদের শেষ ও বিশ্বের রহমত স্বরূপ এবং শুভ্র অভিজাতদের নেতা করলেন। এইরূপই তোমার নবীর সৃষ্টির সূচনা ছিল। সূত্রঃ (মুসান্নাফু আব্দুররাজ্জাক জন্ম-১২৬ হিজরী, ইনতিকাল-২১১ হিজরী) **بَابُ فِى تَخْلِيْقِ نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَا لَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** অধ্যায়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় ১৮ নং হাদিস শরীফ)

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اَللّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا عِيْسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُ بِه ، فَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، وَ لَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ لاَ النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَا ضْطَرَبَتْ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ فَسَكَنَ)(أَلْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ (তাআ'লা) ঈসা আলাইহিসসালামের নিকট ওহী পাঠালেন, তুমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রতি বিশ্বাস কর এবং তোমার উম্মতের যারা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) পাবে তাদেরকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রতি ইমান আনতে নির্দেশ দাও। কেননা মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)না হলে আমি আদমকে (আলাইহিসসালাম) সৃষ্টি করতাম না আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে বেহেস্ত-দোযখ সৃষ্টি করতাম না। আমি আরশ সৃষ্টি করলে পর আরশ নড়া-চড়া করতে লাগল। এর ফলে আমি আরশের উপর " **لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ**" লিখে দিলে আরশ শান্ত হয়ে গেল, [আল মুস্তাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৪২৮০]।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمَّا إِقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ :يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِى، فَقَالَ اللّهُ : يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ ؟ قَالَ : يَا رَبُّ لِاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِى بِيَدِ كَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُّوْحِكَ ، رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى إِسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ الله : صَدَّقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ،أُدْعُنِى بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ)(أَلْمُسْتَدْرَكُ الْحَكِمُ)

অর্থঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "যখন আদম (আলাইহিসসালাম) ভুল করল তখন বলল: হে আমার প্রভূ! আমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খাতিরে আমাকে ক্ষমা করে দিতে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ (তাআ'লা) বললেন, হে আদম (আলাইহিসসালাম)! তুমি কিভাবে মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চিনলে অথচ আমি [এখনো] তাকে সৃষ্টি করিনি। তিনি বললেন: হে আমার প্রভূ! কেননা নিশ্চয়ই আপনি যখন

আমাকে আপনার হাতে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁক দিলেন তখন আমি আমার মস্তক তোলে আরশের পা বা স্তম্বের উপর **" لا أِلَهَ ألاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ "** লেখা দেখলাম। এতে জানলাম- আপনি আপনার নিকট "অধিক প্রিয়সৃষ্টিকেই" আপনার নামের সাথে সংযোগ করেছেন। তখন আল্লাহ (তাআ'লা) বললেন, হে আদম (আলাইহিসসালাম)! তুমি সত্যিই বলেছ (জেনেছ)। নিশ্চয়ই সে আমাার নিকট "অধিক প্রিয়সৃষ্টি"। তার খাতিরে (উসিলায়) ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব, আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। আল মুস্তাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৪২৮১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ أَللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ ،فَقَالَ: أَسأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : وَمَا مُحَمَّدٌ ؟ وَمَنْ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ : تَبَارَكَ إِسْمُكَ ، لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ ، فَإِذَا فِيْهِ مَكْتُوْبٌ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ، فَعَلِمْتُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ إِسْمَهُ مَعَ إِسْمِكَ ،فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ ، إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَلَوْ لاَ هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ " (٦٥٠٢) المعجم للطبراني .

অর্থঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "যখন আদম(আলাইহিসসালাম) (ভুলবশত:) অপরাধ করে তাঁর মাথা আরশের দিকে তুলে বললেন:(হে আমার প্রভূ) আমি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খাতিরে আমাকে ক্ষমা করে দিতে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁর নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) করলেন: মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কি? মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)কে? তিনি বললেন : আপনার নাম মহান, আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করলেন তখন আমি আমার মস্তক আরশের দিকে তুলতেই উহাতে **" لا أِلَهَ ألاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ "** লেখা দেখলাম। এতে জানলাম- আপনি আপনার "অধিক প্রিয়সৃষ্টিকেই" আপনার নামের সাথে যার নাম সংযোগ করেছেন তাঁর চেয়ে মহা সম্মাণীত কেউ নেই ।তখন আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁর নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) করলেন:হে আদম (আলাইহিসসালাম)! নিশ্চয়ই তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে শেষ নবী আর তাঁর উম্মত তোমার সন্তানদের মধ্যে শেষ উম্মত। আর তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ أَبِي سُوَيْد الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَان بْنِ أَبِي الْعَا ص ،يَقُوْلُ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّيْ، قَالَتْ :" شَهِدْتُ آمِنَةَ لَمَّا وَلَدَتْ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الْمَخَاضة نَظَرْتُ إِلَى النُّجُوْمِ تَدَلاَّ، حَتَّى إِنِّي أَقُوْلُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، خَرَجَ مِنْهُ نُوْرٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِيْ نَحْنُ فِيْهِ و الدَّارُ ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلاَّ نُوْرٌ ". (20863) المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ ইবনে আবি সুওয়াইদ ছাকাফী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি উছমান বিন আবিল আ'স হতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমার মা আমাকে এ সংবাদ দিয়ে বলেন: যখন আমেনা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে প্রসব করলেন (জন্ম দান করলেন) তখন আমি তাঁকে (আমেনাকে) দেখেছি। যখন তাঁর প্রসব বেদনা হল আমি তারকাসমূহকে ঝুলে যেতে দেখলাম এমনকি আমার মনে হল ওগুলো আমার উপর পড়ে যাবে। অতপর: যখন তিনি (আমেনা) প্রসব করলেন (জন্ম দান করলেন) তখন উহা থেকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে)এমন নূর বের হল যার জন্য আমরা যে ঘরটিতে ছিলাম তা আলোকিত হয়ে গেল। ফলে যে বস্তুর দিকে তাকাই না কেন উহাই নূর। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানীশরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২০৮৬৩।

উপরোক্ত বর্ণিত চারখানা হাদিস শরীফের আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ সাহাবা কেরাম (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম) আজমাঈন কর্তৃক সনদসূত্রে বর্ণিত । বর্ণিত সনদFormula(ফর্মূলা)-সূত্রসমূহে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ওমর বিন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম এবং অনেক তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলোতে তাঁরা বিশ্বাস ও আকীদা রেখেছেন বিধায় উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ মুসলমানদের নিকট প্রচারের উদ্দেশ্য বলে গেছেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যারা তাঁদের

বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো বিশ্বাস করেন এবং সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমগণের অনূরূপ আকীদা রাখেন তা হলে তারা হলেন "সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম" তথা " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

আর যারা সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম আজমাঈন কর্তৃক বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো বিশ্বাস করেন না এবং তাঁদের অনূরূপ আকীদা রাখেন না তারা হলেন "মুনাকিদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম বা শংকর জাতীয় মুসলিম"তথা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ لثَّلَاثَة** " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধী "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম ও নিকৃষ্ট উলামাকেরাম এবং তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "**الْجَمَاعَةُ**"(আল- জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির পরিবর্তে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমন কি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলবদ্ধ সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম আজমাঈনগনের বিশ্বাস হচ্ছে "আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামাকে সৃষ্টি করা না হলে - **اَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা বিশ্বজগতই সৃষ্টি করা হতো না, তিনি হচ্ছেন- **اَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা বিশজগত সৃষ্টির "প্রথম সৃষ্টি"। আরো জানলাম যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রিয় মাখলুক - **اَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা বিশ্বসৃষ্টির মূল আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে নূরুমমাখলুকুন("**نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ**")তথা "সৃষ্ট নূর "থেকেই সৃষ্টি করেছেন। এই নূরুমমাখলুকুন ("**نُوْرٌ مَّخْلُوْقٌ**") তথা "সৃষ্ট নূর" হচ্ছে মাখলুক - **اَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা বিশ্বসৃষ্টির "মূল নূর"। এই মূল নূরকেই মাখলুক-- **اَلْمَخْلُوْقُ** (মাখলুক) তথা বিশ্বসৃষ্টির "জাতী নূর"বলে। উপরোক্ত বর্ণিত হাদিস শরীফ ত্রয়ের আলোকে আরো প্রমাণিত হল যে, সমস্ত কিছুই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার নূর (**نُوْرٌ**)থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত কিছু বলতে বুঝায়, আলমে আমর, আলমে জাবারুত, আলমে মালাকুত এবং আলমে মুলক তথা এই বর্তমান বিশ্বজগত ও উক্ত আলমসমূহের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য আলমসমূহ যেমন- আলমে আরওয়াহ, আলমে আমছাল, আলমে বরযখ, আলমে হায়াওয়ানাত, আলমে নাবাতাত ইত্যাদি এবং আলমসমূহের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, স্থুল ও সূক্ষ্ম কাজ ও বিষয়সমূহ।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "মহান সৃষ্টি" তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ"

সৃষ্টি তত্তের প্রথম পর্যায়ের বর্ণনাতে এই বিষয়টি অবগত হলাম যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "নূর তথা নূরে মুহাম্মাদী" জগত সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহদানিয়্যাতের সাগরে তাঁর গুণকির্তনে মগ্ন ছিলেন। জগত সৃষ্টি হবার পর মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে আরশে আযীমে রেখে দিলেন। এখানেও তিনি মহান আল্লাহ তাআ'লার তারীফ প্রশংসায় সর্বক্ষন কাটান। মানব জাতির অন্যাণ্য রুহসমূহকে আলমে আরওয়াহে রাখা হয়

।মহান আল্লাহ তাআ'লার ইলমুল আযালিয়্যুতে তথা চিরন্তন জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ সিদ্ধান্ত ছিল যে, মহা আল্লাহ তাআ'লা স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট মাটির পৃথিবীতে মানব জাতির মধ্য হতে তাঁর এক প্রতিনিধি তথা খলিফা প্রেরণ করবেন। তিনি তাঁর এ মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দান করার মানসে মানব জাতির রূহসমূহকে আলমে আরওয়াহা তথা আত্মার জগত হতে এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আলমে আমর তথা সূক্ষ্ম জগত তথা আরশে আযীম থেকে আলমে শুলক তথা স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট পৃথিবীর জমিনে প্রেরণের জন্য এক অভিনব কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

উহা হচ্ছে এ যে, যেহেতু রূহসমূহ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূর থেকে সৃষ্ট এবং মানুষের দেহাভ্যন্তরে বিদ্যমান সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সুপ্রবৃত্তিসমূহ ও সুরিপুসমূহ যেমন - দয়া-মায়া, কামন-বাসনা, প্রেম-প্রীতি, আকর্ষণ- অনুরাগ, স্নেহ, ইশক, মহব্বত-ভালবাসা ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো এবং সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কুপ্রবৃত্তিসমূহ ও কুরিপুসমূহ যেমন- হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-মিত্রতা, লোভ-ক্ষোভ,মোহ, রাগ, গোস্বা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ইত্যাদি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূর থেকে সৃষ্ট সেহেতু স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট মাটির পৃথিবীতে এ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূর কোনক্রমেই অবস্থান করতে পারবে না । তাই মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর মহান উদ্দেশ্য "স্থূল স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট পৃথিবীর জমিনে খলিফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ" বাস্তবে কাযকর করার জন্য এক বিশেষ কুদরকতী কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দৃশ্যমান সৃষ্ট জাতিনূর থেকে উৎসরিত স্থূল নূরের তৈরী মাটি থেকে হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র দেহ কাঠামো সৃষ্টি করলেন ।এ স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট কাঠামো হল সূক্ষ্ম নূর থেকে সৃষ্ট অন্যাণ্য সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিসমূহ ও রিপুসমূহের আবাস স্থল বা অবস্থান স্থল ।যেহেতু বিশ্বসৃষিটর মূল নূরের ধারক ও বাহক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেও মহান আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র দেহ কাঠামোর মধ্য দিয়েই স্থূল নূরের সৃষ্ট এ প্রিথিবীতে আনবেন বা প্রেরণ করবেন সেহেতু স্বতন্ত্র কৌশল হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা জিব্রাঈল আলাইহি সসালামকে যেখানে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জ্যোর্মিয় পবিত্র রওজা শরীফ অবস্থিত আছে সেখান থেকে কিছু পবিত্র মাটি এনে বেহেস্তের " তাসনীম" নামক ঝর্ণার পানি দিয়ে ধৌত করে মিশক-আন্বরের সাথে মিশায়ে সুবাসিত করে হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র ললাট দেশে মর্দন করে দিতে বললেন। হযরত আদম আলাইহি সসালাম এর পবিত্র মোবারক দেহ কাঠামো খানা হল সূক্ষ্ম নূর থেকে সৃষ্ট সমস্ত রূহসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূরের জন্য **"কভার"** স্বরূপ। এটা এ জন্য যে, অন্যথায় সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূর থেকে সৃষ্ট মানব জাতির সকল সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম রূহসমূহ বিশেষকরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শক্তিশালী সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূর মোবারক স্থূল স্থূল নূর থেকে সৃষ্ট পৃথিবীর জমিনে নিম্নগামী হয়ে অবস্থান করতে পারবে না বিধায় সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূর থেকে তৈরী দেহ কাঠাসমাকে স্থূল নূরের তৈরী মাটির কভার পরায়ে এ আলমে মুলক তথা এ বিশ্বভূবনে আনা হয়েছে।

এ জন্যই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাহ্যিক দেহমোবারক চামড়া দ্বারা ঢাকা সত্ত্বেও তাঁকে হাকিকতে নূরের মানুষ বলা হয়ে থাকে । যেমন- গ্যাস জাতীয় পদার্থকে তরল পদার্থের সংমিশ্রণে কোন পাত্রে রাখা হয়। তরল পদার্থ ছাড়া উহার অবস্থান অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে ।অবস্থান স্থলের দিক দিয়ে গ্যাসকে তরল মনে হলেও উহা বাতাস জাতীয় পদার্থ ।ঠিক তেমনিভাবে সকল রূহসমূহ বিশেষ করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শক্তিশালী সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নূরের অবস্থাও তাই। অর্থাৎ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দেহ মোবারক দেখতে বাহ্যিকভাবে চামড়া জাতীয় হলেও আভ্যন্তরীণভাবে নূরে পরিপূর্ণ।

তা ছাড়া, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারদেহমোবারকের বিভিণণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের উপাদপনসমূহ সাধারণ মানুষের দেহ গঠনের উপাদানের চাইতে ভিন্নতর ।যেমন আকায়েদে নাসাফীর সংকলক হযরত ওমর নাসাফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ প্রসঙ্গে বলেন: আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মাথা মোবারক জান্নাতের **"মিশক"** হতে, চুল মোবারক জান্নাতের তরুলতা হতে, হাড় মোবারক জান্নাতের **"কাফুর"** হতে, চেহারা মোবারক "রিদা তথা সন্তুষ্টি" নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে, চক্ষু মোবারক **"হায়া বা লজ্জা"** নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে,জিহ্বা মোবারক **"জিকর তথা স্বরণ"** নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে, ঠোঁট মোবারক "**শাফাকাত** তথা **স্নেহ**" নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে, বক্ষ মোবারক **"ইখলাষ তথা খাটিত্ব"** নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে,হাত মোবারক **"কুয়্যাৎ** তথা **শক্তি"** নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে, পা মোবারক **"রিদা** তথা **সন্তুষ্টি"** নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে এবং কলব্ বা অন্তর মোবারক **"রহমত** তথা **দয়া-করুণা"** নামক সূক্ষ্ম বিষয় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে (নুজহাতুল মাজালিস)।

উপরোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার আলোকে বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দেহ

মোবারকের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের উপাদপনসমূহ সাধারণ মানুষের দেহ গঠনের উপাদানের চাইতে স্বতন্ত্র। অতএব, সৃষ্টি তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে ইহা প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টিগত দিক দিয়েও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নহেন।

সিদ্ধান্তঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাসহ কোন নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকেই বিশেষণ শব্দযোগ বিহীন শুধু আমাদের মত মানুষ বলা বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচার আচরন যদিও তাঁরা জাতিগত দিক দিয়ে আমাদের মত মানুষ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই সমধিক জ্ঞাত ।

>>সুক্ষ বিষয়<<

(1) **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ - ألاية (١٥)** (2) **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ - سُوْرَةُ الْكَهْفِ - ألاية ١١٠)+ سُوْرَةُ فُصِّلَتْ (حم)- ألاية (٦)**

উপরে আমি পবিত্র কুরআনের দুখানা আয়াত উপস্থাপন করলাম । এই দুখানা আয়াতের অর্থ সম্পর্কে সকল উলামাকেরামগণ ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারলেও কিন্তু এই দুখানা আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র কি এবং এই দুখানা আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্যই বা কি তা নিয়ে মুসলিম উলামাকেরামগণের মধ্যে বেশ মতানৈক্য ও মতবিরোধ রয়েছে । অনেক উলামাকেরামগণই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারায় মহা বিভ্রান্তে ও দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে রয়েছেন । তাই, এই দুখানা আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র কি এবং এই দুখান আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্যই বা কি তা নিম্নে এখন সংক্ষিপ্তভাবে**(পরবর্তীতে প্রকশিতব্য كَشْفُ الْمُبْهَمِ (কাশফুল মুবহাম) গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বিস্তারিতভাবে)** আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । আমি সর্বপ্রথম এই দুখানা আয়াতের ইঙ্গিতমূলক সংক্ষিপ্ত শানে নুযুল বা অবতরনের উপলক্ষ্য বর্ণনা করব,তারপর এই দুখানা আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে এই দুখানা আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

এখন উপরে বর্ণিত প্রথম আয়াত>> (1) **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ - ألاية (١٥)** << এর শানে নুযুল বা অবতরনের উপলক্ষ্য বর্ণনা করব । এই আয়াতখানা হচ্ছে সুরা আল-মায়িদার ১৫ নম্বর আয়াত ।প্রথম আয়াত>> (1) **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ - ألاية (١٥)** << এর **শানে নুযুল বা অবতরনের উপলক্ষ্যঃ**

ইয়াহুদি ও নাসারাগন তাদের তাওরাতের অনেক বিষয়ই গোপন করে ফেলত । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এ ধরায় রাসুল হিসেবে এসে তাদের গোপনীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিলেন। তাদের গোপনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে **أَيَةُ الرَّجْمُ**(আয়াতুর রজম)তথা পাথর নিক্ষেপে ব্যভিচারী/ ব্যভিচারিণীকে হত্যা করা । যেমন খোদায়ী নির্দেশ গোপন করার বিষয়ে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:----------------------- **يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنْ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ - ألاية (15)** -----অর্থ:-হে আহলু কিতাব, তোমাদের কাছে আমার রাসুল আগমন করেছেন । কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তারমধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন ,(সুরা আল-মায়িদা,আয়াত নং-১৫)। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মাধ্যমে তাদের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হওয়ায় পরক্ষণেই উপরোক্ত আয়াতের অভ্যন্তরেরই একটি খন্ড আয়াত>> **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ - ألاية (15)** অর্থ:-"তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি বা নুর এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ এসেছে" ।<< অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত আয়াতে তাওরাত ও ইনিজল কিতাবের অনুসারীদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন,হে তাওরাত ও ইনিজল কিতাবের অনুসারীরা তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি বা নুর এসেছে । এতে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উজ্জ্বল জ্যোতি বা নুর আখ্যা দিয়ে তাঁর উচ্চ মর্যাদাই ফুটিয়ে তুলেছেন ।

এখন উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় আয়াত>> (2) **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ - سُوْرَةُ الْكَهْفِ**

(৬) ألاية - (حم) سُوْرَةُ فُصِّلَتْ +(১১০) ألاية - >> এর শানে নুযুল বা অবতরনের উপলক্ষ্য বর্ণনা করব । এই আয়াতখানা পবিত্র কুরআনের দুটি সুরাতেই রয়েছে । একটি হচ্ছে সুরা আল-কাহফ এর ১১০ নম্বর আয়াত আর একটি হচ্ছে সুরা ফুসসিলাত(হামিম)এর ৬ নম্বর আয়াত।

দ্বিতীয় আয়াত>> **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ - سُوْرَةُ الْكَهْفِ - ألاية (110)+** (2) **سُوْرَةُ فُصِّلَتْ (حم)- ألاية (6)** **অর্থঃ-** হে,নবী বলুন, **"আমি তোমাদের মত মানুষ"** আমার নিকট এই **"ওহী(وَحْيٌ)"** তথা প্রত্যাদেশ হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য একমাত্র একজন উপাস্য"। << এর **শানে নুযুল বা অবতরনের উপলক্ষ্যঃ**

১. আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কুরাইশ কাফেরদেরকে অনবরতই ইসলাম ধর্ম গ্রহনের জন্য দাওয়াত বা আহবান করতে থাকেন । আর কাফিররা তাদের ঘৃণ্য হঠকারিতা বশতঃ হীন ঐদ্ধত্য স্বভাবের দরুন এবং দেমাগ ও অহংকারের কারণে জিদ এর বশবর্তী হয়ে স্বর্গীয় দাওয়াত বা আহবান প্রতিনিয়তই প্রত্যাখান করতে থাকে ।এর ফলশ্রুতিতে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উন্নত হৃদয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উদয় হতে না পারে তদপ্রেক্ষিতেই তাঁর সুমহান চরিত্রের উন্নত আদর্শের প্রতীকস্বরূপ নম্রতা প্রদর্শনের দিক নির্দেশনার জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয় ।

২. আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামা সর্ব দিক দিয়ে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ।তাই, তাঁর চালচলন ও কথা-বার্তার ধরন এমনই উচ্চস্তরের ছিল যে,আরব কাফিররা সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারত না। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **"ওহী(وَحْيٌ)"** তথা প্রত্যাদেশ মারফত এমন সব কথা-বার্তা বলতেন যা তাদের জানা ছিল না এমনকি বাহ্যিকভাবে পড়ালেখা না করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এমন উচ্চস্তরের কথা বলতে পারবেন তা তারা কল্পনাও করতে পারত না ।আবার অনেক সময় এমনও হত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে তাদের অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করে দিতেন । এতে তারা মনে করত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তো সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন বা **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়ব)তথা **অদৃশ্য বিষয়** সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান রয়েছে । এ সমস্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে তারা মানবীয় শক্তির বহির্ভূত বিষয়ে প্রশ্ন করে অজানা বিষয় জানার জন্য অথবা পরীক্ষা করার জন্য এলোপাথাড়ি প্রশ্ন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিব্রত করত বা ব্যস্ত রাখত । মহান আল্লাহ তাআ'লা কিন্তু তাঁর প্রিয় মাহবুব সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এ রকম বিব্রতকর প্রশ্ন করে সামান্যতম কষ্ট দেওয়া পছন্দ করেন নি । এমনি একদিন ইয়াহুদিগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এমন কতগুলো প্রশ্ন করে বিরক্ত করলে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের নির্বোধমূলক আচরণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এত উন্নত চরিত্র ও উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এমতাবস্থায় নম্রতা প্রদের্শনের জন্য অথবা মানবীয় শক্তির বহির্ভূত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াতে বর্ণিত শব্দমালাতে আরবি ব্যকরনের রীতি অনসারে " **حَصْرٌ** "(হাসরুন) তথা " **সীমাবদ্ধতার** " শব্দ **"إِنَّمَا "** শব্দটি ব্যবহার করে আয়াত অবতরণ করে বলে দিলেন, হে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলুন, **"আমিতো তোমাদের মত মানুষ"**। আমি কোন অবস্থাতেই আল্লাহ নহি,স্রষ্টাও নহি এবং উপাস্যও নহি ।মহান আল্লাহ হচ্ছেন আমার একমাত্র স্রষ্টা ও উপাস্য । আমি তাঁর মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু । সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার রয়েছে ।এই জ্ঞান মানুষের নাই । আমিও তো মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ ।কাজেই, মানুষ হিসেবে আমিও মহান আল্লাহ তাআ'লার সকল জ্ঞানের অধিকারী নই । জাতিগত ভাবে আমি তোমাদের মত মানুষ হওয়ার কারণে তোমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে প্রাপ্ত **"ওহী(وَحْيٌ)"** তথা প্রত্যাদেশ ব্যতীত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের থেকে আমি কিছু বলতে পারি না। আমার সমস্ত জ্ঞান **"ওহী(وَحْيٌ)"** তথা প্রত্যাদেশ মারফত প্রাপ্ত । **"ওহী(وَحْيٌ)"** তথা প্রত্যাদেশের কারণে আমি তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র ।

উপরোক্ত দুটি আয়াতের দৃষ্টিকোন থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, উভয় আয়াতের কোনটিই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সৃষ্টিগত দিক বুঝাবার জন্য অবতীর্ণ হয়নি ।

উপরোক্ত দুখানা আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে উপরোক্ত দুখানা আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে । আমি নিম্নে উপরোক্ত দুখানা আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ উপস্থাপন করলাম ।

প্রয়োগক্ষেত্রসমূহঃ ১. জাতিগত প্রয়োগক্ষেত্র ২. শ্রেণীগত প্রয়োগক্ষেত্র ৩. আকার-অবয়ব প্রয়োগক্ষেত্র ৪. ভাষাগত প্রয়োগক্ষেত্র ৫. শক্তিগত প্রয়োগক্ষেত্র ৬. গুণগত প্রয়োগক্ষেত্র ৭. ঈমান বা বিশ্বাসগত প্রয়োগক্ষেত্র ৮. কুফর বা অবিশ্বাসগত প্রয়োগক্ষেত্র ৯. অবস্থানগত প্রয়োগক্ষেত্র ১০. সৃষ্টিগত প্রয়োগক্ষেত্র । **(ক)** উভয় আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত>> **قَدْ جَاءَكُمْ** (1) **مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ - ألاية (15)**<< এর প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে ষষ্ঠ নম্বর **প্রয়োগক্ষেত্র গুনগত দিক** বর্ণনা করার জন্যেই অত্র আয়াতের অবতরনের উদ্দেশ্য ।

(খ) উপরে বর্ণিত প্রয়োগক্ষেত্রগুলোর কোনটির সাথে দ্বিতীয় আয়াতে>> " **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**" <<বর্ণিত **"আমি তোমাদের মত মানুষ"** বাক্যটিতে **"তোমাদের মত"** বাক্যাংশটুকুর প্রয়োগ হতে পারে তা বিচার-বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন । যেহেতু আয়াতখানার অবতরন স্থল হচ্ছে কাফিররা সেহেতু এই আয়াতখানার প্রয়োগক্ষেত্র হবে উপরে বর্ণিত প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র **"জাতিগত দিক"**। তখন এই আয়াতের অর্থ হবে আমি **"জাতিগত দিক"** দিয়ে তোমাদের মত মানুষ হওয়া সত্বেও **"ওহী(وَحْيٌ)"** তথা প্রত্যাদেশ অবতরনের বিশেষ মর্যাদায় ভুষিত হওয়ার কারণে আমি তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র মানুষ ।অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, আয়াতে বর্ণিত **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**" " **অর্থঃ- "আমি তোমাদের মত মানুষ"** বাক্যটির **"জাতিগত"** মর্মই উদ্দেশ্য ।অন্য কোন মর্ম উদ্দেশ্য নহে । তাছাড়া, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, **" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ "** আয়াত খানা মুসলমানদের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাপিও উক্ত আয়াতখানাতে উল্লেখিত **" مِّثْلُكُمْ "** দ্বারা **"জাতিগত"** মর্মই উদ্দেশ্য । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

সমাপ্ত

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>> (৪নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)
" سُنَّةٌ حَسَنَةٌ "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" এর বর্ণনাঃ

সূচনাঃ " سُنَّةٌ حَسَنَةٌ "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হচ্ছে মতবিরোধপূর্ণ বাস্তবজটিল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ৪নং বিষয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি নির্দেশ। তাই," **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে ব্যখ্যামূলক বিস্তারিত আলোচনা করা না হলে মুসলিম মানুষ " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " **(**সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এবং " **شَرِيْعَةٌ** " **(**শরীয়ত) তথা আইনকে একই স্তরের মনে করে আমলের দিক দিয়ে উভয়টিকে সমমর্যাদা দিয়ে বাস্তবে কার্যকর করে ফেলবে এবং "**سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এবং" **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে উভয়টিকে উহাদের স্বস্ব অবস্থায় রেখে মর্যাদা দিতে ও মূল্যায়ন করতে ভুল করে ফেলবে। কারণ, " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **আইন"** মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত আর " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** মুসলিম মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রচিত।

যেমন " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **আইন"** যে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত তা পবিত্র কুরআনেই আছে--
পবিত্র কুরআনের আয়াতখানা হচ্ছে এই---

" شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ." ـ سُوْرَةُ الشُّوْرَى ـ الْأَيَةُ (١٣)

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন(শরীয়ত করেছেন) যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, **"তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না"**, সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং- ১৩।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লহ তাআ'লা আমাদেরকে সঠিক পথে চলার জন্য একটি শরীয়ত দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। এই শয়ীয়ত বাস্তবয়ন করতে গিয়ে মুসলিম মানুষ যাতে দলে -উপদলে বিভক্ত না হয় সে ব্যপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন। এটা এই জন্য যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা জানেন যে, "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম ও কতিপয় নিকৃষ্ট উলামাকেরাম **الْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন শব্দাবলী বা বাক্যবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করে যা যার মত করে **দ্বীন বা ধর্ম** প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে। সে জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা **দ্বীন বা ধর্ম** প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে **দলে-উপদলে** বিভক্ত হতে নিষেধ করে দিছেন। কারণ, শরীয়ত হচ্ছে একক। এটাকে বাস্তবয়ন করতে গিয়ে **দলে-উপদলে** বিভক্ত হওয়া হারাম। শরীয়ত তৈরী করার বা প্রবর্তন করার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার।
যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:---

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لله ـ سُوْرَةُ يُوْسُفَ (٦٨)

অর্থঃ-আদেশতো একমাত্র আল্লাহর, সুরা ইউসুফ-৬৮ নং আয়াত।

উপরে সুরা শুরা -১৩ নং আয়াত ও সুরা ইউসুফ-৬৮ নং আয়াতে এ কথাই প্রমান করে যে, আদেশ দানের **চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী** একমাত্র আল্লহই। এতে বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন একমাত্র শরীয়তদাতা। তা হলে শরীয়ত বিদ্যমান থাকতে এখানে **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়ম"** কোথা থেকে আসল এবং **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "**উত্তম নিয়ম"ই** বা দরকার হল কেন **?** তা হলে" **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা

"আইন" কি মুসলিম মানুষের জন্য যথেষ্ঠ নয়? এর উত্তর এ যে, মানুষের জীবন খুবই দীর্ঘ ও তার পথ বহুদুর। এ দীর্ঘ জীবন ও বহু দুর পথে অগ্রসর হতে মানুষকে যথেষ্ঠ নানাবিধ সমস্যার মুকাবিল করতে হবে এবং নতুন নতুন বিষয়, কাজের সম্মুখীন হতে হবে। এ সমস্ত নতুন নতুন বিষয়, কাজ ও সমস্যার সমাধানের জন্য যদি প্রত্যেকটির জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা নতুন নতুন " **شَرِيْعَةٌ** "(শরীয়ত) তথা আইনতৈরী করে দেন তা হলে আইনের সংখ্যা ব্যপক হয়ে যাবে যা বাস্তবায়ন করা বা পালন করা মানুষের জন্য দু;সাধ্য ও কঠিন হয়ে যাবে। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লা মানুষের প্রতি দয়াপ্রবশ হয়ে তাদের জন্য সহজে পালন ও বাস্তবয়নযোগ্য সীমিত আইন তৈরী করে দেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن الضحاك بن مزاحم أَنَّهُ اِجْتَمَعَ هُوَ وَالْحسنُ بْنُ أَبِي الحسَنِ وَ مكحول الشامي و عمر و بن دينار المكي و طاوس اليماني فَاجْتَمَعُوا في مسجد الخيف، فارتفعت أَصْوَاتهُمْ و كثر لغطُهُمْ فِيْ الْقَدْرِ، فقال طاوس وَ كَانَ فِيْهِمْ رِضًا : أنصتوا أخبركم ما سمعت مِنْ أبي الدرداء،قَالَ :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تَتَكَلَّفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها" نَقُوْلُ مَا قَالَ رَبُّنَا وَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه و سلم : الأمور بيد الله ، من عند الله مَصْدَرُهَا، و إليه مرجعها ليس إِلَى العباد فيها تفويض ولا مشيئة. فَقَامُوا وَهُمْ رَاضُونَ بِقَوْلِ طَاوُوْس))"(٤٨١٤) في سنن الدارقطني

অর্থঃ-হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি এবং হাসান বিন আবি হাসান, মকহুল শামী, আমর বিন দিনার মক্কী ও তাউস ইয়ামানী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলেন, অত:পর তাঁদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গিয়েছিল। কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মাঝে সন্তুষ্টি বিদ্যমান অবস্থায় তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিয়া গিয়া নহেন কতিপয় বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করতে দায়িত্ব নিওনা (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ সববিষয়গুলোকে **(চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে)** গ্রহণ কর(আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। আমরা বলছি আমাদের রব বা প্রভূ এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যা বলেছেন আমরা তা বলছি। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। সুনানুদ দারকুতনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮১৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن الضحاك بن مزاحم، قال:اجمعت أنا و طاوس اليماني و عمر و بن دينار المكي و مكحول الشامي والحسن البصري في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" (٨٩٣٨)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- হযরত দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি, তাউস ইয়ামানী, আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম। আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিষচয়ই আল্লাহ

(তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিয়া গিয়া নহেন কতিপয় বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর)। (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " (١٨٠٣٥) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত আবি ছা'লাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না, কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন তোমরা সেগুলোর অবমাননা করোনা, কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সে গুলোর অতিক্রম করো না এবং ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনূগ্রহ বশতঃ তিনি (অল্লাহ তাআ'লা) অনেক বিষয়ই উপেক্ষা করেছেন (ফরজ বা হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন)। তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার বিষয়সমূহকে কেন স্পষ্ট করে ফরজ বা হারাম বলেন নি) এরূপ ঘাটা-ঘাটি বা তর্ক বিতর্ক করো না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৩৫।

উপরোক্ত হাদিসসমুহের আলোকে মুসলিম মানুষের দীর্ঘ জীবন ও বহু দুর পথে অগ্রসর হতে মানুষকে যেই নানাবিধ সমস্যার মুকাবিল করতে হবে এবং নতুন নতুন বিষয়, কাজের সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে এ সমস্ত নতুন নতুন বিষয়, কাজ ও সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন----------------------

"عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :قَالَ : مَنْ سَنَّ فِى الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ"ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ، (١٩٤٦٣)

অর্থঃ-" হযরত মুনযির বিন জারীর(রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "যে কেহ ইসলামে **'কোন উত্তম নিয়ম'** প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে (উক্ত কর্ম করার) পুরস্কার এবং যারা তার পরে উহার অনুসরণ করবে তাদের পুরস্কার হ্রাস না করে তাদের পুরস্কারও তার জন্য রয়েছে"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৪৬৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের আলোকে দুটি কথা প্রমাণিত হল ---

(১) সব বিষয়ে " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **"আইন"** তালাশ করতে হবে না বা " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা আইনের আশ্রয় নিতে হবেনা। বরং যে যে বিষয়ের জন্য " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **"আইন"** প্রবর্তন করা হয়েছে সেখানেই তা প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে আইনের দরকার নেই সেখানে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রয়োগ করতে হবে। এটাই " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **"আইন"**। এমতাবস্থায় " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** ত্যাগ করে " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **"আইন"** তালাশ করা মহা অপরাধ। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার উৎসাহব্যঞ্জক " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করতে হবে, " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করাতে কোন দোষ নেই এবং নিন্দনীয়ও নহে বরং এই **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করার কারণে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলনকারীর জন্য উপরোক্ত হাদিস শরীফে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানতে পালাম যে, আইন রচনা করার **চূড়ান্ত ক্ষমতা** একমাত্র আল্লাহর। আর **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** তৈরীর ক্ষমতা মুসলিম মানুষের। " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** কে **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা** বলে।

شَرِيْعَةٌ (শরীয়ত) তথা আইন এবং سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" এর মধ্যে পার্থক্যঃ

অত্র গ্রন্থের " شَرِيْعَةٌ "(শরীয়ত) তথা **"আইন"** অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, " **شَرِيْعَةٌ** " (শরীয়ত) তথা আইনের বিষয়বস্তুগলো দুইভাগে বিভক্ত।

(১) চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারভুক্ত।

(২) ইখতিয়ার তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারভুক্ত।

প্রথমটি মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আওতাধীন। আর দ্বিতীয়টি মুসলিম মানুষের বিবেকবুদ্ধির আওতাধীন।

" شَرِيْعَةٌ" শরীয়ত) তথা "আইনঃ এই মহাবিশ্বটি মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টি। তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যে মানষ জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি যাতে এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলা-ফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাতে নিরাপদে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত সুন্দর উত্তম জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই জীবন ব্যবস্থার পরিচিত নাম হচ্ছে **"ইসলাম"**। যে ইসলাম গ্রহণ করে সে মুসলিম বলে পরিচিত। এই মুসলিম জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য, এই মুসলিম জাতিকে সুশৃঙ্খলারসাথে নিয়ন্ত্রন করার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কতগুলো বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেছেন। এই বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে ইসলাম ধর্মে " **شَرِيْعَةٌ**"(শরীয়ত) তথা **"আইন"**। প্রতিটি মুসলিম মানুষের জন্য এই " **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা **"আইন"** মানা ফরজ। এই "**شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত)তথা **"আইন"** অস্বীকার করা কুফুরী।

"سُنَّةٌ حَسَنَةٌ" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" এর সংজ্ঞাঃ

যে কোন ইবাদত পালনে অনূপ্রেরনা দানকারী ও যে কোন ধর্মীয় কাজ সম্পাদনে সহায়তা দানকারী এবং মুসলিম মানুষের অন্তরে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক ও অনূরাগ সুষ্টিকারী, ধর্মের দিকে উদ্বুদ্ধকারী মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, (**"শরীয়ত সমর্থিত (১৬২) আইন বহির্ভূত (১৬৩) ঐচ্ছিক বিষয়"** তথা পবিত্র কুরআন

---

(১৬২) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই **"শরীয়ত সমর্থিত বিষয় "** বলে । যেমন হাদিস শরীফে আছে--

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، فَمَا أَحَلَّ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءً لَمْ يُحَرِّمْهَا وَلَمْ يُحَلِّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (101) + مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٨)

অর্থঃ-হযরত উবাইদ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেনঃ আল্লাহ হালাল ও হারাম করেছেন। অতএব যা হালাল করেছেন তা হালাল কর, আর যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ কর। তা থেকে কিছু ছেড়ে দিয়েছেন হালালও বলেন নি, হারামও বলেন নি, তা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা বা উদারতা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৮।

উরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, যা ছেড়ে দিয়েছেন হারাম-হালাল বলেন নি তাই **শরীয়ত সমর্থিত বিষয়।**

(১৬৩) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে **"আইন বহির্ভূত "** বিষয়ও বলে। যেন হাদিস শরীফে আছে--

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ: أَحَلَّ اللهَ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٧)

অর্থঃ-হযরতঅমর বিন দিনার (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি **হযরত উবাইদ বিন আমর কে**(রাদিআল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ তাঁর হালালকে হালাল করেছেন ও হারামকে হারাম করেছেন। অতএব যা তিনি হালাল করেছেন তাই হালাল, আর যা তিনি হারাম করেছেন তাই হারাম। এবং যা থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন তা হচ্ছে ক্ষমা বা উদারতা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৭।

উরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, যে সব বিষয়ে হারাম-হালাল বলেন নি বরং চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন তাই **আইন বহির্ভূত বিষয়।**

অতএব, যা শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং আইন বহির্ভুত বিষয় তাই **"ঐচ্ছিক বিষয়"**

ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে (১৬৪) অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিকে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** বলে।

সংক্ষেপে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়ম"** এর সংজ্ঞা হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে যে সমস্ত আমল বাস্তবায়ন করতে, সম্পাদন করতে বলা হয়েছে, উৎসাহ পদান করা হয়েছে কিন্তু ঐগুলোর বাস্তবায়ন, সম্পাদন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি সেগুলোর বাস্তবায়ন ও সম্পাদনের জন্য যে কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও আবিস্কার করাই হচ্ছে "**سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " **উত্তম নিয়ম"।**

উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হল, যেমন-**"ঈদে মিলাদুন্নবী"** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদযাপনকরা, **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাতে) " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **মাধ্যম"** অবলম্বন করা, **"সীরাতুন্নবী"** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনুষ্ঠান পালন করা। " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর উদাহরনে উপস্থাপিত এই মাত্র বর্ণিত তিনটি বিষয় ও কাজই পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত নতুন বিষয় ও নতুন কাজ। এই তিনটি নতুন বিষয় ও কাজের প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথকভাবে এক একটি " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **উত্তম নিয়ম"** হিসেবে গণ্য।

" سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" এর পরিচয়ঃ

سُنَّةٌ حَسَنَةٌ" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর পরিচয় নিম্নে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ।

(১) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **"শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, ঐচ্ছিক বিষয়"** তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন এবং ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমান জগতে (১৬৫) অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো এবং এগুলোর সকল নামগুলোলো হচ্ছে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"**।

(২) পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত এমন কিছু আদেশ আছে কিন্তু উক্ত আদেশ পালন, কার্যকর ও বাস্তবায়নের কোন পদ্ধতির বর্ণনা নাই। যেমন- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি **সালাম ও দরূদ** পড়ার নির্দেশ আছে কিন্তু নির্দেশ পালনের স্পষ্ট পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে নেই। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত উক্ত আদেশ পালন, কার্যকর ও বাস্তবায়নের জন্য " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত **সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ** (১৬৬)কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি হচ্ছে **سُنَّةٌ**"

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإسْلَامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَاكِتُ عَنْهَا أللهُ**(এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৭৯এ দেখুন ।

(১৬৪) **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত শতাব্দীসমূহে]**

(১৬৫) **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত শতাব্দীসমূহে]**

(১৬৬) **সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ >> " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "**(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ধর্মীয় জ্ঞানে

" حَسَنَةٌ(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"**।

যেমন, উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী নিম্নে **(156)** ফুটনোটে বর্ণিত গুণসম্পন্ন উলামাগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি **"দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া"**। পবিত্র কুরআনে শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সালাম দেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি।

যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাত ও সালাম পড়ার বিষয়ে কোন " **شَرِيْعَةٌ**" **(শরীয়ত) তথা "আইন"** নেই সেহেতু " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত **সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ** কর্তৃক **অর্থাৎ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী উপরোক্ত গুণসম্পন্ন উলামাগণ ইসলামি সামাজিক " **عُرْفٌ**"(উরফ) তথা সামাজিক প্রথা মেনে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই সবচেয়ে সম্মাণজনক, আদব-শিষ্টাচার এবং মুসলিম রীতিনীতি সম্মত মনে করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলন করেন।পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ঘোষিত আদেশ পালন, কার্যকর ও বাস্তবায়নের জন্য কোন পদ্ধতির বর্ণনা না থাকলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী উপরোক্ত গুণসম্পন্ন উলামাগণ কর্তৃক এরূপ উদ্ভাবিত পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামি শরীয়ত **اَلشَّرِيْعَةُ**" "**الإسلاميَّةُ**(ইসলামি শরীয়ত) তথা ইসলামি আইনে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"**।

এর বিপরীত করা হচ্ছে বেআদবী। এটা যে শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায় প্রযোজ্য তা নয় বরং সব মুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায়তো আরো বেশী প্রযোজ্য। যে বিষয়ে ইসলামি শরীয়তভিত্তিক আইনের বাধ্যবাধকতা নেই সেখানে সামাজিক " **عُرْفٌ**" (উরফ) তথা সামাজিক প্রথা মেনে কাজ সম্পাদন করাই ইসলাম সম্মত। এরূপ অবস্থায় বাড়াবাড়ি করা অনুচিৎ।

" سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" এর উৎসঃ

اَلشَّرِيْعَةُ "**الإسلاميَّةُ**" (ইসলামি শরীয়ত) তথা ইসলামি আইনের" চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)**ই হচ্ছে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"** এর উৎস। **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়, কাজ ও ব্যাপারগুলোর সংখ্যা অনির্দিষ্ট ও অনির্ধারিত। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, শরীয়ত সমর্থিত, আইন বহির্ভূতঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" **(বিদআ'তুন)** শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে>> **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে**"(চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের

পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী উলামাগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিই হচ্ছে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"**।

(أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** এর (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللّٰهُ**) অন্তর্ভূক্ত।
অতএব, " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের (**"أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللّٰهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়। আর ইসলামি শরীয়তের (**"أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة** তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللّٰهُ**) ই হচ্ছে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" এর উৎস। ইসলামি শরীয়তের (**"أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللّٰهُ**) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পৃষ্ঠা নং-৩৩০ দ্রষ্টব্য)

" سُنَّةٌ حَسَنَةٌ "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" এর অবস্থানঃ

" **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর সংজ্ঞায় বর্ণিত **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করার জন্য আমাদের নবী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মকে উৎসাহ প্রদান করায় " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " **উত্তম নিয়ম"** চালুকরন ও প্রচলনকরন ইসলাম ধর্মে বা ইসলামি শরীয়তে (**"أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনে" নির্দ্বিদায় স্বতস্ফূর্তভাবে জায়িয। যেমন আমাদের নবী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---
"عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :قَالَ : مَنْ سَنَّ فِى الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ" ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٩٤٦٣)
অর্থঃ-" হযরত মুনযির বিন জারীর(রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "যে কেহ ইসলামে '**কোন উত্তম নিয়ম**' প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে (উক্ত কর্ম করার) পুরস্কার এবং যারা তার পরে উহার অনুসরণ করবে তাদের পুরস্কার হ্রাস না করে তাদের পুরস্কারও তার জন্য রয়েছে"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৪৬৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের আলোকে এই কথা প্রমাণিত হল যে, " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করাতে কোন দোষ নেই এবং নিন্দনীয়ও নহে বরং এই **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করার কারণে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলনকারীর জন্য উপরোক্ত হাদিস শরীফে পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। যেহেতু " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করার কারনে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলনকারীর জন্য উপরোক্ত হাদিস শরীফে পুরস্কারের বলিষ্ট ঘোষণা রয়েছে সেহেতু হাদিস শরীফের ঘোষিত "**تَرْغِيْبٌ**" (তারগীব) তথা উৎসাহ প্রদানের গুরুত্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উপরোক্ত হাদিস শরীফের বাস্তব অনূসরনে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, ঐচ্ছিক বিষয়") তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ** " (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে>> **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে) <<** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর জন্য যে কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী উলামাগনের জন্য সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য।
উপরে বর্ণিত বিষয়ে যে কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করনে ব্যর্থ হওয়া বা

অপরাগ হওয়া পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী উলামাগনের জন্য সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব কর্মের বরখেলাপ বলে গণ্য ও ধর্মীয় জ্ঞানে অপরিপক্ক, অদূরদর্শী আলিম হওয়ার পরিচায়ক। সেই জন্যেই " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত **সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ** বলতে বুঝায় " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামেদল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী অথবা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফসম্পর্কীয় ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী উপরোক্ত গুণসম্পন্ন উলামাগণ নিজেদের যোগ্যতা ও সাধ্যানূযায়ী উপরোক্ত হাদিস শরীফের বাস্তব অনুসরনে ও অনূকরনে অনেক " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করে গেছেন । বাস্তব উদাহরণ হিসেবে এখানে একটি " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"** উল্লেখ করা হল । আর তা হচ্ছে **"ইসালু ছওয়াব"** অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

এই " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়মটি"** পূর্ববর্তী উপরোক্ত গুণসম্পন্ন সম্মাণিত সূক্ষ্মদর্শী উলামাকেরামগণের বিশেষ কৃতিত্ব। অতএব, যে কোন নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে ফরজ-হারাম বলে মন্তব্য করে উক্ত নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে " **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা **"আইনে"** পরিণত না করে বরং উক্ত নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হিসেবে ঘোষনা দেওয়াই হচ্ছে উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক ইসলাম ধর্মের বা ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনের বিধান।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের]** অন্তর্ভুক্ত কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এর অন্যথা করা বা এর বিপরীত ঘোষণা দেওয়াই উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত **تَرْغِيْبٌ** (তারগীব) তথা উৎসাহ প্রদানের পরিপন্থী আমল করা বুঝায়। আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের]** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষ কর্তৃক উপরোক্ত হাদিস শরীফে ঘোষিত "**تَرْغِيْبٌ**" (তারগীব) তথা উৎসাহ প্রদানের বিপরীত ঘোষণা থেকে বিরত থাকাই উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করা বুঝায়।

" سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" উদ্ভাবন করার ইখতিয়ারঃ

" **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"** মুসলিম মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত। " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী কোন আলিম কর্তৃক মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, **("শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভুত ঐচ্ছিক বিষয়")** তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে<<"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে) <<**অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ

তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর জন্য প্রচলিত যে কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** মানা ও পালন করা ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**")তথা ইসলামি আইনে **"জায়িয** অথবা **মুবাহ"** । জায়িয বলার কারণ হল এই যে, বর্ণিত বিষয় ও কাজগুলো ধর্মসম্পর্কীয় হলে ছওয়াব হবে আর শুধু পার্থিব বিষয়সম্পর্কীয় হলে ছওয়াব হবে না কিন্তু গুনাহও হবে না বরং আনন্দ, স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদন পাওয়া যাবে। কোন কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** মানা ও পালন করা **"জায়িয** অথবা **মুবাহ"** হলেও তবে জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় নয়, যেমন-খেলাধুলা করা, পহেলা বৈশাখে পান্তা ভাত ও ইলিশ মাছের আয়োজন করা ইত্যাদি। এরকম আরো অনেক শুধু পার্থিব বিষয়সম্পর্কীয় " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** রয়েছে যেইগুলো মানলে ও পালন করলে শুধুমাত্র আনন্দ, স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনই পাওয়া যাবে। তবে, এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, পার্থিব বিষয়সম্পর্কীয় " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** মান্যকারী বা পালনকারী মুসলিম মানুষটি ইসলামি শরীয়তের(**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়কেই মান্য করেছেন ও পালন করেছেন বিধায় তিনি **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**) সম্বলিত হাদিস শরীফখানার উপর আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেই মেনেছেন এবং হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করায় পার্থিব বিষয়সম্পর্কীয় " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " **উত্তম নিয়ম"** হওয়াসত্বেও তিনি ছওয়াব বা পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** মানা ও পালন করার জন্য (**شَرِيْعَةُ শরীয়ত**)তথা আইনগত বাধ্যবাধকতাও নাই।

আবার কোন কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এমনও রয়েছে যা পালনে **شَرِيْعَةٌ** (শরীয়ত)তথা আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকাসত্বেও মহান আল্লাহ তাআ"'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের কারনে শধু মনের আবেগ তাড়িত হয়ে কোন মুসলিম মানুষ করে ফেললে তার উক্ত " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়মটি"** ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ**" **الإِسلامِيَّة**)তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়কেই মান্য করেছেন ও পালন করেছেন বিধায় ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**")তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**)সম্বলিত হাদিস শরীফখানার উপর আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেই মেনেছেন এবং হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করায় ধর্মসম্পর্কীয় " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হওয়ায় তিনি তখন ছওয়াব বা পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন। যেমন-**ঈদে মিলাদুন্নবী"** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদযাপন করা।

" **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " **উত্তম নিয়ম"** পালনে (**شَرِيْعَةٌ** শরীয়ত)তথা আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকাসত্বেও উক্ত " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়মটি"** ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ**" **الإِسلامِيَّة**)তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**) এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয় হওয়ায় উক্ত " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়মটি"** ধর্মসম্পর্কীয় হউক অথবা শুধু পার্থিব বিষয়সম্পর্কীয় হউক যে কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়মকে"** ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**) সম্বলিত হাদিস শরীফখানার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় মনে করে পালন করার পরিবর্তে বরং যে কেহ অবজ্ঞার চোখে দেখে তবে তার এই অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিটি হবে উক্ত ব্যাক্তির ঈমান ও আদব তথা শিষ্টাচারে ত্রুটি আছে মনে করতে হবে। আর শুধু ধর্মসম্পর্কীয় হলে ইসলামি শরীয়তের (**اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"** (**اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ**) সম্বলিত হাদিস শরীফখানার

বিপরীত মত পোষণ করায় তার ঈমান না থাকারই সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষেশ সূক্ষ্ম সতর্কতাঃ কোন কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** মানা ও পালন করা **"জায়িয অথবা মুবাহ"** হওয়ায় পার্থিব বিষয়সম্পর্কীয় হলে ছওয়াব হবে না কিন্তু গুনাহও হবে না আর ধর্মসম্পর্কীয় হলে ছওয়াব হবে কিন্তু বিষয়টি জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় না হওয়ায় কেউ পালন না করলে গুনাহ হবেনা সত্বেও অবজ্ঞার চোখে দেখলে ঈমানও থাকবে না।

কোন কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" মানা ও পালন করা জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় যেমন- পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ ও ফিকহ শরীফ অধ্যয়নের জন্য যথাক্রমে **أُصُوْلُ التَّفْسِيْرِ** (উসুলুততাফসীর), **أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ** (উসুলুল হাদিস শরীফ) ও **أُصُوْلُ الْفِقْهِ** (উসুলুল ফিকহ)। পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ ও ফিকহ শরীফ অধ্যয়নের জন্য সাধারণ মুসলিম ও সাধারণ উলামাকেরামগণের বেলায় উপরোক্ত উসুলের কিতাবগুলো পড়া কতইনা জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয়। বর্ণিত উসুলের কিতাবগুলো পড়া ছাড়া বা বর্ণিত উসুলের কিতাবগুলো ব্যতীত পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ ও ফিকহ শরীফ অধ্যয়ন করে বুঝা কতই না কঠিন ও কষ্টকর (১৬৭)। এই **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর সংখ্যা অনির্দিষ্ট ও অনির্ধারিত। কিন্তু এই "**سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর বিরোধিতা করা মতবিরোধের অন্তর্ভূক্ত। (মতবিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য পৃষ্ঠা নং-২৬০ দ্রষ্টব্য)।

ইলাম ধর্মে মতবিরোধ হারাম বা নিষিদ্ধ। যেহেতু " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " **"উত্তম নিয়ম"** এর বিরোধের ফলে মতবিরোধের উৎপত্তি হয় সেহেতু " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর বিরোধিতা করাই হারাম বা নিষিদ্ধ। কারণ, " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর বিরোধিতার ফলে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। ফিতনা-ফাসাদ, অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টিকরা কতলের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। পবিত্র কুরআনে এই প্রসঙ্গে দুটি আয়াত আছে ------------------

(٢١٧)" اَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ " (١٩١ ــ سورةالبقرة)" اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ " অর্থঃ-ফিতনা-ফাসাদ করা কতলের চেয়েও জঘন্যতম, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯১, ফিতনা-ফাসাদ করা কতলের চেয়েও বড় (অপরাধ), সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২১৭। পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনূসরনের বিরোধিতা করার অশুভ কুফল থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও অপরকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষের উপর ফরজ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রদর্শন করা ইসলামি শরীয়ত (**شَرِيْعَةٌ**) তথা আইনে হারাম বা নিষিদ্ধ।

" شَرِيْعَةٌ" (শরীয়ত) তথা আইন" প্রবর্তনের চুড়ান্ত ক্ষমতাঃ

" **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা **"আইন"** মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকর্তৃক সৃষ্ট ও প্রবর্তিত। " **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা **"আইন"** তৈরী করার চুড়ান্ত ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ

---

(১৬৭) **তবে** উসুলুততাফসীর" (**وأُصُوْلُ التَّفْسِيْرِ**), "উসুলুল হাদিস শরীফ " (**وأُصُوْلُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ**) ও **أُصُوْلُ الْفِقْهِ** (উসুলুল ফিকহ) গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন কালে এই বিষয়টি গভীরভাবে দেখতে হবে যে, বর্ণিত উসুলের কিতাবগুলো " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূর্ক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়, اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী কোন আলিম কর্তৃক লিখিত কি না ? তাঁদের কর্তৃক লিখিত হলে উক্ত উসুলের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা যাবে অন্যথায় নয়। আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের] অন্তর্ভূক্ত** মুসলিম আলিম মানুষ **যদি** " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূর্ক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের গুণসম্পন্ন আলিম না হয়ে থাকেন তবে তার লিখিত উসুলুততাফসীর" (**أُصُوْلُ التَّفْسِيْرِ**), "উসুলুল হাদিস শরীফ " (**أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ**) ও **أُصُوْلُ الْفِقْهِ** (উসুলুল ফিকহ) গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা যাবে না।

তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই রয়েছে। অন্য কারো নেই।" **شَرِيْعَةٌ"** (শরীয়ত) তথা **"আইন"** হল মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ ও নিষেধ । তাঁদের উভয়ের আদেশকে ফরজ ও নিষেধকে হারাম বলে। এই ফরজ ও হারামগুলোই হচ্ছে " **شَرِيْعَةٌ"** (শরীয়ত) তথা **"আইন"**। এই ইসলামি" **شَرِيْعَةٌ"**(শরীয়ত) তথা **"আইন"** মানা ও পালন করা মুসলিম মানুষের উপর অপরিহার্য, জরুরী ও আবশ্যক তথা ফরজ। এই ইসলামি **شَرِيْعَةٌ"** "(শরীয়ত) তথা **"আইন"** অমান্য করা মুসলিম মানুষের উপর হারাম তথা নিষিদ্ধ।

ইসলাম ধর্মে বা ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনে "سُنَّةٌ حَسَنَةٌ" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" বৈধ অথচ " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা [ইসলাম ধর্মে] নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই" (আইনই) হারামঃ

সূচনাঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এবং " **شَرِيْعَةٌ"** (শরীয়ত) তথা **"আইন"** বা ইসলামি শরীয়ত **(أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة")**তথা ইসলামি আইনের" মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছি। আমরা ইহাও জানতে পেরেছি যে, "মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে)** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর" জন্য প্রচলিত যে কোন **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** বৈধ এবং অথচ " **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন)তথা "ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই" ভ্রষ্টতা ও হারাম।

এখন প্রশ্ন হল-মুসলিম মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন)** তথা " উত্তম নিয়ম" বৈধ এবং অথচ " **بِدْعَةٌ"** (বিদআ'তুন) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"(১৬৮)** ভ্রষ্টতা ও হারাম। এর কারণ কি ?

মানব রচিত **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন)** তথা " উত্তম নিয়ম"কে " **شَرِيْعَةٌ" (শরীয়ত)** তথা **"আইন"** বা ইসলামি শরীয়তে **(أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة"**এ) তথা ইসলামি **"আইনে"** জায়িয রাখার কতিপয় কারণঃ

প্রথম কারণঃ " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"** অবলম্বন করলে মুসলিম মানুষ যে কোন জটিল কাজ বা বিষয়কে সহজে সম্পাদন করতে পারে বা আটকে পড়া যে কোন কাজ বা বিষয়কে সহজে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যেমন- পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তাআ'লার শ্বাশত বাণী। যেহেতু উহা মানব রচিত গ্রন্থ নয় বরং উহা ঐশীগ্রন্থ সেহেতু উহাকে হৃদয়ঙ্গম করা, বুঝা বা অধ্যয়ন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই, পবিত্র কুরআনের শ্বাশত বাণীকে সহজে বুঝার বা আয়ত্বে আনার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নিঃসৃত অমীয় বাণী হাদিস শরীফ হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফের শ্বাশত বাণীর অমূল্য ব্যাখ্যা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের ভাষা ও ভাবার্থ মুসলিম মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করার ও বুঝার জন্য " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা

---

(১৬৮) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (সুন্নাহ), প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী/ **اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ণ, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্ণদর্শী, দূরদর্শী উলামাকেরামগণ কিছু " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করে গেছেন ঐগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় পবিত্র কুরআনের বেলায় **"তাফসীরুল কুরআন ও উসুলুততাফসীর"** (**تَفْسِيْرُ الْقُرْان وأُصُوْلُ التَّفْسِيْرِ**) এবং হাদিস শরীফের বেলায় **"উসুলুল হাদিস শরীফ " (أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ)** বলে।

দ্বিতীয় কারণঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত মহান আল্লাহ তাআ'লার ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধগুলো উক্ত পবিত্র গ্রন্থদ্বয়ের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ও বিস্তৃতভাবে রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা আদেশ-নিষেধগুলোকে বুঝতে ও আয়ত্বে আনতে হলে যেমন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কে অদূরদর্শী ও অপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী একজন সাধারণ মুসলিম মানুষের মধ্যে ততটুকু যোগ্যতা নাই। ফলে তার পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত ছড়িয়ে থাকা আদেশ-নিষেধগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। এই দিকে দৃষ্টিপাত **করে" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির মধ্যেই পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ণ, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্ণদর্শী, দূরদর্শী তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'নগণের অন্তর্ভুক্ত উলামাকেরামগণ কিছু " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** "(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করে গেছেন। ঐগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় **ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা আইন শাস্ত্র এবং **أُصُوْلُ الْفِقْهِ** (উসুলুল ফিকহ)বলে।

তৃতীয় কারণঃ. " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত যুগের বা শতাব্দির অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির মধ্যেই তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'নগণ সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুপস্থিতিতে দেখলেন যে, সাধারণ মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডারে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকা সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনগুলো ও একই বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরস্পর বিরোধী কতগুলো বাণীর উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে আইন বের করে বাস্তব মুসলিম জীবন তথা আইনি (**اَلْفِقْهِى**)জীবন গঠন করতে পারবে না ভেবে তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডার থেকে **اِسْتِنْبَاطُ**(ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃত আইন প্রস্তুত করে দিলেন। উক্ত আইনসমূহের সমষ্টিকেই ফিকহ (**اَلْفِقْهُ**) তথা আইন শাস্ত্র বলে।

এ বিষয়ে তথা ফিকহ **(اَلْفِقْهُ) র**চনায় " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত যুগের বা শতাব্দির অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দীর মধ্যে যে সব তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'নগণের জ্ঞানী-গুণী মনীষী এগিয়ে এসেছেন তাদের সংখ্যা অনেক ছিল। যেমন- হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ছাওরী, ইমাম দাহহাক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম আতা, ইমাম তাউস, ইমাম মুসায়্যিব, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী' ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সহ প্রায় শতকের বেশি জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দ।

এখানে একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার শ্বাশত বাণী পবিত্র কুরআনের অমূল্য ব্যাখ্যা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী হাদিস শরীফে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আদেশ-নিষেধগুলোর কতিপয়গুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ায় পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদিস শরীফগুলোর সমাধান দেওয়ার জন্য "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট

মুসলিম উলামাকেরামগণ নিরলস প্রচেষ্টা ও গভীর গবেষণা চালানো সত্ত্বেও পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদিস শরীফগুলোর সমাধান দিতে গিয়ে সূক্ষ্মদর্শী পরিপক্ক উলামাকেরামগণ ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন নি। কারণ, বিভিন্ন সূত্রে ও মাধ্যমে প্রাপ্ত পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদিস শরীফগুলোর মধ্য হতে যেসমস্ত হাদিস শরীফ সূক্ষ্মদর্শী পরিপক্ক উলামাকেরামগণের নিকট সঠিক,নিখুত বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁদের মতের স্বপক্ষে হয়েছে এবং তাঁদের চিন্তাধারার অনুকূল হয়েছে উক্ত হাদিস শরীফগুলোই তাঁরা গ্রহণ করেছেন, উক্ত গৃহীত হাদিস শরীফগুলোর উপর আমল করেছেন এবং উক্ত গৃহীত হাদিস শরীফগুলোর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এরূপ মত প্রকাশের ভিন্নতার দরুন পরস্পর মতপার্থক্য হয়ে যায়। এতে করে বিভিন্ন ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)**রচিত হয়। সাধারণ মুসলিম এমনকি হাদিস শরীফে বিশেষজ্ঞ নহে এমন উলামা কেরামগণও বর্ণিত জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দের প্রত্যেকের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন আইনের উপর (**اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহু)তথা **আইন শাস্ত্রের উপর)** আমল করতে লাগলেন। কালক্রমে বর্ণিত জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দের অধিকাংশের প্রস্তুতকৃত আইনের উপর (**اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহু)তথা **আইন শাস্ত্রের উপর)** মুসলিম মানুষের আমল হ্রাস পেতে লাগল। পরবর্তীতে সকল মুসলিম মানুষ উপরোক্ত জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দের প্রস্তুতকৃত আইনের **(اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহু)তথা **আইন শাস্ত্রের)** মধ্যে মাত্র চারজন ইমাম যেমন- হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী' ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহুম) আজমাইনদের প্রস্তুতকৃত আইনের **(اَلْفِقْهُ)** (আল-ফিকহু)তথা **আইন শস্ত্রের)** উপর চলতে লাগলেন। চলার এ পথই পরবর্তীকালে আরবি ভাষার শব্দে মাযহাব **(اَلْمَذْهَبُ)** বলে অভিহিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই প্রসিদ্ধ চরটি মাযহাবই**(اَلْمَذَاهِبُ)** সারা দুনিয়াতে এখনো স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। মাযহাব **(اَلْمَذْهَبُ)** সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম মানুষ এই প্রসিদ্ধ চরটি মাযহাবের**(اَلْمَذَاهِبُ)** যে কোন একটির অনুসরণ করে চলছেন এবং অন্যান্য মাযহাবগুলো **(اَلْمَذَاهِبُ)** কালের স্রোতের প্রবাহে বিলীন হয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেও তাঁদের মতামতগুলো এখনো বিভিন্ন কিতাব বা গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ চরটি মাযহাবের**(اَلْمَذَاهِبُ)** প্রত্যেটিই এক একটি " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হিসবে গণ্য।

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ চরটি মাযহাবই **(اَلْمَذَاهِبُ)** **(اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের জ্ঞানে বা ধর্মীয় জ্ঞানে অদূরদর্শী ও অপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী একজন সাধারণ মুসলিম মানুষের জন্য কতইনা উত্তম ও চমৎকার বিধান।

এখানে এ কথা স্মর্তব্য যে, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত যুগের বা শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির কোন তাবেঈ-তাবে'তাবেঈ' কোন মাযহাব **(اَلْمَذْهَبُ)** তৈরী করে যান নি। কিন্তু তাঁদের প্রস্তুতকৃত আইনের উপর (اَلْفِقْهُ এর উপর) সাধারন মুসলিম মানুষ এমনকি জ্ঞানী-গুণী মুহাদ্দিস উলামাকেরামগণ ব্যাপক হারে স্বত:স্ফুর্তভাবে চলতে থাকায় চলার এ পথই পরবর্তীকালে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) মাযহাব **(اَلْمَذْهَبُ)** রূপ ধারন করে।

চতুর্থ কারণঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য ও তাঁর মা'রিফাত অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ঐচ্ছিকভাবে পড়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার জিকর-আজকার রয়েছে। তাও আবার সংক্ষিপ্ত আকারে, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে রয়েছে। নামাজ,রোজা, হজ্ব ইত্যাদি আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ উক্ত জিকর-আজকারগুলোর বিশ্লেষণমূলক ও সুসংগঠিত রূপ নেই। জিকর-আজকারের মাধ্যমে যাতে সহজে বাস্তব ফল পেতে পারে সেই জন্য " **خَيْرُ الثَّلَاثَةِ الْقُرُوْنِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (সুন্নাহ), প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামেদল তথা **اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী **اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ম , পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী উলামাকেরামগণ কিছু " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন

হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** প্রচলন করে গেছেন। এগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় "তরিকা" বলে। অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি তরিকার নাম এখানে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল।

তরিকাগুলোর নামঃ কাদিরিয়া তরিকা, চিশ্তিয়া তরিকা, নকশবন্দিয়া তরিকা ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকা ইত্যাদি। উপরে বর্ণিত তরিকাগুলোর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে জিকর-আজকারের জন্য " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"**।

উপরে সামান্য কয়েকটি " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** এর বাস্তব উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র এখানে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে]** অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর জন্য প্রচলিত আরো শত শত বা হাজারো হাজারো **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"** আছে বা থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে। মানব কল্যাণের জন্য সকল **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** " **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা **"আইন"** বা ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা **"ইসলামি আইনে"** জায়িয।

بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) তথা "ইসলাম ধর্মে সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই" হারাম হওয়ার কারনঃ।

بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটি ইসলাম ধর্মে বা ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কারণ, **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটি ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনে যেমন আইনগত দিক দিয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে তেমনি **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটি আরবি ভাষা বা আরবি অভিধানের একটি শব্দ হওয়ায় শাব্দিক দিয়েও ইহার বিশেষ মূল্যায়ন আছে। কারণ, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের ভাষাও আরবি। সেই জন্যেই এই **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির দুটি দিক রয়েছে। একটি ইহার অভিধানভিত্তিক শাব্দিক দিক, অন্যটি ইহার ইসলামি শরীয়তভিত্তিক **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনভিত্তিক আইনগত পারিভাষিক দিক। ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة)** তথা **ইসলামি আইনে** এই শব্দটির আইনগত অর্থই মূখ্য উদ্দেশ্য। এই অধ্যায়ে **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)শব্দটির শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারগুলো ইসলামি শরীয়তের **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনের চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারগুলোর এক একটিকে পৃথকভাবে **سُنَّةٌ**" "**حَسَنَةٌ**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** বলা হয়েছে। **بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটি ইসলামি শরীয়তভিত্তিক **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**) তথা ইসলামি আইনভিত্তিক আইনগত পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"(১৬৯)** । **"ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন বা সংযোগ" (**১৭০) অর্থ হল এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেই বিষয়গুলোকে ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা দেন নি ঐগুলোকে কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া। কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এরূপ ফরজ বা হারাম

---

(১৬৯) >>"**اَلْبِدْعَةُ**" (বিদআ'ত) শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৩৮২ থেকে ৪৮৮ পর্যন্ত দেখুন।

(১৭০) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

বলে ঘোষণা দেওয়ার ফলে ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**)তথা ইসলামি আইনে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত ফরজ বা হারাম (আদেশ-নিষেধ) এর চেয়ে একটি ফরজ বা হারাম বৃদ্ধি পেল। এইরুপ বর্ধিত ফরজ বা হারাম হচ্ছে "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত আইন"**। এইরূপ "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু** ([১৭১]) **সংযোজন বা সংযোগ"ই"** হচ্ছে **"মানব রচিত আইন"**। এই **"মানব রচিত আইনটিই"** ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**) তথা **ইসলামি আইনে** হারাম বা নিষিদ্ধ। কারন, মানব রচিত আইন কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। মুসলিম মানুষকে আইন রচনায় অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করা হলে বা দেওয়া হলে বিভিন্ন মানুষ একই বিষয়ে বা একই ইদ্দেশ্যেই বিভিন্ন আইন তৈরী করে ফেলত। ফলে, ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**) তথা ইসলামি আইনে বহু আইনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন মানব রচিত আইনসমূহের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হত এবং মানব রচিত বৈষম্যসৃষ্টিকারী বহু আইন পালনে মুসলিম মানুষ একমত হতে পারত না। এতে করে আইন রচনাকারী মুসলিম জাতির ভিতর মতবিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যেত এবং **"মানব রচিত আইন" ও ঐশরিক আইনের"** মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করণ অসম্ভব হয়ে যেত। ফলশ্রুতিতে, ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**) তথা ইসলামি আইনে অসংখ্য "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুর(আইনের")** সূত্রপাত ঘটে যেত। এই জন্যেই, "**أَلْبِدْعَةُ**"(বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু(আইন)"** করার প্রচলনকে জায়েয রাখা হলে ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনে অসংখ্য নতুন আইনের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আইনের সাথে তথা ঐশরিক আইনের সাথে "মানব রচিত আইনের" সংমিশ্রন ঘটে যেত। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লা যেহেতু এই নিখিল বিশ্বটির একমাত্র স্রষ্টা সেহেতু তিনিই আইন রচনায় নিরপেক্ষ মর্মে ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনে নতুন আইনের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে এবং ঐশরিক আইনের সাথে "মানব রচিত আইনের" সংমিশ্রন থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হিফাজত বা সংরক্ষণ, সম্পূর্ণ নিখুত, নির্ভেজাল, ত্রুটিমুক্ত ও নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যেই আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মাধ্যমে "**أَلْبِدْعَةُ**"(বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই"** হারাম করিয়েছেন। তবে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতর" **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট উলামাকেরামগন "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও ইসলামি শরীয়তভিত্তিক (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনভিত্তিক আইনগত পারিভাষিক অর্থ না জানার কারনে "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারগুলোর প্রত্যেকটিকে নিন্দনীয় ভ্রষ্ট "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন)বলে তালগোল পাকিয়ে মুসলিম সমাজে অনবরত বিশৃঙ্খলা, ফিতনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে চলছেন।

উপসংহারঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আদেশমূলক ও উৎসাহদানমূলক অনেক এমন নির্দেশনা রয়েছে যেই গুলোর সম্পাদন করার, বাস্তবায়ন করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ বা বর্ণনা নেই। এমন সব নির্দেশনা সম্পাদন করার, বাস্তবায়ন করার জন্য " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّهُ** (সুন্নাহ), প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসরণকারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিরেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ম পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী আলিম-উলামাগণ যদি কোন নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি প্রস্তুত করে দেন তবে তা সাধারণ মুসলিম মানুষের জন্য উপরে বর্ণিত পবিত্র হাদিস শরীফ মোতাবেক পালনীয় "**سُنَّةٌ**"

([১৭১]) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

" حَسَنَةٌ(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হিসেবে গণ্য। মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষদর্শী, দূরদর্শী আলিম-উলামাগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** " (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** পালন করলে, মানলে তা নিম্নে বর্ণিত তিনটি হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করা হল অন্যথায় তা হবে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের বিরোধী আমল করা।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،أَلسُّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًي ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، أَلسُّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ . " (٧٨٥)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায় (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : **"سُنّةٌ"** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার: ফরজ বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম। ফরজ বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে। এ ফরজগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে **" هُدًي "** হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ ফরজগুলো ত্যাগ করা হচ্ছে **" ضَلاَلَةٌ "** তথা পথভ্রষ্টতা। ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ বা মূলনীতি** আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে নেই। ফরজবিহীন বিষয়গুলো ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই (মূলনীতি ছাড়াই) অবাধে গ্রহণ করা উত্তম আর ফরজবিহীন বিষয়গুলো ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, ১১ তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-৭৮৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : "الإسلام ثَلاَثُ مِأَةُ شَرِيْعَةٍ وَثَلاَثَةُ عَشَرَ شَرِيْعَةً لَيْسَ مِنْهَا شَرِيْعَةٌ يَلْقَى اللهَ بِهَا صَاحِبُهَا إِلاَ وَهُوَ يَدْخُلُ بِهَا الْجَنَّةَ " ـ المعجم الاوسط ـ(٨٧٠٩)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইসলাম হচ্ছে তিন শত তেরটি শরীয়ত তথা আইনের সমষ্টি। উহার যে কোন একটি শরীয়ত তথা আইনের অনুসারী যে কোন ব্যাক্তি উক্ত শরীয়ত তথা আইনের মাধ্যমে আল্লাহর সাক্ষাৎ করবে সে উক্ত শরীয়ত তথা আইনের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারনী, হাদিস শরীফ নং-৮৭০৯।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ ، قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم " إِنَّ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لَلَوْحًا فِيْهِ ثَلاَثُةُ مِئَةٍ وَخَمْسَ عَشَرَةَ شَرِيْعَةً يَقُوْلُ الرَّحْمَنُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ يَأْتِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، فِيْهِ وَاحِدَةً مِنْهَا، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ" ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٣١٥)

অর্থ:- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় রহমানের(আল্লাহর) সামনে একটি তখতা-ফলক আছে, এর ভিতর ৩১৫টি শরীয়ত রয়েছে। রহমান(আল্লাহ) বলেন: আমার ইজ্জত ও মহাত্মের শপথ, আমার বান্দদের মধ্যে আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করেনি এমন কোন বান্দা উক্ত শরীয়তের কোন একটি শরীয়ত পালন করবে সে জান্নাতে পবেশ করবে। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩১৫।

অন্য এক হাদিস শরীফে একই বিষয় সামান্য শব্দের পার্থক্যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন :---

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمُغِيْرِةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدَ، عَنْ أَبِيْه، عَنْ جَدِّهِ ـ قَالَ : قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم "أَلْإِيْمَانُ ثَلاَثُ مِأَةُ و ثَلاَثَةُ وَثَلاَثُوْنَ شَرِيْعَةً مَنْ وَافَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " ـ المعجم الاوسط لِطَبَرَانِي ـ(٧٣١٠)

অর্থঃ-হযরত মুগিরা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু উবাইদ তিনি তাঁর পিতাথেকে, তিনি তাঁরদাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ঈমান হচ্ছে তিন শত তেত্রিশটি শরীয়ত তথা আইনের সমষ্টি।

উহার যে কোন একটি শরীয়ত তথা আইন যে কেহ বা যে ব্যাক্তি পূর্ণ করবে সেই জান্নতে প্রবেশ করবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩১০।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : " اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَو سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ ـ سنن أبو داود (٦٨٨٥)، سنن إبن ماجة (٥٣)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইল্ম বা জ্ঞান তিনটি (তিন প্রকার)। এ ব্যতীত যা আছে তা অতিরিক্ত।

১. **آيَةٌ مُحْكَمَةٌ** (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সুদৃঢ় বা পরস্পর বিরোধমুক্ত আয়াত,
২. **سُنَّةٌ قَائِمَةٌ** (সুন্নাতুল কায়িমাতু)তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম,
৩. **فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ** (ফারিদাতুন আ'দিলাতুন) তথা অনূরূপ বা সমমান ফরজ।

সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৩। অতএব, উপরোক্ত তিনটি হাদিস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক তিনটি কথা বুঝা গেল

(১) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে বর্ণিত **أُصُوْلٌ** বা **মূলনীতি** অনুসরণ করতে হবে ।

(২) পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আদেশমূলক ও উৎসাহদানমূলক যেই সমস্ত নির্দেশনাবলী সম্পাদন করার, বাস্তবায়ন করার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ বা বর্ণনা নেই সেই সব নির্দেশনাবলী সম্পাদন করার, বাস্তবায়ন করার জন্য যে কোন " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" অনুসরণ করাই হচ্ছে ইসলামের তিন শত তেরটি শরীয়ত তথা আইনের অন্তর্ভুক্ত একটি শরীয়ত। পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত এই তিন শত তেরটি শরীয়ত তথা আইন সাধারণ মুসলিম মানুষের পক্ষে সহজে ও সাভাবিকভাবে বুঝে উঠা কঠিন বিধায় " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের প্রদত্ত রায়, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (সুন্নাহ), প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসরণকারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিরেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ, মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষদর্শী,দূরদর্শী আলিম-উলামাগণ " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"(সুন্নাতুন হাসানাতুন তথা উত্তম নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কিছু নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি প্রস্তুত করে কোনটি ইসলামের তিন শত তেরটি শরীয়ত তথা আইনের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত তা মুসলিম মানুষের নিকট বোধগম্য করে তুলেছেন।

(৩) " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ হুবহু অনুসরণকরা ও পূর্ণ সমর্থনকরা পরবর্তীকালে অসন্ন "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতর"**(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট অজ্ঞ মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। কারণ, তাঁদের **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ (সুন্নাহ) তথা নিয়মকেই হাদিস শরীফে উল্লেখিত " **فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ** " তথা অনূরূপ বা সমমান ফরজ **(হুকুম বা আদেশের দিক দিয়ে নয়, আমলের দিক দিয়ে কুরআন ও সুন্নার অনূরূপ বা সমমান ফরজ)** বলে।

সমাপ্ত

সুচিপত্র:

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>> (৫ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ)-**أَلدُّعَاءُ**

أَلْمُنَاجَاةُ- الدُّعَاءُ (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ প্রসঙ্গঃ

শিরোনাম: أَلْمُنَاجَاةُ- الدُّعَاءُ (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ সম্পর্কে জানি।

সূচনাঃ দুআ' হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট তাঁর বান্দার চূড়ান্তভাবে মিনতি ও হীনতা প্রকাশের মাধ্যম ।মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দআ' করার মাধ্যমে তাঁর বান্দার আত্নসমর্পনের পূর্ণতা ও দূর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং অহংকার, দেমাগ পরিহার করে তাঁর নিকট একনিষ্ঠভাবে নত হওয়া প্রমাণ হয় ।বান্দার নিকট থেকে এরূপ বিনম্র অবস্থাটি মহান আল্লাহ তাআ'লার অধিক পছন্দনীয়। এরূপ মিনতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট বান্দার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হয়। এই দিকে লক্ষ করেই আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-------

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ"لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ – سنن الترمذي (٣٣٧٠) -

অর্থঃ "দোআ' করার চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত এমন কিছু নেই। সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭০।

তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত জন হিসেবে গণ্য হতে চাইলে, পরিগণিত হতে চাইলে সূযোগ পেলেই প্রত্যেক মুসলিম মানুষেরই দুআ'-মুনাজাতে মগ্ন থাকা চাই। আরো পবিত্র হাদিস শরীফে **"দুআ'"** করাকে ইবাদতের **"সারবস্তু"** হিসেবে উল্লেখ করে যে কোন ইবাদত সম্পন্ন করার পর মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাতে মগ্ন ও রত থাকতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করে বলেছেনঃ---

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "(٣٣٧١) سنن الترمذي

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: **"দুআ"** করা হচ্ছে ইবাদতের **"সারবস্তু"** । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭১।

তাছাড়া, **"দুআ' করাকে"** ইবাদতের **"সারবস্তু"** হিসেবে আখ্যা দেওয়ায় উহাকে ইবাদতের ইতি বা উপসংহার হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বিষয়টিকে পার্থিব বিষয়ের সাথে মিলিয়ে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা যায়। যেমন কোন কাজ শেষে উহার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই সমাপ্তি ঘোষণাকেই উক্ত কার্যের ইতি বা উপসংহার বলে।

যেমন, সভা-সমিতি, খেলা ইত্যাদিতে সমাপ্তি ঘোষণার একটি শেষ পর্যায় সৃষ্টি হয়, কোন বিষয় লিখার শেষ পর্যায়ে উপসংহার টানা হয়। ঠিক তেমনিভাবে দুআ'-মুনাজাত করার বিষয়টিও যে কোন ইবাদত পালনের শেষে একটি উপসংহার হিসেবে ভুমিকা পালন করে।

উপসংহার হলেও দুআ'-মুনাজাত করার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে। তাই, ইবাদত পালন শেষে ইবাদতের সারবস্তু তথা ইবাদতের ফলাফল পাওয়ার আশায় দুআ'-মুনাজাতে মগ্ন থাকা প্রত্যেক ইবাদত পালনকারী মুসলিম মানুষেরই কর্তব্য ও উচিৎ। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি অত্র দুআ'-মুনাজাত অধ্যায়ে "দুআ'করার অর্থ, দুআ'র ফজিলত, দুআ'র অবস্থা, দুআ'র পদ্ধতি, দুআ'র আদব, দুআ'কবুল হওয়ার সময় ও স্থান" ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে দুআ'-মুনাজাতে মগ্ন থাকলে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

("مَعْنَى أَلدُّعَاءُ") বা দুআ' করার অর্থঃ

দুআ' করার অর্থ কয়েকটি হতে পারে। ১. ডাকা ২. প্রার্থনা করা ৩. বিপদাপদ দুরকরণ ও অভাব পূরনের জন্য ডাকা ৪. যে কোন অবস্থায় কাউকে স্বরণ করা ৫. মঙ্গল কামনা করা ৬. যিকির করাকেও দুআ' বলা হয়।

উপরের সবগুলো অর্থই সময়, উপলক্ষ ও স্থানভেদে প্রযোজ্য। নিম্নে উদাহরণগুলো থেকে বিষয়টি বোধগম্য হবে।

(১) ইবাদত পালনের পর যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'করা, অন্যান্য নফল

নামাজ যেমন-ইশরাক, দুহা, আওয়াবিন, তাহাজ্জোদ ইত্যাদি নামাজ পালনের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল এবং আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর সালাত ও সালামসহ ইত্যাদি ইবাদত পালনের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে **" أَلْمُنَاجَاةُ"** (আল-মুনাজাত) তথা আল্লাহর তাআ'লার সাথে নিভৃত আলাপের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করা"। এই সময়ে দুআ' করার অবস্থায় দুই হাত উপরে তোলে দুআ'করা দুআ' কবুল হওয়ার নিদর্শন।

(২) পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুই হাত উপরে না তোলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে পড়া বা পাঠ করা, অন্যান্য নফল নামাজ যেমন-ইশরাক, দুহা, আওয়াবিন, তাহাজ্জোদ নামাজের পর দুই হাত উপরে না তোলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে পড়া বা পাঠ করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে "আল্লাহর তাআ'লার যিকির করা"।

(৩) ভাত খাওয়ার পূর্বে ও পরে, শয়নের পূর্বে ও পরে, মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হওয়ার পরে দুই হাত উপরে না তোলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে পড়া বা পাঠ করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে "আল্লাহ তাআ'লার নিকট নিজের জন্য মঙ্গল কামনা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর তাআ'লার যিকির করা"।

(৪) টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হওয়ার পরে দুই হাত উপরে না তোলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে পড়া বা পাঠ করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে "আল্লাহ তাআ'লাকে বিপদাপদ দূরীভূত করার জন্য ডাকার মধ্যমে আল্লাহর তাআ'লার যিকির করা"।

(৫) কারো সন্তান-সন্ততি না থাকা অবস্থায়, টাকা-পয়সা ও অর্থ-সংগতি না থাকা অবস্থায় দুই হাত উপরে না তোলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে পড়া বা পাঠ করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে "আল্লাহ তাআ'লার নিকট নিজের অভাব পূরণের জন্য পার্থনা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর তাআ'লার যিকির করা"। আর এই বিষয়েই দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ'করার অর্থ হবে **" أَلْمُنَاجَاةُ"** (আল-মুনাজাত) তথা আল্লাহর তাআ'লার সাথে নিভৃত আলাপের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করা"।

উপরে **("مَعْنَى أَلدُّعَاءُ")** বা দুআ' করার পাঁচটি অর্থ থেকে এই কথাই বুঝতে পারলাম যে, দুই হাত উপরে না তোলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে পড়া বা পাঠ করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে "আল্লাহর তাআ'লার যিকির করা"। আর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'করার সময়ে **("أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ হবে **" أَلْمُنَاجَاةُ"** (আল-মুনাজাত) তথা আল্লাহর তাআ'লার সাথে নিভৃত আলাপের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করা"। দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করার মধ্যে এবং দুই হাত উপরে না তোলে দুআ' করার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য তা আমরা এখন ভালভাবেই বুঝতে পারলাম।

এভাবেই **"مَعْنَى أَلدُّعَاءُ")** দুআ' করার অর্থ জেনে সময়, উপলক্ষ ও স্থানভেদে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুআ' করার অর্থ ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে হবে। তবেই কোন মতবিরোধ হবে না বা থাকবে না।

(فَضِيْلَةُ الدُّعَاءِ) দুআ' করার ফজিলতঃ

দোআ করার ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নি:সৃত কতগুলো হাদিস শরীফ বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। প্রথমে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতসমূহ ও পরে হাদিস শরীফসমূহ এখানে উপস্থাপন করা হবে। পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতসমূহঃ >>>>>>>>

"قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِ يْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -"سورة المؤمن/الغافر- الْأَيَةُ (٦٠)

অর্থঃ-"তোমাদের পালন কর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদর ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতে(আমাকে ডাকতে) অহংকার করে তারা লাঞ্চিত অবস্থায জাহান্নামে প্রবেশ করবে " সুরা মুমিন/গাফির, আয়াত নং-৬০।

উপরে বর্ণিত আয়াত শরীফে দুটি বাক্য আছে। উক্ত আয়াতখানায় দুটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও প্রনিধানযোগ্য। প্রথমতঃ এই যে, দুআ' ও ইবাদতকে একই অর্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যেই বিষয়কে 'দুআ' বলা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সেই বিষয়কেই **'ইবাদত'** বলা হয়েছে। ইহা হতে এই কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দুআ'ই মূল ইবাদত। দ্বিতীয়তঃ এই যে, যারা আল্লাহর নিকট দুআ' করে না তাদেরকে **" অহংকারে ডুবে আমার (আল্লাহর) ইবাদত হতে বিমূখ থাকে"** বলা হয়েছে। ইহা হতে জানা গেল যে, আল্লাহর নিকট দুআ'করা হচ্ছে মূল বন্দিগীর মূল ভাবধারা। আল্লাহর নিকট দুআ' করা থেকে বিমূখ থাকার অর্থ হচ্ছে অহংকারে নিমজ্জিত হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে অহংকারে ডুবে আছে বলেই সে তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের সামনে বন্দিগী কবুল করতে কুণ্ঠিত হয়েছে। আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর বালীতে উপরোক্ত আয়াতের উপরোক্ত দুইটি অর্থই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةِ "ـ سنن الترمذي (٣٣٧٢)+ سنن أبو داود ـ (١٤٧٩)

অর্থঃ- হযরত নু'মান বিন বশীর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "দুআ'ই হচ্ছে ইবাদত" ,সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৭৯।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ " ـ سنن الترمذي (٣٣٧١)

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাবলেছেন : **"দুআ' " করা হচ্ছে ইবাদতের "সারবস্তু"**, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭১।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ " سنن الترمذي (٣٣٧٠)

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "দুআ' করার চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত এমন কিছু নেই"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭০।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَال مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "(٣٣٧٣) سنن الترمذي

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে লোক আল্লাহর নিকট চায় না, তার প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন "। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭৩ ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ و مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ " ــ سنن الترمذي ، (٣٥٤٨)

অর্থঃ-নিশ্চয় "দুআ'" সকল অবস্থাতেই কল্যাণকর-সেইসব মুছীবতের ব্যাপারেও যা নাজিল হয়েছে এবং সেইসব ব্যাপারেও যা এখনো নাজিল হয়নি। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা অবশ্যই দুআ' করতে থাকবে "সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৪৮।

অনেক সময় দেখা যায় মানুষ এই ধারণা করে যে, সমস্ত বিষয় যখন তাকদিরে ফায়সালা নির্ধারিত হয়ে গেছে তখন দুআ' করে কি লাভ ? এই ভেবে মানুষ অনেক সময় দুআ' করা ছেড়ে দেয়। আসলে এইরূপ অবস্থার শিকার হওয়া মুসলিম মানুষের উচিৎ নয়। কারণ, তাকদিরে বা ভাগ্যলিপিতে ফয়সালাকৃত বিষয় দুআ' দ্বারা দূর হয় বা খন্ডন হয়। মহান আল্লাহ তাআ'লার ফয়সালা বদলায়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তবে, মহান আল্লাহ তাআ'লা নিজে তাঁর নিজের ফয়সালা বদলায়ে দিতে সক্ষম। আর মহান আল্লাহ তাআ'লা তা তখন করেন যখন বান্দা তাঁর নিকট দুআ' করে। যেমন হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ ------------

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ـ مسند أحمد ـ (٢٢٨٧٤)

অর্থঃ-হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন:" দুআ' ছাড়া **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার)** তথা **ভাগ্যলিপি** খন্ডন করা যায় না"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৮৭৪।

অপর একটি হাদিস শরীফে আছে---

" لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ"

অর্থঃ- আল্লাহর ফয়সালাকে দুআ' ছাড়া রদ করতে পারে না।

আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **উম্মতকে বিশেষ সম্মানের কারনে উপরে বর্ণিত প্রথম আয়াতখানাতে তাদেরকে দুআ' করতে আদেশ করা হয়েছে এবং উহা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যারা দুআ' করে না তাদের জন্য শাস্তির কথা উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।**

কা'ব আহবার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল নবী-রাসুল আরাইহিমুস সালামগণকে বলা হত দুআ' করুন। আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। এটা আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের বৈশিষ্ট। ইবনু কাছির।

যেমন-উবাদাতা ইবনু সামিত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শনেছি: আমার উম্মতকে এমন তিনটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য নবীদেরকে(আলাইহিমুস সালামগণকে) ছাড়া তাঁদের উম্মতগণকে দেওয়া হয় নি। বিষয় তিনটি হলঃ

(১) যখন কোন নবীকে প্রেরণ করা হত তাঁকে বলা হত দুআ' করুন, দুআ' কবুল করা হবে। আর এই উম্মতকে বলা হয়েছে দুআ' কর, তোমাদের দুআ' কবুল করা হবে।

(২) যখন কোন নবীকে প্রেরণ করা হত তাঁকে বলা হত, আপনার উপর ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই [১৭২]। আর এই উম্মতকে বলা হয়েছে তোমাদের উপর ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই [১৭৩]।

(৩) যখন কোন নবীকে প্রেরণ করা হত তাঁকে তাঁর কওমের উপর সাক্ষী করা হত। আর এই উম্মতকে সকল মানুষের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন।

("سُنَّةُ أَلدُّعَاءِ) দুআ' করার (سُنَّةُ) সুন্নাহ তথা নিয়মঃ

পার্থিব বিষয়ে কোন সফলতা অর্জন করতে গলে কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। কোন পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতীত সহজে কোন কাজ উদ্ধার করা যায় না। ঠিক তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করার পূর্বে দুআ'তে সফলতা অর্জনের জন্য দুআ'কারীকে অবশ্যই কিছু " السُّنَّةِ أَلشَّرعِيَّةُ "(আসসুন্নাতুশ শারইয়্যাতু) তথা **শরীযতী নিয়ম** মেনে চলতে হয়। এইসব নিয়ম দুআ' করার আদব হিসেবে গণ্য। মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করার পূর্বে দুআ'র আদব ও দুআ'র নিয়মাবলী জেনে নেওয়া দরকার। দুআ' করার সময় দুআ'র আদব ও নিয়মাবলী পালন

---

[১৭২] এখানে বাধ্যবাধকতা নেই বলতে বুঝায়, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব যেমন- তাওরাত, ইনিজল শরীফের হিফাজতের দায়িত্ব পালন করা। মহান আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের উপর অবতরণকৃত কিতাবসমূহের যেমন- তাওরাত, ইনিজল শরীফের হিফাজতের দায়িত্ব পালনের বধ্যবাধকতা তাঁদের নিজেদের (নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের) উপর ন্যস্ত না করে তাঁদের উম্মতের উপর দেওয়া হইত এবং তারা সেই দায়িত্ব পালনের জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-----

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ــ -سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ــ الْأَيَةُ (٤٤)

অর্থঃ- (পূর্ববর্তী নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের উম্মতদের অন্তর্ভুক্ত) দরবেশ ও আলেমগণকে এই ঐশী গ্রন্থের রক্ষণা-বেক্ষণের (দেখাশোনা করার) নির্দেশ দেওয়া হয়ে ছিল এবং তারা এর রক্ষণা-বেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৪৪।

[১৭৩] এখানে বাধ্যবাধকতা নেই বলতে বুঝায়, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ঐশী গ্রন্থ যেমন- তাওরাত, ইনিজল শরীফের রক্ষণা-বেক্ষণের(দেখাশোনা করার)নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কারণেই যখন তারা ঐশী গ্রন্থ যেমন- তাওরাত, ইনিজল শরীফের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেনি, তখন এই গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর অবতরণকৃত কিতাব পবিত্র কুরআনের রক্ষণা-বেক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ----------------

إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ــ سُوْرَةُ الْحِجْرِ ــ الْأَيَةُ (٠٩)

অর্থঃ- আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সুরা হিজর, আয়াত নং-০৯।

মহান আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং তিনি নিজে এর সংরক্ষক হওয়ায় এই উম্মতের উপর থেকে এর সংরক্ষনের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে গেছে। এটাকেই এই উম্মতের উপর ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই বলে বুঝানো হয়েছে।

করলে দুআ' কবুল হয়। আর দুআ' করার সময় দুআ'র আদব ও নিয়মাবলী পালন না করলে অধিকাংশ সময়েই দুআ'-প্রার্থনা কবুল হয় না। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করার পূর্বে দুআ'র আদব ও দুআ'র **السُّنَّةِ أَلْشَّرعِيَّةُ**"(আসসুন্নাতুশ শারইয়্যাতু) তথা **শরীয়তী নিয়ম** জেনে নেওয়া প্রত্যেক দুআ'-প্রর্থনাকারীরই উচিৎ ও কর্তব্য। নিম্নে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। দুআ' করার আদব ও নিয়মাবলী দুইভাগে বিভক্ত। একটি দুআ'আরম্ভ করার পূর্বে পালনীয় অপরটি দুআ' করা অবস্থায় পালন করতে হয়।

দুআ' আরম্ভ করার পূর্বে পালনীয় আদব ও (سُنَّةٌ) সুন্নাহ তথা নিয়মঃ

প্রথমতঃ (১) সুরা আল ফতিহা তিনবার পাঠ করা **(২)** সুরা আল ইখলাস তিনবার পাঠ করা **(৩)** সুবহানাল্লাহি ওআল হামদু লিল্লাহি ওআ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআল্লাহু আকবার তিন বার পাঠ করা দুআ' করার **(سُنَّةٌ)** সুন্নাহ তথা **নিয়ম** হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয়তঃ আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি কয়েক মর্তবা দরুদ ও সালাম পাঠকরা। ইহা দুআ'তে মোস্তাহাব হিসেবে গণ্য এবং দুআ' কবুল হওয়ার সহায়ক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, দুআ'তে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি কয়েক মর্তবা দরুদ ও সালাম পাঠকরা না হলে দুআ'সমূহ মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছায়না এবং দুআ' আকাশে আটকে থাকে **(১৭৪)** বলে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে।

দুআ'করার পূর্বে উপরে বর্ণিত সুন্নাত ও মোস্তাহাব নিয়মাবলী পালন করা দোআ' কবুল হওয়ার আলামত বা নিদর্শন ।যেমন-হাদিস শরীফে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী এসেছে।

(১) হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--

عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ وَكَانَتْ خَادِمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ قَالَتْ: " مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسُلْمَانَ رَضِىَ اللهُ وَهُوَ يَدْعُوْ فِي دُبُرِ الصَّلَوةِ فَقَالَ يَا سُلْمَانَ أَلَكَ حَاجَةٌ إِلَى رَبِّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ فَقَدِّمْ بَيْنَ يَدَى دُعَائِكَ ثَنَاءً عَلَى رَبِّكَ وَصِفْهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَسَبِّحْهُ تَسْبِيْحًا وَتَحْمِيْدًا وَتَهْلِيْلًا فَقَالَ سَلْمَانُ وَكَيْفَ أُقَدِّمُ ثَنَاءً يَا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا ثَنَاءُ اللهِ ، كَيْفَ أَصِفُهُ قَالَ تَقْرَأُ سُوْرَةَ الصَّمَدِ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا صِفَةُ اللهِ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ قَالَ فَكَيْفَ أُسَبِّحُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ " (نزهة المجالس)

অর্থঃ হযরত মায়মুনা বিনতে সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সালমান ফারসীর (রাদিআল্লাহু আনহু) নিকট নামাজের পর দুআ' করা অবস্থায় যেয়ে বললেন, তোমার কি তোমার রব বা প্রভূর নিকট কোন প্রয়োজন আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহি! তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তা হলে তুমি তোমার দুআ' করার পূর্বে তোমার রব বা প্রভূর প্রসংশা কর। তাঁর গুণ বর্ণনা কর যেমন তিনি নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর তাসবহি, তাহমিদ ও তাহলিলসহ গুণকীর্তন কর। হযরত সালমান(রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলাল্লাহি! আমি কিভাবে মহান আল্লাহর প্রসংশা করব ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, সুরা ফাতিহা পাঠ করিও, এইটা মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রসংশা, তারপর(পূনরায় সালমান বললেন) আমি কিভাবে তাঁর (আল্লাহর) গুন বর্ণনা করব ? তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন) সুরা সামাদ বা সুরা ইখলাস তিনবার পড়িও, এইটা তাঁর গুণ, এইটা দিয়েই তিনি(আল্লাহ তাআ'লা) নিজের গুণ বর্ননা করেছেন। তারপর(পূনরায় সালমান বললেন) আমি কিভাবে তাঁর (আল্লাহর) গুন কীর্তন করব ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَهَ**

---

(١٧٤)عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ": إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لاَ يَصْعُدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ "سنن الترمذي (٤٨٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয়ই দুআ' আকাশ-জমিনের মাঝখানে আটকে থাকে, উপরে উঠেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার নবীর প্রতি দরূদ পড়া না হয়। সুনানু তিরমিজি হাদিস শরীফ নং-৪৮৬ ।

إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ >>(সুবহানাল্লাহ, ওআল হামদু লিল্লাহি, ওআ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআল্লাহু আকবার)। তারপর তুমি তোমার প্রয়োজন (মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট) চাইবে। (নুজহাতুল মাজালিস)

(২) হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَال :بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : "عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّى ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ ، فَاحْمِدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ صَلِّ عَلَيَّ ، ثُمَّ ادْعُهُ " ثُمَّ صَلَّى اَخَرُ ، فَحَمَدَ اللهَ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :"سَلْ تُعْطَهُ " ـ المعجم الكبير ـ الجزأ الثَّامِن ـ (١٥١٨٩)

অর্থঃ-হযরত ফুদলাতা বিন উবাইদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বসে থাকতে অবস্থায়ই একজন লোক প্রবেশ করে নামাজ পড়লেন। অতপর বললেন: **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي** (হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন ও রহম করন), রাসুলুল্লাহি ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন: **"হে মুসল্লি ! তুমি তরান্বিত করে ফেললে, যখন তুমি নামাজ পড়ে বসবে তখন তুমি আল্লাহর যোগ্য অনুযায়ী তাঁর প্রসংশা করবে, অতপর তুমি আমার উপর দরুদ পড়বে, তারপর দুআ' করবে"** । অতপর সে(লোকটি)অন্য এক নামাজ পড়ল, তারপর আল্লাহর প্রসংশা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ পড়লে রাসুলুল্লাহি ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বলল: **"চাও (দুআ' কর) তোমাকে দেওয়া হবে (তোমার দুআ কবুল হবে)"**। আল-মু'জামুল কাবির, অষ্টম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-১৫১৮৯।

(২). দুআ' করা অবস্থায় দুআ'র ভিতরে পালনীয় (سُنَّةٌ) সুন্নাহ তথা নিয়মঃ

সূচনাঃ দুআ' করার সময় বা দুআ' করা অবস্থায় দুই হাত উপরে তোলা ও দুআ' শেষ করার পর হাত নীচে নামানোর পূর্বে দুই হাত দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা দুআর আদব ও দুআ'র **(سُنَّةٌ)** সুন্নাহ তথা **নিয়ম** এবং দুআ' কবুল হওয়ার আলামত বা নিদর্শন। দুআ' করার সময় বা দুআ' করা অবস্থায় দুই হাত উপরে তোলা সম্পর্কে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক বাণী এসেছে। কতিপয় হাদিস শরীফ নিম্নে বর্ণিত হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارِ السَّكُوْنِى ثُمَّ الْعَوْفِى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ لاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا ـ سُنَنُ أَبِي دَاوُدِ ـ (١٣٨٦)

অর্থঃ-"হযরত মালিক ইবনু ইয়াসার সাকুনী তারপর আওফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যখন তোমরা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট কিছু চাইবে তখন তোমরা তোমাদের হাতলির পেটের মাধ্যমে চাইবে (কিন্তু) হাতলির পিঠের মাধ্যমে চাইবে না। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং-১৩৮৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা

"عَنْ عَبْدِ اللهِ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ: ---- "سَلُواللهَ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ (مِنَ الدُّعَاءِ) فَا مْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ " ـ سُنَنُ أَبِي دَاوُدِ ـ (١٣٨٥)

অর্থ:- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের হাতলির পেটের মাধ্যমে চাও(দুআ' কর (কিন্তু) হাতলির পিঠের মাধ্যমে তাঁর(আল্লাহর) নিকট চাইবে না(দুআ' করবে না)। আর তোমরা দুআ' থেকে অবসর হলে তোমাদের হাতলির পেট দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল মোসেহ করবে"। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং-১৩৮৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফখানা

"عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : " إِذَا دَعَوْتُ اللهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَ لاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَا مْسَحْ بِهِمَا وُجُهَكَ " ـ سنن ابن ماجة شريف (٣٨٦٦)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "যখন তুমি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করবে তখন তুমি তোমার হাতলির পেটের মাধ্যমে

দুআ' করবে (কিন্তু) হাতলির পিঠের মাধ্যমে দুআ' করবে না। আর তুমি দুআ' থেকে অবসর হলে তোমার হাতলির পেট দিয়ে তোমার মুখমন্ডল মোসেহ করবে"। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬৬।

চতুর্থ হাদিস শরীফখানা

عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :قَالَ ، "إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا " ۔ سنن ابن ماجة شريف (٣٨٦٥) + سنن أبو داود (١٤٨٨) +مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٨٦٨)>>لَيْسَ فِيْهِمَا شَيْءٌ"

অর্থঃ- হযরত সালমান(রাদিআল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ তাঁর এমন বান্দার প্রতি এমন লজ্জিত সম্মাণিত(উদার) যে, যখন সে (দুআ'র উদ্দেশ্যে) তার দুইটি হাত তাঁর দিকে উপরে তোলে তিনি হাত দুইটিকে শুন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান (এমন অবস্থায় যে, উভয় হাতে কিছু নেই, (মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ)। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬৫+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৬৮ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফখানা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا لَيْسَ فِيْهِمَا شَيْءٌ" (٥٤٩١)المعجم الاوسط لِطبراني (١٤٨٨)

অর্থঃ- হযরত জাবির(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর এমন বান্দার প্রতি এমন লজ্জিত সম্মাণিত(উদার) যে, যখন সে (দুআ'র উদ্দেশ্যে) তার দুইটি হাত তাঁর দিকে উপরে তোলে তিনি হাত দুইটিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান যে, উহাতে কিছুই নেই"। মু"জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৫৯১।

দুআ'করা অবস্থায় হাত তোলা সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস শরীফ আছে। উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ হতে এই কথা প্রমাণিত হয়যে, দুআ' করার অবস্থায় দুইহাত তোলা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা হচ্ছে (**سُنَّةُ**) সুন্নাহ তথা **নিয়ম** এবং দুআ' করা অবস্থায় হাত না তোলা হচ্ছে (**سُنَّةُ**) সুন্নাহ তথা **নিয়মের** বরখেলাপ কাজ।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফখানা

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ "(3376) سنن الترمذي

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা "যখন দুআ'তে তাঁর দুটি হাত তুলতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে মুখন্ডল মোসেহ না করা পর্যন্ত তাঁর হাত দুখানা নীচে নামাতেন না"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭৬।

সপ্তম হাদি শরীফখানা

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ"

অর্থঃ-সাইব ইবনু ইয়াযিদের পিতা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাঁর দুটি হাত তোলে দুআ' করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মোসেহ করতেন "। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৯২।

দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা সম্পর্কে হাদিস শরীফে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণী আছে।

উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ (সুন্নাহ), প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে

দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ণ, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্ণদর্শী, দূরদর্শী উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মতে যে কোন দুআ' করার অবস্থায় বা সময় বিশেষ করে শেষ রাতের অভ্যন্তরে ও পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুইহাত তোলে দুআ' করা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা হচ্ছে (سُنَّةٌ) সুন্নাহ তথা **নিয়ম**।

দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা সম্পর্কে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী থাকা সত্বেও أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **"(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণ নিজেদের খেয়ালখুশী ও ইচ্ছা মাফিক আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীর বিপরীত মত পোষণ করেন এবং বলেন যে, দুআ' করার অবস্থায় বা সময় বিশেষ করে শেষ রাতের অভ্যন্তরে (তাহাজ্জোদের নামাজের পর) ও পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুইহাত তোলে দুআ'করা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা যাবে না বা হাত তোলা হারাম।

দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা সম্পর্কে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী থাকা সত্বেও দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা যাবে না বা হাত তোলা হারাম বলাই হচ্ছে ইসলাম ধর্মে বা ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনে "أَلْبِدْعَةٌ" (বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৭৫) ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনে এইরূপ "أَلْبِدْعَةٌ"(আল-বিদআ'তু) প্রচলন তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৭৬) প্রচলন হারাম বা নিষিদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য। কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা নিষেধ করেন নাই। বরং দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। কাজেই, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যাহা নিষেধ করেন নাই উহা কারো কর্তৃক নিষেধ করাই হচ্ছে ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনে "أَلْبِدْعَةٌ"(আল-বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"**(১৭৭) ।

أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করার জন্য القواعد المعتمدة (আল- কাওয়াইদুল মু'তামাদু) তথা অনুমোদিত বিধি ও FORMULA (ফর্মূলা)-সূত্রঃ

সূচনাঃ পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- Matametics-অংক, Physics-পদার্থ বিদ্যা, Chemistry-রসায়ন বিদ্যা, Pharmacology-ওষধ প্রস্তুতকরন বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো হচ্ছে প্রানী ও মানব কল্যাণের জন্য রচয়িত গ্রন্থসমূহ। এই সমস্ত গ্রন্থসমূহে কোন না কোন কিছু প্রস্তুত করন বা তৈরী করনের জন্য, সমাধানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি রয়েছে। উক্ত Formula (ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি ছাড়া কাঙ্খিত কোন কিছুই প্রস্তুত করা বা তৈরী করা, সমাধান করা মোটেই সম্ভব হবে না। উপরোক্ত বিদ্যাগুলোর মধ্যে উদাহরণস্বরূপ সহজবোধ্য একটি বিষয় হচ্ছে Matametics-অংক বিষয়। উক্ত Matametics-অংক বিষয়য়ের অন্তর্ভক্ত যে কোন একটি অংক কষতে যেমন Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, উক্ত Formula (ফর্মূলা)-সূত্র জানা না

---

(১৭৫) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৭৬) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৭৭) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

থাকলে কোন অংকই করা যায়না বা কষা যায় না। এমনকি Formula (ফর্মূলা)-সূত্র ছাড়া কোন অংকই হবে না। কিন্তু Formula(ফর্মূলা)-সূত্র জানা থাকলে একটি মাত্র Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শত শত, হাজারো হাজারো অংক করা বা কষা যায়। ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম ধর্মের প্রত্যেকটি عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করার জন্যও ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula (ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি রয়েছে। উক্ত Formula (ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি ছাড়া কোন عِبَادَةٌ (ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানই সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে না। কিন্তু উক্ত Formula(ফর্মূলা)-সূত্র জানা থাকলে একটি মাত্র Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শত শত, হাজারো হাজারো عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করা যাবে। তাই, ইসলাম ধর্মের যে কোন عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান যেমন- নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি عِبَادَةٌ (ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান আদায় করতে, কার্যকর করতে, সম্পাদন করতে ও পালন করতে একটি সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি রয়েছে। উক্ত সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি অবশ্যিকভাবে অনুসরণ ছাড়া কোন عِبَادَةٌ (ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানই বাস্তবায়ন হবে না। বরং সেই عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানই বাতিল বলে গণ্য হবে। সেই জন্যেই ইসলাম ধর্মের যে কোন عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান আদায় করতে, কার্যকর করতে, সম্পাদন করতে ও পালন করতে ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতির অনুসরন করা ফরজ বা আবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ নামাজের কথাই ধরে নিলাম। নামাজ নামক عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানটি আদায় করতে, কার্যকর করতে, সম্পাদন করতে ও পালন করতে ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি যেমন-নামাজ শুরু করার পূর্বেই একজন নামাজী ব্যাক্তিকে সর্বপ্রথমেই পবিত্র হতে হয়, তার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হতে হয়, নামাজের যায়গা পবিত্র হতে হয়, নামাজী ব্যাক্তিকে কেবলামুখী হতে হয়, তারপর নামাজ পড়ার নিয়্যাত করে তাকবিরে তাহরিমার মাধ্যমে নামাজ শুরু করতে হয়, অতপর, সানা, সুরা-কিরাআ'ত পড়তে হয়, রুকু-সিজদা করতে হয়, তারপর তাশাহুদ পড়া শেষে সালামের মাধ্যমে নামাজ সমাপ্ত করতে হয়। নামাজ আদায়, কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করার জন্য উপরে বর্ণিত কার্যক্রমগুলো হচ্ছে নামাজ নামক عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানটি আদায় করতে, কার্যকর করতে, সম্পাদন করতে ও পালন করতে একজন নামাজী ব্যাক্তিকে ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি। উক্ত সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি অবশ্যিকভাবে অনুসরণ ছাড়া নামাজ নামক عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানটি বাস্তবায়ন হবে না। বরং নামাজ নামক عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা)তথা ধর্মানুষ্ঠানটিই বাতিল বলে গণ্য হবে। নামাজ আদায়, কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করার জন্য ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতিটি রাত্রে-দিনে, একা-সম্মিলিতভাবে ফরজ নামাজ, নফল নামাজ আদায় করতে, কার্যকর করতে, সম্পাদন করতে ও পালন করতে সমভাবে আবশ্যিকভাবেই প্রযোজ্য। ঠিক তেমনিভাবে যে কোন عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান শেষে দুআ' করার জন্যও সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি রয়েছে। উক্ত সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula (ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি অবশ্যিকভাবে অনুসরণ ছাড়া কোন عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানই মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। বরং সেই عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানই خِدَاجٌ (খিদাজ) তথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেহেতু দুআ'ও হচ্ছে একটি عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান সেহেতু এই দুআ' নামক عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা)তথা ধর্মানুষ্ঠানটি কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করার জন্যও ইসলাম ধর্মের দেওয়া কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula (ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি রয়েছে। সেই জন্যেই যে কোন عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান শেষে মহান আল্লাহ তাআ'লার দরবারে দুআ'-প্রার্থনাকারীকে দুআ' করার জন্য ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি অনুসরণ করে দুআ' করতে হবে। দুআ' নামক عِبَادَةٌ(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানটি কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করার জন্য ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া গেল।

أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করার জন্য القواعد المعتمدة (আল-কাওয়াইদুল মু'তামাদু) তথা অনুমোদিত বিধি, FORMULA (ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি প্রয়োগের নীতিমালাঃ

(১) যে কোন **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান শেষে দুআ' করা আবশ্যক। এটা এই জন্য যে, দুআ' করা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সুন্নাহ-Formula(ফর্মূলা)-সূত্রঃ>**[১৭৮]**

(২) যে কোন নামাজ নামক **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান শেষে বিলম্ব না করেই হাত তোলে দুআ' করা অবশ্যক। এটা এই জন্য যে, ফরজ-নফল নামাজ নামক **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান শেষে বিলম্ব না করে হাত তোলে দুআ' করা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সুন্নাহ - Formula(ফর্মূলা-সূত্রঃ>**[১৭৯]**

(৩) **" أَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةِ "** > "দুআ'ই হচ্ছে ইবাদত"। অতএব, দুআ' নামক **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান কার্যকর করা আবশ্যক। এটা এই জন্য যে, দুআ' নামক **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান কার্যকর করা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সুন্নাহ-Formula(ফর্মূলা)-সূত্রঃ>**[১৮০]**

(৪) যে কোন **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠান শেষে দুআ'তে হাত তোলা ও দুআ' শেষে মুখমন্ডল মোসেহ করা অবশ্যক। এটা এই জন্য যে, দুআ'তে হাত তোলা ও দুআ' শেষে মুখমন্ডল মোসেহ করা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সুন্নাহ- Formula(ফর্মূলা)-সূত্রঃ>**[১৮১]**

([১৭৮])

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ " سنن الترمذي (٣٣٧١)

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : **"দুআ' " করা হচ্ছে ইবাদতের "সারবস্তু"** ,সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৩৭১।

([১৭৯])

عَنِ الْمِطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -"مسند أحمد(١٧٨٠٠)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া এবং সালাম দেওয়া , দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা),মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে : আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ! অতএব, যে এটা করবে না (যে কোন নামাজের পর দুই হাত (উপরে) তুলে দুআ' করবে না) তা হলে(তার) নামাজ অসম্পূর্ণ"। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০০।

([১৮০])

عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةِ "(٣٣٧٢) سنن الترمذي(١٤٧٩)سنن أبو داود

অর্থঃ- হযরত নু'মান বিন বশীর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "দুআ'ই হচ্ছে ইবাদত", সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৭৯ ।

([180])

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ" - سنن أبو داود (١٤٩٢)

অর্থঃ-সাইব ইবনু ইয়াযিদের পিতা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাঁর দুটি হাত তোলে দুআ' করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মোসেহ করতেন "।সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৯২।

এ বিষয়ে অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে। উপরে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে। সম্মাণিত পাঠকবর্গকে তা দেখে নেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হল ।

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: كَانَ رسول الله صلي الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٣٩٣٤) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٥٠٢)

(৫) দুআ'র প্রারম্বে আল্লাহর প্রশংসা করে দুআ'র প্রথমে, দুআ'র মাঝখানে ও দুআ'র শেষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ পড়া আবশ্যক। এটা এ জন্য যে, দুআ' কবুলের জন্য আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবীগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুম)এই সুন্নাহ ও বিধি শিক্ষা দিয়েছেন। Formula(ফর্মূলা)-সূত্রঃ>**(১৮২)**

উপরোল্লিখিত ক্রমিকসম্বলিত(১-৫)সংখ্যাতে বর্ণিত করণীয় কার্যক্রমগুলো হচ্ছে নামাজ নামক **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা) তথা ধর্মানুষ্ঠানটির মত দুআ' নামক **عِبَادَة**(ইবাদত-উপাসনা)তথা ধর্মানুষ্ঠানটি কার্যকর, সম্পাদন ও পালন করার জন্য ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতি ।

অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহুআনহুম)সুন্নাহ>>>>>>>>>>>>>>>>**>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>**

عَنِ الْعِرْبَاضِ--- عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم:" فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًافَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْن الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا

অর্থঃ-হযরত ইরবাদ (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "অতপরঃ আমার পর তোমাদের মধ্য থেকে যেই বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে তখন তোমাদের উপর আমার " السُّنَّةِ "(সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং আমার الْخُلَفَاء الْمَهْدِيِّيْن الرَّاشِدِيْنَ (খুলাফাউল মাহদিয়্যিনার রাশিদীন)তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাদের -সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহুম)) " السُّنَّةِ "(সুন্নাহ) তথা নিয়ম দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে" [অর্থাৎ আঁকড়ে ধরে রাখা, রক্ষা করা,পালন করা, মানা ফরজ]। আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭,ইবনে মাজাশরীফ, হাদিস শরীফনং-৪৪<<অনুসরণে রাত্রে-দিনে, একা-সম্মিলিতভাবে ফরজ নামাজ, নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার সমাপনান্তে মহান আল্লাহ তাআ'লার

অর্থঃ- হযরত আনাস(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "দুআ'তে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর দু হাত উপরে তুলতেন < এমনকি এতে তাঁর দুটি বোগই দেখা যেত", মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৯৩৪ + মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫০২।

(১৮২) ১ নং হাদিস শরীফ:---

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ :بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : "عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّى ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ ، فَاحْمِدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ صَلِّ عَلَيَّ ، ثُمَّ ادْعُهُ " ثُمَّ صَلَّى آخَرُ ، فَحَمَدَ اللهَ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :"سَلْ تُعْطَهُ " - المعجم الكبير لِطَبَرَانِي - الجزأ الثَّامِن - (١٥١٨٩)

অর্থঃ-হযরত ফুদালাতা বিন উবাইদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বসে থাকতে অবস্থায়ই একজন লোক প্রবেশ করে নামাজ পড়লেন, অতপর বললেনঃ **اللهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي** (হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন ও রহম করন), রাসুলুল্লাহি ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেনঃ **"হে মুসল্লি! তুমি তরান্বিত করে ফেললে, যখন তুমি নামাজ পড়ে বসবে তখন তুমি আল্লাহর যোগ্য অনুযায়ী তাঁর প্রসংশা করবে, অতপর তুমি আমার উপর দরুদ পড়বে, তারপর দুআ' করবে"** । অতপর সে(লোকটি)অন্য এক নামাজ পড়ল, তারপর আল্লাহর প্রসংশা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ পড়লে রাসুলুল্লাহি ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললঃ **"চাও (দুআ' কর) তোমাকে দেওয়া হবে (তোমার দুআ কবুল হবে)"**। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, অষ্টম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-১৫১৮৯।

(২ নং হাদিস শরীফ)--

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" لاَ تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ ، وَمَلَأَ قَدَحًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ ، وَإِلاَّ أَهْرَقَ فَاجْعَلُونِي فِي وَسْطِ الدُّعَاءِ، وَفِى أَوَّلِهِ، وَ فِي آخِرِهِ -(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -3117) وَ فِى الْمجمع " فَاذْكُرُوْنِيْ فِى أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِى وَسْطِهِ وَ فِى آخِرِ الدُّعَاءِ "

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালা বা পাত্রের মত করোনা, যখন আরোহী পথ চলতে ইচ্ছা করে তখন সে তার হুক বা আংটাগুলো ঝুলিয়ে রাখে এবং পেয়ালা বা পাত্র (পানিতে)পূর্ণ করে নেয়। যখন তার ওজু করার বা (পানি)পান করার প্রয়োজন হয় তখন সে ওজু করে বা পানি পান করে। আর তা না হলে(প্রয়োজন দেখা না দিলে)সে উহা ঢেলে ফেলে দেয়। অতএব,(তোমরা কিন্তু আমার বেলায় তা করো না বরং)তোমরা আমাকে দুআ'র মাঝে, প্রথমে এবং শেষেও রাখবে, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৭।

মাজমা গ্রন্থে এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, **"তোমরা আমাকে দুআ'র প্রথমে, মাঝে ও শেষেও স্বরণ করবে"**।

দরবারে দুআ'-প্রার্থনাকারীকে দুআ' করার জন্য ইসলাম ধর্মের দেওয়া উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতিগুলো দুআ'-প্রার্থনার সময় অনুসরণ করা ও মানা প্রতিটি দুআ'-প্রার্থনাকারীর জন্য আবশ্যক যেমনিভাবে রাত্রে-দিনে, একা-সম্মিলিতভাবে ফরজ নামাজ, নফল নামাজ নামক **عِبَادَةٌ**(ইবাদত-উপাসনা)তথা ধর্মানুষ্ঠানটি আদায় করতে, কার্যকর করতে, সম্পাদন করতে ও পালন করতে ইসলাম ধর্মের দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি, Formula(ফর্মূলা)-সূত্র ও পদ্ধতিগুলো একজন নামাজীর জন্য অনুসরণ করা ও মানা আবশ্যক। অন্যথায় দুআ'-প্রার্থনাকারীর দুআ'-প্রার্থনা মহান আল্লাহ তাআ'লার দরবারে কবুল হবে না। বরং দুআ' নামক **عِبَادَةٌ**(ইবাদত-উপাসনা)তথা ধর্মানুষ্ঠানটিই **خِدَاجٌ** (খিদাজ)তথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

***পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুআ' করা কি?**

আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী মোতাবেক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর দুআ' করা অধিক উত্তম এবং ঐসময়ের দুআ' মহান তাআ'লার নিকট কবুল হয় । যেমন হাদিস শরীফে আছে---------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَ بِى أُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ، قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِرِ وَدُبُرِ الصَلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ "(٣٤٩٩) سنن الترمذي

অর্থঃ- আবু উমামাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহি, কোন দুআ' বেশী শুনা হয় অর্থাৎ কবুল হয় ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, "শেষ রাতের অভ্যন্তরে ও পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪৯৯

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَرِيْضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ - الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَّبَرَانِي (١٥٠٥٠)

অর্থঃ- হযরত ইরবাদ বিন সারিয়াহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ফরজ নামাজ পড়ল তার কবুলকৃত দুআ' রয়েছে আর যে কুরআন খতম করে তারও কবুলকৃত দুআ' রয়েছে। মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫০৫০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَبَاءَسُ ، وَتَمَسْكَنُ ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ ، وتَقُوْلُ : اللهمَّ اللهمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -"مسند أحمد(١٧٧٩٥)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্ত বলে জাহির করা), মিসকিন সাজা, (সালামের পর) তুমি **(الْإِقْنَاعُ)** ইকনা' করবে (তুমি তোমার দুই হাত (উপরে) তুলবে), আর বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা, অতএব, যে এটা করবে না (যে কোন নামাজের পর দুই হাত (উপরে) তুলে দুআ' করবে না) তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৫ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللهمَّ اللهمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -"مسند أحمد(١٧٨٠٠)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া এবং সালাম দেওয়া, দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্ত বলে জাহির করা), মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ! অতএব, যে এটা করবে না (যে কোন নামাজের পর দুই হাত (উপরে) তুলে দুআ' করবে না) তা হলে(তার) নামাজ অসম্পূর্ণ"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০০ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللهمَّ اللهمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الْإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد(١٧٨٠١)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্ত বলে জাহির করা), মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা! অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে নামাজ অসম্পূর্ণ"। শুবা (রাদিআল্লাহ আনহু) বললেন: আমি বল্লাম: (**صَلاَتُهُ خِدَاجٌ**) তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন: হাঁ, আমি তাকে (হযরত মুত্তালিবকে) বললাম: (**مَا الْإِقْنَاعُ** ؟ ইকনা' কি ? তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন "। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبّا سٍ ، عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَمَسْكَنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خداجٌ -" مسند أحمد ـ (١٧٧٩٧)، وَفِى رِوَايَةٍ ـ فَقَالَ فِيْهِ قَوْلًا شَدِيْدًا+ (٥٤٩١)المعجم الاوسط لِطبراني (٨٦٣٢)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত (**الْإِقْنَاعُ**) ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) (**الْإِقْنَاعُ**) ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভুর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে: ইয়া রব ইয়া রব! অতএব, যে এটা করবে না(যে কোন নামাজের পর দুই হাত (উপরে) তুলে দুআ' করবে না)তা হলে (তার) নামাজ **خداجٌ** (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ"(তিনি কঠিন কথা বললেন)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৭+ মু"জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৬৩২।

মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফের উপরে বর্ণিত ৪টি(চারটি) হাদিস শরীফ এবং মু"জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফের ০১টি(একটি) হাদিস শরীফ মোট ৫টি হাদিস শরীফই একটি অপরটির সম্পুরক ও পরস্পর ব্যাখ্যাস্বরূপ। উপরে বর্ণিত ৫টি(পাঁচটি) হাদিস শরীফ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করার বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ ও অন্যান্য ওজিফাসমূহ নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করার পর পড়তে হবে।

*নামাজের ভিতর সুরা আল-ফাতিহা না পড়লে যেমন নামাজ **خداجٌ** (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় তেমনিভাবে উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের আলোকে অন্তত " **اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ** " অথবা " **يَا رَبِّ يَا رَبِّ** " শব্দগুলো দুআ' হিসেবে বলার জন্য নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'না করলে নামাজী ব্যাক্তির নামাজ **خداجٌ** (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় মর্মে মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফে বর্ণিত আমি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ৪টি(চারটি) হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছি। কাজেই, উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের আলোকে অন্তত " **اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ** " অথবা " **يَا رَبِّ يَا رَبِّ** " শব্দগুলো দুআ' হিসেবে বলার জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুই হাত উপরে তুলতে হবেই। সেই জন্যেই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুআ' করার গুরুত্ব বুঝার জন্য সর্বপ্রথম দুআ' করার মর্যাদা তুলে ধরে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো বলেনঃ---

হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ ـ سنن الترمذي (٣٣٧٠)

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “দুআ’ করার চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট অধিক সম্মাণিত এমন কিছু নেই” । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭০।

(২) ইবাদতকারী দুআ’ না করলে ইবাদতের ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবে বা ইবাদতের ফল পাবে না মর্মে গুরুত্ব বুঝার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-----------------------------

হাদিস শরীফ:

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "(٣٣٧١) سنن الترمذي

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “দুআ’” করা হচ্ছে ইবাদতের “সারবস্তু”, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭১।

(৩) ইবাদতকারী ইবাদত পালনের পর ইবাদতের ফল পেতে হলে দুআ’ করার পদ্ধতি অনুসরণ করার গুরুত্ব বুঝার জন্য যে কোন সময়ই দুআ’ করা অবস্থায় দুই হাত উপরে তুলতে হবে মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--

হাদিস শরীফ:

"عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : " إِذَا دَعَوْتُ اللهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَ لاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَا مْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ "ـ سنن ابن ماجة شريف (٣٨٦٦)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: “যখন তুমি মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট দুআ’ করবে তখন তুমি তোমার হাতলির পেটের মাধ্যমে দুআ’ করবে (কিন্তু) হাতলির পিঠের মাধ্যমে দুআ’ করবে না। আর তুমি দুআ’ থেকে অবসর হলে তোমার হাতলির পেট দিয়ে তোমার মুখমন্ডল মোসেহ করবে” । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬৬।

হাদিস শরীফ:

عَنْ سَلْمَانَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ ، "إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَّرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا " ـ سنن ابن ماجة شريف ـ ـ (٣٨٦٥)+ سنن أبو داود ـ ـ (١٤٨٨)

অর্থঃ- “হযরত সালমান(রাদিআল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু তাঁর এমন বান্দার প্রতি এমন লজ্জিত সম্মাণিত(উদার) যে, যখন সে (দুআ'র উদ্দেশ্যে) তার দুইটি হাত তাঁর দিকে উপরে তোলে তিনি হাত দুইটিকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান” । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬৫+ আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৮৮।

হাদিস শরীফ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ "ـ سنن الترمذي ـ (٣٣٧٦

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা “যখন দুআ'তে তাঁর দুটি হাত তুলতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে মুখন্ডল মোসেহ না করা পর্যন্ত তাঁর হাত দুখানা নীচে নামাতেন না” । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭৬।

হাদিস শরীফ:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ"ـ سنن أبو داود ـ (١٤٩٢)

অর্থঃ-সাইব ইবনু ইয়াযিদের পিতা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাঁর দুটি হাত তোলে দুআ’ করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মোসেহ করতেন ” । সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৯২।

তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহে যে কোন সময়ে বিশেষ করে নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ’ করার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব থাকায় " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা“ সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর “সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’- তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম

উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত,**اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ণ, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্ণদর্শী, দূরদর্শী উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনে বৈধ, (**سُنَّةُ**) সুন্নাহ তথা নিয়ম এবং ঐ সময়ের দুআ' কবুল হয়। কাজেই, প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিৎ যে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পরের সময়গুলোকে অধিক মূল্যমান মনে করে উক্ত সময়ে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা। কারণ, উক্ত সময়গুলোতে দুআ'করা খুবই উত্তম এবং সৌভাগ্যের বিষয়।

অতএব, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**"(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মধ্যে যারা **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নামধারী নয় তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত হাদিস শরীফে দুআ'র গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় নিজেদের খেয়ালখুশী ও ইচ্ছা মাফিক আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীর বিপরীত মত পোষণ করে বলেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ করা হারাম, বিদআ'ত, তবে তাসবিহ-তাহলীল পড়া যেতে পারে। তাদের এই মতটি ইসলামি শরীয়তে (**اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনে "**اَلْبِدْعَةُ**"(আল-বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৮৩)।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুইহাত তোলে দুআ' করা ও দুআ'শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা কি ?

সুচনা: মুখমন্ডল মোসেহ করা বা দুইহাত না তোলে দুআ' করার বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে নির্দিষ্ট কোন বাণী নেই। তবে উক্ত সময়গুলোতে দুআ' কবুল হওয়ার কথা পবিত্র হাদিস শরীফে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী আছে যা অত্র দুআ'র পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ'শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা সম্পর্কে হাদিস শরীফে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণীও রয়েছে।

অতএব, উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে যে কোন সময়ে দুআ' করলেই দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা (**سُنَّةُ**) সুন্নাহ তথা **নিয়ম**। দুআ' করার অবস্থায় বা সময় দুইহাত তোলা ও দুআ'শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ উম্মুক্ত। এটা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে বা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পরেই হউক বা অন্য যেকোন সময়েই হউক উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের (১৮৪) আলোকে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট

---

(১৮৩) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৮৪)

"عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " إِذَا دَعَوْتُ اللهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَ لاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَا مْسَحْ بِهِمَا وُجُهَكَ ـ سنن ابن ماجة شريف" (٣٨٦٦)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: -"যখন তুমি মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'করবে তখন তুমি তোমার হাতলির পেটের মাধ্যমে দুআ'করবে (কিন্তু) হাতলির পিঠের মাধ্যমে দুআ'করবে না । আর তুমি দুআ'থেকে অবসর হলে তোমার হাতলির পেট দিয়ে তোমার মুখমন্ডল মোসেহ করবে"। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬৬ ।

তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (সুন্নাহ), প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী, মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে সূক্ষ্ম, পরিপক্ক, গভীর জ্ঞানের অধিকারী সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মতে যে কোন দুআ' করার অবস্থায় বা সময় বিশেষ করে শেষ রাতের অভ্যন্তরে ও পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুইহাত তোলে দুআ'করা ও দুআ'শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা হচ্ছে **(سُنَّةٌ)** সুন্নাহ তথা **নিয়ম**।

আর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণ নিজেদের খেয়ালখুশী ও ইচ্ছা মাফিক ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞতাবশতঃ আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীর বিপরীত মত পোষণ করেন এবং বলেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুইহাত তোলে দুআ' করা ও দুআ' শেষে হাতের পেট দিয়ে মুখমন্ডল মোসেহ করা হারাম । তাদের এই মতটি ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة)** ") তথা ইসলামি আইনে **"اَلْبِدْعَةُ"**(আল-বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৮৫)।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর একা বা সম্মিলিতভাবে ইমামের সাথে দুআ' করা কি ?

সুচনা: মহাপবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে শর্তহীনভাবে শুধু দুআ' করতে বলা হয়েছে। এতে একা, সম্মিলিতভাবে বা ইমাম সহ দুআ'করার কোন শর্ত করা হয়নি। একা, সম্মিলিতভাবে বা ইমাম সহ দুআ' করাতে যেমন দোষ নেই তেমনি নিষেধাজ্ঞাও নেই। তাই, কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক দুআ' করার সময় কোন শর্তারোপ করা ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة)** ") তথা ইসলামি আইনে **"بِدْعَةٌ"**(বিদআ'তুন) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৮৬)। তবে, সম্মিলিতভাবে দুআ' কবুলের সম্ভাবনা বেশী থাকায় এবং নামাজের পর ইমাম মুসল্লিদের জন্য দুআ' না করে শুধু নিজের জন্য দুআ' করাকে ইমামের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা গণ্য বলে হাদিস শরীফে বাণী রয়েছে। তাই যে কোন দুআ' করার সময় বা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর সাধারণত সম্মিলিতভাবে দুআ' করার নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে বা সম্মিলিতভাবে দুআ' করা অস্বীকারীদের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণী-

---

وَتُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ الْأَيَةُ (٣١)

عَنْ سَلْمَانَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ ، "إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَّرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا " سنن ابن ماجة شريف (٣٨٦٥) + سنن أبو داود - (١٤٨٨)

অর্থঃ- " ।হযরত সালমান(রাদিআল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন : নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ তাঁর এমন বান্দার প্রতি এমন লজ্জিত সম্মাণিত(উদার) যে, যখন সে (দুআ'র উদ্দেশ্যে) তার দুইটি হাত তাঁর দিকে উপরে তোলে তিনি হাত দুইটিকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান" ।সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬৫ ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ "ـ سنن الترمذي (٣٣٧٦)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা "যখন দুআ'তে তাঁর দুটি হাত তুলতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে মুখন্ডল মোসেহ না করা পর্যন্ত তাঁর হাত দুখানা নীচে নামাতেন না" । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭৬।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ" ـ سنن أبو داود (١٤٩٢)

অর্থঃ-সাইব ইবনু ইয়াযিদের পিতা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাঁর দুটি হাত তোলে দুআ' করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মোসেহ করতেন " ।সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৯২ ।

(১৮৫) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৮৬) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

অর্থঃ-**মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফল হও ।সুরা আন নুর, আয়াত নং-৩১**
<< অনুসারে মুমিনগণ যেখানেই একত্রিত হয়ে দুআ'-মুনাজাত-তাওবা-ইস্তিগফার করবে তখনই ফরজ হিসেবে তথা আবশ্যিকভাবে সম্মিলিতভাবে দুআ' করার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ, উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতে সম্মিলিতভাবে দুআ' করলে তা কবুল হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিশেষকরে পবিত্র কুরআনের আয়াতে যেখানেই দুআ'-মুনাজাত-তাওবা-ইস্তিগফার করার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে সেখানেই দু-এক জায়গা ব্যতীত সব জায়গায়ই সম্মিলিতভাবে দুআ' করতে বলা হয়েছে। তাই, সম্মিলিতভাবে দুআ' করা অস্বীকারীদের জন্য আবশ্যিকভাবে সম্মিলিতভাবে দুআ' করার নীতিই অবলম্বন করতে হবে। যেমন হাদিস শরীফে আছে----------------------------

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ وَكَانَ مُسْتَجَابًا قَالَ لِلنَّاسِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، يَقُوْلُ: " لاَ يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلاَّ أَجَابَهُمُ اللهُ" ـ الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِطَبَرَانِي (٣٤٥٦)

অর্থঃ-হযরত হাবিব বিন মাসলামাতাল ফিহরী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যিনি মুসতাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন তিনি মানুষদেরকে বললেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "কোন সমাবেশ সংঘটিত হলে (লোকজন সম্মিলিতভাবে একত্রিত হলে) তাদের কেউ দুআ' করলে আর তাদের সকলে 'আমীন' বললে আল্লাহ তাদের দুআ'য় সাড়া দেন (কবুল করেন)। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪৫৬। উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকেও আমরা জানতে পারলা যে, সম্মিলিতভাবে দুআ' করলে সেই দুআ' আল্লাহ কবুল করেন। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই সাধারনণত সহজেই মানুষের সমাবেশ ঘটে থাকে। অন্য সময়ে মানুষের সমাবেশ ঘটানো এত সহজ হয়না। তাই, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর মুসল্লিদের সমাবেশ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইমাম সাহেব দুআ' করলে আর মুক্তাদীরা আমীন, আমীন বললে মহান আল্লাহ সেই দুআ' কবুল করবেন। শুধু নির্বোধ ও বোকারাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর দুআ' করা পরিত্যাগ করবে।

তাছাড়া, নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ অনুযায়ী **"পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর একা বা সম্মিলিতভাবে ইমামের সাথে দুআ' করা"** উভয়টিই প্রমাণিত হয়।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَايَقُوْلُ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ[يَا] ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ" ـ مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ (٣١٠٢)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন (নামাজে)সালাম ফিরতেন তখন তিনি--->>

" اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ [يَا] ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ "

<<বলা পরিমান ছাড়া বসতেন না। মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৩১০২+ সামন্য শব্দের পার্থক্যসহ(**يَجْلِسْ**) হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে, মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৩১০৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ، قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُوْلُ : " اللهمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ "ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٢٨٤٣) + سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ـ(٩٢٨)+ مُسْلِمٌ (٥٩١)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তিনি তার নামাজ থেকে মুসল্লিমুখী হতে চাইতেন তখন বলতেন: **اَسْتَغْفِرُ اللهَ** তিনবার, অতপর বলতেন:------

" أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ",

মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৮৪৩+ সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৯২৮+ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ, নং-৫৯১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজের সমাপ্তিতে (যেমন-যোহর, মাগরিব ও ই'শার নামাজে) মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরাবার পূর্বেই তিনবার ইস্তিগফার পড়ে দুআ' করতেন।

যেহেতু আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজের পর মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরাবার পূর্বে তিনবার ইস্তিগফার পড়েই<< "اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ" << বলে দুআ' করতেন সেহেতু এই দুআ' করা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি>>>>>>>>>>

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ" ـ سنن أبو داود ـ (١٤٩٢)

অর্থঃ-সাইব ইবনু ইয়াযিদের পিতা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাঁর দুটি হাত তোলে দুআ' করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মোসেহ করতেন " ।সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৯২ ।<<উপরোক্ত হাদিস শরীফ অনুসারে সকল মুসল্লিদেরকে নিয়ে হাত তুলেই দুআ' করতেন ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَنْظُرَ فِى جَوْفِ بَيْتِ إِمْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ " ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٢٨٥٠) + سُنَنُ ابْنُ مَاجَه (٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন: মুসলমানদের কোন লোকের জন্য অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত কারো বাড়ীর ভিতর দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়, যদি সে দৃষ্টি দেয় তা হলে সে ঢুকেই ফেলল এবং মুসলমানদের এমন লোকের জন্য কোন সম্প্রদায়েরই ইমামতি করা বৈধ নহে যে তাদের জন্যে দুআ' না করে শুধু সে নিজের জন্যেই দুআ' করে, যে এরূপ করবে সে মুসল্লিদের সাথে খিয়ানত তথা বিশ্বাস ঘাতকতা করল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৮৫০+ সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৯২৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইমামতি করলে একা দুআ' না করে সম্মিলিতভাবে দুআ' করতে হবে এবং ইমামতি করে নামাজের পর সম্মিলিতভাবে দুআ' না করলে তার জন্য ইমামতিই বৈধ নয় বরং সে বিশ্বাসঘাতক।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لاَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ إِلاَّ دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: يَدْعُوْنَ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلاَ يَخُصُّوْنَهُ شَيْئًا إِلاَّ فِى الْمُؤْمِنِيْنَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا ، ثُمَّ يَعُمّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ، يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا ،هَذِهِ خَاصَّةٌ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، بَعْدُ، وَلاَ يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلاَّ كَذَالِكَ ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (1883)

অর্থঃ-হযরত আব্দুর রাজ্জাক ইবনু জুরাইজ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি আ'তাকে বললাম: আপনার নিকট কি এ কথা পৌঁছেছে যে, এটা বলা হচ্ছিল: ইমামের উপর বাধ্যতামূলক যে, তিনি তার পিছনে যারা আছে তাদের জন্য নিজের অনুরূপ দুআ' না করে নিজের জন্য দুআ' করবে না? তিনি(আ'তা) বললেন: হা! আমি (আব্দুর রাজ্জাক) বললাম: তা হলে তাদের(ইমামদের)উপর কি বাধ্যতামূলক(উচিৎ)? তিনি(আ'তা) বললেন: তাঁরা (ইমামগণ) নিজেদের জন্য, মুমিন পুরুষ-মহিলাদের জন্য দুআ' করবেন ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করবেন), তাঁরা মুমিনদের বিষয় ব্যতীত নিজেদের জন্য কোন কিছুই খাস বা নির্দিষ্ট করবেন না। আমি (আব্দুর রাজ্জাক) বললাম: তিনি(ইমাম) কি ভাবে দুআ' করবেন? তিনি(আ'তা) বললেন: তিনি(ইমাম)বলবেন:------------------------------

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

(হে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন)। অতপর, সকল মুমিন পুরুষ-মহিলাদেরকে দুআ'তে অন্তর্ভুক্ত করবেন। তারপর, তাদেরকে দিয়ে প্রথমে দুআ' আরম্ভ করবেন, তাদেরকেই খাস বা নির্দিষ্ট করে বলবেন: **اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا** (হে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন), এটা হচ্ছে তাদের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট। অতপর, সকল মুমিন পুরুষ-মহিলাদেরকে দুআ'তে অন্তর্ভুক্ত করবেন। এ ছাড়া যারা তার(ইমামের) পিছনে আছে তাদের কারো নাম নিবেন না। মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-১৮৮৩।

উপরোক্ত চতুর্থ হাদিস শরীফ থেকে সম্মিলিত দুআ'তে শব্দমালার ব্যবহার পদ্ধতিও জানা গেল।

জানাযার নামাজের পর পূনরায় সকলে সম্মিলিতভাবে দুআ' করার ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّةُ")তথা ইসলামি আইনে এর হকুম কি?

সুচনাঃ জানাযার নামাজের পর পূনরায় সকলে সম্মিলিতভাবে দুআ'করার বা দুআ'না করার ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّةُ"**) তথা ইসলামি আইনে কোন সুনির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ নাই। কেহ ইচ্ছা করলে জানাযার নামাজের পর পূনরায় একা বা সকলে সম্মিলিতভাবে দুআ'করতে পারে, অন্যথায় ইচ্ছা না করলে দুআ' নাও করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

তবে, এখানে জানাযার নামাজের পর পূনরায় একা বা সকলে সম্মিলিতভাবে দুআ' করার বিষয়ে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী ও তাঁর কর্মের উপর ভিত্তি করে উৎসাহ দানমূলক কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

১. জানাযার নামাজ যেহেতু একটি মহান ইবাদত সেহেতু আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী-

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "ـ سنن الترمذي (٣٣٧١)

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : **"দুআ'" করা** হচ্ছে ইবাদতের **"সারবস্তু"**, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭১<এর অনূসরনে জানাযার নামাজের পর পূনরায় একা বা সকলে সম্মিলিতভাবে দুআ' করা যেতে পারে।

২. জানাযার নামাজই তো এটি দুআ। দুআ' বলার কারন এই যে, এতে রুকু, সেজদা নাই, উপরন্ত যেহেতু জানাযার নামাজের ভিতরই তো মৃতব্যাক্তির জন্য দুআ' করা হয় সেহেতু জানাযার নামাজ হচ্ছে একটি খালেস দুআ' হিসেবে গণ্য। সেই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, জানাযার নামাজের পর দুআ' করার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে! কিন্তু যেহেতু হাদিস শরীফে " দুআ' করাকে" ইবাদত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে **<<যেমন- আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন ---**

عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ: قَالَ "أَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةِ "(٣٣٧٢) سنن الترمذي(١٤٧٩)سنن أبو داود

অর্থঃ- হযরত নু'মান বিন বশীর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ **"দুআ'ই** হচ্ছে **ইবাদত",** সুনানু আবু দাউদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৭৯<< সেহেতু উপরোক্ত হাদিস শরীফ অনূযায়ী এই কথা বলা যায় যে, জানাযার নামাজ দুআ' হওয়া সত্বেও ইহা একটি ইবাদত। তাই, জানাযার নামাজের পর পূনরায় একা বা সকলে সম্মিলিতভাবে দুআ'করা যেতে পারে। এতে দোষও নেই এবং নিষেধাজ্ঞাও নেই। তাছাড়া, জানাযার নামাজের ভিতর যেই সুনির্দিষ্ট দুআ' করা হয় তা জানাযার নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়। তা না হলে তো জানাযার নামাজই হবেনা। তাই, **"দুআ'"** করা হচ্ছে ইবাদতের **"সারবস্তু"।** সে হিসেবে জানাযার নামাজের পর দুআ' করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।

দুআ'করার অবস্থার বর্ণনাঃ

দুআ'করার অবস্থা মূলত: দুইটি ।

(১). প্রার্থনামূলক ইবাদত পালনের পর দুআ' করা ।

(২). প্রার্থনামূলক ইবাদতবিহীন দুআ' করা ।

(১.) প্রার্থনামূলক ইবাদত পালনের পর দুআ' করা >প্রার্থনামূলক ইবাদত পালনের পর দুআ করা হচ্ছে এই যে, যেমন- পাঁচ ওয়াকাত ফরজ নামাজ, অন্যান্য নফল নামাজ যেমন-ইশরাক, দুহা, আওয়াবিন, তাহাজ্জোদ, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল এবং আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর সালাত ও সালামসহ ইত্যাদি ইবাদত পালনের পর দুআ' করা। ইবাদত পালনের পর দুআ' করাকে হাদিস শরীফে ইবাদতের **"সারবস্তু"** বলা হয়েছে। যেমন- হাদিস শরীফে আছে--

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ " ـ سنن الترمذي ـ (٣٣٧١)

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ **"দুআ'" করা** হচ্ছে ইবাদতের **"সারবস্তু"**। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭১।

ইবাদত পালনের পর দুআ' করাকে হাদিস শরীফে ইবাদতের **"সারবস্তু"** বলার কারন এই যে, দুআ'-প্রার্থনার মাধ্যমে ইবাদতের উপসংহার টানা হয়ে থাকে। যেমন পার্থিব কোন কাজ শেষে ইতি বা ইপসংহার টানা হয় ঠিক তেমনিভাবে দুআ'ও প্রত্যেক ইবাদতের ইতি বা উপসংহার হিসেবে গণ্য। কারণ, ইবাদত পালনের পর দুআ' করার সময় মনে অত্যাধিক খুশু-খুজু ও একাগ্রতা বিরাজমান থাকে। উক্ত সময়ে হুজুরুল কালব বা মন ইপস্থিত থাকে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি মন খুবই বিনয়ী ও নম্র হয়। দুআ' করার সময় দুই হাত উপরে তোলা পূর্বে বর্ণিত হাদিস শরীফ অনূসারে ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)** "(তথা ইসলামি আইনে (**سُنَّةُ**) সুন্নাহ তথা **নিয়ম** বিধায় কোন ইবাদত পালনের পর মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করার সময় দুই হাত উপরে তোলা দুআ' কবুল হওয়ার নিকটবর্তী। কারণ, কোন ইবাদত পালনের পর দুআ' করা হচ্ছে সাধারনতঃ অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট এবং আবেগাপ্লুত দুআ'। ইবাদত পালনের পর দুআ'-প্রার্থনাকারী যে দুআ' করে ইহা তার মনের অনূভূতি থেকেই নিজের সাধ্যানূযায়ী আন্তরিকভাবে খুবই বিনয়ের সাথে, মনের শান্তিতে অনির্দিষ্টভাবে করে থাকে। এমতাবস্থায় দুআ' করার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কোন দুআ' থাকে না। তাই, যেহেতু এই সময়কার দুআ' সাধারনতঃ দীর্ঘ ও ব্যাপক হয়ে থাকে এবং স্বেচ্ছানূযায়ী করে থাকে বিধায় একান্তভাবে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন মনে করে অহংকার ত্যাগ করে, একজন তুচ্ছ ভিক্ষুকের মত দুইহাত উপরে তোলে চোখের পানি ফেলে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট এই নাছোর বান্দা কি যেন বলছে এমন একটি স্বর্গীয়ভাব তার মনে ফুটে উঠে। ফলে, এইরূপ অবস্থায় দুআ'কারীর দুআ'সাধারনতঃ কবুল হয়ে থাকে। তাই, ইবাদত পালনের পর দুআ' করার সময় দুইহাত উপরে তোলে দুআ' করলেই মনে খুশু-খুজু ও একাগ্রতা বিরাজ করে। সেই জন্যেই ইবাদত পালনের পর দুআ' করার সময় দুই হাত উপরে তোলেই দুআ' করা উত্তম। তাছাড়া, আমাদেরকে একটি কথা ভাল করেই অনুধাবন করতে হবে যে, আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যাহাই বলেন সবই প্রথমে স্বয়ং তিনি নিজে আমল করেই মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁর উম্মতকে বলার জন্যেই **" ওহী"** মারফত আদিষ্ট হয়েই বলে থাকেন। ওহী মারফত প্রাপ্ত আদেশ স্বয়ং তিনি নিজে আমল না করে তিনি তা তাঁর উম্মকে বলেন না। তাই, তাঁর সব বাণীই **"ওহী"** মারফত প্রাপ্ত। সেই দৃষ্টিকোন থেকে সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফে বর্ণিত ৩৩৭১ নং হাদিস শরীফখানাও তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁর উম্মতকে বলার জন্যেই এবং তা স্বয়ং নিজে আমল করেছেন মর্মেই আবগত করানোর জন্যেই তিনি তাঁর উম্মতকে " ওহী" মারফত আদিষ্ট হয়েই বলেছেন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফে বর্ণিত ৩৩৭১ নং হাদিস শরীফখানা হচ্ছে---

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : "اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "(٣٣٧١) سنن الترمذي

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ **"দুআ' করা** হচ্ছে ইবাদতের **" সারবস্তু "**। তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত **تَرْغِيْبٌ** (তারগীব) তথা উৎসাহ মোতাবেক আমল করা হচ্ছে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অত্র হাদিস শরীফখানার প্রতি সম্মাণ করা। অন্যথায় হাদিস শরীফখানার প্রতি অমান্য ও অবমান্না করা হয় এবং অসম্মাণ প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত **"اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ"** অর্থঃ "দুআ' করা হচ্ছে ইবাদতের "সারবস্তু" সম্পর্কীয় হাদিস শরীফখানার **" تَرْغِيْبٌ"** (তারগীব) তথা উৎসাহটি আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত কয়েকখানা হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে এই কথাই বর্ণিত হয়েছে যে, যেকোন ইবাদত বা বিশেষকরে নামাজ সম্পর্কীয় ইবাদত পালনের পর সালাম ফিরানোর পর পরই দেরী না করে, বিরতি না দিয়ে দুই হাত উপরে তোলেই দুআ'স্বরূপ অন্ততপক্ষে **اَللَّهُمَّ** অথবা **يَا رَبَّ يَا رَبَّ اَللَّهُمَّ** শব্দাবলী বা বাক্যবলী বলতে হবে। এটাই ইসলামি শরীয়তে **(اَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة)** "(তথা ইসলামি আইনে (**سُنَّةُ**) সুন্নাহ তথা **নিয়ম**। কারণ, একটি ইবাদত পালনের পর অন্য আর একটি ইবাদত শুরু করার পূর্বেই দেরী না করে, বিরতি না দিয়ে দুই হাত উপরে তোলেই দুআ'স্বরূপ অন্ততপক্ষে **اَللَّهُمَّ اَللَّهُمَّ** অথবা **يَا رَبَّ يَا رَبَّ** শব্দাবলী বা বাক্যবলী বলে প্রথম ইবাদতকে দ্বিতীয় ইবাদত থেকে পৃথক করতে হবে। এই জন্যেই একটি ইবাদত সম্পাদন করার পর দ্বিতীয় ইবাদত কখন ও কিভাবে শুরু করতে হবে তার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চারটি হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেষ্টা হরব ইনশাল্লাহু তাআ'লা। যেমন আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে বলেনঃ--------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ الْمِطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : أَللَّهُمَّ أَللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -"مسند أحمد(١٧٧٩٥)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা), মিসকিন সাজা(মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া), (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: **اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ** (আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা), অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৫ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَللَّهُمَّ أَللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -"مسند أحمد(١٧٨٠٠)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া এবং সালাম দেওয়া, দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা), মিসকিন সাজা(মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া), (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: **اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ** (আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা!) অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَللَّهُمَّ أَللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد(١٧٨٠١)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া ,দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা),মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: **اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ** (আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা!) অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ"। শুবা (রাদিআল্লাহআনহু) বললেন: আমি বল্লাম: **(صَلاَتُهُ خِدَاجٌ)** তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন : হ্যাঁ, আমি তাকে(হযরত মুত্তালিবকে) বললাম : **(مَا الإِقْنَاعُ ؟)** ইকনা' কি ? তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন "। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّا سٍ ، عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَسَا كَنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، ثَلاَثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذضلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" مسند أحمد(17797) + سُنَنُ التِّرْمِذِي (385)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى – (٦٧٣٢)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত **(الإِقْنَاعُ)** ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) **(الإِقْنَاعُ)** ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভূর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে: ইয়া রব ইয়া রব!, অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৭+ সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৫+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৭৩২।

উপরোক্ত হাদিস সমূহের আলোকে এই কথা বলা যায় যে, *নামাজের ভিতর সুরা আল-ফাতিহা না পড়লে যেমন

নামাজ خِدَاجٌ (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় তেমনিভাবে নামাজের **পর পরই বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক দুই হাত উপরে তোলে দুআ'না করলে** নামাজী ব্যাক্তির নামাজ خِدَاجٌ (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় মর্মে মুসনাদু আহমাদ শরীফে বর্ণিত আমি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ৪টি(চারটি) হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছি ।*

উপরে বর্ণিত ৪টি(চারটি) হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করলেই সুনানুত তিরমিজি শরীফ এ বর্ণিত ৩৩৭১ নং হাদিস শরীফ: ---

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ: "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ " ـ سنن الترمذي - (٣٣٧١)

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **"দুআ'করা** হচ্ছে ইবাদতের **" সারবস্তু "** অনুসারে আমল বাস্তবায়ন হবে।

(২.) প্রার্থনামূলক ইবাদতবিহীন দোআ করা > কোন ইবাদত পালনবিহীন শুধু দুআ' সাধারনত: কোন কর্ম সম্পাদনের পূর্বে বা পরে করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় দুআ' করার জন্য দুআ'সমূহ পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট থাকে। এই সমস্ত দুআ' সাধারনত: পবিত্র হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ কোন কর্ম সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়তে হবে তা পবিত্র হাদিস শরীফে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। এর অন্যথা হলে চলবে না। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ কোন কর্ম সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়তে হবে বা কোন সময়ের জন্য পড়তে হবে বলে হাদিস শরীফে নির্ধারন ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে উহা উক্ত সময়েই ও উক্ত কাজ-কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই বা পরেই পড়তে হবে। অন্য সময়ে পড়লে হবে না।

পবিত্র হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কোন কর্ম সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে উক্ত সময়ে পড়াকে মূলত: **"দুআ' করা"** বুঝায় না বরং ঐগুলোকে **"দুআ পাঠ করা"** বুঝায়।

পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ সাধারনত: নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত ও নির্দিষ্ট কাজের উপলক্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে পড়া হয় না। কাজেই, নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ পাঠ করা অবস্থায় সাধারনত: হাত তোলে পাঠ করা হয় না। পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ পাঠে সাধারনত: মন বিনয়ী ও নম্র হয় না। দুআ'-প্রার্থনার যেই স্বরূপ আছে তা এই ক্ষেত্রে তেমন পাওয়া যায় ন। তথাপিও মহান আল্লাহ তাআ'লা নিজ কৃপায় এই দুআ'গুলোও কবুল করে নেন বা কবুল করে থাকেন।

ইবাদত পালনবিহীন শুধু দুআ'সমূহ পাঠ করার জন্য বা পড়ার জন্য নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট কাজের কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল ।

১,ভাত খাওয়ার পূর্বে ও পরে, শয়নের পূর্বে ও পরে, মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হওয়ার পরে, টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হওয়ার পরে, যানবাহনে আরোহনের পূর্বে বা পরে, কাপড় বা নুতুন কাপড় পরার সময়, সফরে যাওয়ার পূর্বে বা পরে ইত্যাদি সময়গুলোতে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ পবিত্র হাদিস শরীফে আছে।

অতএব, যেহেতু কোন কর্ম সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহকে উক্ত সময়ে পড়াকে মূলত: **"দুআ'করা"** বুঝায় না বরং ঐগুলোকে **"দুআ পাঠ করা"** বুঝায় সেহেতু এইদুআ'সমূহ স্বয়ং নিজেই এক একটি স্বতন্ত্র ইবাদত হিসেবে গণ্য। যেমন আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---------------

عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيْرٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "أَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةِ "ـ سنن الترمذي(٣٣٧٢) + سنن أبو داود(١٤٧٩)

অর্থঃ- হযরত নু'মান বিন বশীর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "দুআ'ই হচ্ছে ইবাদত", সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৭৯।

তাই, নির্দিষ্ট কর্ম বা আমল সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ ইবাদত হিসেবে গণ্য বিধায় স্বাভাবিকভাবেই উক্ত দুআ'সমূহ পাঠ করার সময় দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা হয় না।

যেমন- পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা, জিকির-আজকার করা ও আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর সালাত ও সালাম দেওয়া ইত্যাদি সবই ইবাদত। এই ধরনের কোন ইবাদত অনুষ্ঠান পালন করা অবস্থায় হাত উপরে তোলা হয় না। এতদসত্বেও যদি কেহ নির্দিষ্ট কর্ম বা আমল সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ পাঠ করার সময় দুই হাত উপরে তোলে উক্ত দুআ'সমূহ পাঠ করে তবে কেহই তাকে বাধা দিতে পারবে না এবং যদি কেহ নির্দিষ্ট কর্ম বা আমল সম্পাদনের পূর্বে বা পরে পড়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ পাঠ করার সময় দুই হাত উপরে না তোলে তাকে দুই হাত উপরে তোলার জন্য কেহই জোর করতে বা বাধ্য করতে পারবে না। উক্ত দুআ'সমূহ পাঠ করার সময় হাত উপরে তোলা বা হাত উপরে না তোলা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বাণী না থাকায় হাত উপরে তোলাকে বাধা প্রদান করা বা হাত উপরে না তোলাকে তাকিদ বা জোর প্রদান করা ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**")তথা ইসলামি আইনে "**أَلْبِدْعَةُ**"(আল-বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"**। ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**") তথা ইসলামি আইনে "**أَلْبِدْعَةُ**"(আল-বিদআ'তু) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু ([187]) সংযোজন বা সংযোগ"**প্রচলন করা হারাম এবং পরিত্যাজ্য।

([187]) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>> (৬ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ)

أَلْمُنَاجَاةُ- الدُّعَاءُ (দুআ'-মুনাজাতে)" وَسِيْلَةُ(ওআছিলা) তথা মাধ্যম" অবলম্বনঃ

শিরোনাম: أَلْمُنَاجَاةُ- الدُّعَاءُ (দুআ'-মুনাজাতে) " وَسِيْلَةُ "(ওআছিলা) তথা মাধ্যম" অবলম্বন করা সম্পর্কে জানি।

সূচনাঃ বর্তমান মুসলিম সমাজে এই " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার আছে। কাহারো থেকে কেহ কিছু অর্জন করতে চাইলে বা পেতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই সে নিজেই আকাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে কাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি পেতে অতি সহজে অন্য কোন সুপারিশকারীর আশ্রয় গ্রহণ করে না বা অন্যকোন মানুষকে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে অবলম্বন করে না। তবে, যখন কেহ কাহারো থেকে তার কাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি অর্জন করতে বা পেতে নিজেকে ব্যর্থ হতে দেখে তখনই সে উক্ত কাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি পেতে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। কোন কিছু পাওয়ার জন্য গৃহীত প্রত্যেকটি ব্যবস্থা ও উপায়কেই " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" বলে।

যেমন, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে কোন বস্তু বা বিষয়ের সমাধান পাওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজন হল। যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি রাষ্ট্রের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর নাগরিকেরই প্রধানমন্ত্রী সেহেতু উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সমাধানের জন্য অন্য কারো সহায়তা না নিয়ে বা সুপারিশকারী না ধরে আপনি তাঁর অধীন নাগরিক হিসেবে তাঁর নিকট সরাসরি গিয়ে উক্ত বিষয়টির সমাধান করে আসতে পারেন। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে, ইহা অনেকের জন্য সম্ভব হয় না। কারন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পর্কের দূর্বলতার কারনে ইহা সম্ভব হয় না। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার গভীর সম্পর্ক না থাকলে শুধু প্রজা হবার সুবাধে বা তাঁর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করলেই কি আপনি স্বয়ং নিজে সরাসরি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর থেকে উক্ত বস্তুটি বা আপনার আবেদনকৃত বিষয়টির সমাধান করে আনতে পারবেন কি ? না, কখনো না ! অথচ আপনি তাঁর নাগরিক হিসেবে তাঁর কর্তৃক অরোপিত সকল আইন-কানুন মান্য করে থাকেন এবং তাঁর কর্তৃক প্রদত্ত সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তা সত্বেও আপনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে উক্ত বস্তুটি বা আবেদনকৃত বিষয়টির সমাধান করে আসতে পারবেন কি ? না, বরং ব্যর্থ হবেন। এর কারন দুটি হতে পারে।

(১). প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সরাসরি সূ-সম্পর্ক না থাকা।

(২) যে কোন শক্তিশালী মাধ্যম ধরে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা করা।

আপনার মধ্যে অবশ্যই উপরোল্লিখিত দুটি গুণের যে কোন একটি গুন অর্জন করার যোগ্যতা থাকতে হবেই অন্যথায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে উক্ত বস্তুটি বা আবেদনকৃত বিষয়টি পেতে ব্যর্থ হবেন। অথচ বিধিমতে বা সংবিধান মতে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী অনুগত সকল নাগরিকের জন্যই প্রধানমন্ত্রীর দ্বার উম্মুক্ত। এই কথাটি লিপিবদ্ধ আছে। তথাপিও উপরোল্লিখিত দুটি গুণের যে কোন একটি গুন অর্জন করার যোগ্যতা আপনার মধ্যে অনুপস্তিত থাকলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে আপনি আপনার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবেন।

কাজেই, আপনি আপনারউদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সরাসরি সূ-সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা আপনার মধ্যে থাকতে হবে অথবা উপরে বর্ণিত দুইটি যোগতার মধ্যে প্রথমটির অভাবে বা প্রথমটির অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় যোগ্যতাটির আশ্রয় নিতেই হবে। আর দ্বিতীয় যোগ্যতাটি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা বা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা আপনার করতেই হবে। অন্যথায় আপনার উদ্দেশ্য সর্বদাই অপূর্ণ থেকেই যাবে। **প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সরাসরি সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতি বা পন্থা দুইটি।**

(১).এক জন নাগরিককে সর্বদিক দিয়ে গুণে, জ্ঞানে ,সম্পদে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এবং মামজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(২). প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিকে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" করে নেওয়া।

উপরে বর্ণিত দুইটি পদ্ধতি বা পন্থার মধ্যে প্রথম পদ্ধটি টি খুবই কঠিন বিধায় প্রথম পদ্ধতিটি অর্জন করতে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে এই যে, একজন নাগরিককে প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কৃপা দৃষ্টি লাভের চেষ্টা করতে হবে। একজন নাগরিক যতক্ষণ না পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রীর কৃপা দৃষ্টি লাভে ধন্য হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাঁর প্রতিনিধিকে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে তাকে কাজ করে যেতে হবে। যখন একজন নাগরিক প্রধানমন্ত্রীর কৃপাদৃষ্টি লাভে সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে তখন হয়ত তাঁর প্রতিনিধিকে বিরক্ত করা বা প্রতিনিয়ত বারবার প্রতিনিধিকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট নেওয়া প্রয়োজন হবে না। কারণ, এমতাবস্থায় বর্তমানে উক্ত নাগরিকটির সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ঠিক তেমনিভাবে, একজন মুসলিম মানুষকেও তার মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার বান্দা হওয়া সত্বেও তাঁর থেকে কিছু পেতে চাইলে তাকে নিম্নে বর্ণিত দুইটি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে বা করা লাগবেই অন্যথায় মহান আল্লাহ তাআ'লার বান্দা হওয়া সত্বেও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে তাঁর থেকে কিছু পেতে ব্যর্থই হবে।

যোগ্যতা দইটি নিম্নে দেওয়া হল ।

(১). মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ পালনের করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা ।

(২). মহন আল্লাহ তাআ'লার প্রতিনিধি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে সর্বকাজে স্বরন করা বা গ্রহণ করা ।

মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ উপরোক্ত দুইটি যোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হলে দুনিয়া-আখিরাকে মহা কামিয়াব বা সফলকামী হবেন।

উপরোক্ত দুইটি যোগ্যতার মধ্যে একটি হচ্ছে- **" মহান আল্লাহ তাআ'লা আদেশ-নিষেধ পালনের করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা "**। এই যোগ্যতাটি সকল মুসলিম মানুষের মধ্যে নাই। হয়তবা কেউ অর্জন করতে পারেন। তবে, যেই মুসলিম মানুষের মধ্যে এই যোগ্যতাটি নেই তাকেই মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতিনিধি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে স্বরন করে ধর্মীয় সর্বকাজ করতে হবে। তম্মধ্যে বিশেষ করে **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধরেই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে হবে। কারণ, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । এই মহান প্রতিনিধিকে এড়িয়ে কেহ কোন কাজে সফলতার আশা করতে পারে না। কারণ, তিনি মহান আল্লাহ তাআ'লার অধিক আপনজন। কেহ আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া **সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **মাধ্যম** হিসেবে না ধরে **দুআ'-মুনাজাত** তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ** করলে তার **দুআ'-মুনাজাত** তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ আল্লাহ তাআ'লা কবুল করবেন না** । যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ-----------

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا ـ سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـ الْأَيَةُ (٦٤)

(অর্থ:-যখন তারা নিজেদের প্রতি জলুম করে (পাপ কাজ করে) আপনার নকিট আসলে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।সুরা নিসা, আয়াত নং-৬৪।)

উপরোক্ত আয়াতে করিমায় সুক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **ধর্মীয় সর্বকাজে** বিশেষ করে **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাতে)** তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **মাধ্যম** হিসেবে ধরার কথাই বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে পাপ কাজ করলে পাপের ক্ষমা চেতে হলে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সান্নিধ্যে-নিকটে আসতে হবে আর পাপীর জন্য তিনি (আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) সুপারিশ করলে, ক্ষমা চাইলে আল্লাহ পাপীকে ক্ষমা করবেন। পাপীর পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুপারিশ

ও ক্ষমা শর্ত করে দিয়েছেন। তাই, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পাপীর জন্য সুপারিশ না করলে ও ক্ষমা না চাইলে কোন পাপী্কেই মহান আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করবেন না।

উপরোক্ত আয়াতে করিমা থেকে আরো এই কথাই প্রমাণ হয় যে, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় কেউ পাপ কাজ করে ফেললে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেতে হবে, আর এমতাবস্থায় যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উক্ত পাপীর জন্য ক্ষমা চায় তবে তার পাপ ক্ষমা হবে, নতুবা তার পাপ ক্ষমা হবেনা। এখানে এই আয়াতে করিমাতে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম** হিসেবে ধরে দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে বলেছেন। এই আদেশখানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান থাকা অবস্থায়ই তো অবতীর্ন হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িতও হয়েছে। বর্তমানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অবস্থায় না থাকায় সামর্থবান মুসলিম মানুষকে মদীনা মুনাওয়ারাতে তাঁর রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে তাঁর সুপারিশ চেয়ে মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেতে হবে, আর সামর্থহীন মুসলিমকে যার যার অবস্থানে থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরে **দুআ'-মুনাজাত** তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে হবে, ইস্তিগফার** তথা **ক্ষমা চেতে হবে,** তখনই তাঁর **দুআ'-মুনাজাত** তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ ও ইস্তিগফার** তথা **ক্ষমা চাওয়া মহান আল্লাহ কবুল করবেন,** নতুবা তার **দুআ'-মুনাজাত** তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ ও ইস্তিগফার** তথা **ক্ষমা চাওয়া** মহান আল্লাহ কবুল করবেন না। তবে হা! এখন এমন কোন বান্দা যদি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সকল কাজে **وَسِيْلَةُ**(ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** ধরে আমল করে যেতে থাকে আর এর ফলে যখন মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখন হয়ত আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আর **وَسِيْلَةُ**(ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** ধরে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে হবেনা। কারণ, এমতাবস্থায় সাধারণ বান্দাই তখন অধিক উচ্চস্তরে পৌঁছে মহান আল্লাহ তাআ'লার অধিক আপনজন হয়ে যায়। এই উচ্চস্তরের বান্দা সম্পর্কে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেনঃ---
হাদিস শরীফখানা এই-

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"" اِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءً اَحَبَّ اِلَّىَّ مِمَّااِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا" ـ الْبُخَارِى (٦٥٠٢)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে প্রিয় বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।

(ক) উক্ত হাদিস শরীফ খানা থেকে এটা পরিস্কার প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায়। তখন উক্ত বান্দা আল্লাহকে দিয়েই শুনে, দেখে, ধরে এবং হাটে।

বান্দা যখন এই স্তরে পৌঁছে যায় তখন আর তার " **وَسِيْلَةُ**(ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** প্রয়োজন হয় না। কারণ, তখন উক্ত বান্দা মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সন্তুষ্টির মাধ্যমেই এই স্তর অর্জন করেছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা এই স্তরের বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট।

আপনি হয়ত বলবেন যে, সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণ কেন আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে " **وَسِيْلَةُ**(ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** ধরে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত

তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করেন নি ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণ হলেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টভাজন মহান ব্যাক্তিবর্গ এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অধিক আপনজন। আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের প্রতি স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং নিজে খুবই সন্তুষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের বেলায় পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-------------------------------

"وَالسَّابِقُوْنَ الاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ وَالَّذِيْن اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ "ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْاٰيَةُ (١٠٠)

(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের)(**إِحْسَا نٍ** - ইহসান)বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।

সেইজন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করার সময় তাঁদের জন্য **وَسِيْلَةُ(ওআছিলা)** তথা **"মাধ্যম"** প্রয়োজন হয় নাই ।

কাজেই, বর্তমানেও কেহ যদি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের মত এবং তাবেঈন ও তাবে-তাবীনগণের মত পবিত্র হয় ও তাঁদের অনূরূপ মহান আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয় তবে তাদেরকেও আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে " **وَسِيْلَةُ**(ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না। ঠিক আছে! তবে, আমরা মনে করি যে, আমরা মহান আল্লাহ তাআ'লা আদেশ-নিষেধ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের মত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম বিধায় আমরা আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ**(ওআছিলা)তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরে ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে)তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। আমরা আজীবন উক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ থাকব মনে করছি বিধায় আজীবনই আমরা আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **মাধ্যম"** হিসেবে ধরে ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে)তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করে রাখব এবং উক্ত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম ও ব্যর্থ সকল মুসলিম মানুষগণকেই **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মীয় সর্বকাজে বিশেষ করে أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা **প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **"মাধ্যম" হিসেবে ধরা কি ?**

এর উত্তর এই যে,পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে একটি আয়াত রয়েছে। উক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة**(দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** খোঁজ করা, তালাশ করা আবশ্যক। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে—---

ـ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُووااللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَة ـ سورة الْمَائِدَةِ ـ الْاٰيَةُ (٣٥)

অর্থঃ- " হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা আল্লাহ তাআ'লার দিকে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধর, সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৩৫।

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাআ'লাকে পাওয়ার পথে বা মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পথে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা তথা **"মাধ্যম"** ধরা "ফরজ"।

এখন আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, “ وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যম”** এর বস্তু কি কি ?

এর উত্তর এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লাকে পাওয়ার পথে বা মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পথে **“ وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যম”** ধরার জন্য নির্দিষ্ট কোন বস্তু নেই। তবে সমস্ত পবিত্র বস্তু বা বিষয় হচ্ছে **“ وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)** তথা **“মাধ্যমের”** বিষয় বস্তু। মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশসমূহ যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করা এবং নিষেধসমূহ যেমনঃ-সুদ খাওয়া, গুষ দেওয়া, হিংসা করা, ও শত্রুতা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও মহান আল্লাহ তাআ'লাকে পাওয়ার পথে বা মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পথে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যমের”** বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসাও **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যমের”** অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক বিষয়।

অতএব, যে কোন কাজে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যম”** বানাইয়া নেওয়াও তাঁর প্রতি ভালবাসার একটি দিক। আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ভালবাসার অর্থ মহান আল্লাহ তাআ'লাকেই ভালবাসা। সেই দৃষ্টিকোন থেকে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যম”** হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ।

(১) আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম” বানাইয়া নেওয়ার ১ নং ধরণ হচ্ছে এই যে, যেমন হাদিস শরীফে আছে---

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" لاَ تَجْعَلُونِيْ كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ ، وَمَلأَ قَدَحًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ ، وَإِلاَّ أَهْرَقَ فَاجْعَلُونِي فِى وَسْطِ الدُّعَاءِ، وَفِى أَوَّلِهِ، وَ فِي آخِرِهِ ـ(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ٣١١٧) وَ فِى الْمجمعِ " فَاذْكُرُوْنِيْ فِى أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِى وَسْطِهِ وَ فِى آخِرِ الدُّعَاءِ "

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালা বা পাত্রের মত করোনা, যখন আরোহী পথ চলতে ইচ্ছা করে তখন সে তার হুক বা আংটাগুলো ঝুলিয়ে রাখে এবং পেয়ালা বা পাত্র (পানিতে)পূর্ণ করে নেয়। যখন তার ওজু করার বা (পানি)পান করার প্রয়োজন হয় তখন সে ওজু করে বা পানি পান করে। আর তা না হলে(প্রয়োজন দেখা না দিলে)সে উহা ঢেলে ফেলে দেয়। অতএব,(তোমরা কিন্তু আমার বেলায় তা করো না বরং)তোমরা আমাকে দুআ'র মাঝে, প্রথমে এবং শেষেও রাখব। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৭।

মাজমা গ্রন্থে এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, **“তোমরা আমাকে দুআ'র প্রথমে, মাঝে ও শেষে দরূদ শরীফ পড়তে হবে**। এইটাও একটি **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যম”** বানাইয়া নেওয়ার এক প্রকার ধরণ। হাদিস শরীফে বর্নিত উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তোমরা দুআ'র প্রথমে দরূদ পড়লে, মাঝে দরূদ পড়বেনা অথবা শেষে পড়বেনা, এরূপ করবেনা বরং দুআ'র মধ্যে প্রথমে, মাঝে, শেষে এমনকি দুআ' কবুলের জন্য দুআ'র করার মধ্যে কয়েকবার অথবা কতক্ষণ পর পর বার বার দরূদ পড়বে। **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপের ভিতর কোন অবস্থাতেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বাদ দেওয়া **(মাইনাস করা)** যাবেনা বরং **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ** (দুআ'-মুনাজাতে)তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপের ভিতর বার বার সংযোগ **(প্লাস)** করতে হবে। নতুবা **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ** (দুআ'-মুনাজাতে)তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ কবুল হবেনা। এই কথাটিই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাইয়াছেন।

(২) আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম” হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করার ২ নং ধরণ হচ্ছে এই যে, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاةُ** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **“মাধ্যম”** হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আদেশমূলক সরাসরি স্পষ্ট কোন বাণী নেই সত্য, অভ্যন্তরীনভাবে সুক্ষ্ম আদেশ রয়েছে **(১ নং ধরণ**

দ্রষ্টব্য)। কিন্ত এই বিষয়ে হাদিস শরীফে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ অনুমোদনমূলক বাণীও রয়েছে। তাই, এক দিক দিয়ে(বাহ্যিক দিক দিয়ে) আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةً** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করাকে ফরজ -হারাম বলা ইসলামি শরীয়তে **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة** "(তথা ইসলামি আইনে "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) তথা **"ইসলাম ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৮৮)। ইসলামি শরীয়তে **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة** "(তথা ইসলামি আইনে "**أَلْبِدْعَةٌ**"(আল-বিদআ'তু)**"(ইসলাম ধর্মে) নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু"** (১৮৯)প্রচলন করা হারাম ও পরিত্যাজ্য কিন্তু সুক্ষ্ণ আদেশের দিক দিয়ে>>>

(১ নং ধরণ—

"فَاجْعَلُونِي فِى وَسْطِ الدُّعَاءِ، وَفِى أَوَّلِهِ، وَ فِي آخِرِهِ " - مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٣١١٧)

("অর্থ-তোমরা আমাকে দুআ'র মাঝে, প্রথমে এবং শেষেও রাখবে", মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং- ৩১১৭)<<আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةً** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরা বা গ্রহণ ফরজ। তবে, যেহেতু হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ একজন সাহাবীকে তাঁর শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরে দুআ' করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে- **أَلدُّعَاءُ- أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةً** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করাকে ফরজ -হারাম না বলে হাদিস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ একজন সাহাবীকে অনুমোদনমূলক শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةً** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরে দুআ' করা যাবে এবং যেতে পারে, এইরূপ মন্তব্য করা মধ্যম পন্থার অন্তর্ভুক্ত। আর তা এই জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ অনুমোদনমূলক একজন সাহাবীকে শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক মহান আল্লাহ সাথে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করলে উক্ত **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ মণজুর হওয়ারই কথা। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরার বিষয়ে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٍّ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ: " رَحِمَكَ اللهُ يَا أُمِّي، كُنْتَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي،تَجُوْعِيْنَ وَ تُشْبِعِيْنَ، وَتَعْرِيْنَ وَ تُكْسُوْنِيْنَ، وَ تَمْنَعِيْنَ نَفْسَكِ طِيْبَ الطَّعَامِ وَتُطْعِمِيْنِي ،تُرِيْدِيْنَ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ والدَّارَالْآخِرَةَ "ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغْسَلَ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا،فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ الَّذِي فِيْهِ الْكَافُوْرُ، سَكَبَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَمِيْصَهُ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ، وَكُفِنَتْ فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَأُسَامَةَ بْنِ زَيءدٍ،وَأَبَا أَيُّوْبِ الْأَنْصَارِيِّ،وَعُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَغُلَامَا أَسْوَدَ يَحْفُرُوا قَبْرَهَا، فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُواالَّلَحْدَحَفَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

---

(১৮৮)সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

(১৮৯) সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু >> আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা, হ্রাস-বৃদ্ধি করা, আইন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বিষয়কে গ্রহণ-বর্জনের জন্য ফরজ-হারাম নামে অভিহিত করা, ফরজ-হারাম নামে ফতওয়া দেওয়া, ফরজ-হারাম নামে মন্তব্য করা বা ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ সংযোজনকরা।

اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِيَدِهِ،وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ . فَلَمَّ فَرَغَ، دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ، فَاضْطَجَعَ فِيْهِ،وَقَالَ: " اللهُ الَّذِي يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ، اِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتِ أَسَدٍ،وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا،وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ " ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا،ثُمَّ أَدْخَلُوْاهَا الْقَبْرَ،هُوَ والْعَبَّاسُ،وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ ـ المعجم الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِي ـ (١٨٩)

অর্থ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন হযরত আলীর((রাদিআল্লাহু আনহু)মা হাশেমের ছেলে আসাদের কন্যা ফাতিমা মৃত্যু বরণ করল তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিকটে গিয়ে তার মাথার পর্শ্বে বসে বললেন: "হে আমার মা আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন, আপনি আমার মার পরে আমার মা ছিলেন, আপনি উপবাস থেকে আপনি আমাকে পেট পূর্তি করেছেন, আপনি বিস্ত্র থেকে আপনি আমাকে কাপড় পড়াইয়াছেন, আপনি নিজেকে উত্তম খাবার থেকে বিরত রেখে আপনি আমাকে খাওয়াছেন, এর দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত চেয়েছেন"। অতপর, তিনবার তিনবার করে গোসল করাতে আদেশ করেছেন, যখন কাফুর সিশ্রিত পানি আসল রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজ হাত দিয়ে তা তার উপর ঢাললেন, তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজের জামা খুলে তাকে পড়াইলেন ও এর উপর কাফন পড়ালেন, তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হযরত উসামা বিন যায়দ, আবু আইয়ুব আনসারী, ওমর বিন খাত্তাব এবং আসওয়াদের দুই গোলামকে তারা তার কবর খুদাই করতে করতে ডাকলেন, তারা তার কবর খুদাই করে লাহদ পর্যন্ত পৌছলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজ হাতে (অবশিষ্টাংশটুকু)খুদাই করে উহার মাটি বের করলেন। যখন খুদাইয়ের কাজ থেকে অবসর হলেন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উহাতে(কবরে)শায়িত হয়ে বললেন:--

" أَللّهُ الَّذِي يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ، اِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتِ أَسَدٍ،وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا،وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ "

অর্থঃ- "আল্লাই জীবিত ও মৃত্যু দান করেন তিনি জীবিত, মৃত্যু বরণ করবেন না, আপনি আমার এবং আমার পূর্ববর্তী আন্বিয়াগণের উসিলায় আমার মা ফাতিমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন, তাকে তার যুক্তি-তর্ক (কবরে মুনকির-নকীর ফেরেস্তার প্রশ্নের জওয়াব-দলীল-প্রমাণ) শিখাইয়া দিন, তার উপর তার প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করে দিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন "। তারপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তার উপর চার তাকবির দিলেন, তিনি(স্বয়ং নিজে), হযরত আব্বাস, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুম তাকে কবরে ঢুকালেন। আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৯ ।

أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরার আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শিখানো অনুমোদিত পদ্ধতিঃ---

পদ্ধতি (১)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: أُدْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَاكَ، فَهُوَ خَيْرٌ ، فَقَالَ: ◌ْ اُدْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ، وَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَةِ هَذِهِ، فَتُقْضَى لِي ، اللهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ ـ (17513)مسند أحمد

অর্থঃ-উছমান বিন হুনাইফ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই একজন চক্ষু অন্ধলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল: আমাকে সুস্থ করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ' করুন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য (দুআ') করব, আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য বিলম্বে দুআ' করব, এটাই উত্তম। অতপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন : তাকে ডেকে নিয়ে এসো, অতপর, তাকে ভাল করে অজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে এই দুআ' করতে বলেন---

"أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَةِ هَذِهِ، فَتُقْضَى لِي ، أَللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ ।

মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৫১৩ ।

পদ্ধতি (২)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أُدْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ، فَهُوَ أَفْضَلُ لِأَخِرَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، قَالَ: لاَ بَلْ أُدْعُ اللهَ لِي، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَأَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَةِ هَذِهِ، فَتُقْضَى وَتُشَفِّعُنِيْ فِيْهِ وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ، قَالَ: فَكَانَ يَقُوْلُ هَذَا مِرَارًا،ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: أَحْسَبُ أَنَّ فِيْهَا أَنْ تُشَفِّعَنِيْ فِيْهِ ، قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ، فَبَرَأَ – (17514)مسند أحمد

অর্থঃ-উছমান বিন হুনাইফ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই একজন অন্ধলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল: আমাকে সুস্থ করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ' করুন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য (দুআ') বিলম্ব করব, এটাই তোমার আখিরাতের জন্য সর্বোত্তম আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য দুআ' করব, লোকটি বলল: না, বরং আপনি আমার জন্য দুআ' করুন, অতপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাকে অজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে এই দুআ' করতে বলেন:------------------------------

" أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَةِ هَذِهِ، فَتُقْضَى وَتُشَفِّعُنِيْ فِيْهِ وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ"

তিনি (উছমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: সে উহা বার বার বলতেছিল, অতঃপর লোকটি বললেন: এখন পর্যন্ত: আমি মনে করি যে এতে আমার সুপারিশ মণজুর হয়েছে, তিনি(উছমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: লোকটি (নির্দেশ মোতাবেক)কাজ করেছে এবং সে আরোগ্য লাভ করেছে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৫১৪ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে অবলম্বন করা যাবে। উপরোক্ত বিবরন থেকে আরো বুঝা গেল যে, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **"(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মধ্য হতে যারা **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** মেনে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাত) করেনা তারা মুনাফিক বা কপট মুসলিম । অতএব, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَلدُّعَاءُ-أَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা **"মাধ্যম"** হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করাকে ইসলামি শরীয়তের(**"أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম **"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয় মনে করে জায়েয হিসেবে আমল করাই **"سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **" উত্তম নিয়ম"**। **"سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " **"উত্তম নিয়ম"** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৪৮৮ দ্রষ্টব্য এবং ইসলামি শরীয়তের **(أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلامِيَّة"**) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" **(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- ৩৫০ দ্রষ্টব্য।

অতএব, যেই বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কিছু বলেন নি সেই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে নিম্মোক্ত পাঁচটি হাদিস শরীফে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা বা

অবলম্বন করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যাক্তিরই উচিৎ।

প্রথম হাদিস শরীফ :

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ:" مَنْ صَمَتَ نَجَا"۔ مسند أحمد (٦٧٦٥)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "যে চুপ থাকে সেই পরিত্রাণ পায়"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফনং-৬৭৬৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي اِخْتِلَافٌ ، أَوْ أَمْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ السِّلْمَ فَافْعَلْ ۔مسند أَحْمَدَ ۔ (٧٠٦)

অর্থঃ- হযরত আলী বিন আবি তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আমার পরে অতিসত্বর মতানৈক্য বা (নতুন) বিষয় বা ঘটনা হবে (ঘটবে)। তখন যদি তুমি (তর্ক-বিতর্ক না করে) শান্ত থাকতে পার, তা হলে থাক বা (কর)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৬।

তৃতীয় হাদিস শরীফ :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَبَيْتٍ فِى وَسْطِ الْجَنَّةِ ، وَبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا، وَحَسُنَ خُلُقُهُ " المعجم الكبير ۔ ۔ (١٦٦٤١)

অর্থঃ-হযরত মুআয বিন জাবাল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি ঐ ব্যাক্তির জন্য বেহেস্তের বাসস্থানের বাড়ীর, বেহেস্তের মধ্যস্থানের বাড়ীর, বেহেস্তের উচ্চস্থানের বাড়ীর জামিনদার যে ন্যায়পন্থী থাকা সত্বেও তর্ক-বিতর্ক ত্যাগ করে, কৌতুক বা রসিকতাকারী হওয়া সত্বেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং যার চরিত্র সুন্দর। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬৪১।

চতুর্থ হাদিস শরীফ:

আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একখানা দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড অংশ:---

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ،إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسأَ لَكَ مِرَارً ، وَيَمْنَعُنِي مَكَانَ هَذِهِ الْأَيَةُ : (يَا أَيُّهَا أَلَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُكُمْ)۔ المائدةُ ، آية -(١٠١) قَالَ : "مَا هُوَ يَا مُعَاذُ ؟ ، قُلْتُ : الْعَمَلُ الَّذِيْ الْجَنَّةَ وَ يَتَجَنَّبُنِيْ مِنَ النَّارِ ،قَالَ : قَدْ سَأَلْتَ عَظِيْمًا وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ : إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ سَالِمًا مَا سَكَتَّ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ۔ ۔ المعجم الكبير ۔ الجزأ الثَّامِن ۔ (١٦٥٦١)

অর্থঃ-হযরত মুআয বিন জাবাল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমি আপনাকে বার বার প্রশ্ন করতে চাচ্ছি কিন্তু সুরা মায়িদার ১০১ নং-আয়াতখানা ----------------------------

" يَا أَيُّهَا أَلَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُكُمْ " ۔ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ۔ أَلْأَيَةُ (١٠١)

(অর্থ:-**"তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞাসা করো না যা যদি প্রকাশ পায় তা হলে তা তোমাদের খারাপ লাগবে"**)<< অমাকে বাঁধা দিচ্ছে। তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন, হে, মুআয, সেটা কি? আমি বললাম, যেই আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং আমাকে দোযখ থেকে বিরত রাখবে। তিনি বললেন, তুমি বিরাট কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করলে অথচ বিষয়টা সহজ: নিশ্চয়ই তুমি সর্বদা নিরাপদ থাকবে যতক্ষণ তুমি চুপ থাকবে, যখন তুমি কথা বলে ফেলবে তখন তা তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে ঘটে যাবে। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৬১।

পঞ্চম হাদিস শরীফ:

আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একখানা দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড অংশঃ-----

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ۔مسند أحمد -(٨٨٤١)

(অর্থঃ-যে আল্লাহ এবং আখিরাত বিশ্বাস করে সে কল্যাণকর কথা বলুক অথবা চুপ থাকুক। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৪১।)

০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>>(৭নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)

أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ > আল-উলামাউ ওআরাছাত আম্বিয়া (আলিমগণ নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত "আলিম" সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ।

শিরোনামঃ >> وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত "আলিম" সম্পর্কে জানি।<<

ভুমিকা: উপরে বণিত **أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ আল-উলামাউ ওআরাছাতুল আম্বিয়া"** নামের শিরোনাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের (আলাইহিমুসসালামগণের)ওআরিছ। আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের (আলাইহিমুস সালামগণের) ওআরিছ কথাটি যেমন সাধারণ মুসলিম মানুষের স্বাভাবিক কথা-বার্তা থেকে সর্বদাই জেনে এসেছি এবং অহরহ শুনছিও ঠিক তেমনিভাবে ওয়াজ-মাহফিলে এমনকি অন্য সময়েও আলিম-উলামাগণের মুখনি:সৃত বর্ণনা থেকেও জেনে এসেছি ও শুনে আসছি। আলিম- উলামাগণ ওয়াজ-মাহফিলে এমনকি অন্য সময়েও প্রায়ই বলে থাকেনঃ **أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**অর্থ-"আলিমগণ নবীগণের (আলাইহিমুসসালামগণের) ওআরিছ"। এই কথাটি ধ্রুব সত্য। এই বিষয়ের সত্যায়নে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীও আছে। বাণীটি এই----------

عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ---- إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ - سنن أبن ماجه -(٢٢٣) +مسند أحمد، (٢٢١٢٩)

অর্থঃ-হযরত আবি দারদা (রাদিআল্লাহআনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি:-------নিশ্চয় আলিম-উলামাগণ হচ্ছেন **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**(ওআরাছাতুল আম্বিয়া) তথা 'নবীগণের ওআরিছ'। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২১২৯ + সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৩।

তাই, এই অধ্যায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** (ওআরাছাতুল আম্বিয়া) তথা নবীগণের ওআরিছ।

সূচনাঃ মহান আল্লাহ তাআ'লা খালিক বা স্রষ্টা। মহান আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অস্তিত্বশীল দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সকল কিছুই তাঁর মাখলুক বা সৃষ্টি। মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট সমুদয় কিছু দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-**(১)** জড় **(২)** জীব। জীব আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা---

(ক) বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী।

(খ) বাকশক্তিহীন প্রাণী।

বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণীর মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণি। মানুষ জাতি অত্র অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। তাই, মানুষ জাতির বিভিন্ন শ্রেণির উপর কম-বেশী, সংক্ষিপ্ত-দীর্ঘ আলোচনা করব ইনশাআল্লহু তাআ'লা। মানুষ জাতিকে গুণগত দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের পারস্পারিক অবস্থানগত দিক আলোচনা করব। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট অনুসরণীয় আলিম কে অথবা অনুসরণীয় আলিমের মর্যাদাই বা কি এবং বর্জনীয় আলিম কে অথবা বর্জনীয় আলিমের অবস্থানই বা কি উহা স্পষ্ট করে তোলা যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যাক্তিই নিজের অবস্থান জেনে নিয়ে সতর্ক হয়ে তার ইসলামি জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

মানুষ জাতি স্তরভেদে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) নবী ও রাসূল শ্রেণির মহান মানুষ (আলাইহিমুসসালাম)।

(২) সাধারণ শ্রেণির মানুষ ।

অত্র অধ্যায়ে নবী ও রাসূল শ্রেণির মহান মানুষ (আলাইহিমুসসালাম) সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না। কারণ, নবী ও রাসূল শ্রেণির মহান মানুষগণ (আলাইহিমুসসালাম) তাঁরা তাঁদের কর্তৃক দুনিয়াতে সম্পাদিত তাঁদের কর্মের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা থেকে কিয়ামতের দিন তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁদের প্রতিটি কর্মের ও আচার-আচরনের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা দুনিয়াতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই, আমি এখন এই অধ্যায়ে সাধারণ শ্রেণির মানুষ নিয়ে আলোচনা করব। কারণ, সাধারণ শ্রেণির প্রতিটি মানুষ দুনিয়াতে তার কর্তৃক সম্পাদিত সকল কর্মের ও আচরনের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা থেকে কিয়ামতের দিন তারা মুক্ত নহে। মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মানুষের সকল

উত্তম কর্মের পুরস্কার ও মন্দ কর্মের শাস্তি রয়েছে।
সাধারণ শ্রেণির মানুষ গুণগত দিক দিয়ে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ।

(১) জাহিল বা মুর্খ মানুষ ।

(২) আলিম বা জ্ঞানী মানুষ ।

এই অধ্যায়ে জাহিল বা মুর্খব্যাক্তি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না। কারণ, জাহিল বা মুর্খ ব্যাক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা অত্র অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে, জাহিল বা মুর্খব্যাক্তি সম্পর্কে এতটুকু জেনে নেয়া দরকার যে, জাহিল বা মুর্খব্যাক্তি সে তার জাহালত তথা মুর্খতা পরিত্যাগ করে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা তার উপর ফরজ। যেমন- পবিত্র কুরআনে আছে- মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:---

প্রথম আয়াত:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِىَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ - إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو ا الْأَلْبَابِ – سُوْرَةُ الزُّمَرِ - الْأَيَةُ (٩)

অর্থ:-হে নবী! আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি একই সমান? (না, তারা একই সমান নহে), উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে বা মানে যারা বুদ্ধিমান। সুরা যুমর, আয়াত নং-৯।

দ্বিতীয় আয়াত:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ،وَمَايَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ –سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ - الْأَيَةُ (٤٣)

অর্থঃ-এই সকল উদাহরণ মানুষদের জন্যে দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই(আলিমরাই)তা বুঝে ।সুরা আল-আ'নকাবুত, আয়াত নং-৪৩।

তৃতীয় আয়াত:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا أَصْحَابِ السَّعِيْرِ –سُوْرَةُ الْمُلْكِ - الْأَيَةُ (١٠)

অর্থঃ- তারা(কাফিররা) বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম (বুদ্ধি খাটাতাম), তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না । সুরা মুলক, আয়াত নং-১০।

চতুর্থ আয়াত:

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ، – سُوْرَةُ الْفَاطِرِ - الْأَيَةُ -(٢٨)

অর্থঃ- আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই(আলিমরাই)তাঁকে ভয় করে । সুরা ফাতির, আয়াত নং-২৮।
পবিত্র হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:---------------------------

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ ": طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"– سنن أبن ماجه –(٢٢٤)

অর্থ:-আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: **"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (প্রত্যেক নর-নারীর) উপর ফরজ"** সুনানু ইবনি মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-২২৪।

যাহোক, অত্র অধ্যায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আলিম ব্যাক্তি। সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং পরিচিতি ও সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে আলিম দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

(১) নামধারী আলিম ।

(২) প্রকৃত আলিম ।

নামধারী আলিমের সংজ্ঞা: যিনি পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে অবহিত নহেন বা জানেন না কিন্তু তিনি মানব সমাজে বা মুসলিম সমাজে আলিম বলে পরিচিত এবং জনগণ থেকে আলিমের মর্যাদা ভোগ করে থাকেন অথচ তিনি এই মর্যাদা ও সম্মাণ ভোগ করার যোগ্য নন তিনিই **"নামধারী আলিম"** হিসেবে অভিহিত। প্রচলিত ভাষায় **নামে আলিম কাজে নয়**। মুসলিম সমাজে আলিম হিসেবে পরিচিত এই নামধারী আলিম মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট হাকিকতে বা বাস্তবে আলিম হিসেবে গণ্য নহেন বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রতারক, প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ ও বাটপার হিসেবে গণ্য।

কারণ, তিনি বাহ্যত মানব সমাজে বা মুসলিম সমাজে আলিম বলে পরিচিত হলেও বাস্তবে কিন্তু তিনি মূলত: পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে জ্ঞাত নন। তাই, এইরূপ নামধারী আলিম ব্যাক্তি আলিম হিসেবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেন না বরং তিনি একজন প্রতারক, প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ ও বাটপার ব্যাক্তি

হিসেবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আলিমের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে প্রশংসাস্বরূপ যেই সমস্ত বাণী এসেছে নামধারী আলিম ব্যাক্তি আখিরাতে উক্ত সম্মাণে সম্মণিত হবেন না বা উক্ত সম্মানভূষিত হবেন না।

প্রকৃত আলিমের প্রশংসায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনেক হাদিস শরীফ বলেছেন। এখানে কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ---وَ إِنَّ فَضْلَ الْعُالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ـ سنن أبن ماجه ـ(٢٢٣)

অর্থঃ-হযরত আবি দারদা (রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: ---নিশ্চয়ই সমস্ত উপগ্রহের উপর চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব আবিদের উপর তেমন। নিশ্চয় আলিম-উলামাগণ হচ্ছেন **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** (ওআরাছাতুল আম্বিয়া) তথা নবীগণের ওআরিছ। নিশ্চয় নবীগণ(আলাইহিমুস সালাম)(কাউকে)দিনার-দেরহাম ওআরিছ করেন না, তাঁরা শুধু ইলম বা জ্ঞান ওআরিছ করেন। অতএব যে এটা গ্রহণ করল সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৩ + মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২১২৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ و الْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَضْلُ الْعُالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ " ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيِ ـ (٢٦٨٥) + مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ ـ (١٣-١٤) + الدَّارِمِي ()

অর্থঃ-তোমাদের (সাহাবীদের) মধ্যে নিম্ন মানের লোকের (সাহাবীর) উপর আমার যেরূপ শ্রেষ্ঠত্য আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্য তদ্রুপ। সুনানু তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৮৫+ মিশকাতুল মাসাবিহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩-১৪+ দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْبَحْرِ ـ ـ سنن أبن ماجه ـ(٢٢٣)

অর্থঃ-হযরত আবি দারদা (রাদিআল্লাহআনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: ---নিশ্চয়ই আকাশ-জমিনে যারা আছে এমনকি সাগরের মাছসমূহ আলিমের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৩ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِى الدِّيْنِ ، وَلَفَقِيْهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَاد هَذَا الدِّيْنِ أَلْفِقْهُ" ـ المعجم الكبير لطبرانيى (٦١٦٦) "

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ধর্মের ফিকহ বা আইনি জ্ঞানর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যায়না, শয়তানের উপর এক হাজার আবিদের চেয়ে একজন ফকীহ বা জ্ঞানী(আইনজ্ঞ) ব্যাক্তি বেশী শক্তিশালী, প্রত্যেকটি কিছুর পিলার বা স্তম্ভ আছে, এই ধর্মের পিলার বা স্তম্ভ হচ্ছে ফিকহ তথা আইনি জ্ঞান। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১৬৬ ।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফগুলোতে আলিমের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে বর্ণিত প্রশংসাস্বরূপ বাণীগুলো কি নামধারী আলিম ব্যাক্তির বেলায় প্রযোজ্য? নামধারী আলিম ব্যাক্তি কি উক্ত মর্যাদা ও সম্মাণের অধিকারী? না, না, কখনো না। আমি এখন নামধারী আলিম ব্যাক্তি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না। এইটা এই জন্য যে, নামধারী আলিম ব্যাক্তি অত্র অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়। অত্র অধ্যায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা

নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **"প্রকৃত আলিম"**। তাই, আমি এখন প্রথমে প্রকৃত আলিমের সংজ্ঞা, পরিচিতি, অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করব । মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিক দাতা ।

প্রকৃত আলিমের সংজ্ঞা: যেই মুসলিম মানুষ সীমাবদ্ধ সিলেবাস(১৯০) (**نِصَا ب** -নিসাব তথা পাঠ্যসূচী) নহে বরং বিস্তারিত ও পূর্ণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে অবহিত ও জ্ঞাত আছেন এবং যেই মুসলিম মানুষ সীমাবদ্ধ সিলেবাস (**نِصَا ب**/নিসাব বা পাঠ্যসূচী) নহে বরং বিস্তারিত ও পূর্ণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত সমস্ত হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানসহ পূর্ণভাবে অবহিত ও জ্ঞাত আছেন তিনিই **"প্রকৃত আলিম"**।
গুণগত বিচারে **"প্রকৃত আলিম"** দুইভাগে বিভক্ত।

(১) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আন্বিয়া তথা **নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত "প্রকৃত আলিম"।**

(২)وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আন্বিয়া তথা **নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত " প্রকৃত আলিম"।**

নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুসসালামগণের)বিশ্বস্তজন তথা আমানতদার আলিমগণই হচ্ছেন **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আন্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **"প্রকৃত আলিম"** এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত **"প্রকৃত আলিম"**।
পক্ষান্তরে নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুসসালামগণের)বিশ্বাসঘাতক তথা খেয়ানতদার আলিমগণই হচ্ছেন **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আন্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত **"প্রকৃত আলিম"** এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত **"প্রকৃত আলিম"**। দুনিয়া-আখিরাতে উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার আলিমের কার কতটুকু অবস্থান রয়েছে তাদের সেই অবস্থানগত দিকই নিম্নে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যেহেতু মাদরাসা-মসজিদে, ওয়াজ-মাহফিলে উলামাকেরামগণের মুখনি:সৃত বয়ানের মধ্য দিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন কোন আলিম আখিরাতে খুবই মর্যাদা লাভ করবেন ও বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। আবার এও জানতে পেরেছি যে, কোন কোন আলিম আখিরাতে অপদস্ত হবেন এবং শাস্তি প্রাপ্ত হবেন। তাই, উপরোক্ত বর্ণনাদৃষ্টিতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, **"প্রকৃত আলিম"** অবস্থানগত দিক দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত বা প্রকৃত আলিমেরও দুই অবস্থা ।

---

(১৯০) (১)পবিত্র কুরআনের সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ পবিত্র কুরআনের **১১৪**টি সুরার মধ্যে কয়েকটি সুরা সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা ।
(২)পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সুরাই সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা ।
হাদিস শরীফের সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ হাদিস শরীফের সীমাবদ্ধ সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী ০২ (দুই) প্রকার ।
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস ।
(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী ।
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাসঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস বলতে বুঝায় প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে বাদ দিয়ে হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা । প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **১.** মুসনাদে- ইমাম আবু হানিফা **২.** মোআত্তায়ে -ইমাম মালিক **৩.** মুছান্নাফে- আবি শায়বা **৪.** মুছান্নাফে- আব্দুর রাজ্জাক, **৫.** মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও **৬.** তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুলউম্মি" **৭.** মুসনাদে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল৮.সুননে দারেমি ।
(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচীঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী বলতে বুঝায় **তৃতীয় হিজরী সালে লিখিত বা** রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও এগুলোর ভিতরকার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ অধ্যায়গুলো সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত না করে এগুলোরও ক্ষুদ্র এবং সামান্য অংশ সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা ।হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ ।

(১) আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত “প্রকৃত আলিম”
(২) আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত “প্রকৃত আলিম”

আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকৃত আলিমের অবস্থানঃ

আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত **“প্রকৃত আলিমই”** ইসলামি শরীয়তে দুনিয়াতে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছের পদমর্যাদার খেতাব ভুষিত মর্যাদাবান “প্রকৃত আলিম”। ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনে তিনিই মুসলিম সমাজে অনুসরণীয় আলিম এবং ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ে সমাধান দেওয়ার, সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করার, ওয়াজ-নসিহত করার, ফতওয়া দেওয়ার এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার একমাত্র অধিকার তারই রয়েছে। অন্য কারো এই অধিকার নেই। **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের যোগ্যতা অর্জন না করে যদি কেউ ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ে সমাধান দেয়, সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করে, ওয়াজ-নসিহত করে, ফতওয়া দেয় এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে তবে তার এই কাজটি হবে ইসলাম ধর্মে অনাধিকার চর্চা করা। আখিরাতে সে মহা শাস্তির সম্মুখীন হবে। তবে, হা! এই ব্যাক্তিটি সাধারণ মুসলিম হিসেবে **أَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْف والنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ**-মুসলিম মানুষকে সৎকাজে আহবান ও ঘৃণ্য কর্ম থেকে বারণ করার কাজটি সে করতে পারে বা পারবে।

-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের মর্যাদাঃ
وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের তিনটি মর্যাদা রয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল।

(১) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিম যদি আনিচ্ছাকৃত কোন বিষয়ে ভুল মিমাংসা দেন বা ভুল সিদ্ধান্ত দেন তা হলে তার এই অনিচ্ছাকৃত ভুল মিমাংসার বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আখিরাতে তাকে কোন ভর্তসনা করা হবে না, পাকড়াও করা হবে না এবং পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত করা হবে না বরং তার ভুল মিমাংসার বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হবে আর সঠিক মিমাংসার বা সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাকে দ্বিগুন পুরস্কার দেওয়া হবে। ভুল মিমাংসার বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তাকে কোন ভর্তসনা না করা বা অসম্মাণ না করা এইটা একটি তার জন্য আখিরাতে প্রথম পুরস্কার ও বিশেষ মর্যাদা। যেমন-হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ ---

عَنْ أَبِي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه و سَلَّمَ : إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ و إِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ــ بخاري،(٤٣٥٦)

অর্থঃ- যখন কোন বিজ্ঞ ব্যাক্তি কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেন তা হলে তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। আর ভুল সিদ্ধান্ত দিলে একটি পুরস্কার রয়েছে।

(২) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিম যদি অসাবধানতা বশত: কোন পাপ করে ফেলেন তা হলে তার উক্ত পাপের কারনে তাকে আখিরাতে শাস্তি প্রদান না করে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাথে তার একটু একান্ত সাক্ষাৎকারে তার কর্তৃক সংঘটিত পাপ সম্পর্কে সমালোচনা আকারে কথোপকনের পর ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাকে আদেশ করবেন। পাপের শস্তির পরিবর্তে একান্ত সাক্ষাতে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া তার জন্য এইটা আখিরাতে তার দ্বিতীয় পুরস্কার ও বিশেষ মর্যাদা। যেমন-হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ ---------------------------

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنْ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْقُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَ حُكْمِي فِيْكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَاكَانَ فِيْكُمْ ، وَلاَ أُبَالِي ـ المعجم الكبير لِطَبْرَانِي - - (١٣٦٤)

অর্থ- হযরত ছা'লাবা বিন আল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তিনি আলিমগণকে সন্বোধন করে বলবেন আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি শুধু এই জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন (তোমরা যা কিছু করেছ না কেন) তা সত্বেও আমার ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। এতে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। আল-মু'জামুল কাবির, তবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৬৪ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : "يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ ، فَيَقُوْلُ : يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعَذِّبَكُمْ ،إِذْهَبُوا، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " المعجم الاوسط لِطَبْرَانِي ـ(٤٢٦٤)

অর্থ- হযরত আবু মুসা আল আশআ'রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। অতপর: আলিমগণকে পৃথক করবেন (অন্য এক যায়গায় সমবেত করে)বলবেন, আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবার জন্য তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রাখি নাই(আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবার জন্যেই তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রেখেছি)। যাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। আল-মু'জামুল আওসাত, তবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৬৪।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَجْمَعُ اللهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : إِنِّي لَمْ أَجْمَعْ حِكْمَتِي فِى قُلُوْبِكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ بِكُمْ الْخَيْرَ، إِذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَاكَانَ مِنْكُمْ ـ مُسْنَدُ أَبِي حَنِيْفَةَ .

অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন আলিমদেরকে একত্রিত করবেন। অতপর: (আলিমগণকে) বলবেন, আমি তোমাদের কল্যাণের ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের বক্ষে আমার হিকমাত বা জ্ঞান রাখি নাই। তোমরা জান্নাতের দিকে যাও, তোমাদের থেকে যাই হউক না কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। মুসনাদু আবু হানিফা।

(৩) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত **"প্রকৃত আলিমকে"** মহান আল্লাহ তাআ'লা পাপী বান্দাদের জন্য আখিরাতে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হবে। এইটা তার জন্য আখিরাতে তৃতীয় পুরস্কার ও বিশেষ মর্যাদা। যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثَةٌ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ـ ـ سنن أبن ماجه ـ(٢٢٩)

অর্থঃ- হযরত ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ তিন দল লোক কিয়ামতের (কঠিন) দিবসে (পপপীদের জন্য) সুপারিশ করবেন ।প্রথমত: আম্বিয়া কেরাম, তারপর আলিমগণ,তারপর শহীদগণ, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-২২৯।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাববা পদবী অর্জনের পদ্ধতিঃ

প্রকৃত আলিম যদি নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হতে সক্ষম হন তবেই তিনি **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত হতে পারবেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত হওয়ার জন্য একমাত্র শর্ত হচ্ছে একটি। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ।

(১)"নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়া" ।

যে কোন প্রকৃত আলিমের মধ্যে উপরোক্ত প্রশংসনীয় গুণটির(আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়ার মত গুণটির) সমাবেশ ঘটবে তিনিই وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান প্রকৃত আলিম বলে গণ্য হবেন। যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

"أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ " ـــ(إِحْيَاءُ عُلُوْمُ الدِّيْنِ + نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ + تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ)

অর্থঃ-আলিমগণই রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন+ নুজহাতুল মাজালিস+ তাম্বিহুল গাফিলীন)। উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, কোন প্রকৃত আলিমকে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ- ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত হতে হলে একজন তাঁকে নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়া লাগবে।

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ""নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়ার প্রক্রিয়াঃ

অর্থঃ-আলিমগণই রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন" নামক উপরোক্ত হাদিস শরীফখানায় আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়ার পদ্ধতি হিসেবে দুটি শর্তের উল্লেখ আছে।

(১)রাজা-বাদশাহ,রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলাশিা থেকে দূরে থাকা।

(২) দুনিয়া বিমুখ হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি হওয়া।

কোন প্রকৃত আলিম যদি উপরোক্ত দুটি শর্ত অবলম্বন করে নিজের উপর উক্ত দুটি শর্ত বাস্তবে কার্যকর করতে পারেন তা হলে তিনি আমানতদার তথা বিশ্বস্ত প্রকৃত আলিম বলে গণ্য হবেন।

যেমন-উপরোক্ত দুইটি শর্ত সম্পর্কে দুটি দীর্ঘ হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

(১) প্রথম হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى مَالَمْ يُخَالِطُوا السَّلَاطِيْنَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاحْذَرُوا هُمْ و اعْتَزِلُوا هُمْ " ـــ(إِحْيَاءُ عُلُوْمُ الدِّيْنِ) .

অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশা করবেনা ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন তারা উহা করে ফেলবে তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং তাদেরকে পরিত্যাগ কর, (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)।

(২) দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا فَإِذَا خَالَطُوا السُّلْطَانَ وَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ "ـــ(نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ + تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ)

অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব, প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবেনা এবং দুনিয়াতে প্রবেশ করবেনা (বিলাসিতা, লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বেনা)ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন আলিমগণ রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের

দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবে এবং দুনিয়ায় প্রবেশ করবে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে(বিলাসিতা, লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বে) তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।(নুজহাতুলমাজালিস+তান্বিহুল গাফিলীন)।

উপরে আমি দুইটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি। উভয় হাদিস শরীফের মধ্যে কিছু শব্দ কম-বেশী আছে ও আগে-পরে ব্যবহৃত হয়েছে। এতদসত্বেও উভয় হাদিস শরীফের ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন। তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার চেয়ে দ্বিতীয় খানার ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে শব্দ বেশী থাকায় দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বোধগম্যের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট হয়েছে বিধায় আমি এখানে দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বিভিন্ন স্থানে শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার প্রথম অংশে>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الْرّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا"

((অর্থঃ-"আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে) মিলামিশা করবেনা এবং দুনিয়াতে প্রবেশ করবে না ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন"।))<<হাদিস শরীফ বর্ণিত আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার গুণে গুণান্বিত আলিমই **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত আলিম।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনের হুকুমঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখা সাধারণ মুমিন-মুসলিমের জন্য ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإسلاميَّة**") তথা ইসলামি আইনে জোর তাকিদপূর্ণ ও সৌভাগ্যের বিষয়। এর অন্যথা করা ধ্বংসের কারণ। যেমন- হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمان بِنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ : "أُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلاَ تَكُنْ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ " ـ المعجم الاوسط ـ(٥١٧١)

অর্থঃ-হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বাকরা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তুমি জ্ঞানীতে পরিনত হও নতুবা ছাত্র নতুবা আলিমের বাণীর) শ্রোতা নতুবা (আলিমের) মহব্বতকারী বা প্রেমিক হও। পঞ্চম হয়ো না। তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১৭১।

এইমাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত উপরোক্ত চারটি গুণের যে কোন একটি গুণ অর্জন করা বা চারটি গুণের যে কোন একটি গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রতিটি মুসলিম মানুষের উপর অপরিহার্য। উপরোক্ত চারটি গুণ পরিত্যাগ করে অন্য যে কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া একজন মুসলিম মানুষের জন্য ধ্বংসের কারণ। উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এই কথা বলা যেতে পারে যে, **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান প্রকৃত আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখা ফরজ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখার উপকারিতাঃ

-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভূষিত **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** মর্যাদাবান আলিমের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখাতে নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। সকল প্রকার উপকারিতা বর্ণনা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় বিধায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপকারিতার কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল। যেমন- হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-----

مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَ مَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِى الدُّنْيَا أَجْلَسَه اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعِي فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থঃ- যে কেহ আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করে সে যেন আমার সাথে (নবীর সাথে) সাক্ষাৎ করল, যে কেহ আলিমের সাথে মুসাফাহা করল যেন আমার সাথে (নবীর সাথে) মুসাফাহা করল, যে কেহ আলিমকে (আদর/সম্মাণ করে ঘরে/তার নিজের সাথে বসাল সে যেন আমাকে আদর/সম্মাণ করে ঘরে/তার নিজের সাথে বসাল। যে ব্যাক্তি আদর/সম্মাণ করে আমাকে দুনিয়াতে তার নিজের সাথে বসাল আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সাথে জান্নাতে একসাথে বসাবেন।

আরো একটি হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---------------------

مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ كَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ ـ

অর্থঃ-যে কেহ আলিমের পিছনে নামাজ পড়ল সে যেন নবীর পিছনে নামাজ পড়ল, আর যে নবীর পিছনে নামাজ পড়ল তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রকৃত আলিমের অবস্থানঃ

আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রকৃত আলিম হচ্ছেন **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত মুসলিম সমাজে প্রকৃত আলিম। তিনি হচ্ছেন **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত হওয়ায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনে বর্জনীয় আলিম। তিনি বর্জনীয় আলিম হওয়ার কারণে ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়েই তার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা গ্রহনযোগ্য নয়। আর সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করার, ওয়াজ-নসিহত করার, ফতওয়া দেওয়ার এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার অধিকার তার নেই। তার উপরোক্ত অধিকার না থাকাসত্বেও নিজ অহমিকার কারণে অহংকার বশতঃ যদি তিনি ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা দেন, সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করেন ও ফতওয়া দেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করেন তবে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করবেন।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের লাঞ্ছনা ও শেষ পরিণতিঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমকে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে, **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ এর পদমযাদার খেতাব অর্জন করার পূর্বে যদি উক্তগুণ বিবর্জিত কোন প্রকৃত আলিম সাধারণ মানুষকে হিদায়াত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা দেন, ফতওয়া দেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করেন তবে তার অবস্থা কোন এক **জলন্ত মোমবাতির** ন্যয় হয়ে যাবে। জলন্ত মোমবাতি যেমন নিজে জ্বলে অপরকে আলো দান করে ও নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে অন্যের উপকার সাধন করে **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের অবস্থাও ঠিক তদ্রুপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনিও নিজে ফাঁসির কাষ্ঠের আসামী হয়ে অন্যকে রক্ষা করার এবং নিজে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিমজ্জিত থেকে অন্য এক জাহান্নামীকে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন থেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত এই ধরনের প্রকৃত আলিম সম্পর্কেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : "مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ " المعجم الكبير،لطبراني ـت (١٦٥٩)

অর্থঃ-হযরত জুনদুব (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যেই আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তি মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেয় অথচ সে নিজে নিজেকে (উপদেশ দিতে)ভুলে যায় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিজেকে ধ্বংস করে মানুষকে আলোদানকারী বাতির মত। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

" "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ"

অর্থঃ- কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে এমন এক আলিমের যার ইলম বা জ্ঞান তার উপকার হয়নি বা তার উপকারে আসে নি।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

إِنَّ الْعَالِمَ لَيُعَذَّبَ عَذَابًا يُطِيْفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ استِعْظَامًا لِشِدَّةِ عَذَابِهِ "

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তিকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যার শাস্তির কাঠিন্যতাকে বড় মনে করার জন্য তার চতুর্দিকে মানুষকে বেষ্টিত করা হবে।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ গবেষণালব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী তার পূরো জীবনটাকে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক নির্দেশিত পথে পরিচালনা করবেন ও **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তবেই তার মুক্তি।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত হওয়ার কারণঃ

কোন প্রকৃত আলিম যদি নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যান তা হলে তিনি **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**- ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত হবেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত হওয়ার বা হারাবার কারণ মাত্র একটি। কারণটি নিম্নরূপ।

১. নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়াঃ

যে কোন প্রকৃত আলিমের মধ্যে উপরোক্ত ঘৃন্য গুণটির(খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার মত গুণটির) সমাবেশ ঘটবে তিনিই **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিম বলে পরিগনিত হবেন।

নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার কারণঃ

একজন প্রকৃত আলিমের পক্ষে নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার জন্য দুটি কারণ হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে। কারণ দুটি নিম্নরূপ।

(১)রাজা-বাদশাহ,রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলাশিা করা।

(২) দুনিয়ায় প্রবেশ হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া।

কোন প্রকৃত আলিম যদি উপরোক্ত দুটি কারণের সাথে জড়িয়ে পড়েন অথবা উক্ত দুটি কারণ যদি কোন প্রকৃত আলিমের মধ্যে প্রতিফলন ঘটে বা বিরাজমান থাকে তখন তিনি খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক প্রকৃত আলিম বলে গন্য হবেন। উক্ত কারণ দুটি সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুটি হাদিস শরীফ বলেছেনঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى مَالَمْ يُخَالِطُوا السَّلَاطِيْنَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاحْذَرُوا هُمْ و اعْتَزِلُوا هُمْ " ـــ إِحْيَاءُ عُلُوْمُ الدِّيْنِ .

অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশা করবেনা ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন তারা উহা করে ফেলবে তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং তাদেরকে পরিত্যাগ কর, (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا فَإِذَا خَالَطُوا السُّلْطَانَ فَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ " (نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ (بَابُ فَضِيْلَةِ الْعِلْمِ)+ تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ (بَابُ مُخَالَطَةُ السُّلْطَانِ)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামা বলেছেন: আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবেনা এবং দুনিয়াতে প্রবেশ করবেনা (বিলাসিতা,লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বেনা) ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন আলিমগণ রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবে অতপর দুনিয়ায় প্রবেশ করবে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে(বিলাসিতা,লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বে) তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়ব। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর ,তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক,(নুজহাতুল মাজালিস,বাবু ফজিলাতু ইলম(ইলম বা জ্ঞান অধায়) + তান্বিহুল গাফিলীন, বাবু মুখালাতাতুস সুলতান(রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গের সাথে মিলমিশি অধ্যায়)।

উপরে আমি দুইটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি। উভয় হাদিস শরীফের মধ্যে কিছু শব্দ কম-বেশী আছে ও আগে-পরে ব্যবহৃত হয়েছে। এতদসত্বেও উভয় হাদিস শরীফের ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন। তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার চেয়ে দ্বিতীয় খানার ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে শব্দ বেশী থাকায় দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বোধগম্যের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট হয়েছে বিধায় আমি এখানে দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বিভিন্ন স্থানে শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

উপরোল্লিত হাদিস শরীফখানার দ্বিতীয় অংশে--

فَإِذَا خَالَطُوا السُّلْطَانَ وَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ))

অর্থঃ-" আর যখন আলিমগণ রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে) মিলামিশা করবে এবং দুনিয়ায় প্রবেশ করবে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে" ।((<<হাদিস শরীফখানায় বর্ণিত খিয়ানতদারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার গুণে গুণান্বিত আলিমই **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত আলিম।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত

প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلاميَّة") তথা ইসলামি আইনের হুকুমঃ

উপরে আমি দুইটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি । উভয় হাদিস শরীফের মধ্যে কিছু শব্দ কম-বেশী আছে ও আগে-পরে ব্যবহৃত হয়েছে ।এতদসত্বেও উভয় হাদিস শরীফের ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন ।তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার চেয়ে দ্বিতীয় খানার ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে শব্দ বেশী থাকায় দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বোধগম্যের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট হয়েছে বিধায় আমি এখানে দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বিভিন্ন স্থানে শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক রাখা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের অংশ বিশেষের ভাষ্য মোতাকে ইসলামি শরীয়তে (**أَلشَّرِيْعَةُ الإِسلاميَّة"**) তথা ইসলামি আইনে উচিৎ নয়। যেমন উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার তৃতীয় অংশ বিশেষের পবিত্র বাক্যটিতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---------------

" فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ "

অর্থঃ-অতএব, তোমরা তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও ।

উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার ভাষ্য মোতাবেক এই কথা বুঝা গেল যে, দুনিয়া বিমুখ আলিমগণ এবং রাজা-বাদশাহ/লাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশা থেকে দূরে অবস্থানকারী আলিমগণই নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন । আর আমানতদার আলিম-উলামাগণই **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) ওআরিছ। রাজা-বাদশাহ/লাষ্ট্রনায়ক ,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশাকারী, পার্থিব হীন স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষাকারী আলিম-উলামাগণ এবং দুনিয়া আসক্ত আলিম-উলামাগণই নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক।

অতএব, যখনই আলিম-উলামাগণ দুনিয়া আসক্ত হয়ে পড়বে এবং রাজা-বাদশাহ, লাষ্ট্রনায়ক ,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য মিলামিশা করে নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বেন তখন তারা আর **وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী ভূষিত থাকতে পারবেন না। উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার দ্বিতীয় অংশ বিশেষের পবিত্র বাক্যটির ভাষ্য মেতাবেক যখন উলামাকেরামগণ শরীয়ত বিরোধী এই হীন অবস্থায় জড়িত হয়ে পড়বেন তখন উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার তৃতীয় অংশ বিশেষের পবিত্র বাক্যটির ভাষ্য।

فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ))

অর্থঃ- অর্থঃ-অতএব, তোমরা তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।)) <<মোতাবেক তাদের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক রাখতে উক্ত হাদিস শরীফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং তাদেরকে প্রত্যাখান করতে বা তাদের থেকে দূরে সরে পড়তে ও তাদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ- ওআরাছাতুল আম্বিয়া

তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্কছিন্ন করার প্রক্রিয়াঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রক্রিয়া এই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে, ধর্মীয় বিষয়ে তার যে কোন সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, হেদায়াত গ্রহণ থেকে এবং তার কর্তৃক পবিত্র কুরআনের ব্যখ্যা ও ওয়াজ-নসীহত শ্রবন থেকে মুসলমানগণ বিরত থাকাই হচ্ছে তার সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকরন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিকদাতা এবং মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ
০৮টি মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়গুলোর অধীন>>(৮নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তবজটিল বিষয়)

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রসঙ্গ ।

শিরোনামঃ >>আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানি ।<<

সূচনাঃ আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়টি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়টির মধ্যে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি শুধু **"সালাম প্রেরণ"** বিষয়টি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আদেশ। সালাম প্রেরণ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আদেশ বলার কারণ এই যে, এক মুসলিম অন্য আর এক মুসলিমকে সালাম দেওয়ার আদেশতো আরো পূর্ব থেকেই দেওয়া হয়েছিল এবং তা কার্যকরভাবে প্রতিপালিত হচ্ছিল, বাস্তবায়িত হচ্ছিল।

এতদসত্বেও আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি "**تَسْلِيْمًا**" শব্দ যোগ করে তাকিদ সহকারে এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম প্রেরনের জন্য পূনরায় আদেশ প্রদান করায় এই আদেশকে গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আদেশ বলা হয়েছে। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"**(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)বদ্ধ সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের পূর্ণ সমর্থনকারী ও অনূসারী **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)বদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের মধ্যে এবং "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে মহাপবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ রয়েছে বিধায় দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে কোন মুসলিমের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের অবস্থা ও পদ্ধতির বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশখানা হচ্ছে এই--

" إِنَّ اللهَ وَ مَلَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْأَيَةُ (٥٦)

অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি সালাত বা রহমত প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত বা দরূদ পড় (রহমতের জন্য "দুআ" কর) এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬।

দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণের অবস্থা ও পদ্ধতিঃ

দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণের অবস্থা ও পদ্ধতি দুই প্রকার।

(১) নামাজের ভিতর দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করা।

(২) নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করা।

(১) নামাজের ভিতর দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করাঃ নামাজের ভিতর দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করার বিষয়টি **নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের** (১৯১) অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হওয়ায় নামাজের ভিতর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়া ফরজ বা ওয়াজিব এবং দরুদ শরীফ পড়া সুন্নাত। নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে **প্রথম সোপান** হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন।

(ক) পাক-পবিত্র হওয়া >>---

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُوَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ " ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (237)+ عَنْ عَلِيٍّ (3) ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ـ (١١٢٦)

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-“নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, নামাজের পবিত্রতা ঘোষণা হচ্ছে তাকবির আর নামাজ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া বা নামাজকে পৃথক করা হচ্ছে তাসলিম। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৭+ মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৬+ হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে হাদিস শরীফ নং-০৩।

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ و مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوْءِ ـ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (٣)

অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামাজ আর নামাজের চাবি হচ্ছে ওজু। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং -০৩।

(খ) পাক-পবিত্র অবস্থায় বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো>>---

পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ--

قُوْمُوا للهِ قَانِتِيْن ـ سورة الْبقرة ـ(٢٣٨)

অর্থঃ- তোমরা বিনয়ের সাথে দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।

হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যাংশ>---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ـ مُسْلِمٌ (٣٩٧)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন ওজু পপিূর্ণ কর তারপর, কেবলামুখী হও। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُوْلُ كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ " سنن ابن مَاجه ـ ٨٣٠)

অর্থঃ হযরত আবু হুমাইদ আসসাঈদী (রাদিআহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজে দাঁড়াতেন কিবলামুখী হতেন এবং বলতেন---

“اللهُ أَكْبَرُ ”

সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৩০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

---

(১৯১) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহঃ ১. পবিত্রতা ২. বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ৩. তাকবীরু তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর তোলা ৪. ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. কিরাআত পাঠ করা ৭. রুকু' করা ৮. সিজদা করা ৯. তাশাহুদের বৈঠক করা ১০. তাশাহুদের শেষ বৈঠকের ভিতরেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়া ও দরূদ পড়া এবং দুআ'-ইস্তিগফার করা ১১. তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হওয়া ।

(গ) নামাজের জন্য নিয়ত করে উভয় হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে দেওয়া>>---

عَن أبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَلِلصَّلاَةِ نَشَرَأَصَابِعَهُ - سنن الترمذِي (239)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজের জন্য তাকবির দিতেন তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে দিতেন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৯।)

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ নামাজ আরম্ভ করার সময়ে হাতলি কেবলামুখী করে দেওয়া>>---------------------------

عَنْ ابْنِ عُمَرٍ ،قَالَ: : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم" إذا اِسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ ،وَلْيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِهِمَا الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّ اللهَ أَمَامَهُ "

অর্থঃ- হযরত ইানু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ যে তোমাদের কেকেই নামাজ আরম্ভ করলে সে দুটি হাত উপরের দিকে তোলে সে তার হাতলি কেবলামুখি করবে।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

(ঘ) কাঁধ বরাবর হাত তোলা>>--

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ ــ سنن الترمذِي ــ (عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِيْثِ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ سنن الترمذِي ــ٠ (٣٩٠)

অর্থঃহযরত সালিম (রাদিআহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দেখেছি তিনি যখন নামাজ আরম্ভ করতেন কাঁধ বরাবর হাত তোলতেন+ হযরত মালিক বিন হুয়াইরিছ (রাদিআহু আনহু) বর্ণনা করে বলেনঃ নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাতকে কান বরাবর তোলতেন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

(ঙ) তাকবীর উচ্চারন করে নাভীর নীচে অথবা নাভীর উপরে হাত রাখা>>------------------------------------

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ +عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةَ ــ سُنَنُ أَبِي دَاوُدِ ــ (٧٥٧)

অর্থঃ-হযরত আবু মিজলায থেকে বর্ণিত **"নাভীর নীচে"** (মাযহাবু হানাফী) +হযরত সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত **নাভীর উপর**। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৭।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

(চ) বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জা ধরা>>-------------------------------

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ - سنن ابن مَاجه - (810)+ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَ السَّاعِدِ - سنن النسائي(٨٨٩)

অর্থঃ-হযরত ওয়াইল বিন হুযর (রাদিআহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নামাজ পড়তে দেখেছি, তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১০+ ডান হাত বাম হাতের হাতলিতে, কব্জা ও বাহুতে রাখতেন, সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৯।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

(ছ) দাঁড়িয়ে সানা পড়তে হবে, সানা>>--

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وّ تَبَّارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ "ــ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٤١)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজ শুরু করতেন তখন বলতেন---

"سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وّ تَبَّارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ"

সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪১।

(জ) রুকু’ ও সিজদার তাসবিহঃ--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوْعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى سُجُوْدِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهِ وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ ــ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٦١)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: যখন তোমাদের কেহ রুকু' করবে সে রুকু'তে বলবে>>---

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ "

তিনবার, এতেই তার রুকু" পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন আর যখন সিজদা দিবে সে সিজদাতে বলবে>>-

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"

তিনবার, এতেই তার সিজদা পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬১।

তীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ، فَقَالَ: "لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَاهُوَ عَلَيْهِ ، لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسَلَّمَ فَأَتِمُّوا الرَّكُوْعَ و السُّجُوْدَ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٣٤٥+٧١٧٩)

অর্থ:-হযরত আবু আব্দুল্লাহ আল-আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এমন একজন লোককে নামাজ পড়তেছে দেখলেন যে তার রুকু-সেজদা পরিপূর্ণ করছেনা। অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যদি সে যে অবস্থায় আছে তাত সে মারা যেত তা হলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মিল্লাতের বাইরে মৃতু বরণ করত। অতএব, তোমরা রুকু-সেজদা পরিপূর্ণ কর। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৭৯ + ৭৩৪৫।

এতক্ষণ আমি **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়মসংক্রান্ত প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক করণীয় বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নিয়েছি। এখন **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম সম্পর্কে নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হচ্ছে যার মধ্যে **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম পুর্ণাঙ্গরূপে যথাযথ বিবৃত আছে।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَ تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

<u>(وَفِى رِزَايَةِ سُنَنُ التِّرْمِذِي ــ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَ كَبِّرْهُ و هَلِّلْهُ ــ ٣٠٢)</u> > ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا(وَفِى رِزَايَةِ سُنَنُ التِّرْمِذِي ــ ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَ إِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ ــ ٣٠٢)" ـ سُنَنُ النَّسَائِي ـ (٨٨٤)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মসজিদে প্রবেশ করলেন, অতপর একজন লোক প্রবেশ করে নামাজ পড়ে এসে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম করলেন। তিনি তার সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, "ফিরে গিয়ে (পুনরায়) নামাজ পড়"। সে ফিরে গিয়ে যেমন নামাজ পড়েছিল তেমনি নামাজ পড়ল, অতপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট

এসে তাঁকে সালাম করলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন তোমার প্রতিও সালাম, ফিরে যাও, তুমি (পুনরায়)নামাজ পড়, তুমি নামাজ পড়নি, সে লোকটি এরূপ তিনবার করল, অতপর বলল, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ আমি এর চাইতে সুন্দর করতে পারিনা, আমাকে শিক্ষা দিন, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন "যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন তাকবির দিবে, তারপর তুমি কুরআনের যাই তোমার সহজ হয় পাঠ কর,

(তিরমিজি শরীফের ৩০২ নং হাদিস শরীফের আর একটি বর্ণনায় আছে- যদি তোমার সাথে কুরআন থাকে তা হলে তা পড়, আর তা না হলে আল্লাহর হামদ তথা প্রশংসা কর, তাকবির পড় ও তাহলীল পড়) তারপর রুকু কর যতক্ষণ তুমি রুকু অবস্থায় শান্ত হও, তারপর রুকু থেকে উঠ যতক্ষণ তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় শান্ত হও, তারপর তুমি সেজদা দাও যতক্ষণ তুমি সেজদা অবস্থায় শান্ত হও, তারপর সেজদা থেকে উঠ যতক্ষণ তুমি বসা অবস্থায় শান্ত হও,
তারপর তুমি সকল নাম্জেই এরূপ করবে। তারপর তুমি দাঁড়াবে, যখন তুমি এরূপ করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হবে, এর থেকে কম করলে তোমার নাজ থেকেই কমে যাবে। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৮৮৪+ সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০২।

তাশাহুদের বর্ণনাঃ

হাদিস শরীফ অনুযায়ী একরাকাআ'ত শষ হল। তারপর সেজদা হতে সরাসরি পূনরায় দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাআ'তের অনূরূপ আর এক রাকাআ'ত পড়তে হবে, দ্বিতীয় রাকাআ'তেই সিজদা থেকে উঠ তাশাহুদ পাঠ করার জন্য কেবলামুখী হয়ে বসতে হবে, এই অবস্থাকে তাশাহুদের বৈঠক বলে।

তাশাহুদ পাঠ করা ব্যতীত নামাজ হবেনা। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে আছ--

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَقُوْلُ": تَعَلَّمُوا ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ " (٤٥٧٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন আর বলতেনঃ জেনে রেখ! তাশাহুদ ছাড়া নামাজ নেই।

আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৫৭৪।

তাশাহুদের বৈঠকেই দরূদ ও সালামের জন্য সুনির্দিষ্ট বাক্যবলী পাঠের মাধ্যমে তাশাহুদ পাঠের ভিতরেই কেবলামুখী হয়ে বসা অবস্থায় খুশু-খুজুর সাথে শান্তমনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম প্রেরণ ও দরূদ পাঠ করতে হবে এবং এমনকি অন্যান্য সালেহীন বা সৎবান্দাদের প্রতিও সালাম দিতে হবে। এটা হচ্ছে নামাজ সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এই তাশাহুদের ভিতরে যেই দরূদ ও সালাম পাঠ করা হল তা নামাজের পদ্ধাতিগত কারণে পড়া হল, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার কারণে নহে। কারণ, তখনতো নামাজের ভিতর আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হয় নি। এইটা শুধু **নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের** অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয় হওয়ায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত না হওয়া সত্বেও দরূদ ও সালাম পাঠ করতে হয়েছে। অতপর, তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হতে হবে, নামাজে সালাম---

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ـ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ـ سنن ابن ماجه ـ ٩١٢)

অর্থঃ- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ডানে-বামে--

" السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ "

বলে সালাম ফিরালে তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১২)।

অতএব, উপরে বর্ণিত নামাজ সম্পাদনের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করার নাম হচ্ছে সালাত তথা নামাজ। ইসলামি শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ ওজর ব্যতীত নামাজ সম্পাদনের এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যাতিক্রম করলে নামাজ হবেনা। নামাজের ভিতরে পড়ার জন্যে অনেকগুলো বা কতগুলো সুনির্দিষ্ট আরবী দরূদ, সালাম ও তাশাহুদ রয়েছে। তম্মধ্যে উদাহরনস্বরূপ কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল।

(ঝ) তাশাহুদঃ>>---

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رسولِ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُوْلَ "- التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٨٩)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন দ্বিতীয় রাকআ'তে বসি তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে >---------------------------------------

" التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"

<<বলতে শিক্ষা দিতেন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৮৯।

দরূদ শরীফঃ---

নামাজের ভিতরে দরূদ শরীফ পড়া ও নামাজে বাহিরে দরূদ শরীফ পড়া প্রসঙ্গ নিয়ে এখন আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। প্রথমে আমি শুধু নামাজের ভিতরে দরূদ শরীফ পড়া নিয়ে আলোচনা শুরু করছি। মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিক দাতা।

নামাজের ভিতরে দরূদ শরীফ পড়া পসঙ্গ:

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنْ عَمْرٍو ،قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ ، حَتَّى جَلَسَ بَيْنَض يَدَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِى صَلاَتِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُوْلُوا " أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" - مسند أحمد (١٧٣٤٧)

অর্থঃ-হযরত ওকবা বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন লোক রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উভয় হাত শুভ্র দেখা যাওয়ার সময়ে আমরা তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় এসে বসেই বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম দেওয়া জেনেছি, তা হলে আমরা যখন নামাজে **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ** পড়ি তখন কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? তিনি (হযরত ওকবা বিন আমর) বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা চুপ হয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ভাবলাম লোকটি তাঁকে প্রশ্নই করেনি, তারপর, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যখণ তোমরা আমার উপর দরূদ পড়বে তখন তোমরা বলিও।

" أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৩৪৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ كَعْبٍ عُجْرَةَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،فَكَيْف الصَّلاَةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُوْلُوا " أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" - البخاري (٤٧٩٧)+مسلم(٤٠٦)+ سنن النسائ(١٢٨٩)+سنن الترمذي(٤٨٣)+سنن ابو داوُد ، عَنْ الحكم (٩٧٩)

অর্থঃ- হযরত কা'ব বিন উযরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, বলা হল ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম দেওয়া জেনেছি, তা হলে আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়ব? তিনি (রাসুলুল্লাহি)বললেন: তোমরা বল------------

" أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"
أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৭৯৭, মুসলিম, হাদিস শরীফ নং-৪০৬, সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৮৯, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৪৮৩, সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হযরত হাকাম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, হাদিস শরীফ নং-৯৭৯।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صلي الله عليه وسلم فقَالَ : كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ : قُوْلُوا " أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"ــ سنن النسائ(١٢٩١)+ سنن ابو داوُد ، عَنْ كَعْبِ عُجْرَةَ (٩٧٨)

অর্থঃ- হযরত মুসা বিন তালহা তিনি তাঁর পিতা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন লোক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? "তিনি (আল্লাহর নবী) বললেন: তোমরা বল-- **أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ**

সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৯১, সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হযরত কা'ব বিন উযরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, হাদিস শরীফ নং-৯৭৮।

এখানে আর একটি হাদিস শরীফের খন্ড অংশের মাধ্যমে দরূদ শরীফ খোনো হল।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِذَ صَلَّيْتُم عَلَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ : قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا : قُوْلُوا " أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"سنن ابن ماجه(٩٠٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তোমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরূদ পড়বে তখন তোমরা তাঁর উপর উত্তম করে দরূদ পড়বে। কেননা তোমরা জান না যে, তা তাঁর নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তিনি বললেন, তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিন, তিনি বললেন: তোমরা বল---

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"
أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯০৬।

(২) নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করাঃ_ নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করার বিষয়টির জন্য সুনির্ষ্টি পদ্ধতি নেই। কিন্তু নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করার জন্য শুধুমাত্র তিনটি অবস্থা রয়েছে।

(প্রথম অবস্থা): প্রথম অবস্থায় পড়ার জন্য দরূদ ও সালাম---

"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم"

অর্থঃ- "আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়ুন।

(দ্বিতীয় অবস্থা): দ্বিতীয় অবস্থায় পড়ার জন্য দরূদ ও সালাম---

" أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ وَّ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

অর্থঃ-হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নেতা নিরক্ষর নবী মুহাম্মারে উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবীগণের উপর দরূদ, সালাম ও বরকত প্রদান করুন।

এরূপ আরো অনেক নিজের তৈরীকৃত ও অন্য মুসলিমের তৈরীকৃত দরূদ শরীফ পড়া যেতে পারে।
(তৃতীয় অবস্থা): তৃতীয় অবস্থায় পড়ার জন্য সালাম---

" السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "

অর্থঃ- ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ "

অর্থঃ- ইয়া হাবিবাল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ "

অর্থঃ-ইয়া নাবীআল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

উপরের তিনটি অবস্থার ব্যখ্যা পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেওয়া হল ।

(প্রথম অবস্থা) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিক সালাত বা দরূদ পড়তে হবে এবং তখন সালাত বা দরূদ পড়া ওয়াজিব। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিক সালাত বা দরূদ না পড়লে উক্ত মুসলিম মানুষটির বিভিন্ন অশুভ পরিণতির উল্লেখসহ উক্ত মুসলিম মানুষটির দোযখী হওয়ার কথা হাদিস শরীফে বর্ণনা রয়েছে। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : صَعِد النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم،فَقَالَ :" آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ " ، قَالَ : أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهَ السَّلَامُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ،فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِيْنَ،فَقُلْتُ آمِيْنَ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَمَاتَ ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ،فَأُدْخِلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِيْنَ،فَقُلْتُ آمِيْنَ، قَالَ : وَ مَنْ ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ،، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ،فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِيْنَ،فَقُلْتُ آمِيْنَ" (١٩٩٠) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (মিম্বরে) আরোহন করে বললেন: আমিন! আমিন! আমিন! তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: জিবরাইল আলাইহিসসালাম) আমার নিকট এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ, যে ব্যাক্তি পিতা-মাতাকে পেয়েও মরে দোযখে প্রবেশ করল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আপনি বলুন আমিন! আমি বললাম আমিন! তিনি (জিবরাইল পূনরায়) বললেন: হে মুহাম্মাদ, যে ব্যাক্তি রমজান মাস পেয়েও পাপ মোচনকৃত না হয়ে মৃত্যু বরন করে দোযখবাসী হল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আপনি বলুন আমিন! আমি বললাম আমিন! তিনি (জিবরাইল পূনরায়) বললেন: এবং যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূদ না পড়ে মৃত্যু বরণ করে দোযখে প্রবেশ করল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আপনি বলুন আমিন! আমি বললাম আমিন! আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৯০ ।

عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ :" آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ " فَقِيْلَ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هٰذَا ؟ فَقَالَ : " قَالَ لِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهَ السَّلَامُ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ـ أَوْ بَعُدَ ـ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ آمِيْنَ، ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ـ أَوْ بَعُدَ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَو أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ آمِيْنَ، ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ـ أَوْ بَعُدَ ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ آمِيْنَ" (٨٩٩٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমিন! আমিন! আমিন! তাঁকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) বলা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহি, এটা আপনি কি করতে ছিলেন? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: জিবরাইল আলাইহিসসালাম আমাকে বললেন: এমন বান্দা লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যার নিকট রমজান মাস আসার পরও তাকে ক্ষমা করা হয় নি, আমি বললাম আমিন! তারপর তিনি (জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: এমন বান্দা লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যে ব্যাক্তি পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে পেয়েও দোযখে প্রবেশ করল সে লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক, আমি বললাম আমিন! তারপর তিনি (জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত

হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূদ পড়েনি সে লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক, আমি বললাম আমিন! মুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৯৪।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ، رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ إِنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ،وَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ " (٣٥٤٥) في سنن الترمذي

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এমন লোক লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূদ পড়েনি, এমন লোক লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক, যার নিকট রমজান মাস আসল তারপর তাকে ক্ষমা করার পূর্বেই চলে গেল, এমন লোক লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যে ব্যাক্তি পিতা-মাতাকে পেল, তারা তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করায় নি। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৪৫।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :" مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً " مسند أحمد، (٩٩٧٨)+ إِلاَّ كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ_ مسند أحمد، (١٠٣٨٧)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ "কোন সম্প্রদায় এম কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহর যিকির করে নাই এবং তাদের নবীর উপর দরূদ পড়ে নাই সেই মজলিস তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবে। মুসনাদু আহমদ, হাদিস শরীফ নং-৯৯৭৮+ সামান্য কিছু শব্দের পার্থক্যসহ। মুসনাদু আহমদ, হাদিস শরীফ নং-১০৩৮৭।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: " الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " في المعجم الكبير للطبرانيئ ـ (٢٨١٧) + سُنَنُ التِّرْمِذِي(3546) + ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى(٦٧٧١)

অর্থঃ-হযরত আলি বিন আবি তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "কৃপন হল সেই ব্যাক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পরও সে আমার প্রতি দরূদ পড়েনি। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৮১৭+ সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৪৬ + মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৭৭১।

عَنِ الحَسَنِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" كَفَى بِهِ شُحًّا ، أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ ثُمَّ لاَ يُصَلِّى عَلَيَّ " (مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ (٨٧٩٣)

অর্থঃ-হযরত হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হলে পর আমার উপর সে দরূদ পড়েনা, এটা (দরূদ শরীফ না পড়াটা) তার বেলায় কৃপন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৩।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلاَ يُصَلِّى عَلَيَّ ـ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ (٣١٢١)

অর্থঃ-হযরত হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: (যে) লোকটির নিকট আমার নাম উচ্চারিত হলে পর আমার উপর সে দরূদ পড়েনা, এটা (দরূদ শরীফ না পড়াটা) (আমার প্রতি) তার দুর্ব্যবহার বা অবিচার। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১২১।

দুর্ব্যবহার বা অবিচারের শাস্তিঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ و الْإِيْمَانِ فِى الْجَنَّةِ و الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءِ فِى النَّارِ ـسنن الترمذي ـ (٢٠٠٩)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, ঈমান জান্নাতে আর লজ্জাহীনতা তথা অশ্লীলতা দুর্ব্যবহার বা অবিচারের অন্তর্ভুক্ত, দুর্ব্যবহার বা অবিচার দোযখে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০০৯ ।

"مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِىءَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ ، خَطِىءَ طَرِيْقَ الْجَنَّةَ "(٢٨١٨) في المعجم الكبير للطبرانيئ للطبران

অর্থঃ- যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর সে আমার প্রতি দরূদ পড়তে ভুলে গেল সে জান্নাতের পথ ভুলে গেল। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৮১৮।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي " (٢٦٦٣) في المعجم الكبير للطبرانيئ + صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ وَسَلاَمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى(٦٧٥٥)

অর্থঃ- হযরত আলী ইবনু আবি তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পড়বে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৩ +"তোমরা আমার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ কর, কেননা, তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছে", মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৭৫৫।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيْهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، يَعْنِيْ بَلِيْتَ ،فَقَالَ :" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " ـ (مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ (٨٧٨٩)

অর্থঃ- হযরত হাসান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমআর দিন। যেই দিনে আদমকে(আলাইহিস সাল্লামাকে)সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনেই (ইস্রাফিলের সিংগার)ফুৎকার এবং সে দিনেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা বা বিকটাবস্থা ঘটবে, অতএব, তোমরা সেই দিনে আমার উপর দরূদ বেশী করে পড়, নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়। তখন একজন লোক বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহি, "কেমন করে আমাদের দরূদ আপনার নিকট উপস্থাপন করা হবে, আপনিতো পচে-গলে যাবেন? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "নিশ্চয় আল্লাহ জমিনের উপর নবীদের শরীর খেয়ে ফেলতে হারাম করে দিয়েছেন। মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ :"مَامِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ " (٩٣٢٩) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ কোন মুসলিম আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রুহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, আমি তখন তার সালামের উত্তর দিয়ে দেই। আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৩২৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : إِنَّ لِلّهِ فِى الْأَرْضِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِيْ السَّلاَمَ ـ مسند أحمد ـ (٨٢٩٤) + مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ (٨٧٩٨)+ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -- (٣١١٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর জমিনে এমন ফেরেস্তা রয়েছেন যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮২৯৪+ মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৬।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَةً عَلَيّ زَكَاةٌ لَكُمْ ـ(مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ٨٧٩٦)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ তোমরা আমার উপর দরূদ পড়, নিশ্চয় আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের জন্য পবিত্রতা। মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৬।

عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَّاشِي : أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ، أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَنَّ فُلاَنًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ ـ(مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ٨٧٩١)

অর্থঃ-হযরত ইয়াযিদির রাক্কাশি (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরূদ পড়ে নিশ্চয় তার জন্য একজন ফেরেস্তা নিয়োজিত আছে যে তার পক্ষ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

নিকট এই কথা বলে যে, আপনার উম্মতের উমুক আপনার উপর দরূদ পড়েছে। মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯১।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" لاَ تَجْعَلُونِيْ كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ ، وَمَلأَ قَدَحًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ ، وَإِلاَّ أَهْرَقَ فَاجْعَلُونِي فِى وَسْطِ الدُّعَاءِ، وَفِى أَوَّلِهِ، وَ فِي آخِرِهِ ــ(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ــ٣١١٧) وَ فِى الْمجمعِ " فَاذْكُرُوْنِيْ فِى أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِى وَسْطِهِ وَ فِى آخِرِ الدُّعَاءِ "

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালা বা পাত্রের মত করোনা, যখন আরোহী পথ চলতে ইচ্ছা করে তখন সে তার হুক বা আংটাগুলো ঝুলিয়ে রাখে এবং পেয়ালা বা পাত্র (পানিতে) পূর্ণ করে নেয়। যখন তার ওজু করার বা (পানি) পান করার প্রয়োজন হয় তখন সে ওজু করে বা পানি পান করে। আর তা না হলে সে উহা ঢেলে (ফেলে) দেয়। অতএব, (তোমরা কিন্তু আমার বেলায় তা করো না বরং)তোমরা আমাকে দুআ'র মাঝে, প্রথমে এবং শেষেও রাখবে, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৭। মাজমা গ্রন্থে এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, "তোমরা আমাকে দুআ'র প্রথমে, মাঝেও শেষেও স্বরণ করবে।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, দুআ' করার প্রথমে, মাঝে ও শেষে দরূদ শরীফ পড়তে হবে। হাদিস শরীফে বর্নিত উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তোমরা দুআ'র প্রথমে দরূদ পড়লে, মাঝে দরূদ পড়লেনা অথবা শেষে পড়লেনা, এরূপ করবেনা বরং দুআ'র মধ্যে প্রথমে, মাঝে, শেষে এমনকি দুআ' কবুলের জন্য দুআ'র করার মধ্যে কয়েকবার অথবা কতক্ষণ পর পর বার বার দরূদ পড়বে। এই কথাটিই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাইয়াছেন ।

عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِي قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ عَبْدٌ صَلاَةً إِلاَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رسولَ الله ! أَلاَ أَجْعَلُ نِصْفَ دُعَائِي لَكَ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ : أَلاَ أَجْعَلُ كُلَّ دُعَائِي لَكَ ؟ قَالَ: إِذًا يَكْفِيْكَ اللهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ــ(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ــ ٣١١٤) ــ

অর্থঃ-হযরত ইয়া'কুব বিন যায়িদ আত-তাইমি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমার প্রভূ থেকে আমার নিকট একজন আগমনকারী এসে বলল: "কোন বান্দা আপনার প্রতি একবার দরূদ পড়লে আল্লাহ তার উপর দশবার দরূদ পড়ে। তিনি (ইয়া'কুব বিন যায়িদআত-তাইমি) বলেন: একজন লোক বলর: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমি আমার দুআ'র অর্ধাংশ আপনার জন্য রাখব কি? তিন (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: তোমার ইচ্ছা, লোকটি বলল, আমি আমার পূর্ণ দুআ' আপনার জন্য রাখব কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: তা হলে দুনিয়া-আখিরাতের চিন্তার বেলায় আল্লাই তোমার জন্য যথেষ্ট, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৪।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَئكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا صَلَّى(مَا دَامَ يُصَلِّى ــ مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ) عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ، أَوْ لِيُكْثِرْ ــ(مسند أحمد ــ ١٥٩٢٠+ مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ــ (٨٧٨٨)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবিয়া তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে খুতবা দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি, "যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে ফেরেস্তারা তার উপর ততক্ষণ দরূদ পড়তে থাকে যতক্ষণ সে আমার উপর দরূদ পড়তে থাকে। অতএব, বান্দা উহা থেকে কম বা বেশী করুক। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৯২০+মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৮।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ،فَأَكْثِرُوا أَوْ أَقِلُّوا ــ(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ــ(٣١١٥)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবিয়া তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দরূদ পড়ে, অতএব, তোমরা বেশী

করে অথবা কম করে হলেও আমার উপর দরূদ পড়, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৫।
উপরে বিভিন্ন হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার উপকারিতা বর্ণনা করে তাঁর উম্মতের ইচ্ছার উপর তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, এখন সে বুঝে-শুনে আমার প্রতি কম দরূদ পড়বে আর না হয় বেশী বেশী দরূদ পড়বে। মহান আল্লাহই তাওফিক দাতা। এখন আমি কোন দরূদ শরীফ সংক্ষিপ্ত, অতিদ্রুত এবং সহজে পড়া যায় তা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিকভাবে সালাত বা দরূদ পড়ার জন্য খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত দরূদ ও সালাম হচ্ছে " **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم** "।
এই জন্যেই" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন হাদিস শরীফ সংকলকগণ ও মুহাদ্দিসিনকেরামগণ এবং এমনকি **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছ ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর পর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ওপরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** পূর্বে মধ্যবর্তী অন্তরবর্তীকালীন সময়কার মুহাদ্দিসিনকেরামগণও হাদিস শরীফ লিখার ও পড়ার সময়ে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম আসলেই এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা (**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم**) লিখতেন ও পড়তেন। পৃথীবিতে সকল হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামের সাথে এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা (**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم**) লিখিত ও লিপিবদ্ধ আছে। বারবার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে তাঁরা তাও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদিস শরীফে দু-এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিকবার আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম আসে।
কিন্তু হাদিস শরীফ সংকলকগণ ও মুহাদ্দিসিনকেরামগণ কোথাও এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম বাদ দেন নি। হাদিস শরীফের অস্তিত্ব যদি এক লক্ষ থাকে তা হলে দরূদ শরীফ ও সালামের সংখ্যা হবে আনুমানিক কমপক্ষে দশলক্ষ, আর হাদিস শরীফের অস্তিত্ব যদি দশ লক্ষ থাকে তা হলে দরূদ শরীফ ও সালামের সংখ্যা হবে কমপক্ষে এক কোটি। যদি প্রতিটি হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামের সাথে নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও সালামখানা যদি লিখার শর্ত বেঁধে দেওয়া থাকত তা হলে কি তাঁরা এই দূরহ ও দুস্কর কাজটি করতে পারতেন? চিন্তা করে দেখুন! তবে হা! যে কেহ বরকতস্বরূপ নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ ও সালাম মাঝে-মধ্যে পড়তে পারেন। এতে কোন দোষ নেই। সার্বক্ষণিক নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ ও সালাম দীর্ঘক্ষণ পড়লে আপনাকে ক্লান্তি পেয়ে বসবে।
কাজেই, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমগণকে এই জন্যেই " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের বাস্তবায়িত আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা ------------------------------→

"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "

<< পড়তে হবে। কারণ, কোন ওয়াজ-মাহফিলে, ইসলামি সভাতে এবং যিকরের মজলিসসহ অন্যান্য ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র নামাজের ভিতরকার পঠিত **দীর্ঘ-পূর্ণ দরূদ শরীফখানা** এবং **দীর্ঘ-পূর্ণ তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা** পড়তে গেলে একবার দরূদ শরীফ ও সালামখানা শেষ না হতেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম কয়েকবার বা একাধিক বার এসে যাবে বা উচ্চারিত হবে। তখনতো আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র আপনি বার বার দরূদ শরীফ ও সালামখানা পড়তে পারলেন না। তখনকি আপনি উপরে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত শাস্তিবাণীর ফলাফল থেকে বাঁচাতে পারবেন বা রেহাই পাবেন? চিন্তা করুন!

এমতাবস্থায় **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত হয়তবা সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমদের কেহ অথবা নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের মধ্যে আলিম হিসেবে পরিচিত কোন মুসলিম মানুষ আপনাকে বলতে পারেন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম একই মজলিসে বার বার উচ্চারিত হলে একবার দরূদ শরীফ ও সালাম পড়লেই চলবে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের বা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যাক্তির বা কোন আলিমের ব্যাকিগত নিজস্ব মত। এইরূপ মততো হাদিস শরীফের মত নয়। হাদিস শরীফের বিরোধী এইরূপ ব্যাকিগত নিজস্ব মতের কারণে উক্ত ব্যাক্তি বা আলিম যেভাবে নিজে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যকে তেমন সওয়াব থেকে বঞ্চিত করছে, উক্ত ব্যাক্তি বা আলিম যেভাবে নিজে পথভ্রষ্ট হচ্ছে অন্যকে তেমন পথভ্রষ্ট করছে, উক্ত ব্যাক্তি বা আলিম যেভাবে নিজে দোযখী হচ্ছে অন্যকে তেমন দোযখী করছে। হাদিস শরীফের মত হচ্ছে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম যেখানে যখনই উচ্চারিত হবে তখনই দরূদ শরীফ ও সালাম পড়তে হবে বা পাঠ করতে হবে। তাই, হাদিস শরীফের মতানূসারে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম যেখানে যখনই উচ্চারিত হবে তখনই দরূদ শরীফ ও সালাম পড়বেন বা পড়তে হবে বা পাঠ করবেন বা পাঠ করতে হবে। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট কোন সাধারণ মুসলিম অথবা কোন নিকৃষ্ট মুসলিম উলামার কথায় দরূদ শরীফ ও সালাম পড়া বা পাঠ করা বন্ধ করবেন না। তা হলে কিন্তু আপনি দোযখী হয়ে যাবেন। ভুল শিক্ষা দিয়ে কেহ দোযখে গেলেও আপনি কিন্তু তার সাথে দোযখী হবেন না। আপনি এইরূপ ভুল শিক্ষা নিবেন না বা ভুল শিক্ষা গ্রহন করবেন না। আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সদয় হউন। আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন।আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র বার বার দরূদ শরীফ ও সালামখানা পড়তে হবে বিষয়টি " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ তাঁরা হাদিস শরীফ সংকলন কর্মে এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা---→

"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم"

<< লিখার ও লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে তা প্রমাণ করে গেছেন। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র এই ছোট ও সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফখানা যে পড়তে হবে তা হাদিস শরীফেই বলা আছে। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِيْ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو وَأَبُو سَعِيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَثِيْرًا - مسند أحمد (١٧٦٠)

অর্থঃ--------------হযরত আলি বিন হুসাইন তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "কৃপন হল সেই ব্যাক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হল, তারপরও সে আমার প্রতি দরূদ পড়েনি", **আবু সাঈদ বলেন:** তারপরও সে আমার প্রতি **" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "** দরূদ শরীফখানা বেশী পড়েনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬০।
এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা>

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم)

<মহান আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভক্ত। এই জন্যে সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা>

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم)

<যিকরের অন্তর্ভক্ত হওয়ায় দাঁড়িয়ে, বসে এমনকি সর্বাবস্থায় এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা>>

("صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ")

পড়া যাবে। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ --------------------------------------

"فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِكُمْ" ــ سورة النساء ، الأية (١٠٣)

অর্থঃ অতএব, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহর জিকর কর। সুরা নিসা, আয়াত নং১০৩।

বখীল বা কৃপনের শাস্তিঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: "السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيْبٌ مِنَ النَّاس ، بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ ،وَ الْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ ، بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَ لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن عَابِدٍ بَخِيْلٍ ـ سنن الترمذي ـ (١٩٦١)

অর্থ:-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: উদার ব্যাক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী। বখীল বা কৃপন আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকেও দূরে এবং দোযখের নিকটবর্তী। আর মূর্খ উদার ব্যক্তি কৃপন আবিদের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ।সুনানুত তিরমিজি শরীফ,হাদিস শরীফ নং-১৯৬১।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيْلٌ ـ سنن الترمذي (١٩٦٣)

অর্থ:-হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ প্রতারক, খোটাদানকারী এবং কৃপন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সুনানুত তিরমিজি শরীফ,হাদিস শরীফ নং-১৯৬৩।

অতএব, যে মুসলিম মানুষটি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পড়বে সে হচ্ছে উদার ব্যাক্তি আর যে মুসলিম মানুষটি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর তাৎক্ষণিক বেশী বেশী দরূদ পড়বে না সে হচ্ছে কৃপন ব্যাক্তি। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের মধ্যে যারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নামাজের ভিতরকার পঠিত **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ব্যতীত অন্য কোন দরূদ পড়া যাবে না এরূপ শর্তারোপ করে মুসলিম মানুষকে এবং নিজেদেরকে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অধিক অধিক বা বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্য অর্জন থেকে বিরত রাখে এমন কৃপন ব্যাক্তিরা হচ্ছে মুনাফিক তথা কপট মুসলিম। কারণ, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম বার বার উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বার বার দরূদ পড়লে যেমন বখীলতা তথা কৃপনতা দূর হয় তেমনিভাবে বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার(কমপক্ষে ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়ার) মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষের মনের মুনাফিকি তথা কপটতা দূর হয়।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ সাধারণ সহজ-সরল মুসলিম মানুষকে এরূপ মহান নেক কর্ম থেকে বিরত রাখে। যাহোক, তিনটি নেক আমলের দ্বারা বা তিনটি নেক কর্মের মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষের মনের মুনাফিকি তথা কপটতা দূর হয়।

(১) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার(কমপক্ষে ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়ার) মাধ্যমে>>

(২) চল্লিশ দিন বিরতিহীনভাবে তাকবিরুল উলাসহ জামাআ'তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ সম্পাদন করলে>>

(৩) বেশী বেশী (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির করার মাধ্যমে>>

যেমন হাদিস শরীফে আছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ عَشْرًا، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِأَةً، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِأَةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَأَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء ـ(٧٢٣٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার দরূদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি একশত বার দরূদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ পড়ে আল্লাহ তাকে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি লিখেন ও দোযখ থেকে নিস্কৃতি দেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সথে স্থান বা বাসস্থান দিবেন। আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৩৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ـ سنن الترمذي (٢٤١)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি জামাআ'তের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলা পায় তার জন্য দুটি নিস্কৃতি লিখিত আছে, দোযখ থেকে নিস্কৃতি ও মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" "مَنْ أَكْثَر ذِكْرَ اللهَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ "(٦٩٣١) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে সে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি পাবে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৯৩১।

অতএব,

(ক) যেই মুসলিম মানুষই কম কম দরূদ পড়বে তার মনের ভিতর মুনাফিকি তথা কপটতা আছে ও মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে যাবে।

(খ) এক নাগাড়ে জামাআ'তের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামাজ পড়লে মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে ঠিকই কিন্তু রোগ, অসুস্থতা, কাজের ব্যস্ততা ইত্যাদি নানাহ কারণে এক নাগাড়ে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাআ'তের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে পড়া অসম্ভব হতে পারে। তা হলেতো তখন মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না, মুনাফিকি থেকে যাবে।

(গ) যেই মুসলিম মানুষই কম কম যিকির করবে তার মনের ভিতর মুনাফিকি তথা কপটতা আছে ও মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে যাবে। পবিত্র কুরআনের আয়াত---

لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً ـــ سورة النساء ، الأية (١٤٢)

অর্থঃ-তারা(মুনাফিকরা) **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি)তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কমই করে থাকে। সুরা নিসা, আয়াত নং-১৪২।

তাই, প্রত্যেক মুসলিম মানুষকে মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পেতে সহজ পদ্ধতি হিসেবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বশী দরূদ শরীফ তথা কমপক্ষে ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়াই উত্তম। এতে বখীলতা তথা কৃপনতা দূরীভূত হওয়ার পাশাপাশি যেমন মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে তেমনিভাবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্যতাও অর্জন হবে। পাশাপাশি মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পেতে সহজ পদ্ধতি হিসেবে **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্মরন বা যিকির বেশী বেশী করতে হবে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক আলিম-উলামাগণই "اَللهُ اَللهُ " আল্লাহ আল্লাহ নামের মত সহজ পদ্ধতির যিকির ত্যাগ করে কঠিন পদ্ধতির যিকির করতে তাদের অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করে। যাতে তারা যেমন মুনাফিক মুসলিম হয়েছে তেমনিভাবে তাদের অনুসারীরা যেন মুনাফিক মুসলিম হয়ে যায়।

এখানে একটি সতর্কতা এই যে, "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের মধ্যে যারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার পঠিত **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ব্যতীত অন্য কোন দরূদ পড়া

যাবে না এরূপ শর্তারোপ করে তারা কম কম দরূদ শরীফ পড়ে এবং তাদের মনের ভিতর মুনাফিকি তথা কপটতা আছে ধরে নিতে হবে। কারণ, নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ১০০ শত বার পড়তে কমপক্ষে ১ থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগবে। এতটুকু সময় দিয়ে দরূদ পড়তে পড়তে একজন মুসলিম মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

(দ্বিতীয় অবস্থা)

" **أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أٰلِهٖ وَّ أَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ**

(অর্থঃ-হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নেতা নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ,তাঁ র সাহাবীগণের উপর দরূদ, সালাম ও বরকত প্রদান করুন।)এর মত ছোট ও সংক্ষিপ্ত দরূদ ও সালাম পাঠ করা। এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও মহান আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভক্ত। তাই, এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এমনকি সর্বাবস্থায় পড়া যাবে।

উপরে বর্ণিত দুটি অবস্থায়ই উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র বার বার পড়া অতি সহজ এবং ক্লান্তিমুক্ত।

এখানে আর একটি সতর্কতা এই যে, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ দ্বিতীয় অবস্থায় নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ শরীফখানা পড়তে বলবেন যাতে করে মুসলিম মানুষগণ আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পড়তে না পারে। কারণ, এরা হচ্ছে মুনাফিক মুসলিম বা কপট মুসলিম। মুসলিম সমাজে এরা মুসলিম নাম ধারণ করে আছে। বাস্তবে এরা মুসলিম নহে। এদের অন্তরে মুনাফিকি আছে। আর তা না হলে তারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত **দীর্ঘ দরূদ শরীফখানা** পড়তে বলতেন না। তা ছাড়া, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত **দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাও** সালাম মিশ্রিত দরূদ শরীফ নহে। অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা দরূদ ও সালাম উভয়টিই পড়তে আদেশ করেছেন।

যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

إِنَّ اللهَ وَ مَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ اَلْاٰيَة (٥٦)

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি সালাত বা রহমত প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত বা দরূদ পড় (রহমতের জন্য "দুআ" কর) এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিন বান্দাগণকে দরূদ ও সালাম উভয়টিকে একসাথে পড়তে আদেশ করেছেন। এখন এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত **দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাতে** তো সালাম নেই। নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত **দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাতে** সালাম না থাকায় নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ তাশাহুদে পৃথকভাবে সালামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নামাজের ভিতরকার **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ও **তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম** হচ্ছে নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে মাত্র দুটি বিষয়। নামাজের ভিতরকার **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ও **তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম** নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের জন্যেই নির্দিষ্ট। নামাজের বাহিরে ওজিফা হিসেবে পড়ার জন্য নহে। কারণ, এইগুলো খুবই দীর্ঘ দরূদ ও সালাম। তবে, বরকতস্বরূপ মাঝে মধ্যে দুই একবার বা কয়েকবার নামাজের বাহিরে পড়া যেতে পারে। নামাজের বাহিরে দীর্ঘ ওজিফা হিসেবে পড়ার জন্য যে কেহ নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ও **তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম** পড়বে সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাই, নামাজের বাহিরে ক্লান্তিমুক্ত সালাম মিশ্রিত সংক্ষিপ্ত দরূদ পড়তে হবে। সেই জন্যে নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাতে সালাম না থাকায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো দরূদ শরীফের নমুনা অনুসরণ করে **صَلاَةٌ** শব্দের **صِيْغَةٌ** (সিগাহ)তথা শব্দরূপের অনুরূপ **سَلاَمٌ** শব্দের **صِيْغَةٌ** (সিগাহ)তথা শব্দরূপ গঠন করে অনুরূপভাবে গঠিত **سَلاَمٌ** শব্দের **صِيْغَةٌ** (সিগাহ) তথা শব্দরূপটি **صَلاَةٌ** শব্দের **صِيْغَةٌ** (সিগাহ)তথা শব্দরূপের সাথে **عَطْفٌ**(আতফ) তথা সংযোগ করে প্রত্যেক মুসলিম

মানুষকে যার যার মত করে সুন্দর সুন্দর সালাম মিশ্রিত দরূদ শরীফ প্রস্তুত করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সেই সালাম মিশ্রিত সুন্দর সুন্দর দরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পড়তে হবে। যেমন আমরা উপরে সালাম মিশ্রিত দরূদ তৈরী করে দেখাইয়াছি।
সালাম মিশ্রিত দরূদ শরীফখানা এই--

" **أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أٰلِهٖ وَّ أَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ**

অর্থঃ-হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নেতা নিরক্ষর নবী মুহাম্মারে উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ,তাঁর সাহাবীগণের উপর দরূদ,সালাম ও বরকত প্রদান করুন।
সেই জন্যেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু বলেনঃ--

عَنْ عَبْدِ اللهِ نَسْعُوْدٍ قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ـ سنن إبنُ مَاجه (٩٠٦)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু বলেন: যখন তোমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরূদ পড়বে তখন দরূদ সুন্দর করবে। কেননা নিশ্চয় তোমরা জান না যে, হয়ত তোমাদের দরূদ তাঁর (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) নিকট উপস্থাপন করা হয়। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯০৬।

তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ওপরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম বা কতিপয় নিকৃষ্ট উলামাগণের মধ্যে যারা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল বিভক্ত এবং তাদের দল-উপদলগুলোর অনূসারীদের ব্যতীত শুধু একমাত্র **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলের অনূসারীরা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো দরূদ শরীফের নমুনা অনূসরণ করে সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন দরূদ ও সালাম প্রস্তুত করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সেই সালাম মিশ্রিত সুন্দর সুন্দর দরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পড়ে থাকে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ হয়ত বলতে পারেন ধর্মীয় বিষয়ে আমরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহুর বক্তব্য বা বাণী মানব কেন ? এর উত্তর এই যে, হাদিস শরীফে আছে---

عَنْ حُذَيْفَةَ ،قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَدْرِي مَاقَدْرُ بَقَائِي فِيْكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي ، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ :وَمَا حَدَّثَكُمْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوهُ ـ مسند أحمد (٣٩٠١٢)+(٢٣٧٤٨)

অর্থঃ-হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট বসা ছিলাম, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আমি জানি না তোমাদের মাঝে আমার কত পরিমাণ বিদ্যমানতা বা অবস্থান আছে(কত দিন আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকব), অতএব, তোমরা আমার পরে যারা আছে তাদের ইকতিদা তথা অনূসরণ করবে এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমার প্রতি ইশারা তথা ইঙ্গিত করে বললেন: ইবনু মাসউদ যা বলবে বা বর্ণনা করবে তাই সমর্থন করবে বা সত্য জানবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৯০১+২৩৭৪৮।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

প্রথমতঃ (শিরোনাম)আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরূদ ও সালাম পড়ার জন্য উপরে বর্ণিত সুরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে যেই নির্দেশনাটি এসেছে তা **مُطْلَقٌ** (মুতলাক)শর্তবিহীন নির্দেশ। সেইজন্যেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত **দীর্ঘ দরূদ শরীফের** নমুনার উপর ভিত্তি করে **صِيْغَةُ الْأَمْرِ** (সিগাতুল আমর) আদেশ বাচক শব্দরূপের দরূদের সাথে **صِيْغَةُ الْأَمْرِ** (সিগাতুল আমর)তথা আদেশ বাচক

শব্দরূপের অনুরূপ সালাম যোগ করে অথবা صَيْغَةُ الْمَاضِيْ (সিগাতুল মাদি- প্রচলিত উচ্চারণ> সিগাতুল মাজি) অতীতকাল বাচক শব্দরূপের অনুরূপ সালাম যোগ করে আদেশের আকারে নহে বরং আবেদনের আকারে নামাজের বাহিরে দরূদ ও সালাম পড়তে হবে। তাই, এইরূপ দরূদ ও সালাম আল্লাহর জিকরের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এইরূপ দরূদ ও সালাম দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় পড়া যাবে। আমাদেরকে এইটা মনে রাখতে হবে যে, صَلَاةٌ এবং سَلَامٌশব্দ দুটি صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপের উপর গঠিত হলেও উচ্চজনদের বেলায় صَيْغَةُ الْأَمْرِ(সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপটি عِلْمُ الْبَلَاغَةِ তথা অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় أَلْإِلْتِمَاسُ বা অনুরোধ অথবা أَلدُّعَاءُ বা আবেদন হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং নিম্নস্তর জনদের বেলায় الْأَمْرِ বা আদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে صَلَاةٌ এবং سَلَامٌ শব্দ দুটি মহান আল্লাহ তাআ'লার বেলায় صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপটির مَفْهُوْمٌ বা মর্ম আদেশ বাচক না হয়ে আবেদনসূচক মর্ম ও অর্থ হবে। এইরূপ দরূদ ও সালাম দুই প্রকার

(১) صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) আদেশ বাচক শব্দরূপের উপর ভিত্তি করে রচিত।

যেমন---

" أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أَلِهٖ وَّ أَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

অর্থঃ-হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নেতা নিরক্ষর নবী মুহাম্মারে উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ,তাঁর সাহাবীগণের উপর দরূদ,সালাম ও বরকত প্রদান করুন।

(২) صَيْغَةُ الْمَاضِيْ(সিগাতুল মাদি- প্রচলিত উচ্চারণ> সিগাতুল মাজি) অতীতকাল বাচক শব্দরূপের উপর ভিত্তি করে রচিত।

যেমন---

"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم"

অর্থঃ- "আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়ুন"

দ্বিতীয়তঃ (শিরোনাম)আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালামের নমুনার উপর ভিত্তি করে অনুরূপ সালাম প্রস্তুত করে নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিতে হবে। এইরূপ সালাম এক প্রকার। এইরূপ সালাম কয়েকটি শব্দের সমাহারে যেমন-حَرْفُ الْجَارِّ ও حَرْفُ النِّدَاء، مَادَّةٌ ، مَصْدَرُ সমন্বিত مُبْتَدَأٌ ও خَبْرٌ মিলে একটি أَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ বা নাম বাচক বাক্য গঠিত হয়েছে অথবা দেখতে বাহ্যত مُتَعَلِّقَات ও إِسْمٌ মিলে শুধু مُبْتَدَأٌ হয়েছে। আসলে তা নহে বরং مُبْتَدَأٌ টির সাথে অভ্যন্তরীণ فِعْلٌ সংযোগে(উহ্য فِعْلٌ যোগে) দুআ'র রূপ ধারণ করে مُبْتَدَأٌ ও خَبْرٌ ই হয়েছে।

এইরূপ সালামের নমুনা হচ্ছে---

" السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "

অর্থঃ- ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ "

অর্থঃ- ইয়া হাবিবাল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ "

অর্থঃ-ইয়া নাবীআল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

ইত্যাদি শব্দ বা বাক্য যোগে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়া। এইরূপ সালাম আল্লাহ তাআলার জিকর এর অন্তর্ভুক্ত নয়। **বিশেষ দ্রষ্টব্যের আওতাধীন প্রথমতঃ ও দ্বিতীয়তঃ শব্দদ্বয়ের শিরোনামে** বর্ণিত দরূদ ও সালামসম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা অত্র গ্রন্থের প্রথম অবস্থা)> পৃষ্ঠা নং- ৫৫০, (দ্বিতীয় অবস্থা)> পৃষ্ঠা নং- ৫৬০, ও (তৃতীয় অবস্থা)> পৃষ্ঠা নং- ৫৭৭ এ করা হয়েছে। সম্মাণিত পাঠকবর্গকে সেখানে দেখে নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল।

তৃতীয়তঃ নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার দরূদ ও সালাম যেহেতু পৃথকভাবে

পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা দীর্ঘ সেহেতু এইরূপ দীর্ঘ দরূদ ও তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম নামাজের বাহিরে ওজিফা হিসেবে পড়তে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই, যেহেতু দরূদ ও সালাম পড়ার জন্য উপরে বর্ণিত সুরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে যেই নির্দেশনাটি এসেছে তা **مُطْلَقٌ** (মুতলাক)শর্তবিহীন>উম্মুক্ত ও স্বাধীন<নির্দেশ, **مُقَيَّدٌ**(মুক্বাইয়াদ) তথা শর্তযুক্ত>সীমাবদ্ধ ও পরাধীন< নির্দেশ নহে সেহেতু যে কোন মুসলিম মানুষ নামাজের বাহিরে পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত ও ছোট দরূদ ও সালাম পড়তে পারেন। কেননা দরূদ ও সালাম পৃথকভাবে পড়ার বিষয়ে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পৃথক পৃথক বাণীও রয়েছে ।

যেমন---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي " (٢٦٦٣) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত আলী ইবনু আবি তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পড়বে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে। আল-মুজামুল কাবির, তানারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيْهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، يَعْنِيْ بَلِيْتَ ،فَقَالَ :" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " ـ (مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ٨٧٨٩)

অর্থঃ- হযরত হাসান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: নিশ্চয় তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমআর দিন ।যেই দিনে আদমকে(আলাইহিস সাল্লামাকে)সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনেই (ইস্রাফিলের সিংগার)ফুৎকার এবং সে দিনেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা বা বিকটাবস্থা ঘটবে, অতএব, তোমরা সেই দিনে আমার উপর দরূদ বেশী করে পড়, নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয় ।তখন একজন লোক বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহি, “কেমন করে আমাদের দরূদ আপনার নিকট উপস্থাপন করা হবে, আপনিতো পচে-গলে যাবেন? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: “নিশ্চয় আল্লাহ জমিনের উপর নবীদের শরীর খেয়ে ফেলতে হারাম করে দিয়েছেন।

মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৯।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ :"مَامِنْ مُسْلِمٍ يَسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ "٩٣٢٩) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ কোন মুসলিম আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রুহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, আমি তখন তার সালামের উত্তর দিয়ে দেই। আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৩২৯।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : إِنَّ لِلَّهِ فَى الْأَرْضِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِيْ السَّلاَمَ ـ مسند أحمد ـ (٤٢٩٤) + مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ٨٧٩٨+ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ٣١١٦)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর জমিনে এমন ফেরেস্তা রয়েছেন যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৯৪+ মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৬

দ্বিতীয় অবস্থায় দরূদ শরীফ দুই প্রকার ।

(ক) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হলে পরই দরূদ পড়া। (খ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত না হলেও সময় সূযোগে বেশী বেশী দরূদ পড়া।

(ক) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হলে পরই দরূদ পড়াঃ

এইরূপ অবস্থায় দরূদ না পড়ার শাস্তি থেকে বাঁচা গেল এবং পাশাপাশি এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার আরো একটি উত্তম দিকের ফলাফলও পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে এই যে, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি একবার দরূদ ও সালাম পড়লে মহান আল্লাহ তাআ'লা উক্ত দরূদ ও সালাম পাঠকারীর উপর দশবার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে—আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ و السُرُوْرُ فِى وَجْهِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لَنَرَى السُّرُوْرَ فِى وَجْهِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَمَا يُرْضِيْكَ أَنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ : إِنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ ، إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَ لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ ، إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى "ـ مسند أحمد (١٦٦٢٥)

অর্থঃ অব্দুল্লাহ বিন আবু তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর মুখমন্ডলে আনন্দ-খুশি নিয়ে আসলে তাঁরা বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আমরা আপনার মুখমন্ডলে আনন্দ-খুশি দেখছি। তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন: নিশ্চয় একজন ফেরেস্তা আমার নিকট এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি সন্তুষ্ট নন যে, আপনার প্রভু আয্যা ওয়া জাল্লা বলেছেন: নিশ্চয় আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আমি (আল্লাহ) তার প্রতি দশবার দরূদ পড়ি বা পড়ব আর আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার প্রতি একবার সালাম দিবে আমি (আল্লাহ) তার প্রতি দশবার সালাম দিব। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬২৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِى وَجْهِهِ الْبِشْرُ ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِى وَجْهِكَ الْبِشْرُ قَالَ : أَجَلْ أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى مِنْ أُمَّتِكَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ـ مسند أحمد (١٦٦١٤)

অর্থঃ আবু তালহা আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর মুখমন্ডলে প্রফুল্লতা নিয়ে একদিন সকালে খুশিমনে আসলে তাঁরা বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি আপনার মুখমন্ডলে প্রফুল্লতা নিয়ে খুশি মনে সকালে আসলেন। তিনি (রাসুলুল্লাহি)বললেন: হা! আমার প্রভু আয্যা ওয়া জাল্লার পক্ষ হতে আগমন কারী এসে বললেন: আপনার উম্মতের যে কেহ (আপনার) প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার জন্য দশটি নেক লিখবেন, দশটি পাপ মোচন করবেন এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬১৪।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِأَةً، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِأَة كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَأَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء ـ(٧٢٣٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার দরূদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি একশত বার দরূদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ পড়ে আল্লাহ তাকে নিফাক তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি লিখেন, দোযখ থেকে নিস্কৃতি দেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে স্থান বা বাসস্থান দিবেন। আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৩৫।
দরূদ শরীফের ফজিলত সম্পর্কে কয়েকখানা হাদিস শরীফ লিখে দিলাম। আরো অধিক জানতে উৎসাহীদেরকে দরূদ শরীফের ফজিলত সম্পর্কে লিখিত মার্কেটে বা বাজারে অনেক বই পাওয়া যায় তা ক্রয় করতে বিনীত অনুরোধ করা হল।
এখন আমরা পূর্ব আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি, সেই ধারাবাহিকতা মোতাবেক তা হলে কেহ ১০০(একশত)বার দরূদ ও সালাম পড়লে বা পাঠ করলে মহান আল্লাহ তাআ'লা দরূদ ও সালাম পাঠকারীর উপর এক হাজার বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন এবং তাকে মুনাফিকি তথা কপটতা ও দোযখ থেকে নিস্কিৃতি দেন। সুবহানাল্লাহ! কিন্তু নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও সালামখানা ১০০(একশত)বার পড়তে গেলে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে, ফলে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন এবং আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র তাৎক্ষণিক নামাজের ভিতরকার পঠিত **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ও **তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালামখানা** পড়তে পারবেন না বরং ব্যর্থ হবেন। তখনতো আপনি অধিক বা অধিকতর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন এবং আপনার মধ্যে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকেই যাবে।
أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের **দুষ্টামি কাজ** হল নামাজের ভিতরকার পঠিত **দীর্ঘ দরূদ শরীফ** ব্যতীত অন্য কোন দরূদ পড়া যাবে না এরূপ শর্তারোপ করে সহজ-সরল মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অধিক অধিক বা বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্য অর্জন থেকে বিরত রাখা এবং সহজ সরল মুসলিম মানুষকে মুনাফিকিতে তথা কপটতাতে ডুবিয়ে রাখা।
উপরে বর্ণিত সমস্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে জানতে পারলাম যে, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র যে দরূদ পড়বেনা সে **(১)** বখীল বা কৃপন **(২)** দোযখী **(৩)** মুনাফিক তথা কপট মুসলিম **(৪)** সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বহু দূরে **(৫)** সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্য লাভে ব্যর্থ **(৬)** ওজু, গোসল, আযান, ইকামত, নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদির মত যে কোন নেক কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে ও পরে দরূদ পাঠে অপরাগ মুসলিমের কোন নেক কর্ম আল্লাহর নিকট কবুল হবেনা, যে কোন দুআ'(মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ও পরের দুআ', ভাত খাওয়ার পূর্বে ও পরের দুআ' ইত্যাদি যে কোন দুআ' শুরু করার পূর্বে ও পরে দরূদ পাঠে অপরাগ মুসলিমের কোন দুআ' আল্লাহর নিকট কবুল হবেনা। এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের একমাত্র কাজ হল সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা, কঠিন পদ্ধতি ত্যাগ করা, তবেই মহা কল্যাণ। কাজেই, মুসলিম মানুষ মাত্রেই কেহই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র স্বাভাবিকভাবে সহজ পদ্ধতি>>**সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা**-----------------------------------

" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "

<ছেড়ে কঠিন পদ্ধতি>> **(নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও সালামখানা)** বেছে নিবেন না। এমতাবস্থায় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন ঠিকই কিন্তু মহান আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না। যেমন হাদিস শরীফে আছে – আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দীর্ঘ হাদিস শরীফে বলেনঃ---------

- প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ ، حَتَّى تَمَلُّوا فَإِنَّهُ كَانَ أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَيْهِ مَا

دُووِمَ عَلَيْهَا ،وَإِنْ قَلَّ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً يُدَاوِمُ عَلَيْهَا ـ مسند أحمد (٢٥٦٠٧٤)+ مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةَ(٢٧١٩)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত :নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা শা'বান মাসের চেয়ে বেশী বৎসরে রোজা রাখেন নি, নিশ্চয়ই তিনি পূরো শা'বান মাস রোজা রাখতেন। আর তিনি বলতেন যতটুকু পার তার থেকেই আমল গ্রহণ কর ।কেননা, তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না। সর্বদা করা যায় এমন নামাজ তাঁর নিকট প্রিয় যদিও তা কম হয়। যখন তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ পড়তেন এর উপর তিনি স্থায়ী ছিলেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৬০৭৪ +সামান্য বাক্যের সংক্ষিপ্তসহ মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং- ২৭১৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَ نَتَحَجَّرُهَا عَلَيْنَا بِاللَّيْلِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ لَيْلَةً فَسَمِعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ صَلَاتَهُ ، فَأَصْبَحُوا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَكَثُرَ النَّاسُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَّةَ فَاطَّلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم ، فَقَالَ : اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُوْنَ ،، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ ، حَتَّى تَمَلُّوا وَ قَالَتْ عَائِشَةَ كَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا ـ مسند أحمد (٢٤٩٦٠)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের একটি মাদুর ছিল, এটাকে আমরা দিনের বেলায় বিছানা হিসেবে আর রাত্রি বেলায় কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করি।

এক রাত্রে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজ পড়লে মসজিদ বাসীরা তাঁর নামাজ সম্পর্কে শুনলেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে সকালে উঠে তারা মানুষের নিকট উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় রাত্রে মানুষ বেশী হলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে দেখে বললেন: তোমরা যতটুকু পার তার থেকেই আমলের দায়িত্ব গ্রহণ কর। কেননা, তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না। আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: সর্বদা করা যায় এমন অমল তাঁর নিকট প্রিয় যদিও তা কম হয়। যখন তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ পড়তেন তিনি তা স্থায়ী করতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৯৬০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ :كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ يُصَلِّى بِمَكَّةَ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم :"إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " (٣٧٢٩) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন মুসলিম মক্কাতে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নামাজ পরতে ছিলেন। এমন সময়ে তার পার্শ্ব দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা চলে গেলেন। অতপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: "তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭২৯।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم بِمَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّى عَلَى صَخْرَةٍ فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّى، فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا "ـ مُسْنَدُ أَبِى يَعْلَى (١٧٩٦+ ١٧٩٧)

অর্থ- জযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মক্কাতে বের হয়ে পাথরের উর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছে এমন এক লোকের পার্শ্ব দিয়ে চলে গেলেন। অতপর মক্কার কোন একদিকে এসে পরিপূর্ণ অবস্থান করলেন। তারপপর সামনে অগসর হয়ে লোককে পূর্বাবস্থায় নামাজ পড়তেছে পাইলেন। অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর দুহাতকে একত্রিত করলেন। তারপর তিনবার বললেন: হে মানুষ সকল! তোমাদেরকে মধ্যন্থ অবলম্বন করা উচিৎ, তোমাদেরকে মধ্যন্থ অবলম্বন করা উচিৎ, তোমাদেরকে মধ্যন্থ অবলম্বন করা উচিৎ।"তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও নিশ্চয় আল্লাহ ক্লান্ত হন না। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯৬ + ১৭৯৭।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم وَعِنْدِيْ إِمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أُسَيْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ فَقَالَ :مَنْ هَذِهِ قُلْتُ هَذِهِ فُلاَنَةٌ وَهِيَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ، أَوْ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَكَرِهَ ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " ـ مسند أحمد (٢٦٤١١) অর্থঃ

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বনী উসাইদ বিন খুজাইমার একটি মহিলা আমার নিকট থাকা অবস্থায় আমার নিকট এসে বললেন: এ কে? আমি বললাম ও হচ্ছে উমুক, রাত ভর দাঁড়িয়ে থাকেনামাজ পড়ে), রাদ্রে ঘুমায় না। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) এটা অপছন্দ করলেন, আমি তাঁর অপছন্দনীয় অবস্থা তাঁর মুখমন্ডলে দেখতে পেলাম। অতপর: তিনি বললেন, তোমরা যতটুকু পার তার থেকেই আমল কর,(সামর্থানূযায়ী আমল কর), "তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৪১১।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْخَوْلاَءَ بِنْتِ تُوِيْتٍ مَرَّتْ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم قَالَتْ: فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ الْخَوْلاَءُ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ: لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللهِ لاَ يَسْأَمُ اللهُ حَتَّى تَسْأَمُوْا ـ ـ مسند أحمد (٢٦٧٣٥)

অর্থঃ হযরত আয়িশা ((রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয় খাওলা বিনতে কুয়িত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপস্থিতিতে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন: আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, এ হচ্ছে খাওলা, তাঁরা ধারণা করলেন সে(খাওলা) রাতে ঘুমায় না, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: সে ঘুমায় না, তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল কর, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ ক্লান্ত বা বিরক্ত হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ক্লান্ত বা বিরক্ত হও। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৭৩৫।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُنَاسًا كَانُوا يَتَعَبَّدُوْنَ عِبَادَةً شَدِيْدَةً فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْشَا كُمْ لَهُ، وَكَانَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " ـ مسند أحمد (٢٥٥٥١)

অর্থঃ হযরত আয়িশা ((রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিছু লোক কঠোর ইবাদত করছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেকে বারণ করে বললেন: আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি ও তাকে বেশী ভয় করি, তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা যতটুকু পার তার থেকেই আমল কর, (সামর্থানূযায়ী আমল কর), "তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৫৫১।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم يَأْمُرُهُمْ بِمَا يُطِيْقُوْنَ فَيَقُوْلُونَ إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ قَدْ غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُرَى ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ قَالَ :ثُمَّ يَقُوْلُ وَاللهِ لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَتْقَاكُمْ لَهُ قَلْبًا ـ مسند أحمد (٢٤٩٥٧)

অর্থঃ হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে (সাহাবীদেরকে) তাদের সামর্থানূযায়ী আমল করতে নির্দেশ দিতেন। তখন তারা বলতেন আমরাতো আপনার মত নই । আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আপনার আগ-পিছের সব ভুল মার্জনা করে দিয়েছেন। এরূপ কথা বললে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) রাগন্বিত হতেন। এটা তাঁর চেহারা মোবারকে দেখা যেত। তারপর তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি ও অন্তর দিয়ে তাঁর(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার) জন্য তেমাদের চেয়ে বেশী পরহেজগার (ভীতু)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৯৫৭।

উপরোক্ত হাসি শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে একথা বুঝা গেল যে, তাঁর প্রিয় উম্মতেরা সামর্থের বাইরে বড় কোন আমল

করুক তা তিনি চান না। তিনি নিজে কষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাঁর উম্মতেরা কষ্ট করুক এটা তিনি চান না বরং তাঁর উম্মতেরা সহজ আমল করুক এটাই তিনি চান। কারণ, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য খুবই দয়শীল।

যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার প্রশংসায় বলেনঃ---

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ "ـ اَلْأَيَةُ (١٢٨) "

অর্থঃ- তোমাদের নিকট তোমাদের থেকেই একজন রাসুল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তারঁ পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময় ।সুরা তাওবা, আয়াত নং-১২৮।

যেমন হাদিস শরীফেও আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার বিষয়ে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে দুটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করে উপরে বর্ণিত বিষয়টি পরিস্কার করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم شَدِيْدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِى الْعِبَادَةِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدُ ـ(٢٥٩٩٨)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইবাদতের বিষয়ে অত্যন্ত শারিরীক কষ্ট করতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৯৯৮।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَ كَانَ (رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم)يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدُ ـ(٢٥٩٨٧)

অর্থঃ হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মানুষের জন্য যা হালকা বা সহজ হবে তাই পছন্দ করতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৯৮৭।

তাছাড়া, কোন বিষয়ে দুটি মত থাকলে সহজ মতটি গ্রহণ করা উত্তম। এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ لِلّٰهِ سَخَطٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلّٰهِ فِيْهِ سَخَطٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ "(٩١٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি না থাকলে অধিক সহজটিই গ্রহণ করেছেন। আর এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থাকলে মানুষের মধ্যে (এই অসন্তুষ্টির কাজ থেকে) সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান কারী হতেন (এই অসন্তুষ্টির কাজটি করতেন না)। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ: ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا (٣٧٦٨) مسند أحمد

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ইবনু সুমাইয়ার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে উভয়ের মধ্যে অধিক সঠিকটিই গ্রহণ করতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৬৮।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا " (٨٠٣) في المعجم الكَبِيْرِ للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দুটি বিষয়ের কোন একটিকে বেছে নেওয়ার সূযোগ দেওয়া হলে সহজটিই গ্রহন করেছেন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৩।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "لاَ خَيْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ إِثْمًا" (٨٦٥١) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: " দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের সহজটি গ্রহণ না করলে কোন কল্যাণ নাই যতক্ষন পর্যন্ত না পাপ হয়।
আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৬৫১।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "لاَ خَيْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ اَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ " (٢٥٥٩٦) مسند أحمد

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই, তবে তাঁর(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) নিকট পাপ না হওয়া পর্যন্ত দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের মধ্যে অধিক সহজটি তাঁর নিকট প্রিয়। আর এতে পাপের কাজ থাকলে মানুষের মধ্যে(এই পাপের কাজ থেকে) সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান কারী হতেন(এই পাপের কাজটি করতেন না)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫৯৬।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم"يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ دِيْنَ اللهِ فِى يُسْرٍ! يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ دِيْنَ اللهِ فِى يُسْرٍ! ـ مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى ـ (٦٨٥٧)

অর্থঃ-রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: হে মানুস সকল! নিষচয় আল্লাহর ধর্ম সহজের মধ্যে ! নিষচয় আল্লাহর ধর্ম সহজের মধ্য! মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৬৮৫৭

(খ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত না হলেও সময় সুযোগে বেশী বেশী দরূদ পড়াঃ এইরূপ অবস্থায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত না হলেও সময় সুযোগে বেশী বেশী দরূদ পড়েলে কিয়ামতের দিন বেশী বেশী দরূদ পাঠকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অধিক নৈকট্যতা অর্জন করবেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ -----------------------

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ :" أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً " سنن الترمذي (٤٧٤)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমার প্রতি অধিক দরূদ শরীফ পাঠকারী কিয়ামতের আমার অধিক নিকটবর্তী ও আপন হবে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৭৪।

তাছাড়া, এই কথা আমদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যে কোন কর্মের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরূদ শরীফ পড়া না হলে উক্ত নেক কর্মগুলো মহান আল্লার নিকট কবুল হয় না। যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ ---

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب قَالَ :" إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لاَ يَصْعُدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ "سنن الترمذي (٤٨٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: নিশ্চয়ই দুআ' আকাশ-জমিনের মাঝখানে আটকে থাকে, উপরে উঠেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমা নবীর প্রতি দরূদ পড়া না হয়। সুনানু তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৬।

তাই, প্রত্যেকটি মুসলমান মানুষকে যে যেই অবস্থায় যেখানেই থাকুক বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে হবে।
যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-
----

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي " (٢٦٦٣) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত আলী ইবনু আবি তালিব(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন:"তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পড়বে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে। আল-মুজামুল কাবির, তানারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৩।

মহান আল্লাহ সকল মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার তাওফিক দিন।

(তৃতীয় অবস্থা)

" السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "

অর্থঃ- ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

উপরোক্ত বাক্যটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং উহার অনূরূপ শব্দাবলীর মাধ্যমে সালাম দেওয়া যেমন------------

"السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ "

অর্থঃ- ইয়া হাবিবাল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

"السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ "

অর্থঃ-ইয়া নাবীআল্লাহি, আপনার উপর সালাম।

উপরোক্ত ইত্যাদি শব্দাবলী বা বাক্যবলী যোগে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়া স্বাভাবিকভাবে মহান আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় উহা হচ্ছে শুধু একমাত্র সালামই। উপরোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিতে হলে প্রতিটি মুসলিম মানুষকে কতগুলো শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মেনে সালাম দিতে হবে। এমতাবস্থায় শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মেনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিতে অপরাগ হলে, এইরূপ অপরাগী সালাম দানকারী ব্যাক্তি বেয়াদব তথা অশিষ্ট বলে গণ্য হবে এবং তাঁর সালাম গ্রহন হবেনা।

তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দানকারী ব্যাক্তির জন্য **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ কিছু শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মেনে ও অনুসরণ করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিলে, এইরূপ সালাম দানকারী ব্যাক্তির সালাম আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান ব্যাক্তিত্বের নিকট গ্রহণীয় হবে।

এখন একটি প্রশ্ন হচ্ছে- প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ব্যাপারেতো তেমন কোন কঠিন শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানার ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি, শুধু সংক্ষিপ্ত কতিপয়গুলো শব্দ পড়লেই দরূদ ও সালাম হয়ে গেছে। তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এতসব শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানার ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হল কেন ?

এর উত্তর এই যে, প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার বিষয়ে মুসলিম মানুষটি স্বয়ং নিজে দরূদ ও সালাম না পড়ে সে মহান আল্লাহ তাআ'লার উপর পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকটই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর সালাম প্রেরণ করার আবেদন করেছে। তাই, তৃতীয় অবস্থায় ন্যায়

প্রথম অবস্থায় ও দ্বিতীয় অবস্থায় তেমন কোন কঠিন শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানার ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি। প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থায় দরূদ ও সালাম প্রদানের ধরণঃ---

(1) " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "

(১) অর্থঃ- "আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়ুন"

(2)" أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أَلِهِ وَّ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ "

(২) অর্থঃ-হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নেতা নিরক্ষর নবী মুহাম্মারে উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ,তাঁর সাহাবীগণের উপর দরূদ,সালাম ও বরকত প্রদান করুন।

কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার দায়িত্বটি সালাম প্রদানকারী মুসলিম মানুষটি স্বয়ং নিজে গ্রহণ করায় তাকে কঠিন শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানতে ও অনুসরণ করতে হচ্ছে এবং করতে হবে। তা না হলে তার প্রেরিত দরূদ ও সালাম আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান ব্যাক্তিত্বের নিকট গ্রহণীয় হবে না। তাই, প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থার অনুসারী মুসলিমগণকে বিনীত অনুরোধ করছি, দয়া করে আপনারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিষয়কে কোন অবস্থাতেই নামাজের বাহিরের দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করার সাথে সংযুক্ত করবেন না।

আর নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করার বিষয়গুলোর কোন একটিকে নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করবেন না।

****নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দরুদ শরীফ ও সালাম নামাজের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখুন আর নামাজের বাহিরের দরুদ শরীফ ও সালাম নামাজের বাহিরেই সীমাবদ্ধ রাখুন।***

এক অবস্থার দরুদ শরীফ ও সালাম অন্য অবস্থার দরুদ শরীফ ও সালামের সাথে মিলিয়ে তালগুল পাকিয়ে ফেলবেন না। অতএব, أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ যদি নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানাই নামাজের বাহিরে পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে পড়তে পারেন, তা হলে -------------------

-(১) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ তাশাহুদসম্বলিত সালামখানাই নামাজের বাহিরে পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে কেন পড়তে পারেন না বা পড়েন না এবং তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা কেন দেন না?

তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা হচ্ছে এই---

"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"

(২) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত সানাখানা নামাজের বাহিরে অন্যান্য তাসবিহর ন্যায় দীর্ঘক্ষণ পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে সানাখানা কেন পড়তে পারেন না বা পড়েন না?

সানাখানা হচ্ছে এই---

"سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ وَّ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ"

(৩) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত রুকু' ও সিজদার তাসবিহ দুখানা নামাজের বাহিরে অন্যান্য তাসবিহর ন্যায় দীর্ঘক্ষণ পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে রুকু' ও সিজদার তাসবিহ দুখানা কেন পড়তে পারেন না বা পড়েন না?

রুকু' ও সিজদার তাসবিহ দুখানা হচ্ছে এই---

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " ও " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের আমল-অখলাকে বাহ্যত দেখা যাচ্ছে যে, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত শুধু দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানা নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ

হিসেবে পড়তে হবে মর্মে তারা ফতওয়া দিয়ে থাকেন, অন্য দরূদ পড়া বিদআ'ত বলে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। শুধু নামাজের ভিতরের দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানা নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ পড়ার বেলায় ফতওয়া চলে, নামাজের ভিতরের তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা নামাজের বাহিরে তাশাহুদসম্বলিত সালাম পড়ার বেলায়, নামাজের ভিতরের সানাখানা নামাজের বাহিরে সানা পড়ার বেলায় এবং নামাজের ভিতরের রুকু-সিজদার তাসবিহ দুখানা নামাজের বাহিরে তাসবিহ পড়ার বেলায় ফতওয়া চলেনা কেন?

তারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত তাশাহুদসম্বলিত সালামখানাই নামাজের বাহিরে তাশাহুদসম্বলিত সালাম হিসেবে প্রদান করতে হবে মর্মে ফতওয়া দেয়না কেন?

এর কারণ, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা হচ্ছে খুবই দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই, এই তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা নামাজের বাহিরে সালাম হিসেবে পড়লে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের ক্লান্তি পেয়ে বসে। কিন্তু নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানা নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ হিসেবে পড়তে তাদের ক্লান্তি পায় না।

এটা হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের এক প্রকার দুষ্টামি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, তারাতো দুষ্ট মুসলিম ও আলিম-উলামা নামে দুষ্ট লোক। এরা বাস্তবে যেযমন মুসলিমও নয় তেমনি তারা বাস্তবে আলিম-উলামাও নয়।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণতো দুষ্টামি করবেই। কারণ, তারা হচ্ছে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে বর্ণিত গুণসম্পন্ন নিকৃষ্ট মুসলিম।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ آَخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (١٠٣٦٦) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس.

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ **[১৯২]** হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ **[১৯৩]** হচ্ছেন (**مَخْتَلِفِيْنَ**)ভিন্নমত পোষণকারী) **[১৯৪]**, (**مُتَفَرِّقِيْنَ**) বিচ্ছিন্ন **[১৯৫]**দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৩৬৬।

তবে হা! নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিষয়কে বরকতস্বরূপ নামাজের বাহিরে পড়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফকেই নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ হিসেবে পড়তে হবে, অন্য দরূদ শরীফ পড়া যাবে না মর্মে জোড়-তাকিদ দেওয়া মহা অপরাধ। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

<u>তৃতীয় অবস্থায়</u> নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে

---

[১৯২] (**>> এ উম্মতের প্রথম অংশের * প্রথম অংশের মুসলমানগণ>> "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "** (খাইরুল কুরুনিছ্ ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণ।

[১৯৩])>> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>> **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ <<

[১৯৪] এ উম্মতের প্রথম অংশের * الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের রায়, ফতওয়া, মতামত ও মতবাদের ভিন্নমত পোষণকারী(**مَخْتَلِفِيْنَ**)

[১৯৫] **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন (**مُتَفَرِّقِيْنَ**)দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম।

সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতার প্রথম অবস্থা হচ্ছে -----------------
(১) এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে পরস্পর সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত" **عُرْفٌ** " তথা সামাজিক প্রথা অনূসারে **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম)তথা দাঁড়ানো।
এটা হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়ার পদ্ধতি। **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম)দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়া। **قُعُوْدا/جُلُوْسًا** (কুউ'দান/জুলুসান) তথা বসে সালাম দেওয়া হচ্ছে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক আমাদেরকে শেখানো ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম পরিপন্থী।
(২) মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তাঁর উপস্থিতিতে, অনুপস্থিতিতে, জীবদ্দশায় ও ইনতিকালের পর সর্বাবস্থায় সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত হিসেবে সালাম শব্দের সাথে " **تَسْلِيْمًا** " শব্দ যোগ করে দূরে-নিকটে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলিম মানুষ একে অপরকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের চেয়ে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করা হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম।
যেমন পবিত্র কুরআনে আছে---

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ و سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْآية (٥٦)

অর্থঃ-হে মুমিনগণ, তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ ও তাকিদসহকারে এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম প্রেরণ কর।
সালাম শব্দের সাথে " **تَسْلِيْمًا** " শব্দ যোগ করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাকিদসহকারে এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম দেওয়ার জন্য পৃথক আয়াত অবতীর্ন করে বিশেষ শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার মত সালাম দাও। এর অর্থ হল এই যে, এক মুসলিম মানুষ অন্য এক মুসলিম মানুষকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের চেয়ে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে মুসলিম সামাজিক প্রথানূসারে **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করা। **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করা হচ্ছে নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি এমনকি প্রত্যেক মুসলিম মানুষ একে অপরকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের সময়ও **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করা হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়ার পদ্ধতি।
নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বসে সালাম দেওয়ার জন্য ইসলামি শরীয়তের পৃথক কোন **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম নেই। তাই, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বসে সালাম দিতে হলে নামাজের ভিতরেই তাশাহুদের বৈঠকেই অধিক বিনয়ের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পূর্ণ মনসংযোগের সাথে খুশু-খুজু মিশ্রিত সালাম প্রদান করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক **قُعُوْدا/جُلُوْسًا** (কুউ'দান/জুলুসান) তথা বসে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি। যেহেতু আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়ার জন্য পৃথকভাবে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেহেতু এরূপ সালামের অর্থ হচ্ছে তাঁর উপস্থিতিতে, অনুপস্থিতিতে, জীবদ্দশায় ও ইনতিকালের পর সর্বাবস্থায় তাঁকে সালাম দিতে হবে।
কাজেই, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়ার জন্য পৃথকভাবে আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর প্রতি ব্যাপকভাবে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দিতে হলে তাঁর উপস্থিতিতে, অনুপস্থিতিতে, জীবদ্দশায় ও ইনতিকালের পর সর্বাবস্থায় অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে সামাজিক প্রথানূসারে **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করতে হবে। এভাবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়া হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাঁর উপস্থিতিতে জীবদ্দশায় মুসলিম সামাজিক প্রথানুসারে এক মুসলিম মানুষকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের মত **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করতে হবে। এটা হচ্ছে **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের পদ্ধতি ও রীতি। আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনুপস্থিতিতে ইনতিকালের পর **قُعُوْدا/جُلُوْسًا** (কুউ'দান/জুলুসান) তথা বসে সালাম দেওয়া হচ্ছে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের বিশেষভাবে মুনাফিক মুসলিমদের(কপট মুসলিমদের) রীতি। তারা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ব্যাপকভাবে সালাম দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশ মানে না বা মানছেনা। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈনগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানতে সক্ষম আমি তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সামাজিক প্রথানুসারে এক মুসলিম মানুষকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের মত ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ আপনাদের প্রতি সদয় হউন, আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন।

সালাম দেওয়ার পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ---

(ক) দন্ডায়মান ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দেওয়া।

(খ) আরোহী ব্যাক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম দেওয়া।

(গ) পদব্রজে গমনকারী ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দেওয়া।

(ঘ) ছোট বড়কে সালাম দেওয়া।

(ঙ) কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দেওয়া।

(চ) মজলিসে গমনকারী ব্যাক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়ে মজলিসে উপবিষ্টদের সালাম করা। উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ের সমষ্টিই হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়ার পদ্ধতি। যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَ الْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ- سنن الترمذي(٢٧٠٣) + يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الكَبِيْرِ والْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ - سنن الترمذي (٢٧٠٤)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আরোহী ব্যাক্তি পদব্রজে গমনকারীকে, পদব্রজে গমনকারী ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে, কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭০৩ + ছোট বড়কে, গমনকারী ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দিবে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭০৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم قَالَ : يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِى وَ الْمَاشِى عَلَى الْقَائِمِ - سنن الترمذي(٢٧٠٥)

অর্থঃ-হযরত আবু ফুদালা বিন উবাইদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: অশ্বারোহী পদব্রজে গমনকারীকে এবং পদব্রজে গমনকারী দন্ডায়মান ব্যাক্তিকে সালাম দিবে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭০৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ـ ـ سنن الترمذي(٢٧٠٦)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যখন তোমাদের কেউ মজলিসে গিয়ে পৌঁছায় সে সালাম দিবে, যদি তার মনে হয় যে, বসা যাবে তবে বসে পড়বে, অতপর, যখন সে চলে যাবার জন্য দাঁড়াবে তখনো সালাম দিবে, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭০৬।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَنَّهُ قَالَ : حَقًّا عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَتَكَلَّمُ، فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : مَاأَسْرَعَ مَانَسِيَ ـ مسند أحمد، (١٥٨٥٥)

অর্থঃ-হযরত সাহল বিন মুআয তিনি তাঁর পিতা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: যে কেহ মজলিসে এসে দাঁড়ালেই তাকে মজলিসে উপস্থিত জনদের সালাম দিতে হবে এবং মজলিস থেকে চলে যাবার জন্য দাঁড়ালেই সালাম দিতে হবে। এমনি সময়ে একজন লোক রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কথা-বার্তা বলা অবস্থায় দাঁড়ালে সালাম দেয়নি। এতে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: কত দ্রূতই লোকটি ভুলে গেল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৮৫৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে এই কথা প্রমাণ হয় যে, সকল সাহাবীকেরামই (রাদিআল্লাহ আনহুম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন, সাহাবীকেরামগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম) পরস্পর পরস্পরকে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন, যে কোন সাহাবী মজলিসে উপস্থিত হয়ে বসার পূর্বে এবং মজলিস থেকে প্রস্থানের সময় মজলিসে উপস্থিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এবং অন্য সাহাবীকেরামকে(রাদিআল্লাহ আনহুম) **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন। তাই, সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম) দৈনন্দিন সালাম বিনিময়ের কর্ম থেকে (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই প্রমাণ হয়। এতে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি হিসেবে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম। সালাম দেওয়ার পরও সম্মানসূচক শুধু শুধু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, বসার অনুমতি না থাকা ও বসার স্থান খোঁজ না করা পূর্ববর্তী শক্তিধর রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ও রীতিনীতি বিধায় ইসলামি শরীয়তে এরূপ **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম)তথা দাঁড়ানো হারাম। পূর্ববর্তী শক্তিধর রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ও রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা বসে থাকত আর প্রজারা দাঁড়িয়ে থাকত, বসার অনুমতি পেতনা। পূর্ববর্তী শক্তিধর রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ও রীতিনীতির মত মুসলমানদের কোন নেতার জন্য তার বসে থাকা অবস্থায় একজন মুসলিম মানুষ দীর্ঘক্ষণ **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম)তথা দাঁড়ানো বা দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামি শরীয়তে হারাম। এরূপ **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর বিষয়েই নিষেধাজ্ঞামূলক হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক বাণী এসেছে। পরবর্তীতে এসব হাদিস শরীফ যথাস্থানে উপস্থাপিত হবে।

যাহোক, নামাজ সম্পাদনের বেলায় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য "**قُنُوْتٌ**" (কুনুতুন) তথা **বিনয়মিশ্রিত** দাঁড়ানোকে (১৯৬) যেমন প্রথম শর্ত করা হয়েছে তেমনি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে সালাম শব্দের সাথে " **تَسْلِيْمًا** " (তাসলিমান) তথা **"শ্রদ্ধাভরে সালাম প্রদর্শন"** (১৯৭) শব্দ যোগ করে এক মুসলিম অন্য এক মুসলিমকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের চেয়ে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম)তথা দাঁড়ানোকে প্রথম শর্ত করা হয়েছে। নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা

---

(১৯৬) "**قُنُوْتٌ**" শব্দটি <<(**قُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ـ سورة الْبقرة ـ ٢٣٨** অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর জন্য বিনয়ের সাথে দাঁড়াও, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।) থেকে গৃহীত।

(১৯৭) " **تَسْلِيْمًا** " শব্দটি <<(**وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ اَلْاٰيَةُ (٥٦)** অর্থঃ এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬।) থেকে গৃহীত।

দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া হচ্ছে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম। নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বসে সালাম দেওয়া সৌজন্যবোধ ও আদব তথা শিষ্টাচারিতা বিরোধী। নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বসে সালাম দেওয়ার কোন سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম নেই। আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বসে সালাম দেওয়া হচ্ছে **নামাজের সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের** অন্তর্ভুক্ত ([১৯৮]) একটি বিষয়। নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যেইসব মুসলিম মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানতে সক্ষম নহেন বরং অপরাগ তদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ তারা তৃতীয় অবস্থা অনুসারে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিবেন না এবং সালাম দিয়ে শুধু শুধু বেয়াদব তথা অশিষ্টারসম্পন্ন মুসলিম হবেন না। তারা হয়ত এই যুক্তি দেখাবেন যে, কারো সম্মাণার্থে দাঁড়ানো হারাম। আসলে বিষয়টি তা নয়, বিষয়টি হচ্ছে এই, কেউ তার সম্মাণার্থে অন্যের দাঁড়ানোকে মনে আকাঙ্খা, প্রীতবোধ করতে পারবে না। মনে এইরূপ আকাঙ্খা, প্রীতবোধ করা হারাম এবং দোযখে প্রবেশের কারণ।

যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-

হাদিস শরীফ নং-১

أَنَّ مُعَاوِيَةَ ،قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ بَنُو آدَمَ قِيَامًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ " ـ في المعجم الكبير للطبرانيئ ـ (١٦٢١٤)

অর্থঃ- হযরত মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে চায় আদম সন্তানেরা তার জন্য أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়াউক তাহলে তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬২১৪।

হাদিস শরীফ নং-২

عَنْ مُعَاوِيَةَ ،قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : " مَنْ سَرَّهُ إِذَا رَأَتْهُ الرِّجَالُ مُقْبِلاً أَنْ يَتَمَثَّلُوا لَهُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِى النَّارِ "" ـ في المعجم الكبير للطبرانيئ ـ (١٦٠٧٨)

অর্থঃ- হযরত মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যার ভাল লাগে যখন লোকেরা তাকে দেখেই তার জন্য أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ায়ে থাকুক সে দোযখে বাড়ী তৈরী করে নিক। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬০৭৮।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, উচ্চস্তর জন তাদের জন্য নিম্নস্তর জনদের পক্ষ হতে মনে মনে أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করা অথবা কেউ তার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাড়ালে তিনি মনে মনে প্রীতবোধ করা হারাম। **মনে বা অন্তরে(أَلْقِيَامُ)** তথা **দাঁড়ানোর আকাঙ্খা না থাকার এবং মনে প্রীতবোধ না থাকার নিদর্শনঃ**

(১) সম্মাণিত ব্যাক্তির জন্য কেউ দাঁড়ালে সম্মাণিত ব্যাক্তি তাকে বলতে হবে **"বসে পড়ুন"**। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে---

([১৯৮]) নামাজের সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহঃ ১. পবিত্রতা ২. বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ৩. তাকবীরু তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর তোলা ৪. ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. কিরাআত পাঠ করা ৭. রুকু' করা ৮. সিজদা করা ৯. তাশাহুদের বৈঠক করা ১০. তাশাহুদের শেষ বৈঠকের ভিতরেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়া ও দরূদ পড়া এবং দুআ'-ইস্তিগফার করা ১১. তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হওয়া।

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ بَيْتًا فِيْهِ اِبْنُ عَامِرٍ وَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ فَقَامَ اِبْنُ عَامِرٍ وَ جَلَسَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةَ : اجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِى النَّارِ ـ مسند أحمد، (١٧١٢٠)

অর্থঃ- হযরত আবু মিজলায (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন যেখোনে ইবনু আমের ও ইবনু যুবাইর ছিলেন, ইবনু আমের দাঁড়িয়ে গেলেন আর ইবনু যুবাইর বসে রইলেন। মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, “বসে পড়ুন”। কেননা নিশ্চয়ই আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যার ভাল লাগে যখন লোকেরা তাকে দেখেই তার জন্য **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ায়ে থাকুক সে দোযখে বাড়ী তৈরী করে নিক। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১২০।

(২)--

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله صلى الله عليه و سلم مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ " لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ـ سنن الترمذي (٥٢٣٠)

অর্থঃ- হযরত আবু উমামা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের নিকট লাঠির উপর ভর করে আসলে আমরা তাঁর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম, অতপর তিনি বললেন: আজম লোকেরা যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৩০।

কিন্তু পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রজাদের কুর্নিশ করে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ায়ে থাকার মত এক মুসলিম আর এক মুসলিমের জন্য **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো হারাম। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, রাজা-বাদশাহরা বসে থাকলেও প্রজারা বসতে পারত না। এইরূপ পদ্ধতিতে এক মুসলিম আর এক মুসলিমের জন্য দাঁড়ানো হারাম।

যেমন হাদিস শরীফে আছে, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : وُثِئَتْ رِجْلُ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، أَوْ وَجَدْنَاهُ فِى حُجْرَتِهِ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيْ غُرْفَةٍ، فَصَلَّى جَالِسًا ، وَقُمْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا وَ إِذَا صَلَّيْتُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَ لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ فَارِسُ لِجَبَابِرَتِهَا أَوْ لِمُلُوْكِهَا ـ مسند أحمد، (١٥٤٨٤)

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক মচকে গেলে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলে তিনি বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন অথবা আমরা তাঁকে তাঁর কক্ষে তাঁর কক্ষের সামনেই বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি বসা অবস্থায় নামাজ পড়লে আমরা তাঁর পিছনে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লাম। তিনি নামাজ সমাপ্ত করে বললেন: আমি বসে নামাজ পড়লে তোমরাও বসে নামাজ পড়বে। আমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। পারস্যের লোকেরা যেমন তাদের প্রতাপশালীদের ও রাজা-বাদশাহদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৪৮৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وَقَعَ رسول الله صلى الله عليه و سلم مِنْ فَرَسٍ لَهُ بَالْمَدِيْنَةِ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ وَهُوَ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسٌ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يُسَبِّحُ الْمَكْتُوْبَةَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، أَنْ اِجْلِسُوا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَالَ: " إِذَا صَلَّى إِمَامُكُمْ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا ،وَلاَ تَقُومُوا وَهُوَ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسُ بِعِظَمَائِهَا" ـ ـ في المعجم الْأَوْسَطُ للطبرانيئ (٤٤٨٤) + ـ مُسْنَدُ أَبِى يَعْلَى (٢٣٠١+ ١٨٩٧)

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদিনাতে তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে এতে তারঁ পা মোবারক বিচ্যুৎ হয়, তিনি আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার পানশালাতে বসা থাকা অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্যে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি বসা অবস্থায় নামাজ পড়লে আমরা তাঁর পিছনে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লাম। তারপর দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট আসলে তাঁকে

বসে বসে ফরজ নামাজের তাসবিহ পড়তে অবস্থায় পেলাম। আমরা (পূনরায়) তাঁর পিছনে দাঁড়ালে তিনি আমাদেরকে বসতে ইশারা করলেন, তিনি নামাজ সমাপ্ত করে বললেন: যখন তোমাদের ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, আর সে যদি বসে নামাজ পড়ে তোমরাও বসে নামাজ পড়। সে বসে থাকা অবস্থায় তোমরা দাঁড়াবেনা যেমন ফরাসীর লোকেরা তাদের প্রতাপশালীদের ও রাজা-বাদশাহদেরকে সম্মাণ করে থাকে। আল- মু"জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ. হাদিস শরীফ নং- ৪৪৮৪+ সামান্য শব্দের আগে-পিছেসহ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০১+ ১৮৯৮।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِشْتَكَى رسول الله صلى الله عليه و سلم فَصَلَّيْنَا ورَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدُ و أَبُو بَكرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تكْبِيْرَه فَالتفتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ :" إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسُ والرَّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّواقِيَامًا وَ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوا قُعُوْدا " سنن ابن ماجه ـ (١٢٤٠)

অর্থঃ- হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অভিযোগ করলেন, অতপর আমরা তাঁর পিছনে তাঁর উপবিষ্ট অবস্থায় এমনভাবে নামাজ পড়লাম যে, হযরত আবু বকর মানুষদেরকে শুনাবার জন্য তাকবির দিচ্ছিলেন। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) আমাদের দিকে তাকালে আমাদেরকে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) আমাদেরকে ইশারা করলে আমরা তাঁর নামাজের সাথে বসে নামাজ পড়লাম। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) সালাম ফিরায়ে বললেন "যদি তোমরা পারস্য ও রোমদের কর্মের মত কাজ করতে উপক্রম হয়েই থাক (পারস্য ও রোমদের কর্মের মত কাজ পূর্ব থেকে করেই থাক) যারা তাদের বাদশাহদের উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে তোমরা এই কাজটি (এখন থেকে আর) করবে না। তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ কর, তারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, আর তারা যদি বসে নামাজ পড়ে তোমরাও বসে নামাজ পড়। ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১২৪০।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : " الْإِمَامُ أَمِيْرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوا قُعُوْدا، وَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّواقِيَامًا " مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي (٩٨٥)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ইমাম হচ্ছে আমীর, সে যদি বসে নামাজ পড়ে তা হলে তোমরাও বসে নামাজ পড়বে, সে যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। মুসনাদুল হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৮৫।

উপরোক্ত ১ নং, ২ নং ও ৩নং হাদিস শরীফের প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর হাদিস শরীফদ্বয়ে পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের(নামাজবহির্ভূত) দাম্ভিক ও অহংকারপূর্ণ কার্যক্রম তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগত নামাজের ভিতরকার আমল বা কার্যক্রম দিয়ে এবং তৃতীয় নম্বর হাদিস শরীফখানায়ও পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের (নামাজবহির্ভূত) দাম্ভিক ও অহংকারপূর্ণ কার্যক্রম তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে সকল ইমামগণ তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগত নামাজের ভিতরকার আমল বা কার্যক্রম দিয়ে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দানের মাধ্যমে নামাজের ভিতরে ও নামাজের বাহিরে ইমাম, নেতা ও উচ্চস্তর জনদের সাথে এবং নিম্নস্তর জনদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা এবং ইমাম যে শুধু নামাজের ইমামতির জন্য ইমাম তা নহে বরং তিনি নামাজের বাহিরে যেমন **আমীরের (মুসলিম শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক, ডিসি, ইউ.এন.ও, ওসি, চেয়ারম্যান, মেম্বার** প্রভৃতি জন) ([১৯৯] **Footnote**) **দায়িত্বও** পালন করবেন তেমনি পাশাপাশি তিনি নামাজের ভিতরে **ইমামের দায়িত্ব** পালন করবেন। সে বিষয়টিও

---

(১৯৯) **Footnote**وَرَثَةُالْأَنْبِيَاءِ<ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছগুণসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ **শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক, ডিসি, ইউ.এন. ও, ওসি, এম. পি, চেয়ারম্যান,মেম্বার** প্রভৃতি সম্মাণিত সুধীবৃন্দ নামাজের ইমামতি করবেন বা ইমাম হবেন ।

উপরে বর্ণিত চতুর্থ নম্বর হাদিস শরীফে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ------------------

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم يَقُوْلُ : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ق "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَ مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيْرَ أَطَاعَنِي ، إِنَّمَا الْأَمِيْرُ مِجَنٌّ ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا ـ سُنَنُ النَّسَائِي (٤١٩٣)+ بُخَارِى (٧١٤٧) + مُسْلِمٌ (١٨٣٥)+ مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٧٠٨٨)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: " যে আমাকে মানে(আমার আনুগত্য করে)সে আল্লাহকেই মানে(আনুগত্য করে), যে আমাকে অমান্য করে(আমার অবাধ্য হয়) সে আল্লাহকেই অমান্য করে(অবাধ্য হয়), যে আমার আমীরকে মানে(আনুগত্য করে)সে আমাকেই মানে(আমারই আনুগত্য করে), নিশ্চয় **আমীর হচ্ছে ঢাল, সে যখন বসে নামাজ পড়বে তা হলে তোমরাও বসে নামাজ পড়বে"**, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৮+ সামান্য বাক্যের পার্থক্যসহ সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৯৩+মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৮৩৫+ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৭১৩৭।

উপরোক্ত আলোচনার প্রাপ্ত ফলাফলঃ

উপরোক্ত আলোচনার দৃষ্টিকোন থেকে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো চার প্রকার।

(১) এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে সালাম দেওয়ার জন্য **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো। এই ধরণের **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম।

(২) উচ্চস্তর জন তাদের নিজেদের জন্য নিম্নস্তর জনদের পক্ষ হতে মনে মনে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করা অথবা কেউ তার জন্য **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাড়ালে তিনি মনে মনে প্রীতবোধ করা। এইরূপ **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে হারাম।

(৩) পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রজাদের কুর্নিশ করে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ায়ে থাকার ন্যায় এক মুসলিম আর এক মুসলিমের জন্য **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো তাদের নিয়ম এই ছিল যে, তাদের রাজা-বাদশাহরা বসে থাকত আর প্রজারা দাঁড়িয়ে থাকত। এইরূপ **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে হারাম।

(৪) কোন সম্মাণিত ব্যাক্তির শুভাগমন উপলক্ষ্যে আদব বা শিষ্টাচারজনিত কারণে সৌজন্যমূলক সম্মাণার্থে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য, সন্তান-সন্ততিদেরকে আদর-সোহাগ দেখানোর জন্য এবং শিক্ষক ও গুরুজনদের জন্য ভালবাসার প্রতীকী সৌজন্য আচরণ করার জন্য ইত্যাদি ভদ্রতাজনিত সুন্দর আচার-আচরণ প্রদর্শনার্থে সাময়িকভাবে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো। উপরোক্ত **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর **চতুর্থ প্রকারের** ক্রমিকে বর্ণিত ভদ্রতাজনিত সুন্দর আচার-আচরণ প্রদর্শনার্থে সৌজন্যমূলক সম্মাণার্থে সাময়িকভাবে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম)তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে উল্লেখিত নামাজের কার্যক্রম থেকে উৎসরিত নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে আর ইমাম বসে নামাজ পড়লে তোমরাও বসে নামাজ পড়বে। কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষা দেননি যে, ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরা বসে নামাজ পড়বে আর ইমাম বসে নামাজ পড়লে তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। এটা হচ্ছে নামাজের ভিতরকার ইমামের আনুগত্য ও অনুসরণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলী। এর অর্থ হল এই যে, নামাজ হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি, নামাজ হচ্ছে মুসলিম মানুষকে নেতার আনুগত্য ও অনুসরণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দেওয়ার ও শিক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা।

নামাজের প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থার সূক্ষরূপঃ একজন মুসলিম মানুষের জন্য পবিত্রতা অর্জনের পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি নামাজ আদায় বা সম্পাদনের প্রথম স্তর বা সূচনা হচ্ছে বিনীতভাবে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--

قُوْمُوا للهِ قَانِتِيْنَ ـ سورة الْبقرة ـ اَلْاٰيَةُ (٢٣٨)

অর্থঃ-তোমরা আল্লাহর জন্য বিনয়ের সাথে দাঁড়াও। সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮। নামাজ আদায় বা সম্পাদনের বেলায় এইরূপ أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য হচ্ছে ফরজ। নামাজ যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহান আদেশ সেহেতু নামাজ আদায় বা সম্পাদনের সময় সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইমামের জন্য অসম্ভব হলে ইমাম বসে নামাজ আদায় বা সম্পাদন করবেন আর মুক্তাদী দাঁড়িয়ে আদায় বা সম্পাদন করবেন, বাহ্যিকভাবে এটাই নামাজ আদায় বা সম্পাদনের নিয়ম হওয়ার কথা। কারণ, ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের সময়তো মুক্তাদীর সাময়িক সমস্যা বা ওজর ছিলনা। কিন্তু মুমিনের মর্যাদা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট এত বেশী যে, তার সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে তারই সম্মাণার্থে নামাজের ভিতর ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মত আদেশখানাও মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্তাদীর জন্য স্থগিত করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!
আমরা আমাদের নবী দুজাহানের বাদশা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া সত্বেও আমরা আমাদের সঠিক মর্যাদা ও সম্মাণ আমরা নিজেরা বুঝতে পারলাম না। মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট একজন সত্যিকারের পরহেজগার মুমিনের কতটুকু মর্যাদা ও সম্মাণ তা পবিত্র কুরআনের সুরা হুজুরাতের ১৩ নং-আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ـ سورة الحجرات ـ اَلْأَيَةُ (١٣)

অর্থঃ- নিষচয় সে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মাণিত যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক পরহেজগার। সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং-১৩।
ইবাদতগত দিক দিয়ে দুআ'র চেয়ে যেমন কোন কিছুই মহান আল্লাহর নিকট অধিক সম্মাণিত নেই ঠিক তেমনিভাবে বস্তুগত দিক দিয়ে একজন মুমিনের চেয়ে কোন কিছুই মহান আল্লাহর নিকট অধিক সম্মাণিত নেই। যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুআ' করা ও মুমিনের সম্মাণ-মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:--

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ" سنن الترمذي ـ(٣٣٧٠)

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ "দোআ' করার চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত এমন কিছু নেই"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭০।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ ـ "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ" (٨٣٥٦+٦٠٨٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট মুমিনের চেয়ে কোন বস্তুই অধিক সম্মাণিত নেই"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪।

একজন মুমিন মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত হওয়ার কারনেই নামাজের ভিতর সে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাথে নিভৃত আলাপ করার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে।
যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-
----

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اِعْتَكَفَ رسول الله صلى الله عليه و سلم فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَاتُّخِذَ لَهُ فِيْهِ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ :إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِي رَبَّهُ، عَزَّ وَ جَلَّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ ـ مسند أحْمد (٥٤٤٧)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রমজানের শেষ দশদিনে (ই'তিকাফ করলে)তাঁর জন্য খেজুর গাছের পাতা দিয়ে একটি ঘর তৈরী করা হল। তিনি (ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: তিনি (রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর মাথা বের করে বললেন: নিশ্চয় মুসল্লি তার প্রভূ আয্যা ওয়া জাল্লার সাথে নিভৃত আলাপ করে। অতএব, সে চিন্তে-ভাবনা করে দেখুক সে তার প্রভূর সাথে নিভৃতে কি আলাপ করে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৪৭।

একজন সত্যিকারের মুমিন বান্দা মহান আল্লাহরতাআলার নিকট কত যে আপন তা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করলে পূর্ণভাবে জানতে পারবেন ও উপলব্ধি করতে পারবেন। যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-------------------------------------

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" اِنَّ اللّٰهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا" ـ بُخَارِىْ(٦٥٠٢)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে প্রিয় বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে"। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।

আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عأَهَانَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ إِنَّ عَبْدِىْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِىْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِىْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا ـ (٩٣٥٢-) المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের বাণী ও হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট একজন সত্যিকারের পরহেজগার মুমিনের মর্যাদা ও সম্মাণ কতই না চমৎকার ও মহান **(২০০)**। মহান আল্লাহ

(২০০) (ক) উপরোক্ত শরীফদ্বয়ের ক্রমিক নং যথাক্রমে -৬৫০২, বুখারী শরীফ এবং ৯৩৫২, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ থেকে একথাটি বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার وَلِىُّ اللّٰهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে কেহ শত্রুতা করলে আল্লাহ তাআ'লা উক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতটুকু উচ্চস্তরে পৌঁছলে একজন মুসলিম মানুষকে وَلِىُّ اللّٰهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর

তাআ'লা একজন মুমিনকে যথার্থই মর্যাদা ও সম্মাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদের মর্যাদা ও সম্মাণ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েই পড়েছি।

দেখুন, চিন্তা করুন এবং অনূধঅবন করুন! এই সম্মাণিত মুমিন মানুষটির সম্মাণার্থেই নামাজের ভিতর ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মত আদেশখানাও মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্তাদীর জন্য স্থগিত করে দেন। সেই জন্যেই, নামাজের ভিতরকার ইমামের আনুগত্য ও অনূসরণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতকে নামাজের কার্যক্রমের ভিতর পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের দাম্ভিক ও অহংকারপূর্ণ কার্যক্রম উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নামাজের বাহিরে দাম্ভিক ও অহংকার বিবর্জিত ইসলামের সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন দাঁড়ালেও তোমরা তার সম্মাণার্থে সৌজন্যমূলক দাঁড়াবে আর তাঁরা বসে পড়লে তোমরাও বসে পড়বে। কারণ, যেখানে নামাজের ভিতর একজন মুমিনকে এতই মর্যাদা ও সম্মাণ দেওয়া হয়েছে যে, ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মত আদেশখানাও মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্তাদী সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তার জন্য স্থগিত করে দিলেন। তা হলে নামাজের বাহিরে সেই একজন মুমিনের মর্যাদা ও সম্মাণ হ্রাস পাবে কেন? হ্রাস পাবে না বরং বাড়বে।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে কতিপয় নিকৃষ্ট উলামা একজন সত্যিকারের পরহেজগার মুমিনের পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মাণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এক মুমিন আর এক মুমিনকে সম্মাণ প্রদর্শণার্থে **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোকে হারাম বলে থাকেন। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট আলিম হিসেবে পরিচিত এই মুসলিম মানুষটি নিজের মর্যাদা সম্পর্কেই অজ্ঞ। নিজ মর্যাদা ও সম্মাণ সম্পর্কেই তো সে অবগত নহে। বাস্তবে এই ব্যাক্তিটি আলিমই নয়। অথচ এক মুমিন আর এক মুমিনকে সম্মাণ প্রদর্শণার্থে **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর আদেশ দিয়ে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন :-----

---

ওলী বা বন্ধু বলা হয় এবং উক্ত وَلِيُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর মর্যাদা ও ক্ষমতা কতটুকু তা আমরা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা।

(খ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি, চলন শক্তি হয়ে যায়।

(গ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে এটাও বোধগম্য হয় যে, মুসলিম বান্দার জন্য দুই প্রকার **"قُرْب"**(কুর্ব) তথা নৈকট্য হাসিল হয়।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِضِ" (কুরবুল ফারায়িয) তথা ফরজ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভহয়।

(২) "قُرْبُ الْنَوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) তথা নফল ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভহয়।

উপরে বর্ণিত দুই প্রকার নৈকট্য লাভের দ্বারা একজন মুসলিম মানুষ কতদূর উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে তা নিম্নেউল্লেখ করা হল।

(২) "قُرْبُ الْنَوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) এর ফলাফলঃ **"কুরবুল নাওয়াফিল"** দ্বারা বাশারিয়্যাতের সিফাত তথা মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণাবলী মুসলিম বান্দার উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে। তখন সে তার সমস্ত শরীর দ্বারা দূর হতে দেখতে ও শুনতে পায় এবং তার দেখার ও শুনার কাজ শুধু চোখ ও কানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণে ফানা তথা বিলীন হওয়া বলে। এটা নফল ইবাদতের ফল।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِضِ" (কুরবুল ফারায়িয) এর ফলাফলঃ **"কুরবুল ফারায়িয"** দ্বারা মুসলিম মানুষ বা বান্দা সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত অস্তিত্বের লোপ পায়। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বের অনূভূতিও থাকে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই আর তার গোচরীভূত হয় না। একে ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদতের ফল।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে আরো জানতে পারলাম যে, সাধারণ মুসলিম বান্দার বেলায় যেহেতু এ স্তর হাসিল হয় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায় কতটুকু উচ্চস্তর হাসিল হয়েছে তা আপনি ভাল করে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখুন। এই কুরবুল ফারায়িয ও কুরবুল নাওয়াফিল তখনই লাভ হয়ে থাকে যখন ফরজ ইবাদত ঠিকমত আদায় করে সুন্নত ও নফল আদায় করা হয়। উপরোক্ত বিবরণ হতে পাঠকবর্গ এ কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, যখন কোন মুসলিম বান্দা "কুরবুল ফারায়িয" ও "কুরবুল নাওয়াফিল" দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার এরূপ নৈকট্য লাভ করে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় হতে পারে না।

عَنْ جَرِيْرٍ،قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَتَيْتُهُ لأُبَايِعُهُ ،فَقَالَ : "لأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا جَرِيْرُ؟" قُلْتُ : جِئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ، قَالَ : "فَدَعَانِيْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ و شَرِّهِ "، قَالَ : فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَائَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : "إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ " ـ (٢٢١٧) المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ-হযরত জারির (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে (নবী-রাসুল হিসেবে) প্রেরণ করা হলে আমি তাঁর নিকট বাইআ'ত হতে আসলে তিনি বলেন: "হে জারির, কিসের জন্যে তুমি আসলে"? আমি বললাম: আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহন করতে এসেছি, তিনি জারির(রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: "তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) আমাকে "আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল" সাক্ষ্য দিতে, ফরজ নামাজ কায়িম করতে, ফরজ যাকাত দিতে এবং ভাগ্যলিপির ভাল-মন্দ বিশ্বাস করতে আহবান জানালেন, তিনি জারির(রাদিআল্লাহু আনহু)বললেন: অতপর, তিনি আমার দিকে কাপড় নিক্ষেপ করেন। তারপর, তিনি তাঁর সাহাবীদের দিকে সম্মুখীন হয়ে বললেন: **"যখন তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত ব্যাক্তি আসলে তোমরা তাকে সম্মাণ করো"**। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২১৭।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এক মুমিন আর এক মুমিনকে সম্মাণ প্রদর্শনের যেই আদেশ দিয়েছেন তা কিভাবে দেখানো হবে ?

তার জন্য কি তখন খাবার হাতে নিয়ে বসে বসে অপেক্ষায় থাকতে হবে?

নাকি তার জন্য ফুলের তোড়া ইত্যাদি নিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখে চেয়ারে বসে বসে তার সম্মাণ প্রদর্শন করবেন?

বিষয়টি আসলে তা নহে, হাদিস শরীফে যেই সম্মাণ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তা সম্মাণিত ব্যাক্তির শুভাগমনের পরমূহুর্তেই বা কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়ার প্রারম্ভেই শুধু **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমেই অথবা ফুলের তোড়া নিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখে চেয়ারে বসে না থেকে বরং ফুলের তোড়া ইত্যাদি নিয়ে **أَلْقِيَامُ** (কিয়াম)তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েই সম্মাণ প্রদর্শন করতে হবে।

উপরোক্ত আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফের ২২১৭ নং হাদিস শরীফখানার ব্যাখ্যাসরূপ আরো একটু বিস্তৃতভাবে সাহীহ আল-মুসতাদরাকুল হাকিমে একখানা হাদিস শরীফ এসেছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হাদিস শরীফখানা এই---

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، وَضَنَّ كُلُّ رَجُلٍ بِمَجْلِسِهِ ، فَأَخَذَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ، فَتَلَقَّاهُ بِنَحْرِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ: أَكْرَمَكَ اللهُ كَمَا أَكْرَمْتَنِيْ ، ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم، فَقَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَإِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَلْيُكْرِمْهُ" ، ــ المستدرك الحاكم ــ (٧٩٥٤)

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট তাঁর সাহাবীগণ তাঁর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় আসলেন বা প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় প্রত্যেকটি লোক তার নিজস্ব জায়গায় অনড় রয়ে গেল(অবিচল রয়ে গেল, নিজ জায়গা থেকে উঠে তাকে বসার জায়গা দেয়নি) তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (তার সম্মাণার্থে বসার জন্য) নিজের চাদরখানা নিয়ে তার দিকে(জারির বিন আব্দুল্লাহর দিকে) নিক্ষেপ করলে তিনি(চাদর মোবারককে না বসে) তা তার বুকে, মুখে গ্রহন করে তা চুম্বন করলেন এবং তার দুচোখে লাগায়ে বললেন: আল্লাহ আপনাকে সম্মাণ করুন যেমন আপনি আমাকে সম্মাণ করেছেন। তারপর তিনি চাদরটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পিঠ মোবারকে রাখলেন(জড়িয়ে দিলেন)। অতপর, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **"যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে যখন তার নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত লোক আসে সে যেন তাকে সম্মাণ করে"।** মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৭৯৫৪ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যখন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাহাবীদেরকে দেখলেন জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) মজলিসে আসার

পরও সাহাবীগণ তাদের নিজ নিজ জায়গায় অবিচল থেকে গেল, তাকে বসার জায়গা দেওয়ার জন্য তার সম্মাণার্থে কেউ নিজেদের অবস্থান ছেড়ে উঠলনা, একটু নড়াচড়াও করলনা, তাঁদের এই অনড় অবস্থা দেখে বললেন: **"যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে যখন তার নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত লোক আসে সে যেন তাকে সম্মাণ করে"।** সাহাবীগণ নিজেদের অসতর্কতার কারনেই হউক আর ভুলের কারণেই হউক জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)কে যথাযথ সম্মাণ দেখাতে না পাড়ায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং জারির বিন আব্দুল্লাহর (রাদিআল্লাহু আনহুর) সম্মাণার্থে তাকে বসার জন্য নিজের চাদর মোবারক তার দিকে নিক্ষেপ করে সম্মাণ প্রদর্শন করে বললেন: **"যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে যখন তার নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত লোক আসে সে যেন তাকে সম্মাণ করে"।**

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে দুটি শিক্ষা পেলাম-->

(প্রথম শিক্ষা) সম্মাণ প্রদর্শন করাঃ

সম্মাণিত ব্যাক্তিকে তার উপযুক্ত সম্মাণ প্রদর্শন করা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং তা আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। আর সেটা হবে أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমেই। অন্যকে সম্মাণ প্রদর্শন করতে হবে أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমেই আর নিজে কখনো অন্যের থেকে أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করতে পারবে না। অন্যকে أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমে সম্মাণ প্রদর্শন করা ইসলামি শরীয়তে জায়িয এবং কেউ নিজের জন্য অন্যের থেকে أَلْقِيَامُ (কিয়াম)তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করা ইসলামি শরীয়তে হারাম।

সম্মাণিত ব্যাক্তির জন্য কেউ দাঁড়ালে সম্মাণিত ব্যাক্তি তাকে নম্রতা ও ভদ্রতাস্বরূপ বলতে হবে **"বসে পড়ুন"**। এইটাই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে হাদিস শরীফের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সকলের প্রতি দয়া করুন। আমীন!

সম্মাণ প্রদর্শনের বিষয়টি সম্পর্কে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম এবং কতিপয় নিকৃষ্ট উলামা বাস্তবে একেবারেই অজ্ঞ। তারা জানেনা যে, এইরূপ أَلْقِيَامُ (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে জায়িয। তাই, এমতাবস্থায় দাম্ভিকতা ও অহংকার বিবর্জিত ইসলামের সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন দাঁড়ালে অন্যরা বসে থাকবে, এটা বেয়াদবী তথা শিষ্টারচারিতা বহির্ভূত আচরণ। আর দাম্ভিকতা ও অহংকার বিবর্জিত ইসলামের সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন বসে থাকলে অন্যরা দাঁড়ায়ে থাকবে, এটা নিয়মানুবর্তিতা বহির্ভূত, বিশৃঙ্খল আচরণ। ইসলামি শরীয়তে এইরূপ আচরণ গর্হিত এবং অকল্যাণকর ও অসৌজন্যমূলক যা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরে বর্ণিত নামাজের ভিতরকার কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা ছাড়া, হাদিস শরীফে আরো আছে---

(ক) হযরত আবু সাঈদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: কোন এক ঘটনায় বনু কুরাইজা হযরত সা'দের (রাদিআল্লাহু আনহু) বিচার মানতে সম্মত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁকে ডেকে আনার জন্য বলেন। এমতাবস্থায় হযরত সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) গাধায় চড়ে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাহাবীদের বললেন:----

" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " ـ سنن الترمذي ـ(٥٢١٥)

অর্থ:-তোমরা তোমাদের নেতার পার্শ্বে দাঁড়াও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নেতাকে (স্বাগত জানিয়ে) নিয়ে আস। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২১৫।

হযরত শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আনসারদেরকে বললেন: --

" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " ـ سنن الترمذي ـ(٥٢١٥)

অর্থ:-তোমরা তোমাদের নেতার পার্শ্বে দাঁড়াও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নেতাকে (স্বাগত জানিয়ে) নিয়ে আস। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২১৬।

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং ফাতিমা রাদিআল্লাহ আনহার মধ্যকার বিশেষ আদর-সোহাগের সৌজন্য আচরণ এই ছিল যে,--

فَاطِمَةُ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وقَبَّلَهَاوَأَجْلَسَهَا فِى مَجْلِسِهِ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِى مَجْلِسِهَا ـ سنن الترمذي ـ(٥٢١٧)

অর্থ:-ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট গেলে তিনি ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতেন,তাঁর হাত ধরে তাঁকে চুমু দিতেন ঠিক তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও ফাতিমার (রাদিআল্লাহু আনহা) নিকট গেলে ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতেন, তাঁর হাত ধরে তাঁকে চুমু দিতেন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২১৭।

কিন্তু "সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন বসে পড়লেও অধস্তন জন বসবে না" এইরূপ **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে হারাম। কারণ, এইরূপ (**اَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়ানো পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রজাদের **اَلْقِيَامُ** (কিয়াম) তথা দাঁড়ানো সদৃশ হয়ে যায়।

(দ্বিতীয় শিক্ষা) আদব তথা শিষ্টাচারিতাঃ

আদব তথা শিষ্টাচারিতার বিষয়টি আইনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ভক্তি-শ্রদ্ধা, মনের আন্তরিক অনুভুতি ও আবেগ তাড়িত বিষয়।এই আদব তথা শিষ্টাচারিতা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ সভ্যজনের অন্তর-হৃদয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয়ে যায়।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত অসভ্যজনদের মধ্যে এই আদব তথা শিষ্টাচারিতা অন্তর-হৃদয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয় না। বরং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় অসভ্যজনকে আইনের মাধ্যমে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয় এই জন্য যে, তাদের অন্তরে মুনাফিকি তথা কপটতা থাকায় তারা সব সময় এবং সব বিষয়েই আইন তালাশ করে আর সভ্যজনের অন্তর-হৃদয়ে আদব তথা শিষ্টাচারিতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয়ে যায় বিধায় তাদের আইনের প্রয়োজন হয় না। এইটা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি দেখলেন জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর আচরণের মধ্যে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁকে বসার জন্য নিজের চাদর মোবারক দিলে জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু উক্ত চাদরে না বসে বরং দাঁড়ানো অবস্থায়ই তিনি উক্ত চাদর মোবারক ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে হাতে নিয়ে তার বক্ষে লাগালেন, চোখে-মুখে লাগিয়ে চুমু খেলেন তখনো তিনি প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দেননি। মনের ভিতর ঈমান আনার বাসনায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবেমাত্র এসেছেন। কাফির অবস্থায়ই তার মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা ছিল। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর উক্ত আদব তথা শিষ্টাচারিতার মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বিধায় তা মুসলিম মানুষের জন্য বৈধ হয়ে গেল। **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)**ই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ কতিপয় সভ্য সাধারণ মুসলিম ও কতিপয় সভ্য মুসলিম উলামা ব্যতীত **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমগণ অথবা অধিকাংশ সর্বনিকৃষ্ট উলামাই অসভ্য বিধায় তাদের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত

ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা না থাকায় তাদেরকে আইনের মাধ্যমে আদব তথা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা নিতে হবে। কারণ, এদের আচরণ ও মনের মধ্যে একজন কাফির মানুষের মধে থাকা আদব তথা শিষ্টাচারিতার সমপরিমাণও আদব তথা শিষ্টাচারিতা নেই। যেমনটি আমরা দেখেছি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট আসা মুসলমান হওয়ার জন্য আসা আরো কয়েকজন ইয়াহুদির মধ্যে। যেমন- পদচুম্বন করার দেশাচার পরিভাষায় **"কদমবুছি করার"** বিষয় সম্পর্কে ইবনু মাজাহ শরীফে একটি হাদিস শরীফ এসেছে, হাদিস শরীফখানার ভাষ্য হচ্ছে-

عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ وَرِجْلَيْهِ ـ سنن ابْنِ مَاجَه (٣٧٠٥)

অর্থঃ-হযরত সফওয়ান বিন আসসাল থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় ইয়াহুদিদের একটি সম্প্রদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাত ও পা চুম্বন করেছে, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৭০৫।

তিরমিজি শরীফে দুইজন ইয়াহুদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক চুম্বন করেছেন মর্মে উত্তম বিশদ্ধ হাদিস শরীফ (হাদিসুন হাসানুন) রয়েছে, হাদিস শরীফখানার আংশিক ভাষ্য হচ্ছে--

عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّال قَالَ قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ ، " اِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ،فَقَالَ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا رَسولَ الله صلي الله عليه وسلم فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ قَالَ : فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَ رِجْلَهُ فَقَالاَ نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ " ـ سنن الترمذي ـ(٢٧٣٣)

অর্থঃ-হযরত সফওয়ান বিন আসসাল(রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ একজন ইয়াহুদি তার সাথীকে বলল, তুমি আমাদেরকে এই নবীর নিকট নিয়ে যাও, তার সাথী বলল, নবী বলো না-------নিশ্চয় যদি সে শুনে তা হলে (জেনে রাখ) তাঁর চার কান আছে। অতপর, তারা উভয়েই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে নয়টি স্পষ্ট প্রশ্ন করল---- তিনি(হযরত সফওয়ান বিন আসসাল)বললেন, তারা তাঁর হাত ও পা চুম্বন করল। অতপর তারা উভয়েই বলল, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি নবী। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৭৩৩।

অপর একটি হাদিস শরীফে আবু দাউদ শরীফে হযরত যারি' (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) এর কথা উদ্ধৃত আছে যেমন বলা হয়েছেঃ---

"فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ " ـ أَبُو دَاوُود ـ (٥٢٢٥)

অর্থঃ-"আমরা তাড়াতাড়ি বাহন থেকে নেমে এসে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাত ও পা মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম"। আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২২৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর কেনটিতে এইরূপ বুঝা যায় যে, কেউ কেউ ইসলাম গ্রহনের পূর্বেই এবং কেউ কেউ ইসলাম গ্রহনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাত ও পা চুম্বন করেছেন। এতে প্রমাণিত হল যে, পদচুম্বন করা দেশাচার পরিভাষায় **"কদমবুছি করা"** ইসলামি শরীয়তে বৈধ কর্ম। যারা কাফির অবস্থায় এইরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করতে পারেন, তা হলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ কেন একজন কাফির মানুষের মধে থাকা আদব তথা শিষ্টাচারিতার সমপরিমাণ আদব তথা শিষ্টাচারিতা দেখাতে ব্যর্থ বা দেখাতে পারেন না?

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, এদের অন্তরে মুনাফিকি তথা কপটতা রয়েছে। এইসব মুনাফিক তথা কপট মুসলিমের চিহ্ন সহজেই বুঝা যায় যে, তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র বার বার তাৎক্ষণিক দরূদ পড়বেনা, দুই একবার বলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। মহান আলাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

তৃতীয় অবস্থায় সালাম প্রদানের ধরণ ---

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "

অর্থঃ- "ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনার উপর সালাম",

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ "

অর্থঃ- "ইয়া হাবিবাল্লাহি, আপনার উপর সালাম",

"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ "

অর্থঃ-"ইয়া নাবীআল্লাহি, আপনার উপর সালাম" ইত্যাদি শব্দ বা বাক্য যোগে সালাম দেওয়া । এমতাবস্থায় আমাদেরকে সর্বপ্রথমে নিম্নে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই --

-عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أَلسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،أَلسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدَي ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، أَلسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ ـــ المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر) (৭৮৫)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায় (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "**سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার:

ফরজ বিষয়ে **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম।

ফরজ বিষয়ে **سُنّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে। এ **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহণ করা হচ্ছে " **هُدَي** " হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করা হচ্ছে "**ضَلاَلَةٌ** -দলালাতুন" তথা পথভ্রষ্টতা।

যেই **سُنّةٌ** যে (সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে নেই সেই **سُنّة**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্যাদা বা গুণসম্পন্ন বিষয় আর সেই **سُنّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, ১১তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-৭৮৫।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত ধর্মীয় আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্য যেই **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে বর্ণিত আছে সেই **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মই অনুসরণ করতে হবে। এ **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহণ করা হচ্ছে "**هُدَي**-হুদা " হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করা হচ্ছে " **ضَلاَلَةٌ** " তথা পথভ্রষ্টতা। আর যেই **سُنّةٌ**(সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে নেই সেই **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ না করে গ্রহণ করাও হচ্ছে মর্যদা বা গুণসম্পন্ন বিষয় বা উত্তম বিষয়। তবে এরূপ সেই **سُنّة** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই"।

উপরে উল্লেখিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة** " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়মগুলো **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** তথা উত্তম নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে এগুলোর মূলনীতি না থাকায় **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়মগুলো **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** তথা উত্তম নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহন করা খুবই ফজিলত বা মর্যাদা ও গুণসম্পন্ন বিষয় এবং কল্যাণকর বিষয়। তবে এইরূপ **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের **أُصُوْلٌ** বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে না থাকায় তা ত্যাগ করাতে কোন পাপ নেই। আলিম বা জ্ঞানীমাত্রেই ফজিলত বা মর্যদা ও গুণসম্পন্ন এরূপ **سُنّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " **خَيْرُ الثَّلاَثَة الْقُرُوْنِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের পূর্ণ সমর্থনকারী ও অনুসারী "**اَلْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ কোন আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তি মাত্রেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'- তাবেঈ'নগণের **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **أَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করতে পারেন না।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)

সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করতে পারেন। এরা যে শুধু উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত প্রবর্তিত سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম বিরোধী তা নহে। বরং এরা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত خَيْرُ الثَّلَاثَة الْقُرُوْن (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদেরও বিরোধী সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা।

আদব তথা শিষ্টাচারিতা ও সৌজন্যতা বজায় রেখে কোন মুমিন-মুসলিম আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে তার সরাসরি জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাৎ হবে। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ :" مَنْ رَآنِي فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي "الْبُخَارِي (٢٩٩٣)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অতি সত্বর আমাকে জাগ্রতাবস্থায় দেখবে। শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৯৩।

عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم،قَالَ :" مَنْ رَآنِي فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي ١٦٠١٥) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত মালিক বিন আব্দুল্লাহ খাছআমি (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অতি সত্বর আমাকে জাগ্রতাবস্থায় দেখবে। শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬০১৫। মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিকদাতা।

সমাপ্ত

সূচিপত্রঃ

"আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা" প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনাঃ

(এই প্রসঙ্গটি "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা" প্রসঙ্গের সংশ্লিষ্ট বিষয়)

শিরোনাম:>> "সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা" সম্পর্কে জানি।<<

সূচনাঃ এই অধ্যায়টি অত্র গন্থের (০৩ নং মতবিরোধের কারণ)>>**"মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা" (২০১)** প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে তাঁকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য ও **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন করা ফরজ। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে তাঁকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য ও **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন করা "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের মুনাফিকি আচরণ তথা কপট আচরণ। এই মুনাফিকি আচরণ তথা কপট আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য ও **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন (২০২)করতে হলে তাঁর উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া ও জ্ঞান রাখা মুসলিম দাবীদার মানুষের উপর ফরজ। নিম্নে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। যেহেতু অত্র অধ্যায়টি(০৩ নং মতবিরোধের কারণ)>> **"মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা"** প্রসঙ্গের" সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সেহেতু আমি সর্ব প্রথমে উক্ত বিষয়টির অবশিষ্টাংশের আলোচনার মধ্য দিয়েই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া শুরু করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহ যথাক্রমে চারটি(০৪টি)।

১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

৩. সৃজনশীল গুণসম্পন্ন হওয়া।

৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া।

(০৩ নং মতবিরোধের কারণ)>> **"মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা"** প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমি এই কথা বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনার বা ঈমান থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণটাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পূর্ণ ভালবাসার উপর নির্ভর্শীল। যে ব্যাক্তিই বলবে যে আমি নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করি, তার এই ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলবে আমি নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, গোত্র-বংশ, আত্নীয়-স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য এবং পছন্দের বাড়ী-ঘর এমনকি সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসি। যেমন পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবা, ২৪ নং আয়াতে মহান তাআ'লা বলেনঃ---

---

(২০১) "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা" প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৪৪ দেখুন।

(২০২) **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন>> আমালে সালেহ তথা সৎকর্ম যেমন নামাজ সম্পাদন, রোজা, হজ্জ আদায়, যাকাত প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন হলে<<

-قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ - وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - سُوْرَةُ التَّوْبَةِ (٢٤)

অর্থঃ-বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য যার মন্দার আশঙ্কা কর(যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর) এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর(পছন্দের বাড়ী-ঘর) তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে(প্রণান্তকর সংগ্রাম করার চেয়ে)অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (সে দিন পর্যন্ত যখন আল্লাহর চুড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে)।(জেনে রাখো)আর অল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না(আল্লাহ সত্যত্যাগীদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না)সুরা তাওবা, আয়াত নং-২৪।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা সকল মুসলিম মানুষকে এই আদেশ করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসাকে এমন স্তরে রাখা ফরজ যেই স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালবাসা এই স্তরে নয় সে আযাবের যোগ্য। কারণ, সে বাহ্যত মুসলিম সমাজে মুসলিম, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট বাস্তবে সে ফাসিক-মুনাফিক। কারণ, মুনাফিক মুসলিগণ আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিবে। কিন্তু তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিবেনা। নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা, আদব-শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলোর আলোচনা উপস্থিত হলে তারা তখন আইন তালাশ করবে। তারা এটা জানেনা যে, ভালবাসা, আদব তথা শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো আইনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত, সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, মনের আন্তরিক অনুভুতি ও আবেগ তাড়িত বিষয়। এই সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা, তাঁর
উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো----------------------------------

إِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

(ইত্যিবাউর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **অনুসরন-অনুকরনের** মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো সত্যিকার মুসলিম মানুষের হৃদয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে-স্বতঃস্ফুর্তভাবে আপনা-আপনি তৈরী হয়। মুনাফিক মুসলিমের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে-স্বতঃস্ফুর্তভাবে আপনা-আপনি তৈরী হয় না। আমাদেরকে জানতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের নাম হচ্ছে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্য। নিম্নে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য ও **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন শব্দ দুটির ব্যাখ্যা দেওয়া হল।-----------------------

<u>إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্যের উৎপত্তি, অর্থ, ভাব ও মর্মঃ</u>

মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের বাণীঃ---------------------------------------

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - سُوْرَةُ النِّسَاءِ ، لْأَيَةُ - (٥٩)

অর্থঃ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মান এবং রাসুলকে মান (সুরা-নিসা, আয়াত নং-৫৯) বাক্য থেকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য শব্দটি এসেছে। মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্যে এই শব্দটিই বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাক।

إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ

মহান আল্লাহ তাআলা যেহেতু সৃষ্টি কর্তা এবং তিনি অদৃশ্যসত্তা সেহেতু তাঁর কথার আওয়াজ মাখলুকের মত আওয়াজ যোগ্য নয়। তাই তাঁকে সরাসরি আনুগত্য করা যায় না। সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের জন্যে তিনি তাঁর দৃশ্যমান কোন এক প্রিয় সৃষ্টিকে আনুগত্য করতে সকল মানুষকে বিশেষকরে মুসলিম মানুষকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং সেই প্রিয়সৃষ্টির আনুগত্যকেই তাঁর নিজের আনুগত্য গণ্য করেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লাকে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশটি বাস্তবায়ন করতে হলে মহান আল্লাহ তাআ'লাকে মাখলুকের সামনে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যসত্তা সেহেতু সিজদা করার মত তাঁর এই আদেশখানা বাস্তবায়নের জন্যে তাঁর দৃশ্যমান কোন এক প্রিয় সৃষ্টির প্রয়োজন হল। সেই জন্যেই তিনি বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফের মত এক প্রিয় বস্তু সৃষ্টি করলেন। এ কা'বা হচ্ছে মহান আল্লাহকে সিজদা করার প্রতীক। এই কা'বা মহান আল্লাহ তাআ'লার **شَعَائِرُ اللهِ**(শাআ'ইরুল্লার) তথা আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহর নিদর্শন বা প্রতীককে অপমান করা হারাম। যেমন মহান আল্লাহ তাঅ'লা বলেনঃ----------

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ ــ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ ـ (٢)

অর্থঃ- হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে হালাল করোনা (আলাহর নিদর্শনসমূহকে অপমান করো না। সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং- ২।

شَعَائِرُ اللهِ(শাআ'ইরুল্লার) তথা আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মাণ করা হচ্ছে অন্তরের আল্লাহভীতি।

মহান আল্লাহ তাঅ'লা বলেনঃ---

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ سُوْرَةُ الْحَجِ ـ الْأَيَةُ (٣٢)

অর্থং- যে **شَعَائِرُ اللهِ**(শাআ'ইরুল্লার) তথা আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মাণ করে তা হচ্ছে অন্তরে আল্লাহভীতি। সুরা হজ্জ, আয়াত নং-৩২।

কা'বা নামে এই নিদর্শশকে সম্মাণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ করা হয়েছে। সে জন্যেই কা'বা শরীফকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সিজদার কেন্দ্রস্থল বানালেন। এখন কোন মুসলিম কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সিজদার নিয়ত করে জমিনে মস্তক অবনত করলে তার এই সিজদাকে মহান আল্লাহ তাআ'লাকে সে সিজদা করেছে বলে মহান আল্লাহ তাআ'লা গণ্য করেন। ঠিক তদ্রুপই মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট প্রিয়সৃষ্টির আনুগত্যকেই তাঁর নিজেকে আনুগত্য গণ্য করেন। সেইজন্যে মুসলিম মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ তাআ'লা ইসলাম ধর্মের সকল কার্যাবলীকে বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আনুগত্যের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। ইসলাম ধর্মের সকল বিষয়ে ও কাজে কোন মুসলিম মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আনুগত্য করলেই তার এই আনুগত্যকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজেকে সে(মুসলিম মানুষটি) আনুগত্য করেছে গণ্য করেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি যার যতটুকু আনুগত্য ও ভালবাসা মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতিও তার ততটুকু আনুগত্য ও ভালবাসা। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসার অনুরাগ ও আকর্ষণ দিয়েই মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসা এবং ঈমানের দূর্বলতা ও সবলতা পরিমাপ করতে হবে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি যেই মুসলিম মানুষের কম আনুগত্য ও ভালবাসা আছে সে মুনাফিক মুসলিম। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

مَنْ يُّطِيْعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ ــ سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـ الْأَيَةُ ـ (٨٠)

অর্থঃ যে রাসুলকে আনুগত্য করবে সে আল্লাহকেই আনুগত্য করল। সুরা-নিসা, আয়াত নং-৮০।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে জানাইয়া দিলেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্যকে তাঁর নিজের আনুগত্য গণ্য করেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আরো বুঝা গেল যে, যদি কেই বলে আমি আল্লাহকে মানি, আমি আল্লাহর আনুগত্য করি, আমি আল্লাহকে ভালবাসি তা হলে তার এই মানা, আনুগত্য ও ভালবাসা গ্রহণীয় নয় যতক্ষণ না সে বলবে যে আমি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে মানি ও আনুগত্য করি এবং ভালবাসি। কারণ, দৃশ্যমান সত্তার প্রতি

আনুগত্য ও ভালবাসাই হচ্ছে অদৃশ্যমান সত্তা মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা। মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের বাণী--

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِعُوا أللهَ وَأَطِعُواالرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ـ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـ الْأيَةُ (٥٩)

অর্থঃ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মান এবং রাসুলকে মান আর তোমাদের মধ্য হতে দায়িত্বশীলদেরকে মান (সুরা-নিসা, আয়াত নং-৫৯)বাক্যে বর্ণিত বাণী মোতাবেক **إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য** করার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ، قَالُوا بَلَى نَشْهَد أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ،وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، قَالَ فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيْعُونِي، وَّإِنَّ مِنْ طَاعَتِيْ أَنْ تُطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلُّوا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا ـ ـ مسند أحمد ـ (٥٧٨٣)

অর্থঃ- হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, একদিন তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট তাঁর সাহাবীদের দলের সাথে ছিলেন, তাদের সামনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অগ্রসর হয়ে বললেন: তোমরা কি জাননা যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লহর রাসুল? তারা বললেন, হা! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লহর রাসুল। তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তোমরা কি জাননা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন **"যে আমাকে আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল",** তারা বললেন, হা! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই "যে আপনার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল", আর **"আপনার আনুগত্যই হচ্ছে আল্লাহরই আনুগত্য"।** তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার আনুগত্য করবে, আমার আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের ইমাম বা নেতাদের আনুগত্য করবে। তোমরা তোমাদের ইমাম বা নেতাদের আনুগত্য করো, তারা যদি বসে নামাজ পড়ে তবে তোমরাও বসে নামাজ পড়ো। মুসনাদু আহমাদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৫৭৮৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহ তাআলাকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা **আনুগত্য করার** পদ্ধতি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্যকেই আল্লাহর আনুগত্য এবং মুসলমানদের ইমাম বা নেতার আনুগত্যকেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্য বলা হয়েছে।

এখানে আর একটি **সুক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়** হলো এই যে, হাদিস শরীফের ভাষ্য **"আমার আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেতাদের আনুগত্য করবে"**।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে মুসলমানদের ইমাম বা নেতাকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন)তথা **আনুগত্য করা** শর্ত বা ফরজ করা হয়েছে। কারণ, ইমাম বা নেতার **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা **আনুগত্যকেই** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্য বলা হয়েছে।

হাদিস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক এখন প্রশ্ন হল, **"কোন্ সুনির্দিষ্ট ইমাম বা নেতাকে মানতে হবে"?**

ইমাম বা নেতা তো শত শত, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ।

এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ওহীপ্রাপ্ত একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির ইমাম বা নেতাকে মানতে হবে তথা **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা **আনুগত্য** করতে হবে। **(২০৩)**

---

(২০৩)) ইমাম বা নেতার **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা **আনুগত্য করা ও " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দল করা মর্মে হাদিস শরীফে বাণী এসেছে। যেমন হাদিস শরীফে বলা হয়েছে--

এখন আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটিরও তো বর্তমানে সুনির্দিষ্ট ইমাম বা নেতা নেই।

এমতাবস্থায় মুসলিম মানুষের করনীয় হচ্ছে প্রথমে তারা নিজেরা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে নাম দিয়ে একটি দল তৈরী করবেন এবং সেই দলের একজন দায়িত্বশীল পরিচালক নির্বাচন করবেন। সেই পরিচালকই হবেন **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির ইমাম বা নেতা।

এখানেও একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর তা হচ্ছে বৃহৎভাবে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা নানাহ কারণে অসম্ভব হতে পারে। এমতাবস্থায় মুসলিম মানুষের করনীয় হচ্ছে বৃহৎভাবে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করার ব্যর্থতায় আঞ্চলিকভাবে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করে তাকে অনুসরণ করা। আর এও যদি অসম্ভব হয় তা হলে কোন অবস্থায়ই **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটি ব্যাতীত মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে, ইসলামের নামের সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলীর নামে কোন দল-উপদল গঠন করা যাবেন।

যেমন হাদিস শরীফে এসেছেঃ--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

যেমন হাদিস শরীফে আছে--

عَن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حَذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ: كَانَ النَّاسُ بْيَسْأَلُوْنَ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ،مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَفِيْهِ دَخَنٌ" قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : " قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ(مِنْهُمْ- البخاري) وَتُنْكِرُ" فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيْهَا " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ،قَالَ : " نَعَمْ، ه قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا "قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَمَا تَرَى(تَأْمُرُنِيْ - البخاري+ سنن إبن ماجه) إِنْ أَدْرَكَنِي ذَالِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِمَامَهُمْ" فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَ لاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَالِكَ "- فِى مُسْلِمٍ (١٨٤٧) + في سنن إبن ماجه (٣٩٧٩)) + البخاري (٧٠٨٤)+مُسْنَدُ أَبِي عَوَّانَةِ(٨١٦٦، ٨١٦٦+ الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٠)

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعَرِي قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ألا أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِىْ اللهُ بِهِنَّ ؟ بِالْجَمَاعَةُ ،و السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهِجْرَةُ والْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِع، وَمَنْ دَّعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ " قَالوا : يَا رَسُوْلُ ا للهِ ، وَإِنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قَالَ : " وَإِنْ صَامَ و إِن صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَاءِهِمْ ،بِمَا سَمَّا هُمْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - "(١٧٤٤٣، ١٨٠٧٩)) في مُسْنَدِ أَحْمَدَ

অর্থঃ-হযরত হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করব যে গুলোর বিষয়ে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন? **১.** আল -জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ"**الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে" **২.** শুনা (শুনতে) **৩.**আনুগত্য করা (মানতে) **8.** হিজরত করা (হিজরত করতে) **৫.** আল্লাহর পথে জিহাদ করা (জিহাদ করতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান কেহ **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলথেকে বাহির হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু সে(পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। তবে যে কেহ **"জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান"** জানাল সে জাহান্নামের সত্ত্বার (জাহান্নামের অধিবাসীর) অন্তর্ভুক্ত। অতপর, তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে। আর সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম। অতএব, তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামে আহবান কর। তাই, তোমরা "মুসলমানদেরকে তাঁদের নামে আহবান কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৭৯। উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইমাম বা নেতার **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা **আনুগত্য করা ও " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দল করা ফরজ করা হয়েছে।

অর্থঃ-হযরত বুসর বিন উবাইদুল্লাহ হাদরামী(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু খাওলানীকে শুনেছেন, তিনি হুজাইফা বিন ইয়ামানকে বলতে শুনেছেন: মানুষেরা(সাহাবীগণ) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কল্যাণ বা মঙ্গল(বেহেস্তে যাওয়ার আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বা অনিষ্ট(দোযখে যাওয়ার আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ছিলাম এই ভয়ে যে অনিষ্ট আমাকে পেয়ে ফেলবে(দোযখ অমাকে পেয়ে বসে)। তাই, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি! আমরা জাহিলি যুগে (অজ্ঞতার যুগে) অনিষ্টের মধ্যে ছিলাম। অতপর আল্লাহ আমাদের নিকট এই কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তাহলে জিজ্ঞাসা এই যে, এর পরে কি কোন অনিষ্ট আছে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হ্যাঁ! আমি বললাম, ঐ অনিষ্টের বা অমঙ্গলের পরেও কি কোন কল্যাণ বা মঙ্গল আছে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হ্যাঁ! তবে এতে ধুম্র আছে (ধোঁয়া মিশ্রিত আছে)। আমি বললাম ঐ ধুম্র বা ধোঁয়া কি? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন, তা হচ্ছে, "এমন এক সম্প্রদায় বা জাতি আসবে তারা আমার সুন্নাহ **(সুন্নাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে مَعْرِفَةُ وَالْجَمَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ (মা'রিফাতু আহলিচ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) প্রসঙ্গ স্থানে السُّنَّةِ (আস-সুন্নাহর) বর্ণনা পৃষ্ঠা নং-২০৪- দ্রষ্টব্য)** ব্যতীত অন্য সুন্নাহ **(২০৪)** প্রবর্তন করবে(অন্য সুন্নাহ অনুসরন বা অবলম্বন করবে) ও আমার (দেখানো) পথ(পথনির্দেশ) ব্যতীত অন্য পথ প্রদর্শন করবে (অন্য পথ দেখাবে)। তুমি **[তাদের মধ্য হতে- বুখারী]** কাউকে চিনবে, কাউকে চিনবে না (তাদের কোন কাজ তোমার কাছে ভাল মনে হবে আবার কোন কাজ অপছন্দ হবে)। আমি বললাম, এই কল্যাণের বা মঙ্গলের পরেও কি কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল আছে। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: হ্যাঁ! জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীগণ **(("জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীগণ" বাক্যটির অর্থ:- ইসলামের নামে এমন কি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলী বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠনকারীগণ বা প্রতিষ্ঠাকারীগণ))** থাকবে, যে ব্যাক্তি তাদের সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে। আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি! তাদের**(জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারীদের)** বর্ণনা দিন, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তারা আমাদেরই চামড়ার অন্তর্ভুক্ত(আমাদেরই জাতি)আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে (তারা আমাদের ধর্মের বিষয়গুলো>> যেমন আল্লাহ, নবী, ফেরেস্তা, আখিরাত, বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদির প্রতি ঈমান, ইসলাম, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম <<নিয়েই তারা কথা বলবে), আমি (হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, যদি উহা আমাকে পেয়ে যায় তা হলে আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন! তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তখন তুমি মুসলমানদের জামাআ'ত **(الْجَمَاعَةُ)** নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে এবং তাদের ইমামকে(নেতাকে) ধরে থাকবে, আর আমি বললাম: যদি তাদের **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি না থাকে এবং তাদের ইমামও(নেতাও) না থাকে ? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তা হলে এমতাবস্থায় তোমাকে মৃত্যু ধরে ফেলা পর্যন্ত গাছের মূল বা শিকড় কামড় দিয়ে ধরে রাখতে হলেও কিন্তু তুমি (ইসলামের নামে গঠিত)**সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর** **(২০৫)** (ইসলামের নামে গঠিত বিভিন্ন দল-

---

(২০৪) বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামা কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলের (Menifesto)বা কর্মসূচীকেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম [কর্মসূচী-Menifesto] হিসেবে অভিহিত করে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

(205) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَ يَسْخَطُ ثَلاَثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ مَالٍ، وَكَثْرَةَ السُؤَالِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (٧٩٢١)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট আর তিনি তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট। আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট তা হচ্ছে-**১.** তোমরা তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুর অংশীদার করবে না **২.** তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম, কুরআন, ধর্ম ইত্যাদিকে) একদলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরবে ও দলে-উপদলে (ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলে-উপদলে) বিভক্ত হবে না।

উপদলগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর)। আর তুমি এইরূপই করবে। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯০।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ব্যতীত ইসলামের নামের সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন দল-উপদল ত্যাগ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা এসেছে। তথাপিও কোন অবস্থায়ই **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবেনা। এমতাবস্থায়ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেই অদৃশ্য অবস্থায় **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির ইমাম বা নেতা মেনে তাঁকেই আনুগত্য করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ইমাম বা নেতার **"إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য"** থেকে কোন মুসলিম মুক্ত থাকতে পারবে না। এরই নাম **"إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য** । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির ইমাম বা নেতা মেনে তাঁকেই আনুগত্য করলে এখানে **"إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য"** দুই প্রকার হয় ।

(১) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নবী ও রাসুল হিসেবে **إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য করা।**

(২) " **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির ইমাম বা নেতা হিসেবে **إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য কর ।**

এমতাবস্থায় **إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য** করতে হলে **إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনসহ إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য** করতে হবে।

মুসলিম সমাজে আলিম হিসেবে পরিচিত কিছু পথভ্রষ্ট মুনাফিক আলিম রয়েছে যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসাকে শিরক বলে বেড়ায়। এরা জানেই না যে, দৃশ্যমান সত্তার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা ছাড়া অদৃশ্যমান সত্তার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা হবে না এবং আনুগত্য ও ভালবাসা প্রদর্শন করা যাবে না। মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসা এবং ঈমানের দূর্বলতা ও সবলতা পরিমাপ করার একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে পথভ্রষ্ট মুনাফিক আলিম থেকে হিফাজত করুন। আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন।

إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের উৎপত্তি, অর্থ, ভাব ও মর্মঃ

পবিত্র কুরআনের **(٣١- سُوْرَةُ أَلْ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ) فَاتَّبِعُوْنِي**(অর্থঃ-অতএব,আমাকে অনুসরণ-অনুকরন কর(সুরা-আল ইমরান,আয়াত নং-৩১)শব্দ থেকে **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা 'অনুসরণ-অনুকরন করা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

---

৩. আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন (খলিফা, আমির, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি বানিয়েছেন) তাদেরকে তোমরা পরামর্শ-উপদেশ দিবে।

আর তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) যে তিনটি বিষয়ে তোমাদের জন্য অসন্তুষ্ট তা হচ্ছে---

১. অনর্থক কথা-বার্তা বলা

২. মাল-সম্পদ নষ্ট করা

৩. অধিক প্রশ্ন করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ. হাদিস শরীফ নং-৭৯২১।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদি বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার নাম হচ্ছে اِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন।

اِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশগুলো দুই প্রকার।
১. একক আদেশ। ২. ব্যাপক আদেশ ।

মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একক আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্যে যেমন اِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্য করা নামক শব্দ ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনিভাবে ব্যাপক আদেশ পালন ও বাস্তবায়নের জন্যে اِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ নামক শব্দ ব্যবহার হয়। পবিত্র করিআনের সুরা আল ইমরানের ৩১ নং আয়াতখানায় ব্যবহৃত " فَاتَّبِعُونِي "(অর্থঃ-অতএব, আমাকে অনুসরণ-অনুকরন কর,)শব্দটিও হচ্ছে একটি ব্যাপক আদেশমূলক আয়াত। মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ব্যাপক আদেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে। এইরূপ আদেশ পালন করতে একজন মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে-মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার মাধ্যমে পালন করতে হবে।
যেমন কিছু লোক দাবী করেছিল আমরা আল্লাহকে ভালবাসি। মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের এই অসার দাবী নাকচ করে পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রতি ভালবাসাকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার اِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে নিম্নে বর্ণিত আয়াতে(সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১) বলেন যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে **"আমার রাসুলের অনুসরণ-অনুকরনেই হচ্ছে আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা, যার নিকট আমার রাসুলের অনুসরণ-অনুকরন নেই আমার প্রতি তার ভালবাসাও নেই"**। তাই, এই اِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের মাধ্যমেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা তৈরী হয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি এই ভালবাসাই হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ভালবাসা। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা ও অনূরাগই হচ্ছে ঈমান। সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তাঁর উম্মতকে বলতে বলেনঃ---

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ وَاللهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ -(سوْرَةُ اَلْ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (٣١)

অর্থঃ-বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা আমাকে(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) অনুসরন কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-৩১।
উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একটি সুক্ষ্ম আদেশ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, **"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা আমাকে**(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) **অনুসরন কর**। আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ অনুসারে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি **"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা প্রথমে আমাকে**(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) **ভালবাস"** এইরূপ হওয়া দাবী। কিন্তু এখানে একক আদেশ **"প্রথমে আমাকে ভালবাস"** না দিয়ে সার্বিক আদেশ **"আমাকে অনুসরন কর"** দেওয়া হয়েছে। **"প্রথমে আমাকে ভালবাস"** আদেশখানা হচ্ছে একক আর **"আমাকে অনুসরন কর"** আদেশখানা হচ্ছে ব্যাপক। এই ব্যাপক আদেশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা সাফ-পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, কোন বন্দার জন্য আমার ভালবাসা সরাসরি অর্জন হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ আমার রাসুলকে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ

করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরন-অনুকরন করবে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার মত কাজটি বা বিষয়টি একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসার মাধ্যমেই সম্ভব, অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ভালবাসা অর্জন করার প্রথম শর্ত হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে-মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিন-মুসলিমকে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের ও পালনের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ভালবাসা অর্জন করার প্রশ্নে প্রথম শর্ত হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের ও পালনের মাধ্যমে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্যের মত কাজটি সম্পন্ন হলেও কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার ভালবাসা অর্জন হবেনা। মহান আল্লাহ তাআ'লার ভালবাসা অর্জন করার প্রথম শর্ত হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসা অর্জন করা। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসা অর্জন করার প্রথম শর্ত হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে-মনের আবেগ-অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসার মাধ্যমেই একজন মুসলিম মানুষের যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লার ভালবাসা অর্জন হয় তেমনিভাবে সেই মুসলিম মানুষটির পাপরাশি, গুনাহসমূহও মাফ হয়। যেমনটি উপরে বর্ণিত আয়াতে কারিমাতে --->

(وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ سوْرَةُ أَلْ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ ـ ٣١)

এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন, দয়ালু।সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-৩১) < মহান আল্লাহ বলেছেন।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ মনে করতে পারেন যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতো এখন এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অবস্থায় বিদ্যমান নেই তা হলে আমরা তাঁকে উপরোক্ত গুণাবলীসহ কেমনে **إِتِّبَاعٌ**(ইত্তিবাউন)তথা অনুসরণ-অনুকরন করব?

এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করলে বিষয়টি ভালকরে বুঝা যাবে।

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهْنِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيَانِ مَذْحِجِيّانِ، حَتَّى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ، قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايُعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ ؟ قَالَ: طُوْبَى لَهُ، قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْأَخَرُ، حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايُعَهُ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ: طُوْبَى لَهُ، ثُمَّ طُوْبَى لَهُ، ثُمَّ طُوْبَى لَهُ قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ـ مسند أحمد\ ـ(١٧٦٦٢)

অর্থঃ- হযরত আবু আব্দুর রহমান জুহনি (রাদিআল্লাহু অনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহির নিকট থাকা অবস্থায় দুজন আরোহী উপস্থিত হল। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)দেখেই বললেন: 'কিনদিয়ানি মাজহিজিয়্যানি' শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর নিকট আসলেন, এমনি সময়ে মাজহিজদের একজন তাঁর কাছে বাইআ'ত হওয়ার জন্য তাঁর নিকটবর্তী হল, তিনি (আবু আব্দুর রহমান জুহনি)বললেন: যখন সে তাঁর হাত ধরে বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি কেমন মনে করেন যে আপনাকে দেখে ঈমান এনে সত্য জেনে আপনার **إِتِّبَاعٌ**(ইত্তিবাউন)

তথা অনুসরণ-অনুকরন করে, তার জন্য কি রয়েছে? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তার জন্য খোশখবরী, তিনি (আবু আব্দুর রহমান জুহনি)বললেন: অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)তার হাতের উপর মোসেহ করলে সে চলে গেল, তারপর, অপরজন এসে তাঁর কাছে বাইআ'ত হওয়ার জন্য তাঁর হাত হাত ধরে বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি কেমন কেমন করেন যে আপনাকে না দেখে ঈমান এনে সত্য জেনে আপনার إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করে? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তার জন্য খোশখবরী, তারপর তার জন্য খোশখবরী, তারপর তার জন্য খোশখবরী, তিনি (আবু আব্দুর রহমান জুহনি)বললেন: অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)তার হাতের উপর মোসেহ করলে সে চলে গেল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৬২।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতো এখন এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অবস্থায় বিদ্যমান না থাকলেও তাঁকে উপরোক্ত গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তাঁকে إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করা লাগবে। উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাও একটি বিশেষ গুণ। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত গুণটি নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

#ইতিপূর্বে ৫৯১ নং পৃষ্ঠাতে আলোচনা করা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত গুণ **০4টি (চারটি)** ।

যেমন- --

১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ।

২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া।

৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত উপরে বর্ণিত **০4টি (চারটি)** গুণ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

এখন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত ০4টি (চারটি) গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত **১ নং গুণ<< "مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।"** গুণটি সম্পর্কে সর্ব প্রথম নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

উপরে উল্লেখিত إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ অর্থে বাহ্যিক পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলনকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু মুনাফিক চরিত্রের কিছু মুসলিম এমন থাকতে পারে যে, তারা তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে **(মুনাফিকি তথা কপটতার কারণে)** এই إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ দ্বারা إِتِّبَاعُ الْعَوْرَاتِ তথা গোপনীয় বা অভ্যন্তরীন বিষয় অনুসরণ করা বুঝে নিতে পারে। কারণ, তারা তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে **(মুনাফিকি তথা কপটতার কারণে)** সব বিষয়েই সহজ-সরল অর্থ না বুঝে বক্র অর্থই বুঝে থাকে। যেমন عِلْمُ الْغَيْبِ তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মীয় প্রয়োজন পরিমাণ عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) (ইলমুল গায়বি) তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** আছে। এখানেও তারা তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে আদব-শিষ্টাচারিতার অভাব থাকায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মীয় প্রয়োজন পরিমাণ عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** আছে বিষয়টি অস্বীকার করে। কারণ, তারা মাখলুকের জন্য عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** না থাকার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের **নেতিবাচক** আয়াতগুলো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মীয় প্রয়োজন

পরিমাণ عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়বি) তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** আছে মর্মে পবিত্র কুরআনের **ইতিবাচক** আয়াতগুলোর প্রতি চক্ষু বন্ধ করে থাকে ।

পবিত্র কুরআনের নেতিবাচক আয়াতগুলো এইঃ---

"وَ عِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ " سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ ـ (٥٩)

(অর্থঃ- " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" এর চাবিসমূহ তাঁরই হাতে আছে,তাঁকে ছাড়া অন্য কেহ তা জানে না(সুরা আনআ'ম,আয়াত নং-৫৯। অন্যত্র এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন------

"قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبِ الاَّ اللهُ ـ ـ " سُوْرَةُ النَمْلِ ـ الْاَيَةُ (١٥)

অর্থঃ-(হে নবী) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তারা " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" জানে না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫") ।"

لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِوَ مَا مَسَّنِى السُّوْءُ" ـ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ ـ الْاَيَةُ (١٨٨)""

অর্থঃ- যদি আমি " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** জানতাম তা হলে অনেক অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করত না, ছুরা আ'রাফ", আয়াত নং-১৮৮।

অথচ সাধারন মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ বিধায় " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** লাভের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে ব্যতিক্রম হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে নবুওয়ত ও রিসালাতের শান উপযোগী তাঁদেরকে প্রয়োজন পরিমান "عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করেছেন। যাতে এ কথা প্রমান হয় এবং সাধারন মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগন সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁদের প্রতিটি কথা সত্য। এটা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ ও বিশেষ কৃপা দৃষ্টি। তাঁদের " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত ১নং গুণ **"مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ"**(মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা **"অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া"** প্রসঙ্গে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের **ইতিবাচক** আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

পবিত্র কুরআনের **ইতিবাচক** আয়াতগুলো এইঃ---

প্রথম আয়াতঃ

"مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ"ـ سُوْرَةُ الْعِمْرَانَ ـ الْاَيَةُ (١٧٩)

(অর্থঃ-"আল্লাহ তাআ'লা এমন নন যে, তোমাদেরকে (সাধারন মানুষদেরকে) " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন, তবে তিনি তাঁর মনোনীত রাসুলগণকে **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন,(সুরা আল ইমরান, আয়াত নং -১৭৯)।

এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করার ব্যাপারে সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে সাধারন শ্রেণির মানুষ থেকে আলাদা করেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়তের শান উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন। এ হচ্ছে সকল নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে "عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেরবাণী।

আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিনকে **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন মর্মে সুরা জ্বিনে আর একটি পৃথক আয়াত অবতীর্ণ করে সকল নবী আলাইহিমুস সালামগণ থেকে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্যটি মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুরা জ্বিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

দ্বিতীয় আয়াতঃ

" عَا لِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ" ـ سُوْرَةُ الْجِنِّ ـ الْاَيَةُ (٢٧)

(অর্থঃ- আল্লাহ তাআ'লা আলিমুল গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী, "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(**ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে "কোন একজন মনোনীত রাসুল" ছাড়া কাউকে অবহিত করবেন না। (সুরা জিন, আয়াত নং- ২৭)।
এখানে **"কোন একজন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁর পরে তো আর কোন নবী এ পৃথিবীতে আসবেন না। তিনিই শেষ নবী। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যের বাণীতে বলেনঃ--

" إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ ، أَوْ لاَ يَكُوْنُ بَعْدِي نَبِيٌّ ـ مسند أحمد ـ (١٤٨٦٤)

অর্থঃ "কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই অথবা আমার পরে কোন নবী হবে না"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৮৬৪।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :إِنَّ الرِّسَالَةَ و النُّبُوَّةَ قَد انْقَطَعَتْ، فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِي، وَلاَ نَبِيَّ ــ مسند أحمد ـ (١٤٠٣٢)

অর্থ- হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: রিসালাত ও নবুয়্যত শেষ হয়েছে, আমার পরে রুসুলও নেই, আর নবীও নেই। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪০৩২।

তাই, এখানে দ্বিতীয় আয়াতে **"কোন একজন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকেই বুঝানো হয়েছে। নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(**ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে দান করেছেন। কাজেই, এটা অস্বীকার করা কুফুরী এবং এটা অস্বীকারকারী কাফির। সে মুসলিম নয় বরং সে মুনাফিক। মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি)তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী, কুফুরী এবং বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী ও কুফুরীতো বটেই। আরো এটা হচ্ছে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের লক্ষণ ও নিদর্শন অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণের এবং"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত **সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের** লক্ষণ ও নিদর্শন।

مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়ার ব্যাখ্যাঃ

الْغُيُوْبِ(গুয়ুবি)তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহ** মহান আল্লাহ তাআ'লার সংশ্লিষ্টবিষয় বিধায় **مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ** (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহের** পাঁচটি চাবি মহান আল্লাহ তাআ'লার হাতে থাকাই মহান আল্লাহ তাআ'লার শান। **مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ** (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহের** পাঁচটি চাবি কোন মাখলুকের জন্য থাকতে পারে না বরং কোন মাখলুকের জন্য **مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ** (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি** থাকা সর্বাবস্থায়ই অসম্ভব। তবে, **مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ** (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহের** পাঁচটি চাবি ব্যতীত অন্যান্য চাবিসমূহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে মর্মে হাদিস শরীফসমূহে বাণী রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফসমূহে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ أُوْتِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ)) سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ الْأَيَةُ -34- مسند أحمد ـ (٤٢٥٢)+(غَيْرَ الْخَمْسِ ـ ٣٧٣٣)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: পাঁচটি" **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ব্যতীত সব কিছুর চাবি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে।

((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত))। সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২+৩৭৩৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ)) سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ -34 ـ مسند أحمد ـ (٥٦٨٤)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: পাঁচটি "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ব্যতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে। **((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ,সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত))**। সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৫৬৮৪।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দুখনা থেকে একথা বুঝা গেল যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুমা উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করেইতো তাঁরা উভয়েই উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয় বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে জেনে বিশ্বাস করে নিজে উক্তি করে বলেছেন- পাঁচটি " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ব্যতীত **"সব কিছুর চাবি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে"** আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকেই সরাসরি বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: পাঁচটি "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"((ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ব্যতীত **"সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে"**।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দুখনা থেকে একথা বুঝা গেল যে, **الْغَيْبُ** (গায়বু) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের"** সংখ্যা অগণিত। তম্মধ্যে পাঁচটি " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"((ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ব্যতীত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অন্যান্য সকল প্রকারের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসহ সবকিছুরই জ্ঞান রয়েছে। উপরোক্ত স্বনামধন্য সাহাবীদ্বয়ের অনুরূপ ঈমান রাখাই হচ্ছে মুমিন আর অনুরূপ ঈমান না রাখাই হচ্ছে মুনাফিক। সেই জন্যে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে সাহাবীগনের(রাদিআল্লাহু আনহুম)অনুরূপ ঈমান আনার বিষয়ে অন্যান্য লোকদেরকে ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: ---

"فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ، " ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةُ (١٣٧)

(অর্থঃ- "যদি তারা তোমাদের ন্যায় (সাহাবীদের ন্যায়)বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দুখনা থেকে আরো বুঝা গেল যে, **الْغُيُوْبِ** (গুয়ুবি) তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহও** দুই প্রকার ।

(১) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়।**

(২.) সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান সয়ংক্রিয় الْغَيْبِ (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়।**

উপরে বর্ণিত উভয় প্রকারের **الْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** জন্যে ভিন্ন ভিন্ন **مَفَاتِيْحُ**(মাফাতিহু) তথা **চাবি** রয়েছে। নিম্নে **مِفْتَاحُ الْغَيْبِ** (মিফাতাহুল গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের চাবি** হস্তগত হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

<u>مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়াঃ</u>

দুই প্রকারের "**الْغَيْبُ** " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** প্রথমটি হচ্ছে মহান তাআ'লার হাতে করতলগত **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য "الْغَيْبُ "** (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়**।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে প্রদত্ত **স্বয়ংক্রিয়** "الْغَيْبُ"(গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়**। সহজভাষায় বলতে গেলে এই স্বয়ংক্রিয় "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়** হচ্ছে **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান** "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়**।

*এখন মহান তাআ'লার হাতে করতলগত ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়** সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

দুই প্রকার "الْغَيْبُ "(আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে >> **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য** "الْغَيْبُ"(আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়।** প্রথম প্রকার "الْغَيْبُ "(আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** مِفْتَاحُ (মিফাতাহ) **চাবি** মহান তাআ'লার হাতে করতলগত বিধায় এই সমস্ত الْغَيْبِ **(গায়বু)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** عِلْمٌ(ইলম)বা জ্ঞান মাখলুকের অজানা বা মাখলুকের বোধগম্য বহির্ভূত বিষয় এবং অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়**। যদিও প্রথম প্রকারের "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়** মহান তাআ'লার হাতে করতলগত বিষয় বিধায় তথাপি প্রথম প্রকারের "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়** ব্যতীত নবুওয়াতের কার্যক্রম একেবারেই অচল। أَنْبَاءُ الْغَيْبِ (আনবাউল গায়বি) তথা **অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ** ব্যতীত একজন নবীর পক্ষে নবুয়ত ও রিসালাতের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। একজন নবী প্রতি মূহুর্তে জনগণের পক্ষ হতে নানাবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন বা থাকবেন। এই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের জন্যে একজন নবীকে " وَحْيٌ (ওহী)" তথা **প্রত্যাদেশের** অপেক্ষায় থাকতে হয়। " وَحْيٌ (ওহী)" তথা **প্রত্যাদেশের** মাধ্যমে প্রেরিত সকল সংবাদই প্রকারান্তরে "الْغَيْبُ "(আল-গায়বু) তথা **"অদৃশ্য বিষয়**। এইরূপ "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **"অদৃশ্য বিষয়** ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিধায় এইরূপ "الْغَيْبُ" (আল-গায়বু) তথা **"অদৃশ্য বিষয়টি** দুই প্রকার "الْغَيْبُ " (গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হচ্ছে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়।**

(১) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা অদৃশ্যবিষয়ঃ

এখন প্রথম প্রকারের "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **"অদৃশ্য বিষয়** সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য** الْغَيْبِ **(গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** مِفْتَاحُ الْغَيْبِ (মিফাতাহুল গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের চাবি** হচ্ছে মোট পাঁচটি । হচ্ছে মোট পাঁচটি । যেমন হাদিস শরীফে আছে------------

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:" مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ " (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ ـ٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٦١٥١))

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বলেছেন: "الْغَيْبُ " (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের চাবি** পাঁচটি (নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)। (সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৬১৫১) মহান আল্লাহ তাআ'লা কাউকে অবহিত না করলে কেহই(সাধারণ মুসলিম) এমনকি নবী-রাসুল আলাইহিমু সসালামগণও ভবিষ্যত কালে সংঘটিতব্য পাঁচটি "الْغَيْبُ "(আল-গায়বু) **তথা অদৃশ্যবিষয়** অবহিত হতে পারেন না। যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই বলেছেন---

" فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِهِ الْأَيَةَ : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ ـ٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٢٣٤٥٢ +٩٦٣٢))

অর্থঃ পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এই আয়াত তেলাওয়াত করেন (নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৯৬৩২+২৩৪৫২।

সেই জন্যেই, এই পাঁচ প্রকার **اَلْغَيْبُ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়** না জানার কারণেই হউক অথবা "**اَلْغَيْبُ**" (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়** জানাসত্বেও **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের** কারণেই হউক মাঝে-মধ্যে নবী আলাইহিমুসসালামগণ কিছু দু:খ, কষ্ট, রোগ, বেদনা, বালা-মুসিবত এবং নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এইরূপ অজানা **اَلْغَيْبُ** (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপি। আর** **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপি** হচ্ছে পার্থিব উদাহরণস্বরূপ **একটি দপ্তর** বা **খাতা।** এতে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। এই সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে অত্যাধিক গোপনীয় এবং তা মহান আল্লাহ তাআ'লার **أُلُوْهِيَّةُ** (উলুহিয়্যাতু) তথা **আল্লাহর বৈশিষ্ট** ও **رُبُوْبِيَّةُ**(রুবুবিয়্যাতু) তথা **প্রভুত্বের** কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত, এতে কোন মাখলুকের হস্তক্ষেপ নেই। অতএব, কোন কিছুই **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের বাহিরে ঘটে না বা ঘটবে না। তাই, নবী আলাইহিমুসসালামগণের বেলায় দু:খ, কষ্ট, রোগ, বেদনা, বালা-মুসিবত এবং নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যার মত ঘটনাবলী ঘটে গেলে তখন তা **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপির** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী মনে করতে হবে। এইরূপ ঘটনাবলী নবী আলাইহিমুসসালামগণের বেলায় ঘটল কেন? তাঁরা যদি "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(**ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখতেন তবে তো তাদের বেলায় এইরূপ ঘটনাবলী ঘটত না। কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এইরূপ বিরূপ সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক করা **أُلُوْهِيَّةُ** (উলুহিয়্যাতু) তথা **আল্লাহর বৈশিষ্ট** ও **رُبُوْبِيَّةُ** (রুবুবিয়্যাতু) তথা **প্রভুত্বের** কার্যক্রমের বিরোধী মন্তব্য হওয়ায় মহান আল্লাহর সাথেই তার বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচারিতা ও কুফরী হয়েছে বিধায় তার (মুসলিম মানুষটির) এইরূপ মন্তব্যের কারণে সে কাফির হয়ে যাবে, তখন সে আর মুসলিম থাকবে না। সে হচ্ছে বাস্তবে মুনাফিক ও দোযখী। কারণ, সে তখন **أُلُوْهِيَّةُ** (উলুহিয়্যাতু) তথা **আল্লাহর বৈশিষ্ট ও** **رُبُوْبِيَّةُ** (রুবুবিয়্যাতু) তথা **প্রভুত্বের** কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেছে।

যেমন হাদিস শরীফে আছে---

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ: لَقِيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِى قَلْبِيْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِيْ بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِيْ ، قَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَ أَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ، أَوْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا فِى سَبِيْلِ اللهِ،عَزَّ وَ جَلَّ، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ،حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَ تَعْلَمَ أَنَّ مَاأَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيَكَ، وَمَاأَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ،وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ،و أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، و أَتَيْتُ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ـ ـ مسند أحمد ـ ٢١٩٩+٢٢٠١٢+٢٢٠٥٥)

অর্থঃ-হযরত ইবনু দায়লামী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উবাই ইবনু কা'বের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম: হে আবুল মুনজির, এই **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপির** বিষয়ে আমার হৃদয়ে কিছু ঘটছে, আপনি আমাকে এমন কিছু বলুন যাতে আমার হৃদয়ে ঘটিত বিষয়টি দূর হয়ে যায়, তিনি(উবাই ইবনু কা'ব)বললেন: যদি আল্লাহ আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেন তা হলে তিনি তাদেরকে অত্যাচারীবিহীন অবস্থায় শাস্তি দিয়েছেন আর যদি তিনি তাদেরকে দয়া করেন তা হলে তাদের প্রতি তাঁর দয়া-করুনা তাদের আমল থেকে উত্তম। যদি তুমি উহুদের পাহাড় অথবা উহুদপাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার পথে ব্যয় করে থাক তা হলে তুমি **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস না করা পর্যন্ত এবং তোমার যা ঘটেছে তা ব্যর্থ হবার নয় ও যা ব্যর্থ হয়েছে তা ঘটার নয় এই বিষয়টি না জানা পর্যন্ত তিনি তা গ্রহন করবেন না। আর যদি তুমি এর বিপরীত বিশ্বাসে মৃত্যু বরণ কর তবে তুমি দোযখে প্রবেশ করে ফেলবে। তিনি (ইবনু দায়লামী) বলেন: অতপর আমি হুজাইফার নিকট আসলাম,

তিনি অনুরূপই বললেন, ইবনু মাসউদের নিকট আসলে তিনি অনুরূপই বললেন, আর আমি যায়দ বিন ছাবেতের নিকট অসলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে তিনি অনুরূপই বললেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২১৯৯+ শব্দের অগ্র-পশ্চাতের সামান্য পার্থক্যসহ মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২০১২+ ২২০৫৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّي يَعْلَمَ أَنَّ مَاأَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ ــ مسند أحمد ـ (٢٧١٣٥)

অর্থঃ- হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেরক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : "প্রত্যেকটি বস্তুর হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থা আছে, কোন বান্দাই ঈমানের হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থাতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে জানবে যে, নিশ্চয় যা ঘটেছে তা ব্যর্থ হবার নয়(তা ঘটবেই), আর যা ব্যর্থ হয়েছে(ঘটেনি) তা কখনো ঘটবেনা"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৩৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** যেই সিদ্ধান্ত লিখা আছে তা ঘটবেই, তা কখনো ব্যর্থ হবে না। অতএব, **الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার)তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ **" وَحْيٌ (ওহী)"** বা **প্রত্যাদেশ** মারফত নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণকে অবহিত করা সত্বেও **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত** মোতাবেক তাঁদের নিজেদের বেলায় যেমন ঘটবে তেমনিভাবে তাঁদের উম্মতের বেলায়ও তা ঘটবে। **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস করা হচ্ছে **الإِيْمَانُ** (ঈমান)বা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং **الإِيْمَانُ** (আল-ঈমান) বা বিশ্বাসের শর্ত। যে **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস করবে না সে মুমিন নয়, সে কাফির। **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস করা যে **الإِيْمَانُ** (আল-ঈমান)বা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং **الإِيْمَانُ** (আল-ঈমান) বা বিশ্বাসের শর্ত তা নিম্নে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফের খন্ড বাক্যে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম **الإِيْمَانُ** (আল-ঈমান) বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ---

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَحَدِّثْنِي مَاالْإِيْمَانُ ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ والْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ والنَّارِ وَالْحِسَابِ وَ الْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ــ مسند أحمد ـ (٢٩٧٢)

অর্থঃ- তিনি (হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহি! আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন, **الإِيْمَانُ** (আল-ঈমান) বা বিশ্বাস কি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেনঃ **الإِيْمَانُ** (আল-ঈমান) বা বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ, তুমি শেষ দিবস, ফেরেস্তা, কিতাবও নবীদের প্রতি বিশ্বাস করবে, আর তুমি মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জীবনের প্রতি বিশ্বাস করবে, আরো বিশ্বাস করবে জান্নাত, দোযখ, হিসাব ও মিজানের প্রতি এবং আরো তুমি বিশ্বাস করবে **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা পরিপূর্ণ **ভাগ্যলিপির** অর্থাৎ সকল ভাল-মন্দের প্রতি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৭২।

তবে, এখানে একটি কথা আছে, **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত কোন কোন সময়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করার মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। যেমন হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ-----

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ــ مسند أحمد ـ (٢٢٨٧٤)

অর্থঃ-হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ" দুআ' ছাড়া **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপি** খন্ডন করা যায় না" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২২৮৭৪+তিরমিজি শশরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৫+ ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪০২২+ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارْسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ـ مُسْنَدُ الشِّهَابِ (٨٣١،٨٣٢،٨٣٣)+ مسند أحمد ـ (٢٢٨٧٤)

অর্থঃ-হযরত সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: দুআ' ছাড়া **اَلْقَضَاءُ** (আল-কাদা) তথা **ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত** খন্ডন করা যায় না" । মুসনাদু শিহাব, হাদিস শরীফ নং-৮৩১-৮৩৩।

অন্যথায়, **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘটনাবলী ঘটতেই থাকবে। নিম্নে হাদিস শরীফের বাণী দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করে বুঝানো হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

যাহোক, এরপরও মহান আল্লাহ তাআ'লা বিশেষ প্রয়োজনে ও উপযোগিতার কারণে এবং বিশেষ উপকারিতা ও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণকে **" وَحْيٌ (ওহী)"**বা **প্রত্যাদেশ** মারফত **اَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিসম্বলিত اَلْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়** থেকেও নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান সীমিত "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করে থাকেন। এতটুকু **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নবী আলাইহিমুসসালামগণের জন্য থাকা অত্যন্ত জরুরী ও আবশ্যক। তা না হলে কোন মানুষই নবী আলাইহিমুসসালামগণকে নবী বলে স্বীকার করবে না। সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা"**الْغَيْبِ**"**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ও **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** চাবি হস্তগত হওয়া প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের ইতিবাচক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে নবী আলাইহিমুস সালামগণের জন্য নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান সীমিত "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** থাকবে মর্মে মানুষকে অবহিত করে দিলেন।

দুই প্রকার **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য اَلْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়** আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় اَلْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়।****

এখন দুই প্রকার **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** মধ্যে প্রথম প্রকারের **اَلْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত **اَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিসম্বলিত اَلْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়** বাস্তব উদাহরণ দিয়ে নিম্নে দেখানো হলো।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فَارِسُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرُ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ،فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَالْأَنْصَارِيُّ ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَأُمِّي، مَاكُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا، قَالَ: امْضُوا ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الْجَيْشُ، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادِي: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : نَابَ خَبَرٌ، أَوْ ثَابَ خَبَرٌ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا ، لَقُوا الْعَدُوَّ، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُبْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ، حَتَّى قُتِلَ شَهِيْدًا، أَشْهَد لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ، حَتَّى أُصِيبَ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ ،وَقَالَ: اللهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِكَ، فَانْصُرْهُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَرَّةً: فَانْتَصِرْ بِهِ، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدُ سَيْفَ اللهِ،ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : انْفِرُوا ، فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ، وَلاَ يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ، فَنَفَرَ النَّاسُ فِى حَرٍّ شَدِيْدٍ، مُشَاةً، وَرُكْبَانًا ــ مسند أحمد ـ (٢٢٩٨)

অর্থঃ- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অশ্বারোহী আবু কাতাদা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমিরদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বললেন: তোমাদেরকে যায়দ বিন হারিছকে(আমির) মানতে হবে, সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা হলে জা'ফরকে(আমির)মানতে হবে, সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা আনসারীকে (আমির)মানতে হবে, এতে জা'ফর লাফ দিয়ে উঠে বললেন: ইয়া নাবী আল্লাহ, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হউক, যায়দকে আমার উপর (আমির)নিয়োগ

করাতে আমি ভয় করছিনা, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)বললেন: চলো, নিশ্চয় তুমি জান না উহার কোনটি উত্তম, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: সেনা বাহিনী চলে গেল, আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন তারা অবস্থান করল, অতপর, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মিম্বরে উঠে আহবান করতে আদেশ করলেন: **اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ** " নামাজে সমবেত হও", অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: সংবাদ এসেছে(দুসংবাদ এসেছে), আব্দুর রহমান সন্দেহ করেছেন(কথাটা এইরকম হবে) **"আমি কি তোমাদেরকে এই গাজী বাহিনীর সংবাদ দিব" ?** তারা চলে গেছে এবং শত্রুর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, যায়দ শহীদ হয়েছে, তোমরা তার জন্যে ইস্তিগফার করো(ক্ষমা চাও), জনগন ইস্তিগফার করলো(ক্ষমা চাইলো), তারপর জা'ফর বিন আবু তালিব পতাকা ধারণ করলো, শত্রু সম্প্রদায়ের উপর কঠোর হল, শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হল, আমি তার শাহাদাতের স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা তার জন্যে ইস্তিগফার করো(ক্ষমা চাও), তারপর আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, সে তার পা দু খানা শক্ত করল, শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হল, তোমরা তার জন্যে ইস্তিগফার করো(ক্ষমা চাও), তারপর খালিদ বিন ওলীদ পতাকা ধারণ করলো, সে আমিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। সে নিজে নিজেকে আমির বানিয়েছে, অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর আঙ্গুলদ্বয় উত্তোলন করে বললেন: আল্লাহুম্মা, সে তো আপনার তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারী, তাকে আপনি সাহায্য করুন, আব্দুর রহমান একবার বললেন: **"তাকে দিয়ে প্রতিশোধ নিন"**। সেই দিন থেকে খালিদকে **" سَيْفَ اللهِ (সাইফুল্লাহ) তথা আল্লাহর তরবারী" নাম রাখা হল** । তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: তোমরা বেরিয়ে পড়ো, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য করো, কেউ পিছনে থেকে যেয়োনা। জনগণ পদাতিক ও আরোহী হয়ে তীব্র গরমের ভিতর বের হয়ে গেল। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২২৯৮৯।

উপরের হাদিস শরীফখানার প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা (তাবুক যুদ্ধে) তাঁর মনোনীত তিনজন সেনাপতি যথাক্রমে ১. যায়দ বিন হারিছ, ২. জা'ফর বিন আবু তালিব ও ৩. আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার এবং শহীদ ওহয়ার বিষয়টি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বেই **"ওহী" বা প্রত্যাদেশ** মারফত জানতে পেরেছেন ও তাঁর সাহাবীগণকেও (রাদিআল্লাহু আনহুমগণকে) অবহিত করেছেন। এই তিনজন সেনাপতির আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার এবং শহীদ ওহয়ার বিষয়টি তো **أَلْقَدَرُ**(আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিসম্বলিত اَلْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী।

মনে রাখবেন, **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী **" وَحْيٌ (ওহী)"বা প্রত্যাদেশ** মারফতে জানা গেলেও **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার)** তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত এবং শহীদ হতে হবেই। সেই জন্যেই এই যুদ্ধে প্রথমে যে সমস্ত সাহাবাকেরাম যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেনি তাদেরকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নির্দেশক্রমে পরবর্তীতে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। ঠিক তদ্রুপই **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিসম্বলিত اَلْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী পূর্বেই **" وَحْيٌ (ওহী)"** বা **প্রত্যাদেশ** মারফত অবহিত হওয়াসত্বেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাসহ তাঁর সাহাবীগণকেও (রাদিআল্লাহু আনহুমগণকে) বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে হয়েছে ও যেতে হয়েছে এবং **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আঘাতপ্রাপ্ত হতে হয়েছে এবং সাহাবীগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুমগণকে) শহীদ হতেও হয়েছে। এমনকি অনেক সাহবারোমগণকে আহত ও আঘাতপ্রাড়তও হতে হয়েছে। আল্লাহরারাব্বুল আলামীণও **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত **اَلْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষকে** এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-------
যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন----------------------

"وَ عِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ " - سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ ، الْاَيَةُ (٥٩)

অর্থঃ-**عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** এর চাবিসমূহ তাঁরই হাতে আছে, তাঁকে ছাড়া অন্য কেহ তা জানে না(সুরা আনআ'ম, আয়াত নং-৫৯।

অন্যত্র এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

"قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ الاَّ اللهُ" - سُوْرَةُ النَّمْلِ، الْاَيَةُ (١٥)

অর্থঃ-(হে নবী) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তারা " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা “অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” জানে না, সুরা নমল, আয়াত নং-১৫”।

"لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِوَ مَا مَسَّنِى السُّوْءُ " ـ سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ، الْأَيَةُ (١٨٨)

অর্থঃ- যদি আমি " عِلْمُ الْغَيْب"(ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” জানতাম তা হলে অনেক অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করত না, ছুরা আ'রাফ”, আয়াত নং-১৮৮।

عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** সম্পর্কে অবহিত হওয়া বা জ্ঞান লাভ করা কোন মাখলুকেরই সাধ্য নাই এ মর্মেই এবং যে কেউ যাতে এ কথা দাবী করতে না পারে যে, সে عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** রাখে তা খন্ডন করার লক্ষ্যেই উপরোক্ত নেতিবাচক আয়াতসমূহ অবতারিত হয়েছে। উপরোক্ত নেতিবাচক আয়াতসমূহ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, সাধারন শ্রেণির মধ্যে যে কেহ যেমন জ্ঞানী-গুনী, ওলী, গাউস-কুতুব এমন কি যে কোন মাখলুক মাত্রেই عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** দাবীকারী সে মুসলিম নয় বরং সে কাফির বলে গণ্য।

নেতিবাচক আয়াত, উদ্ধৃতি ও ঘটনাবলী দ্বারা আরো উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মানবীয় দিকটি ফুটিয়ে তোলা। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একই স্তরের নন, মহান আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হলেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মহান মানুষ। মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্ববিধ ঐশরিক গুণাবলীর তুলনায় মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মহান মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হলেন শুধু عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** এর দিক দিয়ে নয় বরং সর্বপ্রকার গুনের দিক দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ। এটা সত্যিই ঠিক! কিন্তু তথাপিও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায় তাঁর অধস্তন জন উম্মতের জন্য এরূপ সত্য কথাটি বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। আমাদেরকে এ কথা বুঝতে হবে যে, যে কোন বিষয়ে মহা আল্লাহ তাআ'লার সাথে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কেন বরং যে কোন নবীকে তুলনা করে কথা বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। তুলনা করতে হবে এক মাখলুককে অন্য মাখলুককে নিয়ে। আল্লাহ তাআ'লার সাথে নয়। যে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করলে তবেই মানবীয় গুণাবলীর দিক দিয়ে আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ পাবেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন---------------------------------

"اِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْمٍ " ـ سُوْرَةُ الْقَلَمِ ، الْأَيَةُ (٤)

অর্থঃ-“নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর বিদ্যমান আছেন”। সুরা আল- কালাম, আয়াত নং- ০৪।

আর মহান আল্লাহ তাআ'লা শুধু عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** এর দিক দিয়ে নয় বরং সর্ব প্রকার গুনের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী। এটা মহান আল্লাহ তাআ'লার একক গুণ। এ গুণে কারো শরীক নেই। কোন বিষয়েই কেহ পূর্ণাঙ্গতা দাবীও করেনা। বাংলা, ইংরেজী, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ, পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ, ফিকহ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন না করা সত্বেও শুধু আংশিক জ্ঞান অর্জন করলেই এমন কি আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাস অনুসরনে যে কেহ পরীক্ষায় পাশ করলেই তাকে মানুষ আলিম বা জ্ঞানী বলে। তেমনিভাবে নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকেও عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন না করা সত্বেও শুধু আংশিক জ্ঞান তথা নবুওয়তের শান উপযোগী প্রয়োজন পরিমান عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** অর্জন করলেই তাঁদেরকে عِالْمُوا الْغَيْبِ তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী”** বলা হয়। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায়তো তাঁকে অতি স্বতন্ত্রভাবেই عَالِمُ الْغَيْبِ(আলিমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী”** বলা হয়, বলতে হবে।

ইতিবাচক আয়াতসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ

তবে হাঁ, সাধারন মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ বিধায় **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** লাভের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে ব্যতিক্রম হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে নবুওয়ত ও রিসালাতের শান উপযোগী তাঁদেরকে প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করেছেন। যাতে এ কথা প্রমান হয় এবং সাধারন মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁদের প্রতিটি কথা সত্য। এটা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনূগ্রহ ও বিশেষ কৃপা দৃষ্টি। তাঁদের **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত হওয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ--

" مَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء " سُوْرَةُ اَلْعِمْرَانَ ، الْأيَةُ (١٧٩)

অর্থঃ-"আল্লাহ তাআ'লা এমন নন যে, তোমাদেরকে (সাধারন মানুষদেরকে) **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকে (**عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"**লাভের জন্য) মনোনীত করেন(অবহিত করবেন),(সুরা আল ইমরান, আয়াত নং -১৭৯)।

এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা " **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করার ব্যাপারে সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে সাধারন শ্রেণির মানুষ থেকে আলাদা করেছেন।

অতএব, প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়তের শান উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "**عِلْمُ الْغَيْبِ**" (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন।

এ হচ্ছে সকল নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী।

আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিনকে "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন মর্মে সুরা জ্বিনে আর একটি পৃথক আয়াত অবতীর্ণ করে সকল নবী আলাইহিমুস সালামগণ থেকে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্যটি মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুরা জ্বিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ---

"عَا لِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ" ــ سُوْرَةُ الْجِنِّ ، الْأيَةُ (٢٧)

অর্থঃ- আল্লাহ তাআ'লা আলিমুল গায়ব**(অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী),** অতএব, তিনি তাঁর **عِلْمُ الْغَيْبِ**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** সম্পর্কে তাঁর কোন মনোনীত রাসুল ব্যতীত কাউকে অবহিত করবেন না। সুরা জিন, আয়াত নং- ২৭।

এখানে **"কোন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁর পরে তো আর কোন নবী এ পৃথিবীতে আসবেন না। তিনিই শেষ নবী। তাই এখানে **"কোন মনোনীত রাসুল"** বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকেই বুঝানো হয়েছে। নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে দান করেছেন। কাজেই, এটা অস্বীকার করা কুফুরী এবং এটা অস্বীকারকারী কাফির। মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী, কুফুরী এবং বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **عِلْمُ الْغَيْبِ** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী ও কুফুরীতো বটেই। আরো এটা হচ্ছে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের লক্ষণ ও নিদর্শন অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণের এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা

"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের **লক্ষণ ও নিদর্শন**।

অতএব, যে কেহ কোন একজন নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে এমন বিশ্বাস করে যে, তিনি নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখেন সে হচ্ছে মুমিন আর এরূপ বিশ্বাস করাই হচ্ছে ঈমান এবং এটা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের তথা "**خَيْرُ الثَّلَاثَةَ الْقُرُوْنَ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ইসলামের একমাত্র একটি বেহেস্তী মূলদল "**الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের **লক্ষণ ও নিদর্শন**।

অতএব, এমতাবস্থায় কেউ **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বললে সে মুসলিম নহে, সে হচ্ছে কাফির ও মুনাফিক এবং দোযখী। এখানে উপরে একটি হাদিস শরীফের একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিসম্বলিত** **الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী বুঝাতে চেষ্টা করেছি। এই ঘটনাটিকে **"মডেল"** হিসেবে গ্রহন করে পরবর্তীতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য **أَلْقَدَرُ** (আল-কাদার) তথা **ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত এইরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সম্মাণিত পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি। তা না হরে ইমান থাকবেনা।

দুই প্রকার **الْغَيْبُ** (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার **"ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبُ** (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়"** সম্পর্কে **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘটনাবলীর উদাহরণের মাধ্যমে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

এখন দুই প্রকার **الْغَيْبُ** (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় الْغَيْبُ** (আল-গায়বু) তথা **অদৃশ্যবিষয়"** সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

২. সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ঃ

সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় সকল **الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** সকল **مَفَاتِيْحُ** (মাফাতিহু) তথা চাবিসমূহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে। এইটা তাঁর বিশেষ উচ্চমর্যাদার প্রতীক। **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় সকল الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** **عِلْمٌ**(ইলম)বা **জ্ঞান** মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করে সার্বক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয় ও বিদ্যমান করে দিয়েছেন। **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় সকল الْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** সকল **مَفَاتِيْحُ** (মাফাতিহু)তথা চাবিসমূহ মহান আল্লাহ তাআ'লারই অনুগ্রহে আমাদের নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি** ওয়াসাল্লামার হস্তগত বিধায় এইরূপ "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রকাশের জন্যে প্রতিমূহূর্তে বার বার **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** প্রয়োজন হয়না এবং **" وَحْيٌ (ওহী)" বা প্রত্যাদেশের** অপেক্ষায় থাকা হয় না।। একজন মানুষের চক্ষু, কান, হাত ও পা ইত্যাদি নানাবিধ অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে ঠিক তেমনিভাবে **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় সকল الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** **عِلْمٌ**(ইলম)বা **জ্ঞান** একজন নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামের সাথে উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির সম্পৃক্ততা ও স্বয়ংক্রিয়তার মত সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে। **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় সকল**

الْغَيْبِ (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়** আকাশ-জমিন ব্যপ্ত হয়ে আছে বিধায় আমাদের **নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর **সৃজনশীলগুণ** ও **ক্ষমতার** (২০৬) মাধ্যমে **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় الْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্য থেকে প্রয়োজন উপযোগী **"عِلْمُ الْغَيْبِ"** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** তাঁর নিজের আছে মর্মে তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে অবহিত করে তাদের নিকট নিজের অবস্থান তোলে ধরেছেন যাতে তাঁর প্রিয় উম্মতেরা তাঁর সঠিক অবস্থান ও উচ্চপদ মর্যাদা জেনে তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে-মনের আবেগে অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করেন।

الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়"** সম্পর্কে ব্যাখ্যাসহ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ের দুটি খন্ড বাণী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা লাগবে। দুটি খন্ড বাণী হচ্ছে এই---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الْخَمْسَ ـ (٥٦٨٤)+ مُسْنَدُ

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: পাঁচটি **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** ব্যতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، ـ مسند أحمد ـ (١٧٦٧١)+ مُسْنَدُ +أَبِي يَعْلَى (١٧٤٨)

অর্থঃ- ওকবা বিন আমের আল-জুহাইনি থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন বললেন, **নিশ্চয় আমাকে জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবিসমূহ** দেওয়া হয়েছে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭১।

মূল হাদিস শরীফদ্বয় হচ্ছে এই---

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ الْأَيَةُ ـ ٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٥٦٨٤)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: **পাঁচটি** (২০৭) **ব্যতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে** ।((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে

---

(206) **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ,,,, পৃষ্ঠা খুন। সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতার অর্থ: মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছায় মহান আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার উপর** ঐশরিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটা। এমতাবস্থায় বান্দা মানবিক গুণাবলী বিদুরিত অবস্থায় থাকে। এই বিষয়ে নিস্তারিত জানতে অত্র অধ্যায়ের ৬৩১- ৬৪৪ পৃষ্ঠা খুন।

(২০৭) এখানে পাঁচটি বলতে পাঁচটি **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** বুঝানো হয়েছে। যেমন একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড অংশে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কিয়ামতের সময় কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ--

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَحَدِّثْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللهِ فِى خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ هُوَ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ الْأَيَةُ 34ـ) ـ مسند أحمد ـ (2972)))

অর্থঃ-তিনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমার নিকট বর্ণনা করুন, কখন কিয়ামত হবে ? রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: সুবহানাল্লাহ ! পাঁচটি বিষয় **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এগুলোকে তিনি ছাড়া কেউ জানে না** ।((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৭২।

অন্য একটি দীর্ঘ শরীফের একটি খন্ড অংশে পাঁচটি **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** বলতে পাঁচটি **عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** বুঝানো হয়েছে । যেমন--

তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّي عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ،وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا ـ مسند أحمد ـ (١٧٦٧١)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٧٤٨)

অর্থঃ- ওকবা বিন আমের আল-জুহাইনি থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন বের হলেন, তারপর উহুদে মৃতব্যাক্তিদের উপর তার নামাজ পড়লেন ।অতপর মিম্বরের দিকে গিয়ে বললেন: আমি তোমাদের অগ্রগামী, আমি তোমাদের সাক্ষী, নিশ্চয় আল্লাহর শপথ ,আমি এখন আমার হাউজ (হাউজু কাওছার)দেখছি, **নিশ্চয় আমাকে জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে,** নিশ্চয় আল্লাহর শপথ,আমি আোমার পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে এই ভয় করছিনা, কিন্তু আমি ভয় করছি তোমরা (দুনিয় নিয়ে)প্রতিযোযোগিতা করবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭১।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা**أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একমাত্র একটি বেহেস্তী দলটি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত আকিদাসমূহ ব্যতীত এই রকম আরো অনেক অনেক আকীদা সম্পর্কীয় বিষয় আছে যেগুলোতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার গুণ-প্রশংসাই বৃদ্ধি পায় সে সব বিষয়গুলো এদের("**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের) গায়ে আগুন ধরে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নুর থেকে সৃষ্ট। তারা তাদের অন্তরের বক্রতা(মুনাফিকি তথা কপটতা)থাকায় ও জ্ঞানের অভাবের কারণে এ সব বিষয় অস্বীকার করে থাকে।

উপরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **১নং গুণ >>ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয় এবং_সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান**

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: فَهَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ قَدْ عَلِمَ

اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ الْخَمْسَ: ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُث، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ ـ ٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٢٣٥٩٧))

অর্থঃ-হযরত রিবয়ি' বিন হিরাশ(রাদিআল্লাহু আনহু) বনী আমেরের একজন লোক থেকে বর্ণনা করেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট প্রবেশের জন্যে অনুমতি চেয়ে বলল: জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না? তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: **"আল্লাহই ভাল জানেন"** । তবে **জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না । ((**নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৯৭।

অত্র হাদিস শরীফে পাঁচটি বিষয়কে **"জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয়"** বুঝানো হয়েছে ।

স্বয়ংক্রিয়_الْغَيْبِ (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয় সম্বলিত مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি)** তথা **অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি** হস্তগত হওয়া সম্পর্কে **১ম অংশ > ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়** বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এখন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **২নং গুণ >> "مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি"** সম্পর্কে নিম্নের আলোচনায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **১নং গুণ "ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য" الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় সম্বলিত مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি** হস্তগত হওয়া সম্পর্কে **২য় অংশ সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয়" الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** এর অবশিষ্টাংশ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা **জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়ার ব্যাখ্যাঃ** দুই প্রকার **الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার "**ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা **অদৃশ্যবিষয়ের পাঁচটি চাবি** ব্যতীত মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দুই প্রকার **الْغَيْبِ** (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয়" الْغَيْبِ** (গায়ব) **তথা অদৃশ্যবিষয়ের চাবিসমূহ** (২০৮) যেমনভাবে প্রদান করেছেন তেমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **২নং গুণ " مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ** (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা **জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবিও** প্রদান করেছেন। এইটা তাঁর উচ্চমর্যাদার দ্বিতীয় বিষয় ও দিক। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর এই উচ্চমর্যাদার কারণে জমিনের উপর-নীচের চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** ঘটনাবলীর বিবরণ জ্ঞাত হতে পারেন এবং কোন উপকারীতার কারণে, কোন উপযোগিতার কারণে ও কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে তাঁর উম্মতকে তা বলতেও পারেন, শিক্ষাও দিতে পারেন বা সতর্ক করতে পারেন। নিম্নে দু/একটি ঘটনা উল্লেখ করে বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

---

(২০৮) (ক) যেমন আমাদের নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি** ওয়াসাল্লামাই বলেছেন---

" فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إلاَّ اللهُ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِهِ الْأَيَةَ : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ-(٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٩٦٣٢+٢٣٤٥٢))

অর্থঃ **পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না,** তারপর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এই আয়াত তেলাওয়াত করেন (নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)। (সুরা লুকমান,আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৯৬৩২+২৩৪৫২।)

(খ) যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই বলেছেন--- ---

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ -٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٥٦٨٤)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেনঃ **পাঁচটি"الْغَيْبِ عِلْمُ"(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে।** ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)), সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

১ নং ঘটনা:

عَنْ يَعْلَى بْنِ سَبَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يَعَذَّبُ فِى غَيْرِ كَبِيْرٍ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَوُضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ فَلَعَلَّهُ أَنْيُّخَفَّفُ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ـ مسند أحمد - (١٧٨٣٤)

অর্থঃ- ইয়া’লা বিন সাবাবা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একটি কবরের পার্শ দিয়ে যাবার কালে বললেন: নিশ্চয় এই কবরবাসী কোন বড় গুনাহর কারনে নহে তার কবরে তার অযাব বা শাস্তি হচ্ছে, তাই, তিনি খেজুরের ডাল আনার জন্যে(ডেকে) আদেশ দিলে তা তার(কবরবাসীর)কবরে স্থাপন করে বললেন: এই ডালটি তাজা থাকা পর্যন্ত কবরবাসীর শাস্তি হালকা করে দেওয়া হবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮৩৪ ।

২ নং ঘটনা:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ (٢٠٩) ،وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا ـ مسند أحمد - (١٧٦٧١)

অর্থঃ- হযরত ওকবা বিন আমের (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন বের হয়ে মৃতব্যাক্তির উপর তাঁর নামাজের মত উহুদবাসীদের উপর নামাজ পড়লেন ।তারপর মিম্বরের দিকে বের হয়ে বললেন: আমি তোমাদের অগ্রগামী, আমি এখন আমার “হাউজ”(হাউজু কাউসার)দেখছি, আমাকে জমিনের ভান্ডারের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের ব্যাপারে এই ভয় করছিনা যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, কিন্তু আমি ভয় করছি তোমরা (দুনিয়া নিয়ে) প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭১ ।

৩ নং ঘটনা:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانَ سِنِيْنَ،كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ ،وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ ،وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا أَوْ قَالَ: تَكْفُرُوا، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا ـ مسند أحمد - (١٧٦٧٤)

অর্থঃ- হযরত ওকবা বিন আমের (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জীবিত ও মৃতদের বিদায়দানকারীর মত আট বছর পর উহুদের নিহতদের উপর নামাজ পড়লেন। তারপর মিম্বরের উপর উঠে বললেন: আমি তোমাদের অগ্রগামী,আমি তোমাদের স্বাক্ষী, নিশ্চয় তোমাদেরকে “হাউজ”(হাউজু কাউসার)দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আমি উহার দিকে (“হাউজ”(হাউজু কাউসার)দেখছি, আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এই ভয় করছিনা যে, তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে অথবা কাফির হয়ে যাবে, কিন্তু (আমি ভয় করছি)দুনিয়া নিয়ে তোমরা প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭৪।

৪ নং ঘটনা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِيْ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ ـ مسند أحمد - (١٣٨٠٠)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: যখন আমাকে নিয়ে ভ্রমন করা হল (মিরাজ ভ্রমনে নেওয়া হল) তখন আমি লাল টিলার নিকটে মুসা তার কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অবস্থায় আমি তার পাশ দিয়ে গেলাম । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৮০০
উপরে ১নং হাদিস শরীফে বর্ণিত কবরের আযাব দেখা,২ নং ও ৩নং হাদিস শরীফে বর্ণিত হাউজু কাউসার অবলোকন করা এবং ৪ নং হাদিস শরীফে বর্ণিত মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর কবরে নামাজ পড়তে দেখা ইত্যাদি ঘটনাসমূহ **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** দুটি প্রকারের দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে>>. **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও**

---

(২০৯)**إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ**(আমি তোমাদের অগ্রগামী)**এর ব্যাখ্যাঃ ((11769) - مسند أحمد ـ) وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ** (হে মানুষ নিশ্চয় আমি হাউজে তোমাদের অগ্রগামী, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭৬৯।)

সর্বদা বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় <<। এই অবস্থার **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** নবী আলাইহিমুসসালামগণের জন্যে পূর্ব হতেই প্রস্তুত ও বিদ্যমান থাকে এবং উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির মত নবী আলাইহিমুসসালামগণের জ্ঞানের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থাকে । নবী আলাইহিমুসসালামগণকে এই ধরণের **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** দিয়ে পূর্ব হতেই প্রস্তুত ও যোগ্য করে রাখা হয়ে থাকে । এইটা নবী আলাইহিমুসসালামগণের বিশেষত্ব । এই **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী হয় না এবং এই **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** জানার জন্যে **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** প্রয়োজন হয়না এবং **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** অপেক্ষায় থাকা হয় না । তাই, এই **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** নবী আলাইহিমুসসালামগণ স্বয়ংক্রিভাবে তারা দেখতে পারেন ও বলতে পারেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী বিধায় তাঁকে অন্যান্য নবীগনের চেয়ে বেশী এই ধরণের **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** দ্বারা পরিপূর্ণ প্রস্তুত ও যোগ্য করে রাখা হয়েছিল ।

এই ধরণের **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** জ্ঞান আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৩ নং গুণ>> সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া<<** থেকে উৎসরিত হয় । নবী আলাইহিমুসসালামগণকে উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির মত উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের তৃতীয় এই গুণটি দিয়েও পূর্ব হতেই প্রস্তুত করে মহান আল্লাহ তাআ'লা নবী-রাসুল ঘোষণা দেন । যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--------- --

৫ নং ঘটনা:

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الْآنَ ــ مسند أحمد - (٢١٢٧٤٦) +مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى - (٧٤٦٩)

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন সামুরা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি মক্কাতে এমন এক পাথরকে চিনি যেই পাথরটি আমাকে নবী ঘোষণা দিয়ে পাঠানোর পূর্বেই আমাকে সালাম করত, নিশ্চয় আমি উহা এখনো চিনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১২৭৪৬+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৪৬৯।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার"** জন্যে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণকে কোন সাধনা করা লাগে না। এই গুণটি নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের জন্য মহান তাআ'লার পক্ষ হতে মহা অনুগ্রহ । যেমন হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে এই **"সৃজনশীল গুণটি"** প্রকাশ পেয়েছিল । হযরত মুসা আলাইহিমুসসালাম ছিলেন **اَلْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ (উলুমুশশারই'য়্যাতু)** তথা শরিয়তী জ্ঞানে বড় মাপের আলিম আর হযরত খিজর আলাইহিমুসসালাম ছিলেন **اَلْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞানে** বড় মাপের আলিম । হযরত খিজর আলাইহিমুসসালামের জ্ঞানের পরিচিত নাম হচ্ছে **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞান"** । **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞানটি"** সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা মুসলিম মানুষের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত চলমান রখার জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে এই সুদূরপ্রসারী ঘটনা ঘটালেন ।

ঘটনার FORMULA(ফর্মুলা)-সূত্রপাতঃ

নিম্নে দুটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের কিয়দংশ উল্লেখ করলাম । উভয় হাদিস শরীফেই হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে । আর উক্ত ঘটনা মুসলিম আলিম-উলামা এবং সাধারণ মুসলিম মানুষ সকলেই কম-বেশী অবগত আছেন । সেই জন্যেই আমি এখানে পূর্ণ বিবরণ দেইনি । বর্তমান আলোচনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়টুকুই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র । হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পূর্ণটাই **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন ঘটনা"** । তাঁদের উভয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ।

(১) হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামকে নদী পারাপারকারী উপকারকারী নৌকাকে ছিদ্র করে দেওয়া।

ব্যাখ্যাঃ-ঐ এলাকার অত্যাচারী বাদশাহ ভাল নৌকাগুলো জবরদস্তির সাথে নিয়ে যাবে ওহীর মারফত জেনে হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামকে নদী পারাপারকারী উপকারকারী দরিদ্র লোকগুলোর নৌকা হেফাজতের উদ্দেশ্যে

হযরত খিজর আলাইহিমুসসালাম নৌকা ছিদ্র করে দিয়েছেন যাতে বাদশাহ নৌকা নিতে না পারে ।

(২) হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালাম ক্ষুদার্থ ও পিপাসার্ত থাকা অবস্থায় যেই গ্রামের অধিবাসীগণের নিকট খাবার চাওয়া হলে তারা খাবার দিতে অস্বীকার করা সত্বেও তাদের পড়ে যেতে উপক্রম প্রাচীর সংস্কার দেওয়া । **ব্যাখ্যাঃ** এই প্রাচীরের মালিক একজন সৎলোক ছিলেন, তিনি তার সন্তানদের জন্য স্বর্নের টাকা প্রাচীরের নীচে সংরক্ষণের জন্যে রেখে গেছেন যাতে পরবর্তী সময়ে সন্তানরা কাজে লাগাতে পারে, সন্তানরা বালেগ হলে আল্লাহ তাআ'লার হুকুমে নিদির্ষ্ট সময়ে প্রাচীর ভেঙ্গে গেলে তার সন্তানরা উক্ত স্বর্নগুলো সংগ্রহ করে তাদের নিজের উপকারে ব্যয় করবে ।ওহীর মারফত জেনে সৎলোকের পড়ন্ত প্রাচীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে হযরত খিজর আলাইহিমুসসালাম সংস্কার করে দেন ।

(৩) বাহ্যত দেখতে নিস্পাপ সুন্দর একটি শিশুকে হযরত খিজর আলাইহিসসালাম কর্তৃক অনর্থক হত্যা করে ফেলা। **ব্যাখ্যাঃ** সুন্দর শিশুটির পিতা-মাতা পরবর্তীকালে উক্ত শিশু কর্তৃক কষ্ট পাবে ওহীর মারফত জেনে মহান আল্লাহর নির্দেশেই উক্ত শিশুকে হযরত খিজর আলাইহিসসালাম হত্যা করে ফেলেন । হযরত খিজর আলাইহিসসালাম একজন **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** নবী ছিলেন । সেই জন্যেই তিনি বাহ্যত অবোধগম্য বিপরীতধর্মী তিনটি ঘটনা ঘটিয়েছেন । তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসা আলাইহিসসালামকে **الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ (উলুমুশশারঈ'য়্যাতু)** তথা শরিয়তী জ্ঞানের বাহিরে **الْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞান** শিক্ষার জন্যে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** নবী হযরত খিজর আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করলেন । এর বিবরণের পূর্বাভাস হিসেবে দীর্ঘ হাদিস শরীফের কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: قَامَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيْبًا فِى بَنِي إِسْرَائِيْل ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، قَالَ بَلْ عَبْدٌ لِي عِنْدَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيْ رَبَّ فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: خُذْ نُوْنًا فَاجْعَلْهُ فِى مَكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلِقْ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ ـ مسند أحمد ـ (٢١٥٠٤)

অর্থঃ- উবাই বিন কা'ব(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বনী ইসরাইলদের মাঝে বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন, (এমনি সময়ে)তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল মানুষের মধ্যে কোন মানুষটি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ?তিনি(হযরত মুসা আলাইহিসসালাম)বললেন: আমি, **এতে(এই উত্তরের জন্যে) আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন যেহেতু তিনি জ্ঞানের উত্তরটি(জ্ঞানের বিষয়টি)আল্লাহর দিকে সোপর্দ করেন নি।** আল্লাহ বললেন, বরং দুই সাগরের সম্মিলনে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, হে আমার প্রভু, আমি কিভাবে তাকে পাব? আল্লাহ বললেন, একটি নুন নামে মাছ নিয়ে ব্যাগে রাখ, তারপর চল, যেখানে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই সেই বান্দাটি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০৪ ।

عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: إِنَّ مُوسى رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا ،حَتَّى إِذَ فَاضَتِ الْعُيُوْنُ وَ رَقَّتِ الْقُلُوْبُ وَلَّى، فَأَدْرَكَتْهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله، هَلْ فِى الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَالَ: لاَ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ لِي عَبْدًا أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ : أَيْ رَبَّ ، وَأَيْنَ ؟ قَالَ: مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ،-- ـ مسند أحمد ـ (٢١٥٠٧)

অর্থঃ- উবাই বিন কা'ব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: আল্লাহর রাসুল হযরত মুসা আলাইহিসসালাম একদিন মানুষদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত যখন চক্ষুসমূহ পানি ঝরল আর হৃদয়সমূহ নরম হল তিনি চলে গেলেন, (এমনি সময়ে) একজন লোক তাঁকে পেয়ে বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কেউ আছে কি? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: না, **এতে (এই উত্তরখানা) আল্লাহ অপছন্দ (২১০) করলেন যেহেতু তিনি জ্ঞানের উত্তরটি (জ্ঞানের বিষয়টি) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লার দিকে সোপর্দ করেন নি।** আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ পাঠালেনঃ নিশ্চয় তোমার

---

(২১০) হাদিস শরীফে "**عَتَبَ**" শব্দটি এসেছে । "**عَتَبَ**" শব্দটির সাথে " **عَلَي** " হরফু জার যোগ না হলে তখন এর অর্থ হবে "**তিরস্কার করা**" । "**عَتَبَ**" শব্দটির সাথে " **عَلَي** " হরফু জার যোগ হলে তখন এর অর্থ হবে "**অপছন্দ**" করা । আমি এখানে অপছন্দ করা অর্থটিই ব্যবহার করেছি ।

চেয়ে বেশী জ্ঞানী আমার এক বান্দা আছে ।হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, হে আমার প্রভূ, সে কেথায়? আল্লাহ বললেন, দুই সাগরের সম্মিলনে । একটি নুন নামে মাছ নিয়ে ব্যাগে রাখ, তারপর চল, যেখানে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই সেই বান্দাটি- । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০৪ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ে হযরত মুসা আলাইহিসসালাম অধিক নম্রতা প্রদর্শন করে তাঁর জ্ঞানের বিষয়ে উত্তরটি মহান আল্লাহর দিকে সম্পর্ক না করায় নবী হিসেবে তাঁর এরূপ উত্তর মহান আল্লাহর তাআ'লার পছন্দ হয়নি বিধায় বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্যে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** নবী হযরত খিজর আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করলেন । যাহোক, উভয় প্রকার জ্ঞানের পার্থক্যটি হযরত মুসা আলাইহিসসালাম সালামের পর হযরত খিজর আলাইহিসসালামের কথা-বার্তার বা কথোপকথনের মধ্যে ফুটে উঠেছে । যেমন হাদিস শরীফে আছে-- **قَالَ: أَنَا ؟ مَنْ أَنْتَ** ---------
مُوسَى ، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَايْلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ: أَمَا يَكْفِيْكَ أَنَّ أَنْبَاءَ التَّوْرَاةِ بِدِكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيْكَ يا مُسَى، إِن لِي عِلْمًا لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَهُ، وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لاَ يَنْبَغِي ن أَعْلمهُ ـ مسند أحمد - (٢١٥٠٧)+إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ و تَعَالَى لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ ـ مسند أحمد - (٢١٥٠٢)

অর্থঃ- তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: আপনি কে? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: আমি মুসা, তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: বনী ইসরাইলের মুসা? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: হা, তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: কি ব্যাপার? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: আমি এসেছি আপনাকে যেই সঠিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে উহা থেকে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন । তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: হে মুসা, আপনার জন্যে যথেষ্ঠ নয় কি যে, নিশ্চয় তাওরাতের সংবাদ আপনার হাতে আছে আর ওহী বা প্রত্যাদেশ আপনার নিকট আসে, নিশ্চয় আমার এমন **عِلْمٌ(ইলম) বা জ্ঞান** আছে যা জানা আপনার উচিৎ নয় এবং আপনার এমন **عِلْمٌ(ইলম) বা জ্ঞান** আছে যা জানা আমার উচিৎ নয় । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০৭ + নিশ্চয় আমি আল্লাহ তাবারাকা ওআ তাআ'লার পক্ষ হতে এমন এক **عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞানের** উপর আছি যা আপনি জানেন না আর আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন এক **عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞানের** উপর আছেন যা আল্লাহ আপনাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০২ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ে দুই প্রকার **عِلْمٌ(ইলম) বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে** । হযরত মুসা আলাইহিসসালামের জ্ঞানের নাম **الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ (উলুমুশশারই'য়্যাতু)** তথা শরিয়তী জ্ঞান এবং হযরত খিজর আলাইহিসসালামের জ্ঞানের নাম **الْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞান** । **الْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞানের** অপর নাম বা পরিচিত নাম হচ্ছে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** জ্ঞান । হযরত খিজর আলাইহিসসালাম ছিলেন এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন নবী ।

আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিম্নে বর্ণিত চারটি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন গুণের **((১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের (জ্ঞানের) চাবির অধিকারী, ২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবির অধিকারী , ৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন ,৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন))** অধিকারী হওয়া সত্বেও তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ সম্পর্কে বনী আমেরের একজন লোক কর্তৃক তিনি জিজ্ঞাসিত হলে তিনি তাঁর জ্ঞানের বিষয়ে উত্তরটি একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড বাক্যে অধিক নম্রতা প্রদর্শন করে মহান আল্লাহর দিকে সম্পর্ক করে উত্তর দিয়েছেন । হাদিস শরীফখানা এই---
عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: فَهَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لاَ تَعْلَمُهُ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ الْخَمْسَ: ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتتْ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ -٣٤) ـ مسند أحمد - (٢٣٥٩٧))

অর্থঃ-হযরত রিবয়ি' বিন হিরাশ (রাদিআল্লাহু আনহু) বনী আমেরের একজন লোক থেকে বর্ণনা করেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট প্রবেশের জন্যে অনুমতি চেয়ে বলল: জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা

আপনি জানেন না? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: **"আল্লাহই ভাল জানেন"** **(**[২১১]**)**। তবে জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না । ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই

([২১১] **) সুক্ষ্ম বিষয়ঃ** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে যখন প্রশ্ন করা হল **"জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না"?** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরে সরসরি এই কথা বলেন নি যে, **"হা অথবা না"** । বরং উত্তরের বিষয়টি আল্লাহ তাআ'লার দিকে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন **"আল্লাহই ভাল জানেন"** । উত্তরের পাশাপাশি সাথে সাথে এই কথাও বলে দিলেন **"জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না"**। এখানে প্রশ্নের উত্তরে **"আল্লাহই ভাল জানেন"** তবে **"জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লা হ ছাড়া কেউ জানে না"** বাণী দুটির মধ্যে **সুক্ষ্ম বিষয়** এই যে, **জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় ছাড়া** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য না জানার মত জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট নাই । বরং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট জানার মত জ্ঞানের সব কিছুই আছে। বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে আল্লাহ তাআ'লার দিকে সোপর্দ করে নম্রতা প্রদর্শন করায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন বিধায় আল্লাহ তাআ'লা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কোন মাখলুকের নিকট শিক্ষার জন্যে প্রেরণ করেন নি । কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিসসালাম প্রশ্নের উত্তরটি আল্লাহ তাআ'লার দিকে সোপর্দ না করে পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি **"আমি সবচেয়ে জ্ঞানী"** বলায় নম্রতা প্রদর্শিত না হওয়ায় আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে আল্লাহ তাআ'লারই এক প্রিয়জন হযরত খিজর আলাইহিসসালামের নিকট শিক্ষার জন্যে প্রেরণ করেন। অতএব, **বর্তমান** "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত মুসলিম আলিম বা জ্ঞানী মাত্রেই সকলেরই উপরে বর্ণিত বিবরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্ববিষয়ে নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত। বিশেষকরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে যেই জ্ঞানী মুসলিমই নম্রতা প্রদর্শন করে কথা বলবে না সে নিশ্চিত মুনাফিক মুসলিম । যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন:--

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيِ اللِّسَانِ ـ مسند أحمد ـ ((٣١٦+١٤٥)

অর্থঃ-হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: আমি আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশী ভয় করছি **"কথায় জ্ঞানী মুনাফিককে"** ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫+৩১৬।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাণী মোবারক থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, বর্তমান "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরাই মুনাফিক হবে ।

কারণ, তারাই বক্তব্য-ভাষণ, কথাবার্তায় জ্ঞান-পান্ডিত্য প্রকাশ করে ঠিকই কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করে না । বরং তারা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্যতা স্বীকার না করে ঔদ্ধত্যভাব ও অহংকারই প্রদর্শন করে থাকে । এর কারণ হলো, বর্তমান "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা নিজেদের দলের নাম **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে নাম রেখে ইসলামের নামে,ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে আদব তথা শিষ্টাচারিতা নেই, আদব তথা শিষ্টাচারিতা না থাকায় নম্রতা ও ভদ্রতাও নেই । যার ফলশ্রুতিতে তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করে না । আর **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির অনুসারীরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সর্বদা নম্রতা প্রদর্শন করে থাকে । কারণ, **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির অনুসারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আদব তথা শিষ্টাচারিতায় পরিপূর্ণ এবং সঠিক আক্বিদার জ্ঞানে পরিপূর্ণ বিধায় তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সর্বদা নম্রতা প্রদর্শন করে থাকে । সেই জন্যেই **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটি একমাত্র একটি দল হওয়ায় এর অনুসারীদের ভিতর **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোকের** সংখ্যা বেশী কিন্তু **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তার** সংখ্যা কম । **আর** বর্তমান "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা ইসলামের নামে,ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামে গঠিত বহু দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ায় দলগুলোর অনুসারীদের ভিতর **الْعُلَمَاءُ(উলামা) তথা জ্ঞানীলোকের** সংখ্যা কম কিন্তু **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তার** সংখ্যা বেশী হওয়ায় তারা পরস্পর পরস্পরের গুণ ও জ্ঞানের প্রশংসায় মুখরিত থাকে কিন্তু পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার গুণ ও জ্ঞানের প্রশংসায় কুন্ঠিত হয়ে পড়ে । আর **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির অনুসারীদের বিরোধিতায় ব্যস্ত থাকে । বর্তমান "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমদের সম্পর্কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেনঃ--

বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৯৭।

বর্তমান "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই লাফালাফি শুরু করে দেয়,নিজেদের জ্ঞানের ভার সহ্য করতে না পেরে অহংকারের কারণে নম্রতা প্রদর্শন করতে পারে না। অথচ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নানাবিধ উত্তম গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্বেও মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সর্ববিষয়ে এমনকি নবুয়ত ও রিসালাতের বিষয়েও নম্রতা প্রদর্শনের কথা বলেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে--

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ فَقَالَ جِبْرِيْلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَانَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِن فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُوْلًا قَالَ جِبْرِيْلُ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُوْلًا ـمسند أحمد ـ (٧٢٨١)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, জিবরাইল আলাইহিসসালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পার্শ্বে বসে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখেন একজন ফেরেস্তা অবতরন করছে ।অতপর জিবরাইল আলাইহিসসালাম বললেন নিশ্চয় এই ফেরেস্তা তার সৃষ্টির পর থেকে এই মুহুর্তের পূর্বে(জমিনে) অবতরন করেন নি। ফেরেস্তা অবতরন করেই বলেন: হে মুহাম্মদ আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট (এই সংবাদ দিয়ে) প্রেরণ করেছেন যে, তিনি আপনাকে বাদশাহ নবী অথবা সাধারণ উপাসক বা সেবক রাসুল করবেন? জিবরাইল আলাইহিসসালাম বললেন: হে মুহাম্মাদ, আপনার প্রভুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করুন । তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: বরং সাধারণ উপাসক বা সেবক রাসুল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮১।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি নম্রতা প্রদর্শনার্থে বাদশাহ নবী পছন্দ না করে বরং সাধারণ উপাসক বা সেবক রাসুল পছন্দ করেছেন । তাছাড়া, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যের বাণীতে বলেছেনঃ------------

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا لبْنُ عَبَّاسٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ الْبَصْرَةَ، قَالَ: : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ لَهُ دَعْوَةٌ تَنَجَّزَهَا فِى الدُّنْيَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَوَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ، وَلاَ فَخْرَ آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِي ـ ـ ـ مسند أحمد ـ(٢٧٣٦)

অর্থঃ-হযরত আবু নাদরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহ আনহু বসরার মিম্বরের উপর আমাদেরকে ভাষণ দিয়ে বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ)দোয়া ছিল ,তিনি তা দুনিয়াতেই পূর্ণ করে গেছেন, আর আমি আমার দোয়াখানা আমার উম্মতের শাফাআ'তের জন্যে গোপন করেছি, আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানের নেতা, এতে (আমার) গর্ব নেই, আর আমিই প্রথম যার পক্ষে পৃথিবী(মাটি)ফেটে যাবে(আমিই প্রথম মাটি থেকে(কবর থেকে)বের হব, এতে (আমার) গর্ব নেই, আমার হাতেই লিয়াউল হামদ(প্রশংসার পতাকা)থাকবে, এতে (আমার) গর্ব নেই, আদম(সহ)তার নিম্নে যারা আছে সবাই আমার পতাকা তলেই থাকবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৩৬ ।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ فِى زَمَانٍ عُلَمَائُهُ كَثِيْرٌ، وَخُطَبَائُهُ قَلِيْلٌ، مَنْ تَرَكَ فِيْهِ عَشِيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى أَوْ قَالَ: هَلَكَ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَائُهُ ،وَيَكْثُرُ خُطَبَائُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيْهِ بِعَشِيْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا ـ مسند أحمد ـ(٢١٧٦٨)

অর্থঃ-হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমরা এমন এক জামানায় আছ যে জামানার(সময়ের) **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোক** বেশী, **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তা** কম, এই জামানায়(সময়ে) যেই ব্যক্তি তার জানা দশভাগের একভাগ (আমল) ছেড়ে দেয় সে ধ্বংস হয়ে যাবে আর অচিরেই মানুষের উপর এমন একটি জামানা আসবে সেই জামানার(সময়ের) **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোক** কম হবে ও **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তা** বেশী হবে, ঐ জামানায়(সময়ে) যেই ব্যক্তি তার জানা দশভাগের একভাগ(আমল)ধরে রাখবে সে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৭৬৮ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ ،قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، وَلاَ فَخْرَ - مسند أحمد - (٢١٦٤٧)

অর্থঃ- হযরত তুফাইল বিন উবাই ইবনু কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: যখন কিয়ামত দিবস হবে তখন আমি নবীদের ইমাম বা নেতা,মুখপাত্র ও তাঁদের শাফাআ'তের অধিকারী হব, এতে (আমার)গর্ব নেই, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৪৭।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল নবী ও রাসুল গণের সরদার, নেতা, মুখপাত্র, শাফাআ'কারী এবং শ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্বেও নম্রতা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশেষ কোন নবীর সাথে তুলনা করে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দিতেও নিষেধ করেছেণ । যেমন হাদিস শরীফে এসেছেঃ---

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: " لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِفِيْقُ، فَأَجِدُ مُسَى مُتَعَلِّقًا بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَجْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ، أَوْ أَفَاقَ قَبْلِي - مسند أحمد - (١١٤٥٩)

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: "তোমরা নবীদের মধ্যে তুলনা করোনা (একজনকে অপর জনের উপর প্রধান্য বা শ্রেষ্ঠত্য দিওনা),আর আমিই প্রথম যার পক্ষে পৃথিবী(মাটি)ফেটে গেলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পাব, অতপর আমি মুসা আলাইহিসসালামকে আরশের কোন একটি স্তম্ভের সাথে সম্পৃক্ত পাব, আমি জানি না তাঁকে তুরের(তুর পাহাড়ের)সংজ্ঞাহীনতার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অথবা সে আমার পূর্বে সংজ্ঞা পেয়েছে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৪৫৯।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অধিক নম্রতা প্রদর্শিত হয়েছে ।"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক মুসলিমদের উচিৎ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হওয়ার জন্যে উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে নম্রতা-ভদ্রতা ও আদব তথা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা নেওয়া ।

বর্তমান "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক মুসলিম আলিম হয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত দাবী করে নম্রতার পরিবর্তে ঔদ্ধত্যতার সাথে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞানের ভুল ধরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** নাই বলে অধিকার বিহীন আদব বা শিষ্টাচার বির্জিত মন্তব্য করে । তারা **((أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ")**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামারা)) উপরে বর্ণিত দুটি হাদিস শরীফ চক্ষু খুলে দেখে গবেষণামূলক নির্মল-স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে পড়ে না ও উপলব্ধি করে না । এদের মধ্যে নম্রতা-ভদ্রতা ও আদব তথা শিষ্টাচারিতা নেই, । কারণ এরা বেয়াদব তথা অশিষ্ট ও মুনাফিক মুসলিম । যেখানে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেই নিজের **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** আছে মর্মে বলেছেন------

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ - الْأَيَةُ - ٣٤) - مسند أحمد - (٥٦٨٤)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: **পাঁচটি"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" ব্যতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে**। ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা **০৫টি (পাঁচটি عِلْمٌ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** ব্যতীত সব কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে বলেছেন ।
আর বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্যতা থাকাসত্বেও ঔদ্ধত্যভাব নিয়ে বলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمٌ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** নাই ।
বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমদেরকে হাদিস শরীফে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে তাঁর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম)প্রদর্শিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনুরূপ আদব তথা শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمٌ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান ও গুণ এবং কার্যাবলী** সম্পর্কে কথা বলতে হবে । অন্যথায় বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা মুনাফিক আলিম বলে চিহ্নিত ও অভিহিত হবে । আদব তথা শিষ্টাচারিতা এবং নম্রতা প্রদর্শনের চিহ্ন ও লক্ষণ হাদিস শরীফে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই---

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ " ـ ـ مسند أحمد ـ (٣٦٨٣)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহ বলেন: যে কেউ কোন কিছু জানলে তাই বলতে হবে, আর যে জানেনা তাকে বলতে হবে **"আল্লাই ভাল জানেন"**, কেননা নিশ্চয় মানুষের জ্ঞান হল এই যে, যে বিষয়ে যে জানে না সে বিষয়ে তাকে বলতে হবে **"আল্লাই ভাল জানেন"**। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৮৩।
তারা উপরোক্ত হাদিস শরীফের (মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪+ ৪২৫২+৩৭৩৩) বণীর ([২১২]) বিপরীত মন্তব্য করে কিরূপে এরা মুসলিম থাকতে পারে? কখনো মুসলিম থাকতে পারে না। এরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামানার মুনাফিকদের চেয়েও মারাত্নক ঘৃন্য মুনাফিক। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামানার মুনাফিকরা গোপনে মুনাফিকি করত। আর **বর্তমান** "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা প্রকাশ্যে মুনাফিকি করে । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে তাঁর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম)প্রদর্শিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে জানতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিদায় হজ্জের সময়ে কুরনবীর দিনে ভাষণ প্রদানকালে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম)প্রদর্শিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা দেখুন । বিদায় হজ্জের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে দেওয়া হল। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই-

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ أَوْ قَالَ :أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالَ: أَوْ تَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يومكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَي يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ: اللهُمَّ اشْهَدْ لِيُبَلِّغِ الشَاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ـ مسند أحمد ـ (٢٠٨٦٧)

([২১২]) হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: **পাঁচটি**"**عِلْمٌ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" **ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে** । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

অর্থঃ-হযরত আবু বকর **(রাদিআল্লাহু আনহু)** থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নহর বা কুরবাণীর দিনে আমাদেরকে ভাষণ দান করতে গিয়ে বললেন: এটি কোন দিন? অথবা তিনি বললেন: তোমরা কি জান এটা কোন দিন? তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন, আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই বেশী জানেন, তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন: তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** চুপ বা নীরব রইলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ধারনা করলাম, তিনি উহাকে (ঐ দিনটিকে) অন্য নামে নামকরন করবেন, তারপর তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** বললেন: এটাকি: নহর বা কুরবাণীর দিন নয়? তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন, আমরা বললাম হা! তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** বললেন: এটা কোন মাস? অথবা বললেন: তোমরা কি জান এটা কোন মাস? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই বেশী জানেন, তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন: তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** চুপ বা নীরব রইলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ধারনা করলাম, তিনি উহাকে (ঐ মাসটিকে) অন্য নামে নামকরন করবেন, তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** বললেন: এটাকি: জিল হজ্ব মাস নয়? আমরা বললাম হা! তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** বললেন: এটা কোন দেশ? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই বেশী জানেন, তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন: তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** চুপ বা নীরব রইলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ধারনা করলাম, তিনি উহাকে (ঐ দেশটিকে) অন্য নামে নামকরন করবেন, তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** বললেন: এটাকি শহর (মক্কা নগরী) নয়? আমরা বললাম হা!
তিনি **(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)** বললেন: নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, মাল-ধনসম্পদ তোমাদের প্রভু তাবারকা ওআ তাআ'লার সাথে তোমাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এই শহরে, এই মাসে এই দিনের সম্মানের মত সম্মাণিত । জেনে রেখো! আমি কি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? তারা বললেন: হা, আল্লহুম্মা, স্বাক্ষী থাকুন, উপস্থিত জন অনুপস্থিতজনদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিবে, অনেক এমন রয়েছে যার নিকট আমার বাণী পৌঁছানো হয়েছে সে শ্রোতার চেয়ে বেশী মনে রাখতে পারে বা জ্ঞানী। সাবধান! তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়োনা যে, তোমাদের কতকজন কতকজনের (একজন আরেকজনের) গর্দানে আঘাত করবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৮৬৭।
উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিদায় হজ্বের কুরবাণীর দিনে ভাষণ প্রদানকালে তাঁর সাহাবীকেরামগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুম)তাঁদের জানা তিনটি বিষয়ে**(আজকের দিনটি কোন দিন, আজকের মাসটি কোন মাস ও এই দেশটি কোন দেশ)** জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আদব তথা শিষ্টাচারিতার উচ্চস্তর প্রদর্শন করে জানা(জ্ঞাত) প্রশ্নের উত্তরে বললেন **"আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবচেয়ে বেশী জানেন"**। সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম)উত্তরে আদব তথা শিষ্টাচারিতার প্রকাষ্টাই প্রদর্শিত হয়েছে। এর কারণ হল সাহাবীকেরামগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরে (213) প্রদত্ত মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অধিক আদব তথা শিষ্টাচারিতাপূর্ণ উত্তরের মত নানাবিধ বিষয় থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সংস্পর্শে থেকে অধিক উত্তম মানুষে পরিণত হয়েছেন । যার ফলশ্রুতিতে তাদের উত্তরও অধিক আদব তথা শিষ্টাচারিতাপূর্ণ হয়েছে। যেখানে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বয়ং নিজেই বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরে সরসরি **"হা অথবা না"** বলে বরং উত্তরের বিষয়টি আল্লাহ তাআ'লার দিকে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন **"আল্লাহই ভাল জানেন"**। আর সাহাবীকেরামগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুম)তাঁদের জানা তিনটি বিষয়ে তাঁরা আদব তথা শিষ্টাচারিতার উচ্চস্তর প্রদর্শন করতে পারেন সেখানে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট কয়েকজন মুসলিম আলিম তাদের অজানা বিষয়ে আদব তথা শিষ্টাচারিতার নূন্যতম স্তরও প্রদর্শন করতে পারেন না। এর কাণ হল তারা বাস্তবে মুসলিমই নয় বরং তারা বাস্তবে আদব তথা শিষ্টাচারিতা বিবর্জিত মুনাফিক মুসলিম।

৩. "সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার" বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনাঃ

যাহোক, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময় কালের)** অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম তারা তাদের পাপে নিমজ্জিত থাকার কারণে **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার"** গুণটি অর্জনে অক্ষম ও ব্যর্থ বিধায় তারা গুণের এই স্তর

---

(২১৩) বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নটি ছিল, **"জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না"? ,** পৃষ্ঠা নং- ৫০৩ ।

অস্বীকার করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** নাই বলে অধিকার বিহীন আদব তথা শিষ্টাচারিতা বিবর্জিত মন্তব্য করে। অথচ এই **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার"** গুণটি অর্জনের জন্যে একজন সাধারণ মুসলিমকে অধিক পরিশ্রম ও ইবাদত-সাধনা করা লাগে। কোন মুসলিম মানুষ সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে **সৃজনশীল গুণ ও শক্তিসম্পন্ন** গুণটি অর্জন করতে সক্ষম হলে তখন তাকে **وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলী** বলা হয়। একজন মুসলিম মানুষ ধর্মীয় অনুশাসনের ফরজ কার্যাবলী সম্পাদন করার পর নফল ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেই **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলী** হতে পারবে বলে তা বুখারী শরীফের নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা ব্যাখ্যসহ অধ্যয়ন করলে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার একটি হাদিস শরীফ (হাদিসে কুদসী) এখানে উল্লেখ করে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা হাদিস শরীফখানা এই ---

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"" اِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَئىً اَحَبَّ اِلَّىَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا– البخاري(٦٥٠٢)"

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন :যে আমার ব›দ্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে", ।বুখারীশরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফেতে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عأَهَانَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ إِنَّ عَبْدِىْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِىْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِىْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا ـ فالمعجم الاوسط للطبراني ــ (٩٤٥٢)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত,: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে", । আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২।

(ক) উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে একথাটি বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার وَلِىُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে কেহ শত্রুতা করলে বা তাঁকে অপমান করলে আল্লাহ তাআ'লা উক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতটুকু উচ্চস্তরে পৌঁছলে একজন মুসলিম মানুষকে **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলা হয় এবং উক্ত **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর মর্যাদা ও ক্ষমতা কতটুকু তা আমরা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা।

(খ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি চলনশক্তি হয়ে যায়।

(গ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে এটাও বোধগম্য হয় যে, মুসলিম বান্দার জন্য দুই প্রকার **"قُرْب" (কুর্ব)** তথা

নৈকট্য হাসিল হয়।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِضِ" (কুরবুল ফারায়িয) তথা ফরজ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভহয়।

(২) "قُرْبُ النَّوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) তথা নফল ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়। উপরে বর্ণিত দুই প্রকার নৈকট্য লাভের দ্বারা একজন মুসলিম মানুষ কতদূর উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(২) "قُرْبُ النَّوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) দ্বারা বাশারিয়্যাতের সিফাত তথা মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণাবলী মুসলিম বান্দার উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে। তখন সে তার সমস্ত শরীর দ্বারা দূর হতে দেখতে ও শুনতে পায় এবং তার দেখার ও শুনার কাজ শুধু চোখ ও কানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণে ফানা তথা বিলীন হওয়া বলে। এটা নফল ইবাদতের ফল।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِضِ" (কুরবুল ফারায়িয) দ্বারা মুসলিম মানুষ বা বান্দা সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত অস্তিত্বের লোপ পায়। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিও থাকে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই আর তার গোচরীভূত হয় না। একে ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদতের ফল। যখন একজন মুসলিম এই স্তরে পৌছতে সক্ষম হয় তখন সেই মুসলিমটি এক জায়গায় অবস্থান করে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারেন, উপস্থিত থাকতে পারেন এবং পৃথিবীর সকল স্থানের কথা-বর্তা,আওয়াজ শুনতে পারেন ও পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পারেন ।এমতাবস্থায় উক্ত বান্দাকে সকল স্থানে হাজির-নাযির বলা হয়ে থাকে।

সাধারণ মুসলিম বান্দার বেলায় যেহেতু এ স্তর হাসিল হয় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায় কতটুকু উচ্চস্তর হাসিল হয়েছে তা আপনি ভাল করে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখুন। এই কুরবুল ফারায়িয ও কুরবুল নাওয়াফিল তখনই লাভ হয়ে থাকে যখন ফরজ ইবাদত ঠিকমত আদায় করে সুন্নত ও নফল আদায় করা হয়। উপরে একজন মুসলিম মানুষের **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন"** হওয়ার ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করা হল । অতীত কালে (আরো অনেক পূর্বে) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষেরা বুখারী শরীফ ও আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানী শরীফের উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় বিশ্বাস করে এবং তদানুযায়ী আমল করে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী,হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ও শাহ জালাল ইয়ামিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহিমগণের মত অনেকেই **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيُّ اللهِ বা আল্লাহর ওলী** হয়েছেন । বর্তমান কালের"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময় কালের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বুখারী শরীফ ও আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফের উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় বিশ্বাস করে না এবং তদানুযায়ী আমল করে না বিধায় তারা **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيُّ اللهِ বা আল্লাহর ওলীর** উচ্চস্তর নিজেরা পৌঁছাতে অক্ষম বিধায় এই উচ্চস্তরটি অস্বীকার করে ফেলে। এরা হচ্ছে মুনাফিক মুসলিম। কারণ তারা **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيُّ اللهِ বা আল্লাহর ওলীর** উচ্চস্তরটি অস্বীকার করার পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৩ নং গুণ>>"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া"ও<<**অস্বীকার করে। **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيُّ اللهِ** বা আল্লাহর ওলীগণ স্বল্পপরিসরে আর নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণ বিস্তৃত পরিসরে বিশ্বজগতের সকল বস্তু ও প্রাণীর ভাষা, কথা-বার্তা এবং দুখঃ,বেদনা ও আর্তনাদ সবই বুঝে থাকেন। নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের তিরোধানের পর পরবর্তীকালে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيُّ اللهِ** বা আল্লাহর ওলীগণ নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের **সৃজনশীল গুণটি** ধরে রাখেন এবং এর ধারাবাহিকতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

এখন **সৃজনশীল গুণ ও শক্তিসম্পন্ন** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৩ নং গুণ>> সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন<<** কার্যাবলীর কতগুলো ঘটনার উদাহরণ হাদিস শরীফ থেকে নিম্নে দেওয়া হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ يَعْلَى بْنِ سَبَابَةَ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى مَسِيْرٍ لَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيْ حَاجَةً ، فَأَمَرَ وَدِيَّتَيْنِ فَانْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَتَا إِلَى مَنَابِتِهِمَا ـ مسند أحمد ـ (١٧٨٣٣)

অর্থঃ-হযরত ইয়া'লা বিন সাবাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি কোন এক ভ্রমনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে ছিলাম। এমনি সময়ে তিনি প্রয়োজন (বাথরুম বা ওয়াসরুমের মত প্রয়োজন) সারতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি দুটি চারা গাছকে(ছোট গাছকে) আদেশ করলে একটি আরেকটির সাথে মিলে গেল।(প্রয়োজন শেষে পূনরায়)আদেশ করলে উভয়টিই তাদের স্ব-স্বস্থানে ফিরে গেল ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৭৮৩৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَقَالَ لِي: اِئْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا، فَأَتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا : فَوَثَبَ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى ، فَاجْتَمَعَتَا ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاسْتَتَرَ بِهِمَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ وَثَبَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهِمَا ـ مسند أحمد ـ (١٧٨٣٨)

অর্থঃ-হযরত ইয়া'লা বিন মুররাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ আমি কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে ছিলাম। অতপর তিনি কোন একটি স্থানে অবতরণ করে আমাকে বললেন: "তুমি ঐ বস্তু দুটির কাছে যেয়ে বল: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তোমাদের উভয়কে একসাথে মিলে যেতে বলেছেন, আমি তাদের কাছে যেয়ে উভয়কে বললাম: তাদের উভয়ের একটি অপরটির দিকে লাফ দিলে উভয়টিই এক সাথে মিলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বের হয়ে উভয়টি দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিয়ে তাঁর প্রয়োজন(বাথরুম বা ওয়াসরুমের মত প্রয়োজন)সারলেন। অতপর দুটি বস্তুর প্রত্যেকটিই তাদের স্ব-স্বস্থানের দিকে লাফ দিল(চলে গেল)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৭৮৩৮।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءِ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيْرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيْرُ جَرْجَرَ وَضَعَ جِرَانَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيْرِ ؟ فَجَاءَ ، فَقَالَ: بِعْنِيْهِ، فَقَالَ: لاَ بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، فَقَالَ :لاَ بِعْنِيْهِ قَالَ: لاَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ، وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَالَهُمْ مَعِيْشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ: أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ،حَتَّى غَشَّهُ،ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: هِيَ شَجَرَةٌ اِسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَ جَلَّ فِى أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهَا قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِنْخَرِهِ، فَقَالَ: اخْرُجْ إِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سَفَرِنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ، فَأَتَتْهُ الْمَرْأَةُ بِجُزُرٍ وَ لَبَنٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّ الْجُزُرَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ، فَسَأَلَهَا عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ ـ مسند أحمد ـ (١٧٨٣٩)

অর্থঃ- ইয়া'লা বিন মুররা ছাকাফী (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে তিনটি জিনিস দেখলাম।

(ক) আমরা তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে পানি আনীত(বহনকৃত) একটি উটের পার্শ্ব দিয়ে চলে গেলাম, যখন উটটি তাঁকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) দেখল সে গর্জন করে তার গ্রীবাদেশের অগ্রভাগ অবদমিত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দাঁড়ায়ে/থেমে বললেন: এই উটটির মালিক কোথায়? সে আসল, অতপর তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তুমি উহা আমার নিকট বিক্রি কর, সে বলল: না, বরং আমি উহা আপনাকে দান করব, তিনি বললেন: না, তুমি উহা আমার নিকট বিক্রি কর, সে বলল: না, বরং আমি উহা আপনাকে দান করব, এটা হচ্ছে আহলি বাইতির জন্যে যাদের এটা ছাড়া অন্য কোন জীবিকা নেই। তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তুমি উটের বিষয় বললে ঠিকই, উট কিন্তু বেশী কাজের ও কম খাদ্যের অভিযোগ করছে, তোমরা

তার সাথে ভাল আচরণ কর, **খ)** তিনি(ইয়া”লা বিন মুররা ছাকাফী)বললেন: অতপর আমরা ভ্রমন করে এক মনজিলে গিয়ে অবতরন করলাম, পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘুমালে এক গাছ মাটি চিড়ে এসে তাঁকে ঢেকে ফেলল অতপর গাছটি তার স্বস্থানে ফিরে গেল। যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন: এটা একটি গাছ যা তার প্রভূর নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন।

(গ) তিনি(ইয়া”লা বিন মুররা ছাকাফী)বললেন: অতপর আমরা ভ্রমন করে পানির পাশ দিয়ে চলে গেলে একজন মহিলা তার পাগলামিগ্রস্ত একটি ছেলে নিয়ে তাঁর নিকট আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার(ছেলেটির)নাকে ধরে বললেন: তুমি বের হও, আমি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ, তিনি(ইয়া”লা বিন মুররা ছাকাফী)বললেন: অতপর আমরা ভ্রমন করে যখন ভ্রমন থেকে ফিরে এসে ঐ পানির পার্শ্ব দিয়ে গেলাম, তখন ঐ মহিলাটি উট / ভেড়া বা ভেড়ার গোস্ত ও দুধ নিয়ে আসলে তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)মহিলাটিকে উট / ভেড়া বা ভেড়ার গোস্ত ফেরত নিতে আদেশ করলেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে আদেশ করলে তারা দুধ পান করলেন, অতপর তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) মহিলাটিকে তার সন্তানটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমরা এরপর তার(ছেলেটির)থেকে কোন সন্দেহ দেখিনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৭৮৩৯ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُوْنَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِمْ ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاؤُوا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِي عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا، وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَ النَّخْلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَقَامُوا فَدَخَلَ الْحَائِطَ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ،وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ، فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَاكَانَتْ قَطُّ، حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا نَبِيَّ اللهِ هَذِهِ بَهِيْمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ، وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ، وَلَو صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَو كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ قَرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ و الصَّدِيْدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ـ مسند أحمد ـ (١٢٨٠٩)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আনসার পরিবারের পানি আনীত(বহনকৃত)একটি উট ছিল।আর সে উটটি তাদের অবাধ্য হয়ে তাদেরকে এর পিঠটি দিতে(ব্যবহার করতে) অস্বীকার করল,তারা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট এসে বলল: আমাদের একটি উট আছে,উহা আমাদের অবাধ্য হয়ে আমাদেরকে তার পিঠ ব্যবহার করতে অস্বীকার করল,অথচ শস্য ও খেজুর গাছ পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে। (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা উঠ,তারা উঠল, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) উটটি কোন এক কোনে থাকা অবস্থায় প্রাচীরে প্রবেশ করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উহার (উটটির) দিকে চললে আনসারগণ বললেন: হে আল্লাহর নবী, সে(উটটি) কুকুরের মত হয়ে গেছে, আমরা ভয় করছি উহা আপনার উপর আক্রমণ করে ফেলবে। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন:উহার পক্ষ থেকে আমার কোন অসুবিধা নেই, যখন উটটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দিকে তাকাল তখন উটটি তাঁর(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার)দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে সেজদায় পড়ে গেল । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)উহার কপালটি ধরলে উহা এতই বশীভূত হয় গেল যে কখনো উহার কপাল এরকম হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) উটটিকে কাজে লাগিয়ে দিলেন । সাহাবীগণ তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর নবী, এটাতো পশু,বুঝেনা, এটা আপনাকে সেজদা করেছে, আমরাতো বুঝি, আমরা আপনাকে সেজদা করার বেশী অধিকারী, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: মানুষ মানুষকে সেজদা করার উপযুক্ত নয়,যদি মানুষ মানুষকে সেজদা করার উপযুক্ত হত, তা হলে আমি মহিলাকে তার উপর তার স্বামীর মহানত্বের কারণে তার স্বামীকে সেজদা করতে আদেশ দিতাম। যার হাতে আমার প্রান তার শপথ,যদি স্বামীর পা থেকে মাথার সিথি পর্যন্ত পুঁজ বাহিত ক্ষত থাকে অতপর তার স্ত্রী সাদরে(জিহবা

দিয়ে) চেটে দেয় তা হলেও সে তার স্বামীর হক বা অধিকার আদায় করে নি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১২৮০৯।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا الْعِذْقَ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ فِي الْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَنْقُرُ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ: " ارْجِعْ " فَرَجَعَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ــ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ (٥٠٦٨)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন আ'রাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল: আমি কিরূপে চিনব যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসুল? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তুমি কি মনে কর, যদি আমি এই খেজুর গাছটির খেজুরের কাঁদি বা গুচ্ছকে ডাকি (আর যদি উহা আমার ডাকে সাড়া দেয় তা হলে কি তুমি স্বাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল? সে বলল: হা! তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খেজুরের কাঁদি বা গুচ্ছকে ডাক দিলে উহা খেজুরের গাছ থেকে পড়তে লাগল, অতপর সে উহা কুঁড়াতে কুঁড়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট আসলে তিনি উহাকে (খেজুরের কাঁদি বা গুচ্ছকে) বললেন: চলে যাও, সে চলে গেল, তারপর উহা পুনরায় তার নিজ যায়গায় ফিরে গেলে সে(আরাবী) বলল: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসুল । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৫০৬৮।

ছষ্ট হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، (حَدِيْثُ الضَّبِّ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ فِي مَحْفِلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيْمٍ قَدْ صَادَ صَيْدًا، وَ جَعَلَهُ فِي كَمِّهِ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَحْله، فَرَايَ جَمَاعَةً ، فَقَالَ: عَلَى مَنْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ ؟ فَقَالُوا : عَلَى هَذَا اللَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَشَقَّ النَاسَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَااشْتَمَلَتْ النِّسَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَكْذَبُ مِنْكَ ،وَلاَ أَبْغَضُ ، وَلَو لاَ أَنْ يُسَمِّيْنِي قَوْمِي عَجُولاً لَعَجَّلْتُ عَلَيْكَ، فَقَتَلْتُكَ، فَسَرَّرْتُ بِقَتْلِكَ النّاسَ جَمِيْعًا، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، دَعْنِي أَقْتُلُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الحَلِيْمَ كَادَ أَنْ يَكُوْنَ نَبِيًّا ؟

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَ الْعُزَّي لاَ آمَنْتُ بِكَ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "يَا أَعْرَابِي، مَاحَمَلَكَ عَلَى أَنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، وَ قُلْتَ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَمْ تُكْرِمْ مَجْلِسِي ؟ فَقَالَ: وَتُكَلِّمُنِي أَيْضًا ـ اِسْتِخْفَافًا بِرَسُوْلِ اللهِ ـ وَاللَّاتِ وَ الْعُزَّي لاَ آمَنْتُ بِكَ،أَوْ يُؤْمِنُ بِكَ هَذَا الضَّبُّ ؟ فَأَخْرَجَ ضَبًّا مِنْ كَمِّهِ ، وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ آمَنَ بِكَ هَذَا الضَّبُّ آمَنْتُ بِكَ ـ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "يَا ضَبُّ !" فَتَكَلَّمَ الضَّبُّ بِكَلَامِ عَرَبِيِّ مُّبِيْنٍ، يَفْهَمُهُ الْقَوْمُ جَمِيْعًا: لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ! فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : فَمَنْ تَعْبُدُ ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ، وَ فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ . قَالَ: " فَمَنْ أَنَا، يا ضَبُّ ؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ ــ

فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا، لَقَدْ أَتَيْتُكَ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ هُوَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَ اللهِ لَأَنْتَ السَّاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي،وَمِنْ وَالِدِي، وَقَدْ آمَنْتُ بِكَ بِشَعْرِي،وَبَشَرِي، ,ضَدَاخِلِي، وَخَارِجِي، وَسِرِّي وَعَلاَنِي .

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : " الْحَمْدُ لِللَهِ اللَّذِي هَدَاكَ إِلَى هَذَا الدِّيْنِ الَّذِي يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى لاَ يَقْبَلُهُ اللهُ إِلاَّ بِصَلاَةٍ، وَلاَ يَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلاَّ بِقُرْآنِ "فَعَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم (الْحَمْدُ) و(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَسْطِ وَلاَ الرَّجْزِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :"إِنَّ هَذَا كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَيْسَ بِشِعْرٍ، إِذَا قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)مَرَّةً، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ،وَإِذَا قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مَرَّتَيْنِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ ، وَإِذَا قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ "، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : نِعْمَ الْإِلَهُ إِلَهُنَا، يَقْبَلُ الْيَسِيْرَ وَيُعْطِي الْجَزِيْلَ ـ ــــــــــــــــــ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ

مِنْ عِنْدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ، فَلَقِيَهُ أَلْفُ أَعْرَابِيٍّ عَلَى أَلْفِ دَابَّة، بِأَلْفِ رُمْحٍ، وَأَلْفِ سَيْفٍ، فَقَالَ لَهُمْ : أَيْنَ تُرِيْدُوْنَ ؟ فَقَالُوا: نُقَاتِلُ هَذَا الَّذِي يَكْذِبُ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، قَالُوا لَهُ صَبَوْتَ ؟ قَالَ: مَاصَبَوْتُ، وَحَدَّثَهُمْ الْحَدِيْثَ ، فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ،فَبَلَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَتَلَقَّاهُمْ بِلاَ رِدَاءٍ، فَنَزَلُوا عَنْ رِكَابِهِمْ يُقَبِّلُوْنَ مَوَلَّوالِ مِنْهُ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ، فَقَالُوا : مُرْنَا بِأَمْرٍ يُحِبُّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: " تَكُوْنُوْنَ تَحْتَ رَايَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ" قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ آمَنَ مِنْهُمْ أَلْفُ رَجُلٍ جَمِيْعًا غَيْرَ بَنِي سَلِيْمٍ ـــــ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِيْ (٥٩٩٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহ আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) কোন এক মাহফিলে ছিলেন ।এমনি সময়ে বনী সালিমের একজন লোক আসল যে কোন একটি শিকার করে তা তার আস্তিনে রেখে তা নিয়ে তার বাসস্থানে চলে গিয়ে একটি দল দেখে বলল: কাদের জন্যে এই দল? তারা বলল: এর জন্যে যে মনে করছে যে, সে নবী, (এই কথাটি) মানুষের(সাহাবীদের রাদিআল্লাহু আনহুম)কষ্ট লাগল ।অতপর লোকটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ, কথা জানে এমন কোন মহিলাই তোমার চেয়ে বেশী মিথ্যাবাদী ও ঘৃন্য নয়, আমার সম্প্রদায় যদি আমাকে তাড়াহুড়াপ্রিয় বা তড়িৎ মনে না করত তা হলে আমি তোমাকে হত্যার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে সন্তষ্ট করতাম ।হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমাকে তাকে হত্যা করতে দিন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, তুমি কি জাননা নিশ্চয় সহনশীলই নবী হয়?

অতপর সে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট অগ্রসর হয়ে বলল: লাত, উজ্জার শপথ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব না, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন, হে আরাবী, কি সে তোমাকে বাধ্য করেছে তুমি যা বলার বলতে, অসত্য বলতে ও আমার মজলিসকে অসম্মাণ করতে? সে রাসুলুল্লহিকে অবজ্ঞা করে বলল: আবারো কথা বলছ? লাত, উজ্জার শপথ, আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করব না, আমার গোসাপও তোমাকে বিশ্বাস করবেনা, এই বলে সে তার আস্তিন থেকে গোসাপটি বের করে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সামনে রেখে বলল: যদি এই গোসাপ তোমাকে বিশ্বাস করে তা হলে আমিও তোমাকে বিশ্বাস করব, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: হে গোসাপ! গোসাপ এমন স্পষ্ট আরবীতে কথা বলল সম্প্রদায়ের সকলেই বুঝল: গোসাপ বলল: **لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ !** রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা গোসাপকে বললেন: তুমি কার ইবাদত কর ?সে বলল,---

((الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ، وَ فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ فَمَنْ أَنَا، يا ضَبُّ ؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ ــ))

যার আরশ আকাশে, যার বাদশাহী পৃথিবীতে, যার পথ সাগরে, যার রহমত জান্নাতে ও যার আযাব দোযখে (আমি তাঁরই ইবাদত করি)।

রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (গোসাপকে) বললেন: হে গোসাপ, আমি কে? সে বলল: আপনি(**رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ**)রাব্বুল আলামিনের রাসুল, নবীদের শেষ(শেষ নবী), যে আপনাকে সত্য জানবে সে সার্থক আর যে আপনাকে মিথ্যা জানবে সে ব্যর্থ। **আরাবী বলল: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا)** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর আপনি হচ্ছেন সত্যিই আল্লাহর রাসু। আমি আপনার নিকট এমন অবস্থায় এসেছি যখন আপনি ভুপৃষ্ঠে আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃন্য ব্যাক্তি আর এখন আপনি আমার নিকট আমার নফসের চেয়ে ও আমার পিতার চেয়ে প্রিয় এবং আমি আপনাকে আমার চুল, চামড়া দিয়ে ও ভিতরে,বাহিরে,গোপনে ও প্রকাশ্যে ঈমান আনলাম । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন : (আলহামদু লিল্লাহি)আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাকে এই দ্বীন তথা ধর্মের দিকে পথ দেখাইয়াছেন যা উপরেই থাকবে, এর উপরে কিছুই উপরে উঠবে না, আল্লাহ এই ধর্ম নামাজ ছাড়া গ্রহন করবেন না আর কুরআন ছাড়া নামাজ গ্রহন করবেন না। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে **الْحَمْدُ** এবং **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** সুরা শিক্ষা দিলেন। তখন ঐ লোকটি বলল: ইয়া

রাসুলাল্লাহি, **اَلْبَسْطِ وَلاَ الرَّجْزِ** (বাসত ও রাজযি [২১৪])তে এর চেয়ে সুন্দর কিছু শুনিনি। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন: "নিশ্চয় এটা বিশ্ব প্রভুর বাণী, এটা কোন কবিতা নয়"। যখন তুমি **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** একবার পড়বে তা হলে তখন তুমি যেন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে ফেললে, যখন তুমি **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** দুইবার পড়বে তা হলে তখন তুমি যেন কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ পড়ে ফেললে আর যখন তুমি **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** তিনবার পড়বে তা হলে তখন তুমি যেন পুরা কুরআন পড়ে ফেললে। **আরবী বলল:** আমাদের উপাস্য কতই না চমৎকার, কম গ্রহণ করে বেশী দেন।

আরবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বের হলে তার সাথে এক হাজার প্রাণীর উপর এক হাজার বর্শা ও এক হাজার তরবারীসহ এক হাজার আরবীর সাক্ষাৎ হলে সে তাদেরকে বলল: তোমরা কোথায় ইচ্ছে করছ? তারা বলল: এই যে মিথ্যা বলছে ও ধারণা করছে সে নবী তার সাথে যুদ্ধ করব । **আরবী বলল: " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ"**, তারা তাকে বলল, তুমি কি সাবী হয়ে গিয়েছ? **আরবী বলল:** আমি সাবী হয়নি, সে তাদেরকে ঘটনা বর্ণনা করলে তারা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূর্বেই বলে ফেলল- **" لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ"** ,তিনি(রাসুলুল্লাহি) তাদের সাথে বিনা চাদরেই সাক্ষাৎ করলে তারা বাহন থেকে নেমে এসেই যা থেকে তারা বিমুখ ছিল তা তারা গ্রহন করল আর বলছিল- **"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ"** । অতপর তারা বললঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পছন্দ করেন এমন কিছু আমাদেরকে আদেশ করুন, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তোমরা খালিদ বিন ওলীদের পতাকা তলে থাকবে। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: বনী সালিম ছাড়া আরবের এমন কেউ নেই যাদের থেকে এক সাথে এক হাজার লোক ঈমান এনেছে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৯৯৬।

উপরে বর্ণিত ষষ্ঠ হাদিস শরীফের সমর্থক অনুরূপ নিম্নে সপ্তম হাদিস শরীফখানা দেওয়া হল।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَن أبِي هُرَيْرَة، قَالَ : جَاءَ ذِئْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ ، قَالَ: فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلَى تَلٍّ، فَأَقْعَى و اسْتَذْفَرَ، فَقَالَ : عَمَدْتَ إِلَى رِزْقٍ رَزَقَنِيَ اللهُ ،عَزَّ و جَلَّ، انْتَزَعْتَهُ مِنِّي، فَقَالَ الرَّجُلُ: تَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبًا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ الذِّئْبُ : أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخْلاَتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَأَسْلَمَ وَخَبَّرَهُ وَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ـ مسند أحمد ـ ٨١٧)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :একটি নেকড়ে বাঘ বকরীর রাখালের নিকট এসে বকরী থেকে(বকরীর পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল উহাকে(নেকড়ে বাঘটিকে) অনুসন্ধান করে এর থেকে উহা(বরকী) ছিনিয়ে নিয়ে এল। সে(রাখাল) বলল: নেকড়ে বাঘটি একটি পাহড়ের টিলায় উঠে তার দুটি পা উঠিয়ে পাছায় বসে (রাখালকে) বলল: তুমি এমন রিজিকের দিকে মনস্থ করলে যেই রিজিক আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে দিয়েছেন, তুমি তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে। লোকটি বলল: আল্লাহর শপথ, আজকের মত কথা বলে এমন নেকড়ে বাঘ দেখিনি! নেকড়ে বাঘটি বলল: (আমি তোমার মত কথা বলছি এতে তুমি আশ্চর্য মনে করছ, জেনে নাও)এর চেয়েও আশ্চর্য (কিছু) আছে,(আর তা হচ্ছে) দুই প্রস্তর ভুমির(লাভা-ক্ষেত্রের) মাঝখানে নাখলা নামক স্থানে এমন এক লোক আছে যে তোমাদেরকে অতীত বিষয়ে এবং তোমাদের পরে সংঘটিতব্য (ভবিষ্যৎ)বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছে। লোকটি ইয়াহুদি ছিল, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে (তার ও নেকড়ে বাঘের সাথে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ)বর্ণনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বা তা বিশ্বাস করলেন বা সমর্থন করলেন । তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: এগুলো হচ্ছে কিয়ামতের সম্মুখের(পূর্বের)চিহ্নবলীর অন্তর্ভুক্ত একটি চিহ্ন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৭৮।

---

(২১৪) বাসত ও রাজযি হচ্ছে আরবী ছন্দের দুটি পদ্ধতি।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، حَتَّى إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ بَنِي النَّجَّارِ، إِذَا فِيْهِ جَمَلٌ لاَ يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ، إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَجَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَدَعَا الْبَعِيْرَ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ، حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: هَاتُوا خِطَامًا، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ـ مسند أحمد ـ (١٤٥٥٦)

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে সফর থেকে শেষ পর্যন্ত বনী নাজ্জারের প্রাচীরসমূহের কোন এক প্রাচীরের দিকে(প্রবেশ করতে)মনোযোগ দিলাম । হঠাৎ এতে এমন একটি উট দেখা গেল । যে কেহ উক্ত প্রাচীরে প্রবেশ করতে চাইলে উক্ত উট তার উপর কঠোর হয়ে যায়। মানুষেরা(সাহাবীরা)বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট উল্লেখ করলে তিনি প্রাচীরের নিকট এসে উটটিকে ডাকলে উহা তার ঠোটটিকে মাটির দিকে অবদমিত করে এসে তাঁর নিকট এসে বসে পড়ল ।তিনি(জাবের বিন আব্দুল্লাহ)বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: তোমরা নাসিকা বন্ধনী নিয়ে আস, অতপর তিনি উহাকে(উটটিকে)নাসিকে বন্ধনী পড়াইয়ে উহার মালিকের নিকট দিয়ে দিলেন। অতপর মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন: অবাধ্য জিন-মানুষ ছাড়া আকাশ-জমিনের সবকিছুই জানে যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর সাসুল(**رَسُوْلُ اللهِ**) । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৪৫৫৬।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে এবং অন্যান্য হাদিস শরীফগুলোতে উল্লেখিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নির্জীব পাথরের সালাম করা, বাথরুমের মত কাজ সম্পাদনে গাছ-পালা,বিভিন্ন বস্তুরাজি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আড়াল করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট উটের মত প্রানীর দু:খ-বেদনা প্রকাশ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সার্বক্ষণিক অদৃশ্যমান প্রানী মত ফেরেস্তাদের ও জিনের সাথে সাক্ষাৎকার দেওয়া ও কথা-বার্তা বলা এবং এসমস্ত বস্তুরাজি, প্রানীর ভাষা বুঝতে পাড়া ও তাদেরই ভাষায় কথোপকথন করার যোগ্যতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আছে এবং এ রকম অন্যান্য বিষয়ে অবাধ্য জিন-মানুষের বিশ্বাস না করায় আক্ষেপ করে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বললেন:---

إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ـ مسند أحمد ـ (١٤٥٥٦)

অর্থঃ-অবাধ্য জিন-মানুষ ছাড়া আকাশ-জমিনের সবকিছুই জানে যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসুল(**رَسُوْلُ اللهِ**)।

উপরে বর্ণিত বিষয়গলোতে এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ে যেই সমস্ত মুসলিম মানুষের ঈমান নেই পৃকৃত পক্ষে তারা মুসলিম নয় বরং তারা মুনাফিক বা কপট মুসলিম। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৪৫৫৬।

৪. মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্নঃ এখন **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৪ নং গুণ** >> **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া** সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

"মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া" গুণটিও সকল নবী-রাসুল আলাইহসসালামগণের জন্যে তাঁদের উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্যে সকল নবী-রাসুল আলাইহিমু সসালামগণকে তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে কম-বেশী **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন** করে মানুষের হিদায়াতের জন্যে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে অত্যাধিক বেশী **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা** দিয়ে বিশ্বমানবতার দয়াস্বরূপ ও কল্যাণের জন্যে এই প্রথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই, উম্মতের অভাব, চাহিদা ও যৌক্তিক দাবী পূরনের জন্যে অথবা বিরুদ্ধবাদীদের কোন জবাবের প্রেক্ষিতে কোন কোন সময়ে নবী-রাসুল আলাইহিমু সসালামগণ **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা** প্রদর্শন করে থাকেন। ফলে, **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতার** মাধ্যমে তাঁদের উম্মতগণের অভাব, চাহিদা ও যৌক্তিক দাবী পূরন হলে তাঁদের উম্মতগণ প্রবোধ ও প্রশান্তি লাভ করেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৪ নং গুণ>> মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার<<** কার্যাবলীর কতগুলো উদাহরণ হাদিস শরীফ থেকে নিম্নে দেওয়া হল ।

(৬) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا، إِذْ جَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: مَاشَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ لَيسَ لَنَا مَاءٌ نَشْرَبُ مِنْهُ ،وَلاَ مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِه، إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ، فشَرِبْنَا جَمِيْعًا وَتَوَضّأْنَا، فَقُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ كَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَةً ،ــ ــ مسند أحمد ـ (١٤٧٤٦)

অর্থঃ- হযরত জাবের (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হুদায়বিয়ার দিন(মুসলিম) মানুষেরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট থাকা পানির পাত্র থেকে ওজু করা অবস্থায় পিপাসার্ত হলেন। এমনি সময়ে মুসলিম মানুষেরা তাঁর দিকে ক্রন্দনের উপক্রম হলে তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থা কি? তারা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনার নিকট থাকা পানি ব্যতীত আমাদের পানি পান করার পানি নেই, ওজু করার পানি নেই। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাত(মুবারক)পানির পাত্রে রাখতেই ঝর্নার মত তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও ওজু করলাম। আমি(জাবের)বললাম: তোমরা কতজন ছিলে? তিনি বললে, আমরা পনের শত ছিলাম, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তাও যথেষ্ট হত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৭৭৪৬।

উপসংহারঃ উপরে এই পর্যন্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ<< **১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া , ২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ,৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ।**

৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া >> সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন কারী হচ্ছে মুমিন। আর এর বিপরীত বিশ্বাস কারী বা এর বিরোধী মত পোষণ কারী হচ্ছে মুনাফিক বা কপট মুমিন/কপট মুসলিম। এই ধরণের মুনাফিক বা কপট মুমিন/কপট মুসলিম এবং ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের)বেলায়ই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে বলেছেন:---

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: مَنْ سَمِعَ بِيْ مِنْ أُمَّتِيْ ، أَوْ يَهُوْدِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ مسند أحمد ـ (١٩٨٤٥)

অর্থঃ- হযরত মুসা আল-আশআরী(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমার উম্মতের এবং ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের) যেই আমার সম্পর্কে শুনে আমার প্রতি ঈমান আনেনি সে বেহেস্তে যাবে না ।

মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং – ১৯৮৪৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণকে মনে-প্রানে বিশ্বাস না করায় তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত মুসলিমকে ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের)সারিতে রেখেই বলেছেন **"আমার উম্মতের এবং ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের) যেই আমার সম্পর্কে শুনে আমার প্রতি ঈমান আনেনি সে বেহেস্তে যাবে না"**। উপরোক্ত হাদিস শরীফে একজন মুসলিমকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মত স্বীকার করা সত্বেও বেঈমান বলেছেন। এর কারণ হল এই যে, যেই মুসলিমই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণকে মনে-প্রানে বিশ্বাস না করবে বাস্তবে সে প্রকৃত মুসলিম নয় বরং সে বাহ্যত মুসলিম সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত, বাস্তবে সে হচ্ছে মুনাফিক বা কপট মুমিন/কপট মুসলিম।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণের মধ্যে প্রথম গুণটি<< **১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়ার** দুটি বিষয় যেমন- **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান সয়ংক্রিয়**

الْغَيُبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় সম্পর্কে উভয়টিকে পৃথক পৃথক যায়গায় উভয়টির জন্যে পৃথক পৃথক উদাহরণ দিয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছি ।

এখন আরো অধিক বোধগম্যের জন্যে **الْغَيُبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়>> ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيُبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান সয়ংক্রিয় الْغَيُبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** সম্পর্কে উভয়টিকেই একসাথে সমন্বয় করে হাদিস শরীফের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা যেমন হাদিস শরীফে আছে---

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُوْنَ خَلْفَهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ، وَقَرَّ ذٰلِكَ فِى نَفْسِهِ ،فَجَلَسَ،حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ،لِئَلاَّ يَقَعَ فِى نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيْهِمَا رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ دَفَنْتُمْ هَاهُنَا الْيَوْمَ ؟ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ، فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، قَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الآنَ، وَيُفْتَنَانِ فِى قَبْرِهِمَا، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، فِيْمَ ذَاكَ ؟ قَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلِمَ فَعَلْتَ ؟ لِيُخَفَّفَنَّ عَنْهُمَا، قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ، وَ حَتَّى مَتَى هُمَا يُعَذَّبَانِ ؟ قَالَ: غَيْبٌ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ، وَلَوْ لاَ تَمْرِيْجُ قُلُوْبِكُمْ أَوْ تَزَيُدُكُمْ فِى الْحَدِيْثِ لَسَمِعْتُمْ مَاأَسْمَعُ — مسند أحمد - (٢٢٧٢٣)

অর্থ- হযরত আবু উমামাতা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা প্রচন্ড গরমের দিনে বাকিই'ল গারক্বাদের পার্শ দিয়ে চলে গেলেন, তিনি(হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহ আনহু) বললেন: মানুষ তাঁর পিছনে চলছিল ছিল, তিনি(হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহ আনহু)বলেন: যখন তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)জুতার আওয়াজ শুনলেন এবং তা তাঁর অন্তরে লেগে গেল, অতপর তিনি বসে পড়লেন, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাঁর সামনে অগ্রসর করলেন যাতে তাঁর অন্তরে কোন অহংকার ঢুকতে না পারে, যখন তিনি বাকিই'ল গারক্বাদের পার্শ্ব দিয়ে যাবারকালে দুটি কবর এমনভাবে দেখতে পেলেন যাহাতে দুইজন লোককে দাফন করা হয়েছে। তিনি(হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: এখানে(বাকিই'ল গারক্বাদে)এসে থেমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাবললেন: আজকে এখানে তোমরা কাকে দাফন করেছ ? তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, উমুক, উমুককে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: এখন তাদের উভয়কে আযাব দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে কবরে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তারা বললেন: সেটা কি সে? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তাদের উভয়ের একজ প্রস্রাব থেকে পবিত্র হতো না আর অপরজন চোগলখুরী নিয়ে চলত, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) একটি খেজুরের ডাল নিয়ে ভাগ করে দুটি কবরে লাগিয়ে দিলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, কেন আপনি এ কাজটি করলেন? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তাদের উভয়ের থেকে আযাব হালকা করার জন্যে, তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, **তাদের উভয়কে কখন পর্যন্ত আযাব দেওয়া হবে?** তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন:(এটা **الْغَيُبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়,** আল্লাহ ছাড়া এটা কেউ জানে না, আর যদি তোমাদের অন্তরের বিশৃঙ্খলা না থাকতো ও কথা-বার্তায় তোমাদের বৃদ্ধি না থাকত তাহলে তোমরাও শুনতে আমি যা শুনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -২২৭২৩।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يُوصِيْهِ، وَمُعَاذُ رَاكِبٌ، وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَي أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هٰذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هٰذَا وَ قَبْرِي، فَبَكَى مُعَاذُ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوا وَ حَيْثُ كَانُوا — مسند أحمد - (٢٢٤٧٦)

অর্থঃ- হযরত মুআ'য বিন জাবাল(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে ইয়ামিনে পাঠালেন তখন তাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যে তার সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও বের হলেন।মুআ'য(রাদিআল্লাহ আনহু) আরোহী অবস্থায় আর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তার বাহনের নীচে চলছিলেন, যখন উপদেশ দেওয়া থেকে অবসর হলেন তখন বললেন: হে, মুআ'য, খুব সম্ভবত এ বৎসরের পর তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবেনা, আর তুমি হয়ত আমার মসজিদ ও আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে

যাবে, হযরত মুআ'য(রাদিআল্লাহ আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিচ্ছেদের জন্যে কাঁদলেন। তারপর, তিনি মদিনার দিকে মুখ করে চেয়ে থেকে বললেন: নিশ্চয় মুত্তাকিন বা আল্লহভীরুরা যে যেখানে থাকুন তারা মানুষের মধ্যে আমার আপনজন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -২২৪৭৬।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ের **প্রথম হাদিস** শরীফখানাতে বর্ণিত দুইটি কবরের আযাব দেখে উভয়টিতে খেজুরের ডাল ভেঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন উভয় কবরের অযাব হালকা করা হবে । সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন, **কতকাল আযাব দেওয়া হবে,** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: (এটা)**اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়,** আল্লাহ ছাড়া এটা কেউ জানে না । অত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আযাব দেখার বিষয়টি **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান সয়ংক্রিয় اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় আর **কতকাল আযাব দেওয়া হবে** বিষয়টি **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের সাথে** সংশ্লিষ্ট বিষয়।

তদ্রূপই **দ্বিতীয় হাদিস** শরীফখানাতে হযরত মুআ'য বিন জাবালকে আগাম সংবাদ দেওয়া যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এই বৎরের পর হযরত মুআ'য বিন জাবালের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার বর্ণনার বিষয়টি **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান সয়ংক্রিয় اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার দিন, তারিখ ও সময় অজ্ঞাত রাখা বা থাকা বিষয়টি **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের সাথে** সংশ্লিষ্ট বিষয় । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ >> **১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া , ২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ,৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ।**

৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া << সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা সমাপ্ত করতে পারায় মহান আল্লাহ তাআ'লার অগণিত প্রশংসা করছি>> **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ**। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা থেকে আশা করা যায় উলামাকেরামগণ উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্তঃ

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফ উপস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান বিষয়টির উপসংহার তথা সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই >--

عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا ـ مُسْنَدِ أَحْمَدَ، (٢٣٣٥٤)

অর্থঃ- হযরত আবু যায়দ আনসারী (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের নিয়ে সকালের নামাজ(ফজর নামাজ)পড়লেন, তারপর তিনি মিম্বরে উঠে আমাদেরকে ভাষণ দিলেন, এমনিতে জোহর উপস্থিত হল(জোহরের নামাজের সময় হল), তারপর তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে জোহরের নামাজ পড়লেন, তারপর তিনি মিম্বরে উঠে আমাদেরকে ভাষণ দিলেন, এমনিতে আসর উপস্থিত হল(আসরের নামাজের সময় হল), তারপর তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে আসরের নামাজ পড়লেন, তারপর তিনি মিম্বরে উঠে আমাদেরকে ভাষণ দিলেন, এমনিতে সুর্য অদৃশ্য হল(সুর্য অস্তমিত হল), অতপর তিনি অতীতে যা হয়ে গেছে(ঘটে গেছে) এবং ভবিষ্যতে যা হবে(ঘটবে)বর্ণনা দিলেন। অতএব, আমাদের মাঝে যে বেশী জ্ঞানী তিনিই বেশী মুখস্তকারী(আমাদের মাঝে যে বেশী জ্ঞানী তিনিই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক ভুত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় সব বর্ণিত বিষয় বেশী মুখস্তকারী), মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৩৫৪।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ উপসংহার, সিদ্ধান্তসহ উপরে বর্ণিত বিস্তারিত আলোচনা থেকে বুঝব গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক ভুত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় সব বর্ণিত বিষ থেকে বুঝা গেল ভুত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় কোন কিছুই অবষ্টি এমন কিছু নেই যা কিনি বলেন নাই। বর্তমান কালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময় কালের)** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট আলিম ও কতক সাধারণ মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **সার্বক্ষণিক উপস্থিত ও সর্বদা বিদ্যমান সয়ংক্রিয় الْغَيْبُ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সম্বলিত উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সংশোধিত হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হল।

সমাপ্ত

সুচিপত্রঃ
"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসা" ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা প্রসঙ্গ ।

শিরোনামঃ >>"- "التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) তথা **(পাপ থেকে) ফিরে আসা , الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা **ক্ষমা প্রার্থনা করা ও ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা **আল্লাহর যিকির করা বা আল্লাহর স্বরণ করা প্রসঙ্গ সম্পর্কে জানি ।<<**

সূচনাঃ সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার যিনি মানুষ ও জিন জাতিকে সঠিক পথে চলার জন্যে কতগুলো হুকুম বা নির্দেশ দিয়েছেন। এই হুকুম বা নির্দেশগুলো হচ্ছে তিন প্রকার । যেমন-
১. **الْأَمْرُ** (আল-আমর) তথা আদেশ ।
২. **النَّهْيُ** (আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ ।
৩. **التَّوْبَةُ** (আত-তাওবা) বা ফিরে আসা(অনুতাপ-অনুশোচনা করা)।

উপরোক্ত তিন প্রকার নির্দেশের কার্যকারিতাঃ

১. মহান আল্লাহ তাআ'লার **الْأَمْرُ** (আল-আমর) তথা আদেশ পালন হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাথে বন্ধুত্ব ও যোগসুত্রের মাধ্যম।
২. মহান আল্লাহ তাআ'লার **النَّهْيُ** (আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ থেকে বিরত থাকা হচ্ছে ইসলামি বিষয়ের সকল ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যম।
৩. উপসংহারে আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার তৃতীয় নির্দেশ **"التَّوْبَةُ"**(আত-তাওবা) বা ফিরে আসা নামক প্রসঙ্গটি প্রথম আলোচনা করব। **"التَّوْبَةُ"**(আত-তাওবা) বা ফিরে আসা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার **الْأَمْرُ** (আল-আমর) তথা আদেশ ও **النَّهْيُ** (আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ থেকে বিরত থাকতে অপরাগ বা ব্যর্থ বন্দাকে **الْأَمْرُ** (আল-আমর) তথা আদেশ ও **النَّهْيُ**(আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ বর্জনের কারণে সংঘটিত বা কৃত পাপ প্রত্যাখান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পুনরায় ফিরে আসার জন্যে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশমূলক আদরের আহবান। মহান আল্লাহ তাআ'লার তিনটি হুকুম বা নির্দেশের মধ্যে তৃতীয় নির্দেশ>> "**التَّوْبَةُ**"(আত-তাওবা)<< পালনে বা বাস্তবায়নে ব্যর্থ বান্দাকে মহান আল্লাহ তাআ'লা দোযখে নিক্ষেপ করবেন । কারণ সে মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশমূলক আদরের আহবানকে সাদরে গ্রহন করেনি বরং উপেক্ষা করেছে ও প্রত্যাখান করেছে। সেই জন্যেই বর্তমান উপসংহারে আমি " **التَّوْبَةُ(আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসা"** প্রসঙ্গটি সম্পর্কে খুবই গুরুত্বের সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । এই বিষয়ে এখানে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের আদেশমূলক আয়াতের উদ্ধৃতি ও পরে হাদিস শরীফের বাণী উল্লেখ করব। হাদিস শরীফের বাণীর মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষ জানতে পারবেন " **التَّوْبَةُ (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার ফলাফল, উপকারিতা কতটুকু ।**
এই " **التَّوْبَةُ(আত-তাওবা)** বা **(পাপ থেকে) ফিরে আসার** অধ্যায়টিতে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনটি বিষয় হচ্ছে--
১. **"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা)** তথা **(পাপ থেকে) ফিরে আসা**
২. **الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা **ক্ষমা প্রার্থনা করা**
৩. **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা **আল্লাহর যিকির করা বা আল্লাহর স্বরণ করা।**
সর্বপ্রথম **"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা)** তথা **(পাপ থেকে) ফিরে আসা** প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে **الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা **ক্ষমা প্রার্থনা করা** ও **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা **আল্লাহর যিকির করা বা আল্লাহর স্বরণ করা** নিয়ে আলোচনা করা হবে।
সর্বপ্রথম বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদরমাখা নির্দেশ ও নির্দেশমূলক আদরের আহবান >> **"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা)** তথা **(পাপ থেকে) ফিরে আসা** প্রসঙ্গ নিয়ে আল্লাহ তাআ'লার মেহেরবাণীতে আলোচনা শুরু করছি।

পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিঃ

تُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ــ سُوْرَةُ النُّوْرِ ــ الْأَيَةُ (٣١) (١)

অর্থঃ- হে ঈমানদারগণ তোমরা (পাপ থকে বিরত হয়ে) আল্লাহর দিকে ফিরে এসো (তাওবা করো,অনুতপ্ত হও)। তা হলে তোমরা সফল হবে । সুরা আন-নুর,আয়াত নং-৩১।

إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا ــ سُوْرَةُ التَّحرِيْمِ ــ الْأَيَةُ (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوا (٢)

অর্থঃ- হে ঈমানদারগণ তোমরা (পাপ বিরত হয়ে) আল্লাহর দিকে খালেসভাবে ফিরে এসো(তাওবা করো, অনুতপ্ত হও) ।সুরা আত-তাহরিম,আয়াত নং-৮।

উপরে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতেই **(১ ও ২)** মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে **"التَّوْبَةُ"** (আত-তাওবা বা অনুতাপ-অনুশোচনা) বা পাপ থেকে ফিরে আসার জন্যে আদরমাখা নির্দেশ দিয়েছেন । পরবর্তীতে উপরে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতে **(১ ও ২)** বর্ণিত বিষয়াবলী বাস্তবে পালনকারী বন্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-------------------------------------

(٣) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةُ (٢٢٢)

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন (অনুতপ্ত বান্দাদেরকে ভালবাসেন) এবং পরিচ্ছন্নতা প্রিয়দেরও ভালবাসেন। সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২২২ ।

হাদিস শরীফের উদ্ধৃতিঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَلاَ عَبْدٌ سَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ ـ مسند أحمد ـ (٤٣٥٤)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: কোন বান্দা এমন আছ কি সে আমার নিকট চাইলে আমি তাকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত দিব। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৩৫৪।

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ مسند أحمد (١٩٩٢٨+١٩٨٣٨)

অর্থঃ- হযরত আবু মুসা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা পশ্চিম দিক থেকে সুর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত রাতের পাপী التَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করার জন্যে দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন আর দিনের পাপী التَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করার জন্যে রাতের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৯৮৩৮+১৯৯২৮।

"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা, ফলাফল ও উপকারিতা এবং নেক কর্ম করার তাওফিকের বর্ণনা ।

"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসা" ব্যতীত বান্দা পবিত্র হয়না । আর বান্দা পাপ বা গুনাহ থেকে পবিত্র না হলে তার কোন নেক বা ভাল কর্ম আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনীয় হয় না । যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ سُوْرَةُ الْمائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (٢٧)

অর্থঃ- আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং-২৭। পাপ বা গুনাহে নিমজ্জিত বান্দার জন্য পুনরায় নতুন করে সুন্দর জীবন গঠন করার জন্য ও নতুন করে আমল শুরু করার জন্য এবং তার কৃত নেক বা ভাল কর্ম আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনীয় হওয়ার জন্য **"التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসার"** প্রয়োজন হয়।

হাদিস শরীফের বাণীঃ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِى كِتَابِهِ ((كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ـ)) سنن ابْنُ مَاجَه ـ (٤٢٤٤)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:"নিশ্চয় মুমিন যখন পাপ করে তখন তার ক্বালব বা হৃদয়ে কালো দাগ পড়ে, যদি সে তাওবা করে আর সে (তা হৃদয় থেকে কালো দাগ) বের করে দেয় ও **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার ক্বালব বা হৃদয় পরিস্কার হয়ে পড়ে,যদি পাপ বেড়ে যায় তখন কালো দাগও বেড়ে যায়। এটাই হচ্ছে (হৃদয়ের)মরীচা যার বিষয়ে আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন **((كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ))** অর্থঃ-কখনো না, বরং তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের হৃদয়ে মরীচা পড়ে গেছে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৪৪।

عَنِ ابْنِ مَعْقِلَ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ "النَّدَمُ تَوْبَةٌ " ـ سنن ابْنُ مَاجَه ـ (٤٢٥١)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মা'কিল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহর নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনি: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "অনুশোচনাই হচ্ছে তাওবা"। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫১।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ " كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرٌ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَابُوْنَ" ـ سنن ابْنُ مَاجَه ـ (٤٢٥٢)

অর্থঃ-হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপী, পাপীদের মধ্যে তাওবাকারীই হচ্ছে উত্তম। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২।

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ " التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ـ سنن ابْنُ مَاجَه ـ (٤٢٥٠)

অর্থঃ-হযরত উবায়দাতা বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ পাপ থেকে তাওবকারী হচ্ছে তার মত যার গুনা বা পাপ নেই(নিস্পাপ)। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ ـ

سنن ابْنُ مَاجَه ـ (٤٢٤٨)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যদি তোমরা পাপ করেই থাক এমনকি তোমাদের পাপসমূহ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর তোমরা তাওবা তথা পাপ থেকে ফিরে আস তিনি(আল্লাহ) তোমাদের তাওবা গ্রহণ করবেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৪৮ ।

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَ عَبْدِ اللهِ أَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثَيْنِ: حَدِيْثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " للَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ، مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ،مَعَهُ رَاحِلَةٌ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَبُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَ قَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيْه، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوْتَ، فَوَضَعَ رَأْسَه عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُرْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ ـ مُسْلِمُ (٢٧٤٤) + سنن ابْنُ مَاجَه ـ (٤٢٥٧)

অর্থঃ-হযরত হারিছ বিন সুওয়াইদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহকে তাঁর রোগক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গেলে তিনি আমাদেরকে দুটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করলেন। একটি হাদিস শরীফ নিজ থেকে অন্যটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে। তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবা করাতে বিপদজনক মরুভুমিতে পড়ে থাকা এমন একজন লোকের

চেয়ে বেশী আনন্দিত যার সাথে বাহন আছে, এর উপর খাদ্য ও পানীয়ও আছে, অতপর সে ঘুমিয়ে গেলে জাগ্রত হয়ে দেখে বাহনটি চলে গেছে, অতপর সে উহা অনুসন্ধান করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে গেল। তারপর সে বলল: আমি আমার সেই যায়গায় ফিরে যাব যেখানে আমি ছিলাম, আমি মৃত্যু পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকব, অতপর সে তার মাথা মরে যাওয়ার জন্যে তার বাহুতে রাখল। জাগ্রত হয়ে সে তার বাহনটিকে উহার উপর পাথেয়, খাদ্য ও পানীয়সহ তার নিকট দেখতে পেল । আল্লাহ তাআ'লা বাহন ও পাথেয়সহ এই লোকটির চেয়ে বেশী আনন্দিত। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৪৪+সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস মরীফ নং-৪২৫৭।

উপরোক্ত **৩নং** হাদিস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, তাওবাকারী বান্দার তাওবাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা অত্যাধিক আনন্দিত।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِى النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ وَيَقُوْلُ لَهُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ قَالَ: ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَ الْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ـــ مسند أحمد (٥٥٣٧)

অর্থঃ-হযরত সাফওয়ান বিন মুহরিয (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনু ওমরের (রাদিআল্লাহু আনহু) হাত ধরে ছিলাম এমনি সময়ে তাঁর নিকটে একজন লোক উপস্থিত হয়ে বলল: আপনি কিয়ামত দিবসে (আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার) গোপন কথা বা নিভৃত আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কেমন বলতে শুনেছেন? তিনি(ইবনু ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুমিনকে তাঁর নিকটে এনে তিনি তাঁর ছায়া বা পর্দা মুমিনের উপর রেখে মানুষ থেকে গোপন করে বা আচ্ছাদিত করে তার পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে তাকে বলবেন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন শেষ পর্যন্ত তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা)যখন তার সব পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে দেখবেন যে, সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে(ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হচ্ছে) তখন তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা)তাকে বলবেন আমি নিশ্চয় তোমার পাপগুলো দুনিয়াতেই তোমার নিকটে গোপন করেছিলাম আজকের দিনে তোমাকে মাফ করে দিব। তিনি(ইবনু ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: অতপর তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) তাকে তার নেককর্মের কিতাব বা আমলনামা দিবেন। আর কাফির ও মুনাফিকদের বেলায় স্বাক্ষীগণ বলবেন, এরা তাদের প্রভুর উপর মিথ্যাচার করেছে, সাবধান আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাৎ জালিমদের উপর। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৫৩৭।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى قَالَ يُدْنُوْ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أَى يَسْتُرُهُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَتَعْرِفُ فَيَقُوْلُ رَبِّ أَعْرِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَتَعْرِفُ فَيَقُوْلُ رَبِّ أَعْرِفُ،يَعْنِي فَيَقُوْلُ أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ وَ يُعْطِى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَ الْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ ((هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ)) ـــ مسند أحمد (٥٩٣٠)

অর্থঃ- হযরত সাফওয়ান বিন মুহরিয (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ইবনু ওমর তাওয়াফ করছেন এমনি সময়ে একজন লোক উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল: হে আব্দুর রহমান, আপনি কিয়ামত দিবসে (আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার) গোপন কথা বা নিভৃত আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কেমন বলতে শুনেছেন? তিনি(ইবনু ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: মুমিনকে তাঁর প্রভুর নিকটে আনা হবে যেন সে ভেড়ার বাচ্ছা, অতপর তিনি তাঁর ছায়া বা পর্দা মুমিনের উপর রেখে মানুষ থেকে গোপন করে বা আচ্ছাদিত করে তাকে বলবেন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন অর্থাৎ তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) (তাকে) বলবেন আমি নিশ্চয় (তোমার)পাপগুলো দুনিয়াতেই তোমার নিকটে গোপন করেছিলাম আজকের দিনে তোমাকে মাফ করে দিব। আর তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) তাকে তার নেককর্মের সহীফা বা আমলনামা দিবেন। আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে স্বাক্ষীগণের নিকটে ডাকা হবে(উপস্থিত করে বলবেন), এরা তাদের প্রভুর উপর

মিথ্যাচার করেছে, সাবধান আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাৎ জালিমদের উপর। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-।

উপরোক্ত **৪ ও ৫ নং** হাদিস শরীফ থেকে জানতে পারলাম যে, সত্যিকার তাওবাকারী মুমিন বান্দাকে তার পাপ সম্পর্কে পর্দার ভিতরে গোপনে কথা বা নিভৃত আলাপ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন এমন অত্যাধিক সম্মাণ প্রদর্শন করবেন যেমন একজন সত্যিকার আলিমকে কিয়ামতের দিন সম্মাণ করবেন । মুমিন বান্দাকে মহান আল্লাহ তাআ'লা কখনো অসম্মাণ করবেন না। কারণ, মুমিন বান্দা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত। যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:----------------------------------

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ - "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤمِنِ" (٨٣٥٦+٦٠٨٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট মুমিনের চেয়ে কোন বস্তুই অধিক সম্মাণিত নেই"। আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪ ।

তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত ভাষ্য মোতাবেক প্রত্যেক সাধারণ মুমিন-মুসলিমকে তাকে আল্লাহ প্রদত্ত তার এই সম্মাণ টুকু মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তার জন্যে বড় নিআ'মত মনে করে ধরে রাখা উচিৎ। কিন্তু অধুনা বা আধুনিক কালের **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ অনুসারী শিষ্ট ও সভ্যজন ব্যতীত**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট অশিষ্ট ও অসভ্য আলিম-উলামাগণের মত হয়ে বা তাদের অনুসারী হয়ে উপরে বর্ণিত আল্লাহ প্রদত্ত সম্মাণটুকু নষ্ট না করতে বা না হারাতে প্রত্যেক সাধারণ মুমিন-মুসলিমকে বিনীত অনুরোধ করলাম। অধুনা বা আধুনিক কালের **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ অনুসারী শিষ্ট ও সভ্যজন ব্যতীত **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণকে অসভ্য ও বেআদব বা অশিষ্ট বলার কারণ এই যে, তারা অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর বিভিন্ন গুণ,জ্ঞানকে বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে প্রত্যাখান করে ।

যেমন তারা বলে,

(১) অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" নেই।** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নেই বলে মন্তব্য করা তাদের একটি বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতা। তারা যদি আদবী তথা শিষ্ট হত তবে তারা ভদ্র ভাষায় বলত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** আছে বা নেই আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। আমরা জানিনা।

যেমন তারা আরো বলে,

(২) অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **সৃজনশীল গুণসম্পন্ন** নবী নন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **সৃজনশীলগুণ** নেই বলে মন্তব্য করা তাদের আরো একটি বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতা। অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সর্বত্র হাজির-নাজির হওয়া হচ্ছে তাঁর একটি সৃজনশীলগুণ। তারা যদি আদবী তথা শিষ্ট হত তবে তারা এখানেও ভদ্র ভাষায় বলতে পারত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাজির-নাজির হওয়ার মত সৃজনশীলগুণ আছে বা নেই আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। আমরা জানি না । তারা যদি বিভিন্ন দল-উপদলের অনুসারী না হয়ে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ওহীপ্রাপ্ত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ হত তা হলে তারা বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন" ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন হওয়া অস্বীকার** করত না। তারা বেআদব তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "**عِلْمُ الْغَيْبِ**"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন" ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন হওয়া** অস্বীকার করায় তাদেরকে বেআদব তথা

অশিষ্ট **বলা হয়েছে ।আর** বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন" ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন** নয় ঘোষণা দিয়ে বিষয়টি উচ্ছৃঙ্খলার সাথে হৈচৈ করে ওয়াজ-মাহফিলে, সম্মেলনে, সেমিনারে, মসজিদে এবং বিভিন্ন মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করে মুসলিম মানুষের মনে আদব তথা শিষ্টাচারিতা ও ভদ্রতা, সভ্যতা ও ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলা ও উগ্রতা শিক্ষা দেওয়ায় তাদেরকে অসভ্য বলা হয়েছে। **ফলশ্রুতিতে** একে অপরের প্রতি ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহনশীল মনোভাবও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে চলছে। এইরূপে বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে মন্তব্য করে অসভ্য হওয়ায় আলিম-উলামাদের জন্যে সংরক্ষিত সম্মাণ-মর্যাদা থেকেও কিয়ামত দিবসে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ বঞ্চিত হবে। কিয়ামত দিবসে আলিম-উলামাদের জন্যে সংরক্ষিত সম্মাণ-মর্যাদার নমুনা বা উদাহরণ হচ্ছে- যেমন হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنْ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ و جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْقُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَ حُكْمِي فِيْكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَاكَانَ فِيْكُمْ ، وَلاَ أُبَالِي ــ المعجم الكبير لِطَبَرَانِي - - (١٣٦٤)

অর্থ- হযরত ছা'লাবা বিন আল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তিনি আলিমগণকে সম্বোধন করে বলবেন আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি শুধু এই জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন (তোমরা যা কিছু করেছ না কেন) তা সত্বেও আমার ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। এতে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। আল-মু'জামুল কাবির, তবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৩৬৪।

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : "يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ ، فَيَقُوْلُ : يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعَذِّبَكُمْ ،إِذْهَبُوا، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " المعجم الاوسط لِطَبَرَانِي ــ(٤٢٦٤)

অর্থ- হযরত আবু মুসা আল আশআ'রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন । অতপর: আলিমগণকে পৃথক করবেন (অন্য এক যায়গায় সমবেত করে বলবেন, আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবার জন্য তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রাখি নাই (আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবার জন্যেই তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রেখেছি)। যাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । আল আল-মু'জামুল আওসাত,তবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪২৬৪ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَجْمَعُ اللهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : إِنِّي لَمْ أَجْمَعْ حِكْمَتِي فِى قُلُوْبِكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ بِكُمْ الْخَيْرَ، إِذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَاكَانَ مِنْكُمْ ــ مُسْنَدُ أَبِي حَنِيْفَةَ .

অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন আলিমদেরকে একত্রিত করবেন। অতপর: (আলিমগণকে) বলবেন, আমি তোমাদের কল্যাণের ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের বক্ষে আমার হিকমাত বা জ্ঞান রাখি নাই। তোমরা জান্নাতের দিকে যাও, তোমাদের থেকে যাই হউক না কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। মুসনাদু আবু হানিফা ।

অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" এবং সৃজনশীলগুণ** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে **পৃষ্ঠা নং- ৪৯৬ (২ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)>> "عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" কি? আমাদের নবীমুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" আছে কি ? এবং পৃষ্ঠা নং-৩৬১ "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।**

পাপ বা গুনাহ থেকে "النَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার কারণে নেক কর্ম করার তাওফিকের বর্ণনাঃ

عَنْ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا اسْتَعْمَلَهُ ؟ قَالَ: يَهْدِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ ــ مسند أحمد (١٧٤٩٠)

অর্থঃ-হযরত ওমর জুমা'ই থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণ চান তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে কাজে লাগান, সম্প্রদায়ের একজন লোক তাকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) জিজ্ঞাসা করল কি কাজে তাকে লাগাবেন? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আল্লাহ তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে সৎ আমল বা সৎ কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং এর উপরই তাকে মৃত্যু দিবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪৯০।

পাপ বা গুনাহর প্রকার প্রসঙ্গঃ

উপরে আমি এতক্ষণ "**النَّوْبَةُ**" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার ফলাফল ও উপকারিতা বর্ণনা করেছি। এখন আমি "**النَّوْبَةُ**" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার পদ্ধতি, পাপ বা গুনাহর প্রকার ও কোন কোন পাপ থেকে ফিরে আসতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الدَّوَاوِيْنُ عِنْدَ اللهِ ثَلَاثَةٌ، دِيْوَانٌ لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا وَ دِيْوَانٌ لاَ يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا وَ دِيْوَانٌ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ، فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ بِاللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ((إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ ، أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لاَ يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لاَ مُحَالَةَ ـ ـ مسند أحمد ـ (٢٦٦٧١))

অর্থঃ-হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহর নিকট দপ্তর বা খাতা তিনটি।

(১) এক প্রকার দপ্তর বা খাতা আছে যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বই দেন না

(২) এক প্রকার দপ্তর বা খাতা আছে যার থেকে আল্লাহ কিছুই বাদ বা ছাড় দিবেন না

(৩) এক প্রকার দপ্তর বা খাতা আছে যা (এতে লিখিত আছে) আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তবে,

(১) যেই দপ্তর বা খাতা (এতে লিখিত আছে) আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তা হচ্ছে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব তৈরী করা, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন-((**إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ــ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ــ الْأَيَةُ** (৭২) অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।))

(২) যেই দপ্তর বা খাতার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বই দেন না তা হচ্ছে **ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ** তথা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে নিজের সাথে অবিচার করা। যেমন- এক দিনের রোজা সে ছেড়ে দিয়েছে অথবা নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ইচ্ছে করলে তা মাফ বা ক্ষমা করে দেবেন

(৩) যেই দপ্তর বা খাতার কিছুই আল্লাহ বাদ বা ছাড় দিবেন না তা হচ্ছে **ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا** তথা বান্দাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করা। এ বিষয়ে কিসাস বা প্রতিশোধ অবশ্যই। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭১।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ذَنْبٌ يُغْفَرُ، وَذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ، وَذَنْبٌ يُجَازَى بِهِ، فَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِيْ لاَ يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللهِ، وَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِيْ يُغْفَرُ فَعَمَلُكَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، وَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِيْ تُجَازَى بِهِ أَخَاكَ " ــ (٧٥٩٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- অর্থঃ-হযরত আবুহুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:--

(১) এক প্রকার পাপ আছে যার যা ক্ষমা করা হবে,
(২) এক প্রকার পাপ আছে যা ক্ষমা করা হবে না,
(৩) এক প্রকার পাপ আছে যার বিনিময় দেওয়া হবে, তবে

(১) যেই পাপ ক্ষমা করা হবে না তা হচ্ছে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব তৈরী করা, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন-((**إِ نَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ** (৭২)) অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।))

(২) যেই পাপ ক্ষমা করা হবে তা হচ্ছে **عَمَلُكَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ** তথা তোমার ও তোমার প্রভুর মধ্যকার বিষয়

(৩) আর যেই পাপের কারণে (তোমার থেকে) তোমার ভাইকে বিনিময় দেওয়া হবে । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৯৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ এই কথা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর নিকট পাপসমূহ লিপিবদ্ধ রাখার দপ্তর বা খাতা তিনটি। এই দপ্তর বা খাতা তিনটির মধ্যে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব বিষয়সম্পর্কীয় দপ্তর বা খাতাটি অত্যন্ত জটিল । **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব বিষয়সম্পর্কীয় পাপসমূহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছন এই জন্য যে, **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব বিষয়টি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজবা একান্ত সত্তাতে এবং তাঁর সত্তার ইতিবাচক গুণাবলীতে **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** হস্তক্ষেপ কারী মহা অপরাধ। এই পাপ থেকে ক্ষমা পেতে চাইলে বান্দাকে সর্বপ্রথম **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব ত্যাগ করতে হবে। তারপর উক্ত পাপ থেকে **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হবে । মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনার পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী ও রাসুল জেনে তাঁর সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহম)অনুরূপ (২১৫) পুনরায় ঈমান আনতে হবে। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী ও রাসুল সম্পর্কে জানতে ৪৯৬ **পৃষ্ঠা নং- "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ"** দ্রষ্টব্য।

---

(২১৫) সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসা ব্যাতিত যারা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করে এবং আদেশ-নিষেধ মানে এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাদের এরূপ বিশ্বাস বা ঈমান মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ঈমানের প্রসংশা করে (রাদিআল্লাহু আনহুম) বলেন--

"فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ، "

(অর্থঃ- "যদি তারা তোমাদের ন্যায় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবে তাঁদের ঈমানই মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন। আর যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবেনা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অতএব, উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য **মানদন্ড।**

الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গঃ

পাপ বা গুনাহ করতে করতে বান্দার হৃদয়ে মরীচা পড়ে যায়। সেই মরীচা দূর করতে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট **الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা** চাওয়া লাগে ।

যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

عَنْ أَنَسِ إِبْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" إِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدأً " قَالُوا : فَمَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : " جَلَاؤُهَا الْإِسْتِغْفَارُ " (٦٨٩٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় ক্বালব বা হৃদয়ের মরীচা আছে" । তারা(সাহাবীকেরামগণ রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন: এটা দূর করার ব্যবস্থা কি ইয়া রাসুলাল্লাহি? তিনি বললেন: এটা দূর করার ব্যবস্থা হল **الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা** । আল-আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস শরীফ নং-৬৮৯৪

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَقُوْلُ :قَالَ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم "طُوْبَى لِمَنْ وُجِدَ فِى صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا ـ سنن ابن ماجه (٣٨١٨)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লা বিন বুসর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যা সাহিফাতে(আমলনামাতে)বেশী বেশী **" الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা"** পাওয়া যাবে তার জন্য খোশখবরী রয়েছে ।সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৮১৮ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: " مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ "ـ سنن ابن ماجه (٣٨١٩)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে **" الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা"তে** লেগে থাকবে আল্লহ তার জন্য প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে **"সস্তি বা আরাম"** ও প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে **"বের হবার পথ"** তৈরী করে দেবেন এবং ধারণা বহির্ভুত স্থান থেকে রিজিক(জীবিকা) দেবেন। সুনানু ইবনু মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-৩৮১৯ ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا ـ ـ سنن ابن ماجه (٣٨٢٠)

যরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলতেন: (**اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي**) **(مِنَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا**"হে আল্লাহ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা ভাল কর্ম করে(সুন্দর আচরণ করে) আনন্দিত হয়, আর তারা মন্দ কর্ম(মন্দ আচরণ করে) করলে **الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার)** তথা **ক্ষমা-প্রার্থনা করে "** । সুনানু ইবনু মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-৩৮২০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلاً أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ , أَوْ قَالَ: عَمِلْتُ عَمَلاً ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي،ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ، أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ،فَقَالَ:" رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ ،فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فَقَالَ:" رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي،ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ، أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ،، فَقَالَ:" رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ قَالَ: عَبْدِي عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ،أُشْهِدُ كُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي،فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ ـ مسند أحمد ـ (٨٠٦٣)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় একজন লোক পাপ করে করে বলে যে, আমি গুনাহ করেছি অথবা বলে যে, আমি পাপের কাজ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, এতে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করেছে, অতপর সে জানে যে, তার একজন প্রভু আছে, গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর, সে দ্বিতীয় গুনাহ

করেছে অথবা সে বলে আমি আরো একটি গুনাহ করেছি, অতপর সে বলে: হে আমার প্বভু, আমি গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, এতে তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেন: অতপর বান্দা জানে যে, তার একজন প্রভু আছে, গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর, সে আরেকটি গুনাহর কাজ করেছে অথবা সে আরো একটি গুনাহ করেছে, অতপর সে বলে: হে আমার প্বভু, আমি গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, এতে তিনি(আল্লাহ) বলেন: অতপর বান্দা জানে যে, তার একজন প্রভু আছে, গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন, আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী রাখলাম যে, নিশ্চয় আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছে তাই করুক। মুসনাদু আহমাদ ষরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৬৩।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،قَالَ: فَيَقُوْلُ اعْمَلْ مَا شِئْتَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ـ مسند أحمد ـ (١٠٥٢٣)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর প্রভু থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করে বলে হে অমার প্রভু, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। এতে তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করেছে, অতপর সে জানে যে, তার একজন প্রভু আছে,গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন (তিনবার), আল্লাহ বলেন: তুমি যা ইচ্ছে তাই করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৫২৩ ।

তাওবার অধ্যায়ে **পাপ বা গুনাহর প্রকার প্রসঙ্গ** পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদিস শরীফ মোতাবেক তিন প্রকার পাপ বা গুনাহগুলোর পযায়ক্রমিক নাম হচ্ছে যথাক্রমে—

(১) الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব ।

(২) ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ তথা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে নিজের সাথে অবিচার, অন্যায় আচরণ করা।

(৩) ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا তথা বান্দাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করা।

উপরোক্ত তিন প্রকার পাপ বা গুনাহগুলো খেকেই একজন বান্দাকে **اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা-প্রার্থনা** করতে হবে । নিম্নে তিন প্রকার পাপ বা গুনাহগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল।

(১) الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব ।

الشِّرْكُ (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত ও হাদিস শরীফ রয়েছে । এখানে কয়েকটি আয়াত ও হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ سُوْرَةُ لُقْمَانَ الْأَيَةُ (١٣)

অর্থঃ-নিশ্চয় **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন করা গুরুতর জুলুম ।সুরা লোকমান, আয়াত নং-১৩ ।

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيْحُ فِى مَكَانٍ سَحِيْقٍ ـ سُوْرَةُ الْحَجِّ ـ الْأَيَةُ (٣١)

অর্থঃ- যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দুরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল ।সুরা হজ্ব, আয়াত নং-৩১ ।

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا ـ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْأَيَةُ (٤٨)

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে ।এ ছাড়া তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যাকে ইচ্ছা, ।যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । ।সুরা নিসা, আয়াত নং-৪৮ ।

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا ـ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْأَيَةُ (١١٦)

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে ।এ ছাড়া (এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ) যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন । আর যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, সে সুদুর ভ্রান্তিতে পড়ে । ।সুরা নিসা, আয়াত নং-১১৬ ।

(إِ نَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ـ سُوْرَةُ الْمائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (٧٢)

অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । ।সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।

হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ ، لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَالَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ـ مسند أحمد ـ (٢١٩٢٤)

অর্থঃ হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্দা(**الْحِجَابُ**) পড়ে যাবে। তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, পর্দা(**الْحِجَابُ**) কি? তিনি বললেন: প্রানী (মানুষ, জিন ও অন্যান্য প্রানী) মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু করা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৯২৪।

সর্বপ্রথম **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নামক পাপ বা গুনাহর বিষয়টি নিয়েই আলোচনা শুরু করছি ।মহান আল্লাহ তাআলাই তাওফিক দাতা ।

الشِّرْكُ (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বিষয়টি হচ্ছে অত্যন্ত জটিল পাপ।তাই, সর্বপ্রথম এখানে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নেই । **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন অর্থ হচ্ছে আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি এবং তাঁর সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । যে কোন মাখলুক, পরিচিত কথায় মানুষ-জিনের মধ্য হতে যে কেউ আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করবে বা সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) স্থাপন করবে তার এই দাবী হচ্ছে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন । এই ধরনের পাপ তথা **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপনসম্পর্কীয় পাপ আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করবেন না বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেনঃ<< **إِ نَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ـ سُوْرَةُ الْمائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (72)** অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।))

যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষ বা জিন আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) দাবী করবে না বা সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) স্থাপন করবে না বা আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) দাবী না করে বা সমকক্ষতা স্থাপন না করে সে যে কোন গুণ, জ্ঞান ও শক্তি দাবী করুক না কেন তা কোন অবস্থাতেই **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না (২১৬)। যেমন মানুষ-জিনের মধ্য হতে যে কেউ ইবাদতে রিয়াজত-

(২১৬) যেমন-أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ কারো উচ্ছাসিত প্রশংসা করতে দেখলে বিশেষকরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অধিক প্রশংসা করতে দেখলে বলে ফেলে এরূপ প্রশংসা করা হচ্ছে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন । তাদের এরূপ বলার কারণ হল, তারা মুনাফিক মুসলিম । তারা **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্বের সংজ্ঞাই জানে না । আল্লাহ তাআ'লা সম্পর্কে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপনের সংজ্ঞা ও অর্থ হচ্ছে আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি এবং তাঁর সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) স্থাপন করা । যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষ বা জিন আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করবে না বা সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) স্থাপন করবে না বা আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন**) দাবী না করে অথবা একজন

সাধনা করে ফরজ-নফল ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে **صِبْغَةَ اللهِ** (সিবগাতাল্লাহ)তথা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়ে **((মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণের [রাদিআল্লাহু আনহম] প্রশংসায় বলেনঃ صِبْغَةَ اللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً تت سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ الْأَيَةُ (138) অর্থঃ-আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করছি, । আল্লাহর রং এর চাইতে সুন্দর[উত্তম] রং আর কার হতে পারে । সুরা আল বকারা,আয়াত নং-১৩৮ ।))** গুণ, জ্ঞান ও শক্তির উচ্চস্তরে পৌঁছেন তখন মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় থাকেনা ।এমতাবস্থায় বান্দা নিজ স্থানে অবস্থান করেই সারা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পারেন,ধরতে পারেন,শুনতে পারেন এবং সারা বিশ্বের সব যায়গায় মূহুর্তে যেতে পারেন ও উপস্থিত থাকতে পারেন । এই উন্নত স্তরের মুমিন মানুষকেই হাজির-নাযির হিসেবে অভিহিত করা হয় । সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেও হাজির-নাযির বলা হয়ে থাকে ।**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরে পৌঁছতে অপরাগ ও অক্ষম বিধায় তারা গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে অস্বীকার করে এবং গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলে অভিহিত করে । অথচ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তর হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিআ'মত । গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরের আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকেই **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলে ।

গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- ৪৯৬ (২ নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)>> "عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" কি? আমাদের নবীমুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" আছে কি ? এবং পৃষ্ঠা নং- ৩৬১ পরিশিষ্ট>> "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য ।

الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলতে শুধু একটিই আর তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । অন্যথায় কারো গুণ, জ্ঞান ও শক্তির যতই বেশী প্রশংসা করা হউক না কেন তা কোন অবস্থায়ই **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না ।

এখানে **الشِّرْك** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হওয়ার বিষয়ে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । যেমন একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড অংশে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কিয়ামতের সময় কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ---

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَحَدِّثْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللهِ فِى خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ هُوَ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ ـ٣٤) ـ مسند أحمد ـ (٢٩٧٢)))

অর্থঃ-তিনি (হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমার নিকট বর্ণনা করুন, কখন কিয়ামত হবে? রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! পাঁচটি বিষয় **الْغَيْبِ (গায়ব)** তথা **অদৃশ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এগুলোকে তিনি(আল্লাহ) ছাড়া কেউ জানে না । যেমন- ((**নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে । তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন

মানুষ বা জিন আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা (**عِدْلٌ-ইদলুন)** স্থাপন না করে সে যে কোন গুণ, জ্ঞান ও শক্তি দাবী করুক না কেন তা কোন অবস্থাতেই **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না ।

করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪।

কিন্তু আপনি (হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) চাইলে আমি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) আপনাকে কিয়ামতের নিদর্শন বলে দিতে পারি। তিনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেনঃ হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে বর্ণনা দিন । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: যখন আপনি দেখবেন দাসী তার পুরুষ প্রভু বা মহিলা প্রভুকে জন্ম দিবে, যখন আপনি দেখবেন বস্তুর মালিকেরা অট্রালিকা নিয়ে অহংকার করছে, যখন আপনি দেখবেন খালি পা, ক্ষুদার্থরা, অভাবীরা মানুষের নেতা হচ্ছে তা হলে উহা হচ্ছে কিয়ামতের আলামত ও নিদর্শন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৭২।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তাসম্পর্কীয় চারটি বিষয়ের মধ্যে **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত কারো মধ্যে আছে কেউ দাবী করলে তা হবে **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন। কারণ, **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** হচ্ছে মহান আল্লাহর ইতিবাচক গুণাবলীর ([২১৭]) **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** (অন্তর্ভুক্ত একটি গুণ। তাই, **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক গুণটি দাবী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের সমকক্ষতা (**عِدْلٌ فِى الْعِلْمِ-ইদলুন ফিল ইলমি)** দাবী করা যা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজ বা একান্ত সত্তাতে এবং তাঁর সত্তার ইতিবাচক গুণাবলীতে **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** হস্তক্ষেপ কারী মহা অপরাধসম্বলিত **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন এবং **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি কারো মধ্যে থাকবে না মর্মে মহান আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণাও দিয়েছেন । তবে হা, **وَحْيُ (ওহী)** তথা **প্রত্যাদেশ** মারফত **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি থেকে কিছু কিছু জ্ঞান মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে অবহিত করে থাকেন। **وَحْيُ (ওহী)** তথা **প্রত্যাদেশ** মারফত **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি থেকে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা বা অর্জন করা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নহে। উপরাক্ত বর্ণনা ছাড়াও এখানে **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন সম্পর্কে আরো বাড়তি কিছু আলাপ করে নিতে চাই এই জন্য যে, যাতে করে মুসলিম মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারে কোনটি **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন আর কোনটি **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয়। যেমন-কোন কিছুর আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে আন্দাজ-অনুমান করে কিছু বলা বা সতর্ক অবলম্বন করা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নহে। যেমন উপরোক্ত হাদিস শরীফেই কিয়ামতের আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ও লক্ষণ জানার কারণে কেউ যদি বলে কিয়ামত হয়ে যাবে তবে তা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবেনা। ঠিক তেমনিভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বা আকাশ গভীর কাল দেখে যদি বলে যে, বৃষ্টি হবে বা তুফান হবে তবে তা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবেনা। এইরূপ বলা হয় শুধু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বা আকাশ গভীর কাল দেখে বৃষ্টি হবে বা তুফান হবে ধারনা করে সতর্কতা অবলম্বন করা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয়। এই রকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যে গুলো **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয়, উদাহরণসমূহের সাথে এবং নিম্নে প্রদত্ত হাদিস শরীফসমূহে বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলিয়ে নেবেন। যেমন-হাদিস শরীফে আছে---

---

([২১৭]) মহান আল্লাহর ইতিবাচক গুণাবলী **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩৭০ **(৩ নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ** "আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা" প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ مَائِلٍ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ، فَقِيْلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ ـ مسند أحمد ـ (٨٧٨٧)+ مِثْلُهُ فِى مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى (٦٦٠٥)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কোন দেয়াল অথবা ঢালু প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে দ্রুত হাটলেন বা চললেন, ফলে তাকে বলা হল:(দ্রত হাটলেন বা চললেন ?) তিনি বললেন: আমি হঠাৎ বা আকস্মিক মৃত্যু অপছন্দ করি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৭ +অনূরূপ মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৬০৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

দ্বিতয় হাদিস শরীফখানার বাচন ভঙ্গিতে সামান্য শব্দের পার্থক্য থাকায় একই রকম দুটি হাদিসই অধিকতর বোধগম্যের জন্য এখানে উল্লেখ করা হল ।

হাদিস শরীফদ্বয়---

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ،قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ، فَقَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم : مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ، فَوَقَعَ فَمَاتَ، فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ، فَمَاتَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ـ مسند أحمد ـ (٢١٠٧٩) أَيْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ

অর্থঃ-হযরত আবু ই'মরান জাওনী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা ফরাসীর দিকে যুদ্ধ করা অবস্থায় মুহাম্মাদের কতক সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন, অতপর তিনি বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: যে ব্যক্তি দেয়াল বা বেষ্টনীবিহিন বাড়ীর উপর(ছাদে) রাত্রি যাপন করে(ঘুমায়), অতপর পড়ে মারা যায় তার পক্ষ হতে জিম্মা দারিত্ব উঠে গেল আর যে ব্যক্তি সাগরের উত্তাল অবস্থায় সাগরে আরোহন করে(সাগর পাড়ি দেয়), অতপর সে মৃত্যু্য বরণ করে তার থেকেও জিম্মা দারিত্ব উঠে গেল। মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১০৭৯।

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ،قَالَ: كُنَّا بِفَارِسَ ، وَ عَلَيْنَا أَمِيْرٌ، يُقَالُ لَهُ : زُهَيْرُبْنُ عَبْدِ اللهِ، ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ أَيْ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْئٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ، ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ـ مسند أحمد ـ ٢١٠٨٠) أَيْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ

অর্থঃ-হযরত আবু ই'মরান জাওনী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা ফরাসীতে ছিলাম আর যুহাইর ইবনু আব্দুল্লাহ নামে আমাদের একজন আমির ছিলাম। অতপর তিনি বলেন: আমাকে একজন লোক আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, নিশ্চয় অতপর তিনি বললেন: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: যে ব্যক্তি দেয়াল বা বেষ্টনীবিহিন বাড়ীর উপর(ছাদে) রাত্রি যাপন করে(ঘুমায়) যেই ছাদের চতুর্দিকে এমন কিছু নেই যা পাকে ঠেস দিয়ে রাখবে বা রক্ষা করবে, তা হলে তার পক্ষ হতে জিম্মা দারিত্ব উঠে গেল আর যে ব্যক্তি সাগর উত্তাল হওয়ার পর সাগরে আরোহন করে(সাগর পাড়ি দেয়), তার থেকেও জিম্মা দারিত্ব উঠে গেল। মুসনাদু আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১০৮০।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফসমূহে বর্ণিত ঘটনা বা বিষয়সমূহ চক্ষুষ্মান ও জ্ঞানী-গুণীদের জন্য কোনটি **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন আর কোনটি **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয় তা বুঝার জন্য বা বোধগম্যের জন্য ঐগুলো জ্বলন্ত উদাহরণ। উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত ঘটনা বা বিষয়সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, ঢালু প্রাচীর দেখে প্রাচীর ভেঙ্গে উপরে পড়ে মৃত্যুর হতে পারে সম্ভাবনা মনে করে বা পড়ন্ত প্রাচীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে আলামত অনুমান করে পড়ন্ত প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে দ্রুত হেটে গেলেন । এইরূপ অনুমান বা ধারণা মনে সৃষ্টি হওয়া এবং সে মোতাবেক সতর্কতা অবলম্বন করা **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয় ।

কিন্তু **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**”(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ অযথা অনেক বিষয়েই এমনকি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বা আকাশ গভীর কাল দেখে বৃষ্টি হবে বা তুফান হবে মন্তব্য করাকেই শুধু শুধু বানায়োটিভাবে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলে ঘোষণা দিয়ে বিষয়টি উচ্ছৃঙ্খলার সাথে হৈচৈ

করে ওয়াজ-মাহফিলে, সম্মেলনে, সেমিনারে, মসজিদে এবং বিভিন্ন মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করে মুসলিম মানুষের মনে আদব তথা শিষ্টাচারিতা ও ভদ্রতা, সভ্যতা, শান্তভাব ও শৃঙ্খলতা শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উগ্রতাই শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং অশান্তির সয়লাবই প্রবাহিত করে থাকে। মনে রাখবেন **اَلشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **اَلشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলতে শুধু একটিই আর তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । অন্যথায় কারো গুণ, জ্ঞান ও শক্তির যতই বেশী প্রশংসা করা হউক না কেন তা কোন অবস্থায়ই **اَلشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **اَلشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না।

(২) ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ তথা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে নিজের সাথে অবিচার, অন্যায় আচরণ করা(حَقُّ اللهِ -হাক্কুল্লাহ)।

এই দ্বিতীয় স্তরের পাপ বা গুনাহ হচ্ছে **اَلشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **اَلشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপনের পাপ বা গুনাহর চেয়ে অনেক বেশী নিম্নস্তরের পাপ। এই পাপ বা গুনাহগুলো হচ্ছে আদেশ-নিষেধ প্রত্যাখানসম্বলিত পাপ বা গুনাহ। এইরূপ পাপ বা গুনাহগুলো থেকে **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করার উৎসাহ দান প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পবিত্র বাণী পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। এই সমস্ত পাপ বা গুনাহগুলো থেকেও আল্লাহ তাআ'লার নিকট **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাকে তাঁর দয়া-কৃপাগুণে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে জান্নাত দেবেন। একবান্দা অপর বান্দাকে অথবা পরস্পর পরস্পরকে **ظُلْمٌ** (জুলম)তথা অত্যাচার বা অবিচার করা সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের পবিত্র বাণী ব্যতীত আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত ও পবিত্র হাদিস শরীফের সমস্ত বাণীগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের পাপ বা গুনাহ সংঘটিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ । এইরূপ নির্দেশ প্রত্যাখানসম্বলিত পাপ বা গুনাহ (**اَلتَّوْبَةُ** (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। এই সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের পবিত্র বাণী অসংখ্য বিধায় এখানে মাত্র দু-একটি উল্লেখ করা হল ।

মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ---
প্রথম আয়াত:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا — سورةُ النِّسَاءِ - الْأَيَةُ (١١٠)

অর্থঃ- যেই মন্দ করে কিংবা নিজের প্রতি জুলমি বা অত্যাচার করে ফেলে অতপর সে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহকে ক্ষমাকারী, দয়াশীল পাবে। সুরা নিসা, আযাত নং-১১০।

দ্বিতীয় আয়াত:

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ ,وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .أُوْلَئِكَ جَزَآءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ. سورةُ أَلِ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ (١٣٥-١٣٦)

অর্থঃ-তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম বা অত্যাচার করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই আর করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান বা পুরস্কার হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নদী(প্রস্রবণ)যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। যারা কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কতইনা চমৎকার প্রতিদান। সুরা আল-ইমরান, আযাত নং-১৩৫-১৩৬।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মুখনি:সৃত পবিত্র বাণীঃ---

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قُلْنَا : مَالَنَا يَا رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا كُنّا عِنْدَكَ كَانَتْ قُلُوْبُنَا فِى الْأخِرَةِ، فَإِذَا رَجَعْنَا ذَهَبَ ذَلِكَ عَنَّا؟ فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُمْ تَكُوْنُوْنَ إِذَا رَجَعْتُمْ كَهَيْئَتِكُمْ عِنْدِي، لَزَارَتْكُمْ الْمَلَائكَةُ فِى بُيُوْتِكُمْ، وَلَصَافَحَتْكُمْ بِأَكُفِّهَا، وَلَوْ كُنْتُمْ لاَ تُذْنِبُوْنَ لَجَاء اللهُ بِخَلْقٍ يُذْنِبُوْنَ ،فَيَغْفِرَلَهُمْ ـ (٧١١١) في المعجم الاوسط للطبراني+ مُسْنَدُ حُمَيْدِي(١١٨١)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম: আমাদের কি হল ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, যখন আমরা আপনার নিকট থাকি তখন আমাদের হৃদয়গুলো আখিরাতে থাকে। আর যখন (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করি তখন তা (সেই অবস্থাটি)চলে যায়? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যখন তোমরা (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন কর তখন যদি তোমাদের অবস্থা তোমরা আমার নিকট থাকার সময়কার মত থাকত তা হলে ফেরেস্তারা তোমাদের বাড়ীতে তোমাদের সাক্ষাৎ করত এবং তাদের হাতলি দিয়ে তোমাদের মুসাফাহা করত, যদি তোমরা পাপ বা গুনাহ না করতে তা হলে আল্লাহ এমন এক মাখলুক বা সৃষ্টি নিয়ে আসতেন তারা পাপ বা গুনাহ করত, আল্লাহ তাদের পাপ বা গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১১১, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৮১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوْبُنَا ,وَكُنّا مِنْ أَهْلِ الْأخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمِمْنَا النِّسَاءَ وَ الْأَوْلاَدَ قَالَ: "لَوْ تَكُوْنُوْنَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَال الَّتِيْ عَلَيْهَا عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَ لَزَارَتْكُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ، ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَجَاء اللهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ ، كَي يَغْفِرَلَهُمْ ـ مسند أحمد ـ (٨١٥٨)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম: আমাদের কি হল ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, যখন আমরা আপনাকে দেখি তখন আমাদের হৃদয়গুলো নরম হয়ে যায় আর অমরা আখিরাতবাসী হয়ে যাই। আর যখন আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তখন দুনিয়া আমাদেরকে মুগ্ধ করে ফেলে, আর আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ঘ্রান নিয়ে ফেলি(আপনার নিকট থাকার সময়কার অবস্থাটি চলে যায়) তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তোমরা যদি সর্বাবস্থায় তোমরা আমার নিকট থাকার সময়কার মত থাকতে তা হলে ফেরেস্তারা তাদের হাতলি দিয়ে তোমাদের মুসাফাহা করত এবং তোমাদের বাড়ীতে তোমাদের সাক্ষাৎ করত, যদি তোমরা পাপ বা গুনাহ না করতে তা হলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন তারা পাপ বা গুনাহ করত, যাতে তিনি তাদের পাপ বা গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৫৮।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ، إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ،وَلاَ أُبَالِي، وَ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَ كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ، إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ، فَاسْأَ لُونِي أُغْنِكُمْ، وَلَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيُّكُمْ وَمَيِّكُم وْ رَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ مِنْ قُلُوْبِ عِبَادِي، مَانَقَصَ فِى مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَازَادَ فِى مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ، وَلَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيُّكُمْ وَمَيِّكُم وْ رَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُم ْ اجْتَمَعُوا، فَسَأَلَنِي كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَابَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ، مَانَقَصَنِي كَمَا لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ، فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً، ثُمَّ اِنْتَزَعَهَا كَذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ عَطَائِي كَلاَمٌ، وَعَذَابِي كَلاَمٌ ،إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُوْلُ لَهُ: كُنْ فَيَكُوْنُ ــ مسند أحمد ـ (٢١٧٦٤ +سنن ابن ماجه ـ ٤٢٥٧)

অর্থঃ- হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: হে আমার বান্দারা, আমি যাকে ক্ষমা করে দিয়েছি তাকে ছাড়া তোমরা সকলেই পাপী, অতএব আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব, আর যে জানে যে, আমি ক্ষমা করতে সক্ষম, অতপর সে আমার ক্ষমতা বলে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব, (এই ব্যাপারে) আমি কারো পরওয়া

করিনা আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি তাকে ব্যতীত সকলেই পথভ্রষ্ট, অতএব আমার নিকট তোমরা হিদায়াত চাও আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দিব, আমি যাকে ধনী করেছি তাকে ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র, অতএব তোমরা আমার নিকট চাও আমি তোমাদেরকে ধনী করে দিব, যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, পরবর্তীগণ, জীবিতগণ, মৃতগণ, আদ্রতা(ভিজা) ও শুকনাগণ আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যবান অন্তরের(অধিক হতভাগা অন্তরের)উপর একত্রিত হয় **(২১৮)** এতে আমার রাজত্বে মাছির ডানা(মাছির ডানার পরিমান)হ্রাস করবেনা, যদি তারা(উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো) আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের(অধিক পরহেজগার অন্তরের)উপর একত্রিত হয় **(২১৯)**এতে আমার রাজত্বে মাছির ডানা(মাছির ডানার পরিমান)বৃদ্ধি করবে না। যদি তোমাদের আদ্রতা(ভিজা) ও শুকনাগণ একত্রিত হয়, অতপর তাদের পক্ষ হতে প্রত্যেক যাচনাকারী(দানপ্রার্থী)আশানুরূপ যাচনা করে(দানপ্রার্থনা করে), অতপর আমি প্রত্যেক যাচনাকারীকে(দানপ্রার্থীকে) তাদের যাচনানুযায়ী (দানপ্রার্থনানুযায়ী)দিয়ে দেই তা হলে যদি তোমাদের কেউ সাগরপ্রান্ত দিয়ে গমন করে উহাতে সুঁই ডুবিয়ে দেয়, অতপর সে উহা এইরূপে টেনে আনে এতে আমার রাজত্বের কোন হ্রাস হবে না। এটা এই জন্য যে, নিশ্চয় আমি দানশীল, মহিমান্বিত, অমুখাপেক্ষী, আমার দান হচ্ছে কথা, আমার শাস্তি হচ্ছে কথা, যখন আমি কিছু ইচ্ছা করি তখন শুধু আমি বলি **"হও, তা হয়ে যায়"**। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৭৬৪ +সামান্য শব্দাবলীর পার্থক্যসহ সুনান ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫৭।

(৩) ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا তথা বান্দাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করাঃ (حَقُّ الْعِبَاد-হাক্কুল ইবাদ)

পথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ) قَالَ: " إِذَا تَخَلَّصَ الْمِؤْمِنُوْنَ مِنَ الْحِسَابِ وُقِفُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ النَارِ وَ الْجَنَّةِ، فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا، فَإِذَا نُقُّوا أُمِرُوا بِالدُّخُوْلِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَوَاللهِ لَهُمْ أَعْرِفُ بِمَنَازِلِهِمْ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُمْ بِمَنَازِلِهِمْ فِى الدُّنْيَا " ـ (٢٧٤٩) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ------------ **وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ**

আল্লাহ ওয়া জাল্লার এ বাণী সম্পর্কে বলেন: যখন বান্দা হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্ত হবে তাদেরকে জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করে রাখা হবে, অতপর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যেই জুলুম-অত্যাচার ছিল তারা তার কিসাস বা প্রতিশোধ নিবে, যখন(জুলুম-অত্যাচার থেকে) তাদেরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ করা হবে। আল্লাহর শপথ, আমি দুনিয়াতে তাদের বাসস্থানগুলোর মতই জান্নাতে তাদের বাসস্থানগুলো চিনছি। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৪৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فِيْمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُلْمَ وَعَلَى عِبَادِي، أَلاَ فَلاَ تَظَالَمُوا،كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِىءِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونِي ، فَأَغْفِرُ لَهُ،وَلاَ أُبَالِي، وَقَالَ: يَا بَنِي آدَمَ، كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًّا، إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ عَارِيًا ،إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا ، إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُ ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ ظَمْآنَ، إِلاَّ مَنْ سَقَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَاستَكْسُونِي، أَكْسُكُمْ، وَاسْتَطْعِمُونِي، أُطْعِمُكُمْ، وَاسْتَسْقُونِي أَسْقِكُمْ، يَا عِبَادِي، لَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَصَغِيْرَكُمْ و كَبِيْرَكُمْ، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَيِّيكُمْ وَ بَيِّنَكُمْ عَلَى قَلْبِ أَتْقَاكُمْ، رَجُلًا وَاحِدًا لَمْ تَزِيْدُوا فِى مُلْكِي شَيْئًا، وَ لَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنُّكُمْ وَإِنْسُكُمْ صَغِيْرِكُمْ و كَبِيْرِكُمْ، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ،عَلَى قَلْبِ أَكْفَرِكُمْ رَجُلاً لَمْ تَنْقُصُوا فِى مُلْكِي شَيْئًا،

---

(২১৮) **"একটি দুর্ভাগ্যবান অন্তরের (অধিক হতভাগা অন্তরের) উপর একত্রিত হয়"** বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই হতভাগা হয়।

(২১৯) **"একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের (অধিক পরহেজগার অন্তরের) উপর একত্রিত হয়"** বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই পূণ্যবান বা পরহেজগার হয় ।

إلاَّ كَمَا يَنْقُصُ رَأْسُ الْمِخْيَطِ مِنَ الْبَحْرِ ـ ـ مسند أحمد ـ (٢١٨١٩)

অর্থঃ- হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রভু আয্যা ওয়া জাল্লা থেকে বর্ণনা করেন: (আল্লাহ বলেন) আমি আমার ও আমার বান্দাদের উপর জুলুম-অত্যাচার হারাম করেছি, সাবধান ! তোমরা জুলুম(অত্যাচার)করো না, আদম সন্তানেরা দিন-রাত ভুল করে, অতপর তারা আমার নিকট ক্ষমা চাইলে আমি ক্ষমা করে দেই, আমি কারো পরওয়া করিনা, আর তিনি বলেন: হে আদম সন্তানেরা, আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি তাকে ব্যতীত সকলেই পথভ্রষ্ট, আমি যাকে কাপড় পরিধান করাইয়াছি তাকে ব্যতীত তোমাদের সকলেই বিবস্ত্র, আমি যাকে খাদ্য খাওয়াচ্ছি তাকে ব্যতীত সকলেই ক্ষুদার্থ, আমি যাকে পান করাইয়াছি তাকে ব্যতীত সকলেই পিপাসার্ত, অতএব আমার নিকট তোমরা হিদায়াত চাও আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দিব, আমার নিকট কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় পড়াব, আমার নিকট খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার খাওয়াব, আমার নিকট পানি চাও, আমি তোমাদেরকে পান করাব, হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, পরবর্তীগণ, জিনগণ, মানুষগণ, ছোটগণ(অল্পবয়স্কগণ), বড়গণ (বয়স্কগণ) পুরুষগণ, মহিলাগণ, আব্দুস সামাদ বলেন, তোমাদের প্রচ্ছন্নগণ(অজ্ঞাতগণ)ও স্পষ্টগণ (জ্ঞাতগণ)আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের(অধিক পরহেজগার অন্তরের)উপর একজন লোক হিসেবে একত্রিত হয় (২২০) এতে আমার রাজত্বে তোমরা কিছুই বৃদ্ধি করবে না, যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, পরবর্তীগণ, জিনগণ, মানুষগণ, ছোটগণ(অল্পবয়স্কগণ), বড়গণ (বয়স্কগণ) পুরুষগণ, মহিলাগণ আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি অধিক অবিশ্বাসী অন্তরের (অধিক কাফির অন্তরের)উপর একজন লোক হিসেবে একত্রিত হয় (২২১) এতে আমার রাজত্বে সাগর থেকে সুঁচের মাথা যতটুকু হ্রাস করে তা ব্যতীত তোমরা কিছুই হ্রাস করবেনা। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৮১৯।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ" ،ـ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِى خُدُوْرِهِنَّ ـ " لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَخْرُقُهَا عَلَيْهِ فِى بَطْنِ بَيْتِهِ" ـ (٣٧٧٨) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দাঁড়ায়ে বললেন: "হে মানুষ সকল! হে যারা মুখে ঈমান এনেছ অথচ ঈমান এখনো তার কলব বা হৃদয়ে পৌঁছেনি" এমনকি অন্দর মহলবাসীদের শুনালেন "তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিওনা, আর তাদের গোপনীয় বিষয়সমূহের অনুসরন-অনুসন্ধান করো না, যে তার ভাইয়ের গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবে আল্লাহও তার গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবেন, শেষ পর্যন্ত তিনি(আল্লাহ) গোপনীয় বিষয়সমূহ তার উপর তার বাড়ীর অভ্যন্তরেই টুকরা টুকরা করবেন। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৭৮। **চতুর্থ হাদিস শরীফ:**

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: نَادَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ، فَقَالَ: " ، يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ" ،ـ " لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ " ـ مسند أحمد ـ (٢٠١١٥)

অর্থঃ-হযরত আবু বারযাতাল আসলামী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আহবান করলেন শেষ পর্যন্ত অন্দর মহলবাসীদের শুনায়ে বললেন: "হে মানুষ সকল! হে যারা মুখে ঈমান এনেছ অথচ ঈমান এখনো তার কলব বা হৃদয়ে প্রবেশ করেনি" "তোমরা মুসলমানদের গীবত তথা সমালোচনা করোনা, আর তাদের গোপনীয় বিষয়সমূহের অনুসরন-অনুসন্ধান করো না, যে তার ভাইয়ের গোপন বিষয়ের অনুসরন-

---

(২২০) **"একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের (অধিক পরহেজগার অন্তরের) উপর একত্রিত হয়"** বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই পূণ্যবান বা পরহেজগার হয়।

(২২১) **"একটি অধিক অবিশ্বাসী অন্তরের (অধিক কাফির অন্তরের) উপর একজন লোক হিসেবে একত্রিত হয়"** বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই অবিশ্বাসী বা কাফির হয়।

অনুসন্ধান করবে আল্লাহও তার গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবেন, শেষ পর্যন্ত তিনি(আল্লাহ) তাকে তার বাড়ীর অভ্যন্তরেই কলঙ্কিত (অপদস্ত) করবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০১১৫।

পঞ্চম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلي الله عليه وسلم قَالَ: أَتَدْرُونَ مَاالْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ، وَلاَ مَتَاعَ ، قَالَ: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ،وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا ، وَ قَذَفَ هَذَا،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا،وَ ضَرَبَ هَذَا، فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ مُفطُرِحَ عَلَيْهِ،ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ـ مسند أحمد -(٨٥٣٠)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা কি জান **الْمُفْلِسُ**(মুফলিস)তথা দেউলিয়া কি? তারা (সাহববীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মাঝে **الْمُفْلِسُ**(মুফলিস)তথা দেউলিয়া হচ্ছে যার কোন টাকা নেই, কোন সামগ্রী নেই। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের মধ্যে **الْمُفْلِسُ**(মুফলিস)তথা দেউলিয়া হচ্ছে যে নামাজ, রোজা, যাকাতও সম্পাদন করেছে পাশাপাশি সে একে গালি দিয়েছে(সম্মাণ নষ্ট করেছে), অপবাদ দিয়েছে, এর মাল-সম্পদ খেয়েছে, একে মেরেছে, অতপর তাকে বসানো হবে, তার নেক কর্ম থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে আর বিচার শেষ হবার পূর্বেই যদি তার নেক কর্ম নি:শেষ হয়ে যায়, তা হলে বাদীর গুনাসমূহ তার উপর নিক্ষেপ করা হবে, অতপর বিবাদীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৩০।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْغِيَابَةُ ؟ قَالُوا الله وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ مَالَيْسَ فِيْهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِي مَاأَقُوْلُهُ، يَعْنِي قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ مسند أحمد ـ (٧٢٦٧)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা কি জান গীবত কি ? তারা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞাত, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন কিছু আলোচনা করা যা তার মধ্যে নেই।(সে বলল) আপনি কেমন মনে করেন আমি যা বলি তার মধ্যে যদি তা থাকে, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার নিকট তা থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে(তার অনুপস্থিতিতে তুমি তার সমালোচনা করলে), আর যদি তা তার নিকট না থাকে তবে তুমি তার অপবাদ দিলে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৬৭।

পাপ বা গুনাহ মোচনের বিভিন্ন الْوَسِيْلَةُ(ওসিলা) তথা উপায় ও ব্যবস্থাঃ

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَامِنْ مَرَضٍ ،أَوْ وَجَعٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ إِلاَّ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ،حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا أَوِ النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا ـ مسند أحمد (٢٥٩٧٥) + مُسْنَدُ حُمَيْدِي(١١٧٩)

অর্থঃ হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কোন রোগ, ব্যথা মুমিনকে আক্রান্ত করে তা তার পাপের কাফফারা বা প্রতিশোধ, এমনকি কাটা বিদলে এবং কোন বিপদে পড়লেও (তার পাপের কাফফারা বা প্রতিশোধ হয়ে যাবে)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৯৭৫, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭৯ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ:سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : سَأَ لْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عَنِ الْحِسَابِ الْيَسِيْرِ فَقُلْتُ : يَا رسولَ الله ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوْبُهُ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ،وَلاَ يُصِيْبُ عَبْدًا شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ قَاصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ ـ مسند أحمد ٢٦١٥٥)

অর্থঃ- হযরত আব্বাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **সহজ হিসাব** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ, **সহজ হিসাব** কি? তিনি বললেন: লোকটির নিকট তার পাপরাশি উপস্থাপন করা হবে, অতপর তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তবে, যাকে হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যা্বে। কোন বান্দাকে কোন কাটা বা এর চেয়ে নিম্ন কিছু আক্রান্ত করলে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এর বিনিময়ে তার পাপসমূহের প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬১৫৫ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ:" أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حضَرهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيْهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي فِى الرِّيْحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدٌ ، قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْأَرْضِ :أَدِّي مَاأَخَذْتِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ، قَالَ: خَشْيَتُكَ (أَوْ مَخَافَتُكَ) يَا رَبِّ، فَغَفَرَلَهُ لِذَلِكَ" ـ سنن ابن ماجه ـ (٤٢٥٥) + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٢٩٩)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: একজন মৃত্যুর নিকটবর্তী হল, যখন তার মৃত্যু এসেই গেল তখন তিনি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিলেন: যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়ে ফেলবে, অতপর তোমরা আমাকে গুড়া গুড়া করে ফেলবে, তারপর তোমরা আমাকে সাগরে বাতাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিবে, আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ আমার উপর সক্ষম হয় তা হলে আমাকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন কাউকে তেমন শাস্তি দিবেন না। তারা তার সাথে তাই করল, তিনি(আল্লাহ) মাটিকে বললেন: তুমি যা গ্রহণ করেছ তা দিয়ে দাও। এতেই সে (মৃত ব্যাক্তি)দন্ডায়মান হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে বললেন: কি সে তোমাকে এইরূপ করতে বাধ্য করেছে ? সে বলল: হে আমার প্রভু আপনার ভয়-ভীতি, আল্লহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং ৪২৫৫+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসনাদু আবি ্আ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১২৯৯।

চতুর্থ হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ كَانَ يُدَائِنُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهِ: خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَاعَسُرَ،وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ لِي خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَائِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَاعَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ :قَدْ تَجَاوَزْتُ ـ مسند أحمد (٨٨٥١)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: একজন লোক কখনো ভাল কাজ করেনি, সে মানুষকে ঋন দিয়ে তার দূতকে বলত, যা সহজতর তা নিবে আর যা কঠিন(কষ্টকর)তা ছেড়ে দেবে এবং হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। যখন সে মারা গেল আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে বললেন: তুমি আমার জন্যে কখনো ভাল কাজ করেছ? সে বলল: না, তবে আমার একটি গোলাম ছিল এবং আমি মানুষকে ঋন দিতাম, আমি যখন তাকে(গোলামকে)তাক্বাদার জন্যে পাঠাতাম তখন তাকে বলে দিতাম: যা সহজতর তা নিবে আর যা কঠিন(কষ্টকর)তা ছেড়ে দেবে এবং ক্ষমা করে দিবে হয়ত আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বললেন: আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৫১।

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস শরীফের বাণী রয়েছে ।

(৩) ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্বরণ প্রসঙ্গঃ

এতক্ষণ আমি **اَلتَّوْبَةُ**(তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও **اَلْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার)তথা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তা থেকে জ্ঞান লাভ করে তদানুযায়ী আমল করে হৃদয় কিছুটা হলেও পবিত্র করতে পেরেছি মনে করে **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকরে

মনোনিবেশ করব । সেইজন্য ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির সম্পর্কে কিছু নিয়মাবলী জানতে চেষ্টা করব। ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকিরের ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতগুলো আয়াত ও পবিত্র হাদিস শরীফের বাণী নিম্নে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।মহান আল্লাহই তাওফিক দাতা

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহঃ

১ নং আয়াত:

الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِاللهِ، آلاَ بِذِكْرِاللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبِ ، سُوْرَةُ الرَّعْدِ ، الْأَيَةُ (٢٨)

অর্থঃ-যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে, জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। সুরা রা'দ, আয়াত নং-২৮।

২ নং আয়াত:

يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ سَوْرَةُ الْأَحْزَابِ ـ الْأَيَةُ (٤١)

অর্থঃ-হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। সুরা আল-আহযাব,আয়াত নং-৪১।

৩ নং আয়াত:

إِنَّمَا الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ـ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ ـ الْأَيَةُ (٠٢)

অর্থঃ- যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম যিকির করা হয় (আল্লাহর নাম নেয়া হয়) তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায় ।সুরা আনফাল, আয়াত নং- ০২।

৪ নং অয়াত:

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ـ سَوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةِ(٢٥٥)

অর্থঃ-আল্লাহ, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত, চিরন্তন (অবিনশ্বর সত্তা)। সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৫৫।

৫ নং আয়াত:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَ قُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ ـ سَوْرَةُ الٰ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ (١٩١)

অর্থঃ-যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে।সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১৯১।

৬ নং আয়াত:

"فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِكُمْ"- سورة النساء ، الْأية (١٠٣)

অর্থঃ অতএব, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহর জিকর(স্মরণ) কর। সুরা নিসা, আয়াত নং১০৩।

৭ নং আয়াত:

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا ـ سَوْرَةُ الْهُوْدِ ـ الْأَيَةُ (٤١)

অর্থঃ- আর তিনি বললেন, এতে তেমরা আরোহন কর। আল্লহর ন্যমেই এর গতি ও স্থিতি। সুরা হুদ, আয়াাত নং-৪১।

৮ নং আয়াত:

الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ــ سَوْرَةُ الْحجِّ ـ الْأَيَةُ (٣٥)

অর্থঃ- যাদের নিকট আল্লাহর নাম যিকির (স্মরন) করা হলে তাদের অন্তর ভীত হয়। সুরা হজ্ব, আয়াাত নং-৩৫।

৯ নং আয়াত:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ـ سَوْرَةُ الْحجِّ ـ الْأَيَةُ (٣٦)

অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর নাম যিকির(স্মরন) কর। সুরা হজ্ব, আয়াাত নং-৩৬।

১০ নং আয়াত:

لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً سورة النساء ، الْأية (١٤٢)

অর্থঃ-তারা(মুনাফিকরা) ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কমই করে থাকে। সুরা নিসা, আয়াত নং১৪২।

ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্বরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াতের সারসংক্ষেপঃ

উপরে আমি পবিত্র কুরআনের ১০ খানা আয়াত কারিমা উল্লেখ করেছি। তার সারসংক্ষেপ এই-

(১) প্রথম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, ঈমানদার বান্দাদের অন্তর-হৃদয় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকিরে শান্তি পায়।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, হে ঈমানদার বান্দারা তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী যিকির(স্মরণ) কর।

(৩) তৃতীয় আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, মুমিনদের নিকট আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের অন্তর-হৃদয় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকিরে ভীত হয়ে যায়।

(৪) চতুর্থ আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অত্র আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ স্বয়ং নিজে **ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ** (যিকরু ইসমিজজাত) তথা আল্লাহর সত্তার নাম "**اَللّٰهُ**" (আল্লাহ) নামটি প্রথম যিকির বা উচ্চারণ করে বাণী বা কথা শুরু করেছেন।

(৫) পঞ্চম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত অবস্থায় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্মরণবা যিকির করে তাদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তরাজিতে তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন।

(৬) ষষ্ঠ আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর যিকর(স্মরণ) কর।

(৭) সপ্তম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নাম নিয়ে যানবাহনে আরোহন করবে বা যানবাহন পরিচালনা করবে।

(৮) অষ্টম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর স্বরণে মুমিনের অন্তর পকম্পিত হয়ে পড়ে।

(৯) নবম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর নাম যিকির কর।

(১০) দশম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে,মুনাফিকরা **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কম করে।

পবিত্র হাদিস শরীফসমূহঃ

প্রথম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ،/ قَالَ: ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الأَرْضِ فُضُلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِئُوْنَ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اللهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمُدُوْنَكَ وَ يُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ(وَ فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ ـ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمُدُونَك، وَيَسْأَلُونَكَ ـ ٦٢٨٩) فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْنِي فَيَقُوْلُونَ لاَ فَيَقُوْلُ فَكَيفَ لَوْ رَأَوْنِي فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ تَحْمِيدًا وتَمْجِيْدًا وَ ذِكْرًا، فَيَقُوْلُ : فَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ،فَيَقُولُ وَ هَلْ رَأَوْهَا، قَالَ: فَيَقُوْلونَ لاَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ طَلَبًا، فَيَقُوْلُ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ وَ هَلْ رَأَوْهَا، فَيَقُوْلوْنَ لاَ ،قَالَ: فَيَقُوْلُ فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَ أَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا، قَالَ: فَيَقُوْلُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، ،قَالَ: ، فَيَقُوْلوْنَ فَإِنَّ فِيْهِمْ فُلاَنًا الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَتِهِ فَيَقُوْلُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ ــ مسند أحمد (٧٥٤٢)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা অথবা আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: নিশ্চয় মানুষদের আমলনামা লিখক ছাড়াও পৃথিবীতে আল্লাহর ভ্রমনকারী ফেরেস্তা রয়েছেন। যখন তারা আল্লাহর স্বরনকারী সম্প্রদায় পায় তখন তারা পরস্পরকে আহবান করে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যের দিকে এসো, তারা আসে, অতপর তারা তাদেরকে (যিকিরকারীদেরেকে) চতুর্দিক থেকে আকাশ পর্যন্ত বেষ্টন করে, আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার বন্দাদেরকে কোন কাজ করতেছে অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা বলে, আমরা তাদেরকে আপনার প্রশংসা করতে>> (([**তাহমিদ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলতে**], মহিমা বর্ণনা করতে>> [**তামজীদ- اللهُ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللهُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللهُ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللهُ قَيَّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،**

ইত্যাদি বলতে], যিকির করতে >>**[যিকির- اَللهُ اَللهُ বলতে],** অবস্থায় ছেড়ে এসেছি,**((মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে**-গুণকীর্তন করতে**>> [তাসবিহ- سُبْحَانَ اللهِ বলতে],** বড়ত্ব বর্ণনা করতে**>>[তাকবির –اَللهُ أَكْبَرُ বলতে],** প্রশংসা-ধ্বনি করতে**>>[তাহমিদ- الحَمْدُ لِلّٰهِ বলতে], [তাহলীল-لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ উচ্চারণ করতে],** প্রশংসা করতে**>> [তাহমিদ- الحَمْدُ لِلّٰهِ** বলতে **],** দান প্রার্থনা করতে**>> [সুআল- أَللّٰهُمَّ إِنّا نَسْأَلُكَ বলতে]))** আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে, তারা(ফেরেস্তারা)বলে, না, তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত যদি তারা আমাকে দেখত, তখন ফেরেস্তারা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত তা হলে তারা আপনার অধিক প্রশংসা করত, অধিক গুণকীর্তন করত, অধিক যিকির করত, অতপর আল্লাহ বলেন: তারা কোন জিনিস চাচ্ছে,ফেরেস্তারা বলবেন, তারা জান্নাত চাচ্ছে, আল্লাহ বলবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে, ফেরেস্তারা বলবেন, না, আল্লাহ বলবেন, তারা যদি জান্নাত দেখত তা হলে কেমন হত? ফেরেস্তারা বলবেন, তারা জান্নাতের জন্য অধিক অকাঙ্খী ও অধিক ইচ্ছুক হত, আল্লাহ বলবেন, তারা কি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, ফেরেস্তারা বলবেন, তারা দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, আল্লাহ বলবেন, তারা কি দোযখ দেখেছে, ফেরেস্তারা বলবেন, না, আল্লাহ বলবেন, কেমন হত যদি তারা দোযখ দেখত, ফেরেস্তারা বলবেন, যদি তারা দোযখ দেখত তা হলে তারা তা থেকে অধিক পলায়নকারী ও অধিক ভয়কারী হত, আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী রাখছি, নিষচয় আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, ফেরেস্তারা বলবেন, তাদের মাঝে উমুক পাপী রয়েছে, তাদের ইচ্ছার সাথে আসেনি, সে তার নিজস্ব প্রয়োজনে এসেছে, আল্লাহ বলবেন, তারা এমন সম্প্রদায় তাদের সাথে উবেশনকারী দুর্ভাগা হয় না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৪২ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَن رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ: أَيُّ الْمُجَاهِدِيْنَ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا " قَالَ : وَ أَيُّ الصَّائِمِيْنَ أَعْظَمُ لِلّٰهِ أَجْرًا ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا "، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلَاةَ و الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ و الصَّدَقَةَ ، كُلُّ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : " أَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا "،فَقَالَ أَبُو بَكَرِ الصِّدِّيْقُ لِعُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : " يَا أَبَا حَفْصٍ ذَهَبَ الذَّاكِرُوْنَ بِكُلِّ خَيْرٍ "، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "أَجَلْ " (١٦٨١٢) في المعجم الكبير للطبراني+عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ،ـــ مسند أحمد، (١٥٨٥٥)

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ বিন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু তিনি তার পিতা থেকে বলেন: তার পিতা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করে: নিশ্চয় একজন লোক তাঁকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) প্রশ্ন করে বলল: কোন মুজাহিদ পুরস্কারের দিক দিয়ে বড় বা মহান? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: **"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করে"**, সে(লোক)বলল: কোন রোজাদার পুরস্কারের দিক দিয়ে বড় বা মহান? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: **"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করে"**, তারপর? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ, যাকাত, হজ্ব ও সাদক্বা উল্লেখ করে প্রত্যেকটি বিষয়েই বললেন: **"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করে"** ।(এই কথা শুনে) হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু অনহু হযরত ওমরকে (রাদিআল্লাহু অনহুকে)বললেন: হে আবু হাফস, "যিকিরকারীরাইতো সব কল্যাণ নিয়ে গেল"। (তাদের উভয়ের কথা শুনে) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাক বললেন: হা!। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৮১২+সাহল বিন মুআ'জ তিনি তার পিতা থেকে, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৮৫৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسِيْرُ طَرِيْقِ مَكَّةَ، فَأَتَي جُمْدانَ ، فَقَالَ: سِيْرُوا سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا۔ مسند أحمد ۔ (٩٤٥٦)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মক্কার কোন এক রাস্তায় চলতে চলতে জুমদান নামক স্থানে এসে বললেন: তোমরা চলতে থাক, **الْمُفَرِّدُوْنَ**(আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: (তারা) হচ্ছে বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৪৫৬।

চতুর্থ হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ـ مسند أحمد، (٨٥٤٤)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত ফেরেস্তা রয়েছেন যারা যিকরের মাজলিস অনুসন্ধান করে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৪৪।

পঞ্চম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي ـ مسند أحمد ـ (١٠٨٣٥)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ অয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: আমি আমার বন্দার ধারনার সাথে আছি, আর আমি তার সাথেই আছি যেখানেই সে আমাকে স্বরণ করে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৮৩৫।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফ:

عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ " ، قَالُوْا: وَ لاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ: " وَلاَ "، إِلاَّ أَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ (١٦٧٦٥) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনবার বলেন: কোন মানুষই তার জন্য আল্লার আযাব বা শাস্তি থেকে আল্লাহর যিকরের চেয়ে বেশী পরিত্রাণকারী এমন কোন আমল করেনা। তারা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহম) বললেন: জিহাদও নয়? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: না, তবে, তুমি তোমার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে তলোয়ার ভেঙ্গে যায় তবুও।

আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৭৬৫।

সপ্তম হাদিস শরীফ:

عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ،أَوْصِنِي ، فَقَالَ " عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَااسْتَطَعْتَ ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ و شَجَرٍ " (١٦٧٤٥) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমাকে উপদেশ দিন, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: তুমি আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করবে আর প্রত্যেকটি পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির করবে।

আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৭৪৫।

অষ্টম হাদিস শরীফ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: إِنَّ آخِرَ كَلاَمٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ قُلْتُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ "ـ(١٦٦٣٤) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় শেষ কথা যার উপর আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিদায় দিচ্ছি, আমি বলেছি: কোন আমল আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সিক্ত রাখা অবস্থায় তুমি মৃত্যু বরণ করবে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬৩৪।

নবম হাদিস শরীফ:

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُسَرٍ أَنَّ عَرَبِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإسلام قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَانْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ " لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ " سنن إبن ماجة (٣٧٩٣)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন আরাবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলল, ইসলামের আইন-কানুন অনেক হয়ে গেছে, উহা থেকে আমাকে এমন কিছু জানিয়ে দিন যাতে আমি

লেগে থাকব, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সর্বদা সিক্ত থাকবে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৯৩।

দশম হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: " أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَ أَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍلَّكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ " قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: "ذِكْرُ اللهِ" ــ سنن إبن ماجة (٣٧٩٠)

অর্থঃ- হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে তোমাদের মালিকের নিকট অধিক সন্তোষজনক, সম্মাণ-র্যামদায় উন্নত, স্বর্ন-রূপা ব্যয় করা এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের সাক্ষাৎ লাভ করে তোমরা তাদের গর্দান আঘাত করবে আর তারা তোমাদের গর্দান আঘাত করার চেয়ে বেশী উত্তম আমলের সংবাদ দিব কি? তারা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, উহা কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকির। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৯০।

একাদশ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَيُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ درجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: "الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا". قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمِنَ الْغَازِي فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: قَالَ: " لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ الْكُفَّارَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُ اللهَ أَفْضَلُ مِنْهُ" ــ مُسْنَدُ أَبِيْ يَعْلَى ـ (١٤٠٢)

অর্থ:-হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, কোন ইবাদত কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "আল্লাহর বেশী বেশী যিকরকারী। আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায় গাজীর চেয়েও (শ্রেষ্ঠ)? তিনি (আবু সাঈদ খুদরী) বললেন: তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "যদি তুমি তোমার তরবারি দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে আঘাত কর এমনকি এতে তোমার তরবরি ভেঙ্গে যায় ও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় তথাপি আল্লাহর যিকরকারী গাজীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪০২।

দ্বাদশ হাদিস শরীফঃ

قَالَ جَابِرٌ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: "يَاأَيُّهَا النَّسُ إِنَّ لِللّٰهِ سَرَايَا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ تَحُلُّ وَ تَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِى الْأَرْضِ، فَارْتَعُوا فِى رِيَاضِ الْجَنَّةِ" قَالُوا: وَأَيْنَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: "مَجَالِسُ الذِّكْرِ فَاغْدُوا وَرُوْحُوا فِي ذِكْرِ اللهِ، واذْكُرُوهُ بِأَنْفُسِكُمْ، مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةَ اللهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللهَ يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ" ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٧٦٦)

অর্থ:-হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বের হয়ে এসে বললেন: হে মানুষেরা নিশ্চয় আল্লাহর একদল ফেরেস্তা আছে যারা অবতরনকরে পৃথিবীতে যিকরের মজলিসে অবস্থান করে। অতপর **رِيَاضُ الْجَنَّةِ**(রিয়াদুল জান্নাতি) তথা জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করেন বা জান্নাতের বাগানসমূহের ফল খায়। তাঁরা (সাহাবীরা)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, **رِيَاضُ الْجَنَّةِ** (রিয়াদুল জান্নাত) তথা জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন: মাজলিসুয যিকর। অতএব তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকরে থাক এবং তাঁকে(আল্লাহকে) মনে মনে স্বরণ কর। যে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা জানতে চায় তা হলে সে চিন্তা করে দেখুক আল্লাহর মর্যাদা তার নিকট কতটুকু। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাকে তাঁর থেকে এমন নীচে নামিয়ে দেন যেমন বান্দা নিজ থেকে তাঁকে(আল্লাহকে)নীচে নামিয়ে দেন। মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৬।

এয়োদশ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " لَأَنْ أَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى مِنْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ،أُكَبِّرُ وَأُهَلِّلُ وَ أُسَبِّحُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعًا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلَأَنْ أَذْكُرَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ ـ مسند أحمد، (٢٢٦١٥)

অর্থঃ- হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি সুর্যোদয় থেকে আল্লাহ তাআ'লার যিকর(আল্লাহ আল্লাহ) করি, তাকবির (আল্লাহু আকবার)বলি বা পাঠ করি, তাহলীল(লাইলাহা ইল্লাল্লাহ)বলি, তাসবিহ(সুবহানাল্লাহ) বলি তা আমার নিকট ইসমাঈলের(আলাইহিস সালাম)চার সন্তানের মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয় এবং আমি আসর নামাজ থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত যিকর(আল্লাহ আল্লাহ) করি তা আমার নিকট ইসমাঈলের(আলাইহিস সালাম)এরূপ এরূপ সন্তান মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৬১৫।

ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্বরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস শরীফের সারসংক্ষেপঃ

উপরে আমি **১১**খানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি। তার সারসংক্ষেপ এই---

১নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, ফেরেস্তাগণ আল্লাহর যিকিরকারী সম্প্রদায়কে যিকিরে রত অবস্থায় দেখে মহান তাআ'লার নিকট গিয়ে রিপোর্ট বা বিবরণ উপস্থাপন করলে আল্লাহ ফেরেস্তাগণকে স্বাক্ষী রেখে যিকিরকারী সম্প্রদায়কে ক্ষমাপ্রাপ্ত ঘোষণা দেন।

২নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- রোজা, নামাজ, যাকাত, হজ্ব, সাদক্বা এবং জিহাদকারীদের মধ্যে যে বেশী যিকিরকারী সে সবচেয়ে বড় পুরস্কারপ্রাপ্ত।

৩নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা (সাহাবীগণ)বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: (তারা) হচ্ছে বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী।

৪নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত ফেরেস্তা রয়েছেন যারা যিকরের মাজলিস অনুসন্ধান করে ।

৫নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ অয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: আমি আমার বন্দার ধারনার সাথে আছি, আমি তার সাথেই আছি যেখানেই সে আমাকে যিকির(স্বরণ) করে ।

৬নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনবার বলেন: কোন মানুষই তার জন্য আল্লার আযাব বা শাস্তি থেকে আল্লাহর যিকরের চেয়ে বেশী পরিত্রাণকারী এমন কোন আমল করেনা । জিহাদে অংশ গ্রহন করে তলোয়ার ভাঙ্গলেও নয় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদাহরণ হিসেবে তা উল্লেখ করেছেন।

৭নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তুমি প্রত্যেকটি পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির করবে।

৮নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সিক্ত রাখা অবস্থায় তুমি মৃত্যু বরণ করবে

৯নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সর্বদা সিক্ত রাখা।

১০ নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত আমলের চেয়ে **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকির উত্তম।

১১ নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকরে থাক এবং তাঁকে(আল্লাহকে) মনে মনে স্বরণ কর। যে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা জানতে চায় তা হলে সে চিন্তা করে দেখুক আল্লাহর মর্যাদা তার নিকট কতটুকু। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাকে তাঁর থেকে এমন নীচে নামিয়ে দেন যেমন বান্দা নিজ থেকে তাঁকে(আল্লাহকে)নীচে নামিয়ে দেন।

১২ নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে আল্লাহ যিকরকারী সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাজীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

১৩ নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, সুর্যোদয় থেকে যিকর, তাহলীল ও তাসবিহ করা এবং আসর থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত যিকর করা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্য হতে বিশেষ পরিমান মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয় বলা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত ০১ থেকে ১৩ নং হাদিস শরীফসমূহের ভাষ্য ও সারসংক্ষেপ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকর আর **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ), **أَللهُ أَكْبَرُ** (আল্লাহু আকবার), **ذِكْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ**(সুবহানাল্লাহ) এবং **الحَمْدُ لِلَّهِ** (আলহামদু লিল্লাহ) যিকর করা একই পর্যায়ের নয়। শুধুমাত্র (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকর হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। আর **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকর বাদে অন্যান্য যিকর যেমন **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ), **أَللهُ أَكْبَرُ** (আল্লাহু আকবার), **سُبْحَانَ اللهِ**(সুবহানাল্লাহ) এবং **الحَمْدُ لِلَّهِ** (আলহামদু লিল্লাহ) যিকর হচ্ছে স্ব-স্ব স্থানে উত্তম এবং **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকরের সাথে তুলনা করা হলে অন্যান্য যিকর যেমন **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ), **أَللهُ أَكْبَرُ** (আল্লাহু আকবার),**سُبْحَانَ اللهِ** (সুবহানাল্লাহ) এবং **الحَمْدُ لِلَّهِ** (আলহামদু লিল্লাহ) যিকর হচ্ছে নিম্নতম। **ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ** (যিকরু ইসমিজজাত)তথা আল্লাহর সত্তার নামের যিকির **((“أللهُ أللهُ”** আল্লাহ আল্লাহ যিকির)) অর্থাৎ **“ أللهُ”** (আল্লাহ)শব্দটি অন্যান্য শব্দমালার সাথে (যেমন- **سُبْحَانَ, وَالحَمْدُ, لاَإِلَهَ , أَكْبَرُ**)সংযুক্ত না হলে উক্ত শব্দমালার কোনই মূল্য নাই এবং উক্ত শব্দমালার উচ্চারণ বা যিকর করলে কোন ছওয়াবও নেই। কিন্তু শুধু মাত্র (**“أللهُ أللهُ”** আল্লাহ আল্লাহ) উচ্চারণ বা যিকর করলে ছওয়াবের অন্ত নেই, ছওয়াব আর ছওয়াব। অতএব, উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বিভিন্ন যিকরের মধ্যে পার্থক্যটি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন ও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

"ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআনের ০৯খানা(নয়খানা) আয়াত ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ১৩খানা(বারখানা) পবিত্র হাদিস শরীফ গভীরভাবে গবেষণামূলক মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকির কোনটি সহজ ও সুন্দর তা"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর”**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের সম্যক জানতে পারবেন। মহান আল্লাহই তাওফিকদাতা ।

"ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাঃ

উপরে আমি **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' সম্পর্কে ০৯খানা(নয়খানা) পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ১২(বার)খানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে প্রথম ধারাবাহিক ০৯খানা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ১২(বার)খানা হাদিস শরীফেই **مُطْلَقًا** (মুতলাক্বান)তথা শর্তহীন **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করতে বলা হয়েছে। উপরোক্ত ০৯খানা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ১২(বার)খানা হাদিস শরীফের কোনটিতেই **"ذِكْرُ اللهِ"** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করার জন্য কোন অক্ষর, শব্দ বা বাক্য সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং শুধুমাত্র **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করতেই বলা হয়েছে। **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করার জন্য কোন অক্ষর, শব্দ বা বাক্য সুনির্দিষ্ট না করায় বা **مُقَيَّدًا** (মুক্বাইয়াদান) তথা শর্তযুক্ত না করায় বরং উম্মুক্ত রাখায় যেই বাক্য বা শব্দমালা উচ্চারণ করলে আল্লাহর নাম স্মরণ হয়ে যায় সেই বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণের মাধ্যমেই **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করা যাবে। তবে যেহেতু **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করার জন্যে হাদিস শরীফে সুন্দর-সুন্দর বাক্য বা শব্দমালা রয়েছে তা দিয়ে **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' করলে ছওয়াব বা পুরস্কার, উপকারিতা যেমন বেশী লাভ করবে তেমনি ফলাফলও অধিক হবে। তাই, নিজেদের বানানো বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণের মাধ্যমে **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির' না

করে হাদিস শরীফে বর্ণিত সুন্দর-সুন্দর বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণের মাধ্যমেই "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির’ করা সবচেয়ে উত্তম। হাদিস শরীফে বর্ণিত সুন্দর-সুন্দর বাক্য বা শব্দমালার মধ্যে প্রথম সারির সহজ শব্দমালা হচ্ছে আল্লাহর তাআ’লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম। মহান আল্লাহ তাআ’লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামের মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্দর নামটিই হচ্ছে “اَللهُ”। এই প্রথম পবিত্র নামটিকে (اَلْإِسْمُ الذَّاتِيُّ) তথা সত্তার নাম বলে। অবশিষ্ট নামগুলো হচ্ছে তাঁর গুণগত নাম। এই গুণগত নামগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ’লার গুণাবলী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআ’লার এই নামগুলোকে যিকির করতে বা এই নামগুলো উচ্চারণ করে মহান আল্লাহকে ডাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি এই নামগুলোকে আল্লাহর সুন্দর-সুন্দর নাম বলা হয়েছে। এই নামগুলোর যে কোন একটিকে দিয়ে হলেও মহান আল্লাহকে ডাকতে হবে বা এই নামগুলোর যে কোন একটিকে উচ্চারণ করার মাধ্যমে হলেও "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির’ করতে হবে। এই নামগুলোর যে কোন একটিকে দিয়ে হলেও মহান আল্লাহকে ডাকা বা এই নামগুলোর যে কোন একটিকে উচ্চারণ করার মাধ্যমে হলেও "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর ‘যিকির’ করা মহান আল্লাহ তাআ’লার নির্দেশ মোতাবেক ফরজ।

পবিত্র কুরআনের আদেশখানা হচ্ছে --

وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ـ سُوْرَةُ الْأَعْرَفِ ـ الْأٰيَةُ (١٨٠)

অর্থঃ- আল্লাহর সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) উক্ত নাম ধরেই ডাক। সুরা আল-আ’রাফ, আয়াত নং-১৮০ । পবিত্র কুরআনের অন্যত্র **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহকে ডাকার বিষয়ে আরো একখানা আয়াত রয়েছে। আয়াতখানা হচ্ছে এই---

قُلِ ادْعُوااللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، أَيًّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ سُوْرَةُ الْكَهْف ـ الْأٰيَةُ (110)

অর্থঃ-(হে নবী) বলুন, তোমরা (আল্লাহকে) আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে ডাক। যেই নামেই ডাক তাঁর (আল্লাহর) সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। সুরা কাহফ সুরা আল-কাহফ, আয়াত নং-১১০।

উপরোক্ত মহাপবিত্র কুরআনের আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআ’লা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁরই(আল্লাহর) **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى** (আল-আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, মহান আল্লাহর এই নির্দেশকে ফরজ মনে করে প্রত্যেক মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোকে অথবা ঐ নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নামকে উচ্চারণ করে করে আল্লাহ তাআ’লার যিকির করতে হবে। মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত এবং মহান আল্লাহ তাআ’লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলবদ্ধ **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিপরীত **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের মধ্য হতে কেউ যদি বলে যে, মহান আল্লাহ তাআ’লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামের মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্দর নাম “اَللهُ” নামটির যিকির করা যাবেনা তবে সে মুসলিম নহে, সে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক মুসলিম**(অভ্যন্তরীনভাবে কাফির)**। কারণ, সে পবিত্র কুরআনের বিপরীত নির্দেশ দিয়েছে। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর”**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক আলিম-উলামাগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম

উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিপরীত মতামত, ফতওয়া দিয়ে এইটা চায় যে, মুসলিম মানুষ **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' কম করুক। কারণ, **" اَللهُ اَللهُ "** আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা সহজ। তারা সহজ পদ্ধতি ত্যাগ করে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেরা যেমন **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' কম করে তেমনিভাবে তারা তাদের অনুসারীদেরকেও **" اَللهُ اَللهُ "** 'আল্লাহ আল্লাহ' নামের মত সহজ পদ্ধতির যিকির ত্যাগ করাইয়ে **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' কম করতে উৎসাহিত করে মুনাফিক মুসলিম বানাতে চায়। কারণ, কম কম **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা মুনাফিকদের লক্ষণ ও নিদর্শন। বেশী বেশী **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করলে মুনাফিকরা সহ্য করতে না পেরে বেশী বেশী **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করাকে তারা বলে উঠে "এ কাজটি হচ্ছে (রিয়া) তথা লোক দেখানো যিকির। যেমন হাদিস শরীফে আছে—--

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ تُرَاءُوْنَ "

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' এমনভাবে কর যাতে মুনাফিকরা বলে "তোমরা (রিয়া) বা লোকদেখানো যিকির করছ"। -------, হাদিস শরীফ নং-----

যেমন **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত ০৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াতে মুনাফিকদের এই মন্দ স্বভাবটির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ------------------------

لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً — سورة النساء ، الأية (١٤٢)

অর্থঃ-তারা(মুনাফিকরা) ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কমই করে থাকে। সুরা নিসা,আয়াত নং১৪২।

অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বলেন যে, বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করলে মুনাফিকি তথা কপটতা দুর হয় ।

হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--
-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ "(٦٩٣١+) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে সে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি পাবে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৯৩১।

সম্মাণিত পাঠকবর্গকে শ্রদ্ধাভরে বলছি যে, **" اَللهُ اَللهُ "** আল্লাহ আল্লাহ নামের মত সহজ যিকির অন্যকোন শব্দাবলী বা বাক্যবলী দ্বারা সম্ভব নয়। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক আলিম-উলামাগণই **"اَللهُ اَللهُ"** 'আল্লাহ আল্লাহ' নামের মত সহজ পদ্ধতির যিকির ত্যাগ করে যেহেতু **سُبْحَانَ اللهِ, الحَمْدُ لِلّهِ , لاَ إِلَهَ إِ لاَّ اللهُ , اَللهُ أَكْبَرُ** এবং **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির ও দুআ'নামক বাক্য বা শব্দমালার মত কঠিন পদ্ধতির যিকির করতে তাদের অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করে। অথচ তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির ও দুআ' নামক বাক্য বা শব্দমালার মত কঠিন পদ্ধতির যিকিরগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ে, সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়ার কথাই পবিত্র হাদিস শরীফে এসেছে। যেমন-পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এবং শুয়ার সময়ে ইত্যাদি সময়ে **سُبْحَانَ اللهِ** তেত্রিশ বার, **الحَمْدُ لِلّهِ** তেত্রিশ বার, **اَللهُ أَكْبَرُ** চৌত্রিশ বা এবং **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** একবার ইত্যাদি সংখ্যায় পড়ার নির্দেশনাই বেশী হাদিস শরীফে এসেছে ।

তাছাড়া পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল্লাহর তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর যিকির করতে সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে বরং এ কথা বলেছেন যে, যেই মুসলিমই আল্লাহর তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামগুলো মুখস্ত করে যিকির করবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে বলে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে------------------- --------------------------------------**প্রথম হাদিস শরীফ :**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ " إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ،وَهِى اللهُ --------------------إِلَى-الصَّادِقُ النُّوْرُ— سنن إبن ماجة (٣٨٦١)

অর্থঃ- হযরত হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। নিশ্চয় তিনি বেজোড়, তিনি বেজোড় পছন্দ করেন, যেই উহা মুখস্ত করবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে। আর তা(নামগুলো)হচ্ছে, اَللهُ হতে--**الصَّادِقُ النُّوْرُ—** পর্যন্ত। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬১।

((উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে মহান আল্লাহর اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى(আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর প্রারম্ভেই "اَللهُ " নামটি দিয়েই আল্লাহ তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর সুচনা হয়েছে ।))

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِلّٰهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُوْنَ إِسْمًا مِأَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ /مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (مُسْلِم - ٢٦٧٧)

অর্থঃ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হতে হযরত হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন: আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যেই উহা মুখস্ত করবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৭৭।

যাহোক, হাদিস শরীফে যতসব তাসবিহ, তাহলীল, যিকির ও দুআ' রয়েছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজের বাহিরে সেইগুলো পড়তে নির্দেশ না দিয়ে ঐগুলোর ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাঁর উম্মতকে ঐ নামগুলো পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে----------------

১ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الكَلاَمِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ وَأَللهُ أَكْبَرُ ــ سنن إبن ماجة (٣٨١١)

অর্থঃ-হযরত সামুরতা বিন জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: চারটি বিষয় হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য। ঐগুলোর যেটি দিয়েই প্রথম আরম্ভ কর তোমার ক্ষতি হবেনা। তা হচ্ছে **سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ وَأَللهُ أَكْبَرُ** । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮১১।

২ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ " ــ سنن إبن ماجة (٣٨٠٠)

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হচ্ছে "**لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ**" আর সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' হচ্ছে "**الْحَمْدُ لِلّٰهِ**"। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮০০।

৩ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :"أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ ؟" قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ : "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ــ مسلم ، (٢٧٢٩)

অর্থঃ-হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি কি তোমাকে **أَحَبَّ الْكَلاَمِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাটি বর্ণনা করব না"? আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি! **أَحَبَّ الْكَلاَمِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাটি আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেন:

নিশ্চয় أَحَبَّ الْكَلاَمِ (আহাব্বুল কালাম) তথা আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাটি হচ্ছে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ । মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭২৯।

৪ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رسول الله صلي الله عليه وسلم "أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ"، قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ . قَالَ:" لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ " ــ سنن إبن ماجة (٣٨٢٥)

অর্থঃ-হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: "আমি কি তোমাকে كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ (কানযিন মিন কুনুযিল জান্নাত) তথা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার অবহিত করব না? আমি বললাম, হা! ইয়া রাসুলাল্লাহি, তিনি বললেন: **" لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ "** হচ্ছে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮২৫।

উপরে আমি **১,২,৩.৪ নং** ক্রমিক নামে চারখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি, প্রত্যেকটি হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্র ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন নির্দেশ প্রদান করা হয় নি। বরং উক্ত বাক্য ও শব্দমালা্ তাসবিহ, তাহমিদ, তাহলীল ও তাকবির হিসেবে পড়তে উৎসাহ দানই করা হয়েছে। অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১ নং হাদিস শরীফে প্রথমে سُبْحَانَ اللهِ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَفْضَلُ الْكَلاَمِ (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয়ত: وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَفْضَلُ الْكَلاَمِ (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য, এইরকমভাবে তৃতীয়ত: وَ لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَفْضَلُ الْكَلاَمِ (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য ও চতুর্থত:وَاللهُ أَكْبَرُ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَفْضَلُ الْكَلاَمِ (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য বলা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্র ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্ পড়তে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় হাদিস শরীফে لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَفْضَلُ الذِّكْرِ (আফদালুয যিকির) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির এবং الْحَمْدُ لِلّٰهِ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَفْضَلُ الدُّعَاءِ (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্র ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্ পড়তে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

ঠিক তেমনিভাবে তৃতীয় হাদিস শরীফে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে أَحَبَّ الْكَلاَمِ (আহাব্বুল কালাম) তথা প্রিয় বাক্য বা কথা বলা কয়েছে। তৃতীয় হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্র ফলাফল,গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনা করা হয়েছে।

ঠিক তেমনিভাবে চতুর্থ হাদিস শরীফে لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ নামে বাক্য বা শব্দমালা্কে كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ (কানযমি মিন কুনুযিল জান্নাত)তথা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার বলা হয়েছে। চতুর্থ হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্র ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা্ পড়তে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট কতক আলিম-উলামা মহান আল্লাহ তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে মহান আল্লাহকে ডাকতে বা যিকির করতে উৎসাহিত না করে বরং " اَللهُ اَللهُ " 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করা بِدْعَةٌ (বিদআ'তুন) বলে। এরা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক মুসলিম **(অভ্যন্তরীনভাবে কাফির)**। কারণ, তারা পবিত্র কুরআনের বিপরীত নির্দেশ দিয়েছে। তারা বলে, لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ নামে বাক্য বা শব্দমালা্ ছাড়া "اَللهُ اَللهُ" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করা بِدْعَةٌ (বিদআ'তুন)। কারণ, এরা بِدْعَةٌ (বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ জানে না। তারা بِدْعَةٌ(বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। بِدْعَةٌ (বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩২৪ থেকে ৩৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য ।

এখানে একটি কথা স্মর্তব্য ও অনুধাবনযোগ্য যে, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম কোন **كَلاَمٌ**(কালাম) তথা বাক্যের সাথে সংযোগ না হলে সেই **كَلاَمٌ**(কালাম) তথা বাক্যটির উচ্চারণে যেমন কোন ছওয়াব বা পুরস্কার নেই তেমনি সেই **كَلاَمٌ**(কালাম) তথা বাক্যটির ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই। যেমন- **سُبْحَانَ** নামে শব্দের সাথে **اَللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে **سُبْحَانَ** নামে শব্দের উচ্চারণে কোন ছওয়াব বা পুরস্কার, ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই। ঠিক তেমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে **لاَإِلَهَ إِ لاَّ** নামে বাক্যের বা শব্দমালা্র সাথে **اَللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে, **الْحَمْدُ** নামে শব্দের সাথে **اَللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে এবং **أَكْبَرُ** নামে শব্দের সাথে **اَللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে **لاَإِلَهَ إِ لاَّ , الْحَمْدُ , أَكْبَرُ** বাক্য বা শব্দমালা্র উচ্চারণে কোন ছওয়াব বা পুরস্কার, ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই। তাই, কোন বাক্য বা শব্দমালা্কে **أَفْضَلُ الْكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য, **أَحَبُّ الْكَلاَمِ**(আহাব্বুল কালাম) তথা প্রিয় বাক্য বা কথা, **أَفْضَلُ الدُّعَاءِ** (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' ও **أَفْضَلُ الذِّكْرِ** (আফদালুয যিকির) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির পদবীভুষিত করতে হলে সেই বাক্য ও শব্দমালা্র সাথে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম বিশেষকরে **اَللهُ** নামে শব্দ যোগ করতে হবে। আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথা বুঝলাম যে, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোরই আসল বা মূল গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি, ফলাফল ও গুণাগুন রয়েছে। আর পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে **"ذِكْرُ اللهِ"** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত ও হাদিস শরীফ এসেছে সবগুলোর নির্দেশনা হচ্ছে "**اَللهُ اَللهُ**" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করার জন্য। সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনের সুরা মুযযাম্মিলের ৮নং আয়াতে বলেনঃ---

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ـ سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ ، الْأَيَةُ (٠٨)

অর্থঃ-আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন, সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত নং-০৮।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা **وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ** বলে প্রভুর নামের যিকির করতে বলেছেন। অন্যত্র একটি আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং নিজের নামেরই যিকির করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ-------------

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ـ سُوْرَةُ الْحجِّ ـ الْأَيَةُ (٣٦)

অর্থঃ-তোমরা আল্লাহর নাম যিকির(স্মরন) কর। সুরা হজ্ব, আয়াাত নং-৩৬।

এতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে,মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সত্তার নামই যেমন "**اَللهُ اَللهُ**" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বার বার উচ্চারণ করতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বরং তাঁর উম্মতকে আদেশ করেছেন। কারণ, আল্লাহর নাম তো **سُبْحَانَ اللهِ** নহে, আল্লাহর নাম তো **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** নহে, আল্লাহর নাম তো **الْحَمْدُ لِلّهِ** নহে, আল্লাহর নাম তো **اَللهُ أَكْبَرُ** নহে, আল্লাহর নাম তো **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ** নহে এবং আল্লাহর নাম তো **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** নহে। যেহেতু **سُبْحَانَ اللهِ , الْحَمْدُ لِلّهِ , لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ , اَللهُ أَكْبَرُ** এবং **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** আল্লাহর নাম নহে বরং এগুলো হচ্ছে তাসবিহ, তাহমিদ, তাহলীল ও তাকবির ইত্যাদির বাক্য ও শব্দমালা সেহেতু **اَللهُ** শব্দটিই হচ্ছে আল্লাহর নাম সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর উম্মত আল্লাহর সত্তার নাম "**اَللهُ اَللهُ**" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বার বার উচ্চারণ করতে আদিষ্ট এবং সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহান আল্লাহ তাআ'লার এটাই কাম্য ও **اَللهُ** শব্দটিই আল্লাহর নাম হিসেবে সর্বদা যিকির করা অধিকতর সহজ। সেই জন্যেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

১ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : " لَأَنْ أَشْهَدُ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَجْلِسُ أَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِى سَبِيْلِ اللهِ " (٨٨٣٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত সাহল বিন সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি প্রভাতে (ফজর নামাজে) উপস্থিত থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে আমার বসে থাকা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ায় আরোহন করার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস

শরীফ নং-৮৮৩৬।

তাছাড়া, হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার নিজস্ব একটি আমল থেকেও এই কথা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর উচ্চারণের মাধ্যমেই আল্লাহকে ডেকেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ---

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ " اللهمَّ لإِنّي أَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبْتَض وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ" قَالَتْ :وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " يَا عَئِشَةَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ دَلَّنِيْ عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ" قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِّمْنِيْهِ، قَالَ" إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لَكِ يَا عَائِشَةَ أَنْ أُعَلِّمَكِ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لَكِ أَنْ تَسْئَلِى بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا " قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ وَ أَدْعُوكَ الرَّحْمَانَ وَأَدْعُوكَ الرَّحِيْمَ وَ أَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي ـ قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ " إِنَّهُ لَفِى الْأَسْمَاء الَّتِى دَعَوْتَ بِهَا" سنن إبن ماجة (٣٨٥٩)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **" اللهمَّ لإِنّي أَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ"** বলতে শুনেছি: তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন: আর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) একদিন বললেন **"হে আয়িশা, তুমি কি জেনেছ যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে এমন একটি নাম অবহিত করেছেন যেই নামে ডাকলে তিনি(আল্লাহ) সাড়া দেন" ,** তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন: আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হউক,আমাকে তা শিখিয়ে দিন, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, **"হে আয়িশা, তোমার জন্যে এটা্ উচিৎ হবে না যে, আমি তোমাকে উহা শিক্ষা দিই, আর এটাও উচিৎ হবে না যে, তুমি উহা দ্বারা দুনিয়ার কিছু চাও"** । তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন: আমি উঠে ওজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে বলি ---

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ وَ أَدْعُوكَ الرَّحْمَانَ وَأَدْعُوكَ الرَّحِيْمَ وَ أَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي "

(অর্থঃ-হে আল্লাহ, আমি আপনাকে(**اللَّهَ**)আল্লাহ বলে ডাকি, (**الرَّحْمَانَ**)রহমান বলে ডাকি, (**الرَّحِيْمَ**)রহিম বলে ডাকি আর আমার জানা-অজানা আপনার সকল **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى**(আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো দিয়ে আপনাকে ডাকি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন ও আমাকে দয়া করুন।) তিনি (হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হেসে বললেন,**"ঐ নামটি তুমি যেই নামগুলো দিয়ে ডেকেছ উহার ভিতরই রয়েছে"** । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৫৯ ।

উপরে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা মহান আল্লাহকে (**اللَّهَ**)আল্লাহ বলে, (**الرَّحْمَانَ**)রহমান বলে,(**الرَّحِيْمَ**)রহিম বলেই ডেকেছেন। উপরে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে একটি সুক্ষ্ম বিষয় এই যে, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা মহান আল্লাহকে (**اللَّهَ**)আল্লাহ নামের সাথে (**حَرْفُ النِّدَاءِ**)হরফু নিদা ছাড়াই শুধু (**اللَّهَ**)আল্লাহ বলেই ডেকেছেন। এতে বুঝা গেল যে, "**اَللهُ اَللهُ**" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বার বার উচ্চারণ করতে **حَرْفُ النِّدَاءِ** (হরফু নিদা) যোগ করা প্রয়োজন নেই। "**اَللهُ اَللهُ**" 'আল্লাহ আল্লাহ' শব্দের সাথে **حَرْفُ النِّدَاءِ** (হরফু নিদা) যোগ করলে **اَللهُ** শব্দকে **يَا اَللهُ** বলে ডাকতে হবে। এইরূপ বলার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর সাথে বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামের সাথে **حَرْفُ النِّدَاءِ** (হরফু নিদা) যোগ করলে তখন **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামটি **دُعَاءٌ** (দুআ') হিসেবে গন্য আর মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর সাথে বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামের সাথে **حَرْفُ النِّدَاءِ** (হরফু নিদা)যোগ না হলে তখন **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল

হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো বিশেষকরে اَللّٰهُ (আল্লাহ)নামটি "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' হিসেবে গন্য।মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

আল্লাহর সত্তার নাম "اَللّٰهُ اَللّٰهُ" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বার বার উচ্চারণ করার ফলাফলঃ

নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ তিনখানা অধ্যয়ন করলে আল্লাহর সত্তার নাম "اَللّٰهُ اَللّٰهُ" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বার বার উচ্চারণ করার ফলাফল বুঝতে পারা যাবে।

১ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍوقَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاغَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ: غَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ ـ مسند أحمد ـ (٢٧٩٥)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, যিকরের মাজলিসের লাভ কি? তিনি বললেন: যিকরের মাজলিসের লাভ হচ্ছে জান্নাত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৯৫।

২ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" "مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ "(٦٩٣١) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে সে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি পাবে। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৯৩১।

৩ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :"إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا" قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: خِلَقُ الذِّكْرِ" مسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٤٣١)

অর্থ:-হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যখন তোমরা জান্নাতের বাগানসমূহের পাশ দিয়ে চলাফেরা করবে তখন ফল খেয়ে নিও, তাঁকে(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) বলা হল: ইয়া রাসুলাল্লাহি, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: خِلَقُ الذِّكْرِ(হিলাকুযযিকর)তথা যিকরের বৃত্ত বা চক্রকার মজলিস। মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪৩২।

আল্লাহর সত্তার নাম "اَللّٰهُ اَللّٰهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ না করার অশুভ পরিণতিঃ

নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ দুখানা অধ্যয়ন করলে আল্লাহর সত্তার নাম "اَللّٰهُ اَللّٰهُ" 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বার বার উচ্চারণ না করার অশুভ পরিণতি বুঝতে পারা যাবে।

১ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : "مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابْنِ آدَمِ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ اللهِ فِيْهَا بِخَيْرٍ إِلا خَسِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(8316) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেন: আদম সন্তানের যেই অতিক্রান্ত সময়টুকুতে কল্যাণমূলক "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' থাকবে না তাতে সে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৩১৬।

২ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلاَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهَا " ـ(١٦٦٠٨) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ-হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: জান্নাত বাসীরা তাদের "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির'বিহীন অতিক্রান্ত সময়টুকুর জন্য আফসুস বা দু:খ করবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬০৮।

أَفْضَلُ الذِّكْرِ ও أَفْضَلُ الدُّعَاءِ , أَحَبُّ الْكَلَامِ , أَفْضَلُ الكَلَامِ (২২২) নামে বাক্য ও শব্দমালার ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত বাক্য ও শব্দাবলী মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম বিশেষকরে **اللهُ** নামে শব্দ যোগ করে পড়লে স্থান, কাল-পাত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে অনেক ছওয়াব হয়। সকল তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির এবং সকল দুআ'র উপর হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর স্থান। আর **أَفْضَلُ الكَلَامِ , أَحَبُّ الْكَلَامِ , الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ও أَفْضَلُ الذِّكْرِ** নামে বাক্য ও শব্দাবলী সমষ্টিযুক্ত সকল তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির ও দুআ'সমুহের স্থান হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর স্থানের পর। উদাহরণস্বরূপ--→

أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الكَلَامِ : سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَاإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ وَأَللهُ أَكْبَرُ ، أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

<<এইমাত্র উপরে বর্ণিত তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির ও দুআ'সমুহের স্থান হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা)তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর স্থানের পর। কারণ, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো অথবা উক্ত নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম বিশেষকরে **اللهُ** নামটি তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির ও দুআ'নামক বাক্য বা শব্দমালার সাথে যোগ না হলে তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তাকবির ও দুআ'নামক বাক্য বা শব্দমালার কোন মূল্য নেই।

উপরোক্ত সমস্ত বাক্য ও শব্দাবলী ব্যবহার করে যিকির করার প্রতি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতকে শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোন কোন তাসবিহ, তাহলীল, তাহমিদ, তকবির এবং দুআ'কে **أَفْضَلُ** বা **أَحَبُّ** বলার অর্থ ও উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক যিকিরকে অন্য যিকরের উপর প্রধান্য দেওয়ার জন্য নহে বা এক যিকির দ্বারা অন্য যিকিরকে অবজ্ঞা করার জন্য নহে। এইরূপ বাক্য ও শব্দাবলী ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্য হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে শুধুমাত্র "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকরে' ব্যস্ত থাকতে উৎসাহ প্রদান করা। তাই, আমাদেরকে জেনে রাখা দরকার যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত যে কোন বাক্য ও শব্দাবলী উচ্চারন দ্বারা আল্লাহর যিকির করলেই তাই পরিপূর্ণ যদিও তা **أَدْنَاهُ** (আদনা)বা নিম্নতম হউক না কেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে--

১ নং হাদিস শরীফ:

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٢٦١)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ রুকু করে সে রুকুতে তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ** বলবে, এতেই সে তার রুকু পূর্ণ করল, আর এটা হচ্ছে **أَدْنَاهُ** (আদনা)বা নিম্নতম। আর যখন সে সিজদা করবে সে সিজদাতে তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** বলবে, এতেই সে তার সিজদা পূর্ণ করল, আর এটা হচ্ছে **أَدْنَاهُ** (আদনা)বা নিম্নতম। সুনানু তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ

---

(২২২) **أَفْضَلُ الكَلَامِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য, **أَحَبُّ الْكَلَامِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা প্রিয় বাক্য বা কথা, **أَفْضَلُ الدُّعَاءِ** (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' ও **أَفْضَلُ الذِّكْرِ** (আফদালুয যিকর) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর ।

নং-২৬১।

সেই জন্যেই হাদিস শরীফে الحَمْدُ لِلّٰهِ (আল হামদু লিল্লাহ) নামে বাক্য বা শব্দমালাকে------------------------>
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' বলায় যেমন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন دُعَاءٌ (দুআ'গুলো) কে পড়া যাবেনা বা বরং بِدْعَةٌ (বিদআ'তুন) বলতে হবে। এইরূপ মন্তব্য করা অপরাধ। ঠিক তেমনিভাবে হাদিস শরীফে لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ নামে বাক্য বা শব্দমালাকে أَفْضَلُ الذِّكْرِ (আফদালুয যিকির) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির'গুলো পড়া যাবে না বরং بِدْعَةٌ (বিদআ'তুন) বলতে হবে। এইরূপ মন্তব্য করা অপরাধ। এইরূপ মন্তব্য করা মুর্খতা বা অজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিপরীত মন্তব্যকারী দোযখে প্রবেশের যোগ্য।

"ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে উপরে অল্প কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি। হাদিস শরীফের গ্রন্থসমুহে আরো অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে। নিম্নে পবিত্র কুরআনের কয়েকখানা আয়াত উল্লেখ করব। নিম্নে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমুহ বিশেষকরে "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ১ নং হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করে((**ذِكْرٌ، تَهْلِيْلٌ، تَسْبِيْحٌ، تَكْبِيْرٌ، تَمْجِيْدٌ** **শব্দমালাগুলোর অর্থ, মর্ম ও প্রয়োগগক্ষেত্রের পার্থক্য বুঝে-উপলব্ধি করে))** হৃদয় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করার জন্য সম্মাণিত পাঠকবর্গকে বিশেষ অনুরোধ করা হল। মহান আল্লাহই তাওফিকদাতা।

(১) ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ (যিকরুততাহলিল) তথা لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ **যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াঃ**

(২) ذِكْرُ إِسْمِ ذَاتِ أَللّٰهِ (যিকরু ইসমি জাত আল্লাহি) তথা **আল্লাহর সত্তার নাম "اَللّٰهُ اَللّٰهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াঃ**

উপরে দুটি শিরোনামযুক্ত বিষয়দ্বয় নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

সর্বপ্রথম আমি এখানে>>

(১) ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ(যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ(যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির হচ্ছে ইসলাম নামক ধর্মের মুলমন্ত্র। **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ** (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির হচ্ছে **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমা। **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ**(যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ** যিকরের একটি অবস্থা ও তিনটি প্রভাব রয়েছে।

*একটি অবস্থাঃ **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ**(যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ** যিকিরটি **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ হওয়ায় একজন বিধর্মী(হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের লোক) এই কালিমা বা বাক্য পড়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে মুসলিম নাম ধারণ করে। এই কালিমা হচ্ছে যে কোন বিধর্মী লোকের ইসলাম ধর্মে প্রবেশের ব্যাবস্থা।

***(প্রভাব-ক) كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহর প্রথম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল এই **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ বিশ্বাস করে যে কোন বিধর্মী লোক এই কালিমা উচ্চারণ করলেই তাৎক্ষণিকভাবে সে এই কালিমার ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

***(প্রভাব-খ)كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ** (কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহর দ্বিতীয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল এই কালিমা বেশী বেশী যিকির করলে মুনাফিক মুসলিমের বা কপট মুসলিমের অন্তর-হৃদয় থেকে মুনাফিকি তথা কপটতা দূর হয়ে যাবে ।

***(প্রভাব-গ) كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ** (কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহর তৃতীয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল এই কালিমা বেশী বেশী যিকির করলে একজন সত্যিকার মুসলিম মানুষের অন্তর-হৃদয় থেকে দুনিয়াবী তথা পার্থিবসংক্রান্ত অপবিত্রতা-কলুষতা যেমন লোভ, ক্ষোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি কু-রিপুগুলো বিদূরীবুত হয়ে যাবে।

উপরন্ত, এই **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ বেশী বেশী বারবার উচ্চারণ করলে ছওয়াবও লাভ হবে।

এই কালিমার ফলাফল হল এই যে, এই **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ পড়া বন্ধ হয়ে গেলে তখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।
যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ---
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالُ فِى الْأَرْضِ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ مسند أحمد (١٤٠٤١)
অর্থঃ-হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: পৃথিবীতে **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** বলা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৪১।
এখন আমি এখানে>>
(২) ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ (যিকরু ইসমিজজাত)তথা আল্লাহর সত্তার নামের যিকির (("**اَللهُ اَللهُ**" আল্লাহ আল্লাহ যিকির)) বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। একজন বিধর্মী(হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের লোক) **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ**(কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের কালিমা বা বাক্য পড়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে মুসলিম নাম ধারণ করে **إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির যিকির বা স্মরণে আত্মনিয়োগ করলে তার অন্তর-হৃদয়ে দুনিয়াবী তথা পার্থিবসংক্রান্ত বিষয়ে অনাসক্তি জন্ম লাভ করবে।
***(প্রভাব-ক) إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটি হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর অন্তর্ভুক্ত সর্বপ্রথম সুন্দর ও সহজ নাম। **اَللهُ** শব্দটি হচ্ছে **إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং নিজেই তাঁর সর্বপ্রথম নিজস্ব নাম **اَللهُ** নামটিকে সুন্দর বলেছেন সেহেতু এই নামটিকে যেই মুসলিমই বার বার উচ্চারণ করবে মহান আল্লাহর নিকট সে ততই প্রিয় হবে।
***(প্রভাব-খ) إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির যিকির বা স্মরণ বার বার উচ্চারন করার প্রথম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল যেহেতু **إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির যিকির বা স্মরণ বার বার উচ্চারন করার ফলে একজন সত্যিকার মুসলিম মানুষের অন্তর-হৃদয়ে দুনিয়াবী তথা পার্থিবসংক্রান্ত বিষয়ে অনাসক্তি জন্ম লাভ করে ফলশ্রুতিতে তার উপর **اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির যিকির বা স্মরণের প্রতিক্রিয়ায় সে মহান আল্লাহর প্রতি এত বেশী মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে য়ে, তখন সে বাহ্যত **পাগলরূপ** ধারণ করে অথবা বাহ্যত তার **মস্তিস্ক বিকৃতি** প্রদর্শিত হয়, বাস্তবে তা নয়। তার বর্তমান এই অবস্থাকে **মাজযুব** বলে। মাজযুব বলতে আল্লাহর প্রতি তার অধিক আকর্ষিত অবস্থা।
যেমন হাদিস শরীফে তার এই অবস্থার সমর্থনে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ০৪টি(চারটি) বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হল।
প্রথম হাদিস শরীফ:
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " أَيْنَ السَّابِقُوْنَ ؟ قَالُوْا : مَضَى نَاسٌ و تَخَلَّفَ نَاسٌ قَالَ: " أَيْنَ السَّابِقُوْنَ الَّذِيْنَ يَسْتَهْتِرُوْنَ بِذِكْرِ اللهِ ؟ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ " –(١٦٧٤٢) في المعجم الكبير للطبرانيئ
অর্থঃ- হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: যখন আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে (কোন এক রাস্তায়) চলতেছিলাম এমনি সময়ে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: কোথায় **السَّابِقُوْنَ** (সাবিকুনগণ)তথা অগ্রগামীগণ, তারা(সাহাবীগণ)বললেন: কিছু মানুষ অতিক্রম করে চলে গেছে আর কিছু মানুষ পিছনে রয়ে গেছে, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: কোথায় **السَّابِقُوْنَ** (সাবিকুনগণ) তথা অগ্রগামীগণ যারা আল্লাহর যিকরে অধিক অনুরাগী(মাহাবিষ্ট) হয়ে পড়ে আছে? যে চায় জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে সে বেশী বেশী যিকির করুক। মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৭৪২।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالَ: اَللَّذِيْنَ يُهْتَرُّونَ فِى ذِكْرِ اللهِ ـ مسند أحمد ـ (٨٤٠٦)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কারা? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন:(তারা) হচ্ছে যারা আল্লাহর যিকরে অধিক অনুরাগী (মোহাবিষ্ট) হয়ে পড়ে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৪০৬।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ ، قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ،قَالَ " الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِى ذِكْرِ اللهِ يَضَعُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا "سنن الترمذي (٣٥٩٦)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন:(তারা) হচ্ছে যারা আল্লাহর যিকরে অধিক অনুরাগী (মাহাবিষ্ট), আল্লাহ তাদের থেকে কিয়ামত দিবসে বোঝা হালকা করে দেবেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৯৬।

চতুর্থ হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،أَنَّهُ قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُوْنَ ـ مسند أحمد، (١١٨٥٣)+(١١٨٣٢)

অর্থঃ- হযরত আবু সঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তারা(মানুষেরা)পাগল বলা পর্যন্ত বেশী বেশী আল্লাহর যিকির কর। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৮৩২+১১৮৫৩ ।

যাহোক, যিকিরকারীর এই মোহাবিষ্ট অবস্থাকে **فَنَاءٌ فِى اللهِ** (ফানা ফিল্লাহ) আল্লাহতে বিলীনাবস্থা বলে। এমতাবস্থায় মোহাবিষ্ট মুসলিম বান্দাটির নিজস্ব অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এর পর একটি পর্যা বা স্তর পার হলে সে তখন **فَنَاءٌ فِى اللهِ**(ফানা ফিল্লাহ)আল্লাহতে বিলীনাবস্থা থেকে **بَقَاءٌ بِاللهِ** (বাকাবিল্লাহ) তথা স্থায়ীত্ব(পূর্বের জীবনাবস্থায় ফিরে যাওয়ার অনুভূতির জাগরন)লাভ হয়।

মুসলিম মানুষটি সাধারণ হলে এমতাবস্থায় সে পুন্যবানদের অন্তর্ভুক্ত একজন সৎ বান্দায় পরিনত হয়। মুসলিম মানুষটি আলিম হলে এমতাবস্থায় সে সাধারণ বক্তা, ওয়াজিনের স্তর অতিক্রম করে মুসলিম মানুষকে হিদায়াতের উন্নতস্তরে পরিচালনা করতে **الْهَادِي**(আল-হাদী)তথা পথপ্রদর্শকের মর্যাদা লাভ করে।

মানুষকে হিদায়াত করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পর দুই শ্রেণির লোকই কাজ করে থাকে। সাধারন স্তরের লোককে ওয়ায়েজিন বা উপদেশ দানকারী বলা হয়। তারা প্রথম শ্রেণির লোক। তারা সাধারণত লোকদিগকে বিভিন্ন উপেখ্যান, ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ করে থাকেন এবং সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে ধর্মের লোকদিগকে আহবান করে থাকে। তাদের উপদেশে জনগণ সাময়িকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থকেন। তবে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হয় না। আর দ্বিতীয় স্তরের ব্যাক্তিগণকে **الْهَادِي**(আল-হাদী)তথা পথপ্রদর্শক বলে। তাদের উপদেশ জনগণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এ লোকদের স্তরটি হচ্ছে সূক্ষ স্তর। এইসূক্ষ স্তরটিতে যখন মুসলিম মানুষ যিকির-আযকারের(**إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** [ইসমু জাতিল্লাহি]তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির) বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে যে কেউ অত্যাধিক ইবাদতে কঠিন রিয়াজত-সাধনা করে ফরজ-নফল ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে **صِبْغَةَ اللهِ** (সিবগাতাল্লাহ)তথা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়ে>>**(মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণের [রাদিআল্লাহু আনহম] প্রশংসায় বলেনঃ----**

صِبْغَةَ اللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً تت سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ الْأيَةُ (١٣٨)

অর্থ:আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ কছি, । আল্লাহর রং এর চাইতে সুন্দর [উত্তম] রং আর কার হতে পারে । সুরা আল বকারা,আয়াত নং-১৩৮ ।)<<গুণ, জ্ঞান ও শক্তির উচ্চস্তরে পৌঁছেন তখন মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায়। তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় থাকেনা। এমতাবস্থায় বান্দা নিজ স্থানে অবস্থান করেই সারা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পারেন, ধরতে পারেন, শুনতে পারেন এবং সারা বিশ্বের সব যায়গায় মূহূর্তে যেতে পারেন ও উপস্থিত থাকতে পারেন। এই উন্নত স্তরের মুমিন মানুষকেই হাজির-নাযির হিসেবে অভিহিত করা হয়। সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেও হাজির-নাযির বলা হয়ে থাকে। **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরে পৌঁছতে অপরাগ ও অক্ষম বিধায় তারা গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে অস্বীকার করে এবং গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে **اَلشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **اَلشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলে অভিহিত করে। অথচ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তর হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিআ'মত। গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরের আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকেই **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দুটি হাদিস শরীফ (হাদিসে কুদসী) এখানে উল্লেখ করে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
প্রথম হাদিস শরীফখানা এই--

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم:" اِنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِىْ بِشَئ اَحَبَّ اِلَّىَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبصَرَهُ الّذِىْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا " ـ الْبُخَارِى (٦٥٠٢)

(অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন :যে আমার ব›দ্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে", ।বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।
আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানীতে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল ।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عأَهَانَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ إِنَّ عَبْدِىْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِىْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِىْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا ـ (٩٣٥٢) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত,: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয়, এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে", । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২।

এই স্তরের মুসলিম মানুষটি সৃজনশীল গুণসম্পন্ন ([223]) মানুষে পরিনত হয়। এই স্তরটি অর্জন করতে একজন মুসলিম মানুষকে সত্যিকার আধ্যাত্নিক ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন শিক্ষক, পীরের হাতে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ করতে হবে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে হবে)। উপরন্ত,

এই **إِسْمُ ذَاتِ اللّٰهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللّٰهُ** শব্দটির যিকির বা স্মরণ বেশী বেশী বার বার উচ্চারণ করলে ছওয়াবও লাভ হবে।

এই **إِسْمُ ذَاتِ اللّٰهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللّٰهُ** শব্দটির পড়া বন্ধ হয়ে গেলে তখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ---

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ تَقُوْمُ السَاعَةُ حَتّى لاَ يُقَالَ فِى الْأَرْضِ اَللّٰهُ اللهُ ـ مسند أحمد - (١٠٢٢٥+ ١٢٢٢٥)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى - (٣٥٢٦)

অর্থঃ- হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ পৃথিবীতে **اللهُ الله** বলা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০২২৫+১২২২৫ + মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫২৬।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় ও স্মর্তব্য যে, সত্যিকার আধ্যাত্নিক ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন শিক্ষক, পীরের হাতে **بَيْعَةُ** (বাইআ'ত) তথা শপথ না করে(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ না হয়ে) একজন মুসলিম মানুষ যদি **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ** (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ** যিকিরটি এবং **إِسْمُ ذَاتِ اللّٰهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللّٰهُ** শব্দটির যিকিরটি বেশী বেশী বার বার উচ্চারণ করলে ছওয়াব লাভ হবে সত্য কিন্তু যিকরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আধ্যাত্নিক ও সৃজনশীল গুণটি কখনো অর্জন হবে না। মহান আল্লাহই ভাল জানেন ও সমধিক জ্ঞাত।

সমাপ্ত

اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করনের পদ্ধতি, সূচনা কাল ও প্রাথমিক ইতিহাস প্রসঙ্গ বিভাগঃ

(২২৩) **সৃজনশীল গুণসম্পন্ন** বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তাতি জানতে "_আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান**" প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-৩৫৮ ও **উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ** পৃষ্ঠা নং-৪৯৬ দ্রষ্টব্য ।

শিরোনাম: اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করনের ইতিহাস সম্পর্কে জানি।<

সুচনাঃ বর্তমান অধ্যায়টির শিরোনাম থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে, দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে এই অধ্যায়টি আলোচনা হবে।
(১) اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন প্রসঙ্গ বিভাগ।
(২) اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন প্রসঙ্গ বিভাগ।
আমি উভয় প্রসঙ্গ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।
এটা এই জন্য যে, যাতে সম্মাণিত পাঠকবর্গ সহজেই বুঝতে পারেন ও অনুধাবন করতে পারেন اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র কিভাবে, কখন, কেন ও কোন পন্থায় এবং কোন কোন সম্মাণিত তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈ'ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) মাধ্যমে সর্বপ্রথম বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে আমাদের পর্যন্ত এসেছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী অনুসারে "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর (২২৪) অন্তর্ভুক্ত সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম), তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) মাধ্যমেই اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র সর্বপ্রথম মুখস্তকারে স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখা হত। কারণ, তাঁরা অত্যাধিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অতপর তা মুখে মুখে এক অপরকে শিক্ষা দিতেন। তখন অল্পসংখ্যক লিখিত হাদিস শরীফ ব্যাতীত তেমন কোন হাদিস শরীফের বিশাল-বড় কোন কিতাব বা গ্রন্থ ছিলনা। (২২৫)
হাদিস শরীফের বিশাল-বড় কোন কিতাব বা গ্রন্থ না থাকার কারণ হচ্ছে ১০/১২ জন সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহম) ব্যাতীত তাঁদের সকলেই ৫০/৬০ হিজরীর মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। তখন শধু মাত্র অল্পসংখ্যক তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহম)জীবিত রয়ে গেছেন। সে সময়ে যে সমস্ত তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহম)জীবিত ছিলেন তাদের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। তাঁরা হচ্ছেন হাদিস শরীফের শিক্ষক। এতেই সম্মাণিত পাঠকবর্গ বুঝতে পারবেন ও অনুধাবন করতে পারবেন তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহম) থেকে প্রাপ্ত حَدِيْثٌ شَرِيْفٌ(হাদিসশরীফ)সমূহ ও فِقْهٌ(ফিকহ) তথা আইনিজ্ঞানসমূহ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাবে'-তাবেঈ'ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) মধ্য হতে কোন সম্মাণিত মহান মণীষী বা কে বা কারা কখন সর্বপ্রথম اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করার সঠিক ইতিহাস أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (২২৬) **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত গুটিকতক সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বেৎকৃষ্ট উলামাগণ ব্যতীত সকল সাধারণ মুসলিম মানুষের নিকট এমনকি সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের(২২৭) নিকটও একবারেই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

---

(২২৪) "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের ১৯ নং পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য।

(২২৫) হাদিস শরীফের বিশাল-বড় কোন কিতাব বা গ্রন্থ না থাকার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের ৩৬৯ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২২৬) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের ৮৭ নং পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য।

(২২৭) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত মুসলিম উলামা ইসলামের নামে, ইসলামের ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের নামে, এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলীর নামে গঠিত সকল দল-উপদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র বেহেস্তী দল أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অনুসারী হয়ে "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সম্মাণিত তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈ'ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) প্রণীত মাসআলার উত্তর ও ফতওয়ার অনুসারী হবেন তাঁরাই **সর্বেৎকৃষ্ট উলামা**। আর أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত মুসলিম উলামা ইসলামের নামে, ইসলামের ভাবধারা প্রকাশক কোন শব্দের নামে, এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের শব্দাবলীর নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলভুক্ত এবং "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সম্মাণিত তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈ'ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) প্রণীত মাসআলার উত্তর ও ফতওয়ার পূর্ণাঙ্গ অনুসারী নহে এবং Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা

ফলে মুসলিম সমাজে মাসআলার উত্তর দানে-ফতওয়ার বিষয়ে সর্বেৎকৃষ্ট উলামাগণের ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের মধ্যে এত মতবিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। যে দিন যে সময়ে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করার সঠিক ইতিহাস জেনে তা অনুসরণ করে তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) প্রণীত লিপিবদ্ধ মাসআলার উত্তর ও ফতওয়া মেনে চলবে সে দিন থেকে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বেৎকৃষ্ট উলামাগণের ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান থাকবেনা।

তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহম)সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ

মদীনা শরীফেঃ

তাবেঈ'নদের নামঃ

১। হজরত সাইদ ইবনুল মোছায়্যিব(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী।
২। হজরত ওরওয়া ইবনু জুবায়ের(রাদিআল্লাহু আনহু) ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী।
৩। হযরত আবু বকর ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম মাখযুমী(রাদিআল্লাহু আনহু) ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী।৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আতবাহ ইবনু মাসউদ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৯৮ হিজরী।
৫। হজরত আবু বোরদা ইবনু আবু মূছা আশ্‌আরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৪ হিজরী।
৬। হজরত আবি ইবনু জে'ব(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী।
৭। হযরত সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমর(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ১০৬ হিজরী।
৮। হজরত কাশেম ইবনু মোহাম্মদ ইবনু আবু বকর সিদ্দিক(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৬ হিজরী।
৯। হজরত ইকরামা মাওলা ইবনু আব্বাছ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৭ হিজরী।
১০। হযরত সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ১০৭ হিজরী।
১১। হজরত নাফে' মাওলা ইবনে ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১১৭ হিজরী।
১২। হজরত মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব জোহরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১২৪ হিজরী।
১৩। হযরত ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইবনু আলী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ১১৪ হিজরী।
১৪। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৭ হিজরী।
১৫। হজরত আবুল যিনাদ অব্দুল্লাহ বিন যাকওয়ান(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৩১ হিজরী।
১৬। হযরত রাবিয়া' ইবনু আবি আব্দুর রহমান(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ১৩৬ হিজরী।
১৭। হজরত জায়দ ইবনু আসলাম(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৩৬ হিজরী।
১৮। হজরত হেশাম ইবনু ওরওয়া(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৪৬ হিজরী।

তাবে'-তাবেঈ'ন'দের নামঃ

১৯। হযরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু),জন্ম: ৯৩ হিজরী, ইনতিকালঃ ১৭৯ হিজরী। তিনি ফিকহ মালিকীর স্বনামধন্য ইমাম।

মক্কা শরীফেঃ

তাবেঈ'নদের নামঃ

(তাবেঈ'ন, তাবে'-তাবেঈ'ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম)আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মানে না ও অনুসরণ করেনা তারা **সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামা**।

১। হজরত মুজাহিদ ইবনু জাবার(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৭ হিজরী।
২। হযরত আকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ১০৭ হিজরী।
৩। হজরত আতা ইবনু রাবাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৪ হিজরী।
৪। হজরত আমর ইবনু দীনার(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৬ হিজরী।
৫। হযরত আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম যানজী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ১২৮ হিজরী।
৬। হজরত ইবনু জোরাইজ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৬০ হিজরী।

কুফায়ঃ
তাবেঈ'নদের নামঃ
১। হযরত আলকুমা ইবনু কায়েস নখয়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৬২ হিজরী।
২। হযরত মাসরূক ইবনুল আজদা(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৬৩ হিজরী।
৩। হযরত আমর ইবনুল শারজীল(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৬৪ হিজরী।
৪। হযরত শুরিহ ইবনুল হারিস আল-কিন্দী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৭৮ হিজরী।
৫। হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৮৩ হিজরী।
৬। হযরত উবায়দা ইবনু আমর সালমানী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৯২ হিজরী।
৭। হযরত আসওয়াদ ইবনু ইয়যীদ নখয়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইন্তিকাল: ৯৫ হিজরী।
৮। হজরত ইবরাহিম নাখায়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯৫ হিজরী।
৯। হজরত সাঈদ ইবনু জুবায়র(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯৫ হিজরী।
১০। হজরত আমের শা'বী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৩ হিজরী।
১১। হজরত ইসহাক ছাবিয়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৭ হিজরী।
তাবে'-তাবেঈ'ন'দের নামঃ
১২। হজরত আ'মাশ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৪৮ হিজরী।
১৩। হযরত নু'মান ইবনু সাবিত পরিচিত নাম **ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু),**
জন্ম: ৮০ হিজরী, ইনতিকাল: ১৫০ হিজরী। তিনি ফিকহ হানাফীর স্বনামধন্য ইমাম।
১৩। হজরত মেছআর ইবনু কোদাম (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৫৫ হিজরী।
১৪। হজরত জায়েদা ইবনু কাদামাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৬১ হিজরী।
১৫। হজরত ইমাম সুফিয়ান ছাওরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৬১ হিজরী।
১৬। হজরত সুফিযান ইবনু উয়ায়নাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৯৮ হিজরী।

বছরায়ঃ
তাবেঈ'নদের নামঃ
১। হযরত আবুল আলিয়া রফী ইবনু মাহরান(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯০ হিজরী।
২। হযরত আবুশ শা'শা জাবির ইবনু ঈয়াযিদ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯৩ হিজরী।
৩। হজরত আবু ওছমান নাহদী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০০ হিজরী।
৪। হযরত হাসান ইবনু আবিল হাসান বসরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১০ হিজরী।
৫। হজরত কাতাদা ইবনু দাআমা(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৫ হিজরী।
৬। হযরত মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৩১ হিজরী।
তাবে'-তাবেঈ'ন'দের নামঃ
৭। হজরত আইয়ুব ছিখতেয়ানী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৫৪ হিজরী।
৮। হজরত হেশাম দস্তওয়াইহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৫৪ হিজরী।
৯। হজরত সাঈদ ইবনু আবি অরূবাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৫৬ হিজরী।
১০। হজরত ইমাম শো'বা ইবনু হাজ্জাজ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৬০ হিজরী।
১১। হজরত ইবনে আওন (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১৫০ হিজরী।

সিরিয়ায়ঃ
তাবেঈ’নদের নামঃ

১। হযরত আব্দুর রহমান ইবনু গনম (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৭৮ হিজরী।
২। হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৮০ হিজরী।
৩। কুবাইয়া ইবনু যবীব (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৮১ হিজরী।
৪। হযরত উমর ইবনু আব্দুল আযীয(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০১ হিজরী।
তিনি উমাইয়া রাজবংশের অষ্টম খলীফা।
৫। হযরত রেজা ইবনু হুবুয়াহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১২ হিজরী।
৬। হযরত মাকহুল ইবনু আবি মুসলিম(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৩ হিজরী।

মিশরেঃ
তাবেঈ’নদের নামঃ

১। হযরত আবুল খায়ের মুরশিদ ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ৯০ হিজরী।
২। হযরত ইয়াযীদ ইবনু আবি হাবীব (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৮ হিজরী।

ইয়ামানেঃ
তাবেঈ’নদের নামঃ

১। হযরত তাউস ইবনু কায়সান (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১০৬ হিজরী।
২। হযরত ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১৪ হিজরী।
৩। হযরত ইয়াহইয়া ইবনু কাসির (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১২৯ হিজরী।
হাদিস শরীফ শিক্ষাদানের বিষয়ে উপরোল্লিখিত কেন্দ্রসমূহে উল্লিখিত তাবেঈ’নগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) **حَدِيْثٌ شَّرِيْفٌ** (হাদিস শরীফ)সমূহ শিক্ষা দান করতেন। আর তাবে’-তাবেঈ’ন’গণ তাঁদের থেকে হাদিস শরীফসমূহ শিক্ষা করতেন। তাবেঈ’ন’গণ ও তাবে’-তাবেঈ’ন’গণের **حَدِيْثٌ شَّرِيْفٌ** (হাদিস শরীফ)সমূহ শিক্ষা দানের ও শিক্ষা গ্রহণের ফলে হাদিস শরীফের চর্চা তাবেঈ’ন’গণ ও তাবে’-তাবেঈ’ন’গণের ঘরে ঘরে এত ব্যাপকভাবে হতে ছিল যে, তখন বিভিন্ন স্থানে-শহরে হাদিস শরীফের কেন্দ্র ঘটে উঠেছিল।
হাদিস শরীফ শিক্ষাদানের উপরোল্লিখিত কেন্দসমূহের মধ্য হতে দুটি কেন্দ্রের গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যায়। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে ইরাকের **কুফা কেন্দ্র** আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে **মদীনা কেন্দ্র**।
এরূপ হওয়ার কারণ হল এই যে, মহান আল্লাহ তাআ’লা ইরাকের কুফা নগরে তাবে’-তাবেঈ’ন উলামাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহম) মধ্য হতে হযরত **ইমাম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও মদীনা শরীফে **হযরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস** (রাদিআল্লাহু আনহু) নামে দুই মহান ব্যক্তিকেই মুসলিম জাতির কল্যানের জন্য **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ তাআ’লা তাঁদের উভয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ) ও اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র** বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। ফলে তাঁরা একদিকে যেমন হাদিস শরীফ সংকলনকারী অন্যদিকে তাঁরা ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** হয়েছেন। উপরের বক্তব্যে দুটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে।
(১) হাদিস শরীফ বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন।
(২) فِقْه (ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান** বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, তৈরী বা গঠন করন।
(ক) যিনি **হাদিস শরীফ** বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন তাকে হাদিস শরীফ সংকলনকারী বলে। **(খ)** যিনি পবিত্র

কুরআন ও হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার থেকে **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনন্ধান করে এবং **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ আইন প্রস্তুত করে বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে রূপ দেন তাকে ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন বলে।**

(ক) ও **(খ)** তে বর্ণিত উভয় প্রকার জ্ঞানী সম্পর্কেই হাদিস শরীফে প্রশংসা এসেছে। এ ব্যাপারে প্রথমত: আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফ শুধু শুনে মুখস্ত করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন হাদিস শরীফে এসেছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَامَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ: " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٠)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَامَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ: " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣١)

অর্থঃ- হযরত মুহাম্মাদ বিন জুবাইর বিন মুতয়ি’ম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِى يَوْمِ عَرَفَةَ فِى حَجَّةِ الْوِدَاعِ:: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا، فَرَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٧)

অর্থঃ- হযরত মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়ি’ম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খুতবাতে(ভাষণে) উপস্থিত ছিলেন: (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন) “হে মানুষ সকল, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি জানি না, আমি হয়ত এ স্থানে এ দিনের পর আর তোমাদের সাক্ষাৎ করবনা। আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে আজ আমার কথা শুনে, অতপর তা অনুধাবন করে। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** নেই। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী(অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৭।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمي - (٢٢٨) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢٩٦+ ٢٩٧)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা যারা শুনেনি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** নেই। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮, ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৬+২৯৭।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه - (٢٣٦)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে অতপর আমার পক্ষে তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি **জ্ঞান বহন** করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। এছাড়া এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الَّرحْمَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٨)

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন মাসুদ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতার পক্ষ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে মুখস্ত করে নেয় অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৮।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ---سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ " ـ سنن الدَّارِمي - (٢٢٩) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢٩٧)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: “আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে তা অন্যকে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। এছাড়া এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। সুনানু দরিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯ +সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৯৭।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ----سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " ـ سنن التِّرْمِذِي - (2656)+ سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ (٣٦٦٠)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে অতপর তা তার চেয়ে অধিক মুখস্ত রাখতে পারে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৬+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬০।

উপরে '**হাদিস শরীফ শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ও হাদিস শরীফ শিক্ষা করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব'** প্রসঙ্গে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাদৃশ্যপূর্ণ অটখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ ৮টি হাদিস শরীফেরই দুটি করে অংশ আছে। প্রথম অংশে হাদিস শরীফ শুনে মুখস্ত করা এবং মুখস্ত করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া, হাদিস শরীফ শুনে মুখস্ত করে অতপর তা অনুধাবন করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাদিস শরীফ শুনে মুখস্ত করা এবং মুখস্ত করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে হাদিস শরীফ **সংকলন কারীদের** কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর হাদিস শরীফ শুনে মুখস্ত করে অতপর তা অনুধাবন করে প্রাপ্ত **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে **فَقِيْهٌ (ফকীহ) তথা আইনবেত্তা-অইনজ্ঞদের** কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য। উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর প্রথম অংশগুলোর অনুবাদসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল

হাদিস শরীফগুলোর প্রথম অংশ হচ্ছে-------------------------------------

(১) " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا " ـ سنن ابن مَاجه - (٢٣٠)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

(২) " فَرَحِمَ الله مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا " ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٣٧)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে আজ আমার কথা শুনে, অতপর তা অনুধাবন করে। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৭।

(৩) " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا " ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٢٨)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ বান্দার মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা অনুধাবন করে অতপর তা যারা শুনেনি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮।

(৪) " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي " ـ سنن ابن مَاجه - (٢٣٦)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ বান্দার মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে অতপর আমার পক্ষে তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

(৫)" نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَاـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٨)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে মুখস্ত করে নেয় অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৮।

(৬) " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ " ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٢٩)

অর্থঃ- "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে তা অন্যকে পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু দরিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯।

(৭) " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ " ـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٦) + سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ (٣٦٦٠)

অর্থঃ-আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে অতপর তা তার চেয়ে অধিক মুখস্ত রাখতে পারে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৬+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬০।

উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ **৮টি** হাদিস শরীফের দুটি অংশের প্রথমাংশে হাদিস শরীফ মুখস্ত করে তা প্রচারকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের মধ্যে যারা হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদ হবেন তাঁরা উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ **৮টি** হাদিস শরীফের দুটি অংশের প্রথমাংশে বর্ণিত পুরস্কার ও প্রশংসার অধিকারী এবং প্রশংসিতজন হবেন।

উপরে বর্ণিত **৮টি** হাদিস শরীফের দ্বিতীয় অংশগুলোর অনুবাদসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হাদিস শরীফগুলোর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٠)

অর্থঃ-কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣١)

অর্থঃ-কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٧)

অর্থঃ-কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** নেই। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৭।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٨) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢٩٦+ ٢٩٧)

অর্থঃ-কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান নেই। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮, ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৯৬+২৯৭।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٦)

অর্থঃ-কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। এছাড়া এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن التِّرْمِذِي ـ (٢٦٥٨)

অর্থঃ-কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৮।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ " ـ سنن الدَّارِمى - (٢٢٩) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢٩٧)

অর্থঃ-কেননা, অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। এছাড়া এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। সুনানু দরিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯ +সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৯৭।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " ـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٦)+ سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ (٣٦٦٠)

অর্থঃ- কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ** (ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৬+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬০।

উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ আটটি হাদিস শরীফেই **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব বর্ণনা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন হাদিস শরীফ বর্ণনাকারী ও সংকলনকারীদের সকলেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ নহে। বরং অল্প সংখ্যকই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ।

আর যিনি হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদসহ **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা হবেন তাঁদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেন--

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" أَللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَاءَنَا " قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا خُلَفَاءُكُمْ ؟ قَالَ :" الَّذِينَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَ سُنَّتِي ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ "ــ المعجم الأوسط ، لطبراني (٥٨٤٦)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: “হে আল্লাহ, আমার খলিফাদের (প্রতিনিধিদের) দয়া করুন, আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনাদের খলিফা (প্রতিনিধি) কারা? তিনি বললেন: যারা আমার পরে এসে আমার **(حَدِيْثٌ)** হাদিসসমূহ ও আমার **(سُنَّةٌ)** সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দিবে। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৪৬।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে যে সুন্নাহর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে **فِقْهٌ -ফিকহ তথা আইনি জ্ঞান।**

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **فِقْهٌ (ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞানসহ** হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদগণকে **(فُقَهَاءٌ -ফুকাহা-ফকীহ-আইনবেত্তাগণকে)** তাঁর নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর কোন উম্মতকে নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেওয়া তাঁর ঘোষিত উম্মতের জন্য কতই না সৌভাগ্যের বিষয়। খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষিত উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুআ’-প্রার্থনা করা কতই না কল্যাণ ও মঙ্গলের বিষয়! ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও

সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদসহ যারা **فُقَهَاءٌ**(ফুকাহা)ফকীহ-আইনবেত্তা তাঁদের জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

১. কিয়ামতের দিন তাঁদের মুখ উজ্জল হওয়া।

২. তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুআ'-প্রার্থনা করা।

৩. তাঁদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেওয়া।

আর যখন হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণ ও সংগ্রহকারীগণ, হাদিস শরীফ বিশারদগণ ও হাদিস শরীফবিদগণ **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলীসম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ **عِلْمٌ** (ইলম) তথা জ্ঞানসহ (আইনি জ্ঞানসহ) হাদিস শরীফ বর্ণনাকারী হবেন না, তখন তাঁরা শুধু হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদ হিসেবে অভিহিত ও পরিগণিত হবেন। তাঁদের জন্য একটি পরস্কার রয়েছে। আর তা হচ্ছে---

(১) কিয়ামতের দিন হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণের ও সংগ্রহকারীগণের, হাদিস শরীফ বিশারদগণের ও হাদিস শরীফবিদগণের মুখ উজ্জল হওয়া।

তাঁরা হচ্ছেন "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শতাব্দীর সম্মাণিত হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণ ও সংগ্রহকারীগণ, হাদিস শরীফ বিশারদগণ ও হাদিস শরীফবিদগণ>>যেমন- **বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণসহ আরো অনেক হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণ ও সংগ্রহকারীগণ, হাদিস শরীফ বিশারদগণ ও হাদিস শরীফবিদগণ।

আর যখন তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলীসম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞানসহ (**فِقْهٌ**-ফিকহ তথা আইনি জ্ঞানসহ) হাদিস শরীফ বর্ণনাকারী হবেন তখন তাঁরা একদিকে যেমন হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদ হিসেবে অভিহিত হবেন, অন্যদিকে তাঁরা **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** আলিম-জ্ঞানী হিসেবেও অভিহিত ও পরিগণিত হবেন।****

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর ভিত্তিতেই কুফা নগরে হযরত **ইমাম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও মদীনা শরীফে **হযরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস** (রাদিআল্লাহু আনহু) উভয়েই নিজেরা তাবে'-তাবেঈ'ন নামের গুণে ধন্য হয়েই উপরে ৫৮৫-৫৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ আটটি হাদিস শরীফের প্রথম অংশের নির্দেশনা মোতাবেক তাবেঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করে তা বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে রূপ দেন। আর উপরে ৫৮৫-৫৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ আটটি হাদিস শরীফের দ্বিতীয় অংশের নির্দেশনা মোতাবেক তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রাপ্ত হাদিস শরীফগুলোর উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডার থেকে **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ আইন প্রস্তুত করে গ্রন্থাকারে রূপ দিয়েছেন। উক্ত আইনসমূহের সমষ্টিকেই ফিকহ (**اَلْفِقْهُ**) তথা **আইন শাস্ত্র** বলে।

আর বর্তমানে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত উলামাকেরাম বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** মানে না, অনুসরণ করে নাতারা উপরে ৬৯৬-৬৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ভাষ্যের নীতিমালার পরিপন্থী নতুন রায়, মতামত প্রদান করায় তারা প্রকারান্তরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেই, সাহাবীকেরামকেই(রাদিআল্লাহু আনহুম), তাবেঈ'নগণকেই(রাদিআল্লাহু আনহু) মানে না। তারা মুসলিম সমাজে মুসলিম নামধারী মুসলিম বাস্তবে তারা মুসলিমই নয়। কারণ, তারা Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (পূর্ববর্তীদের আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) অমান্য করে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলছে।

যাহোক, "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাবে'-তাবেঈ'নগুণসম্পন্ন পদবীতে ধন্য হয়ে তাবেঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করার মত কাজটি খুব কম মণীষীদের ভাগ্যে জুটেছে। তবে, সাধারণ মুসলিম থেকে হাদিস শরীফ সংগ্রহ করার মত কাজটি সাধারণ মুসলিমের মধ্য হতে অনেকের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এদের সংখ্যাই বেশী।

বর্তমানে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত কতিপয় মুসলিম মানুষ এতটাই অকৃতঘ্ন ও বেপরোয়া যে, তারা জমি-জমা ও বাড়ী-ঘর ক্রয় করতে CS, SA ও RS পর্চা মানে ও অনুসরণ করে এবং রাষ্ট্র ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা পরিচালনায় Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (পূর্ববর্তী উর্ধতনদের আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মানে ও অনুসরণ করে। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্ত দিতে তারা "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম শতাব্দীর মুসলিম উলামাগণের (সাহাবীকেরামগণের রাদিআল্লাহু আনহুম)রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্তকে উদাহরণস্বরূপ CS, দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম উলামাগণের (তাবেঈ'নদের রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্তকে SA এবং তৃতীয় শতাব্দীর মুসলিম উলামাগণের (তাবে'-তাবেঈ'নদের রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্তকে RS পর্চার মত বা পর্চা হিসেবে গণ্য করে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (তাবেঈ'নদের, তাবে'-তাবেঈ'নদের আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) মানে না ও অনুসরণ করে না এবং তোয়াক্কাও করে না। বরং এমতাবস্থায় তখন তারা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে, যে যেমন মনে চায় লাগামহীনভাবে কথা-বার্তা বলে, ফতওয়া, রায় ও মতামত এবং সিদ্ধান্ত দেয়। Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (তাবেঈ'নদের, তাবে'-তাবেঈ'নদের আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) মানার ও অনুসরণ করার বিষয়ে পরোয়া করেনা বরং তারা বেপরোয়া ও উদাসীন। এখন প্রশ্ন হল আমরা সাহাবীকেরাম ও তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মাসআলার উত্তর, রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্তগুলো কোথায় পাব? এর উত্তর হল এই যে, তাবে'-তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) লিখিত, লিপিবদ্ধ বিন্যস্ত গ্রন্থসমূহে মাসআলার উত্তর, রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্তসমূহ পাওয়া যাবে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষণা মোতাবেক তাবে'-তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) জান্নাতী হওয়ায় "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত কোন নিকৃষ্ট উলামা কর্তৃক তাবে'-তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) লিখিত, লিপিবদ্ধ বিন্যস্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত মাসআলার উত্তর, রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্তসমূহের বিপরীত মাসআলার উত্তর, রায়, ফতওয়া, ও সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে তা হবে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (তাবেঈ'নদের, তাবে'-তাবেঈ'নদের আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)না মানার ও অনুসরণ না করার শামিল।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত এই নিকৃষ্ট উলামাগণ জাহান্নামী হবে। কারণ তাদের জান্নাতী হওয়ার সার্টিফিকেট নাই। "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত কোন নিকৃষ্ট উলামার জন্য তখনই জান্নাতের সার্টিফিকেট মিলবে যখন তারা তাবে'-তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) লিখিত, লিপিবদ্ধ বিন্যস্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত মাসআলার উত্তর, প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ, ও সিদ্ধান্তসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

أَلْفِقْهُ (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রের উৎপত্তি:

সূচনাঃ প্রথমতঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশেই ফিকহ (**أَلْفِقْهُ এর**) তথা আইন শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা কোন এক যুদ্ধে অংশ গ্রহনের বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবাহর ১২২ নং আয়াতে বলেন---

وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ‹ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ‘‘ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ" ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْأَيَةُ (١٢٢)

অর্থঃ-"মু'মিনদিগের সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নহে, তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলনা, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** অর্জন, শিক্ষা বা জ্ঞানানুশীলন করতে পারে" (দ্বীন তথা ধর্মের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করতে পারে")।সুরা আততাওবাহ, আয়াত নং-১২২।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের অনুসরনই হচ্ছে (**أَلْفِقْهُ এর**) তথা আইন শাস্ত্রের উৎপত্তি। যেমন হাদিস শরীফে আছে-

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : "أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ ـ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِي (٩٢٦٤)

অর্থঃ- হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে **أَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহু) তথা **আইনি জ্ঞান**,বুদ্ধি, অনুধাবন, উপলব্ধি, ফিকহ শাস্ত্র, ইসলামি আইন শাস্ত্র, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯২৬৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِى الدِّيْنِ ، وَلَفَقِيْهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَاد هَذَا الدِّيْنِ أَلْفِقْهُ" ـــ المعجم الكبير لطبرانيى (٦١٦٦)+ مُسْلِمٌ(٢٦٨١)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ধর্মের **فِقْهٌ**(ফিকহ) বা আইনি জ্ঞানর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যায়না, শয়তানের উপর এক হাজার আবিদের চেয়ে একজন ফকীহ তথা আইনজ্ঞ বা আইনবেত্তা বেশী শক্তিশালী, প্রত্যেকটি কিছুর পিলার বা স্তম্ভ আছে, এই ধর্মের পিলার বা স্তম্ভ হচ্ছে **أَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহু)তথা **আইন শাস্ত্র** । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১৬৬+ সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৮১।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ" ـ سُنَنُ تِرْمِذِى(٢٦٤٥)

অর্থঃ- হযরত আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:" আল্লাহ যার দ্বারা(যার জন্য)কল্যাণ চান তাকে ধর্মের ফকীহ বানান বা ধর্মের গভীর জ্ঞানী বা আইনজ্ঞ করেন। সুনানু তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১৪৯।

উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবাহর ১২২ নং আয়াত এবং তিনটি হাদিস শরীফই হচ্ছে (**أَلْفِقْهُ এর**) তথা আইন শাস্ত্রের উৎপত্তি।

যাহোক, উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবাহর ১২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লার আরবী শব্দের অভিনব ব্যবহারটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, মহান আল্লাহ তাআ'লা **"لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ"** এর স্থলে **" لِيَتَعَلَّمُوْا** "ও বলতে পারতেন কিন্তু তা না করে " **لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ**"ব্যবহার করেছেন। এখানে **تَعَلُّم** এর স্থলে" **الدِّيْنَ** "**تَفَقُّهٌ** "ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিছক দ্বীন তথা ধর্মের ইল্ম **'পাঠ'** করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খ্রীস্টানেরাও তা পাঠ করে, বরং ইল্মু দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন

করা। **"تَفَقُّه"** শব্দের অর্থও তাই। এটি **" فِقْه "** শব্দ থেকে উদ্ভূত। **"فِقْه"** শব্দের অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআন মজিদে এ আয়াতে **صِيْغَةُ مُجَرَّدٍ** ব্যবহার করে **لِيَفْقَهُوْا "الدِّيْنَ"** (যেন তারা দ্বীনকে বুঝে নেয়) বলেন নি, বরং একে **بَابُ تَفَعُّلٍ** এ নিয়ে **"لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ"** বলেছেন। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সে মতে বাক্যের মর্ম হবে **" তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পশ্রিমের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে"**। এ তত্ত্ব থেকে বুঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হলো, **"দ্বীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা"**। (বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ উপরের কয়েকটি কথা আরবি ব্যাকরনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সম্মাণিত আলিমগণ থেকে উক্ত বিষয়ে জেনে নেয়ার জন্য সম্মাণিত পাঠকবর্গের প্রতি বিনীত অনূরোধ রইল)।

তাই, **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم "** হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাবেঈ-তাবে'তাবেঈ'নগণ পবিত্র কুরঅনের সুরা তাওবাহর ১২২ নং আয়াতের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই দ্বীন তথা ধর্ম সম্পর্কে **فِقْه** তথা **আইনি জ্ঞান** অর্জন করেছেন আর সাধারণ মুসলিম মানুষেরা যাতে অতি সহজে তাদের বাস্তব মুসলিম জীবন তথা আইনি **(اَلْفِقْهِى)** জীবন গঠন করতে পারে সেজন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডারে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকা সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনগুলোর উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** তথা গবেষণা ও **اِلْاِسْتِنْبَاطُ** তথা অনুসনদ্ধান করে **اَلْفِقْهُ** তথা আইন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করে গেছেন।

অতএব," **ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ**

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাবেঈ-তাবে'তাবেঈ'নগণ পবিত্র কুরআনের নিম্নে বর্ণিত আয়াত---

"وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اِتَّبَعُوْاهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْآيَةُ (١٠٠)

অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।] * সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এর বৈশিষ্ঠ্যের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্ট প্রাপ্ত প্রিয়জন হওয়ায় এবং- **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم "** হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত- **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত উত্তম লোক হওয়ায় তাঁদের কর্তৃক উদ্ভাবিত ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** বিশুদ্ধ ও সঠিক। কারণ, তাঁদের চেয়ে আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্ট প্রাপ্ত প্রিয়জন এবং উত্তম লোক পৃথিবীতে আর কেউ আসবেনা। তাছাড়া, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বলেছেন---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى - (228+229) + سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ـ (٢٣٦+٢٣٠)

অর্থঃ-হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যারা নিজেরা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা নহে। এছাড়া অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **আইনি জ্ঞান** [228] বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০,২৩৬+ মুসনাদু দারেমী

---

(২২৮) **আইনি জ্ঞান" তথা "শরীয়তী জ্ঞান"** ।

শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৮,২২৯+ মুসনাদু আহমদ শরীফ, মিশকাত।
উপরোক্ত হাদিস শরীফ খানা থেকে বুঝা গেল যে, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** "হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত" **خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাবেঈ'নগণ ও তাবে'তাবেঈ'নগণ আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্ট প্রাপ্ত প্রিয়জন হওয়ায় এবং উত্তম লোক হওয়ায় তাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী, পরহেজগার ও পবিত্র। তাই, তাঁদের কর্তৃক উদ্ভাবিত ফিকহ (**اَلْفِقْهُ**) তথা আইন শাস্ত্র বিশুদ্ধ ও সঠিক। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

তাবেঈনগণ ও তাবে'তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে। এ তিন শতাব্দীর মুমিন-মুসলিমগণকে হুবহু অনুসরনকারীরাও জান্নাতী। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِيْ ، وَ لاَ رأَى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِيِ" ثَلاَثًا. (١٤٣٩٤)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন :"আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম**(সাহাবী)** দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে **(তাবেঈ')** সেও দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে **(তাবে'-তাবেঈ'ন)** সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "طُوْبَى لِمَنْ رآنِيْ ، وَمَنْ رَأَى مَنْ رآنِيْ ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (٦١٠٦)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুনাস বিন মালিকের গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলেছেন: "সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে**(সাহাবী)**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে **(তাবেঈ")** তার জন্যও সুসংবাদ, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে **(তাবে'-তাবেঈ'ন)** তার জন্যও সুসংবাদ"।
আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১০৬।
আর হিজরী চতুর্থশতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই **أَرْذَلُ**" "**النَّاس الْمُسْلِمِ** তথা সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম ও এদেরকে আল্লাহ তাআ'লা কোন কিছুই গুরুত্ব দেন না। তাদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন------------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا لَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ،ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (٢١٤٣)) في المعجم الكبير للطبراني .

অর্থঃ- হযরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআর্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী**(নবী সাহাবীগণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ'গণ)**,তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী>তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে'-তাবেঈ'নগণ)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই)** সর্বনিকৃষ্ট।

আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيِنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيِنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الرَّابِعُ أَرْذَلٌ إِلَي أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ " (٥٤٧٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: “সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী>প্রথম শতাব্দী **(নবী ও সাহাবীগণ)**,তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী >দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ’গণ)**, তারপর যারা আসবে তাদের শতাব্দী >তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে’-তাবেঈ’নগণ)**,তারপর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট শতাব্দী। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৭৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن عمر بن الخطاب، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" خَيرُ قَرْنٍ اَلْقَرْنُ الَّذِي فِيْهِ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا" (٣٤٢٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, “সর্বোৎকৃষ্ট যুগ যে যুগে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন**(নবী ও সাহাবীগণ)**, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী**(তাবেঈ’গণ)**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী**(তাবে’-তাবেঈ’নগণ)**, তাপর চতুর্থ শতাব্দী, এ যুগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না।

আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُم يَجِيءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "ـ(٣٣٣٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, “সর্বোৎকৃষ্ট লোক আমার যুগ [প্রথম শতাব্দী**(নবী ও সাহাবীগণ)**, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী**(তাবেঈ’গণ)**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে’-তাবেঈ’নগণ)**, তারপর চতুর্থ শতাব্দীতে এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৬।

অতএব, উপরোক্ত চারটি হাদিস শরীফ থেকেই জানা গেল যে, হিজরী চতুর্থশতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই যেহেতু নিকৃষ্ট, তাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই এবং মহান আল্লাহর নিকট তারা গুরুত্বহীন সেহেতু হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল নিকৃষ্ট মুসলিমদের মধ্য হতে যারা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” মুসলিম মানুষের হুবহু অনুসরনকারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা, তাঁদের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকবে, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলবে, তাঁদের দূর্নাম করবে, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরবে ও দোষ তালাশ-অনেষণ করবে এবং বিরোধিতা করবে, ছিদ্রানেষণ করবে ও সমালোচনা করবে, তারা মুসলিম সমাজে যে যত বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা হিসেবে পরিচিত হউক না কেন তারা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হওয়ায় তারা মহান আল্লাহ তাআ’লা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোক হিসেবে গণ্য। সে সুবাধে ধর্মীয় বিষয়ে এ সমস্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোকদের লিখিত যে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ বাতিল ও অগ্রহণীয় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ বাতিল ও অগ্রহণীয়। যে সমস্ত মুসলিম তাদের লিখিত যে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থে বর্ণিত ফতওয়া-রায় এবং তাদের মতামত মানবে, অনুসরন করবে তারাও মহান আল্লাহ তাআ’লা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোক হিসেবে গণ্য। ইসলাম

ধর্মের কোন বিষয়ে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ লিখার এবং ফতওয়া-রায়-মতামত দেওয়ার এবং ওয়াজ -মাহফিলে ওয়াজ-নসিহত করার অধিকার তাদের নেই।

এতদসত্ত্বেও তারা যদি দেমাগ ও অহংকার বশতঃ ইসলাম ধর্মের কোন বিষয়ে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ লিখে এবং ফতওয়া-রায়-মতামত দেয় এবং ওয়াজ-মাহফিলে ওয়াজ-নসিহত করে তবে এটা হবে ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ে তাদের অনাধিকার চর্চা। এরা হচ্ছে বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজে নামধারী মুসলিম। মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট বাস্তবে অমুসলিম হিসেবে গণ্য।

কারণ, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষকে সম্মাণ করা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ।

এটা এ জন্য যে," **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষগণ হচ্ছেন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(চতুর্থ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীর)** অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য **মানদন্ড** আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) জন্য **মানদন্ড** এবং তাঁদেরকে সম্মাণ করার বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে। তম্মধ্যে নিম্নে তিনটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফ:

عن عمر بن الخطاب :ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لَهُمْ "إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ وَالْفَذُّ مَعَ الشيطان

و إن الْحَقّ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي النَّارِ، أَلَا, إِنَّ أَصْحَابِي خِيَارُكُمْ فَأَكْرِمُوْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ وَالْهَرْجُ"(٦٤٠٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ " **الْجَمَاعَةُ** "(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির উপর। একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে। সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার **সাহাবাগণ** হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা **"সম্মাণ কর",** তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবেঈগণকে)**, সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবে'-তাবেঈনগণকে)** সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যা ও **"হারজ তথা খুনাখুনি"** প্রকাশ পাবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ:

عن جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قال: قال خطبَ عمرالنَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ :إِنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَامَ فِيْ مثل مقامي هَذَا ،فقال: أَحْسِنُوا إِلَى أصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثم يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ، فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّه حَسَنَتُهُ وَ تَسُوءهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مؤمن،" "(179) مسند أحمد + مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٤١، ١٤٣)

অর্থঃ-হযরত জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার **সাহাবীদের** প্রতি **"সুন্দর আচরণ কর",** তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবেঈদের)** প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবে'-তাবেঈনদের)** প্রতি সুন্দর

আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের একেক জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছণদ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই **اَلْجَمَاعَةُ**(আল-জামাআ'ত)নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে। কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশ্চয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয় আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯+ মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪১,১৪৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফ:

عَنْ أَبِيء صَالِحٍ ، قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةِ ، بِقِضَالَ : سَمِعْتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :"اِحْفَظُوْنِيْ فِيْ أَصْحَابِيْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، (١١٣٥) في المعجم الاوسط للطبراني + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٩٤) + عَنْ جَابِرٍ إِبْنِ سَمُرَةَ فِى إِبْنِ مَاجَه (٢٣٦٣)

অর্থঃ- হযরত অবু সালেহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর, তারপর যারা আসছে (তাবেঈনদের) মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর, তারপর যারা আসছে(তাবে'-তাবেঈ'নদের) মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৩৫+ আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৪+ জাবির বিন সুমারা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৬৩।

অনুসিদ্ধান্তঃ ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বিরোধীও নহে এবং পৃথক কিছু নহে বরং এটা হচ্ছে মাখন ও ঘি এর মত। মাখন ও ঘি যেমন দুধ থেকে এসেছে ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রও** তেমনি পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফ থেকেই এসেছে। মাখন ও ঘি যেমন দুধের নির্যাস ও সারবস্তু ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রও** তেমনি পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের নির্যাস ও সারবস্তু। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রসঙ্গঃ

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম শতাব্দীর ৭০(বিশ্বস্ত মতে) অথবা ৮০ হিজরীতে কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নু'মান ইবনু সাবিত ইবনু যয়ূতী ইবনু মাহ। (২২৯) হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) সম্পর্কে

---

(২২৯) হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)**জন্ম , বংশ বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক কথাঃ তাঁর** পিতা সাবিত ইবনু যয়ূতী ছিলেন পারস্য বংশভূত রাজন্যবর্গের একজন। তাঁর দাদা যয়ূতী ছিলেন কাবুলের অধিবাসী। হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)পিতা সাবিত(রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত আলী মুরতাজার (রাদিআল্লাহু আনহু)একান্ত সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন। হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত সাবিতের (রাদিআল্লাহু আনহু)ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ'ও করেছিলেন। হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)পিতা সাবিত(রাদিআল্লাহু আনহু)তাঁর দাদার সাথে বাল্যকালে হযরত আলী মুরতাজার (রাদিআল্লাহু আনহু)খেদমতে যেতেন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়ায় বিভিন্ন উৎসবে তাঁর খেদমতে ফালুদা নামক উন্নতমানের আহার্য (খাবার) পেশ করতেন। হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)প্রতিপালন একটি নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে খালিস ইসলামি পরিবেশেই হয়েছিল এবং কুফার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্রভুমিতে শহুরে জীবনে খাঁটি ইসলামি পরিবেশেই তিনি গড়ে উঠেছিলেন। শৈশবকালেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয শেষ করেন। হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ইমাম আসিম(রাদিআল্লাহু আনহু- কুররাউ সাবআ'র একজন) থেকে ইলমু কিরাআ'ত শিক্ষা করেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ ২২ বছর বয়সে এবং ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। হযরত ইমাম আযম

সম্যক ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদেরকে- "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী সম্পর্কেও বিস্তারিত ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী প্রসঙ্গ (১৯পৃষ্ঠা থেকে ৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন)।

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর শ্রেণি বিভাগঃ

প্রথম শতাব্দীঃ প্রথম শতাব্দী হচ্ছে সাহাবীকেরাম ও তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ। এ যুগে কুফা নগরীতে জন্ম হয়ে যে সব মণীষীবৃন্দ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র হয়ে তাবেঈ'ন (রাদিআল্লাহু আনহুম) হয়েছেন তাদের নামঃ---

প্রথম শতাব্দীর কুফা নগরীর তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নামঃ

১. হযরত আলকামা ইবনু কায়স নাখঈ আল-কুফী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল- ৬২ হিজরী। তিনি হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত উছমান (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র।
২. হযরত মাসরূক উবনু আযদা (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল-৬৩ হিজরী। তিনি হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র।
৩. আমর ইবনু শারজীল (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল-৬৪ হিজরী। তিনি হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর ছাত্র।
৪. শুরায়াহ ইবনু হারিস আল কিন্দী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল- ৭৮ হিজরী। তিনি হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র।
৫. হযরত আব্দুর রহমান উবনু আবু লায়লা (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল- ৮৩ হিজরী। তিনি হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র।
৬. হযরত উবায়দা ইবনু আমর সালমানী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল- ৯২ হিজরী। তিনি হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র।
৭. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযিদ নাখঈ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল- ৯৫ হিজরী। তিনি হযরত মাআ'য (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র **৮.** হযরত ইবরাহিম ইবনু ইয়াযিদ আন-নাখঈ (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল- ৯৫ হিজরী। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আলকামা ইবনু কায়স নাখঈ আল-কুফী (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত মাসরূক উবনু আযদা (রাদিআল্লাহু আনহু) ও আসওয়াদ ইবনু ইয়াযিদ নাখঈ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র।
৯. হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়র ইনতিকালঃ ৯৫ হিজরী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র। **১০.হযরত আমির আশ-শাবী** (রাদিআল্লাহু আনহু) **হাদিসবিদ ও ফকীহ,** ইনতিকাল-১০৪ হিজরী। তিনি হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) হাদিস ও ফিকহ শরীফের উস্তাদ ছিলেন।
১১. হজরত ইসহাক ছাবিয়ী ইনতিকালঃ ১১৭ হিজরী
১২. হজরত আ'মাশ ইনতিকালঃ ১৪৮ হিজরী
১৩. হজরত মেছআর ইবনে কোদাম ইনতিকালঃ ১৫৫ হিজরী
১৪. হজরত জায়েদা ইবনে কাদামাহ ইনতিকালঃ ১৬১ হিজরী

আবু হানিফার (রাদিআল্লাহু আনহু)জীবনের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। কথিত আছে- তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ইশার ওজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন।

১৫. হজরত ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ইনতিকালঃ **১৬১** হিজরী
১৬. হজরত সুফিযান ইবনে উয়ায়নাহ ইনতিকালঃ ১৯৮ হিজরী

হাদিস শরীফের ইলম বা জ্ঞান ও ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনঃ

উপরে বর্ণিত সকল তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রাদিআল্লাহু আনহু) এর ছাত্র। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) ১৭ হিজরীতে কুফা নগরীর গোড়া পত্তন করেন। তাঁর শাসন আমলেই কুফা মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। তিনি পবিত্র কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার, হাদিসবিদ ও ফকীহ মুজতাহিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদকে(রাদিআল্লাহু আনহু)কুফার মুআল্লিম, মুফতী ও গভর্ণরের পরামর্শদাতা হিসেবে পাঠান। এছাড়াও ২০ জন বদর যোদ্ধাসাহাবীসহ প্রায় দেড় হাজার সাহাবীকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) কুফায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। উপরে বর্ণিত ৯ নং ক্রমিক পর্যন্ত কোন তাবেঈগণ থেকেই হযরত আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু)৮০ হিজরীতে জন্ম হওয়ায় বয়সে ছোট হওয়ার কারণে ইলম শিক্ষা লাভে ধন্য হতে পারেন নি।

কিন্তু উপরে বর্ণিত কুফা নগরীর তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্যে ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত **আমির ইবনু শরাহীল শাবী** (রাদিআল্লাহু আনহু) **হাদিসবিদ ও ফকীহ্,** ইনতিকাল-১০৪ হিজরী হচ্ছেন হযরত আলী মুরতাজার (রাদিআল্লাহু আনহু) ছাত্র এবং তিনি ৫০০ সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তম্মধ্যে তিনি ৪৮ জন সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে রীতিমত হাদিস শিক্ষা করেন। **আমির ইবনু শরাহীল শাবী** (রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকেও তাঁর সাথে একাদিক্রমে দশ মাস অবস্থান করে হাদিস শরীফের গভীর ও ব্যাপক ইলম বা জ্ঞান লাভ করেন।

হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম ৮০ হিজরী, ইনতিকাল-১৫০ হিজরী) নিজে স্বয়ং একজন তাবেঈ" (২৩০) হওয়া সত্বেও উপরে ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত তাবেঈ' হযরত **আমির ইবনু শরাহীল শাবী**(সংক্ষিপ্তভাবে **আমির**

---

(২৩০) ***ইবনু হাজার আল হাইছামী শাফিঈ' তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ **"আলখাইরাতুল হিসান"** নামক কিতাবে লিখেন- হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু)১৭জন সাহাবী থেকে হাদিস শরীফ রিওয়ায়াত করেন। তাঁরা হচ্ছেন-**১.** আনাস ইবনু মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) **২.** আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস আল জুহানী (রাদিআল্লাহু আনহু) **৩.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জায-আয যুবাইদী (রাদিআল্লাহু আনহু) **৪.** জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) **৫.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাদিআল্লাহু আনহু) **৬.** হযরত ওয়াসিলা ইবনু আল-আসকা (রাদিআল্লাহু আনহু) **৭.** হযরত মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাদিআল্লাহু আনহু) **৮.** হযরত আবু আত-তুফাইল (রাদিআল্লাহু আনহু) **৯.** হযরত আমর ইবনু ওয়াসিলা (রাদিআল্লাহু আনহু) **১০.** হযরত আয়িশা বিনতু হাদরাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) **১১.** হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) **১২.** হযরত আস-সায়িব ইবনু খাল্লাদ ইবনু সুওয়াইদ (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৩.** হযরত আস-সায়িব ইবনু ইয়াযিদ ইবনু সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৪.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সামুরা (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৫.** হযরত মাহমুদ ইবনুর রাবী (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৬.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৭.** হযরত আবু উমামা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সামুরা (রাদিআল্লাহু আনহু)। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) **তাবেঈ"** ছিলেন।

হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম ৮০ হিজরী, ইনতিকাল-১৫০ হিজরী) **শিক্ষা জীবনঃ** হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) যেহেতু একটি ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন সেহেতু পৈত্রিক ব্যবসার প্রতি তাঁর সমস্ত ঝোঁক ছিল। তবে, গোত্রীয় খ্যাতি ও মর্যাদার কারণে লেখা-পড়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি। ঐ যুগের চাহিদা অনুযায়ী কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন করেছেন। এখন তাঁর পূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রমের একটি চিত্র সম্মাণিত পাঠকবর্গের নিকট তুলে ধরছি। আল্লামা শিবলী নু'মানী (রাদিআল্লাহু আনহু) ইলমু দ্বীন হাসিলের জন্য হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)প্রচেষ্টার একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাঃ একদিন হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) কুফার প্রখ্যাত ইমাম **আল্লামা আমির শা'বীর**(রাদিআল্লাহু আনহু) বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। তখন ইমাম আল্লামা শা'বী(রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে একজন ছাত্র মনে করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) একজন সওদাগরের নাম বললেন। ইমাম আল্লামা শা'বী (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আমি জানতে চেয়ে ছিলাম, তুমি কার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছ? হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) জওয়াব দিয়ে বললেন, কারো কাছে নয়। ইমাম আল্লামা শা'বী (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আমি তোমার কাছে ইলম হাসিলের যোগ্যতা লক্ষ্য করছি। তুমি আলিমদের সাহচর্য গ্রহণ কর। এই উপদেশ হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)অন্তরে বেশ রেখাপাত করল। তাই, তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইলম হাসিলের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তিনি ইমাম আল্লামা **আমির শা'বীকেই** (রাদিআল্লাহু আনহু)প্রথম ও প্রধান উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করলেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) **তাবে'-তাবেঈন** ছিলেন। এখন থেকেই হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)লেখা-পড়া ও অধ্যয়ন শুরু হয়ে গেল।

আশ-শাবী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে হাদিস শরীফ ও ফিকহর ইলম শিক্ষা লাভে ধন্য হতে পেরেছেন। **হযরত আমির আশ-শাবী**(রাদিআল্লাহু আনহু) হচ্ছেন হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) **হাদিস শরীফের** প্রধান উস্তাদ। তৎকালে ইরাক, আরব ও সিরিয়ার সর্বাধিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ উস্তাদ বলে গণ্য এমন চারজন তাবেঈর মধ্যে হযরত **আমির আশ-শাবী** হচ্ছেন একজন। ইমাম যুহরী বলেন, বিখ্যাত চারজন আলিম হচ্ছেন> মদীনায় ইবনু মুসাইয়্যিব, বসরায় হাসান বসরী, সিরিয়ায় ইমাম মকহুল এবং কুফায় ইমাম **আমির আশ-শাবী**(রাদিআল্লাহু আনহু)।
ইমাম **আমির আশ-শাবীর**(রাদিআল্লাহু আনহু)ইন্তিকালের পর ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) কুফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত **হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান তাবেঈর**(ইনতিকাল-১২০ হিজরী) সাহচর্যে এসে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে সুদীর্ঘকাল গভীর মনোনিবেশ সহকারে হাদিস শরীফ ও ফিকহর ইলম হাসিল করেন। হযরত **হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান তাবেঈর**(ইনতিকাল-১২০ হিজরী) ইন্তিকালের পর হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ৪০ বছর বয়সে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে ফতওয়া রচনায় ও শিক্ষাদানের মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এখন প্রশ্ন হল **"হাদিস শরীফ শিক্ষা কি এবং ফিকহর ইলম বা জ্ঞান"** শিক্ষা কি?

এর উত্তর এই যে, **"হাদিস শরীফ শিক্ষা"** হল উস্তাদ বা শিক্ষক থেকে হাদিস শরীফ শোনা, মুখস্ত করা, সংরক্ষণ করা এবং হাদিস শ্রবনকারী তা অন্য মুসলিম মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ----- ---------
----

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٦)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে অতপর আমার পক্ষে তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী **(অধিক আইনবেত্তা)**। এছাড়া এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা **আইনবেত্তা** নহে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

وَفِى رِوَايَةٍ فِى سُنَنِ تِرْمِذِى " نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ"(٢٦٥٦)

সুনানুত তিরমিজিতে(হাদিস শরীফ নং-২৬৫৬) অন্য একটি বর্ণনাতে "আল্লাহ এমন বান্দার (মুখমন্ডল) উজ্জল করুন যে আমার হাদিস বা বাণী শ্রবন করে তা মুখস্ত করে রাখে" বাক্যটি এসেছে।
অত্র হাদিস শরীফখানা সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম)জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষ হতে একদিক দিয়ে যেমন নির্দেশস্বরুপ অন্য দিক দিয়ে তাঁদের জন্য দুআ'ও বটে। উক্ত হাদিস শরীফের নির্দেশনা অনুসারে সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফসমূহ মুখস্ত করেছেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুআ'র বদৌলতে তাঁদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হাদিস শরীফসমূহ তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ ও ধারণ করতেও পেরেছেন। উপরোক্ত হাদিস শরীফখানার দ্বিতীয় অংশ থেকে একথাও বুঝতে পারলাম যে, হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীগণ সকলে কিন্তু **فَقِيْهٌ**(ফকীহ)তথা **আইনবেত্তা** নন। সেই দৃষ্টিকোন থেকে সকল সাহাবীকেরাম(রাদিআল্লাহু আনহুম) **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা **আইনবেত্তা** ছিলেন না। বরং অল্প সংখ্যক সাহাবীকেরাম(রাদিআল্লাহু আনহুম) ফকীহ ছিলেন। সাধারণ সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) ফকীহ

সাহাবাকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) ফিকহের উপর চলতেন। তবে যে সমস্ত সাহাবীকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) ফকীহ ছিলেন না তারা কিন্তু ফিকহের জ্ঞানকে এবং ফকীহ সাহাবাকেরামগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুম) অবজ্ঞান চোখে দেখতেন না, বিরূপ মন্তব্য করতেন না। বরং তাঁরা ফকীহ সাহাবাকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম)সম্মানের চোখে দেখতেন ও ভালবাসতেন। বর্তমান কালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ ফিকহের জ্ঞানকে এবং **ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্রকে** অবজ্ঞান চোখে দেখে ও বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। এটা তাদের জন্য দুনিয়াতেই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ও কিয়ামত দিবসে খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। কারন, হাদিস শরীফে আছেঃ---

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَاءَنَا " قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا خُلَفَاءُكُمْ ؟ قَالَ :" الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَ سُنَّتِي ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ "ـــ المعجم الأوسط ، لطبراني (٥٨٤٦)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ, আমার খলিফাদের (প্রতিনিধিদের) দয়া করুন", আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনাদের **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি কারা? তিনি বললেন: **"**যারা আমার পরে এসে আমার হাদিসসমূহ ও আমার সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দিবে**"**। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৪৬।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে---

১. হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ বর্ণনা করা ।

২. মানুষদেরকে হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া।

হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ বর্ণনা করার বিষয়টি অতি সাধারণ ও মানুষের বোধগম্য। আর তা হচ্ছে হাদিস বর্ণনাকারী উস্তাদ বা শিক্ষক কর্তৃক শ্রোতা ও ছাত্রদেরকে رِوَايَةٌ **(রিওয়ায়িয়াত) (231)** পদ্ধতিতে তথা বর্ণনা পদ্ধতিতে হাদিসসমূহ ও সুন্নাহসমূহ পাঠ করে শুনানো। কিন্তু মানুষদেরকে হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অতি সাধারণ বিষয়ও নহে এবং মানুষের বোধগম্য বিষয়ও নহে। বরং তা হচ্ছে এই যে, মানুষদেরকে হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হল মানুষদেরকে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বা **ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র** সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া। **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বা **ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র** সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষা ছাড়া শুধু হাদিসসমূহ ও সুন্নাহসমূহ رِوَايَةٌ **(রিওয়ায়িয়াত)** পদ্ধতিতে তথা বর্ণনা পদ্ধতিতে শ্রোতা ও ছাত্রদের নিকট হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ বর্ণনাকারী উস্তাদ বা শিক্ষক আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি হতে পারবেন না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি হতে চাইলে হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ বর্ণনাকারী উস্তাদ বা শিক্ষককে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বা **ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র** সম্পর্কে জ্ঞানদানসহ হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ বর্ণনাকারী উস্তাদ বা শিক্ষক হতে হবে। তবেই তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **خَلِيْفَةٌ** (খলিফা) তথা প্রতিনিধি হতে পারবেন। অন্যথায় তিনি শুধু হাদিসসমূহ ও সুন্নাহ বর্ণনাকারীর ছওয়াব বা পুরস্কার পবেন।

যাহোক, ফকীহদের প্রশংসায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---------

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ" ـ سُنَنُ تِرْمِذِى(٢٦٤٥)

অর্থঃ- হযরত আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:" আল্লাহ যার দ্বারা(যার জন্য)কল্যাণ চান তাকে ধর্মের ফকীহ বানান বা ধর্মের আইনজ্ঞ-গভীর জ্ঞানী করেন। সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৬৪৫।

---

(231) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফ যে সব শব্দ দিয়ে বলেছেন উহার হ্রাস-বৃদ্ধি না করে হুবহু বর্ণনার নাম হচ্ছে "رِوَايَةٌ **(রিওয়াইয়াতু)তথা বর্ণনাধারা**"।

عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ" ـــ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٧١٤٩)

অর্থঃ- হযরত মুআবিয়া(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:“ আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা যখন কোন বান্দার দ্বারা(বান্দার জন্য)কল্যাণ চান তাকে ধর্মের ফকীহ বানান বা ধর্মের আইনজ্ঞ-গভীর জ্ঞানী করেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১৪৯।

উপরোক্ত দুখানা হাদিস শরীফ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মাতকে ধর্মের ফকীহ বা ধর্মের আইনজ্ঞ-গভীর জ্ঞানী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। যে কেহ ধর্মের ফকীহ বা ধর্মের আইনজ্ঞ-গভীর জ্ঞানী হওয়া তার জন্য মহাসৌভাগ্যের লক্ষণ।

উপরোক্ত দুখানা হাদিস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক হযরত ইমাম **আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু) (**اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ**) হাদিস শরীফ ও ফিকহ (**اَلْفِقْهُ**) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এটা তাঁর জন্য দুনিয়া-আখিরাতে মহাসৌভাগ্যের ও মহাকল্যাণেরই লক্ষণ। দুনিয়া-আখিরাতে মহাসৌভাগ্য ও মহাকল্যাণ লাভের জন্যেই হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) (**اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ**) হাদিস শরীফ ও ফিকহ (**اَلْفِقْهُ**) তথা আইন শাস্ত্রকে বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর মহান উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণঃ হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর ছাত্রদের মধে আরো রয়েছেন-**১.** হযরত সুলায়মান ইবনু রাবিয়া বাহিলী, **২.** যায়িদ ইবনু সাওহান **৩.** সুয়ায়দ ইবনু গাফালাহ, **৪.** হারিস ইবনু কায়েস যাকী **৫.** আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ নাখঈ **৬.** আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসউদ **৭,** সালমা ইবনু সুহাইব **৮.** মালিক ইবনু আমির **৯.** হুমাম ইবনু হারিস **১০.** ইয়যিদ ইবনু মুআ’বিয়া নাখঈ **১১.** রাবী ইবনু খায়সাম **১২.** উতবা ইবনু ফারকাদ **১৩.** শারীক ইবনু হাম্বল (রাদিআল্লাহু আনহুম)। তাঁদের মধ্যে যারা হযরত ইমাম আবু হানিফার জীবদ্দশায় জীবিত ছিলেনন তাঁরা হলেন -**১.** হযরত সাহল ইবনু সা’আদ (রাদিআল্লাহু আনহু), (ইনতিকাল-৯১ হিজরী)।
২. হযরত অনাস ইবনু মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু), (ইনতিকাল-৯৩ হিজরী)। **৩.** হযরত আবু তুফায়ল আমির ইবনু ওয়াসিলা (রাদিআল্লাহু আনহু), (ইনতিকাল-১০০ হিজরী।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর বসরা নগরীর তাবেঈ’নগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নামঃ

১. হযরত আবুল আলিয়া রফী ইবনু মাহরান (রাদিআল্লাহু আনহু), (ইনতিকাল-৯০ হিজরী)
২. হযরত আবুস শা’শা জাবির ইবনু ইয়াযিদ (রাদিআল্লাহু আনহু), (ইনতিকাল-৯৩ হিজরী)
৩. হজরত অবু ওছমান নাহদী (রাদিআল্লাহু আনহু),ইনতিকালঃ ১০০ হিজরী)।
৪. হযরত হাসান ইবনু আবিল হাসান বসরী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকাল: ১১০ হিজরী।
৫. হজরত কাতাদা ইবনে দাআমাতুস সাদুমী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১১৮ হিজরী)
৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৩১ হিজরী)।
৭. হজরত আইয়ুব ছিখতেয়ানী(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫৪ হিজরী)।
৮. হজরত হেশাম দস্তওয়াইহ (রাদিআল্লাহু আনহু),ইনতিকালঃ ১৫৪ হিজরী)।
৯. হজরত সাঈদ ইবনে আবি অরূবাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫৬ হিজরী)
১০. হজরত ইমাম শো’বা ইবনে হাজ্জাজ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৬০ হিজরী)।
১১. হজরত ইবনু আওন(রাদিআল্লাহু আনহু), ইনতিকালঃ ১৫০ হিজরী)।

হাদিস শরীফ বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করনঃ

সূচনাঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগের ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগের এবং তাবঈ’নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগের ১০০ শত বৎসরের মধ্যে কোন সাহাবী(রাদিআল্লাহু আনহু) ও কোন

তাবেঈ(রাদিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সাজিয়ে বিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে রূপদান করে হাদিস শরীফের কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে যান নি। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগের পর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সাজিয়ে বিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে রূপদান করে হাদিস শরীফের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এরপর ধারাবাহিকতানুসারে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরো অনেক উলামাকেরাম হাদিস শরীফের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরবর্তীতে **আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর অতিপ্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক **বুখারী শরীফ , মুসলিম শরীফ , তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থ ছাড়াও আরো অনেক হাদিস শরীফের গ্রন্থের সংকলক বিভিন্ন হিজরী শতাব্দীসমুহে হাদিস শরীফের অনেক গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যাহোক প্রথম দিকে হাদিস শরীফ সংকলনের কার্যক্রম সুবিন্যস্ত আকারে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে চলছিল। এ ব্যাপারে ইসলামের পঞ্চম খলিফা হিসেবে পরিচিত হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযই (রাদিআল্লাহু আনহু- খিলাফত লাভ-৯৯ হিজরীর সফর মাস, ইন্তিকালঃ-১০১)সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে হাদিস শরীফ সংরক্ষণের প্রয়েজনীয়তা অনুভব করেন এবং পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্দেশ দিলে আবু বকর ইবনু শিহাব যুহরী, আমর ইবনু হাযম, সালেম ইবনু আবদুল্লাহ প্রমুখসহ আরো কয়েকজন হাদিস শরীফের গ্রন্থ লিখেন। তবে ইবনু শিহাব যুহরীই হাদিস শরীফ সংকলনের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাক্তি। আরো কিছু জুয বা খন্ড পুস্তিকা হিসেবে পরিচিত যায়েদ বিন সাবিতের ফারায়িয বিষয়ক হাদিস শরীফের গ্রন্থ ও সাঈদ বিন যুবাইরের তাফসীর সংক্রান্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থ রয়েছে। প্রথম দিকের এ সমস্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলো বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করে সাজিয়ে গ্রন্থাকারে রূপদান করা হয়নি। হযরত ইমাম **আমির আশ-শাবী**(রাদিআল্লাহু আনহু) বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলেও শেষ পর্যায়ে তিনি তা বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদ অনুযায়ী হাদিস শরীফগুলো বিন্যস্ত করেন নি। হযরত ইমাম **আবু হানিফাই** (রাদিআল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হাদিস শরীফ সংকলনে ব্রতী হন এবং তিনি ৪০ লক্ষ হাদিস শরীফ হতে যাচাই-বাছাই করে মাত্র কয়েক হাজার হাদিস শরীফ দিয়ে **"কিতাবুল আছার"** নামক হাদিস শরীফের গ্রন্থ রচনা করেন। হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিকহ্ ইলম শিক্ষা লাভের জন্য হযরত ইমাম **হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান তাবেঈর** (রাদিআল্লাহু আনহু)এর পাঠদানকে যথেষ্ট মনে করতেন । কিন্তু হাদিস শরীফ শিক্ষা লাভের জন্য সম্ভব ছিল না। কারণ, এখানে হাদিস শরীফ শিক্ষা লাভের জন্য প্রতিভা ও **اَلْاِجْتِهَا دُ** (ইজতিহাদ)তথা গবেষণা দ্বারা কাজ চলবে না; বরং এখানে বুদ্ধিমত্তার সাথে **رِوَايَةٌ (রিওয়াইয়াতু)তথা বর্ণনাধারার** (২৩২) জ্ঞানও অত্যন্ত জরুরী। এ সময়ে ফিকহ্ যেমন **এলোমেলো ও অবিন্যস্ত** ছিল তেমনি হাদিস শরীফসমূহও অত্যন্ত **এলোমেলো ও অবিন্যস্ত** ছিল। হাদিস শরীফ ও ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলনা বরং মুহাদ্দিসগণের স্মৃতিপটেই শুধু সংরক্ষিত ছিল। তাঁরা হাদিস শরীফ মুখস্ত রেখে অন্যের নিকট তা মুখে মুখে বর্ণনা করতেন। এর কারণ হচ্ছে হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **নিষেধাজ্ঞা** থাকা। **(২৩৩)** সে জন্যেই প্রখ্যাত উস্তাদ-শিক্ষকবৃন্দ

---

(২৩২) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফ যে সব শব্দ দিয়ে বলেছেন উহার হ্রাস-বৃদ্ধি না করে হুবহু বর্ণনার নাম হচ্ছে "رِوَايَةٌ (রিওয়াইয়াতু) তথা **বর্ণনাধারা**" ।

(২৩৩) হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **নিষেধাজ্ঞা** থাকার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠানং ৬৮১ এ **জাল বা বানোয়াট হাদিস প্রসঙ্গ** দেখুন। এখানেকিছুটা বোধগম্যের জন্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে করা হল। যেমন হদিস শরীফে আছে——————————————————————

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :" لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ مُسْلِمٌ (٣٠٠٤) + مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١١٢٥٦)

অর্থঃ-আবু সাঈদ খুদরী(রাদিআল্লাহু আনহু-ওফাত,৭৪ হিজরী)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "অমার থেকে তোমরা কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখবে না। যে আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মুছে

চার-পাঁচ শর বেশী হাদিস শরীফ মুখস্ত রাখতেন না। প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, **رِوَايَةٌ (রিওয়াইয়াতু) তথা বর্ণনা পদ্ধতি ও ক্রমধারায়** এরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল যে, একটি হাদিস শরীফ যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবগত হওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এর মূল উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করা দুস্কর হয়ে পড়ে। হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত ইমাম **হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান তাবেঈর** (রাদিআল্লাহু আনহু) ছাত্র হিসেবে সঙ্গ লাভের ফলে এ সমস্ত প্রয়োজনীয়তা খুব ভালভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই, কঠোর পরিশ্রম ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হাদিস শরীফের তালিম অর্জন করার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। কুফায় এমন কোন মুহাদ্দিস অবশিষ্ট ছিল না যাঁর ছাত্র হয়ে হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন নি। এমন সব উস্তাদগণের সংখ্যা প্রায় ৯৯ বলে ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন। হযরত ইমাম **আমির আশ-শাবীকে**(রাদিআল্লাহু আনহু) ছাড়াও হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) কুফা, বসরা, মক্কা ও মদীনার খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ থেকেও হাদিস শরীফ শিক্ষা লাভে ধন্য হয়েছেন। আমি এখানে নিম্নে **(ফুটনোট** [২৩৪]**)** এ এমন সব মুহাদ্দিস গণের নাম সংক্ষিপ্ত জীবনীর বর্ণনাসহ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা যার

ফেলে", তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয়। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০০৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৫৬ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَكْتُبُوْنَ؟ فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ، فَقَالَ: أَ كِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ، فَقَالَ أَ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ، أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهِ وَأَخْلِصُوهُ، قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ، قُلْنَا أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ، قَالَ: نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنِّي ، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١١٢٦١)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু-ওফাত, হিজরী)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বসা থাকতাম, আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট থেকে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। এমতাবস্থায় একদিন তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: তোরা এ সব কি লিখছ ? আমরা বললাম: "আমরা আপনার নিকট যা শুনেছি তা লিখছি। এ কথা শুনে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে (আরো) কিতাব? আমরা বললাম আমরা যা শুনেছি, অতপর, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়াও (আরো) কিতাব আছে? তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবিমিশ্র রাখ। হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: এ কথা শুনে আমরা যা লিখেছিলাম, তা এক যায়গায় একত্রিত করলাম এবং তা সমস্ত পুড়ে ফেললাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসুলুল্লাহি, আমরা কি আপনার হাদিস মুখে মুখে বর্ণনা করতে পারি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! তোমরা মুখে মুখে আমার থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পার। এতে কোন আপত্তি নেই। তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয়। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৬১।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (2719)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "তোমরা যা জান তা ছাড়া আমার থেকে হাদিস বর্ণনায় সতর্ক থাক। কেননা, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয়। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৯।

উপরে কয়েকখানা হাদিস শরীফে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী **"হাদিস শরীফ"** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা যাবেন না। সেই জন্যেই আধিকাংশ সাহাবীকেরাম(রাদিআল্লাহু আনহুম) হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু কোন কোন হাদিস শরীফের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর বাণী **"হাদিস শরীফ"** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। **"হাদিস শরীফ"** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দানের বিষয়ে নিম্নে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকখানা হাদিস শরীফ দেওয়া হল।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ فَقَالُوا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَاخَرَجَ مِنِّي إِلاَّ حَقٌّ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦٦٢١)

(ফুটনোট [২৩৪] **)** "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী

হযরত ইমাম আবু হানিফার (রাদিআল্লাহু আনহু) মুহাদ্দিসগণের নামঃ

১. সালামা ইবনু কুহাইল (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ, ইবনু আবি আওফা আবুত তুফায়েলসহ অন্যান্য সাহাবীকোম (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন।

২. আবু ইসহাক সাবঈ (রাদিআল্লাহু আনহু)>তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত নু'মান বিন বশির (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত যায়দ বিন আরকান (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ আরো ৩৮ জন সাহাবাকেরাম(রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফসমূহ শ্রবন করেছেন।

ফলে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যাবে যে, "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ইলমু হাদিসের উপর কত উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন। উপরোক্ত আলোচনা এবং **ফুটনোটে** বর্ণিত বিষয় থেকে অমরা বুঝতে পারলাম যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু আনহু) হাদিস শরীফের ইলম বা জ্ঞানে একটি উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। কেননা তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। আবু হাফস উমর(রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু আনহু) চার হাজার মুহাদ্দিস ও ফকীহ থেকে হাদিস শরীফ রিওয়ায়েত করেছেন। প্রখ্যাত হাদিস বিশ্লেষক ও বিশারদ ইমাম যাহাবী(রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত ইমাম আবু হানিফাকে(রাদিআল্লাহু আনহু) হাফিজে হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথাও সুবিদিত হয়ে আছে যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু আনহু) ৩০০

---

৩. হযরত সিমাক বিন হারব (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি অত্যন্ত উঁচুমানের মুহাদ্দিস ছিলেন এবং হাদিস শরীফের ক্ষেত্রে হযরত ইমাম আবু হানিফার (রাদিআল্লাহু আনহু) উস্তাদ ছিলেন । তিনি বলেছেন: "আমি ৮০ জন সাহাবার সাথে সাক্ষাত করেছি।

৪. হযরত মাহারিব বিন দিসার (রাদিআল্লাহু আনহু)>তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আওন ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত ইবনু উয়ায়না (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত জাবির (রাদিআল্লাহু আনহু) সহ অন্যান্য সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন।

৫. হযরত হিশাম বিন উরওয়া (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি অনেক সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাসহ প্রখ্যাত ইমামগণের ছাত্র ছিলেন।

৬. হযরত সুলায়মান বিন মিহরান (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন।

৭. হযরত কাতাদা (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত অব্দুল্লাহ বিন সরাখস হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত আবুত তুফায়েলসহ অন্যান্য সাহাবীকোম (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন।

৮. হযরত শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি দু হাজার হাদিস শরীফ মুখস্ত করেছিলেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবন মুঈনের (রাদিআল্লাহু আনহু) নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) সম্পর্কে কি ধারণা পোশণ করেন? তিনি বললেন: এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু)তাঁকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েতের অনুমতি দিয়েছেন। একবার কথা প্রসঙ্গে ইমাম শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু)বললেন: সূর্য যে উজ্জল এটা আমি যেভাবে জানি, ঠিক তেমনি বিশ্বাসের সাথে এটাও বলতে পারি যে, ইলম এবং আবু হানিফা মিলিত অবস্থায় আছে। বসরার অন্যান্য যে সকল শায়খ থেকে ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল করিম বিন উমাইয়া এবং আসিম বিন সুলায়মান উল্লেখযোগ্য। **তাছাড়া,** হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) কুফাতে আওন বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), আমাশ(রাদিআল্লাহু আনহু), ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ(রাদিআল্লাহু আনহু), আদী বিন মারসাদ(রাদিআল্লাহু আনহু), অমর বিন মুররা(রাদিআল্লাহু আনহু) প্রমূখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ থেকে বিপুল সংখ্যক হাদিস শরীফ শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন।

৯. হযরত আতা ইবনু রিবাহ (রাদিআল্লাহু আনহু),মক্কা মুয়াজ্জামা, (ইনতিকাল-১১৫ হিজরী) > তিনি আব্দুল্লাহ বিন সায়েব(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আকীল(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত রাফে'(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আবু দারদা(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত উসামা বিন যায়দ(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত যায়দ বিন আরকাম(রাদিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন।

১০. হযরত ইকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু), মক্কা মুয়াজ্জামা >তিনি হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এর গোলাম ও শাগরিদ ছিলেন । তিনি হযরত আরী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত জাবির (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আবু কাতাদা (রাদিআল্লাহু আনহু) সহ অনেক সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন । তাবিঈনদের নেতা হযরত সাঈদ বিন যুবায়রের (রাদিআল্লাহু আনহু) নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, বর্তমানে আপনার চেয়ে বড় কোন আলিম আছে কি? তিনি বলরেন, হা! আছেন, আর তিনি হচ্ছেন হযরত ইকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু) ।

১১. হযরত সুলায়মান (রাদিআল্লাহু আনহু), মদীনা মুনাওয়ারা>তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা গোলাম ছিলেন এবং সাতজন ফিকহবিদদের মধ্যে ইলম ও মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয় ছিলেন ।

১২. হযরত সালিম (রাদিআল্লাহু আনহু), মদীনা মুনাওয়ারা >তিনি হযরত উমররের (রাদিআল্লাহু আনহু) পৌত্র ছিলেন এবং স্বীয় বুযর্গ পিতা থেকে শিক্ষা লাভ করেন ।

১৩. হযরত ইমাম বাকির (রাদিআল্লাহু আনহু), মদীনা মুনাওয়ারা>তিনি একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং মুত্তাকী সাহাবা ছিলেন । হযরত ইমাম আবু হানিফার (রাদিআল্লাহু আনহু) ইলমের বিরাট ভান্ডার হযরত ইমাম বাকির (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সাহচর্য লাভের কারণেই অর্জিত হয়েছে

১৪. হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদিআল্লাহু আনহু)> তিনি হযরত ইমাম বাকির (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন । হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকেও হাদিস শরীফের ইলম শিক্ষা অর্জন করেছেন।

তাবেঈ থেকে হাদিস শরীফের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং ৫০০ জন বর্ণনাকারী তাঁর থেকে হাদিস শরীফ শ্রবন করেছেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফাই(রাদিআল্লাহু আনহু) "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে হাদিস শরীফসমূহ বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করে বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সাজিয়ে গ্রন্থাকারে রূপদানের পরিকল্পনা করে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকেই তা বাস্তবায়নের অগ্রণী ভুমিকা পালন করে হাদিস শরীফসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজে অগ্রপথিক হলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত ইমাম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু আনহু) হাদিসবিদ, হাদিস বিশারদ বা মুহাদ্দিস হিসেবে অভিহিত না হওয়ার বা তাঁর থেকে হাদিস শরীফের বর্ণনা কম হওয়ার কারণ হচ্ছে **ফিকহ্** তথা **আইনি জ্ঞান**। মাস্‌আলা উৎকলন ও বিশ্লেষণেই তিনি মশগুল ছিলেন। একই কারনে এবং এ সময়ে ফিকহ্ শাস্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল যতসব হাদিস শরীফ শুনেছেন ও স্মৃতি পটে সংরক্ষণ করেছেন সে তুলনায় তাঁরা খুব কমই রেওয়ায়েত করেছেন। ঠিক এভাবে হযরত আবু বকর, হযরত উমর(রাদিআল্লাহু আনহুম) এর মত বড় বড় সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনেক বেশী জানা সত্ত্বেও **রেওয়ায়েত** করেছেন সামান্য কিছু হাদিস শরীফ। অথচ তাঁদের চেয়ে কম জানা লোকেরা হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন অনেক বেশী।

দ্বিতীয় শতাব্দীর সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহঃ

১. কিতাবুল আছার লি আবিহানিফা অথবা **মুসনাদু-** ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪০০০০/৫০০ টি ।
২. মোআত্তা- ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩-১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি।
৩.কিতাবুল যুহদ -আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮১ হিজরী।
৪. জামে' সুফিয়ান সাওরী-জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-০০০ হিজরী।
৫.মুয়াত্তা - ইমাম মুহাম্মদ (মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী), জন্ম-১৩২ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮৯ হিজরী ।
৬.মুসনাদু - আবু দাউদ তায়ালাসী, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী।
৭.মুছান্নাফু - আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৮. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১২৬-২১১হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি।
৯.মুসনাদু- ইমাম শাফিয়ী ও **১০.** তাঁর ফিকহী **(اَلْفِقْهِى)** পদ্ধতিতে লিখিত **"কিতাবুল উম্মি"** , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০-২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন।
১১. মুসনাদুল হুমাইদি-প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আল যুবাইর আল করশি, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫৮-২১৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২০৬২ টি,
১২. মুসান্নাফু - লাইছ ইবনু সায়াদ, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৫ হিজরী
১৩. মুসান্নাফু - সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৯৮ হিজরী ।
১৪. মুসনাদু- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন। **১৫. সুনানু দারেমি-** প্রণেতার নাম-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি।)

১৬.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ- প্রণেতার নাম-ইয়াকুব বিন ইসহাক আসফারাঈ, জন্ম-ইনতিকালঃ ০০-৩১২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫১ টি ।) (২৩৫)

আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কারন ও পদ্ধতিঃ

সূচনাঃ উপরে হাদিস শরীফ বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন বিষয়ে স্তিারিত বর্ণনা জানতে পেরেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কারন ও পদ্ধতি** সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লা'হু তাআ'লা। হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) বিভিন্ন তাবেঈগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শরীফ অধ্যয়ন ও শিক্ষা লাভের পর **আল ফিকহ** (اَلْفِقْهُ) তথা **আইন শাস্ত্র** অধ্যয়ন ও শিক্ষা লাভের প্রতি মনোনিবেশ করেন। জন্মগতভাবে ফিকহী প্রতিভার অধিকারী হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু)প্রথমে কুফার প্রখ্যাত ইমাম হযরত **হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান তাবেঈর** (রাদিআল্লাহু আনহু) নিকট **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি এই পথে পর্যায়ক্রমে চার হাজার উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করে **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রে** বুৎপত্তি ও গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর তিনি **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সম্পাদনায় আত্ননিয়োগ করেন। **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, কর্মজীবনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দিকে সম্পর্কিত শরীয়তের সহিত সংশ্লিষ্ট কুরআন ও সুন্নাহর যে বিদ্যা আহলু ইলম বা জ্ঞানীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে উহাকে সুবিন্যস্ত করে দেওয়া। তবে যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিম মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তাই, সংঘটিতব্য মাসআলাগুলোর জন্য যথাসাধ্য সম্ভব সীমানা নির্ধারিণ করে দেওয়াও **আল ফিকহুল ইসলামি (اَلْفِقْهُ اِسْلَامِيُّ)** তথা **ইসলামি আইন শাস্ত্র** প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার শ্বাশত বাণী আর হাদিস শরীফ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের অমূল্য বাণীর ব্যাখ্যা। মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাহর মধ্যেই মুসলিম মানুষের ব্যাক্তিগত, পারিবরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সমুদয় হুকুম-আহকাম ও আইন কানুন বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। তবে, তা পরিচ্ছেদ (বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায়) আকারে ধারাবাহিকভাবে সাজানো-গোছানো নেই। অতএব, কোন বিষয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে উহার সমাধানের জন্যে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকা আইন-কানুন খুঁজে বের করা মুসলিম মানষের জন্য বেশ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর ব্যাপার। এমতাবস্থায়, মানব মনে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা ছিল যে, ইসলাম একটি দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে এসেছে। উপরন্ত, স্থান, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভত সমস্যাদির সমাধানকল্পে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফসমূহের উৎস, শানে-নযুল পরিবেশ ও পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তার একটি গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা সাধারণ মুসলিম মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। কাজেই ইসলামি আইনকে সহজবোধ্যকরণ এবং অল্পায়াসে উদ্ভত সমাধান বের করার জন্য একটি ধারাবাহিক ও সুবিন্যস্ত **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** প্রয়োজন সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করতে ছিলেন। ফলশ্রুতিতে, মহান আল্লাহ তাআ'লার অশেষ মেহেরবাণীতে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্নমুখী আয়াত ও হাদিস শরীফসমূহের উৎস, শানে-নযুল পরিবেশ ও পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ফকীহগণ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তাআ'লার রহমতে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ফকীহগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র**

---

(২৩৫) উপর বর্ণিত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থ ছাড়াও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবেঈ-তাবেঈ'নদের আরো কতগুলো গ্রন্থের নামের তালিকা ৩১০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংকলিত হওয়ায় মুসলিম সমাজের উপরে বর্ণিত সমুদয় জ্ঞানসম্পর্কীয় অভাব চিরতরে দূরিভূত হয়েছে। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে **আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্রকেই** বুঝান হয়ে থাকে।

আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন পদ্ধতিঃ

সূচনাঃ ইসলামের শুরুতেই **আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** উদ্ভব হয়েছে এবং বিদায় হজ্জের দিন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---------

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأيَةُ (٣)

অর্থঃ-"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে(জীবন বিধানকে) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম, সুরা মায়িদা,আয়াত নং-৩।

তবে, সাহবাকেরাগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পর্যন্ত এর গ্রন্থাকারে স্বতন্ত্র অবয়ব বা আকার ছিল না। কিন্তু তাঁদের কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে, চাল-চলনে ও আচার-ব্যবহারে فِقْهٌ (ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান** বিদ্যমান ছিল। ইসলামের আদি যুগে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে বা গ্রন্থাকারে ফিকহের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লামা মক্কী(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি তাঁর স্বীয় **"আল-মানাকিব"** নামক গ্রন্থে লিখেছেন:--- "হযরত ইমাম **আবু হানিফাই** (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রথম ব্যাক্তি যিনি **"ইলমু শরীয়ত"** সংকলন করেছেন। তাঁর পূর্বে কেউই এই গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও তাবেঈনগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম)(বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে) সুবিন্যস্ত কোন গ্রন্থ সংকলন করেন নি। তাঁদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছিল একমাত্র স্মৃতিশক্তির উপর। তাঁদের হৃদয়ই ছিল জ্ঞানকোষ। হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু)এলেন, দেখতে পেলেন ইলম-জ্ঞান-বিজ্ঞান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর মনে আশঙ্কা হলো যে, পরবর্তীদের হাতে পৌঁছার আগে না জানি এ ইলম ধ্বংস হয়ে যায়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ-------------------------------

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ، وَإِنَّمَا يَنْتَزِعُهُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ، فَيَبْقَى رُؤَسَاءُ جُهَّالٌ فَيُفْتُوْنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ ـ

অর্থঃ- আল্লাহ তাআ'লা এমনভাবে ইলম-জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন না যে, হঠাৎ তা মানুষের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিবেন, বরং তিনি আলিমগণের মৃত্যু দান করে মানুষকে ইলম-জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করবেন। উলামাকেরামগণের মৃত্যুর পর মূর্খ ধরনের সমাজ নেতাদের আর্ভিাব ঘটবে, যারা ইলম-জ্ঞান ব্যতীত ফতওয়া দিতে শুরু করবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে আর অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগে **আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব** ছিল না। আর উহার প্রয়োজনও ছিলনা। কারণ, "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগের প্রথম দশকে ইসলাম ধর্ম আরবের বাহিরে তেমন বিস্তার লাভ করে নি। তা ছাড়া, তৎকালীন আরবের ইসলামি সামাজিক জীবন সাধাসিধে ও সহজ-সরল ছিল। সমস্যা ও সমাধান ছিল সংক্ষিপ্ত। তাই, তাদের ইসলামি সামাজিক জীবনের খুটি-নাটি বিষয়গুলো সর্বযুগের সম-উপযোগী ও সর্ব সাধারণের বোধগম্য করে সম্পাদনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নি। কেননা, তখন যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হতো, সাথে সাথে উহার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন অবতীর্ণ হত। নতুবা আল্লাহর পরোক্ষ ইঙ্গিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইহার সমাধান পেশ করতেন। সেই জন্য সাহবাকেরাগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনে সুসংহত অবয়বে সংকলিত **আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** প্রয়োজন অনুভূত হয় নি।

"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে **আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সম্পাদনার সূচনা হয়। এই যুগেই হযরত ইমাম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু আনহু) নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই **আল ফিকহ (أَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** পত্তন করেন। ইসলামে **"ফিকহ্"** নতুন কিছু নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মুবারক যুগেও **"ফিকহ্"** ছিল।

সাহাবাকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম)সোনালী যুগেও পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের সাথে **ফিকহের** চর্চা চলতে থাকে। সাহাবাকেরামগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইসলামি আইনের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ দ্ধারাই করতেন। সাহাবাকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগে এই **"ফিকহ্"** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলনা। কিন্তু ফিকহের চর্চা ছিল। অনেক সাহাবীকেরাম (রাদিআল্লাহুআনহুম) **(২৩৬)** ফিকহে প্রসিদ্ধিও লাভ করেছেন, যারা ফতওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রসিদ্ধ ইসলামি শহর যেমন-মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, ইয়ামান, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতিতে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের পাশাপাশি ফিকহের চর্চারও প্রসার ঘটে। কিন্তু কুরআন ছাড়া তখনও হাদিস শরীফ ও ফিকহের ইলম বা জ্ঞান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার রেওয়াজ বা প্রচলন হয়নি বা ছিল না।

সাহাবাকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগেই ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটল। বিশাল জনপদ ইসলামি হুকুমতের অধীনে আসল। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাঁদের পরিচয় ও সংমিশ্রণের ফলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যা ও বিষয়ের সূত্রপাত হল। বিশিষ্ট সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবেও এ সব সমস্যার সমাধানে পবিত্র কুরআন-হাদিস শরীফ থেকে সমাধান খুঁজে বের করতে থাকেন এবং যে সব সমাধান পবিত্র কুরআন-হাদিস শরীফে না পেতেন, তা ঐক্যমতের(ইজমার) ভিত্তিতে সমাধান করতেন।

সাহাবাকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এমন এক বিপর্যয় কবলিত যুগ সন্ধিক্ষণে তাবেঈনগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) এক বিরাট বিশেষজ্ঞ সত্যপন্থী আলিম দল তৈরি হলেন।

সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহুআনহুম) পর এল তাবেঈ'ন+তাবে'-তাবেঈনগণের **(২৩৭)**(রাদিআল্লাহুআনহুম)

---

(২৩৬) *****সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্য হতে ফকীহগণের নামঃ** --------------------

১. হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) **২.** হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) **৩.** হযরত উছমান (রাদিআল্লাহু আনহু) **৪.** হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহু)**৫.** হযরত অব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) **৬.** হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাদিআল্লাহু আনহা)**৭.** হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) **৮.** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) **৯.** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) **১০.** হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিআল্লাহু আনহু) আরে কিছু সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) ।

(২৩৭)*** **তাবেঈনদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্য হতে ফকীহগণের নামঃ-----------------------**

১. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব মাখযুমী (রাদিআল্লাহু আনহু)**২.** হযরত উরওয়া (রাদিআল্লাহু আনহু)**৩.** হযরত আবুবকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারিছ বিন হিশাম (রাদিআল্লাহু আনহু) **৪.** হযরত ইমাম আলী যাইনুল আবেদিন (রাদিআল্লাহু আনহু)**৫.** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উতবা (রাদিআল্লাহু আনহু)**৬.** হযরত মালিক বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) **৭.** হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার (রাদিআল্লাহু আনহু)**৮.** হযরত কাশিম বিন মুহাম্মদ (রাদিআল্লাহু আনহু) **৯.** হযরত নাফি (রাদিআল্লাহু আনহু)**১০.** হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রাদিআল্লাহু আনহু) **১১.** হযরত ইমাম বাকির (রাদিআল্লাহু আনহু) **১২.** হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৩.** হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী (রাদিআল্লাহআনহু) **১৪.** হযরত মুজাহিদ বিন জবর (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৫.** হযরত ইকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৬.** হযরত আতা বিন আবু রাবাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৭.** হযরত আব্দুল আযিয বিন মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৮.** হযরত আলকামাহ বিন কায়স নখঈ (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৯.** হযরত মাসরুক বিন আজদা (রাদিআল্লাহু আনহু)**২০.** হযরত সুরাইহ ইবনুল হারিছ (রাদিআল্লাহু আনহু) **২১.** হযরত ইবরাহিম বিন ইয়াযিদ (রাদিআল্লাহু আনহু)**২২.** হযরত আবু ইদ্রিস খালদানী (রাদিআল্লাহু আনহু)**২৩.** হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রাদিআল্লাহু আনহু)**২৪.** হযরত হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহু) **২৫.** হযরত মুহাম্মদ বিন শিরীন (রাদিআল্লাহু আনহু) **২৬.** হযরত তাউস বিন কায়সান (রাদিআল্লাহু আনহু) **২৭.** হযরত ইয়াহইয়া আবু কাছির (রাদিআল্লাহু আনহু, **২৮.** হযরত **ইমাম আযম আবু হাফি** (রাদিআল্লাহু আনহু)।

*****তাবে'-তাবেঈনদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্য হতে ফকীহগণের নামঃ------------------------------**

১. হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) **২.** হযরত ইমাম মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) **৩.** হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু আনহু) **৪.** হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু আনহু)**৫.** হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রাদিআল্লাহু আনহু) **৬.** হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) **৭.** হযরত ইমাম যুফার (রাদিআল্লাহু আনহু) **৮.** হযরত আমর বিন মায়মুন (রাদিআল্লাহু আনহু)৯. হযরত দাউদ তাঈ (রাদিআল্লাহু আনহু) **১০.** হযরত হাবান বিন আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)১১. হযরত অফী (রাদিআল্লাহু আনহু) **১২.** হযরত ফজল বিন মুসা (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৩.** হযরত সাঈদ বিন উস (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৪.** হযরত আবু খাজেম (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৫.** হযরত হিলাল বিন ইয়াহইয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৬.** হযরত ঈসা ইবনু আবান (রাদিআল্লাহু আনহু) **১৭.** হযরত হাসান বিন মুহাম্মদ (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৮.** হযরত আবু ছাওয়ার ইবরাহিম (রাদিআল্লাহু আনহু)**১৯.** হযরত আবু ইবরাহিম ইসমাঈল (রাদিআল্লাহু আনহু)**২০.** হযরত মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন লুবাবা (রাদিআল্লাহু আনহু) **২১.** হযরত বকর বিন আল আলা (রাদিআল্লাহু আনহু)**২২.** হযরত মুহাম্মদ বিন হারিছ (রাদিআল্লাহু আনহু) **২৩.** হযরত আবু ইসহাক বিন ইবরাহিম (রাদিআল্লাহু আনহু)**২৪.** হযরত হাফেজ আবু ইসমাঈল (রাদিআল্লাহু আনহু)**২৫.** হযরত হাফেজ শামসুদ্দিন আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান (রাদিআল্লাহু আনহু)।

সোনালী যুগ। এ যুগে ইসলামের আলোক রশ্মি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। গণ-মানুষের সমস্যা আরো ব্যাপক হতে থাকল।

"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলের সাথে বিভিন্ন দল-উপদলের(খারেজী, মু'তাযেলী, শিয়া ও আহলু হাদিস) পারস্পরিক মতপাথক্যের কারণে এই বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল যে, হাদিস শরীফকে **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** বুনিয়াদ তথা ভিত্তি এবং পবিত্র কুরআনের পূর্ণতাদানকারী বলা সহীহ হবে কি না? সহীহ হলে কিসের ভিত্তিতে হবে এর প্রমাণ কি? হাদিস শরীফের সংখ্যাধিক্যের দরুন পারস্পরিক বিরোধী হাদিস শরীফগুলোর মধ্যে প্রধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য। কিয়াস,(২৩৮) রায় এবং ইস্তিহসানের(২৩৯)সাহায্যে মাসআলা উদ্ভাবনের বৈধতার ব্যাপরে মতভেদ। ইজমার মূলনীতি হওয়ার ক্ষেত্রে বিতর্ক এবং অজ্ঞতা ও নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক শব্দগুলোর দ্বারা আহকাম নির্ধারণে মতবিরোধ।

মোট কথা, "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**"(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম এক চতুর্থাংশ কালব্যাপী মাসআলা ও মূলনীতি উভয় ব্যাপারেই আলিমগণ পারস্পরিক মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীনরাও এই মতানৈক্য হতে উল্লেখযোগ্য ফায়দা লুটতে থাকে। সুযোগ বুঝে তারা তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিচারকদেরকে শরীয়ত বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রদানে বাধ্য করে। মুসলিম জনগণ বিচারকদের শরীয়ত বিরোধী ও বিবেকহীন অন্যায় রায় প্রদানের কারণে এক দুর্বিসহ ও অরাজক পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে। তাঁদের সামনে **আল ফিকহুল ইসলামি (اَلْفِقْهُ اَلْإِسْلَامِيُّ)** তথা **ইসলামি আইন শাস্ত্রের** কোন সংকলিত রূপ ছিল না। ফলে, সভ্যতা-সংস্কৃতি **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবীদার ছিল। মোদ্দা কথা, ইসলামের হিফাজতের জন্য **ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** এবং উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের (**أُصُوْلُ الْفِقْهِ**) নিয়মতান্ত্রিক সম্পাদনা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। উদ্ভব সমস্যগুলোর সাথে সম্ভাব্য মাসআলাগুলোর উপর গবেষণা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) সর্বাগ্রে এই প্রয়োজন অনুধাবন করেন। বনু উমাইয়ার পতনের পর তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্য হতে ৪০ জনের একদলকে নিয়ে ফিকহী বোর্ড গঠন করে **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সম্পাদনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে এক মহা গুরুদায়িত্ব পালন করেন। হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিকহী বোর্ড সুদীর্ঘ ১২ বৎসর সময়কাল পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ, ইজমায়ে সাহাবা ও ফাতওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা ও সাধনা করে পূর্ণাঙ্গ ফিকহ সংকলন সমষ্টি প্রণীত করেন এবং তা **"কুতুবে আবু হানিফা বা আবু হানিফার গ্রন্থমালা"** নামে আত্মপ্রকাশিত হয়। এতে ৮৩০০০(তিরাশি হাজার) মাসআলা নথিবদ্ধ ও সনিন্নিবেশিত হয়। তম্মধ্যে ৩৮০০০ (আটত্রিশ হাজার) মাসআলা ইবাদত সম্পর্কীয়।

---

(২৩৮) **কিয়াস: قِيَاسٌ (কিয়াস)** শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অনুমান করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, তুলনা করা, মাপা, যুক্তি দেখানো, যুক্ত করা ইত্যাদি।

ফিকহ শাস্ত্রে হানাফীদের মতে **قِيَاسٌ (কিয়াস)** শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ফিকহী মাসয়ালা উদ্ভাবনের নাম হচ্ছে **قِيَاسٌ** (কিয়াস)। **قِيَاسٌ (কিয়াস)** শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে- Analogy।

মালিকিদের মতে **قِيَاسٌ (কিয়াস)** শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- মূল আইন হতে ইল্লতের মাধ্যমে বা সূত্রে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তই হচ্ছে **قِيَاسٌ (কিয়াস)**।**قِيَاسٌ (কিয়াস)** দুই পকার। **قِيَاسٌ جَلِيٌّ**(কিয়াসুন জালিয়ুন) ও **قِيَاسٌ خَفِيٌّ** (কিয়াসুন খফিয়্যুন)।

শাফিঈদের মতে **قِيَاسٌ (কিয়াস)** শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে-একটি পরিচিত জিনিসের সাথে অন্য পরিচিত জিনিস ইল্লতের মাধমে সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে **قِيَاسٌ (কিয়াস)** ।

(২৩৯) **ইস্তিহসান: إِسْتِحْسَانٌ** (ইসতিহসান) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ভাল মনে করা, উত্তম বিবেচনা করা, এই **إِسْتِحْسَانٌ**(ইসতিহসান) শব্দটি **بَابُ**(বাব) **إِسْتِفْعَالِ** (ইসতিফআ'লি)এর **مَاددَّةُ**(মাদ্দা)তথা ধাতু **حُسْنٌ**(হুসনুন) মূল হতে উৎসরিত বা নিস্পন্ন।

ফিকহ শাস্ত্রে বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহবিদদের মধ্যে **إِسْتِحْسَانٌ** (ইসতিহসান) শব্দের সংজ্ঞায় মতপার্থক্য রয়েছে। তাই, এখানে শুধু সহজ সংজ্ঞা দেওয়া হল। আর তা হচ্ছে-**قِيَاسٌ جَلِيٌّ** (কিয়াসুন জালিয়ুন) কোন একটি বিষয় দাবী করছে বা হুকুম দেয় কিন্তু তা হাদিস শরীফ, ইজমা' ও মানবিক যরুরত-প্রয়োজনীয়তার বিপরীত বা পরিপন্থী আর **قِيَاسٌ خَفِيٌّ**(কিয়াসুন খফিয়্যুন) ঐ বিষয়ে বিপরীত হুকুম প্রয়োগ করে। এমতাবস্থায় **قِيَاسٌ جَلِيٌّ** (কিয়াসুন জালিয়ুন) এর আমল পরিহার করে উহার বিপরীত আমল করাকে **إِسْتِحْسَانٌ** (ইসতিহসান) বলে।

আর সামাজিক ও দন্ডবিধি সংক্রান্ত ছিল ৪৫০০০(পয়তাল্লিশ হাজার)। পরে আরো পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ৫ লাখে পরিণত হয়। এতে পার্থিব লেন-দেন সম্পর্কীয় আইন, আচরণ বিধি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং পারিবারিক আইন, এক কথায় মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের আইন সন্নিবেশিত ছিল। ১৪৪ হিজরীতে এর সম্পাদনা সম্পন্ন হয়ে ছিল। এই সংকলন সমষ্টির বিন্যাস ছিল প্রথমে তাহারাত, পরে সালাত অধ্যায় এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইবাদত, অত:পর মুআ'মালাত ও শাস্তি বিধান অধ্যায়সমূহ এবং সর্বশেষে উত্তরাধিকার বিষয়ক অধ্যায়।

আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা **আইন শাস্ত্রের** যেই সম্পাদিত, সংকলিত, সু-সংগঠিত, সুবিন্যস্ত ও সমন্বিত রূপ আজ আমাদের সামনে বিদ্যমান, তা হযরত ইমাম **আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু) এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দেরই অবদান ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলশ্রুতি। কথিত আছে, **اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ**(আল ফিকহুল আকবার) নামক কিতাবখানার রচয়িতা হচ্ছেন হযরত ইমাম **আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু)। এমন বিপর্যয় কবলিত যুগ সন্ধিক্ষণে তাবেঈনগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) এক বিরাট বিশেষজ্ঞ সত্যপন্থী আলিম দল গণ-মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রেখে যাওয়া সুন্নাহর আলোকে উভয়ের মধ্যে প্রাপ্ত মৌলনীতি অনুসারে এমন একটি সার্বজনীন **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে সম্পাদনা করার কাজে হযরত ইমাম **আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু) হাত দেন যা সকল স্থান, কাল ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য। সকল অবস্থায় উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এর পূর্ণাঙ্গ রূপই আজ **আল ফিকহুল ইসলামি (اَلْفِقْهُ اِسْلَامِيُّ)** তথা **ইসলামি আইন শাস্ত্র** নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মোট কথা, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অপর নামই হচ্ছে **আল ফিকহুল ইসলামি (اَلْفِقْهُ اِسْلَامِيُّ)** তথা **ইসলামি আইন শাস্ত্র** । তাই বলা যায়, আল ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা আইন শাস্ত্রের স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা যার ব্যাখ্যা স্বয়ং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাই করে দিয়েছেন। আর মুসলিম মুজতাহিদগন এর সম্পাদনা করেছেন মাত্র।

অতএব, আল ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** চর্চা আর বাস্তব জীবনে এর অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই বিভ্রান্ত মুসলিম জাতি পেতে পারে সঠিক পথের সন্ধান, লাভ করতে পারে ইহ-পরকালের সমূহ কল্যাণ।

যাহোক, হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিকহসহ যে সমস্ত কিতাব লিখেছেন সেগুলোর পান্ডুলিপি তাতারী বর্বরতার কারণে বায়তুল হিকমাহ, রাজকীয় গ্রন্থাগার ও বাগদাদ নগরী ধ্বংসের সময় দুর্লভ ও বিরল হয়ে পড়ে। হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে ৯১৮ অথবা ৮৮০ জন ছাত্র রেখে গেছেন যারা পরবর্তীকালে তাঁর রেখে যাওয়া ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** প্রচার-প্রসারে লিপ্ত ছিলেন। তবে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিশেষকরে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ, হযরত ইমাম মুহাম্মদ, হযরত ইমাম যুফার ও হযরত ইমাম হাসান বিন যিয়াদ প্রমূখ মণীষীদের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ও ব্যবস্থাপনায় হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিকহসহ সমস্ত কিতাব বিস্তৃত ব্যাখ্যসহ আজো পৃথিবীতে সংরক্ষিত হয়ে আছে। তাঁর বিভিন্ন সম্মাণিত বরণীয় ছাত্র-শিশ্যগণের এবং পরবর্তী উলামা -মণীষীদের সংকলিত ও লিপিবদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ইমাম আযম হযরত আবু হানিফার (রাদিআল্লাহু আনহু) কিতাব সংরক্ষণের ধারাবাহিকতাঃ

সুচনাঃ ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) হাজার হাজার ছাত্র ছিলেন যাদের কতকের কথা-বার্তা, আমল মাধ্যমে, যাদের কতকের সংকলিত ও লিপিবদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর রায়, ফতওয়া, অভিমত, প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধানসমূহ ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। তম্মধ্যে মুজতাহিদ ছিলেন শত শত। তাঁরা সকলেই মৌলিক নীতির ব্যখ্যা ও বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রতিবাদের উত্তর দানে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন অতিবিখ্যাত। এ চারজন হচ্ছেন হানাফী ফিকহের চার স্তম্ভ। এ চারজনের রায় বা সমাধানের সমষ্টিকে "হানাফী মাযহাব" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। চারজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম হচ্ছে---

১. ইমাম যুফার (রাদিআল্লাহু আনহু)
২. ইমাম আবু ইউসুফ (রাদিআল্লাহু আনহু)
৩. ইমাম মুহাম্মদ (রাদিআল্লাহু আনহু)

৪. ইমাম হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু) ।

এ চার জনের দ্বারাই হানাফী ফিকহ মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। **'ফিকহ হানাফী'** ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রতি সম্পর্কিত হলেও বাস্তবে তা তাঁর ও তাঁর ছাত্র-শিশ্যগণের বিশেষকরে উপরোল্লিখিত চার ইমামের রায় তথা সমাধানেরেই সমষ্টি। তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ইমাম মুযানীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ইরাকবাসীগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত ইমাম আযম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? হযরত ইমাম মুযানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেনঃ তিনি 'ইরাকবাসীদের অবিসংবাদী ইমাম'। আবার সে জিজ্ঞেস করল, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে আপনি কি বলছেন? তিনি বললেন, তিনি (হযরত ইউসুফ) সবচেয়ে বেশী হাদিস শরীফ অনুসরণকারী। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই? তিনি বললেন, হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইসলামী শরীয়তের মাসয়ালা-মাসাইলের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে সবার শীর্ষে। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারলে খুশি হতাম। হযরত ইমাম মুযানীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, 'তিনি কিয়াসের ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব'।

ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) রায়, ফতওয়া, অভিমত, প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধানসমূহ সংরক্ষণের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উলামাকেরাম নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উরোল্লিখিত চারজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বপ্রথম উল্লেখ করব। অতপর পরবর্তী উলামা-মণীষীদের সংকলিত ও লিপিবদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থের নামের বিবরণ প্রদান করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

ইমাম যুফারঃ

তাঁর প্রকৃত নাম **যুফার ইবনু হুযাইল ইবনু কায়েস কুফী**। তাঁর জন্ম-১১০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫৮ হিজরী। হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন **ইমাম আযম হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহুম) সান্নিধ্যের দিক থেকে হযরত ইমাম আবু ইউসুফের (রাদিআল্লাহু আনহু) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদের (রাদিআল্লাহু আনহু) পূর্বগামী। তিনি প্রথমে হাদিস শরীফ অধ্যয়ন করেন। অতপর, ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহুম) শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ফিকহ অনুশীলন করে শেষ পর্যন্ত কিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি দুনিয়ার ঝামেলা হতে দুরে থেকে সারা জীবন শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেন। ১৫৮ হিজরীতে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কোন কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেন নি। এমনকি স্বীয় উস্তাদ ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)মাযহাব সম্পর্কিত কোন বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে তিনি ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহুম) ইন্তিকালের পর মাত্র ৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তবে, তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) চিন্তাধারা ও অভিমত প্রচারে এবং প্রসারে বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করেন। কিন্তু লিখনীর মাধ্যমে তা সংগ্রহ ও সংকলনের সুযোগ পান নি। তবে তিনি ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) জীবিতাবস্থায় বসরার কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইবনু আব্দুল বার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)তাঁর নিজের **اَلْإِنْتِقَاءُ**(আল-ইন্তিকা) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ- হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বসরার কাযী পদে অধিষ্ঠিত হলে ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আপনার অজানা নয় বসরাবাসী ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার রেশ রয়েছে। সুতরাং সেখানে আপনার শান্তিতে অবস্থান বড়ই কঠিন।

যখন হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কাযী নিযুক্ত হয়ে এলেন, তখন বসরার জ্ঞানী-গুণীজন নিত্যদিন তাঁর সমীপে সমবেত হয়ে ফিকহী মাসয়ালা-মাসাইল সম্পর্কে মত বিনিময় করতেন। যখন তিনি তাদের মাঝে গ্রহন ও সদিচ্ছার ঝোঁক-প্রবনতা লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন, "এই হলো ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) অভিমত"। বসরাবাসী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) এমন সুন্দর কথা বলতে পারেন? হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) জবাবে বললেন, জী হ্যাঁ, এর চেয়েও সুন্দর।" তারপর এভাবেই সমাবেশ চলতে থাকে। যখনই হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বসরাবাসীদের মাঝে

আরো ঝোঁক-প্রবনতা ও গ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করতেন, তখনই বলে দিতেন, "এই হলো ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) অভিমত"। এতে বসরাবাসী হতচকিত হয়ে যেত। হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বসরাবাসীদের মাঝে এভাবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) গভীর অনুরাগী হয়ে গেল। প্রথম দিকে তারা ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করত। অবশেষে তারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল।
ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) ইনিকালের পর হযরত ইমাম যুফার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উস্তাদের পাঠদান মজলিসে স্থলাভিষিক্ত হলেন। তারপর পাঠদানের দায়িত্ব হযরত ইমাম আবু ইউসুফের(রাদিআল্লাহু আনহু) দায়িত্বে অর্পিত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফঃ
তাঁর পূর্ণ নাম ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম ইবনু হাবিব আনসারী(রাদিআল্লাহু আনহু)। তিনি ১১৩ হিজরীতে কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই লেখাপড়া সমাপন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি বংশসূত্রে আরবীয়। তিনি প্রথমে হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এতে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি প্রথমে ফকীহ ইবনু আবু লায়লার নিকট ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) মজলিসে গিয়ে বসেন ও তাঁর সংস্পর্শে এসে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) শিক্ষা সহকারী হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) মতানুসারে কিতাব রচনা করেন এবং ইমাম আযম **হযরত আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) মাসয়ালা ও মতামত মুসলিম বিশ্বে প্রচার করেন। খলিফা মাহদীর খিলাফত কালে তিনি কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলিফা হারন-অর-রশিদের শাসনকালে সমগ্র আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। হযরত ইমাম আবু ইউসুফের বদৌলতে **হানাফী ফিকহের** বিপুল উপকার সাধিত হয়েছে। কযীর পদে অভিষিক্ত থাকার কারণে তিনি হানাফী ফিকহকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ পান।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফের (রাদিআল্লাহু আনহু) লিখিত হানাফী ফিকহের গ্রন্থরাজিঃ

১. كِتَابُ الْأَثَارِ (কিতাবুল আছার) ২. كِتَابُ الْخِرَاجِ (কিতাবুল খারাজ) ৩. كِتَابُ الصَّلَوةِ (কিতাবুসসালাত) ৪. كِتَابُ الزَّكَاةِ (কিতাবুয যাকাত) ৫. كِتَابُ الصِّيَامِ (কিতাবুস সিয়াম) ৬. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (কিতাবুল ফারাইয) ৭. كِتَابُ الْبُيُوْعِ (কিতাবুল বুয়ু')৮. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (কিতাবুল হুদুদ) ৯. كِتَابُ الْوَكَالَةِ (কিতাবুল ওয়াকালা) ১০. كِتَابُ الْوَصَايَا (কিতাবুল ওয়াসায়া) ১১. كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ (কিতাবুস সায়দ ওয়ায যাবাইহ) ১২. كِتَابُ الْغَضَبِ وَ الْإِسْتِبْرَاء (কিতাবুল গাযব ওয়াল ইস্তবরা) ১৩. كِتَابُ إِخْتِلَافُ الْأَمْصَارِ (কিতাবু ইখতিলাফুল আমসার) ১৪. كِتَابُ الرَّدِّعَلَى مَالِكِ اِبْنِ أَنَسٍ (কিতাবুর রাদ্দ আলা মালিক ইবনি আনাস) ১৫. رِسَالَةٌ فِى الْخِرَاجِ (রিসালাতুন ফিল খিরাজ) ১৬. إِخْتِلَافُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى (ইখতিলাফু ইবনি আবি লায়লা) ১৭. الرَّدُّ عَلَى سِيَرِ الْأَوْزَاعِيِّ (আর রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযাই)

ইমাম মুহাম্মদঃ
তাঁর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী(রাদিআল্লাহু আনহু)। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। একারণে তিনি হযরত ইমাম **আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে দীর্ঘকাল শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পান নি। সেই জন্য তিনি হযরত ইমাম আবু ইউসুফ(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে ফিকহ্ হানাফীর উপর শিক্ষা সমাপন করেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশশায়বানীর(রাদিআল্লাহু আনহু)রচিত গ্রন্থসমূহ হানাফী ফিকহ্ এর প্রথম পর্যায়ের মৌল ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে বিচিত। তিনি ইমাম হযরত ইমাম আবু ইউসুফ(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), হযরত ইমাম

আওযায়ী(রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ইলমু হাদিস শরীফ ও ফিকহ শরীফ শিক্ষা করেছেন এবং সুদীর্ঘ তিন বছরকাল হযরত ইমাম মালিকের(রাদিআল্লাহু আনহু) সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ ও হাদিস শরীফ শিক্ষা করেছেন।

হযরত ইমাম মুহাম্মদের (রাদিআল্লাহু আনহু) লিখিত হানাফী ফিকহের গ্রন্থরাজিঃ

১. الْمَبْسُوْطُ (আল-মাবসুত) ২. الزِّيَادَاتُ (আয-যিয়াদাত) ৩. الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ (আল-জা্মিউস সাগীর ৪. الْجَامِعُ الْكَبِيْرُ (আল- জামিউল কাবির) ৫. السِّيَرُ الصَّغِيْرُ (আস-সিয়ারুস সাগীর) ৬.السِّيَرُالْكَبِيْرُ (আস-সিয়ারুল কাবির)।
উপরে বর্ণিত ৬টি কিতাব বা গ্রন্থকে **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** বলে। **"যাহিরুর রিওয়ায়াত"** বলার কারণ এই যে, এ সব গ্রন্থসমূহে যা লিখা হয়েছে তা ফিকহু হানাফীর **أَصْل (আসল-মূল)** ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে গণ্য। এতে বর্ণিত মাসয়ালাসমূহই হলো হানাফী মাযহাব। পরবর্তীকালে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ বিভিন্ন কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বণিত যে কোন رِوَايَةٌ(রিওয়ায়াত) **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** নামক কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বণিত মাসয়ালাসমূহের বিরোধী হলে অল্পসংখ্যক ব্যাতিত সবই নির্ভরযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয় ও নির্ভরযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়। কারণ, প্রথম থেকেই হানাফী উলামাকিরামগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** নামক কিতাব বা গ্রন্থসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মাসয়ালা উদ্ভাবনসহ উসুল তথা মৌলনীতি ও এর শাখা-প্রশাখা তৈরী ও নির্ণয় করে গেছেন।
উপরোক্ত ৬টি কিতাব বা গ্রন্থের উপর নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বর্ণনা রাখব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
১. الْمَبْسُوْطُ -আল-মাবসুতঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর(রাদিআল্লাহু আনহু)রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ গ্রন্থখানা হচ্ছে সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত সব মায়ালাই হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) সিদ্ধান্তকৃত উত্তর। এতে সিদ্ধান্তকৃত প্রতিটি মাসয়ালার সাথে দলীল-প্রমাণ সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে, কোন কোন মাসয়ালাতে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ(রাদিআল্লাহু আনহু)এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর (রাদিআল্লাহু আনহু) ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এই কিতাবের রাবী হচ্ছেন-**ইমাম আহমাদ ইবনু হাফস।**

২. الزِّيَادَاتُ -আয-যিয়াদাতঃ এ গ্রন্থটিতে **الْمَبْسُوْطُ -আল-মাবসুতের** মাসয়ালার উপর অতিরিক্ত মাসয়ালা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কিতাবের রাবী হচ্ছেন-**ইমাম আহমাদ ইবনু হাফস ।**
৩. الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ -আল-জা্মিউস সাগীরঃ এ গ্রন্থে ফিকহী মাসয়ালার চল্লিশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে মাসয়ালাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু দলীল-প্রমাণ সংযুক্ত করা হয় নি। এ গ্রন্থের প্রথম ভাগে **كِتَابُ الصَّلٰوةِ (কিতাবুসসালাত)** এবং শেষ ভাগে **كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْمُتَفَرِّقَاتِ (কিতাবুল ওয়াসায়া ওয়াল মুতাফাররিকাত)** >>তথা নামাজ এবং ওয়াসিয়্যাত ও বিবিধ মাসয়ালার বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. الْجَامِعُ الْكَبِيْرُ -আল জামিউল কাবিরঃ এ কিতাবখানা বা গ্রন্থখানা ঠিক **الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ -আল-জা্মিউস সাগীরের** মতই। তবে এতে মাসয়ালাসমূহ খুব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৫. السِّيَرُ الصَّغِيْرُ -আস সিয়ারুস সাগীরঃ এ কিতাব বা গ্রন্থখানায় জিহাদ, প্রশাসন, পৌরনীতি ও রাজনীতির মাসয়ালাসমূহের সমাধান দেওয়া হয়েছে।

৬. السِّيَرُ الْكَبِيْرُ -আস সিয়ারুল কাবিরঃ এ কিতাব বা গ্রন্থখানার বিষয়বস্তু السِّيَرُ الصَّغِيْرُ -আস সিয়ারুস সাগীরের মতই। তবে, এর পরিসর অনেক বড় এবং এতে মাসয়ালা অনেক বেশী।
উপরে বর্ণিত ৬টি **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাঁর আরো ২টি গ্রন্থ রয়েছে। এ সব গ্রন্থও সনদের দিক দিয়ে উপরে বর্ণিত ৬টি **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** গ্রন্থসমূহের সমমর্যাদাভুক্ত।
১. كِتَابُ الْأَثَارِ (কিতাবুল আছার) ২. كِتَابُ الرَّدِّعَلَى أَهْلِ مَدِيْنَةِ (কিতাবুর রদ্দি আলা আহলি মদীনা)

১. كِتَابُ الْأَثَارِ -কিতাবুল আছারঃ এ গ্রন্থে হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রাদিআল্লাহু আনহু)এমন সব আছার সন্নিবেশিত করেছেন যদ্ধারা হানাফিগণ দলীল গ্রহণ করেন। **২. كِتَابُ الرَّدِّعَلَى أَهْلِ مَدِيْنَةِ -কিতাবুর রদ্দি আলা আহলি মদীনাঃ** এ গ্রন্থখানা প্রথম স্তরের বা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উপরে বর্ণিত ৬টি **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** গ্রন্থসমূহ ছাড়াও এর পরের স্তরের গ্রন্থ হল **"كُتُبُ النَّوَادِرِ" (কুতুবুননাওয়াদির)**। উল্লিখিত ৬টি **ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ (যাহিরুর রিওয়ায়াত)** গ্রন্থসমূহ ছাড়া অন্যান্য যে সব কিতাব বা গ্রন্থ তিনি লিখেছেন বা যে কিতাব বা গ্রন্থগুলো লিখার ব্যাপারটি তাঁর দিকে সন্বন্ধ করা হয়েছে, সে সব কিতাব বা গ্রন্থগুলোকে **"كُتُبُ النَّوَادِرِ"(কুতুবুননাওয়াদির)** বলে। তবে, এই **"كُتُبُ النَّوَادِرِ"(কুতুবুননাওয়াদির)** কিতাব বা গ্রন্থগুলো হানাফী মাযহাবের জন্য **أَصْلُ (আসল-মূল)** ভিত্তিগ্রন্থ না হলেও এ সব **"كُتُبُ النَّوَادِرِ"(কুতুবুননাওয়াদির)** কিতাব বা গ্রন্থগুলো থেকে রাষ্ট্র বিষয়কসহ আরো অনেক নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

"كُتُبُ النَّوَادِرِ"(কুতুবুননাওয়াদির) নামে খ্যাত গ্রন্থরাজিসমূহঃ

১. اَلْكَيْسَانِيَاتُ (আল-কায়সানিয়াত) ২. اَلْهَارُوْنِيَاتُ আল-হারেনিয়াত) ৩.اَلْجُرْجَانِيَاتُ (আল-জুরজানিয়াত) ৪. اَلرَّقِيَاتُ (আর-রাকিয়াত) ৫.زِيَادُ الزِّيَادَاتِ (যিয়াদুয যিয়াদাত) ৬. كِتَابُ الْأَمَالِى (কিতাবুল আমালী) ৭. نَوَادِرُ اِبْنِ رُسْتَمَ(নাওয়াদিরু ইবনি রুস্তম) ৮. نَوَادِرُ اِبْنِ سِمَاعَةَ (নাওয়াদিরু ইবনি সিমাআ')

ইমাম হাসানঃ
তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে **হাসান ইবনু যিয়াদ লু'লুয়ী কুফী।** তিনি ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিকহী মতামত ও চিন্তাধারা বর্ণনাকারী ফকীহগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তিনি ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) শিশ্য ও ছাত্র। হানাফী মাযহাবের ফিকহের রাবী হিসেবে সুখ্যাতির ন্যায় তিনি হাদিস শরীফের রাবী(বর্ণনাকারী) হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি ইবনু জুরাইজ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে ১২ হাজার হাদিস শরীফ রিওয়ায়েত করেছি। জনসাধারণ্যে তাঁর ইলমু ফিকহের সুখ্যাতি ছিল ব্যাপক। ১৯৪ হিজরীতে তাঁকে কুফার কাযী নিয়োগ করা হয়েছিল।

ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ লু'লুয়ী কুফীর গ্রন্থরাজিঃ

১. كِتَابُ أَدَابُ الْقَاضِى (কিতাবু আদাবুল কাযী) ২. كِتَاب الْخِصَالِ (কিতাবুল খিসাল) ৩. كِتَابُ مَعَانِيُ الْإِيْمَانِ (কিতাবু মাআ'নিউল ইমান) ৪. كِتَابُ النَّفَقَاتِ (কিতাবুন নাফাকাত) ৫. كِتَابُ الْخِرَاجِ (কিতাবুল খিরাজ) ৬. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (কিতাবুল ফারাইয) ৭. كِتَابُ الْوَصَايَا (কিতাবুল ওয়াসায়া) ৮. كِتَابُ الْإِمَالِى (কিতাবুল ইমালী

উপরে আমি **হানাফী ফিকহের চারস্তম্ভ** নামে খ্যাত ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রথীতযশা শিশ্য ও ছাত্রের জীবনালেখ্য ও অমর কীর্তি নিয়ে আলোচনা করেছি যাদের মাধ্যমে ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) রায়, ফতওয়া, অভিমত, প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধানসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে।
এখন আমি উপরে উল্লেখিত **হানাফী ফিকহের চারস্তম্ভের** (যেমন- **১.** ইমাম যুফার **২.** ইমাম আবু ইউসুফ **৩.** ইমাম মুহাম্মদ **৪.** ইমাম হাসান রাদিআল্লাহু আনহুম) ইন্তিকালের পর পরবর্তীতে আগত এমন সব মুহাদ্দিস, ফকীহ উলামা-মণীষীগণের সংকলিত ও লিপিবদ্ধ কিতাব বা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করব যাদের মাধ্যমে ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) রায়, ফতওয়া, অভিমত, প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধানসমূহ সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা আজো মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র উজ্জল সুর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে মুসলিম মানুষের কল্যাণের জন্য অব্যহত আছে এবং কিয়ামত

পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যে সময়ে এবং যে দিন হযরত ইমাম **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) রায়, ফতওয়া, অভিমত, প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধানসমূহ **فِقْهٌ** (ফিকহ) হিসেবে সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাবে সে সময়ে কিয়ামত আসন্ন হচ্ছে মনে করতে হবে। কারণ, ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু) হচ্ছেন তাবেঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) মস্তিস্কে অদৃশ্যভাবে রক্ষিত এবং তাঁদেরই পবিত্র মুখনি:সৃত **فِقْهٌ**(ফিকহকে)তথা **আইনি জ্ঞানকে** দৃশ্যমান গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধকারী, সংকলনকারী ও রূপদানকারী একমাত্র মহান ব্যক্তি। তাঁর লিপিবদ্ধ, সংকলিত দৃশ্যমান **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসমূহের** সমষ্টি হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **اَلْفِقْهُ**(আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র।**

" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম শতাব্দীর ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু) মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগন(রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে ও **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করে অত্যাধিক ধৈর্য ধারণ করে ইসলামি শরীয়তের সুবিন্যস্ত সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** প্রণয়ন করেছেন।

এ পথে পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত না হলেও মুসলিম মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মোতাবেক " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **হযরত ইমাম মালিক** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী) হচ্ছেন দ্বিতীয়, পরবর্তীতে **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী) হচ্ছেন তৃতীয়, **আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী) হচ্ছেন চতুর্থ। পরবর্তীতে এ পথ ধরে আরো কিছু খ্যাতনামা মণীষী এগিয়ে এসছেন এবং কেউ কেউ সুবিন্যস্ত গ্রন্থও রচনা ও সংকলন করে রেখে গেছেন।

যেমন--**১. হযরত ইমাম মালিক** (রাদিআল্লাহু আনহু) **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে কোন কিতাব বা গ্রন্থ লিখে যাননি। কিন্তু হাদিস শরীফে "**مُوَطَّا** (মোয়াত্তা)" নামে একটি হাদিস শরীফের একটি কিতাব বা গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তবে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষকতা ও ফতওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর শিষ্য ও ছাত্রগণ তম্মধ্যে বিশেষকরে--------**১.** সাহনুন নামে একজন ছাত্র তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া ও উদ্ভবিত উত্তরসমূহ একত্রিভুত করে একটি সংকলন বের করেন। এই সংকলনের নামই **"ফিকহু মালিকী"** নামে অভিহিত।

২. ইবনু আব্দুল হিকাম মালিকী **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রের উপর তিনখানা কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা হচ্ছে—--

ক. مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ (মুখতাসারুন কবিরঃ)- এতে ১৮ হাজার মাসআলা রয়েছে।

খ. مُخْتَصَرٌ أَوْسَطُ মুখতাসারুন আওসাতঃ) - এতে ১৪ হাজার মাসআলা রয়েছে।

গ. مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ (মুখতাসারুন সগীরঃ) - এতে ১৮ হাজার মাসআলা রয়েছে।

২. হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু আনহু)**فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে নিম্নে বর্ণিত কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

১. رِسَالَةٌ فِى أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ (রিসালাতুন ফি আদিল্লাতিল আহকাম)

২. كِتَابُ الْأُمِّ কিতাবুল উম্মি

৩. اخْتِلَافُ الْحَدِيْثِ ইখতিলাফুল হাদিস।

হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) শিশ্যদের মধ্যে অনেকেই শাফীঈ' ফিকরহর উপর বিভিন্ন কিতাব লিখেছেন।

বুয়ুতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) **مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ**(মুখতাসারু কবীর) ও **مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ**(মুখতাসারু সগীর) নামে দুখানি কিতাব লিখেছেন।

মযনীও(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) ও مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ(মুখতাসারু সগীর) নামে দুখানি কিতাব লিখেছেন।
মযনীর(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) ও مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ(মুখতাসারু সগীর) নামে দুখানি কিতাব খুবই বিখ্যাত।
বর্তমানে শাফী মতালম্বিগণ مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) অনুযায়ী আমল করেন না।
হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) শিশ্যদের মধ্যে হুরমুলাহ ইবনু ইয়াহইয়ার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) গ্রন্থরাজিও খুব বিখ্যাত।

৩. হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু আনহু) **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে কোন কিতাব বা গ্রন্থ লিখে যাননি। তবে তিনি হাদিস শরীফে **"মুসনাদ"** নামে একটি কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত মুসনাদ খানা **"মুসনাদু আহমাদ শরীফ"** হিসেবে পচিত। তাছাড়া, তিনি তিনখানা উসুলের কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা হচ্ছে---
১. كِتَابُ طَاعَةِ الرَّسُوْلِ (কিতাবু তআ'তির রাসুল)
২. كِتَابُ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوْخِ (কিতাবুন্নাসিখ ওয়াল মানসুখ)
৩. كِتَابُ الْإِيْلَالِ (কিতাবুল ইলাল)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রাদিআল্লাহু আনহু) শিশ্য বা ছাত্রদের মধ্যে-------------------------------------
১. আসরম **كِتَابُ السُّنَنِ (কিতাবুস সুনান)** লিখেছেন।
২. মরূযী শাওয়াহিদিল হাদিসের সাথে **كِتَابُ السُّنَنِ (কিতাবুস সুনান)** লিখেছেন।
৩. ইবনু রাহুআহ ফিকহ বিষয়ে **كِتَابُ السُّنَنِ (কিতাবুস সুনান)** লিখেছেন।
বর্তমানে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণের মধ্যে ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) মত অক্লান্ত পরিশ্রমকারী এবং দীর্ঘ সময় ব্যয়কারী ও অত্যাধিক ধৈর্য ধারণকারী এমন লোকের জন্ম হবেনা যিনি ইমাম আযম হযরত **আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) মত মুসলিম মানুষের চাহিদা পুরণকারী বিস্তৃত (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** প্রণয়ন করতে সক্ষম। বর্তমানে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণের মধ্যে যে কেহই এ কাজে হস্তক্ষেপ করবে সে শুধু মুসলিম সমাজে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীই হবে।

যাহোক, পরবর্তীকালে" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শতাব্দীতে এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **((হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের))** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণের মধ্যে অনেক হানাফী মুজতাহিদ উলামা জন্ম গহণ করেছেন যারা হানাফী ফিকহের উপর অনেক কিতাব বা গ্রন্থরাজি সংকলন করে গেছেন। নিম্নে তাঁদের নাম এবং তাঁদের কিতাব বা গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মুজতাহিদ কর্তৃক লিখিত ও সংকলিত হানাফী ফিকহের গ্রন্থরাজিঃ

***** ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সিমা'র** (রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-২৩৩ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. كِتَابُ أَدَابُ الْقَاضِى (কিতাবু আদাবুল কাযী) ২. كِتَابُ الْمُحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ (কিতাবুল মুহাদির ওয়াস সিজিল্লাতি)

*****ইমাম ঈসা ইবনু আবানের** (রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-২৪৫ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. كِتَابُ الْحَجِّ (কিতাবুল হাজ্জ) ২. كِتَابُ خَبْرِ الْوَاحِدِ (কিতাবু খবরুল ওয়াহিদ) ৩. كِتَابُ الْجَامِعِ (কিতাবুল জামি') ৪. كِتَابُ إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ (কিতাবু ইছবাতিল কিয়াস) ৫. كِتَابُ إِجْتِهَادِ الرَّاى (কিতাবু ইজতিহাদির রায়)

*****ইমাম হিলাল ইবনু ইয়াহইয়া আর-রায় আল-বসরীর** (রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-২৪৫ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. كِتَابُ تَفْسِيْرِ الشُّرُوْطِ (কিতাবু তাফসিরিশ শুরুত) ২. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (কিতাবুল হুদুদ)

*****ইমাম আহমাদ ইবনু উমর ইবনু মাহীর আল-খাসসাফ** (রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-২৬১ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. كِتَابُ الْحِيَلِ (কিতাবুল হিয়াল) ২. كِتَابُ الْوَصَايَا (কিতাবুল ওয়াসায়া) ৩. كِتَابُ الشُّرُوْطِ الْكَبِيْرِ (কিতাবুশ শুরুতিল কাবির) ৪. كِتَابُ الشُّرُوْطِ الصَّغِيْرِ কিতাবুশ শুরুতিস সগীর) ৫. كِتَابُ الرِّضَاعِ (কিতাবুর রিদায়ি') ৬. كِتَابُ الْمُحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ (কিতাবুল মুহাদির ওয়াস সিজিল্লাতি) ৭. كِتَابُ أَدَابُ الْقَاضِى (কিতাবু আদাবুল কাযী) ৮. كِتَابُ الْخَوَارِجِ لِلْمَهْدِى (কিতাবুল খাওয়ারিজি লিলমহিতাদী) ৯. كِتَابُ إِقْرَارِ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ কিতাবু ইকরারিল ওয়ারাসা বা'দুহুম লি বা'দিন) ১০. كِتَابُ الْقَصْرِ وَأَحْكَامِهِ (কিতাবুল কসরি ওয়া আহকামিহি) ১১. كِتَابُ السَّمِيْرِ وَ الْقَبْرِ (কিতাবুস সামিরি ওয়াল কবরি) ১২. شَرْحُ الْوَاقِعَاتِ (শারহুল ওয়াকিআ'ত) । তবে, كِتَابُ الْأَوْقَافِ(কিতাবুল আওকাফ) নামে তাঁর বিরচিত আর একটি কিতাব বা গ্রন্থ রয়েছে ।

*****ইমাম আবু জা'ফর তাহাভীর** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-২৬০-ইন্তিকাল-৩২১ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. (আহকামুল কুরআন) ২. (কিতাবু মাআ'নিয়িল আছার) ৩. (মাশকিলুল আছার) ৪. (আল-মুখতাসার) ৫. شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ (শরহুল জা্মিউস সাগীর) ৬. شَرْحُ الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ (শরহুল জামিয়িল কাবির) ৭. كِتَابُ الشُّرُوْطِ الْكَبِيْرِ (কিতাবুশ শুরুতিল কাবির) ৮. كِتَابُ الشُّرُوْطِ الصَّغِيْرِ (কিতাবুশ শুরুতিস সগীর) ৯. كِتَابُ الشُّرُوْطِ الْأَوْسَطِ (কিতাবুশ শুরুতিল আওসাতি) ১০. ৬. الْمُحَاضِرُ وَالسِّجِلَّاتُ (আল-মুহাদির ওয়াস সিজিল্লাতু) ১১. الْوَصَايَا وَ الْفَرَائِضُ(আল-ওয়াসায়া ওয়াল ফারাইয) ১২. حُكْمُ أَرَاضِى مَكَّةَ (হুকমু আরাদিয়ি মক্কা) ১৩. قِسْمُ الْفَيْءِ وَ الْغَنَائِمِ (কিসমুল ফাইয়ি ওয়াল গানাইমি) ১৪. سُنَنُ الشَّافِعِيِّ (সুনানুশ শাফিঈ') ১৫. شَرْحُ الْمُغْنِى (শারহুল মুগনী) ১৬. اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ আত-তারিখুল কাবিরু) ১৭. نَقْضُ كِتَابِ الْمُدَلِّسِيْنَ (নাকসু কিতাবিল মুদাল্লিসীন) ১৮. عَقِيْدَةُ الطَّحَاوِى (আকিদাতুত তাহাভী)

*****ইমাম আবুল হাসান কারখীর** (রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-৩৪০ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. أُصُوْلُ كَرْخِى (উসুলু কারখী) । এ ছাড়াও তিনি **ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আশ শায়বানীর** (রাদিআল্লাহু আনহু,ইন্তিকাল-১৮৯ হিজরী)**প্রণীত الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ (আল-জা্মিউস সাগীর) ও الْجَامِعُ الْكَبِيْرُ (আল- জামিউল কাবির)** কিতাব বা গ্রন্থদ্বয়ের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন ।

*****ইমাম আবু বকর আহমাদ আল জাসসার** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-৩০৫-ইন্তিকাল-৩৭০ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. اَلْفُصُوْلُ فِى الْأُصُوْلِ (আল-ফুসুল ফিল উসুল) ২. شَرْحُ الطَّحَاوِى (শারহু তাহাভী) ৩. مُخْتَصَرُ الطَّحَاوِى (মুখতাসারুত তাহাভী) ৪. شَرْحُ مُخْتَصَرُ الطَّحَاوِى (শারহু মুখতাসারুত তাহাভী) ৫. شَرْحُ مُخْتَصَرُ الْكَرْخِى (শারহু মুখতাসারুল কারখী) ৬. شَرْحُ جَامِعِ كَبِيْرِ (শারহু জামি' কাবির) ৭. أَحْكَامُ الْقُرْآنِ (আহকামুল কুরআন)

*****ফকীহ আবু লাইস হানাফীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৩৯৩ হিজরী), **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. عُيُوْنُ الْمَسَائِلِ وَالْوَاقِعَاتِ وَالنَّوَازِلِ (উয়ুনুল মাসাইল ওয়াল ওয়াকিয়া'ত ওয়ান নাওয়াযিল) ২. خَزَانَةُ الْأَكْمَلِ (খাযানাতুল আকমাল)

*****ইমাম আবুল হাসান কুদুরীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-৩৬২-ইন্তিকাল-৪২৮ হিজরী), বাগদাদ, **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. تَجْرِيْدُ (তাজরীদ) ২. مَسَائِلُ الْخِلَافَةِ (মাসাইলুল খিলাফাত) ৩. تَقْرِيْبُ (তাকরীব) ৪. شَرْحُ مُخْتَصَرُ الْكَرْخِى (শারহু মুখতাসারুল কারখী) ৫. شَرْحُ أَدَابِ الْقَاضِى (শরহু আদাবিল কাযী) ৬. مُخْتَصَرُ الْقُدُوْرِى (মুখতাসারুল কুদুরী)

*****ইমাম শামসুল আইম্মা আব্দুল আযীয ইবনু আহমাদ বুখারী হালওয়নী হানাফীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৪৪৮ হিজরী), **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. اَلْمَبْسُوْطُ (আল-মাবসুত)

*****ইমাম আবু বকর খাওহারযাদাহর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৪৭৩ হিজরী) **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. اَلذَّخِيْرَةُ (আয-যাখীরাহ)

*****ফখরুল ইসলাম ইমাম আবুল হাসান বাযদুবীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৪৮২ হিজরী), **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. اَلْمَبْسُوْط (মাবসুত -১১ খন্ড) ২. شَرْحُ جَامِعِ كَبِيْرِ (শারহু জামি' কাবির) ৩. شَرْحُ جَامِعِ صَغِيْرِ (শরহু জামি' সাগীর) ৪. أُصُوْلُ بَزْدُوْبِى (উসুলু বাযদুবী) ৫. تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ لِبْمَجِيْدِ (তাফসীরুল কুরআনুল মাজিদি-১২০ খন্ড) ৬. غِنَاءُ الْفِقْهِ (গিনাউল ফিকহি) ৭. كِتَابُ الْأَمَالِى (কিতাবুল আমালী)

*****হুসসামুশ শহীদ আল-হানাফীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৪৮৩ হিজরী), **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. شَرْحُ أَدَابِ الْقَاضِى (শরহু আদাবিল কাযী)

*****শামসুল আইম্মা সারাখসী আল-হানাফীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৪৯০ হিজরী), **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

তাঁর নাম- মুহাম্মদ, উপবধি-শামসুল আইম্মা। তিনি শামসুল আইম্মা সারাখসী নামে সকলের নিকট পরিচিত। সে যুগের বাদশা "খাকান" এর বিরুদ্ধে কথা বলায় বাদশা তাঁকে অন্ধকুপের মধ্যে বন্দী করেন। সেখানে থেকেই তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব اَلْمَبْسُوْط (মাবসুত) লিপিবদ্ধ করেন ।

১. اَلْمَبْسُوْط (মাবসুত) ।

***ফকীহ শেখ তাহির ইবনু আহমাদ দিবাস আল-হানাফী র (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৫৪০ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. خُلَاصَةُ الْفَتَاوٰى وَ الْوَاقِعَاتِ (খুলাসাতুল ফাতওয়া ওয়াল ওয়াকিয়া'ত)

***আল্লামা ফকীঞ আবু বকর ইবনু মাসউদ ইবনু আহমাদ কাসানীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৫৮৭ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. بَدَائِعُ الصَّنَائِعُ (আল-বাদায়িউ'স সানায়িউ')

***আল্লামা ফখরুদ্দিন হাসান কাযীখানের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৫৯২ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. فَتْوٰى قَاضِى خَان (ফতওয়া কাযীখান-৪ খন্ড) ২. كِتَابُ الْأَمَالِى (কিতাবুল আমালী) ৩. شَرْحُ أَدَابِ الْقَاضِى (শরহু আদাবিল কাযী) ৪. شَرْحُ جَامِعِ صَغِيْرِ (শরহু জামি' সাগীর) ৫. كِتَابُ مُحَاضِرِ (কিতাবু মুহাদির) ৬. شَرْحُ زِيَادَاتِ (শরহু যিয়াদাতি)

***আল্লামা বুরহানুদ্দিন মুরগীনানীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-৫১১-ইন্তিকাল-৫৯৩ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. اَلْمُنْتَقٰى (আল-মুনতাকা) ২ اَلتَّجْنِيْسُ (তানজিস) ৩. مَزِيْدٌ (মাযীদ) ৪. مَنَاسِكُ الْحَجِّ (মানাসিকুল হাজ্জ) ৫. نَشْرُ الْمَذْهَبِ (নাশরুল মাযহাব) ৬. مُخْتَرَاتُ النَّوَازِلِ (মখতারাতুন নাওয়াযিল) ৭. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (কিতাবুল ফারাইয)

***ফকীহ যাহির উদ্দিন হানাফীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৬১৯ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. فَتَاوٰى ظَهِيْرُ الدِّيْنِ (ফাতাওয়া যাহীর উদ্দিন)

***ইমাম বুরহানুশ-শারীআ'ত মুহাম্মদ ইবনুশ সাদরুশ শারীআ'হর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৬৮০ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. اَلْوِقَايَةُ (আল-বিকায়াহ্)

***ইমাম আব্দুল্লাজ ইবনু মাসউদ সাদরুশ শারীআ'হ র (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৭৪৫ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. مُخْتَصَرُ النِّقَايَةِ (মুখতাসারু নিকায়াহ)

***ইমাম সদরুশ শারীআ'হ ও তাজুশ শারীআ'হর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-৬৮০-ইন্তিকাল-৭৪৭ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. نِقَايَةُ (নিকায়া) ২. تَنْقِيْحٌ (তানকিহ) ৩. اَلْوِشَاحُ (আল-বিশাহ) ৪. كِتَابُ الشُّرُوْطِ (কিতাবুশ শুরুত) ৫ كِتَابُ الْمُحَاضِرَةِ (কিতাবুল মুহাদিরাহ) ৬. تَعْدِيْلُ الْعُلُوْمِ فِى عُلُوْمِ الْعَقْلِيَّةِ (তা'দীলুল উলুম ফি উলুমিল আকলিয়্যাহ) ৮. اَلْمُقَدَّمَةُ الْأَرْبَعَةُ (আল মুকাদ্দামাতুল আরবাআ'হ)

***ফকীহ যাহিদীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৬৮৫ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. اَلْقِنْيَةُ (আল-কুনীয়া)

***ইমাম মুযাফফর উদ্দীন আহমদ ওরফে ইবনুস সাআ'তীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৬৯৪ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. مَجْمِعُ الْبَحْرَيْنِ وَ مُلْتَقَى النَّهْرَيْنِ (মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাহরাইন)

*** ইমাম ফখরুদ্দিন আবু মুহাম্মদ উসমান যায়লায়ী'র (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৭৪৩ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. كَنْزُالدَّقَائِقِ (কানযুদ দাকাইক) ২. تَبْيِيْنُ الْحَقَائِقِ (তাবয়ীনুল হাকাইক)

*** শায়খ শামস্ উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুনুবী হানাফীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৭৮৮ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. دُرَرُ الْبِحَارِ (দুরারুল বিহার)

***আল্লামা কামাল উদ্দিন ইবনু হুমামেরর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৮৬১ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. فَتْحُ الْقَدِيْرِ (ফাতহুল কাদির) ২. اَلتَّحْرِيْرُ (আত-তাহরির) ৩. مُثَائِرَةُ (মুছাইরাহ) ৪. زَادُ الْفِقْهِ (যাদুল ফিকহ্)

***আল্লামা বদরুদ্দিন আইনীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৮৬১ হিজরী), কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ

১. عُمْدَةُ الْقَارِى (উমদাতুল কারী-৩০ খন্ড, বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ) ২. نُخَبُ الْأَفْكَارِ شَرْحُ مَعَانِى الْآثَارِ طَحَاوِى (নুখাবুল আফকার শারহু ফি শারহি মাআ'নিল আছার তাহাভী) ৩. مَبَانِى الْأَخْبَارِ فِى شَرْحِ مَعَانِى الْآثَارِ (মাবানির আখবার ফি শারহি মাআ'নিল আছার) ৪. مَبَانِى الْأَخْبَارِ فِى رِجَالِ مَعَانِى الْآثَارِ (মাবানির আখবার ফি রিজালি মাআ'নিল আছার) ৫. شَرْحُ سُنَنِ أَبِى دَاوُدِ (শারহু সুনানি আবি দাউদ) ৬. تَكْمِيْلُ الْأَطْرَافِ (তাকমিলুল

আতরাফ) ৭. بِنَايَةُ شَرْحِ هِدَايَةِ (বিনায়া শারহু হিদায়া-১০ খন্ড) ৮. الدُّرَرُ الزَّاهِرَةِ (আদ দুরারুয যাহিরা) ৯. غُرَرُ الْأَفْكَارِ(গুরারুল আফকার) ১০. رَمْزُ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ (রামযুল হাকাইক শারহু কানযুদ দাকাইক)

*****আল্লামা ইবনু নুজাইম মিসরীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-৯২৩-ইন্তিকাল-৯৭০ হিজরী), কায়রো, **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. بَحْرُ الرَّئِقِ (বাহরুর রাইক) ২. الْأَشْبَاهُ و النَّظَائِرِ আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর) ৩. شَرْحُ الْمَنَارِ (শারহুল মানার) ৪. لُبُّ الْأُصُوْلِ مُخْتَصَرُ تَحْرِيْرِ الْأُصُوْلِ لِابْنِ هُمَامِ (লুবুবল উসুল মুখতাসারু তাহরিরিল উসুল লি ইবনি হুমাম) ৫. الْفَوَائِدُ الزَّيْنِيَّةُ فِى فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ (আল ফাওয়াইদুয যাইনিয়্যা ফি পিকহিল হানাফিয়া) ৬. حَاشِيَةُ هِدَايَةِ (হাশিয়া হিদায়া) ৭. حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُوْلَيْنِ (হাশিয়া জামিয়্যি'ল ফুসুলাইন)

*****ইমাম আবুল বারাকাত** আব্দুল্লাহ আহমাদ **নাসাফীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৭১০ হিজরী), কায়রো, **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. الْوَافِى (আল ওয়াফী) ২ الْكَافِى (আল কাফী) ৩. الْمِنَاءُ (আল মিনা) ৪. كَشْفُ الْأَسْرَارِ (কাশফুল আসরার) ৫. الْمُسْتَشْفَى (আল মুসতাশফা) ৬. الْمَنَارُ فِى أُصُوْلِ الدِّيْنِ (আল মানার ফি উসুলিদ্দিন) ৭. الْعُمْدَةُ আল উমাদা) ৮. كَنْزُ الدَّقَائِقِ (কানযুদ দাকাইক) ৯. شَرْحُ الْوَافِى الْكَافِى (শারহুল ওয়াফী আল-কাফী)

*****ইমাম ইবরাহিম তারাবলুসীর** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম-০০০-ইন্তিকাল-৯২২ হিজরী), **কিতাব বা গ্রন্থরাজিঃ**

১. الْمُلْتَقَطُ شَرْحُ الزِّيَادَاتِ (আল-মুলতাকাতু শারহুয যিয়াদাত) ২. مَوَاهِبُ الرَّحْمَنِ (মাওয়াহিবুর রহমান) ৩. الْبُرْهَانُ (আল-বুরহান)

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের মধ্যকার তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ

১ নং বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাঃ

উপরে **হাদিস শরীফ বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন এবং আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করন পদ্ধতি** প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে আমরা একথা জানতে পারলাম যে, (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগের ১০০ শত বৎসরের মধ্যে) হিজরী প্রথম শতাব্দীতে সাহবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের কোন গ্রন্থ সংকলন করে লিপিবদ্ধ করে যান নি। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগের ১০০ শত বৎসর পর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবে'-তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলন করে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। আর ৭৪৬ নং পৃষ্ঠাতে ১৯৪ নাম্বার **ফুটনোটে** বর্ণিত বিবরণ থেকে একথা বোধগম্য যে, অনেক তাবেঈ'দের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহুম)হাদিস শরীফের ইলম বা জ্ঞান অর্জন, হাদিস শরীফ সংগ্রহ ও হাদিস শরীফের শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি, আগ্রহ থেকে বুঝা গেল যে, তিনি একজন উচুঁস্তরের হাদিসবিদ, হাদিস বিশারদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যে বা মুসলিম রাষ্ট্রে এবং মুসলিম সমাজে জন্ম গ্রহণকারী ও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবেঈ'দের (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রথম হাদিস শরীফের ইলম বা জ্ঞান অর্জন, হাদিস শরীফ সংগ্রহ ও হাদিস শরীফের শিক্ষাগ্রহণ করে হাদিসবিদ, হাদিস বিশারদ ও মুহাদ্দিস হওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র দুইজন সম্মাণিত ব্যাক্তির ভাগ্যেই জুটেছে। সেই দুইজন মণীষী হলেন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে **৮০** হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **৯৩** হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু)। **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) কুফাতে আর **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু)মদীনাতে স্বয়ং নিজেদের স্মৃতিপটে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হাদিস শরীফসমূহ এবং তাবেঈ'নদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হাদিস শরীফসমূহ নিজেরা শিক্ষা করে ও সংগ্রহ করে পরিচ্ছেদ আকারে (বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় আকারে) সজ্জিত ও সংকলিত করে সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) কুফাতে আর **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু)মদীনাতে এ কাজে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে এ পথে অগ্রপথিক হয়েছেন। তবে**, হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী) হচ্ছেন এ পথে প্রথম, **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী) হচ্ছেন এ পথে দ্বিতীয়, পরবর্তীতে **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী) হচ্ছেন এ পথে তৃতীয়**, আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী) হচ্ছেন এ পথে চতুর্থ। পরবর্তীতে এ পথ ধরে আরো কিছু খ্যাতনামা মণীষী এগিয়ে এসেছেন এবং সুবিন্যস্ত গ্রন্থও রচনা ও সংকলন করে রেখে গেছেন।

আমি উপরে বর্ণিত চারজন হাদিস বিশারদ, হাদিসবিদ ও মুহাদ্দিসিনকেরমগণসহ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর আরো হাদিস শরীফ সংকলনকারীদের সংকলিত, সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থাসমুহের নামের একটি তালিকা উপরে দিয়েছি এবং দ্রুত বোধগম্যের জন্য নিম্নেও সেই তালিকা উল্লেখ করব। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থাসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ তাবেঈ'দের+তাবে-তাবেঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহু) মাধ্যমে সংগৃহীত হওয়ায় সকল হাদিস শরীফই সহীহ বা বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী সনদযুক্ত। আর এ সমস্ত সহীহ বা বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী সনদযুক্ত হাদিস শরীফের উপর ভিত্তিকরেই হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু)**, হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু)**,হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু)ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সম্মাণিত ইমামগণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সম্পাদন ও লিপিবদ্ধ করেছেন আর উপরোক্ত **ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রে বর্ণিত** আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মত অনুসারেই<<<<< **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর উৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমগণ ও মুসলিম উলামাকেরামগণ তাদের বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন পচািলনা ও গঠন করেছিলেন এবং বিচারালয়ের বিচারকগণও বিচার কার্য পরিচালনা করেছিলেন। বর্তমানেও **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট সাধারন মুসলিমগণ, উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ এবং বিচারালয়ের বিচারকগণও উপরোক্ত **ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রে বর্ণিত** আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মত অনুসারেই বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন পচািলনা ও গঠন করছেন এবং বিচারালয়ের বিচারকগণও বিচার কার্য পরিচালনা করছেন। এতদসত্তেও কিন্ত বর্তমানেকালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট সাধারন মুসলিমগণ, কতক নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণ এতই পন্ডিত ও জ্ঞানী হয়ে গেছেন যে, তারা তাদের হঠকারিতা ও অহংকারবশতঃ Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) ও জৈষ্ঠতা না মেনে বরং প্রত্যাখান করে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু)**, হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু)**, হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু)ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সম্মাণিত ইমামগণের

সংকলিত সুবিন্যস্ত **"ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র"** নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মত মানে না। তারা প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন- **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সম্মাণিত ইমামগণের সংকলিত সুবিন্যস্ত **"ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র"** নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আইন ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মতের পরিবর্তে **(আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর)** হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর (সম্ভাব্য গুটি কতক তাবে'-তাবেঈ'নসহ) অধিকাংশ সাধারণ মুসলিমগণের মাধ্যমে সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল)মিশ্রিত সনদে সংগৃহীত হাদিস শরীফসমূহের উপর ভিত্তি করে নতুন আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মত দিতে আগ্রহী। **সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল)মিশ্রিত সনদ** বলার কারণ এই যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তো কোন তাবেঈ'ই জীবিত ছিরেন না। তখনতো (সম্ভাব্য গুটি কতক তাবে'-তাবেঈ'নসহ) অধিকাংশই সাধারন মুসলিম ছিলেন। এমনকি **বুখারী শরীফ , মুসলিম শরীফ , তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থের সংকলকগণও **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সাধারন মুসলিমগণের অন্তর্ভুক্ত অতিপ্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাবে'-তাবেঈ'নও ছিলেন না। বরং তাঁরা উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ হিসেবেই সাধারণত গুটি কতক তাবে'-তাবেঈ'নসহ অধিকাংশ সাধারন মুসলিমগণ থেকেই হাদিস শরীফসমূহ সংগ্রহ (Collection-কালেকশন) করেছেন। ফলে **আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর** অধিকাংশ সাধারণ মুসলিমগণ থেকে সংগৃহীত হাদিস শরীফগুলো স্বভাবত সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল)মিশ্রিত সনদই হবে। যেমনটি ঘটেছে--

১. বুখারী শরীফ> (সংকলকের নামঃ- ইমাম বুখারী (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম-মুহাম্মদ পিতার নাম-ইসমাঈল, জন্মঃ- ১৯৪ হিজরী ইন্তিকালঃ-২৫৬ হিজরী)

২. মুসলিম শরীফ> (সংকলকের নামঃ-ইমাম মুসলিম (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম- মুসলিম পিতার নাম- হাজ্জাজ, জন্মঃ – ২০৪ হিজরী ইন্তিকালঃ-২৬১ হিজরী)

৩. তিরমিজি শরীফ> (সংকলকের নামঃ-ইমাম তিরমিজি, প্রকৃত নাম- মুহাম্মদ পিতার নাম- ইসা, জন্মঃ ২০৯ হিজরী - ইন্তিকালঃ- ২৭৯ হিজরী)

৪. আবু দাউদ শরীফ> সংকলকের নামঃ- ইমাম আবু দাউদ রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম- সুলায়মান পিতার নাম- আশআ'শ, জন্মঃ- ২০২ হিজরী - ইন্তিকালঃ- ২৫৫ হিজরী)

৫. ইবনু মাজাহ শরীফ> সংকলকের নামঃ- ইমাম ইবনু মাজাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম-মুহাম্মদ পিতার নাম- ইয়যীদ, জন্মঃ- ২০৯ হিজরী -ইন্তিকালঃ- ২৭৩ হিজরী)

৬. নাসা্ই শরীফের> সংকলকের নামঃ-ইমাম নাসাই (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম-আহমাদ পিতার নাম-শুয়াইব, জন্মঃ ২১৪ হিজরী -ইন্তিকালঃ-৩০৩ হিজরী) মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ **(আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর)** সংগ্রহের বেলায় সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল)মিশ্রিত সনদসম্বলিত হাদিস শরীফ থেকেই সংকলিত হয়েছে। তাবেঈনদের যুগে তাবেঈনদের এবং তাবে'-তাবেঈনদের মাধ্যমে সংগৃহীত হাদিস শরীফের সংগ্রহের বেলায় তো সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল) মিশ্রিত সনদ বলার সুযোগই ছিল না। বরং তাঁদের বর্ণিত সকল হাদিস শরীফই সহীহ (বিশুদ্ধ)। সেই জন্য তাবেঈনদের যুগে তাবেঈনদের এবং তাবে'-তাবেঈনদের মাধ্যমে সংগৃহীত হাদিস শরীফের সংগ্রহের বেলায় সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল) মিশ্রিত সনদ **"عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" ("ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল")** তথা **"হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান"** শাস্ত্রের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন হয় নি। কারণ, তাবেঈনদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগে তাবেঈনদের (রাদিআল্লাহু আনহু) ছাড়া অন্য কাহারো থেকে কোন হাদিস শরীফ গ্রহন করা হতো না বা গ্রহন করার রীতি ছিল না। অথচ **(আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগ ও**

সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংগৃহীত হাদিস শরীফ সংগ্রহের সময় সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল) মিশ্রিত সনদ বলার সুযোগ রয়েছে। কারণ, সেই সময়কার হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীরা কেই তাবেঈ'ন ছিলেন না। বরং তখন গুটি কতক তাবে'-তাবেঈ'ন ছাড়া সকলেই সাধারণ মুসলিম ছিলেন। সেই জন্যেই তখনকার বিদ্যমান সাধারণ মুসলিম থেকে হাদিস শলফি সংগ্রহ করায় এবং সিহাহ সিত্তা(বিশুদ্ধ ছয়টি) নামে পরিচিত ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থের সংকলকগণও সাধারণ মুসলিম হওয়ায় তাঁদের গ্রন্থে কোন একটি হাদিস শরীফ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সহীহ-যাইফ(বিশুদ্ধ-দুর্বল) মিশ্রিত সনদ "**عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ**" (**"**ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল") তথা **"হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান"** শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা যাচাই-বাছাই করেছেন ও বাছাইকৃত হাদিস শরীফসমূহ তাঁদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বা স্থান দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও সিহাহ সিত্তা(বিশুদ্ধ ছয়টি) নামে পরিচিত ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহ পূর্ণভাবে যাইফ(দুর্বল) মিশ্রিত সনদ মুক্ত নয়। কিছু না কিছু যাইফ(দুর্বল) মিশ্রিত সনদের সম্ভাবনা থেকে যেতেই পারে।

২ নং বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাঃ

যেহেতু "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তাবেঈ'নদের বর্ণিত সকল হাদিস শরীফই সহীহ (বিশুদ্ধ- বিশুদ্ধ) এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু)ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সম্মাণিত ইমামগণের সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত যেমন তাঁদের হাদিস শরীফের গ্রন্থ রয়েছে তেমনি **"ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র"** নামে পরিচিত তাঁদের সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত পূর্নাঙ্গ গ্রন্থও রয়েছে। এতদসত্তেও বর্তমানেকালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট সাধারন মুসলিমগণ, কতক নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণ কেন যেন বাঁকা পথে হেটে চলছেন এবং "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সম্মাণিত ইমামগণের সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর এবং **"ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র"** নামে পরিচিত তাঁদের সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত পূর্নাঙ্গ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মতের বিরোধিতায় কবুতরের ন্যয় বাকবাকুম করছেন আর বানরের মত লম্ফ-জম্প করছেন তা আমার বোধগম্য নয়। আমার মতে খুব সম্ভবত এর একমাত্র কারণ হল, এদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকা কাজ করছে এবং এদের মনে উর্ধতনদের না মানার মানসিকতা রয়েছে এবং Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) ও জৈষ্ঠতা না মানার বরং প্রত্যাখান করার প্রবনতাই লক্ষ্য করা গেছে ।

৩ নং বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাঃ

বর্তমানেকালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট সাধারন মুসলিমগণ, কতক নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের জানা উচিৎ যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংগৃহীত **বুখারী শরীফ , মুসলিম শরীফ , তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণ কেহই নিরঙ্কুশ

মুজতাহিদ **(**২৪০) না হওয়ায় তাঁরা "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামের >>যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)<< কোন না কোন এক জনের সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর এবং "**ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র**" নামে পরিচিত তাঁদের সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মতের উপর মুকাল্লিদ হয়েই আমল করেছেন। **এখন প্রশ্ন হল,** হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংগৃহীত **বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর সংকলন করার কি প্রয়োজন ছিল? **(**241**)**

---

(২৪০) সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণকে নিরঙ্কুশ মুজতাহিদ না বলার কারণ এই যে, **বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন** তথা (**اَلْفِقْهِى**) **জীবন গঠন** করার জন্য তাঁদের কোন একজনও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামের যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু) মত বিশেষকরে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার**(রাদিআল্লাহু আনহু) মত প্রত্যেকে এক একটি করে স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ সার্বজনীন "**ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র**" রচনা করে তাঁদের মস্তিস্কের গবেষণালব্ধ জ্ঞান দৃশ্যমান গ্রন্থে সংরক্ষণ করে রেখে যেতে পারেন নি। বরং শুধু তাঁদের জ্ঞান তাঁদের মস্তিস্কেই রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে এটা হয়ে যে, তাঁরা তাঁদের সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণ শুধু হাদিস শরীফই সংগ্রহ করে রেখে যাওয়ায়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে যাওয়ায় তাঁদের সংগৃহীত হাদিস শরীফের কোন কোনটি তাঁদের ১০০ বৎসরের পূর্বে আবির্ভূত সংকলকদের বিশেষকরে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামের যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু) মত সংকলকদের কোন একজন সংকলকের সংকলিত সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফের বিরোধী হওয়ায় মুসলিম সমাজে মতানৈক্য, মতবিরোধ ও অশান্তির দানা বেঁধে উঠেছে ও ঝগড়া-ফাসাদের সূত্রপাত তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান রয়ে গেছে।

(241 **) হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা,** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী) আর ইমাম বুখারীর(রাদিআল্লাহু আনহু) জন্ম-১৯৪ হিজরী, তা হলে **ইমাম বুখারী**(রাদিআল্লাহু আনহু) **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ১১৪ বৎসর পর, **ইমাম মুসলিমের**(রাদিআল্লাহু আনহু) জন্ম-২০৪ হিজরী, তা হলে **ইমাম মুসলিম**(রাদিআল্লাহু আনহু) **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ১২৪ বৎসর পর, **ইমাম নাসাইর**(রাদিআল্লাহু আনহু) জন্ম- ২১৫ হিজরী, তা হলে **ইমাম নাসাই**(রাদিআল্লাহু আনহু) **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ১৩৫ বৎসর পর, **ইমাম আবু দাউদের**(রাদিআল্লাহু আনহু)জন্ম- ২০২ হিজরী, তা হলে **ইমাম দাউদ**(রাদিআল্লাহু আনহু) **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ১২২ বৎসর পর, ইমাম তিরমিজির (রাদিআল্লাহু আনহু) জন্ম- ২০৯ হিজরী, তা হলে **ইমাম তিরমিজি**(রাদিআল্লাহু আনহু) **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ১২৯ বৎসর পর, **ইমাম ইবনু মাজাহর**(রাদিআল্লাহু আনহু) জন্ম- ২০৯ হিজরী, তা হলে **ইমাম ইবনু মাজাহ** (রাদিআল্লাহু আনহু) **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে ১২৯ বৎসর পর জন্ম গ্রহণ করেন । এখন দেখা যাচ্ছে যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংগৃহিত **১. বুখারী শরীফ ২. মুসলিম শরীফ ৩. তিরমিজি শরীফ ৪. আবু দাউদ শরীফ ৬. ইবনু মাজাহ শরীফ ৬. নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণ **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (তাবেঈ', রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে সকলেই কমপক্ষে ১০০ শত বৎসরেরও বেশী সময় পরে জন্ম গ্রহণ করেন। এতদিন তো সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণ সকলেই **আলামু আরওয়াহাতেই** (আত্মার জগতেই) ছিলেন, তাঁদের মার গর্ভে আসেন নি। তা হলে তাবেঈ'নদের যুগের পর ১০০ শত বৎসরের পরে জন্ম গ্রহণ করে তাবেঈ'নদের যুগের ১৫০ শত বৎসরের পরে **(আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর)** হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলো কিভাবে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ১৫০ শত বৎসরের পূর্বে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর চেয়ে অধিক সহীহ(বিশুদ্ধ- বিশুদ্ধ)ও উত্তম হল ? আসলে বাস্তবে তা নয়। তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁদের সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলো হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ১৫০ শত বৎসরের পূর্বে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর চেয়ে অধিক সহীহ(বিশুদ্ধ) ও উত্তম হবে না, হতে পারে না ।

মনে রাখবেন, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণের পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম মানুষতো হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের উপর ভিত্তিকরেই হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু)ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সম্মানিত ইমামগণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে **আল ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সম্পাদন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর উপরোক্ত **ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্রে বর্ণিত** আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মত অনুসারেই "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধারণ মুসলিমগণ ও মুসলিম উলামাকেরামগণ তাদের বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন পচিলানা ও গঠন করেছিলেন এবং বিচারালয়ের বিচারকগণও বিচার কার্য পরিচালনা করেছিলেন। তা হলে কি দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম মানুষেরা বা মুসলিম উলামাকেরামগন এবং বিচারালয়ের বিচারকগণ ভুলের উপর চলেছিলেন ?

এরূপ মনে করা বিকৃত মস্তিস্কেরই কাজ ও ধারণা। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এরূপ ভুল ধারণা থেকে সরে আসার তাওফিক দিন।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর সংকলন করার যদি প্রয়োজনই হয় তা হলে সংকলিত এই ছয়টি হাদিস শরীফের কিতাবসমূহ কি "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সুবিন্যস্ত নিম্নে অথবা অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থের চেয়েও সহীহ (বিশুদ্ধ) ও উত্তম?

এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ কোন অবস্থাতেই হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সুবিন্যস্ত নিম্নে অথবা অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থের চেয়েও সহীহ (বিশুদ্ধ) ও উত্তম নহে।

সংকলকদের নামসহ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সুবিন্যস্ত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থের তালিকাঃ

১. কিতাবুল আছার লি আবিহানিফা অথবা **মুসনাদু-** ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি ।

২. মোআত্তা- ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩-১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি

৩.কিতাবুল যুহদ -আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮১ হিজরী

৪. জামে' সুফিয়ান সাওরী-জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-০০০ হিজরী ।

৫. মুয়াত্তা - ইমাম মুহাম্মদ (মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী), জন্ম-১৩২ হিজরী, ইন্তিকাল-১৮৯ হিজরী ।

৬. মুসনাদু - আবু দাউদ তায়ালাসী, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী ।

৭.মুছান্নাফু - আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৮. মুছান্নাফু- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি ।

৯.মুসনাদু- ইমাম শাফিয়ী ও **১০.** তাঁর ফিকহী (**اَلْفِقْهِى**) পদ্ধতিতে লিখিত **"কিতাবুল উম্মি"** , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০-২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন ।

১১. মুসনাদুল হুমাইদি-প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আল যুবাইর আল করশি, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫৮-২১৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ২০৬২ টি,

১২. মুসান্নাফু - লাইছ ইবনু সায়াদ, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৫ হিজরী

১৩. মুসান্নাফু-সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, জন্ম-০০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৯৮ হিজরী

১৪. মুসনাদু- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন। **১৫..সুনানু দারেমি-** প্রণেতার নাম-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি।)

১৬.মুসনাদু আবি আওয়ানাহ- প্রণেতার নাম-ইয়াকুব বিন ইসহাক আসফারাঈ, জন্ম-ইনতিকালঃ ০০-৩১২ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫১ টি।) অরো কিছু হাদিস শরীফের সংকলিত ও লিখিত কিতাবসমূহ রয়েছে। তবে, সেগুলোর অস্তিত্ব খুবই কম। (২৪২) এতক্ষণ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সংকলিত **হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের মধ্যকার তুলনামূলক পর্যালোচনা** সমাপ্ত হল। নিম্নে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ও হিজরী তৃতীয়

([242]) উপর বর্ণিত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থ ছাড়াও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবেঈ-তাবেঈ'নদের আরো কতগুলো গ্রন্থের নামের তালিকা ৩১০ পৃষ্ঠা দেখুন ।

শতাব্দীর সংকলিত **হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের সংকলকদের মধ্যকার তুলনামূলক পর্যালোচনা** শুরু হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের সংকলকদের মধ্যকার তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ

"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর সংকলকগণ সকলেই বিশেষকরে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন -**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা,** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু) হচ্ছেন হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের **তাবেঈ'ন বা তাবে'-তাবেঈ'ন পদবীযুক্ত সংকলক** এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর সংকলকগণ যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইমাম নাসাই হচ্ছেন হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের **সাধারণ মুসলিম পদবীযুক্ত সংকলক**।
"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর পরও **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট সাধারন মুসলিমগণ, উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণও হিজরী নবম, দশম শতাব্দী পর্যন্ত হাদিস শরীফ সংকলন করে হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ রচনা করে গেছেন। অন্যদিকে বিকৃত মস্তিস্কসম্পন্ন কতক**"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "**অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও কতক নিকৃষ্ট সাধারণ আলিম-উলামাগণ জাল বা বানোয়াট হাদিস নামে কিছু গ্রন্থ রচনা করে চলছেন।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট সাধারণ আলিম-উলামাগনের কতক পথভ্রষ্ট এমনও রয়েছেন যারা **"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমামগণের এমনকি প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামের যেমন -**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা,** (তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু) বিশেষকরে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার**(তাবেঈ' রাদিআল্লাহু আনহু)প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের পূর্ণ অনুসারী না হওয়ায় **بِدْعَةٌ (বিদআ'ত) ও شِرْكٌ (শিরকের)** সংজ্ঞা না জেনে মুর্খতার সাথে বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে যে কোন নতুন বিষয় ,কাজ ও ব্যাপারকে এটা **بِدْعَةٌ (বিদআ'ত),** ওটা **بِدْعَةٌ (বিদআ'ত)** বলে বেড়াচ্ছে । **যাহোক**
এখন প্রথমেই প্রশ্ন হচ্ছে -------------------------------------
১. হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের তাবেঈ'ন পদবীযুক্ত সংকলকগণ উত্তম বা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন না হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের তাবে'-তাবেঈ'ন পদবীযুক্ত সংকলকগণ উত্তম বা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন?
২. হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের তাবে'-তাবেঈ'ন পদবীযুক্ত সংকলকগণ উত্তম বা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন না হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের সাধারণ মুসলিম পদবীযুক্ত সংকলকগণ উত্তম বা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন?
হাঁ! যদি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলো উপরে বর্ণিত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত ১৬টি হাদিস শরীফের গ্রন্থের চেয়ে সহীহ (বিশুদ্ধ) ও উত্তম না হয় অথবা **হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের সাধারণ মুসলিম পদবীযুক্ত সংকলকগণ হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের তাবে'-তাবেঈ'ন পদবীযুক্ত সংকলকগণের চেয়ে উত্তম বা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন** না হয় তা হলে অনুসরনের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধারাবাহিকতা অনুসরণে পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের **সংকলিত সুবিন্যস্ত (উপরে বর্ণিত কম্পক্ষে ১৩টি) হাদিস শরীফের**

গ্রন্থের অনুসরণ করবেন(Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতা রক্ষা করবেন)। এটাই নিয়ম। এই নিয়ম মানতে হলে ধারাবাহিকতা অনুসরণে সর্বাগ্রে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সুবিন্যস্ত ১৬টি হাদিস শরীফের কিতাব মানতে হবে এবং "**ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র**" নামে পরিচিত তাঁদেরই সংকলিত বিভিন্ন শিরোনাম ও ফিকহী অধ্যায়, উপ-অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সজ্জিত সুবিন্যস্ত পূর্নাঙ্গ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মতের অনুসরণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা, ফাসাদ, অশান্তিসহ নানাবিধ মন্দ ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে। তা ছড়া, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, হিজরী প্রথম ও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভুত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামের যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু) সংকলিত কিতাবসমূহের চেয়েও কি তাঁদের একশত পঞ্চাশ **(১৫০)** বছর পর এবং **আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ ও সাহবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ এবং তাবঈ'নদের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগ পেড়িয়ে কয়েক হিজরী শতাব্দীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ২৫০ বৎসর পর** হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে ভিনদেশে- পূর্বরাশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেমন-বুখারা, নিশাপুর, সিজিস্থান, নাসাই, তিরমিজি ও কাযবিন নামক স্থানে জন্ম গ্রহনকারী সংকলকদের সংকলিত কিতাসমূহ বেশী (বিশুদ্ধ) ও উত্তম ? না, কোন অবস্থাতেই বেশী (বিশুদ্ধ) ও উত্তম হবে না বা বেশী (বিশুদ্ধ) ও উত্তম হতে পারে না। যদি তা না হয় তা হলে (Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতা রক্ষার্থে)আমাদেরকে ভুল থেকে সরে আসতে হবে এবং প্রথম ও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভুত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামের যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু) সংকলিত **সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের কিতাব** বা **গ্রন্থসমূহের** এবং "**ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র**" নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আইন, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, রায় ও মতের অনুসরণ করতে হবে বা অনুসরণ করা লাগবে। তবেই মুক্তি।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভুত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের**(রাদিআল্লাহু আনহু) মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর মেহেরবাণীতে একদিকে যেমন **সুবিন্যস্ত হাদিস শরীফের কিতাব** বা **গ্রন্থসমূহ** সংকলন করে রেখেছেন অপরদিকে "**ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র**" নামে সুবিন্যস্ত সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ কিতাবও রেখে গেছেন। উপরে বর্ণিত প্রথম ও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভুত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন সম্মাণিত ইমাম যদি (আল্লাহ না করুন) "**ফিকহ (اَلْفِقْهُ)** তথা **আইন শাস্ত্র**" নামে সুবিন্যস্ত সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ কিতাবের মত বড় অবদান বা বড় কাজটি না করে যেতেন তা হলে কি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত অল্পসংখ্যক হাদিস শরীফের মাধ্যমে মুসলিম মানুষ সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেত ? না পেতনা, সকল প্রয়োজন মিটত? না, মিটত না। বরং প্রতি মূহূর্তেই নানাহ সমস্যার সম্মুখীন হত। মহান আল্লাহ তাআ'লা হিজরী প্রথম ও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু) মত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমামকে বিশেষকরে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফাকে** (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাদের জন্য **মহাঅনুগ্রহ** হিসেবেই প্রেরণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

সিদ্ধান্তঃ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত কোন একটি হাদিস শরীফ যদি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত কোন একটি হাদিস শরীফের বিরোধী না হয় তা হলে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফের উপর আমল করা যাবে। আর যদি বিরোধী হয় তা হলে তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত বিরোধী হাদিস শরীফখানার উপর আমল করা যাবে না। বরং আমল ত্যাগ করতে হবে। তবে হা! হাদিস শরীফ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং হাদিস শরীফ সম্পর্কে শুধু নিছক জ্ঞানার্জন ও বরকতের জন্য যদি সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলো সংকলন করা হয়ে থাকে তবে কতই না উত্তম। অন্যথায় উত্তম নহে।

সার্বজনীন প্রচলিত চার মাযহাবের সম্মাণিত চার ইমামের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

হানাফী ফিকহ (হানাফী মাযহাব)

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার (রাদিআল্লাহু অনহু) মতামত, রায় এবং ফতওয়া ও ফতওয়ার উত্তরসমূহের সমষ্টির নামকে হানাফী মাযহাব বলে।

হানাফী মাযহাবের ইমামের উপনামটিই মুসলিম বিশ্বে পরিচয় হয়ে আছে। আর তা হচ্ছে- আবু হানিফা। তিনি ইমাম আযম নামে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে নো'মান বিন সাবিত। তাঁর নসবনামা হচ্ছে নু'মান বিন সাবিত বিন যাওতী বিন মাহ।তাঁর মাহ পারস্যের একজন নগরাধিপতি ছিলেন। তাঁর পিতামহ যাওতী বিন মাহ হযরত আলীর (রাদিআল্লাহ আনহু)খিলাফতকালে ইসলাম গ্রগণ করেন বা ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম নু'মান রাখা হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজ দেশ হতে হিজরত করে তিনি ইরাকের কুফা নগরীতে হযরত আলীর (রাদিআল্লাহ আনহু)দরবারে হাজির হন এবং নিজের অল্প শিশু সন্তান সাবিতের জন্য দুআ' প্রার্থনা করেন। হযরত আলী (রাদিআল্লাহ আনহু)ও তাঁর জন্য দুআ' করেন। **(হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু অনহু)সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৬৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)**

সাবিত বড় হয়ে রেশমী কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ৮০ হিজরীতে ৪৫ বৎসর বয়সে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। দাদার নামানুসারে উক্ত সন্তানের নাম নু'মান রাখা হয়। এই পুত্র সন্তান বড় হয়ে পিতার ব্যবসায় আত্ননিয়োগ করেন এবং এতে অনেক উন্নতি করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন নগর ও বন্দরে নিজের ব্যবসাকেন্দ্র ও কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। সে যুগে তাঁর সমকক্ষ ধনী খুব কমই ছিল। বিদ্যা-বুদ্ধি এবং জ্ঞানেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। তাই, দেশের আলিম-উলামা ও জনসাধারণ তাঁকে ইমামে আযম তথা শ্রেষ্ঠ নেতা উপাধিতে ভুষিত করেন।

তের বৎসর বয়সে হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু অনহু) তাঁর পিতার সাথে আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার খাদিম হযরত আনাস(রাদিআল্লাহু আনহু)র নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু কুফা বাসীদের মধ্যে বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হাদিস শরীফ শিক্ষার নিয়ম ছিলনা বিধায় হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু অনহু) তাঁর নিকট হতে কোন হাদিস শরীফ শিক্ষা করতে পারেন নি। তাই, পবিত্র কুরআনের জ্ঞানে গভীর জ্ঞান অর্জনের পর হাদিস শরীফ শিক্ষা করতে মনোনিবেশ করেন। সে উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম কুফা নগরীর তাবেঈ' হযরত **আমির ইবনু শরাহীল শাবী** (সংক্ষিপ্তভাবে আমির আশ-শাবীর (রাদিআল্লাহু আনহু)নিকট গিয়ে তাঁকে হাদিস শরীফের প্রধান উস্তাদ হিসেবে তাঁর থেকে হাদিস শরীফ ও ফিকহর ইলম শিক্ষা লাভে ধন্য হতে পেরেছেন। মক্কা ([২৪৩]) ও মদীনা শরীফের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আতা ইবনু আবি রাবাহ, ইকরামা, সালেম বিন আব্দুল্লাহ এবং সোলায়মান রাদিআল্লাহু আনহুমসহ আরো অনেক তাবেঈ'(উপরে বর্ণিত) থেকে বিশেষভাবে হাদিস শরীফ অধ্যয়ন করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হাদিস শামেত্র অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর তিনি ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। জন্মগতভাবে ফিকহী প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু অনহু)প্রথমে ফিকহ শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম তাবেঈ' হযরত হাম্মাদ বিন সোলায়মান রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে চার সহস্র উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করে ফিকহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি ও গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন।

মালিকী ফিকহ (মালিকী মাযহাব)

হযরত ইমাম মালিকের (রাদিআল্লাহু অনহু) মতামত, রায় এবং ফতওয়া ও ফতওয়ার উত্তরসমূহের সমষ্টির নামকে মালিকী মাযহাব বলে।

([২৪৩]) হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা(রাদিআল্লাহু অনহু) ইলমু দ্বীন অর্জনের জন্য দশবার বসরাতে ইলমী সফর করেছেন, একাধারে ছয় বছর (১৩০-১৩৬ হিজরী পর্যন্ত)মক্কা শরীফে অবস্থান করেছেন। সেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু অনহু) এর শিশ্যগণ থেকে এবং মদীনা শরীফে হযরত উমর(রাদিআল্লাহু অনহু) এর শিশ্যগণ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাছাড়া, মদীনা শরীফে আহলু বাইতের নিকট থেকেও ইলম হাসিল করেছেন। তম্মধ্যে হযরত যায়িদ বিন সাবিত, ইমাম যায়নুল আবেদীন, ইমাম মুহাম্মদ বাকির, ইমাম জাফর সাদিক ও মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান(রাদিআল্লাহু অনহুম) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালিকী মাযহাবের স্বনামধন্য ইমামের নাম হচ্ছে মালিক বিন আনাস। তাঁর নসবনামা হচ্ছে মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবি আমের। তাঁর বংশানুক্রমিক ধারা ইয়ামনী গোত্র যী আসবাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত ইমাম মালিকের (রাদিআল্লাহু আনহু) পূর্বপুরুষদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি ইয়ামন হতে মদীনায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রপিতামহ হযরত আবু আমের (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহবী ছিলেন। তিনি একমাত্র **"বদর যুদ্ধ"** ব্যতীত সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইমাম মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই বিদ্যা-শিক্ষা করেন। তাঁর হাদিস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন মদীনা শরীফের তাবেঈ হাদিসবিদ ও ফকীহগণ। তাঁদের নাম নিম্নে ফুটনোটে সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ উল্লেখ করা হলো (২৪৪)। বর্ণিত তাবেঈনগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শামত্র ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উভয় বিষয়েই বেশ পান্ডিত্য অর্জন করেন। হযরত ইমাম মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) হাদিস শাস্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। তাঁর রচিত "মোয়াত্তা ইমাম মালিক" নামে গ্রন্থখানা হাদিস শরীফের জগতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি হিযাযের ফকীহ রবীয়াতুর রায়ের(রাদিআল্লাহু আনহু) নিকট ফিকহ তথা আইন শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু তিনি ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রে কোন কিতাব বা গ্রন্থ লিখে যাননি। তবে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষকতা ও ফতওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর শিষ্য ও ছাত্রগণ তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া ও উদ্ভবিত উত্তরসমূহ একত্রিভুত করে একটি সংকলন বের করেন। এই সংকলনের নামই **"ফিকহু মালিকী"** নামে অভিহিত। তাঁর মাযহাব আফ্রিকা ও স্পেনে এবং কিছুটা মিশরে প্রচলিত আছে। হযরত ইমাম মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) সারাটা জীবন ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ১৭৯ হিজরী সালে ৭৬ বৎসর বয়সে মদীনা শরীফেই ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থরাজিঃ

হযরত ইমাম মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে কোন কিতাব বা গ্রন্থ লিখে যাননি। কিন্তু হাদিস শরীফে "**مُوَطَّا** (মোয়াত্তা)" নামে একটি হাদিস শরীফের একটি কিতাব বা গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তবে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষকতা ও ফতওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর শিষ্য ও ছাত্রগণ তম্মধ্যে বিশেষকরে-------------**১.** সাহনুন নামে একজন ছাত্র তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া ও উদ্ভবিত উত্তরসমূহ একত্রিভুত করে একটি সংকলন বের করেন। এই সংকলনের নামই **"ফিকহু মালিকী"** নামে অভিহিত।

২. ইবনু আব্দুল হিকাম মালিকী **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রের উপর তিনখানা কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা হচ্ছে—

ক. مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ (মুখতাসারুন কবিরঃ)- এতে ১৮ হাজার মাসআলা রয়েছে।
খ. مُخْتَصَرٌ أَوْسَطُ মুখতাসারুন আওসাতঃ) - এতে ১৪ হাজার মাসআলা রয়েছে।
গ. مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ (মুখতাসারুন সগীরঃ) - এতে ১৮ হাজার মাসআলা রয়েছে।

শাফিঈ' ফিকহ (শাফীঈ' মাযহাব)

(ফুটনোট ২৪৪) **১.** হযরত আব্দুল্লাহ বিন হরমুজ (রাদিআল্লাহু আনহু)
২. হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব যুহরী (রাদিআল্লাহু আনহু) । তিনি আমিরে হাদিস ছিলেন। তিনি হযরত ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
৩. হযরত নাফে' (রাদিআল্লাহু আনহু) । তিনি হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। তিনি হযরত ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু আনহু), হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন এবং মিশরের মুআল্লিম ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
৪. হযরত আবুল যিনাদ আব্দুল্লাহ বিন যাকওয়ান (রাদিআল্লাহু আনহু) । হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রমুখ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। তিনি আমিরে হাদিস শরীফ ও উচ্চস্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি ১৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
৫. হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) । হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রমুখ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। তিনি ১৪৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
৬.

হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) মতামত, রায় এবং ফতওয়া ও ফতওয়ার উত্তরসমূহের সমষ্টির নামকে শাফীঈ' মাযহাব বলে।

শাফিঈ' মাযহাবের স্বনামধন্য ইমামের নাম হচ্ছে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস ইবনু উসমান ইবনু শাফীঈ' আশশাফীঈ' আল-মতলবী। তাঁর পুর্বপুরুষ আব্দুল মান্নাফ আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্থ পুরুষ ছিলেন। হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) মাতা ছিলেন উম্মুল হাসান বিনতি হামযা ইবনু কাসেম ইবনু ইয়াযিদ ইবনু ইমাম হাসান(রাদিআল্লাহু অনহু)। হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) আসকালান প্রদেশের ফিলিস্তিনের গাজাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। দুই বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান এবং মাতাই তাঁকে লালন-পালন করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ ও **مُوَطَّا**(মোয়াত্তা) মুখস্ত করেন। অতপর মক্কা শরীফে গিয়ে খোনকার ফকীহ মুসলিম ইবনু খালিদ যানজীর(রাদিআল্লাহু অনহু) নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। পনের বৎসর বয়সে তাঁর উস্তাদ তাঁকে ফতওয়া দানের অনুমতি দেন কিন্তু তিনি উস্তাদের সার্টিফিকেট নিয়ে হযরত ইমাম মালিকের (রাদিআল্লাহু অনহু)দরবারে হাযির হন। তিনি তাঁকে **مُوَطَّا**(মোয়াত্তা) পড়ে শোনান এবং তাঁর নিকট ফিকহও শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি আরো ৮১ জন মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদিস শরীফ শ্রবন করেন। ১৮৪ হিজরীতে ইরাকে গমন করে হানাফী ফিকহ, মালিকী ফিকহ ও মুহাদ্দিসীনের মতামত ও নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করে ত্রিমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) ১৯৫ হিজরী সনে ইরাকে থাককালীন সময়ে হানাফী ফিকহ ও মুহাদ্দিসীনের মতামতের সমন্বয়ের ভিত্তিতে মধ্যপন্থী ফিকহ সম্পাদন করেছেন। তিনি সে মতে কিতাব রচনা করে লোকজনকে শিক্ষা দেন ও ফতওয়া প্রদান করেন। ইরাকে থাককালীন সময়ে তাঁর সম্পাদিত ফিকহ হচ্ছে **مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ**(মাযহাবুন কাদীমুন) তথা পুরাতন মাযহাব। **مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ**(মাযহাবুন কাদীমুন) তথা পুরাতন মাযহাবে হানাফী মাযহাবের প্রধান্য পরিলক্ষিত হয়। **مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ**(মাযহাবুন কাদীমুন) তথা পুরাতন মাযহাব প্রবর্তনের পর হযরত ইমাম শাফিঈ'(রাদিআল্লাহু অনহু)মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরীতে হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) পুনরায় ইরাকে গমন করে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিশর চলে যান। মিশরে মালিকী মাযহাবের অধিক প্রচলন ছিল। হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) মিশরী আলিমদের সামনে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। মিশরী মতবাদ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু)ফিকহী চিন্তাধারা ও ইজতিহাদেও কিছু পবির্তন আসল এবং তিনি তাঁর ইরাকী ফিকহের কিছু পরিবর্তন করে নতুন মিশরী ফিকহ মতে কিতাব রচনা করেন। এ হচ্ছে হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) **مَذْهَبٌ جَدِيْدٌ**(মাযহাবুন জাদিদুন) তথা নতুন মাযহাব। **مَذْهَبٌ جَدِيْدٌ**(মাযহাবুন জাদিদুন) তথা নতুন মাযহাবে মালিকী মাযহাবের প্রধান্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) হানাফী ও মালিকী ফিকহকে নিজ পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ছাঁচে ফেলে এবং ওগুলোর সাথে হাদিস শরীফের সামঞ্জস্য বিধান করে একটিকে অপরটির উপর প্রধান্য দিয়ে নিজের নতুন ফিকহ রচনা করেছেন যা **مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ**(মাযহাবুন কাদীমুন) তথা পুরাতন মাযহাব ও **مَذْهَبٌ جَدِيْدٌ**(মাযহাবুন জাদিদুন) তথা নতুন মাযহাব নামে দুভাবে বিভক্ত।

তাঁর প্রচলনকৃত মাযহাব শাফিঈ' মাযহাব নামে অভিহিত। তাঁর নিজের ও শিশ্যগণের প্রচেষ্টায় তাঁর মাযহাবের ব্যাপক প্রসার সাধিত হয়। বিশেষকরে মিশরে তাঁর মাযহাব বেশ গ্রহণীয় হয়। হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) ১৯৮ হিজরী থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বৎসর মিশরেই অবস্থান করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মিশরেই ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থরাজিঃ

হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) প্রণীত কিতাবসমূহের নাম দেওয়া হলো।

১. رِسَالَةٌ فِى أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ (রিসালাতুন ফি আদিল্লাতিল আহকাম) **২.كِتَابُ الْأُمِّ** কিতাবুল উম্মি **৩. اخْتِلَافُ الْحَدِيْثِ**ইখতিলাফুল হাদিস

হযরত ইমাম শাফিঈ'র (রাদিআল্লাহু অনহু) শিশ্যদের মধ্যে অনেকেই শাফীঈ' ফিকরহর উপর বিভিন্ন কিতাব লিখেছেন।

হুরমুলাহ ইবনু ইয়াহইয়ার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) গ্রন্থরাজিও খুব বিখ্যাত।

বুয়ুতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) ও مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ(মুখতাসারু সগীর) নামে দুখানি কিতাব লিখেছেন। মযনীও(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) ও مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ(মুখতাসারু সগীর) নামে দুখানি কিতাব লিখেছেন। মযনীর(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) ও مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ(মুখতাসারু সগীর) নামে দুখানি কিতাব খুবই বিখ্যাত। বর্তমানে শাফী মতালম্বিগণ مُخْتَصَرٌ كَبِيْرٌ(মুখতাসারু কবীর) অনুযায়ী আমল করেন না।

হাম্বলী ফিকহ (হাম্বলী মাযহাব)

হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রাদিআল্লাহু অনহু) মতামত, রায় এবং ফতওয়া ও ফতওয়ার উত্তরসমূহের সমষ্টির নামকে হাম্বলী মাযহাব বলে।

হাম্বলী মাযহাবের স্বনামধন্য ইমামের নাম হচ্ছে আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল বিন হেলার যিহলী আল-মরূযী। তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। দুবৎসর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর মা তাঁকে লালন-পালন করেন।

শিক্ষা-দীক্ষাঃ ছোট বয়সেই তিনি হযরত আবু ইউসুফ(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)এর মজলিসে যেতে আরম্ভ করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হাদিস শরীফের জ্ঞান অর্জন শুরু করেন। হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু অনহু) ১৮৭ হিজরীতে সর্বপ্রথম মক্কা শরীফে এসে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদিস শরীফ শ্রবন করেন। ১৯৬ হিজরীতে পুনরায় মক্কা শরীফে এসে খোনে তিন বৎসর অবস্থান করে মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদিস শরীফ শ্রবন করেন। তারপর, তিনি ইয়ামন গিয়ে হযরত আব্দুর রাজ্জাক (রাদিআল্লাহু অনহু) এর নিকট হতে হাদিস শরীফ শ্রবন করেন। হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু অনহু) ১৮৪ হিজরীতে ইরাকে আগমন করলে হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু অনহু) তাঁর থেকে ফিকহ শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। এই সময়েই তিনি ফিকহ গবেষণার নিজস্ব ধারা প্রচলন করেন। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যদিও তাঁকে ফকীহ অপেক্ষা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য করা হতো তথাপি কিন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব ফিকহ অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন।

ফিতনাও বিপর্যয়ঃ ২১২ হিজরীতে خَلْقُ قُرْآنٍ(খলকু কুরআন) তথা কুরআনের সৃষ্টি নিয়ে মু'তাযিলী আকীদার উলামাদের সাথে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)বদ্ধ উলামাগণের ঝগড়া শরু হয়।তখন সে সময়ে রষ্ট্রের খলিফা ছিলেন মামুন। তখন রাষ্ট্রের قَاضِىُ الْقُضَاةِ কাযিউল কুযাত তথা প্রধান বিচার পতি ছিলেন أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)বদ্ধ মুহাদ্দিস শেখ ইয়াহইয়া ইবনু অকতাম(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। আব্বাসীয় খলিফা মামুন মুহাদ্দিস শেখ ইয়াহইয়া ইবনু অকতামকে(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) قَاضِىُ الْقُضَاةِ কাযিউল কুযাত তথা প্রধান বিচার পতির পদ হতে বরখাস্ত করে আহমাদ ইবনু দাউদ মু'তাযিলীকে قَاضِىُ الْقُضَاةِ কাযিউল কুযাত তথা প্রধান বিচার পতি পদে নিয়োগ করেন। মু'তাযিলীদের عَقِيْدَةٌ(আকীদা) তথা ধর্ম বিশ্বাস অনযায়ী কুরআন হচ্ছে مَخْلُوْقٌ (মাখলুক) তথা সৃষ্ট বস্তু। অতএব, কুরআন হচ্ছে নশ্বর। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসীন ও সাথে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উলামাগণের عَقِيْدَةٌ(আকীদা) তথা ধর্ম বিশ্বাস অনযায়ী কুরআন হচ্ছে আল্লাহরই কালাম যা তাঁর জাতি গুণ এবং তা قَدِيْمٌ(কাদীমুন) তথা অবিনশ্বর। আব্বাসীয় খলিফা মামুন গোঁড়া মু'তাযিলী عَقِيْدَةٌ(আকীদা) তথা ধর্ম বিশ্বাসের লোক ছিলেন বিধায় তিনি মুহাদ্দিসীনগণের নিকট থেকে خَلْقُ قُرْآنٍ(খলকু কুরআন) তথা কুরআন সৃষ্ট বস্তু হওয়ার বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করতে প্রদেশসমূহে নির্দেশ প্রদান করেন। বাগদাদের أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)বদ্ধ উলামাগণ উহার বিরোধিতা করেন। থেকে خَلْقُ قُرْآنٍ(খলকু কুরআন) তথা কুরআন সৃষ্ট বস্তু হওয়ার অস্বীকারকারী সাতজন প্রবীনতম মুহাদ্দিসকে আব্বাসীয় খলিফা মামুন ডেকে পাঠান। সেই সাতজনের মধ্যে হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও(রাদিআল্লাহু অনহু) ছিলেন। সাতজনের মধ্যে ছয়জন ভয়ে স্বীকার করে ফেলেন অথবা কো-না কোন বাহানা করে কেটে পড়েন। কিন্তু হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু অনহু) প্রকশ্যে অস্বীকার করেন। এর ফলে তাঁকে গ্রেফ্তার করা হয়। আব্বাসীয় খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর মু'তাসিম বিল্লাহ খলিফা হন। খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর সময়ে কয়েদখানায় হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রাদিআল্লাহু অনহু) উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু হয় এমনকি তাঁকে বেত্রঘাত করা হয়। অবশেষে তিনি মুক্তি পান। অতপর হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু অনহু) পুনরায় শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন।

২২৭ হিজরীতে ওয়াসিক বিল্লাহ খলিফা হন। তার সময়েও এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুহাদ্দিসীনগণের উপর অত্যাচার চালানো হয়। ২৩১ হিজরীতে হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে (রাদিআল্লাহু অনহু) তাঁর শিক্ষাদান কার্য বন্ধ করে দিতে হয়। ২৩২ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ খলিফা হন। তিনি মুহাদ্দিসীনগণের অনুরূপ **عَقِيْدَةٌ**(আকীদা) তথা ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করতেন। তাই, তাঁর খিলাফত কালে মুহাদ্দিসীনগণ নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করেন।খলিফা ইমাম হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রাদিআল্লাহু অনহু) প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করতেন। ৩৪১ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু অনহু) ৭৭ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থরাজিঃ

হযরত **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু) **فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে কোন কিতাব বা গ্রন্থ লিখে যাননি। তবে তিনি হাদিস শরীফে **"মুসনাদ"** নামে একটি কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত মুসনাদ খানা **"মুসনাদু আহমাদ শরীফ"** হিসেবে পচিত। তাছাড়া, তিনি তিনখানা উসুলের কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা হচ্ছে—

১. كِتَابُ طَاعَةِ الرَّسُوْلِ (কিতাবু তআ'তির রাসুল) ২. كِتَابُ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوْخِ (কিতাবুন্নাসিখ ওয়াল মানসুখ)
৩. كِتَابُ الْإِيْلَالِ (কিতাবুল ইলাল)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রাদিআল্লাহু আনহু) শিশ্য বা ছাত্রদের মধ্যে-------------**১.** আসরম **كِتَابُ السُّنَنِ** **(কিতাবুস সুনান)** লিখেছেন। **২.**
মরূযী শাওয়াহিদিল হাদিসের সাথে **كِتَابُ السُّنَنِ** **(কিতাবুস সুনান)** লিখেছেন।
৩. ইবনু রাহুআহ ফিকহ বিষয়ে **كِتَابُ السُّنَنِ (কিতাবুস সুনান)** লিখেছেন।

তৃতীয় শতাব্দীর সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

১.বুখারী শরীফ> সংকলকের নামঃ- ইমাম বুখারী (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম-মুহাম্মদ পিতার নাম-ইসমাঈল, **বংশ-পরম্পরাঃ**আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইবরাহিম ইবনু মুগীরা ইবনু বারদিযবাহ অঅ-যু'ফী আল-বুখারী। জন্মঃ- ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল, জুমআর নামাজের পর তাজাকিস্তানের সমরকন্দ হতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বুখারা নগরীতে জন্ম গ্রহন করেন, ইন্তিকালঃ-২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল, ঈদুল ফিতরের রাত্রে ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর বলসে খরতঙ্গ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ- তাকরারসহ ৭৩৯৭, তাকরার বাদ মাত্র ২৭৬১।
২. মুসলিম শরীফ > সংকলকের নামঃ-ইমাম মুসলিম (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম- মুসলিম পিতার নাম- হাজ্জাজ, **বংশ-পরম্পরাঃ**আবুল হুসাইন আসাকিরুদ্দিন ইবনু মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ইবনু মুসলিম ইবনু ওয়ারদ ইবনু কুশাদ আল-কুশাইরী নিশাপুরী। জন্মঃ – ২০৪ হিজরী খোরাসানের (বর্তমান ইরান) অন্তর্গত নিশাপুর নগরীতে জন্ম গ্রহন করেন, ইন্তিকালঃ-২৬১ হিজরীর ২৪ রজব রবিার আছর নামাজের পর নিশাপুরে ইন্তকাল করেন এবং পরদিন সোমবার নিশাপুরের নাসিরাবাদে তিনি সমাহিত হন। হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ-৪৪৮২।
৩. তিরমিজি শরীফ> সংকলকের নামঃ-ইমাম তিরমিজি, প্রকৃত নাম- মুহাম্মদ পিতার নাম- ইসা, **বংশ-পরম্পরাঃ**আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা ইবনু সাওরাহ ইবনু মুসা ইবনু যাহহাক আস-সুলামী আলবুগী আততিরমিযী। ২০৯ হিজরী সনে বর্তমান তাজাকিস্তানের অন্তর্গত আমু দরিয়ার তীরবর্তী তিরমিয নামক শহরে জন্ম গ্রহন করেন, ইন্তিকালঃ- ২৭৯ হিজরী সনের ১৩ রজব তিরমিয থেকে ১৮ মাইল দুরে "বুগ" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ-৩৮১২।

৪. আবু দাউদ শরীফ> সংকলকের নামঃ- ইমাম আবু দাউদ রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম- সুলায়মান পিতার নাম- আশআ'শ, **বংশ-পরম্পরাঃ**আবু দাউদ সুলায়মান ইবনু আশআ'শ ইবনু ইসহাক ইবনু বশীর ইবন সাদ্দাদ ইবনু ইমরান আল-আযাদী। জন্মঃ- প্রাচীন খোরাসানের (বর্তমান ইরান) অন্তর্গত সিজিস্তান নামহ স্থানে ২০২ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন, ইন্তিকালঃ- ২৫৫ হিজরীতে ৫৩ বছর বয়সে ১৬ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন বভেং বসরায় সুফিয়ান ছাওরীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ-৪৮০০।

৫. ইবনু মাজাহ শরীফ> সংকলকের নামঃ- ইমাম ইবনু মাজাহ (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম-মুহাম্মদ পিতার নাম- ইয়যীদ, **বংশ-পরম্পরাঃ**আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ, আর-রিবয়ী আল কাযবিনী। জন্মঃ- ২০৯ হিজরী ইরানের প্রসিদ্ধ শহর কাযবিনে জন্ম গ্রহন করেন, ইন্তিকালঃ- ২৭৩ হিজরীর রমজান মাসের ২২ তারিখে রবিবার দিন ইনিকাল করেন এবং সোমবার দিন সেখানেই সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ- ৪৩৩৮।

৬. নাসা্ই শরীফ> সংকলকের নামঃ-ইমাম নাসাই (রাদিআল্লাহু আনহু), প্রকৃত নাম-আহমাদ পিতার নাম-শুয়াইব, **বংশ-পরম্পরাঃ**আবু আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনু সিনান ইবনু বাহর ইবনু দীনার আন-নাসায়ী। জন্মঃ ২১৪ হিজরী খোরাসানের (বর্তমান ইরান) অন্তর্গত নাসা নগরীতে জন্ম গ্রহন করেন, ইন্তিকালঃ-৩০৩ হিজরীর ১৩ সফর সোমবার মক্কা নগরীতে মতান্তরে রামলা নামক স্থানে ইনিকাল করেন এবং মক্কা নগরীর সাফা-মারওযার মাঝখানে তাকে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যাঃ-৪৪৮২।

اَلْفِقْهُ (আল ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ (প্রথম ধাপ)

সুচনাঃ এতক্ষণ আমি **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ (আল-হাদিস শরীফ)** ও **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র** বিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করনের সময়কাল ও ক্রমধারা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

اَلْفِقْهُ (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে এ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক আলোচনা করে নিব। এটা এ জন্য যে, আনুষঙ্গিক আলোচনাটি ভাল করে বুঝতে পারলে **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করা অতি সহজ হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক আলোচনাঃ

>>Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারার বর্ননা

এই পরিচ্ছেদে সর্বপ্রথম Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তারপর, اَلْفِقْهُ (আল ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

সম্মাণিত পাঠকবর্গদের মধ্যে যারা এই গ্রন্থটির প্রথম দিকের সুচিপত্রগুলোতে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী' সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনাটি-পৃষ্ঠা নং-২০-৯৭ পর্যন্ত) এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ) সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফের মাধ্যমে আলোচনাটি-পৃষ্ঠা নং-(৯৮-১৭০ পর্যন্ত) অধ্যয়ন করেছেন তারা অবশ্যই ভাল করে বুঝতে পেরেছেন " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী' কি ও কেন এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দী (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহ) কি ও কেন । তথপিও পুনরায় এ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তিনটি হাদিস শরীফ এখানে নিম্নে উল্লেখ করব যাতে করে সম্মাণিত পাঠকবর্গ এ তিনটি হাদিস শরীফের আলোকে বুঝে নিতে পারবেন Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)

তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা কি ([২৪৫]), Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিকতার সময়সীমা, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা মানা-না মানার ফলাফল, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষার ও অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে কোন্ আলিমের ও ফকীহর (আইনবেত্তার) কথা মানতে হবে আর কো্ন্ আলিমের ও ফকীহর(আইনবেত্তার) কথা মানা যাবেনা। কারণ, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষা করা, অনুসরণ করা ও মানা হচ্ছে শৃঙ্খলা আর রক্ষা না করা, অনুসরণ না করা ও না মানা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। নিম্নে সেই তিনটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হল যার উপর ভিত্তি করে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা আলোচনা করা হবে। এ হাদিস শরীফগুলোর আলোচনার মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ জানতে পারবেন Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষা করা, অনুসরণ করা ও মানার গুরুত্ব কতখানি ও রক্ষা না করা, অনুসরণ না করা ও না মানার পরিণাম ফল কি।

১ নং হাদিস শরীফঃ

عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُم يَجِيءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "ـ(٣٣٣٦) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “সর্বোতকৃষ্ট লোক আমার যুগ (প্রথম শতাব্দী **[নবী ও সাহাবীগণের যুগ]**,তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী **[তাবেঈ’নদের যুগ]**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী **[তাবে’-তাবেঈ’নদের যুগ]**, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৬।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عن عمر بن الخطاب، قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم" خَيرُ قَرْنٍ اَلْقَرْنُ الَّذِي فِيْهِ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا" (٣٤٢٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “সর্বোতকৃষ্ট শতাব্দী যে শতাব্দীতে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী **(তাবেঈ’নদের যুগ)**, তারপর তৃতীয় শতাব্দী **(তাবে’-তাবেঈ’নদের যুগ),** তাপর চতুর্থ শতাব্দী, এ শতাব্দীর লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫।

৩ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَعْدَةَ بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا لَ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَـهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَـهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَـهُمْ، ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ" (٢١٤٣) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হজরত জা’দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: “সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী**(সাহাবীদের)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবেঈদের)**, তারপর পরবর্তী শতাব্দী **(তাবে’-তাবেঈনদের)**, তারপর পরবর্তী লোকেরা **(চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময় কালের লোকেরা)** সর্বনিকৃষ্ট, আল-আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফে প্রথমত পরপর তিনবার ثُمَّ (ছুম্মা) শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতগণকে Chain of Command-চেইন

([২৪৫]) (আনুগত্যের ধারাবাহিক পালাক্রম)>> আনুগত্যের ধারাবাহিক সংযোগ।

অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষার জন্য, মানার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার সময়য়সীমা (আনুগত্যের পালাক্রমের সময়সীমা) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিতার সময়সীমা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী' পর্যন্ত অব্যহত থাকবে।

উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষা করা ফরজ। কারণ, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষা করা হচ্ছে শৃঙ্খলা আর Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষা না করা ও না মানা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা যা ইসলাম ধর্মে হারাম।

উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম)তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী পর্যন্ত অব্যহত থাকবে এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** শুরু থেকেই অথবা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** পর ক্ষুন্ন হয়ে যাবে।

ফলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** আলিম নামধারী নিকৃষ্ট মুসলিমদের মধ্যে এমনকি সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেও Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা মানার প্রতি তেমন প্রবনতা, ঝোঁক ও মনোযোগ নেই বরং Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা উপেক্ষা করে যার যেমন মন চায় তেমনভাবেই ধর্মীয় কাজ করে যাচ্ছে, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা মানার তোয়াক্কা করছেনা।

অথচ তারাই আবার নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে, মাদরসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি, সেরকারি প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও বিভিন্ন চাকুরিস্থলে দায়িত্বরত অবস্থায় Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা মেনে চলছে, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা মানতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু স্বার্থবিহীন ধর্মীয় বিষয়গুলোতে তারা Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা মানছেনা।

কারণ, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট কল্যাণবিহীন, গুরুত্তহীন ও নিকৃষ্ট মুসলিম হিসেবে অভিহিত ও ঘোষিত হওয়ায় তারা Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা রক্ষা করবে না।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত আলিম নামধারী কতক নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ নিজেদের গোঁড়ামীর কারণে অথবা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদেরকে অধিক

পন্ডিত মনে করে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার (২৪৬) ধারবাহিক পালাক্রম রক্ষা করছেনা। এটা তাদের এক প্রকারের দুষ্টামী।

উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট কোন মুসলিম মানুষটির মর্যাদা ও মুল্য এবং গুরুত্ব আছে। উপরোক্ত তিনখানা হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদেরকে** (রাদিআল্লাহু আনহুম) সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে ঘোয়ণা দিয়েছেন এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষকে কল্যাণবিহীন, গুরুত্তহীন ও নিকৃষ্ট মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিন আখিরাতে **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) শেষ পরিণামফল ও অবস্থা সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরো বলেনঃ-------------------------------------

(ক) হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (١٤٣٩٤)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন: "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম **(সাহাবী)** দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও **(তাবেয়ঈ'ও)** দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে সেও **(তাবে'-তাবেঈ"নও)** দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

(খ) হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "طُوْبَى لِمَنْ رَآنِيْ ، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآني" ثَلاَثًا. (٦١٠٦)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিকের গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলেছেন: "সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে**(সাহাবী)**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ **(তাবেঈ")**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ **(তাবে'-তাবেঈ'ন)**"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১০৬।

উপরোক্ত দুখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে,"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীগণ, তাবেঈগণ, তাবে'-তাবেঈনগণ** (রাদিআল্লাহু আনহুম) জান্নাতী।

উপরোক্ত **(ক) হাদিস শরীফ ও (খ) হাদিস শরীফে** বর্ণিত সুসংবাদ পেতে হলে **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা 'সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর' **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণকে নিম্নে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফের মর্মানূযায়ী আমল করতে হবে।

১ নং হাদিস শরীফঃ

---

(২৪৬) আনুগত্যের ধারবাহিক সংযোগ রক্ষা করছে না।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :أُمِرْتُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِسَلَفِكُمْ فَشَتَمْتُمُوْهُمْ ، أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" لاَ تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَلْعَنُ آَخِرُهَا أَوَّلَهَا "(٥٢٤١) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সালাফদের)জন্য ইসতিগফার-ক্ষমা চেতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এই জন্য যে, তোমরা তাদেরকে গালি-গালাজ করে থাকবে(তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বসূরির জন্য ক্ষমা চাইতে আদেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তোমরা তাদের অপমান করেছিলে)। কিন্তু তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি "এই উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উম্মতের শেষাংশ ([247]) প্রথম অংশকে ([248]) অভিসম্পাত করবে (গালিগালাজ করবে)। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৪১।

ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নিদর্শন ও লক্ষণঃ

" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'ন মুসলিমগণের কারো বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা, বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা, বিদ্বেষ না রাখা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া হচ্ছে "**خَيْرُالْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন মুসলিমগণের জন্য **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর "**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণের ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নিদর্শন ও লক্ষণ। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ--------------------------------

وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَإِخْوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آَمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ـسورة الحشرـ(١٠)

অর্থঃ-যারা তাদের পরে আগমন করবে তারা বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইগণকে ক্ষমা করে দিন আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না, নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। সুরা হাশর, আয়াত নং-১০।

অতএব, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ' ও তাবে'-তাবেঈ'নগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ায় তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلسُّنَّةُ الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপর ফরজ।

পূর্বসূরির জন্য ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নির্দেশনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে পূর্বসূরিদের বিরুদ্ধে সামান্যতম কটুক্তি না করে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম মানার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

---

(২৪৭) এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>>أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ ।

(২৪৮) প্রথম অংশকে * প্রথম অংশের মুসলমানগণকে>>"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন মুসলিমগণকে ।

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা ‘সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর’ অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ’ ও তাবে’-তাবেঈ’ন মুসলিমগণের কারো বিপক্ষে সামান্যতম কটুক্তি করা হচ্ছে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারাবাহিক ক্রমধারা না মানা। Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম না মানার কারণে ইসলামের সকল অনুশাসন পালন করা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন মহা অপরাধী হিসেবে মহান আল্লাহর দরবারে তাকে প্রকাশ্যে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ পাক সকল মুসলিম মানুষকে এ অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন।

এখন নিম্নে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভূক্ত মুসলিম মানুষগণের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরো বলেনঃ--

১ নং হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ آَخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (١٠٣٦٦) في المعجم الكبير للطبراني - أَلْجزء الخامس.

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, “নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ>> (২৪৯) হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ>> (২৫০) হচ্ছেন (مَخْتَلِفِيْنَ)ভিন্নমত পোষণকারী, (২৫১) (مُتَفَرِّقِيْنَ)বিচ্ছিন্ন (২৫২) দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬।

উপরোক্ত একখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে- Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম রক্ষা করতে হলে সকল মুসলিম মানুষকেই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) (২৫৩)নামে দলবদ্ধ হতে হবে ও দলবদ্ধ হওয়া ফরজ, যে কোন অবস্থাতেই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দল থেকে (مُتَفَرِّقِيْنَ)বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল গঠন করে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হারাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বাণী<<فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا (ইসলামের নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত)**সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর,** বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪, সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮৪৭, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৬৬,৮১৬৭ + আল-মুসতাদরাকুল হাকিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-

---

(২৪৯) >> * প্রথম অংশের মুসলমানগণ>> " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর” অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈন মুসলিমগণ<<

(২৫০) >> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>> أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর” (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ<<

(২৫১) >>এ উম্মতের প্রথম অংশের * الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈন মুসলিমগণের রায়, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, অভিমত ও মতবাদের ভিন্নমত পোষণকারী(مَخْتَلِفِيْنَ)

(২৫২) >> الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত(مُتَفَرِّقِيْنَ) দুষ্ট মুসলিম।

(২৫৩) > الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- ১৭১-২৫৭ দেখুন।

৩৯০।) [২৫৪] অনুসরনে<<**الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ছাড়া ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত সব দল-উপদল ত্যাগ করাও ফরজ।

উপরোক্ত একখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে সম্মাণিত পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে- **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণ দুষ্ট এবং " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত, অভিমত ও মতবাদের (**مُخْتَلِفِيْنَ**)ভিন্নমত পোষণকারী হবে এবং ও তাঁদের থেকে (**مُتَفَرِّقِيْنَ**)বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল গঠন করে দলে-উপদলে বিভক্ত হবে।
উপরে বর্ণিত সমুদয় হাদিস শরীফসমূহের আলোকে নিম্নে বর্ণিত তিনটি প্রশ্নের অবতরণ হয়।

(ক) সম্মাণিত পাঠকবর্গ এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন, **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, মতামত ও ফতওয়া বিশুদ্ধ না কি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট ও দুষ্ট মুসলিম মানুষগণের রায়, মতামত ও ফতওয়া বিশুদ্ধ?

(খ) সম্মাণিত পাঠকবর্গ এখন আপনি আরো চিন্তা করে দেখুন, যদি " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, মতামত ও ফতওয়া বিশুদ্ধ হয়ে থাকে তা হলে আপনি এখন " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) বিশুদ্ধ রায়, মতামত ও ফতওয়া মানবেন না কি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট ও দুষ্ট মুসলিম মানুষগণের রায়, মতামত ও ফতওয়া মানবেন?

(গ) সম্মাণিত পাঠকবর্গ এখন আপনি আরো চিন্তা করে দেখুন, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীগণ**, **তাবেঈগণ** ও **তাবে'-তাবেঈনগণ**(রাদিআল্লাহু আনহুম) মহান আল্লাহর নিকট প্রিয় না কি **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট ও দুষ্ট মুসলিম মানুষগণ প্রিয়?

উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীগণ**, **তাবেঈগণ** ও **তাবে'-তাবেঈনগণ** (রাদিআল্লাহু আনহুম) সর্বোত্তম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ায় তাঁরা মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়জন এবং তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফগুলোর অর্থ, মর্ম ও ভাব অধিক ভালভাবে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পেরেছেন। ফলে তাঁদের রায়, মতামত ও ফতওয়া বিশুদ্ধ।
অতএব, Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার(আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম রক্ষার্থে " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল

---

(২৫৪) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বাণী<<**فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا** (ইসলামের নামে গঠিত) **সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৭৭-৭৮, ৪৯৭-৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কুরুনিছছালাছাহ) তথা ‘সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর’ অন্তর্ভুক্ত **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে’-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, মতামত ও ফতওয়া মানা এবং ঐগুলোর উপর আমল করা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণের উপর ফরজ।

أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত যে কোন মুসলিম নামধারী মানুষ এর ব্যত্যয় ঘটাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক আলোচনাতে বর্ণিত Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম ভঙ্গ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কারণে তাকে কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ তআ’লার দরবারে অপরাধী হিসেবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

উপরে **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক আলোচনাতে বর্ণিত বিষয়গুলো মনে রেখে ও চোখের সামনে রেখে **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

>> اَلْفِقْهُ (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির বর্ণনা শুরু<<

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরবী নবী ছিলেন এবং আরব দেশসমূহের তাঁর সাহাবীকেরামগণও(রাদিআল্লাহু আনহুম) আরবী ছিলেন। ফলে সবার ভাষাই আরবী ছিল। কিছু সংখ্যক ব্যতীত সকল সাহাবীই (রাদিআল্লাহু আনহুম) আরবী হওয়ায় পবিত্র কুরআনসহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সকল আরবী কথা-বার্তা তথা হাদিস শরীফের অর্থ বুঝতে তাঁদেরকে তো অনুবাদ করে বুঝতে হতনা।। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাসহ সকল আরববাসীগণ বিদেশীদেরকে **আজমী** বলে। কাজেই সাহাবীগণের কেউ যদি **আজমীবাসী** সাহাবী হয়ে থাকেন তা হলে হয়তো তাঁকে পবিত্র কুরআনসহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আরবী কথা-বার্তা তথা হাদিস শরীফ বুঝতে অনুবাদ করে বুঝতে হত। সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) আরবীবাসী হওয়াসত্ত্বেও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরবীবাসী সাহাবীদের সম্মুখে কেনইবা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা বললেন?

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٠)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **“فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যারা নিজেরা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা নহে। এছাড়া অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** [২৫৫] বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী তথা **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বলতে তো পবিত্র কুরআনসহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সকল আরবী কথা-বার্তা তথা হাদিস শরীফকেই বলা হয়েছে। তা হলে কি সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) পবিত্র কুরআনসহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(২৫৫) **আইনি জ্ঞান” তথা “শরীয়তী জ্ঞান”** ।

ওয়া সাল্লামার সকল আরবী কথা-বার্তা তথা হাদিস শরীফের অর্থ বুঝতে পারেন নি? অবশ্যই তাঁরা পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অর্থ বুঝতে পেরেছেন। তা হলে এখানে **“فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান”** বলতে কি বুঝানো হয়েছে? **“فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান”** বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা জানার পূর্বে অথবা **اَلْفِقْهُ**(আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনার প্রারম্ভে আমরা সর্বপ্রথম **فِقْهٌ**(ফিকহ) শব্দটির অর্থ জানার পূর্বে **عِلْمٌ**(ইলম) শব্দটির অর্থ ও এর অবস্থানটি জেনে নেই। যে কোন পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয় জানার ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় **عِلْمٌ**(ইলম) শব্দটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- **اَلْقُرْآنُ**(আল-কুরআন) জানার ক্ষেত্রে **عِلْمُ الْقُرْآنِ**(ইলমুল কুরআন), **اَلْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ**(আল-হাদিসুশ শারীফ) জানার ক্ষেত্রে **عِلْمُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ**(ইলমুল হাদিস), **اَلْفِقْهُ**(আল-ফিকহ) জানার ক্ষেত্রে **عِلْمُ الْفِقْهِ**(ইলমুল ফিকহ) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল যে, **عِلْمٌ**(ইলম) শব্দটি যদিও একটি শব্দ কিন্তু এর ব্যবহারের স্থান অনেক ও ব্যাপক। যেহেতু **عِلْمٌ**(ইলম) শব্দটির ব্যবহারের স্থান অনেক ও ব্যাপক সেহেতু এর শাব্দিক অর্থটি আমাদেরকে জেনে নিতে হবে।
عِلْمٌ(ইলম) শব্দটির **শাব্দিক অর্থঃ** জানা, বিদ্যা ও জ্ঞান ইত্যাদি।

এখন আমরা **فِقْهٌ**(ফিকহ) শব্দটির শাব্দিক অর্থসহ পারিভাষিক অর্থ জানতে চেষ্টা করব।

فِقْهٌ(ফিকহ) শব্দটির **শাব্দিক অর্থঃ- فَهْمٌ**(ফাহমুন)তথা বুঝা।
فِقْهٌ (ফিকহ) শব্দটির **পারিভাষিক অর্থঃ- اَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ** (আল-ইলমু বিলআহকামিশ শারিআ'তি মিন আদিল্লাতিহাত তাফসিলিয়্যাতি) তথা শরীয়তের প্রায়োগিক (ব্যবহারিক) নির্দেশাবলীসম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ **عِلْمٌ** (ইলম) তথা জ্ঞান(আইনি জ্ঞান), (আল-মুনজিদ, আরবী-আরবী অভিধান)।
উপরে আলোচনা থেকে আমরা **عِلْمٌ**(ইলম) ও **فِقْهٌ**(ফিকহ) শব্দটির শাব্দিক অর্থ জানতে পেরেছি। এখন আমরা পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের ক্ষেত্রে **عِلْمٌ**(ইলম) ও **فِقْهٌ**(ফিকহ) শব্দ দুটির প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
অতএব, **عِلْمٌ**(ইলম) ও **فِقْهٌ**(ফিকহ) শব্দ দুটির প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে আরববাসীদের বেলায় পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের বহ্যিক শাব্দিক অর্থ জানা ও বুঝার নাম এবং আজমীবাসীদের (বিদেশীদের) বেলায় পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অনুবাদকেন্দ্রিক বহ্যিক শাব্দিক অর্থ জানা ও বুঝার নাম হচ্ছে **عِلْمٌ**(ইলম) **সাধারণ জ্ঞান**। যে ব্যক্তি এরূপ জ্ঞানের অধিকারী তাকে **عَالِمٌ**(আলিম) তথা জ্ঞানী বলে।
আর পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অন্তর্নিহিত অর্থ জানার নাম হচ্ছে **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান**। যে ব্যক্তি এরূপ জ্ঞানের অধিকারী তাকে **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বলে।
সম্মাণিত পাঠকবর্গ **عِلْمٌ** (ইলম) ও **فِقْهٌ**(ফিকহ) শব্দ দুটির মধকার পার্থক্যটি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা অনুধাবন করলেই সহজেই বুঝতে পারবেন।
যেমন হাদিস শরীফে আছে---

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: " كِلاَهُمَا عَلَى الْخَيْرِ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلاَءِ: فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَ أَمَّا هَؤُلاَءِ: فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا" قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ - سُنَنُ الدَّرْمِى (٣٤٩)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর মসজিদে দুটি মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে যেয়ে বললেন: ‘উভয় মজলিসই ভাল কর্মে আছে, তবে একটি অপরটি থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরা হচ্ছে তারা যারা আল্লাহকে ডাকছে এবং তাঁর প্রতি আগ্রহশীল, আল্লাহ তাদেরকে কাঙ্খিত বিষয় দিতেও পারেন নাও দিতেও পারেন। আর ওরা হচ্ছে তারা যারা **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান** অথবা **عِلْمٌ**(ইলম)

সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা করছে আর তা মুর্খদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। এরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আর আমাকে শুধু শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি(হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু)বলেন: তারপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাদের মাঝে(জ্ঞানীদের মজলিসে) গিয়ে বসলেন। সুনানুদ দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪৯।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিস শরীফে **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান** এবং **عِلْمٌ**(ইলম) **সাধারণ জ্ঞান** নামে দুটি জ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে। উভয় জ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্যটি উক্ত হাদিস শরীফে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে ব্যাপক অর্থে উভয় জ্ঞানকেই **عِلْمٌ**(ইলম) বলে।

যাহোক, উপরে বর্ণিত প্রথম হাদিস শরীফখানাতে---

" نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"

<<শুধু বাহ্যিক শাব্দিক অর্থ বুঝার কথা বলা হয় নি। বরং পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের বহ্যিক শাব্দিক অর্থের অভ্যন্তরে আর একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত আলিম **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা) ফকীহগণ তথা আইনবেত্তাগনকে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অন্তর্নিহিত অর্থ অবহিত করেছেন, জ্ঞাপন করেছেন ও জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান।**

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত আলিম **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা) ফকীহগণ তথা আইনবেত্তাগন যদি পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অন্তর্নিহিত অর্থ না জানেন তা হলে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর পর পরবর্তীতে আসন্ন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণ কিভাবে পবিত্র কুরআনসহ হাদিস শরীফের অন্তর্নিহিত অর্থ জানবেন?

فِقْهٌ(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান এর ব্যাখ্যাঃ**---

فِقْهٌ(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** দুই প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ প্রথম প্রকারের **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতগণের মধ্যে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাঁর **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) সাহাবীগন দ্বারা (রাদিআল্লাহু আনহুম), **فَقِيْهٌ**(ফকীহ)তাবেঈ'গণ দ্বারা (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও **فَقِيْهٌ** (ফকীহ) তাবে'-তাবেঈ'নগণ দ্বারা (রাদিআল্লাহু আনহুম) মুসলিম মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন বিধায় মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** করেছেন। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে বলেছেনঃ--

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " مَنْ يُّرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ " - سُنَنُ الدَّارِمِى - (٢٢٤)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: 'মহান আল্লাহ তাআ'লা যার দ্বারা (মুসলিম মানুষের) কল্যাণ চান তাকেই ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** করেন। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৪।

তাছাড়া, **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে বলেছেনঃ---

عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنْ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُغْلَبُ وَلاَ يُخْلَبُ وَلاَ يُنَبَّأُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ ، مَنْ يُّرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ لَمْ يُبَلْ بِه"- مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٣٧٧)

অর্থঃ- হযরত মুআ'বিয়াতু বিন আবি সুফিয়ান (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই মহান পরাক্রমশীল আল্লাহকে পরাভুত করা যাবেনা, বিভ্রান্ত করা যায়না এবং তিনি জানেন না এমন কিছু তাকে অবহিত করা যাবে, (বরং) 'মহান আল্লাহ তাআ'লা যার দ্বারা (মুসলিম মানুষের) কল্যাণ চান

তাকেই ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** করেন এবং যাকে **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** করেন না তাকে তিনি গুরুত্বই দেন না। আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩৭৭।

ফলে ধর্মের **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা) ফকীহগণের তথা আইনবেত্তাগণের মন-মস্তিস্কে রক্ষিত আল্লাহ প্রদত্ত **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** তৈরীর প্রবনতা, সামর্থ্যতা ও যোগ্যতার মাধ্যমে তাঁরা মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগন (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অগণিত (সমস্ত) হাদিস শরীফের বিস্তৃতভান্ডারের উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে ও **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে অধিক কষ্ট ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে দুধ থেকে মাখন তৈরীর মত হাদিস শরীফ থেকে গৃহীত নির্যাস ও সারবস্তু আকারে পরবর্তীতে আসন্ন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষের জন্য তাদের চাহিদা মোতাবেক সহজে বোধগম্য সংক্ষিপ্তভাবে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** প্রস্তুত করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এটা এ জন্য যে, যাতে করে পরবর্তীতে আসন্ন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা 'সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর' **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষকে শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞান প্রয়োগ করে মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগন (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অগণিত (সমস্ত) হাদিস শরীফের বিস্তৃতভান্ডারের উপর নতুন করে **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে ও **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে অধিক কষ্ট ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে নতুন করে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** প্রস্তুত করতে না হয়। বরং তাদেরকে শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতগণের মধ্যে **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাঁর **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) সাহাবীগন (রাদিআল্লাহু আনহুম), **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তাবেঈ'গণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তাবে'-তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, লিপিবদ্ধ **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞানের** উপর চলতে হবে।

কারণ **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত তাঁর **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) সাহাবীগন(রাদিআল্লাহু আনহুম), **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তাবেঈ'গণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) ও **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তাবে'-তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) জান্নাতী হওয়ায় তাঁদের কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, লিপিবদ্ধ **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান** হচ্ছে বিশুদ্ধ। (২৫৬)

এরূপ **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা) ফকীহগণ তথা আইনবেত্তাগন সম্পর্কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-----------------------------------

প্রথম হাদিস শরীফঃ

এখানে হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্য দেওয়া হল।------------------------

عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِى الدِّيْنِ ، وَلَفَقِيْهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ، المعجم الكبير لطبرانيى (٦١٦٦)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞানের** চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যায়না, শয়তানের উপর এক হাজার আবিদের চেয়ে একজন ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা **আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা** বেশী শক্তিশালী। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১৬৬।

---

(২৫৬) ফকীহগণের প্রস্তুতকৃত, লিপিবদ্ধ **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞানের সমষ্টির নাম হচ্ছে **اَلْفِقْهُ**(আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র।**

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে "**مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِى الدِّيْنِ**"(**فِقْهٌ** (ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞানের**) চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যায়না) অনুসরণে **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) সাহাবীগন (রাদিআল্লাহু আনহুম), **فَقِيْهٌ**(ফকীহ)তাবেঈ'গণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও **فَقِيْهٌ** (ফকীহ) তাবে'-তাবেঈ'নগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) নিজেদেরকে **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** প্রস্তুত করার মত শ্রেষ্ঠ ইবাদতে নিয়োজিত ও ব্যপৃত রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগন (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অগণিত (সমস্ত) হাদিস শরীফের উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে ও **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা) ফকীহগণ তথা আইনবেত্তাগন কর্তৃক ইসলামি শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সম্পর্কে ধর্মীয় সকল বিষয়ে সাধারণ মুসলিম মানুষের জন্য প্রস্তুতকৃত **فِقْهٌ** (ফিকহ) হচ্ছে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান**। এরূপ **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা 'সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর' **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। কারণ, **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা 'সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর' **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলমানের মধ্যে এমন কেউ এত অধিক প্রখর স্মরনশক্তিসম্পন্ন হবে না যে **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম), **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তাবেঈ'গণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও **فَقِيْهٌ** (ফকীহ) তাবে'-তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ন্যায় ২০ লক্ষ, ১০ লক্ষ, ৬ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ৪ লক্ষ, ৩ লক্ষ হাদিস শরীফ মুখস্ত করতে পারবে ও মুখস্ত বলতে পারবে। তাই, এ দিকে লক্ষ্য করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

এখানে হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্য দেওয়া হল।

عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَاد هَذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ" ــ المعجم الكبير لطبرانيى (٦١٦٦) "

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: প্রত্যেকটি কিছুর পিলার বা স্তম্ভ আছে, এই ধর্মের পিলার বা স্তম্ভ হচ্ছে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান**। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১৬৬ ।

যেহেতু **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করাও একটি ধর্মীয় **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞান সেহেতু এই **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ। যেমন নিম্নের হাদিস শরীফে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"ـ سنن أبن ماجه ـ(٢٢٤)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٢٧٣٨+٢٩٠٥+٤٠٣٥)

অর্থ: আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: **"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (প্রত্যেক নর-নারীর) উপর ফরজ"** সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৪ + মুসনাদু আবি ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৩৮+৪০৩৫+২৯৫৬।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: قَالَ لِي رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ ـ سُنَنُ الدَّارِمِى ـ (٢٢١)

অর্থঃ- হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: আমাকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞান শিক্ষা কর এবং তা জনগণকে শিক্ষা দাও। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২১।

عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান শিক্ষা করার ফজিলত তথা মহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে তম্মধ্যে আরো কয়েকখানা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِى يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٤١) + إِبْنُ حِبَّانِ (٩٣)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কাতাদা(রাদিআল্লাহু আনহু), তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: কোন লোক তার (মৃত্যুর) পরে সর্বোত্তম যা রেখে যায় তা হচ্ছে তিনটি। এমন সৎ সন্তান (যে) তার জন্য (তার মৃত্যুর পর) দুআ' করবে, এমন চলমান সদাকাহর পুরস্কার (যা তার মৃত্যুর পর) তার নিকট পৌঁছবে ও এমন عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান (যা তার মৃত্যুর পর) আমল হতে থকবে (কার্যকর হতে থাকবে)। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪১ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৩।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْأُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٤٣)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "সর্বোত্তম সদাকাহ তথা দান হচ্ছে মুসলিম মানুষ عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান শিক্ষা করবে, অতপর সে তা তার মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দিবে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৩।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيَأْتُونَكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ سولِ الله صلي الله عليه وسلم وَاقْنُوهُم " ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٤٧)

অর্থঃ হযরত আবু সাঈ'দিল খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বলেন: অতিসত্ত্বর অনেক সম্প্রদায়(জনগণ) তোমাদের নিকট (ধর্মের বিষয়ে) عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান তালাশ করতে (শিক্ষা করতে) আসবে। যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে বলবে, রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওসিয়ত তথা নির্দেশনামার প্রতি মারহাবা মারহাবা আর তাদেরকে عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান শিক্ষা দিও। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৪৭।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে যেই عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান শিক্ষা করার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা) ফকীহগণ তথা আইনবেত্তাগন কর্তৃক ইসলামি শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সম্পর্কে ধর্মীয় সকল বিষয়ে সাধারণ মুসলিম মানুষের জন্য প্রস্তুতকৃত **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান।** এটা এ জন্য যে, সকল মুসলিমের পক্ষে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অগণিত (সমস্ত) হাদিস শরীফ শিক্ষা করা সামর্থ্য ও সাধ্য বহির্ভূত বিষয়। সে জন্যেই হযরত মুআ'য বিন জাবাল ইয়ামানে পৌঁছেই জনগণকে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হাদিস শরীফ মুখস্ত করতে নির্দেশ দেন নি। যেমন- হাদিস শরীফে এসেছে----------------------

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَرْسَلَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنَ قَالَ: تَسَانَدَ، وَتَطَاوَعَا، وَبَشِّرَا، وَلاَ تُنَفِّرَا، فَقَدِمَا الْيَمَنَ، فَخَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ، فَحَضَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُّهِ وَالْقُرْآنِ ـ سُنَنُ الدَّارِمِى ـ (٢٢٢)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মুআ'য বিন জাবাল ও আবু মুসা আল-আশআ'রীকে(রাদিআল্লাহু আনহুমা) ইয়ামানে পাঠায়ে বললেন: তোমরা পরস্পর এক অপরকে সহযোগিতা করবে, একে অপরকে আনুগত্য করবে, উভয়েই (জনগণকে)সুসংবাদ দিবে এবং তাদেরকে দুরে সরাইয়ে দিবে না। অতপর তারা উভয়েই ইয়ামানে গেলেন। হযরত মুআ'য বিন জাবাল (রাদিআল্লাহু

আনহু) জনগণকে ভাষণ দিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং তাদেরকে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করতে ও কুরআন পড়তে নির্দেশ দিলেন। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২।

عَنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ـ سُنَنُ الدَّارِمِى ـ (٢٥٠)

অর্থঃ হযরত আহনাফ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন:তোমরা শাসিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা কর। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫০।

عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول الله صلي الله عليه وسلم إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ لَنَا: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَإِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا ـ سنن ابن ماجه ـ (٢٤٩)

অর্থঃ হযরত আবু হারুনুল আ'বদিয়্যু(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:যখন আমরা আবু সাঈ'দ আল-খুদরীর(রাদিআল্লাহু আনহু) নিকট আসলাম তখন তিনি বলে উঠলেন, রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওসিয়ত তথা নির্দেশনামার মারহাবা, নিশ্চয় রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে বলেছেন: নিশ্চয় জনগণ তোমাদের অনুসারী। নিশ্চয় তারা বিভিন্ন দেশ থেকে তোমাদের নিকট ধর্মের বিষয়ে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করতে আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তোমরা তাদের কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্খী হবে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৯।

عَنْ أَبِي هريرة، قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ نَبِيُّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ـ سُنَنُ الدَّارِمِى ـ (٢٢٣)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হলো : ইয়া রাসুলাল্লাহি, কোন মানুষটি অধিক সম্মাণিত? তিনি বললেন: তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ ভীরু(পরহেজগার), তারা বললেন: আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি, তিনি বললেন: আল্লাহর নবী ইউসুফ বিন ইয়া'কুব আল্লাহর বন্ধুর ছেলে, তারা বললেন: আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি, তিনি বললেন: তা হলে তোমরা আমাকে আরবের খনি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (জেনে নাও) জাহিলিয়্যাতের যুগে তাদের উত্তম লোকেরা ইসলামেও উত্তম যখন তারা ফকীহ(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) হবে (**فِقْهٌ** -ফিকহ তথা **আইনি জ্ঞানে** জ্ঞানী হবে)। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৩।

عَنْ أَبِي هريرة، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: "النَّاسُ مَعَادِنُ الْخَيْرِ والشَّرِّ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٦٠٦٣)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকেই জেনেছি, তিনি বলেছেন: মানুষ বা জনগণ হচ্ছে ভাল-মন্দের খনি, (জেনে নাও) জাহিলিয়্যাতের যুগে তাদের উত্তম লোকেরা ইসলামেও উত্তম যখন তারা ফকীহ(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) হবে(**فِقْهٌ** -ফিকহ তথা **আইনি জ্ঞানে** জ্ঞানী হবে)। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৬৩।

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ: تَطَاوَلَ النَّاسُ فِى الْبِنَاءِ فِى زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الْأَرْضَ الْأَرْضَ، إِنَّهُ لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ ؛ كَانَ حَيَاةً لَهُ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ؛ كَانَ هَلاَكًا لَهُ وَلَهُمْ ـ سُنَنُ الدَّارِمِى ـ (251)

অর্থঃ-হযরত তামিমুদ্দারী(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত উমর (রাদিআল্লাহ আনহু)এর যামানায় জনগণ দালান-কোঠাতৈরীতে লেগে গেল। অতপর উমর (রাদিআল্লাহ আনহু) বললেন: হে আরববাসী, মাটির দিকে তাকাও, মাটির দিকে তাকাও, নিশ্চয় **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ছাড়া **إِسْلَامَ**(ইসলাম)নেই, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ছাড়া **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব/ কর্তৃত্ব নেই, যাকে কোন সম্প্রদায় (**فِقْهٌ** -ফিকহ তথা **আইনি জ্ঞানের** উপর শাসন করবে তা হলে তা হবে তার জন্য **حَيَاةً** (হায়াত)

তথা জীবন, আর যাকে কোন সম্প্রদায় (**فِقْهٌ** -ফিকহ তথা **আইনি জ্ঞান** বিহীন শাসন করবে তা হলে তা হবে তার এবং তাদের জন্য **هَلاَكًا** (হালাক) তথা ধ্বংসকর। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫১।

হাদিস শরীফ শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাঃ

এতক্ষণ আমি **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নিলাম। এখন আমি হাদিস শরীফ শিক্ষা করা ও তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকখানা হাদিস শরীফ এখানে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফ শিক্ষা করার ব্যাপারে হাদিস শরীফ শুধু শুনে মুখস্ত করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
যেমন হাদিস শরীফে এসেছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٠)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ** (ফকীহ)তথা জ্ঞানী(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣١)

অর্থঃ- হযরত মুহাম্মাদ বিন জুবাইর বিন মুতয়ি'ম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ** (ফকীহ)তথা জ্ঞানী(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فِى يَوْمِ عَرَفَةَ فِى حَجَّةِ الْوِدَاعِ:: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا، فَرَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٧)

অর্থঃ- হযরত মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়ি'ম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খুতবাতে(ভাষণে) উপস্থিত ছিলেন: (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন) "হে মানুষ সকল, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি জানি না, আমি হয়ত এ স্থানে এ দিনের পর আর তোমাদের সাক্ষাৎ করবনা। আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে আজ আমার কথা শুনে, অতপর তা অনুধাবন করে। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যার

ঐ বিষয়ে নিজেরই فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান নেই। এছাড়া অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৭।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى - (228) + إِبْنُ حِبَّانِ (296+ 297)+ مسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٤١٠)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা যারা শুনেনি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান নেই। এছাড়া অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮+ মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৪১০।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه - (٢٣٦)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে অতপর আমার পক্ষে তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। এছাড়া এমন অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই فَقِيْهٌ (ফকীহ)তথা জ্ঞানী(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) নহে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الَّرحْمَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٨)+ مُسْنَدُ الْحُمَيْدِي(٩٠)

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন মাসুদ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতার পক্ষ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে মুখস্ত করে নেয় অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এছাড়া অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৮+মুসনাদুল হুমাইদি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯০।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ----سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: " نَضَّرَ الله امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ " ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٢٩)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে তা অন্যকে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। এছাড়া এমন অনেক

فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই **فَقِيْهٌ** (ফকীহ)তথা জ্ঞানী(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) নহে। সুনানু দরিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯ +সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৯৭।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ----سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مِنّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " ـ سنن التِّرْمِذِي ـ (٢٦٥٦)+ سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ (٣٦٦٠)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে অতপর তা তার চেয়ে অধিক মুখস্ত রাখতে পারে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে **فَقِيْهٌ** (ফকীহ)তথা জ্ঞানী(আইনবেত্তা-আইনজ্ঞ) নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা)। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৬+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬০।

أَلْفِقْهُ (আল ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ (দ্বিতীয় ধাপ)

উপরে **'হাদিস শরীফ শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ও হাদিস শরীফ শিক্ষা করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব'** প্রসঙ্গে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাদৃশ্যপূর্ণ অটখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে। আমি ইতিপূর্বে হাদিস শরীফ সংকলন, লিপিবদ্ধকরন এবং ফিকহ শরীফ সংকলন, লিপিবদ্ধকরন ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এখন আমি উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ ৮টি হাদিস শরীফের উপর ভিত্তি করে আমি এখানে **أَلْفِقْهُ (আল ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ ৮টি হাদিস শরীফেরই দুটি করে অংশ আছে। প্রথম অংশে হাদিস শরীফ শুনে মুখস্ত করা এবং মুখস্ত করে অতপর অনুধাবন করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাদিস শরীফ শুনে মুখস্ত করা এবং মুখস্ত করে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে হাদিস শরীফ **সংকলন কারীদের** কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডারে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকা সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনগুলো ও একই বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরস্পর বিরোধী কতগুলো বাণীর উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে আইন বের করে **এবং** পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডার থেকে **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃত আইন প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে **فَقِيْهٌ** (ফকীহ)তথা আইনবেত্তা-আইনজ্ঞদের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য। উক্ত আইনসমূহের সমষ্টিকেই ফিকহ **(أَلْفِقْهُ)** তথা আইন শাস্ত্র বলে।এখন আমি **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান গঠন করণ পদ্ধতি বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

আমি এখানে উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর প্রথম অংশগুলোর অনুবাদসহ নিম্নে উল্লেখ করব এবং উক্ত হাদিস শরীফগুলোর উপর সামান্য আলোচনা করে হাদিস শরীফগুলোর দ্বিতীয় অংশগুলোর অনুবাদসহ নিম্নে উল্লেখ করব।

হাদিস শরীফগুলোর প্রথম অংশ হচ্ছে-------------------------------------

(১) " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا " ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٠)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

(২) " فَرَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا " ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٧)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে আজ আমার কথা শুনে, অতপর তা অনুধাবন করে। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৭।

(৩) " نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا " ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٨)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ বান্দার মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা অনুধাবন করে অতপর তা যারা শুনেনি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮।

(৪) " نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي " ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٦)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ বান্দার মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে অতপর আমার পক্ষে তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক জ্ঞানের কথার বাহক আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী নহে। অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

(৫)" نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن التِّرْمِذِي ـ (٢٦٥٨)

অর্থঃ- আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে মুখস্ত করে নেয় অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৮।

(৬) " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ " ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٩)

অর্থঃ- "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে তা অন্যকে পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু দরিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯।

(৭) " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ " ـ سنن التِّرْمِذِي ـ (٢٦٥٦) + سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ (٣٦٦٠)

অর্থঃ-আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, মুখস্ত করে অতপর তা তার চেয়ে অধিক মুখস্ত রাখতে পারে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৬+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬০।

উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ ৮টি হাদিস শরীফের দুটি অংশের প্রথমাংশে হাদিস শরীফ মুখস্ত করে তা প্রচারকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের মধ্যে যারা হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদ হবেন তাঁরা উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ ৮টি হাদিস শরীফের দুটি অংশের প্রথমাংশে বর্ণিত পুরস্কার ও প্রশংসার অধিকারী এবং প্রশংসিতজন হবেন।

আর যিনি হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদসহ **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা হবেন তাঁদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেন---

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَاءَنَا " قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا خُلَفَاءُكُمْ ؟ قَالَ :" الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يَرَوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَ سُنَّتِي ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ "ـــ المعجم الْأوسط ، لطبراني (٥٨٤٦)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ, আমার খলিফাদের (প্রতিনিধিদের) দয়া করুন, আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনাদের খলিফা (প্রতিনিধি) কারা? তিনি বললেন: যারা আমার পরে এসে আমার হাদিসসমূহ ও আমার সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দিবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৫৮৪৬।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে যে সুন্নাহর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে **فِقْهٌ -ফিকহ** তথা **আইনি জ্ঞান।**

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **فِقْهٌ (ফিকহ) তথা আইনি জ্ঞানসহ** হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদগণকে **(فُقَهَاءٌ (ফুকাহা)ফকীহ-আইনবেত্তাগণকে)** তাঁর নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর কোন উম্মতকে নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেওয়া তাঁর ঘোষিত উম্মতের জন্য কতই না সৌভাগ্যের বিষয়। খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষিত উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুআ'-প্রার্থনা করা কতই

না কল্যাণ ও মঙ্গলের বিষয়! ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদসহ যারা **فُقَهَاءٌ**(ফুকাহা)ফকীহ-আইনবেত্তা তাঁদের জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

১. কিয়ামতের দিন তাঁদের মুখ উজ্জল হওয়া।

২. তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুআ'-প্রার্থনা করা।

৩. তাঁদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেওয়া।

আর যখন হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণ ও সংগ্রহকারীগণ, হাদিস শরীফ বিশারদগণ ও হাদিস শরীফবিদগণ **فِقْهٌ**(ফিকহ) তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ **عِلْمٌ** (ইলম) তথা জ্ঞানসহ (আইনি জ্ঞানসহ) হাদিস শরীফ বর্ণনাকারী হবেন না, তখন তাঁরা শুধু হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদ হিসেবে অভিহিত ও পরিগণিত হবেন। তাঁদের জন্য একটি পরস্কার রয়েছে। আর তা হচ্ছে---(১) **কিয়ামতের দিন হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণের ও সংগ্রহকারীগণের, হাদিস শরীফ বিশারদগণের ও হাদিস শরীফবিদগণের মুখ উজ্জল হওয়া।**

তাঁরা হচ্ছেন "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সম্মাণিত হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণ ও সংগ্রহকারীগণ, হাদিস শরীফ বিশারদগণ ও হাদিস শরীফবিদগণ>>যেমন- **বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ এবং নাসা্ই শরীফের** মত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের সংকলকগণসহ আরো অনেক হাদিস শরীফ সংকলনকারীগণ ও সংগ্রহকারীগণ, হাদিস শরীফ বিশারদগণ ও হাদিস শরীফবিদগণ।

আর যখন তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞানসহ (**فِقْهٌ**-ফিকহ তথা আইনি জ্ঞানসহ) হাদিস শরীফ বর্ণনাকারী হবেন তখন তাঁরা একদিকে যেমন হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদ হিসেবে অভিহিত হবেন, অন্যদিকে তাঁরা **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** আলিম-জ্ঞানী হিসেবেও অভিহিত ও পরিগণিত হবেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, **فَقِيْهٌ**(ফকীহ-আইনবেত্তা) দু প্রকার।

>> প্রথম প্রকারের فَقِيْهٌ (ফকীহ-আইনবেত্তা) <<

যারা মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং তাবেঈ'ন ও তাবে'-তাবেঈ'নগন (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অগণিত (সমস্ত) হাদিস শরীফের উপর **اَلْإِجْتِهَادُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে ও **اِسْتِنْبَاطٌ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত শরীয়তের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ **عِلْمٌ**(ইলম) তথা জ্ঞানাসহ (আইনি জ্ঞানসহ) হাদিস শরীফ বর্ণনাকারী **فَقِيْهٌ**(ফকীহ-আইনবেত্তা বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** হবেন। এই প্রকারের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ-আইনবেত্তা) হচ্ছেন **প্রথম প্রকারের فَقِيْهٌ (ফকীহ-আইনবেত্তা)** ।

তাঁরা হচ্ছেন "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় শতাব্দীর **فُقَهَاءٌ**(ফুকাহা)ফকীহগণ তথা আইনবেত্তাগণ। যেমন----------- **(ক) হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী),

(খ) হযরত ইমাম মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী),

(গ) হযরত ইমাম শাফিঈ' (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী),

(ঘ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী)

>> দ্বিতীয় প্রকারের فَقِيْهٌ (ফকীহ-আইনবেত্তা) <<

"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءُ**(ফুকাহা) ফকীহগণ-আইনবেত্তাগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ **اَلْفِقْهُ (আল ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে** বর্ণিত রায়, ফতওয়ার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসাইল ও প্রশ্নের উত্তর দানকারী **فَقِيْهٌ**(ফকীহ)তথা আইনবেত্তা হচ্ছেন **দ্বিতীয় প্রকারের فَقِيْهٌ (ফকীহ-আইনবেত্তা)** ।

যেমন- বর্তমানকালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)** তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণ।

উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ ৮টি হাদিস শরীফেরই দুটি করে অংশ আছে। পূর্বের কথা মত আমি এখানে উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোর দ্বিতীয় অংশগুলোর অনুবাদসহ নিম্নে উল্লেখ করব এবং উক্ত হাদিস শরীফগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

হাদিস শরীফগুলোর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٠)

অর্থঃ- কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣١)

অর্থঃ- কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٧)

অর্থঃ- কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান নেই। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৭।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى ـ (٢٢٨) + إِبْنُ حِبَّانِ (٢٢٧ +٢٩٦)

অর্থঃ- কেননা, এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যার ঐ বিষয়ে নিজেরই **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান নেই। এছাড়া অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه ـ (٢٣٦)

অর্থঃ- কেননা, অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । এছাড়া এমন অনেক **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা

আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই فَقِيْهٌ(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬ ।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٨)

অর্থঃ- কেননা, এছাড়া অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৮।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ " ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٢٩)

অর্থঃ- কেননা, অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । এছাড়া এমন অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই فَقِيْهٌ(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। সুনানু দরিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯ +সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৯৭।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " ـ سنن التِّرْمِذِي - (٢٦٥٦)+ سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ (٣٦٦٠)

অর্থঃ- কেননা, এমন অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক আছে যে নিজেই فَقِيْهٌ(ফকীহ) তথা আইনবেত্তা নহে। এছাড়া অনেক فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করতে পারে, যে ব্যাক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী (অধিক আইনবেত্তা) । সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৬৫৬+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬০।

فِقْهٌ(ফিকহ)তথা আইনি জ্ঞানবিহীন হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদগণ ধর্মীয় বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে তারা কোন রায়, ফতওয়া ও অভিমত দিতে পারবেন না। তারা " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় শতাব্দীর فُقَهَاءٌ(ফুকাহা) ফকীহগণের(আইনবেত্তাগণের) রায়, ফতওয়ার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসাইল ও প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

কারণ "خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মুমিন-মুসলিমগণ হয় সাহাবী, হয় তাবেঈ’ অথবা তাবে’-তাবেঈন হওয়ায় তাঁদেরকে হাদিস শরীফে সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী মুসলিম ঘোষণা দেওয়ায় "خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর فُقَهَاءٌ (ফুকাহা) ফকীহগণও (আইনবেত্তাগণ) হয় সাহাবী, হয় তাবেঈ’ অথবা তাবে’-তাবেঈন হওয়ায় তাঁরাও জান্নাতী হওয়ায় أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ **(আরযালুল কুরুনি)** তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত উলামাগণকে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসাইল ও প্রশ্নের উত্তর দানের বিষয়ে এমনকি অভিমত প্রকাশে "خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর فُقَهَاءٌ (ফুকাহা) ফকীহগণের রায়, ফতওয়া ও অভিমতের অনুসরণ করতে হবে এবং অন্য কথায় তাঁদের রায়, ফতওয়া ও অভিমতের অনুসরণ করা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ **(আরযালুল কুরুনি) তথা** “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত উলামাগণের উপর ফরজ বা ওয়াজিব।

"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মুমিন-মুসলিমগণকে (সাহাবীগণ, তাবেঈ’গণ এবং তাবে’-তাবেঈনগণ) বিশেষকরে"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর فُقَهَاءٌ(ফুকাহা) ফকীহগণের

(আইনবেত্তাগণের) রায়, ফতওয়া ও অভিমতের বিরোধিতা করে, সমালোচনা করে, ছিদ্রানেষণ করে তাঁদেরকে অসম্মান করা, তাঁদের সাথে অসুন্দর আচরণ করা সম্পূর্ণই হারাম। কারণ, তাঁদের সম্মাণ করা ও তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা** "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত উলামাগণের উপর ফরজ বা ওয়াজিব।

" **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা 'সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর' অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) সম্মাণ করা ও তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করার ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেনঃ--

১ নং হাদিস শরীফঃ

عن عمر بن الخطاب :ذَكَرَ رسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم ثُمَّ قالَ لَهُمْ "إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ وَالْفَذُّ مَعَ الشيطان
و إِن الْحَقّ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ وَ أِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي النَّارِ، أَلَا, إِنَّ أَصْحَابِي خِيَارَكُمْ فَأَكْرِمُوْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ وَالْهَرْجُ"(٦٤٠٥) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ "**الْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুছছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির উপর। একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে। সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার **সাহাবাগণ** হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা **"সম্মাণ কর",** তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবেঈগণকে)**, সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের**(তাবে'-তাবেঈনগণকে)** সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যা ও **"হারজ তথা খুনাখুনি"** প্রকাশ পাবে। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫।

২ নং হাদিস শরীফঃ

عن جابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قال: قال خطبَ عمرالنَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ :إِنَّ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم قَامَ فِيْ مثل مقامي هَذَا ،فقال: أَحْسِنُوا إِلَى أصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثم يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ، فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْواحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّه حَسَنَتُهُ وَ تَسُوءهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مؤمن،" "(١٧٩) مسند أحمد

অর্থঃ-হযরত জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার **সাহাবীদের** প্রতি **"সুন্দর আচরণ কর",** তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবেঈদের)** প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের **(তাবে'-তাবেঈনদের)** প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের একেক জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে। অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছণ্দ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)নামে দলকে তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে ধরে থাকতে হবে। কেননা, শয়তান একের সাথে, দুয়ের থেকে অধিক দূরে। কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশ্চয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন। মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯।

উপরে আমি **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) বিশেষ সম্মাণ-মর্যাদার বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উপরোক্ত ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যাবে যে, কোন শতাব্দীর উলামাকেরামগণের রায়, ফতওয়া ও অভিমতের উপর মুসলিম মানুষগণ চলবেন। উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করেই এখন আমি ইসলমি শরীয়তের হাজারো **عِبَادَة**(ইবাদত) তথা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নামাজ নামক ধর্মানুষ্ঠানটির

নামাজ পড়ার পদ্ধতিকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।
ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে যে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি দুটি। যেহেতু ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে যে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি দুটি সেহেতু নামাজ শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও দুটি। সে জন্যেই মুসলিম মানুষগণের মধ্যে অধিক পরিচিত, অধিক পালনকৃত ও অধিক প্রচলিত ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে নামাজ পড়ার পদ্ধতিকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে **اَلْفِقْهُ** (আল-ফিকহ) তথা **আইন শাস্ত্র** গঠন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।।

ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে যে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি দুটি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. দীর্ঘ পদ্ধতি '(হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতি) ।
২. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ('فِقْهٌ-ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান' পদ্ধতি) ।**

<u>>> দীর্ঘ পদ্ধতি ('হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতি) <<</u>

ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে যে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার **দীর্ঘ পদ্ধতি ('হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতি)** হচ্ছে হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণের **পদ্ধতি**। এ পদ্ধতিতে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে নাতিদীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং বিরক্তিকরও বটে। হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণের মধ্যে কতক জন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত **"فِقْهٌ-ফিকহ)** তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতি** নামক **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি** পরিত্যাগ করে তাদের মনগড়া প্রস্তুতকৃত **দীর্ঘ পদ্ধতি ('হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতি)** অবলম্বন করে ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে যে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের **দীর্ঘ পদ্ধতিটি ('হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতিটি)** বুঝাবার জন্য এখানে আমি নামাজ আদায় বা সম্পাদন প্রসঙ্গে **১০০** টি হাদিস শরীফ উল্লেখ করব। এসব হাদিস শরীফে **"নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয় "** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে নামাজ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যতসব হাদিস শরীফসমূহ আছে ওসব হাদিস শরীফগুলো এক যায়গায় একত্রিত করে একটি একটি করে বর্ণনা করে কোন মুসলিম মানুষকে নামাজ পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কতক হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণের **পদ্ধতি**। এ **পদ্ধতিটি** হচ্ছে শিক্ষাদানের **দীর্ঘ পদ্ধতি('হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতি)**। হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারী, হাদিস শরীফ বিশারদ ও হাদিস শরীফবিদগণের মধ্যে যারা কোন মুসলিম মানুষকে এরূপ **নিয়ম ও দীর্ঘ পদ্ধতিতে** নামাজ পড়া শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাদের ধর্মীয় বিষয়ে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** নেই।
তাঁদের সম্পর্কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ------------------
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَامَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ: " نَضَّرَ الله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٢٨) + سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ـ (٢٣٠)
অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে অতপর তা যারা শুনেনি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যার নিজেরই **আইনি জ্ঞান** নেই। এছাড়া অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক

অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী তথা **আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা।** সুনানু দারেমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৮ + সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩০। ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" ـ سنن ابن مَاجه - (٢٣٦)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনার খাইফ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অনুধাবন করে অতপর আমার পক্ষে তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক জ্ঞানের কথার বাহক আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী নহে। কেননা এমন অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যারা নিজেরা **আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা** নহে। এছাড়া অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা। অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৩৬।

ততীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ---سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: " نَضَّرَ اللهُ امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ " ـ سنن الدَّارِمِى - (٢٢٩)

অর্থঃ- হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে, অতপর সে উহা মুখস্ত করে অন্যের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন অনেক জ্ঞানের কথার বাহক আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী নহে। কেননা এমন অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক আছে যারা নিজেরা **আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা** নহে। এছাড়া অনেক **আইনি জ্ঞানের** বাহক এমন ব্যক্তির নিকট **আইনি জ্ঞান** বহন করতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা। অতপর তা পৌঁছিয়ে দেয়। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯।

উপরে বর্ণিত তিনখানা হাদিস শরীফে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অনেক হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণেরই ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** নেই। এতে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সমস্ত হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণের ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** নেই তারা এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" **(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত উলামাগণ "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءُ** (ফুকাহা) ফকীহগণের (আইনবেত্তাগণের) রায়, ফতওয়া ও অভিমতের উপর চলবেন। নিজেরা রায়, ফতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

পূর্বের কথামত আমি এখন সালাত তথা নামাজকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণের ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দান করার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করব ইশাআল্লাহু তাআ'লা।

নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ ও নামাজের সৌন্দর্যঃ

এখন নিম্নে হাদিস শরীফের মাধ্যমে হাদিস শরীফ সংকলনকারী ও সংগ্রহকারীদের, হাদিস শরীফ বিশারদদের ও হাদিস শরীফবিদগণের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ ও নামাজের সৌন্দর্যসম্পর্কীয় কার্যাবলী বিস্তৃত পরিসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

ওজু প্রসঙ্গ আরম্ভঃ

এখন নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতি ও নিয়ম বর্ণনা করতে শুরু করছি। নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে **প্রথম**

সোপান হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন। কারণ, পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের অংশ। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:-----------

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم " الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ ـ مُسْلِمٌ (٢٢٣)

অর্থঃ হযরত আবু মালিক আল-আশআ'রী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অংশ। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফফ নং-২২৩।

পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। সেই নির্দেশের কারণেই পবিত্রতা অর্জন করা একজন মুসলিমের উপর ফরজ।

পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশখানা হচ্ছেঃ-----------------------

"إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوابِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" - سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (٦)

অর্থঃ-যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলসমূহ ধৌত করবে ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথাসমূহ মোসেহ করবে ও তোমাদের পাগুলো টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং-০৬।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বাণীর নির্দেশগুলোর সমষ্টিকে ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় "ওজু" বলে। পবিত্রতার **প্রথম সোপান** হচ্ছে ওজু। ওজু করার মাধ্যমে একজন মুসলিম শারিরীক পবিত্রতা অর্জন করে।

পবিত্রতা অর্জনের পূর্ব প্রস্তুতি হচ্ছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার অবস্থা দুটি। প্রথমত মুসল্লির সর্বাঙ্গ শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। এটা গোসলের মাধ্যমে করতে হয়। দুটি কারণে মুসল্লির সর্বাঙ্গ শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা দরকার হয়। **(১)** কোন কারণে মুসল্লির সর্বাঙ্গ শরীর অথবা শরীরের কোন অংশ যে কোন অপবিত্র ময়লা যেমন-মানুষ, গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণী, জন্তু-জানোয়ার ও পশু-পাখির ময়লা-বিষ্ঠা দ্বারা আচ্ছাদিত হলে গোসলের মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়।

(২) জানাবাতের কারণে গোসল তথা ফরজ গোসলের মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়।

জানাবাতের কারণে গোসল তথা ফরজ গোসলের মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার নিয়মঃ

عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ غُسْلِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: كَانَ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا قَالَ وَكِيْعٌ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ أُصُوْلَ شَعْرِ رَأْسِهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ اغْتَرَفَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهُنَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (٢٤٨٩٠)

অর্থ: ইয়াহইয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জানাবাতের গোসল সম্পর্কে আমাকে বর্ণনা দিয়ে বলেন: তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর উভয় হাত দিয়ে শুরু করতেন, অতপর তিনি উভয় হাত ধৌত করতেন, ওকি' বলেন: তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর উভয় হাতলি তিনবার ধৌত করতেন, তারপর নামাজের ওজুর মত ওজু করতেন, তারপর তিনি তাঁর মাথার চুলের গোড়া খিলাল করতেন, এমনকি যখন তিনি ধারণা করতেন যে, পানি চামড়ার দুর পর্যন্ত পৌঁছেছে তখন তিনি তিন অঞ্জলি পানি নিতেন, তারপর তিনি তা তাঁর মাথার উপর ঢালতেন, তারপর তাঁর শরীরের সর্বাঙ্গের উপর প্রবাহিত করে দিতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪৮৯০।

শুধু গোপন অঙ্গ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। এটা শুধু **أِسْتِنْجَاءُ**(ইস্তিনজার)তথা মলমুত্র ত্যাগের পর পানি, মাটি অথবা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়ে গোপন অঙ্গ ধৌত করা বা মোসহের মাধ্যমে করতে হয়।

নামাজ সম্পাদনের জন্য যে সমস্ত বিষয় অতীব প্রয়োজনীয় তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(ক) পাক-পবিত্র হওয়া >>--

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُوَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ " ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٣٧)+ عَنْ عَلِيٍّ (٣) ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন- "নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, নামাজের পবিত্রতা ঘোষণা হচ্ছে তাকবির আর নামাজ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া

বা নামাজকে পৃথক করা হচ্ছে তাসলিম, সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৭+ হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে হাদিস শরীফ নং-০৩।

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ و مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوْءِ- ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٣)

অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "জান্নাতের চাবি "নামাজে হচ্ছে নামাজ আর নামাজের চাবি হচ্ছে "ওজু" । সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -০৩।

পবিত্র হওয়ার পদ্ধতিঃ>>---

عَنْ عَائِسَةَ أَنَّ رَسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِى عَنْهُ" سُنَنُ النَّسَائِي - (٤٤)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ পায়খানাতে যাবে সে তার সাথে তিনটি পাথর নিক (নিয়ে যাবে), অতপর এ দিয়ে পবিত্র হউক (পবিত্র হবে), এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءِ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعِي نَحْوِى إِدَاوَةً مِنْ مِاءٍ بَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ" سُنَنُ النَّسَائِي - (٤٥)

উপরোক্ত হাদিস শরীফে পবিত্রতাকে নামাজের চাবি বলা হয়েছে। নামাজের জন্য পবিত্র হওয়া ফরজ। কারণ, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয়না। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে বলেছেনঃ---

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم: " لاَ تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَأَ" ـ الْبِخَارِيِ (١٣٥)

অর্থঃ- অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যার ওজু নেই সে ওজু করা না পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবেনা। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৫।

صِفَةُ الْوُضُوءِ(সিফাতুল ওজু) তথা **ওজুর নিয়মঃ** >>--

১. বিসমিল্লাহ বলে ওজু শুরু করবে। যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوْءًا فَقَالَ رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم" هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ" فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ وَيَقُوْلُ "تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللهِ" ـ سُنَنُ النَّسَائِي - (٧٨)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কতক সাহাবী ওজু তালাশ করলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: "তোমাদের কারো সাথে পানি আছে কি?" অতপর, তিনি তাঁর হাত পানিতে রেখে বললেন: **আল্লাহর নামে ওজু কর** । সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-৭৮। **দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ**

عَنْ أَبِي ثِقَالٍ الْمُرِّيُّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رِبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطَبٍ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقُوْلُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ" ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (٢٧٧٩٠)

হযরত আবু ছিকল (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রিবাহ বিন আব্দুর রহমান বিন হুআইতাবকে বলতে শুনেছি: আমার দাদী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: 'তার নামাজ নেই যার ওজু নেই, তার ওজু নেই যে ওজুতে বিসমিল্লাহ যিকর করে না, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৭৯০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم: " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ"(١٠١)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: 'তার নামাজ নেই যার ওজু নেই, তার ওজু নেই যে ওজুতে বিসমিল্লাহ বলেনা, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِى الْإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ وَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ

অর্থ: হযরত আমরাতা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করেছি, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামাজ কেমন ছিল? তিনি (আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন ওজু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে বিসমিল্লাহ বলতেন এবং ওজু পূর্ণ করতেন,

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَيْنِ فَلَهُ كِفْلَيْنِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ، فَذَلِكَ وُضُوْئِي وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـ (٥٨٣٩)

অর্থ: হযরত আমরাতা (রাদিআল্লাহু আনহা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করে বলেন: যে একবার একবার করে ওজু করে তা হচ্ছে দায়িত্ব যা করতেই হবে, যে দুইবার দুইবার করে ওজু করবে তার দুটি পুরস্কার রয়েছে, আর যে তিনবার তিনবার করে ওজু করবে তা হচ্ছে আমার ওজু এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের ওজু, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৩৯।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِى تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا (وَ فِى رِوَايَةِ الْبُخَارِي ـ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرفقَيْنِ، رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ ١٥٩)ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلاَثًا (وَفِى رِوَايَةِ سُنَنُ ابُو دَاوُد ـ "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ-(١٤٠) + وَبَالِغْ فِى الْأِسْتِنْشَاقِ ١٤٢) ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوْءِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فَهَذَا وُضُوْءُهُ" ـ سُنَنُ النَّسَائِي - (٩٤)

(وَفِى رِوَايَةِ سُنَنُ ابُو دَاوُد - فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِى أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَ بِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ (١٣٥)

عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفرَاءَ قَالَتْ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِى حُجْرَىْ أُذُنَيْهِ ـ (٤٤١)+

(وَفِى رِوَايَةِ سُنَنُ أَبُوْ دَاوُد - فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَاأَقْبَلَ مِنْهُ وَمَاأَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ - (١٢٩)

(وَفِى رِوَايَةِ سُنَنُ أَبُو دَاوُد ـ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ - (١٢٢)

وَفِى رِوَايَةِ سُنَنُ ◌ِبُو دَاوُدِ - (١٢٨)>> فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

অর্থঃ- হযরত আব্দু খাইর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) একটি চেয়ার এনে উহাতে বসতে দেখলাম। তারপর একটি পাত্রে করে পানি আনলেন। অতপর তাঁর উভয় হাত তিনবার ধৌত করলেন
+((বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায়>> উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত তিনবার, হাদিস শরীফ নং-১৫৯)), তারপর এক হাতলিতে তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন
((সুনানু আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনা আছে>>" যখন তোমাদের কেউ ওজু করবে সে তার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাকুনি দিবে, হাদিস শরীফ নং-১৪০+ নাকে পানি দিতে অতিরঞ্জিত করবে অর্থ্যাৎ অধিক করে নাকে পানি দিবে", হাদিস শরীফ নং-১৪২)), তারপর তিনি তাঁর মুখমন্ডল ও উভয় হাত তিনবার তিনবার ধৌত করলেন, তারপর তিনি তাঁর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন, অতপর তিনি তাঁর মাথা মোসেহ করলেন, তারপর তিনি তাঁর উভয় পা তিনবার তিনবার করে ধৌত করলেন। অতপর তিনি বললেন: "যার রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওজু দেখতে ভাল লাগে, এটা হচ্ছে তাঁর ওজু। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৪
+ সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৫ এর এক বর্ণনায় আছে>> তিনি তাঁর উভয় শাহাদাত অঙ্গুলি তাঁর উভয় কানে প্রবেশ করালেন আর তাঁর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে তাঁর উভয় কানের বহিরাংশে মোসহে করলেন আর উভয় শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে তাঁর উভয় কানের ভিতরাংশ মোসহে করলেন))
+ সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪১ এর এক বর্ণনায় আছে>> হযরত রুবাই' বিন আফরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওজু করেছেন, অতপর তিনি তাঁর উভয় আঙ্গুল উভয় কানের দুটি গর্তে প্রবেশ করালেন।
+ সুনানু আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনা আছে>>"অতপর তিনি তাঁর মাথা মোসেহ করেছেন, আর তিনি উহার(মাথার) সামনে-পিছনে মোসেহ করলেন, উভয় কান ও চোখের মধ্যবর্তী স্থান এবং উভয় কান মোসেহ করলেন, হাদিস শরীফ নং-১২৯
+ সুনানু আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনা আছে>> যখন তিনি তাঁর মাথা মোসহে পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাতলি তাঁর মাথার অগ্রভাগে রাখলেন, অতপর তিনি তাঁর উভয় হাতলিকে ঘুরায়ে মাথার পশচাদভাগ পর্যন্ত পৌঁছালেন, তারপর তিনি উভয় হাতলিকে যে যায়গা থেকে আরম্ভ করেছিলেন সেখানে ফিরালেন, হাদিস শরীফ নং-১২২+১২৮।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم" إِذَ تَوَضَّأْتَ فأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ" - سُنَنُ النَّسَائِي - (١١٤)+ سُنَنُ ابْنُ مَاجَه(٤٤٨) +

অর্থঃ হযরত আসিম বিন লাকিত (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যখন তুমি ওজু করবে তখন তুমি ওজু পরিপূর্ণ করবে ও অঙ্গুলিসমূহের মাঝে খিলাল করবে। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৪+ সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪৮।

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسولُ الله صلي الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ ـ سُنَنُ ابْنُ مَاجَه (٤٤٦) + يَدْلُكُ سُنَنُ أَبُو دَاوُدُ (١٤٨)

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

অর্থ: হযরত আল-মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ওজু করতে দেখেছি, অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করেছেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪৬+ আঙ্গুল দিয়ে মর্দন করেছেন, সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৮।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسولُ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِذَ تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أصَابِعِ يَدَيْكَ وَ رِجْلَيْكَ" - سُنَنُ التِّرْمِذِي (٣٩)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যখন তুমি ওজু করবে তখন তুমিতোমার উভয় হাতের ও উভয় পায়ের অঙ্গুলিসমূহের মাঝে খিলাল করবে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ হাদিস শরীফ নং-৩৯।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسولُ الله صلي الله عليه وسلم قَوْمًا يَتَوضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ" سُنَنُ النَّسَائِي - (١١٢) + سُنَنُ ابْنُ مَاجَه(٤٥٠)+ أَتِمُّوا الْوُضُوْءَ - سُنَنُ ابْنُ مَاجَه(٤٥٥)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এক সম্প্রদায়কে ওজু করতে দেখলেন: অতপর দেখলেন তাদের পায়ের গোড়ালি দেখলেন, অতপর বললেন: পায়ের টাখনুগুলোর জন্য আগুনের কঠিন শাস্তি। তোমরা ওজু পরিপূর্ণ কর। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২ + সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৫০+ ওজু পরিপূর্ণ কর, সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৫৫ ।

দশম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسولُ الله صلي الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي وَ جَلَّ" - سُنَنُ أَبُو دَاوُدُ (١٤٥)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখনই ওজু করতেন তখন তিনি এক হাতলি পানি নিতেন, অতপর তা তাঁর চোয়ালের নীচে প্রবেশ করাতেন, অতপর তিনি তা দিয়ে দাঁড়ির মাঝে খিলাল করতেন। এবং তিনি বললেন: "এরূপই আমার প্রভু আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আদেশ করেছেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫।

১১ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسولُ الله صلي الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ - سنن ابن مَاجه - (٤٣٠)

অর্থঃ- হযরত উছমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওজু করেছেন, অতপর তিনি তাঁর দাড়ি খিলাল করেছেন। সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪৩০।

১২ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِىَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسولُ الله صلي الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ - سنن ابن مَاجه - (٤٣٣)

অর্থঃ- হযরত আবু আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওজু করেছেন, অতপর তিনি তাঁর দাড়ি খিলাল করেছেন। সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪৩৩।

১৩ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرَكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعَهِ مِنْ تَحْتِهَا" - سنن ابن مَاجه - (٤٣٢)

অর্থঃ হযরত ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন ওজু করতেন তখন উভয় গালের উপরিভাগ কিছুটা ঘষতেন, তারপর তিনি তাঁর দাঁড়ি আঙ্গুলসমূহ দিয়ে নীচ থেকে জড়ো করতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪৩২।

১৪ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ - (٢٢٦٥٢٠)

অর্থঃ- হযরত আবু উমামাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অক্ষিকোন(চোখেরকোন) মোসহে করতেন, মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৬৫০।

১৫ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: "أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ" قَالُوا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٥١)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি কি তোমাদের এমন কিছুর পথ প্রদর্শন করব না যার দ্বারা আল্লাহ পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন? তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন, হা! ইয়া রাসুলাল্লাহি, তিনি বললেন: "কষ্টের স্থানগুলোতে বা কষ্টের সময়ে ওজু পরিপূর্ণ করা। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১।

১৬ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِنُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوُضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا، لَولاَ آيَةٌ فِى كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ:" لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، فَيُصَلِّى صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيْهَا" ـ مُسْلِمٌ (٢٢٧)

অর্থঃ হযরত উছমান বিন আফফান(রাদিআল্লাহু আনহু) মসজিদের আঙ্গিনায় থাকা অবস্থায় তাঁর কৃতদাস থেকে বর্ণিত, আসরের সময়ে মুআজ্জিন আসল, অতপর তিনি ওজুর পানি আনতে বললেন: অতপর তিনি ওজু করলেন, তারপর তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে একটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করব, যদি আল্লাহর কিতাবে কোন আয়াত না থাকত তা হলে আমি তোমাদেরকে হাদিস শরীফ বলতাম না। আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: কোন মুসলিম লোক সুন্দর করে ওজু করে নামাজ পড়লে আল্লাহ(তাআ'লা) এক নামাজ থেকে অন্য নামাজের মধ্যকার পাপ ক্ষমা করে দেবেন। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৭।

১৭ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَيْنِيِّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم"مَنْ تَوَضأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" سُنَنُ النَّسَائِي (١٥١)

অর্থঃ হযরত ওকবা বিন আমিরুল জুহাইনি (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: 'যে ওজু করেছে, অতপর সে ওজু সুন্দর করেছে, তারপর দুই রাকাআ'ত নামাজ অন্তর-মুখমন্ডল নিয়ে পড়ে তা হলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫১।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ ـ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (٣٩٨)

১৮তম হাদিস শরীফঃ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন: যে সুন্দর করে ওজু করল তারপর জুমআ'র নামাজে আসল, অতপর সে নিকবর্তী হয়ে (ইমামের খুতবা) শুনল এবং চুপ থাকল আল্লাহ (তাআ'লা) এক জুমআ'র নামাজ থেকে অন্য জুমআ'র নামাজের মধ্যকার পাপ ক্ষমা করে দেবেন। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৮।

১৯ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : فَقَالَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : " إِنَّهَا لاَ تَتِمَّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ـ سُنَنُ أَبُو دَاوُدُ (٨٥٧)+ إِنَّهَا لاَ تَتِمَّ صَلاَةُ لِأَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغُ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ـ سُنَنُ أَبُو دَاوُدُ (٨٥٨)+ ـ سُنَنُ الدَّارِمى (١٣٢٨)

অর্থঃ হযরত আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার চাচা রিফাআ' বিন রাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন: ওজু না করা পর্যন্ত কারো নামাজ পরিপূর্ণ হবে না। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৭,

অন্য একটি বর্ণনায় আছে-আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা যেমন আদেশ করেছেন তেমন ওজু পরিপূর্ণ না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো নামাজ পূর্ণ হবেনা। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৮ + সুনানুদ দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩২৯।

২০ তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ـ سُنَنُ أَبُو دَاوُدُ (٨٥٦) +

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন: যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন ওজু পরিপূর্ণ কর। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৬।

উপরে এতক্ষণ আমি **صِفَةُ الْوُضُوْءِ**(সিফাতুল ওজু) তথা ওজুর নিয়মসহ(বৈশিষ্ট্যসহ) নামাজের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক নামাজসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় আলোচনা করে নিলাম। এখন আমি **صِفَةُ الصَّلَوٰةِ**(সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম(বৈশিষ্ট্য) বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। **صِفَةُ الْوُضُوْءِ**(সিফাতুল ওজু) তথা ওজুর নিয়ম এবং **صِفَةُ الصَّلَوٰةِ**(সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়মের মধ্যে বর্ণিত সকল বিষয়ই নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

صِفَةُ الصَّلَوٰةِ (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম প্রসঙ্গঃ

صِفَةُ الصَّلَوٰةِ (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম সম্পর্কে নিম্নে একটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হচ্ছে যার মধ্যে **صِفَةُ الصَّلَوٰةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম পুর্ণাঙ্গরূপে যথাযথ বিবৃত আছে।

(খ) পাক-পবিত্র অবস্থায় বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো>>---

পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ---

قُوْمُوا لِلهِ قَانِتِيْنَ ـ سورة الْبقرة ـ(٢٣٨)

অর্থঃ- তোমরা বিনয়ের সাথে দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।

হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যাংশ>---

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ـ مُسْلِمٌ (٣٩٧)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরাযরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন ওজু পপিূর্ণ কর তারপর, কেবলামুখী হও। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ--

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُوْلُ كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ إِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ " سنن ابن مَاجه ـ ٨٠٣)

অর্থঃ হযরত আবু হুমাইদ আসসাঈদী (রাদিআহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজে দাঁড়াতেন কিবলামুখী হতেন এবং বলতেন-- **" اللهُ أَكْبَرُ "** সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৮০৩।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

নামাজের জন্য নিয়ত করে উভয় হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে দেওয়া>>---

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَلِلصَّلاَةِ نَشَرَأَصَابِعَهُ ـ سنن الترمذِي (٢٣٩)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজের জন্য তাকবির দিতেন তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে দিতেন, সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৩৯।)

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ নামাজ আরম্ভ করার সময়ে হাতলি কেবলামুখী করে দেওয়া>>---------------------------

عَنْ ابْنِ عُمَرِ ،قَالَ: : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "إِذَا إِسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ ،وَلْيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِهِمَا الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّ اللهَ أَمَامَهُ "

অর্থঃ- হযরত ইানু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে তোমাদের কেকেই নামাজ আরম্ভ করলে সে দুটি হাত উপরের দিকে তোলে সে তার হাতলি কেবলামুখি করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্মুখে। হাদিস শরীফ নং-------

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

কাঁধ বরাবর হাত তোলা>>---

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ ــ سنن الترمذي ــ (عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِيْثِ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ سنن الترمذي ــ٣٩٠)

অর্থঃহযরত সালিম (রাদিআহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দেখেছি তিনি যখন নামাজ আরম্ভ করতেন কাঁধ বরাবর হাত তোলতেন+ হযরত মালিক বিন হয়াইরিছ (রাদিআহু আনহু) বর্ণনা করে বলেন: নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাতকে কান বরাবর তোলতেন। সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩৯০।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

তাকবীর উচ্চারন করে নাভীর নীচে অথবা নাভীর উপরে হাত রাখা>>--

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ +عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থঃ-হযরত আবু মিজলায থেকে বর্ণিত "নাভীর নীচে" (মাযহাবু হানাফী) +হযরত সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত 'নাভীর উপর'।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জা ধরা>>-----------------------------------

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ ـ سنن ابن ماجه ـ (٨١٠)+ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَ السَّاعِدِ ـ سنن النسائي(٨٨٩)

অর্থঃ-হযরত ওয়াইল বিন হুযর (রাদিআহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নামাজ পড়তে দেখেছি, তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১০+ ডান হাত বাম হাতের হাতলিতে, কব্জা ও বাহুতে রাখতেন, সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৯।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ দাঁড়িয়ে সানা পড়তে হবে, সানা>>---

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَّارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ "ــ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٤١)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজ শুরু করতেন তখন বলতেন।

"سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَّارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ"

তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪১।

রুকু' ও সিজদার তাসবিহঃ---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوْعِه " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى سُجُوْدِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُه وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ ــ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٦١)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: যখন তোমাদের কেহ রুকু' করবে সে রুকু'তে বলবে>>---

"- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ "

তিনবার, এতেই তার রুকু" পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে সর্ব নিম্ন আর যখন সিজদা দিবে সে সিজদাতে বলবে>>-

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"

তিনবার, এতেই তার সিজদা পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে সর্ব নিম্ন, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬১)।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اعْتَدِلُوا فِى صَلَاتِكُم وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وراءظَهْرِي" مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣٧٢٠+)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ তোমরা নামাজে সোজা হও এবং চাপাচাপি করে থাক। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখি। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭২০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : "أَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ و السُّجُوْدَ " ـ مُسْلِمٌ (١١٠)+" أَتِمُّوا لرُّكُوْعَ و السُّجُوْدَ " ـ (١١١) ـ مُسْلِمٌ+اعْدِلُوا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٢٩٨٦)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ "তোমরা রুকু ওসিজদা ঠিক কর", মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১০+ রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ কর", মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ، فَقَالَ: "لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، لَمَاتَ عَلَى عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ،فَأَتِمُّوا الرُّكُوْعَ والسُّجُوْدَ، فَإِنَّ مَثَلُ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ مَثَلُ الْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ التَّمْرَةَ وَ التَّمْرَتَيْنِ لاَ تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧١٧٩+٧٣٤٦)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহিল আশআরী থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একজন লোককে এমনভাবে নামাজ পড়তে দেখলেন যে তার রুকু'-সিজদা পূর্ণভাবে করছে না, অতপর বললেন: "যদি এ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় মারা যায় তা হলে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মের বাইরে মৃত্যু বরণ করল। অতএব তোমরা রুকু'-সিজদা পরিপূর্ণ কর। নিশ্চয় যে তার রুকু'-সিজদা পূর্ণভাবে করছে না তার দৃষ্টান্ত হল এমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত যে একটা-দুটা খেজুর খায় যার এর কোন প্রয়োজন নেই। মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৭৯+ ৭৩৪৬।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ" قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ؟ قَالَ: " لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَ سُجُوْدَهَا" ـ سُنَنُ الدَّارِمِى (١٣٢٨)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কাতাদা, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার নামাজকে চুরি করে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললে: ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে কিভাবে তার নামাজকে চুরি করে? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বেললেন: "সে তার রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না" । সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩২৮।

ষষ্ট হাদিস শরীফঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: " يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأَوَّلَ، وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ" قَالَ: وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُمْ فِى الْمَسْجِدِ حِلَقٌ فَقَالَ: لِي أَرَاهُمْ عِزِيْنَ؟ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٧٤٧٤)

অর্থ: হযরত জাবির বিন সামুরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (মসজিদে) ঢুকে বললেন: তোমরা কি সারিবদ্ধ হবেনা যেমনিভাবে ফেরেস্তারা তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধহয়। তারা (সাহাবীগণ) বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহি, তারা (ফেরেস্তারা) কিভাবে তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হয়? তিনি

(রাসুলুল্লাহি) বললেন: তারা (ফেরেস্তারা) প্রথম সারিকে পূর্ণ করে এবং সারিতে চাপাচাপি করে থাকে। তিনি (জাবির বিন সামুরা (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: তারা (সাহাবীগণ) মসজিদে গোলাকারে থাকা অবস্থায় তিনি (রাসুলুল্লাহি) মসজিদের দিকে বের হলেন। অতপর বললেন: আমার কি হচ্ছে তাদেরকে (সাহাবীগণকে) পৃথক পৃথক দেখছি!
মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৪৭৪।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ " ـ مُسْلِمٌ ـ (١٢٤)+ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (٣١٣٥+٣٢١١+٢٩٩٨)++"أَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ " ـ مُسْلِمٌ ـ (١٢٥)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ "তোমরা সারিসমূহ সমান কর, কেননা, সারি সমান করা নামাজেরর পরিপূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৪+মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩১৩৫,৩২১১,২৯৯৮ +তোমরা নামাজে সারি ঠিক কর (সোজা কর), কেননা, সারি ঠিক করা (সোজা করা) হচ্ছে নামাজের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৫।

صِفَةُ الصَّلَوةِ (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক করণীয় বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নিয়েছি। এখন **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হচ্ছে যার মধ্যে **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম পুর্ণাঙ্গরূপে যথাযথ বিবৃত আছে। নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহের মধ্যে **প্রথম হাদিস শরীফখানা** হচ্ছে নামাজ সম্পাদনের মুল হাদিস শরীফ। প্রথম হাদিস শরীফখানার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিস শরীফগুলো হচ্ছে আনুষঙ্গিক সহায়ক প্রয়োজনীয় হাদিস শরীফ। প্রথম হাদিস শরীফখানার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিস শরীফগুলোর বর্ণনার পর শেষ প্রান্তে **দ্বিতীয় মূল হাদিস শরীফখানা** বর্ণনা করব। প্রথম ও দ্বিতীয় মূল হাদিস শরীফদ্বয়ের মধ্যকার প্রথম হাদিস শরীফখানার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল হাদিস শরীফগুলোর মধ্যে নামাজ সম্পাদনের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হাদিস শরীফের বর্ণনার মাধ্যমে **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম সম্পর্কে নামাজ সম্পাদনসংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয় মোটমোটি সমাপ্ত হবে ইণশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফঃ--

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ ◌صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ

فَكَبِّرْ ـ ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي ـ (٣٠٣)+ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله ـ ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي ـ (٣٠٢)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মসজিদে প্রবেশ করলেন, অতপর একজন লোক প্রবেশ করে নামাজ পড়ে এসে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম করলেন। তিনি তার সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, "ফিরে গিয়ে (পুনরায়) নামাজ পড়" সে ফিরে গিয়ে যেমন নামাজ পড়েছিল তেমনি নামাজ পড়ল, অতপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন তোমার প্রতিও সালাম, ফিরে যাও, তুমি (পুনরায়)নামাজ পড়, তুমি নামাজ পড়নি, সে লোকটি এরূপ তিনবার করল, অতপর বলল, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ আমি এর চাইতে সুন্দর করতে পারিনা, আমাকে শিক্ষা দিন, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন "যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন তাকবির দিবে, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩০৩+ যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন ওজু করবে, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩০২ ।

(وَفِى رِوَايَةِ ابْنُ مَاجه ـ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ـ ١٠٦٠)

ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬০ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- ওজু পপিূর্ণ কর, তারপর কিবলার দিকে মুখ করে তাকবির দাও (আল্লাহু আকবার" বল) । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৬০।

(عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ـ سُنَنُ النَّسَائِي ـ ٨٨٩)

অর্থঃ-হযরত আসিম বিন কুলাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় ওয়াইল বিন হুজর তাঁকে বলেছেন, তিনি বলেছেন, আমি অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামাজের দিকে তাকাচ্ছি তিনি কিভাবে নামাজ পড়েছেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবি দিয়ে তিনি তাঁর দুটি হাত তাঁর দুকানের বরাবর উত্তোলন করলে। তারপর তিনি তাঁর ডান হাতকে তাঁর ডান হাতলির উপর, বাম হাতকে বাম হাতলির, কব্জা ও বাহুর উপর রাখলেন। সুনানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৯।

ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " - سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٣٠٣) + سُنَنُ النَّسَائِي - (٨٨٤)

তারপর তুমি কুরআনের যাই তোমার সহজ হয় পাঠ কর, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩০৩+নানু নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৪।

(وَفِي رِوَايَةِ سُنَنُ التِّرْمِذِي ـ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ كَبِّرْهُ و هَلِّلْهُ ـ ٣٠٢)

(তিরমিজি শরীফের ৩০২ নং হাদিস শরীফের আর একটি বর্ণনায় আছে- যদি তোমার সাথে কুরআন থাকে তা হলে তা পড়, আর তা না হলে আল্লাহর হামদ তথা প্রশংসা কর, তাকবির পড় ও তাহলীল পড়), সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০২।

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ـ - سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٣٠٣)

তারপর রুকু কর যতক্ষণ তুমি রুকু অবস্থায় শান্ত হও, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০২।

(وَفِي رِوَايَةِ سُنَنِ النَّسَائِي عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ>> ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَرْخِي ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ " جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَرْخِي وَيُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيْمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِي فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ " ـ (١١٣٦)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১১৩৬ নং হাদিস শরীফের (হযরত রিফাআ' বিন রাফি'(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত) একটি বর্ণনায় আছে- অতপর সে(মুসল্লি) তাকবির দিবে এবং তাঁর জোড়াগুলো স্থির ও শিথিল হওয়া পর্যন্ত তিনি রুকু করবে, তারপর বলবে " **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** "তারপর দাঁড়িয়ে সোজা থাকবে যখন সে রুকু থেকে তাঁর মেরুদন্ডকে খাঁড়া করবে, তারপর তাকবির বলে সে তার মুখমন্ডলকে শক্ত করা পর্যন্ত সিজদা করবে(তাঁর জোড়াগুলো স্থির ও শিথিল হওয়া পর্যন্ত সে তার কপালকে শক্ত করে রাখবে), আর তাকবির দিবে, অতপর তার মেরুদন্ডকে খাঁড়া করা ও তার আসনে বসা অবস্থায় সোজা হওয়া পর্যন্ত (মাথা) তুলে রাখবে, অতপর তাকবির দিয়ে তার মুখমন্ডলকে শক্ত করা ও শিথিল হওয়া পর্যন্ত সিজদা করবে, অতএব, যখন সে এরূপ করবেনা তা হলে তার নামাজ পরিপূর্ণ হবেনা। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৩৬।

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ ـ ُنَنُ النَّسَائِي (١١٥٠)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১১৩৬ নং হাদিস শরীফের (হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত) একটি বর্ণনায় আছে- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজে দাঁড়াতেন দাঁড়ানোর সময় তাকবির দিতেন, তারপর উঠার সময় তাকবির দিতেন, তারপর তিনি তাঁর মেরুদন্ডকে রুকু থেকে উঠার সময় বলতেন " **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ**", তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন- " **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** ", তারপর সিজদা দিতে অবনত হওয়ার সময় তাকবির দিতেন, তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠার সময় তাকবির দিতেন, তারপর সিজদা দিতে তাকবির বলতেন, তারপর

সিজদা থেকে মাথা উঠার সময় তাকবির দিতেন, তারপর নামাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত পুরো নামাজেই এরূপ করতেন এবং বৈঠকের পর দুই রাকাআ'ত থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবির দিতেন। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৩৬।

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ ـ سُنَنُ النَّسَائِيِ (١١٤٩)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১১৪৯ নং হাদিস শরীফের (হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত) একটি বর্ণনায় আছে- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (নামাজে) উঠতে, (হাত)রাখতে, দাঁড়াতে ও বসতে তাকবির দিতেন। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৪৯।

(وَفِى رِوَايَةِ ابْنُ مَاجه ـثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِى بِعَضُدَيْهِ مَاسْتَطَاعَ ـ ١٠٦٢)

(সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬২ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে-তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) রুকু দিতেন, অতপর তিনি তাঁর দু হাত হাটুতে রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয়কে যতসম্ভব ফাঁকা করে রাখতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১০৬২।

(سُنَنُ النَّسَائِي عَنْ عُمَرَ قَالَ: سُنَّتْ لَكُمْ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ ـ(١٠٣٤)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১১৩৪ নং হাদিস শরীফের (হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমাদের জন্য হাটুসমূহ সুন্নাত করা হয়েছে, অতএব, তোমরা হাটুসমূহ ধরে রেখো। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১০৩৪।

(عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فِى هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ ـ أَبُو دَاوُد ـ (٧٣٦+٨٣٩)

(সুনানু আবু দাউদ শরীফের ৭৩৬+ ৮৩৯ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আব্দুল জাব্বার বিন ওয়াইল (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে অত্র হাদিস শরীফে বর্ণনা করে বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাঁর দুহাত মাটিতে পড়ার পূর্বেই দুহাটু মাটিতে পড়ে যেত। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩৬+৮৩৯।

وَفِى رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ـ >> إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ـ(839)+ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ (٨٣٩) + سُنَنُ النَّسَائِي (١١٥٤)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১১৫৪ নং হাদিস শরীফের + সুনানুন আবু দাউদ শরীফের ৮৩৯ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, যখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) সিজদা করতেন তখন তিনি তাঁর দু হাতের পূর্বে দু হাটু (মাটিতে) রখতেন আর যখন তিনি (সিজদ) থেকে উঠতেন দু হাটুর পূর্বে দু হাত উঠাতেন। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৫৪+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৩৯।

(عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فِى هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ ـ أَبُو دَاوُد ـ (٧٣٦)

(সুনানু আবু দাউদ শরীফের ৭৩৬ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আব্দুল জাব্বার বিন ওয়াইল (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে অত্র হাদিস শরীফে বর্ণনা করে বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি তাঁর কপাল দুই হাতলির মাঝে রাখতেন এবং বোগল থেকে ফাঁকা করতেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩৬।

(عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيْثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ ـ أَبُو دَاوُد ـ (٧٣١)

(সুনানু আবু দাউদ শরীফের ৭৩১ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আবু হুমাইদ রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করে বলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) যখন রুকু করতেন তখন তিনি তাঁর দুহাতলিকে উভয় হাটু থেকে মুক্ত রাখতেন, আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁকা রাখতেন। তারপর তিনি তাঁর মাথা উর্ধ্বমুখী না করে, গাল না নেড়ে বা না কাঁপিয়ে তাঁর পিঠ টান করতেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩১।

(عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيْثِ وَقَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ و جَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِه حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى - أَبُو دَاوُد - (٧٣٤)

(সুনানু আবু দাউদ শরীফের ৭৩৪ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আবু হুমাইদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করে বলেন, তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) রুকু করতেন, অতপর তিনি তাঁর দুহাত উভয় হাটুর উপর রাখতেন যেন তিনি হাটুদ্বয়কে ধরে আছেন আর তাঁর হাতদ্বয়কে গোল করে তাঁর উভয় পার্শ্ব থেকে দুরে রাখতেন। তিনি(হযরত আবু হুমাইদ রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: তারপর তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) সিজদা করে নাক ও কপালকে শক্ত করে রাখতেন আর তাঁর উভয় হাতকে তাঁর উভয় পার্শ্ব থেকে দুরে রাখতেন এবং তাঁর হাতলিদ্বয়কে তাঁর কাধ বরাবর রাখতেন। তারপর তিনি সকল হাঁড় স্ব-স্ব স্থানে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর মাথা তুলে রাখতেন যাতে তিনি মুক্ত হন। তারপর তিনি বসতেন, অতপর তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পায়ের সম্মুখভাগ কিবলা মুখী করতেন এবং তাঁর ডান হাতলিকে তাঁর ডান হাটুর উপর রাখতেন ও বাম হাতলিকে বাম হাতলিকে বাম হাটুর উপর রাখতেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩৪।

(عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ - سُنَنُ النَّسَائِي - (١٠٣٦)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১০৩৬ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আব্দুল সালিম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আবু মাসউদের(রাদিআল্লাহু আনহু)নিকট আসলাম, অতপর আমরা তাঁকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামাজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে বললাম, অতপর তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়ায়ে তাকবির দিলেন, অতপর যখন রুকু করলেন তিনি তাঁর উভয় হাতলিকে উভয় হাটুর উপর রাখলেন, আর তাঁর আঙ্গুলগুরো তাঁর হাটুর নিচে রাখলেন এবং তিনি তাঁর কনুদ্বয়কে তাঁর সবকিছু সোজা হওয়া পর্যন্ত ফাঁক করে রাখলেন, তারপর বললেন "**سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ**", অতপর তিনি তাঁর সবকিছু সোজা হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১০৩৬।

(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَلاَ أُصَلِّى لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يُصَلِّى فَقُلْنَا بَلَى، فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذَالِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يُصَلِّى هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا - سُنَنُ النَّسَائِي - ١٠٣٧)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১০৩৭ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত ওকবা বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছি আমি কি তোমাদের জন্য তেমন নামাজ পড়ব না? তারা(সাহাবীগণ) বলরেন, হা! অতপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি যখন রুকু করলেন তিনি তাঁর উভয় হাতলিকে উভয় হাটুর উপর রাখলেন, আর তাঁর আঙ্গুলগুরো তাঁর হাটুর নিচে রাখলেন এবং তিনি তাঁর বোগলদ্বয়কে তাঁর সবকিছু স্থির হওয়া পর্যন্ত ফাঁক করে রাখলেন, তারপর তিনি তাঁর সবকিছু স্থির হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলেন, তারপর তিনি তাঁর সবকিছু স্থির হওয়া পর্যন্ত সিজদারত থাকলেন, তারপর তিনি চার রাকাআ'ত এরূপই করলেন, তারপর বললেন: আমি এরূপই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছি, এরূপই তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তেন। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১০৩৭।

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا - سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٣٠٣)

তারপর রুকু থেকে উঠে থাক যতক্ষণ তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় শান্ত হও, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০৩।

(وَفِى رِوايَةِ ابْنُ مَاجه ـ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ـ ١٠٦٠)

(সুনানুন ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬০ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে-যতক্ষণ তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় শান্ত হও। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৬০।

(وَفِى رِوايَةِ ابْنُ مَاجه ـثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيْمُ صُلْبَهُ ـ ١٠٦٢)

(সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬০নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) (রুকু থেকে) মাথা উত্তোলন করতেন অতপর তিনি তাঁর মেরুদন্ডকে সোজা করতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৬০।

(وَ فِى رِوَايَةِ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـــ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ:إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ(صَلاَةِ عَبْدٍ) لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَ سُجُوْدِهِ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ ـ+ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ ـ ٢٤٥٠١+٢٤٥٠٢ +

মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফের ২৪৫০১+২৪৫০২ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় (হযরত আব্দুর রহমান বিন আলী তিনি তাঁর পিতা থেকে+ আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন শায়বান রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে) আছে- "রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এমন লোকের (এমন বান্দার নামাজের) দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যে তার মেরুদন্ডকে রুকু ও সেজদার মধ্যে সোজা করেনা।

(وَفِى رِوَايَةِ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي مَسْعُوْد الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ" ـ (٨٥٥)

আবু দাউদ শরীফের ৮৫৫ নং হাদিস শরীফের বর্ণনায় (হযরত আবু মাসউদ বদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এমন লোকের নামাজ হবে না যে তার পিঠকে রুকু ও সেজদার মধ্যে সোজা করেনা।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ-------- فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، لاَ صَلاَةَ لِمَنْ يُقِيْمَ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ" ـ سُنَنُ ابْنُ مَاجه (٨٧١)

অর্থঃ- (হযরত আব্দুর রহমান বিন আলী বিন শায়বান তিনি তাঁর পিতা (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করে বলেন: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজ সমাপ্ত করলেন তখন বললেন: হে মুসলিম সমাজ! এমন লোকের নামাজ হবে না যে তার পিঠকে রুকু ও সেজদার মধ্যে সোজা করেনা। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৭১।

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٣٠٣)

তারপর তুমি সেজদা দাও যতক্ষণ তুমি সেজদা অবস্থায় শান্ত হও, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০২।

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٣٠٣)+ ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ـ(٣٠٢)

তারপর তুমি বসা অবস্থায় শান্ত হওয়া পর্যন্ত সিজদা থেকে উঠে থাক, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩০৩+ তারপর বস, অতপর বসা অবস্থায় শান্ত হও, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩০২ ।

(وَفِى رِوايَةِ ابْنُ مَاجه ـ ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِى بِعَضُدَيْهِ مَااسْتَطَاعَ ـ ١٠٦٢)

(সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬০নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) সিজদা দিতেন, অতপর তিনি তাঁর হাতদ্বয়কে কিবলার দিকে রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয়কে যতসম্ভব (জমিন থেকে) দুরে রাখতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৬২।

(وَفِى رِوايَةِ ابْنُ مَاجه ـ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَاعِدًا ـ ١٠٦٠)

(সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬০ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- তারপর তুমি বসা অবস্থায় সোজা হওয়া পর্যন্ত তোমার মাথা উত্তোলন করে রাখ। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৬০।

(وَفِى رِوَايَةِ ابْنُ مَاجه ـ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ـ ١٠٦٢)

(সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬২ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- তারপর তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর মাথা উত্তোলন করে বাম পায়ের উপর বসতেন আর ডান পা খাঁড়া করে রাখতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৬২।

(وَفِى رِوَايَةِ ابْنُ مَاجه ـ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ و يَثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ـ ١٠٦١)+ أَبُو دَاوُد ـ (٧٣٠)

(সুনানুন ইবনু মাজাহ শরীফের ১০৬১+ আবু দাউদ শরীফের ৭৩০ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- তারপর তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর মাথা উত্তোলন করে বাম পা ভাঁজ করে এর উপর বসতেন আর যখন সিজদা দিতেন তখন তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো খুলে রাখতেন। তারপর সিজদা করতেন, তারপর তাকবির দিতেন আর তাঁর সকল হাঁড় স্ব-স্ব স্থানে চলে যাওয়া পর্যন্ত বাম পায়ের উপর বসে থাকতেন। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১০৬১+ সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩০।

(ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ـ سُنَنُ النَّسَائِي ـ ٨٨٩)

(সুনানুন নাসাই শরীফের ১০৩৭ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- তারপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বসতেন এবং তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। সুনানুন নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১০৩৭।

(عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيْثِ وَقَالَ فَإِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ـ أَبُو دَاوُد ـ (٧٣١)

(সুনানু আবু দাউদ শরীফের ৭৩৪ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আবু হুমাইদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করে বলেন, অতপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) যখন দুরাকাআ'তে বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম পায়ের পেটে বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৩৪।

(وَ فِى رِوَايَةِ مُسْنَدُ أَحْمَدَ ـــ وَأَحْسِنُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ٧٣١٩))

মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফের ৭৩১৯ নং হাদিস শরীফের বর্ণনায় (হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে) আছে- "তোমরা তোমাদের রুকু ও সেজদা সুন্দর কর।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اعْتَدِلُوا فِى (الرُّكُوْعِ- سُنَنُ النَّسَائِي)السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ" ـ مُسْلِمٍ (٢٣٣-٤٩٣)

(মুসলিম শরীফের ৪৯৩+২৩৩ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: সিজদাতে (রুকুতে -সুনানুন নাসাই) সোজা হও (স্থির থাকো) । তোমাদের কেউ কুকুরের ছড়ানোর ন্যায় তার বাহুদ্বয়কে ছড়াবেনা।

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ" - مُسْلِمٍ (٢٣٤-٤٩٤)

(মুসলিম শরীফের ৪৯৪+২৩৪ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: যখন তুমি সিজদা করবে তখন তুমি তোমার হাতলিদ্বয়কে (জমিনে) রাখ আর কনুদ্বয়কে (উপরে) উঠায়ে রাখ।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ، خَوَّى بِيَدَيْهِ (يَعْنِي: جَنَّحَ) حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَىِ ـ مُسْلِمٍ (٢٣٨-٤٩٧)

(মুসলিম শরীফের ৪৯৭+২৩৮ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- নবী ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী মায়মুনা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন সিজদাতে যেতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাতকে মাটি থেকে দুরে রাখতেন। এমনকি পিছন থেকে তাঁর বোগলের উজ্জলতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন তখন তিনি তাঁর উরুতে স্থির(স্বস্তি) হতেন।

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٣٠٢)

তারপর তুমি সকল নামাজেই এরূপ করবে। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০২।

(وَفِى رِوَايَةِ سُنَنُ التِّرْمِذِي ـ ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَ إِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ ـ ٣٠٢" - سُنَنُ النَّسَائِي - (٨٨٤)+

তারপর তুমি দাঁড়াবে, যখন তুমি এরূপ করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হবে, এর থেকে কম করলে তোমার নাজ থেকেকেই কমে যাবে। নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৮৮৪+ সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০২।

(وَفِى رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ـ كَانَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ: " لاَ تُبَادِرُوا الْإِمَامَ ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلاَ الضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوا: آمِيْنَ"_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤١٥)

মুসলিম শরীফের ৪১৫ নং হাদিস শরীফের বর্ণনায় (হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে) আছে- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলতেন: "তোমরা ইমামের আগে তাড়াতাড়ি করবে না, ইমাম তাকবির বললে তোমরা তাকবির বলবে, আর যখন তিনি বলবেন: **وَلاَ الضَّالِّيْنَ**، তোমরা বলবে: **آمِيْنَ**। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

এই অষ্টম হাদিস শরীফের বর্ণনার মাধ্যমে **صِفَةُ الصَّلَوةِ** (সিফাতুসসালাত) তথা নামাজের নিয়ম সম্পর্কে নামাজ সম্পাদনসংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয় মোটমোটি সমাপ্ত হবে ইণশাআল্লাহু তাআ'লা। হাদিস শরীফখানা এই-------------

عَنْ أَبِي بَكَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: انَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: "سَمِعَ الله حَمِدَهُ" حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِى الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيْهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْمَثْنَي بَعْدَ الْجُلُوْسِ ـ مُسْلِمُ (٣٩٢)

অর্থঃ-হযরত আবু বকর বিন আব্দুর রহমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আবু হুরায়রাকে (রাদিআল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছেন: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজের জন্য উঠতেন তখন দাঁড়ানোর সময় তাকবির দিতেন, তারপর রুকু দেওয়ার সময় তাকবির দিতেন, তারপর রুকু থেকে তাঁর মেরুদন্ড উঠানোর সময় বলতেন "**سَمِعَ الله حَمِدَهُ**", তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন "**رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ**", সিজদা দিতে নিম্নগামী হওয়ার জন্য তাকবির দিতেন, তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠানোর সময় তাকবির বলতেন, তারপর সিজদা দেওয়ার সময় তাকবির দিতেন, তারপর সিজদা হতে মাথা উঠার সময় তাকবির বলতেন, তারপর নামাজ সম্পাদন করা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজেই এরূপ করতেন, তারপর বসার পর দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠার সময় তাকবির দিতেন। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৯২।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ لنَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ إِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رِكْبَتَيْهِ ـ أَبُو دَاوُد ـ (٨٣٨)

(সুনানু আবু দাউদ শরীফের ৮৩৮ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- হযরত ওয়াইলবিন হুজর (রাদিআল্লাহু আনহু থেকে) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দেখেছি যখন তিনি সেজদা দিতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাটুকে তাঁর উভয় হাতের পূর্বে জমিনে রাখতেন আর যখন তিনি জমিন থেকে (সেজদা থেকে) উঠতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাতকে তাঁর উভয় হাটুর পূর্বে তুলতেন। সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৩৮।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِيْ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يَا بُنَيَّ وَإِيَّاكَ وَ الْإِلْتِفَاتَ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِى الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِى التَّطَوُّعِ لاَ فِى الْفَرِيْضَةِ ـ سُنَنِ التِّرْمِذِي - (٥٨٩)

(সুনানুত তিরমিজি শরীফের ৫৮৯ নং হাদিস শরীফের একটি বর্ণনায় আছে- (হযরত আবু সাঈ'দ ইবনু মুসাইয়্যিব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: "হে বৎস, তোমাকে নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা নিশ্চয় নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো ধ্বংসকর বিষয়। যদি এদিক-ওদিক তাকাতেই হয় তা হলে তা নফলে(ঐচ্ছিক) নামাজে ফরজ নামাজে নহে।

তাশাহুদ(تَشَهُّدٌ) প্রসঙ্গঃ

দ্বিতীয় রাকাআ'তেই সিজদা থেকে উঠে তাশাহুদ পাঠ করার জন্য কেবলামুখী হয়ে বসতে হবে, এই অবস্থাকে তাশাহুদের বৈঠক বলে।

তাশাহুদের(تَشَهُّدٌ) বৈঠকে উভয় হাত রাখার নিয়ম।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦٢٦٢)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাশাহুদ পড়তে বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম হাত বাম হাটুর উপর রাখতেন আর ডান হাত ডান হাটুর উপর রাখতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৬২৬২।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَبْعَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قَالَ: كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٥٤٢٩)

অর্থঃ-হযরত আলী বিন আব্দুর রহমান মুআবিয়্যি (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাকে নামাজে পাথরের কুচি নিয়ে অনর্থ কাজ করতে দেখলেন, অতপর যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন আমাকে (এ কাজ করতে) নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেরূপ করেছেন তেমন কর। আমি বললাম রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কেমন করতেন, তিনি বললেন: যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজে বসতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাতলিকে তাঁর ডান উরুর উপর রাখতেন আর তাঁর সকল আঙ্গুল মিলিয়ে (চাপিয়ে) রাখতেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে সংযুক্ত আঙ্গুল(শাহাদাত আঙ্গুল) দিয়ে ইশারা করতেন ও তাঁর বাম হাতলিকে তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৫৪২৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم" لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦١٠٨)

অর্থঃ- হযরত নাফি' (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) যখন নামাজে বসতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উভয় হাটুর উপর রাখতেন আর তাঁর আঙ্গুল দিয়ে তিনি ইশারা করতেন ও তিনি তাঁর চক্ষুকে তাঁর আঙ্গুলের আঙ্গলের অনুসরণ করাতেন। তারপর তিনি বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "এটা শয়তানের উপর লোহার চেয়েও শক্ত বা কঠিন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৬১০৮।

তাশাহুদ(تَشَهُّدٌ)পাঠ করা ব্যতীত নামাজ হবেনা। যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَقُولُ ": تَعْلَمُوا ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ " (٤٥٧٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন আর বলতেন: জেনে রেখ! তাশাহুদ ছাড়া নামাজ নেই। আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-৪৫৭৪।

তাশাহুদের(**تَشَهُّدٌ**)বৈঠকেই দরূদ ও সালামের জন্য সুনির্দিষ্ট বাক্যবলী পাঠের মাধ্যমে তাশাহুদ(**تَشَهُّدٌ**) পাঠের ভিতরেই কেবলামুখী হয়ে বসা অবস্থায় খুশু-খুজুর সাথে শান্তমনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম প্রেরণ ও দরূদ পাঠ করতে হবে এবং এমনকি অন্যান্য সালেহীন বা সৎবান্দাদের প্রতিও সালাম দিতে হবে। এইটা হচ্ছে নামাজ সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এই তাশাহুদের ভিতরে যেই দরূদ ও সালাম পাঠ করা হল তা নামাজের পদ্ধাতিগত কারণে পড়া হল, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হওয়ার কারণে নহে। কারণ, তখনতো নামাজের ভিতর আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হয় নি। এইটা শুধু **নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের** অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হওয়ায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত না হওয়া সত্বেও দরূদ ও সালাম পাঠ করতে হয়েছে। অতপর, তাশাহুদের(**تَشَهُّدٌ**)শেষ বৈঠকে ডানে-বামে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হতে হবে, নামাজে সালাম----------

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَانَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ـ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ـ سنن ابن ماجه ـ ٩١٢)

অর্থঃ- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ডানে-বামে **السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ** " বলে সালাম ফিরালে তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৯১২।

অতএব, উপরে বর্ণিত নামাজ সম্পাদনের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করার নাম হচ্ছে সালাত তথা নামাজ। ইসলামি শরীয়তী (শরই'য়্যু) অর্থ ওজর ব্যতীত নামাজ সম্পাদনের এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যাতিক্রম করলে নামাজ হবেনা। নামাজের ভিতরে পড়ার জন্যে অনেকগুলো বা কতগুলো সুনির্দিষ্ট আরবী দরূদ ও সালাম(তাশাহুদ) রয়েছে। তম্মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল।

তাশাহুদঃ>>--عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُوْلَ "- التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٢٨٩)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন দ্বিতীয় রাকআ'তে বসি তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে>>"-

- التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"

<<বলতে শিক্ষা দিতেন। তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৮৯।

দরূদ শরীফ প্রসঙ্গঃ

তাশাহুদের বৈঠকেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর আরবী ভাষায় **صَلاَةٌ** (সালাত) নামে দরুদ শরীফ পড়তে হবে। নিম্নে কয়েকখানা দরুদ শরীফ উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنْ عَمْرٍو ،قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ ، حَتَّى جَلَسَ بَيْنض يَدَى رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِى صَلاَتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَصمَتَ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُوْلُوا " اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" ـ مسند أحمد (١٧٣٤٧)

অর্থঃ-হযরত ওকবা বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন লোক রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উভয় হাত শুভ্র দেখা যাওয়ার সময়ে আমরা তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় এসে বসেই বলল: ইয়া

রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম দেওয়া জেনেছি, তা হলে আমরা যখন নামাজে **صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ** পড়ি তখন কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? তিনি (হযরত ওকবা বিন আমর) বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা চুপ হয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ভাবলাম লোকটি তাঁকে প্রশ্নই করেনি, তারপর, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যখন তোমরা আমার উপর দরূদ পড়বে তখন তোমরা বলিও:-----------------

" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৩৪৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ كَعْبِ عُجْرَةَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،فَكَيْف الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُوْلُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"   اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" ـــ البخاري (٤٧٩٧)+مسلم(٤٠٩)+ سنن النسائ(١٢٨٩)+سنن الترمذي(٤٨٣)+سنن ابو داوُد ، عَنْ الحكم (٩٧٩)

অর্থঃ- হযরত কা'ব বিন উযরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, বলা হল ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম দেওয়া জেনেছি, তা হলে আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়ব? তিনি (রাসুলুল্লাহি)বললেন: তোমরা বল------------

" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

বুখারী, হাদিস শরীফ নং-৪৭৯৭, মুসলিম, হাদিস শরীফ নং-৪০৬, সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-১২৮৯, সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৪৮৩, সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হযরত হাকাম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, হাদিস শরীফ নং-৯৭৯।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صلي الله عليه وسلم فقَالَ : كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ : قُوْلُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"ـــ سنن النسائ(١٢٩١)+ سنن ابو داوُد ، عَنْ كَعْبِ عُجْرَةَ (٩٧٨)

অর্থঃ- হযরত মুসা বিন তালহা তিনি তাঁর পিতা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন লোক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? তিনি (আল্লাহর নবী) বললেন: তোমরা বল--**"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ**

সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-১২৯১, সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হযরত কা'ব বিন উযরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, হাদিস শরীফ নং-৯৭৮।

এখানে আর একটি হাদিস শরীফের খন্ড অংশের মাধ্যমে দরূদ শরীফ দেখানো হল।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِذَ صَلَّيْتُم عَلَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ : قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا : قُوْلُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"سنن ابن ماجه(٩٠٦)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তোমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরূদ পড়বে তখন তোমরা তাঁর উপর উত্তম করে দরূদ পড়বে। কেননা তোমরা জান

না যে, তা তাঁর নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তিনি বললেন, তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিন, তিনি বললেন: তোমরা বল- সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৯০৬।

সালাম প্রসঙ্গঃ নামাজের শেষপ্রান্তে এসে নামাজের ভিতরে তাশাহহুদ, দরুদ ও দুআ'-ইস্তিগফার সমাপনান্তে ডানে-বামে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে বের হওয়া।

যেমন হাদিস শরীফে আছে---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، " ـ سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ـ (٩١٤)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ডানে-বামে সালাম দিতেন এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৪।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، لسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " ـ سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ـ (٩١٦)

অর্থঃ- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ডানে-বামে সালাম দিতেন এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৬।

নামাজের পর করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যঃ

নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় সালামের পর নামাজ সমাপনান্তে দুআ'-মুনাজাতের মাধ্যমে **صَلاَةٌ**(সালাত) তথা নামাজ নামক ইবাদত কার্যক্রমের উপসংহার টানা হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু। এটাও হচ্ছে নামাজের সৌন্দযের অন্তর্ভুক্ত।যেমন হাদিস শরীফে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِى الْعَلاَنِيَّةِ فَأَحْسَنَ وَ صَلَّى فِى السِّرِّ فَأَحْسَنَ ـ قَالَ الله هَذَا عَبْدِي حَقًّا" ـ سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ـ (٤٦٠٠)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ যখন বন্দা প্রকাশ্যে নামাজ পড়ে অতপর তা সুন্দর করে এবং গোপনে নামাজ পড়ে অতপর তা সুন্দর করে, তখন আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার সত্যিকার বান্দা। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৬।

নামাজের সৌন্দর্যের বর্ণনার বিষয় উল্লেখ করার পর এখন নামাজের সারবস্তুর বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : قَالَ "أَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "(٣٣٧١) سنن الترمذي

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "দুআ" করা হচ্ছে ইবাদতের "সারবস্তু" । সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ : قَالَ"لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ سنن الترمذي (٣٣٧٠) -

অর্থঃ "দুআ' করার চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত এমন কিছু নেই " সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭০।

তাই, ইবাদতের **"সারবস্তু"** তথা ফলাফল পেতে হলে নামাজ শেষে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে। এটা এ জন্য যে, নামাজ সম্পাদন কার্যক্রম আরম্ভের আগেই নামাজের বাহিরে যেমন নামাজীর শরীর, কাপড়, নামাজ পড়ার যায়গা ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া লাগে ঠিক তেমনিভাবে নামাজের বাহিরে নামাজ সমাপনান্তে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে। অন্যথায় নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এটা এ জন্য যে, দালান-কোঠা, বিল্ডিং-প্রসাদ ইত্যাদির জন্য

বাউন্ডারীর ব্যবস্থা না থকলে যেমন ওগুলো বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তেমনিভাবে নামাজ সমাপনান্তে দুআ'-মুনাজাত না করলে নামাজ পড়া সত্বেও মহান আল্লাহর দরবারে নামাজ কবুল না হওয়ার সম্ভাবনাই থেকে যায়। যেমন অনেক হাদিস শরীফেই দুআ'-মুনাজাতকে ইবাদতের **"সারবস্তু"** হিসেবে উল্লেখ করায় নামাজ যেহেতু একটি ইবাদতের বিষয় সেহেতু নামাজ সমাপনান্তে দুআ'-মুনাজাত না করলে নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ আছে। তম্মধ্যে ০২(দুটি) হাদিস শরীফ এখানে উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ ـ" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الْإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد(١٧٨٠١)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া ,দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা),মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে: আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা! অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে নামাজ অসম্পূর্ণ"। শুবা (রাদিআল্লাহ আনহু) বললেন: আমি বল্লাম: **(صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟)** তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন: হ্যাঁ, আমি তাকে (হযরত মুত্তালিবকে) বললাম: **(مَا الْإِقْنَاعُ ؟)** ইকনা' কি ? তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন "। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبّا سِ ، عَن رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَمَسكَنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبَّ يَا رَبَّ ، ثَلاَثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خداجٌ ـ" مسند أحمد ـ (١٧٧٩٧ ، وَفِى رِوَايَةِ ـ فَقَالَ فِيْهِ قَوْلًا شَدِيْدًا+ (٥٤٩١)المعجم الاوسط لِطبراني (٨٦٣٢)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া, মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত **(الْإِقْنَاعُ)** ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) **(الْإِقْنَاعُ)** ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভুর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে: ইয়া রব ইয়া রব ! অতএব, যে এটা করবে না(যে কোন নামাজের পর দুই হাত (উপরে) তুলে দুআ' করবে না) তা হলে (তার) নামাজ **خداجٌ** (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ"(সে কঠিন কথা বলল)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৭+ মু"জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৬৩২।

মুসনাদু আহমাদ শরীফ শরীফের উপরে বর্ণিত ০১টি(একটি) ও মু"জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফের ০১টি(একটি) হাদিস শরীফ একটি অপরটির সম্পূরক ও পরস্পর ব্যাখ্যাস্বরূপ। উপরে বর্ণিত ০২টি(দুটি) হাদিস শরীফ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ'করার বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট দুআ'সমূহ ও অন্যান্য ওজিফাসমূহ নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করার পর পড়তে হবে।

*নামাজের ভিতর সুরা আল-ফাতিহা না পড়লে যেমন নামাজ **خداجٌ** (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় তেমনিভাবে উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের আলোকে অন্তত **"اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ"** অথবা **"يَا رَبَّ يَا رَبَّ "** শব্দগুলো দুআ' হিসেবে বলার জন্য নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'না করলে নামাজী ব্যাক্তির নামাজ **خدَاجٌ** (খিদাজ) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় মর্মে মুসনাদু আহমাদ শরীফে বর্ণিত আমি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ৪টি(চারটি) হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছি।

কাজেই, উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের আলোকে অন্তত **" لَلَّهُمَّ اللَّهُمَّ "** অথবা **"يَا رَبَّ يَا رَبَّ"** শব্দগুলো দুআ' হিসেবে বলার জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর দুই হাত উপরে তুলতে হবেই।
দুআ'-মুনাজাত প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের ৪০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সতর্কতাঃ
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَيُّهَاالنَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْإِنْصِرَافِ – مُسْلِمُ (112)+ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ – مُسْلِمُ (١١٣)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একদিন আমাদেরেকে নিয়ে নামাজ পড়ালেন, যখন নামাজ শেষ করলেন আমাদের দিকে মুখ করে বললেন: হে মানুষ সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম, অতএব তোমরা রুকুতে আমার অগ্রগামী হও না, সিজদাতেও না, দাঁড়ানোতেও নয় এবং (নামাজ শেষান্তে) চলে যাওয়ার সময়েও না (আমার আগে রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো ও চলে যাওয়ার সময়েও অগ্রগামী হয়ো না)। **মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১২+** হযরত মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ইমামের আগে তার মাথা উত্তোলন করে তার ব্যাপারে ভয় হয় যে, আল্লাহ (তাআ'লা) তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৩।
এতক্ষণ আমি **দীর্ঘ পদ্ধতি ('হাদিস শরীফ' ভিত্তিক পদ্ধতি)** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি **"সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ("فِقْهٌ-ফিকহ)** তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতি** নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

>> সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ("فِقْهٌ-ফিকহ) তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতি<<** (২৫৭)

ইসলামের ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্য হতে যে কোন বিষয় মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ("فِقْهٌ-ফিকহ)** তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতি** হচ্ছে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءٌ**(ফুকাহা)ফকীহগণের **পদ্ধতি**। বিভিন্ন হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমুহে নামাজ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যতসব হাদিস শরীফসমূহ আছে ওসব হাদিস শরীফের উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে ও **اِسْتِنْبَاطٌ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে সারবস্তু প্রস্তুত করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কোন মুসলিম মানুষকে নামাজ পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা)ফকীহগণের কাজ। এরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরে কোন মুসলিম মানুষকে নামাজ পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান**। সে জন্যেই **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** সম্পর্কে হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ---

عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَاد هَذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ" – المعجم الكبير لطبرانيى (٦١٦٦) "

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: প্রত্যেকটি কিছুর পিলার বা স্তম্ভ আছে, এই ধর্মের পিলার বা স্তম্ভ হচ্ছে ফিকহ তথা **আইনি জ্ঞান** । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১৬৬ ।
উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে নামাজ সম্পাদনের বা নামাজ পড়ার জন্য যতসব নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণিত আছে ওগুলোর **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فُقَهَاءٌ** (ফুকাহা)

---

(257) **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতি তথা "শরীয়তী জ্ঞান" পদ্ধতি**

ফকীহগণের **اَلْفِقْهِى (ফিকহী) পদ্ধতি তথা আইনি পদ্ধতির** সংক্ষিপ্ত সারবস্তু হচ্ছে **১.** পবিত্রতা **২.** বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো **৩.** তাকবীরু তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর তোলা **৪.** ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরা **৫.** সানা পাঠ করা **৬.** কিরাআত পাঠ করা ৭. রুকু' করা **৮.** সিজদা করা **৯.** তাশাহুদের বৈঠক করা **১০.** তাশাহুদের শেষ বৈঠকের ভিতরেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়া ও দরূদ পড়া এবং দুআ'-ইস্তিগফার করা **১১.** তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হওয়া।

এগুলোকে **নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ** বলে।

নামাজ সম্পাদনের বা নামাজ পড়ার জন্য উপরে বর্ণিত সারসংক্ষেপে বিবৃত বিষয়গুলোর মাধ্যমে মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হলে উক্ত মুসলিম মানুষটি অতি সহজেই কম সময়ের ভিতর নামাজ সম্পাদনের বা নামাজ পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতিগুলো শিক্ষতে, আয়ত্ব করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে ও মনে রাখতে পারবে। এরূপ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা দান পদ্ধতি হচ্ছে "**فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতি।**

এতক্ষণ উপরে নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ "**فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতিতে** আলোচনা করেছি। এখন ওজু প্রসঙ্গে ওজুর ফরজ, সুন্নাত ও ওজুর সৌন্দর্যের বর্ণনা "**فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান" পদ্ধতিতে** দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাবলেছেনঃ-----------

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ و مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوْءِ- - سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (٣)

অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: জান্নাতের চাবি হচ্ছে "নামাজ" আর নামাজের চাবি হচ্ছে "ওজু"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -০৩।

যেহেতু উপরোক্ত হাদিস শরীফে বলা হয়েছে **'ওজু ছাড়া নামাজ নেই'** সেহেতু ওজু নামাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই, 'নামাজের সৌন্দর্য বর্ননায় ওজুর সৌন্দর্য প্রসঙ্গ' প্রথমে আলোচনায় এসেছে।

ওজুর ফরজঃ

১. প্রথমে ময়লা ও ময়লাজাতীয় বস্তু হতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা(ফরজ) ও উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোর ফাঁকগুলোতে খিলাল করা **২.** মুখমন্ডল ধৌত করা (একবার ফরজ-তিনবার সুন্নাত) **৩.** উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা (একবার ফরজ-তিনবার সুন্নাত) **৪.** পায়ের আঙ্গুলর অগ্রভাগ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করা (একবার ফরজ-তিনবার সুন্নাত) এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোর ফাঁকগুলোতে খিলাল করা ও বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে মর্দন করা **৫.** মাথা মোসেহ করা (একবার ফরজ), পদ্ধতি-নতুন পানি দিয়ে মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া থেকে শুরু করে মাথার পশ্চাদভাগের শেষ পর্যন্ত উভয় হাতের আঙ্গুলসহ হাতলি দিয়ে মাথা মোসেহ করা।

ওজুর সৌন্দর্যঃ

১. তারতীব রক্ষা করে ওজুর সমস্ত কার্যাবলী সমাপ্ত করা **২.** কষ্টদায়ক স্থানগুলোতে ভাল করে পানি পৌঁছানো **৩.** বিসমিল্লাহি বলে ওজু আরম্ভ করা **৪.** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্য হতে সর্বপ্রথম উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা (তিনবার সুন্নাত)**৫.** কুলি করা (তিনবার সুন্নাত)**৬.** নাকে পানি দেওয়া (তিনবার সুন্নাত) ও প্রতিবার নাক ঝাড়া দেওয়া (তিনবার সুন্নাত)**৭.** নতুন পানি নিয়ে মুখমন্ডললের চোয়ালের নীচে পানি প্রবেশ করানো ও দাড়ি থাকলে দাড়ি খিলাল করা, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- **'আমার প্রভু আমাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়েছেন'** ৮. উভয় হাতের শাহাদাত আঙ্গুল উভয় কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো এবং উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে উভয় কানের বহিরাংশ কানের লতি পর্যন্ত মোসেহ করা **৯.** ওজু শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে 'কালিমা শাহাদাত' পাঠ করা।

উপরে দীর্ঘ পরিসরে **"ওজু"** প্রসঙ্গ নিয়ে হাদিস শরীফে বর্ণিত সৌন্দর্যমন্ডিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করে মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান।**

ইতিপূর্বে উপরে **নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের** মধ্য হতে শুধু ফরজ বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। এখন নামাজের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

নামাজের সৌন্দর্যঃ

১. নামাজ শুরু করার পূর্বেই নামাজ সম্পাদনের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ানো **২.** রুকু'তে শান্ত ও স্থির হওয়া পর্যন্ত মেরুদন্ড সোজা করে রাখা **৩.** রুকু' অবস্থায় উভয় হাত উভয় হাটুর উপর রেখে হাতলি ও হাতের আঙ্গুলসমূহ দিয়ে ধরে রাখা **৪.** রুকু' অবস্থায় উভয় হাত উভয় উভয় কনুইসহ উভয় উরু থেকে পৃথক বা আলগ করে রাখা **৫.** রুকু' হতে উঠে শান্ত ও স্থির হওয়া পর্যন্ত মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকা **৬.** সিজদাতে শান্ত ও স্থির হওয়া পর্যন্ত মেরুদন্ড সোজা করে রাখা।

৭. সিজদা অবস্থায় উভয় হাত উভয় কনুইসহ জমিন থেকে পৃথক বা আলগ করে রাখা **৮.** সিজদা অবস্থায় উভয় হাত কান বরাবর রাখা **৯.** সিজদা অবস্থায় উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পশ্চিম মুখী করে রাখা **১০.** সিজদা অবস্থায় উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ একটু ফাঁক করে রাখা **১০.** সিজদা অবস্থায় উভয় হাতের মাঝখানে কপাল ও নাক জমিনে রাখা **১১.** সিজদা অবস্থায় কপাল ও নাক জমিনে শক্ত করে রাখা **১২.** সিজদা অবস্থায় উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ পশ্চিম মুখী করে রাখা **১৩.** সিজদা হতে উঠে বসা অবস্থায় শান্ত ও স্থির হওয়া পর্যন্ত সোজা হয়ে থাকা। **১৪.** বসা অবস্থায় উভয় হাত উভয় উরুতে রাখা **১৫.** বসা অবস্থায় উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পশ্চিম মুখী করে রাখা **১৬.** বসা অবস্থায় উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর মিলিয়ে রাখা **১৭.** নামাজে থাকা অবস্থায় এদিক-ওদিক না তাকানো **১৮.** নামাজের বাহিরে নামাজ সমাপনান্তে দুআ'-মুনাজাত করা ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত **১ নং** থেকে **১৭** নং পর্যন্ত উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রত্যেক রাকাআ'তে করতে হবে এবং **১৮** নং বিষয়টি প্রতিবার সালামের পর নামাজের বাহিরে নামাজ সমাপনান্তে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে। এখানে আমি নামাজের সৌন্দর্যমন্ডিত ১৮টি বিষয় উল্লেখ করেছি।

সম্মাণিত পাঠকবর্গ উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোসহ অন্যান্য হাদিস শরীফ গবেষণা করে নামাজের সৌন্দর্যমন্ডিত বিষয় আরো বৃদ্ধি করতে পারেন।

উপরে দীর্ঘ পরিসরে হাদিস শরীফে বর্ণিত সৌন্দর্যমন্ডিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করে মুসলিম মানুষকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান।**

ইসলামি শরীয়তের এই **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসমূহের সমষ্টিই** হচ্ছে **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা আইন শাস্ত্র এবং যেই কিতাব বা গ্রন্থে এই **فِقْهٌ** (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসমূহের সমষ্টি** বিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ আছে উক্ত কিতাব বা গ্রন্থকে **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা আইন শাস্ত্রের কিতাব বা গ্রন্থ বলে।

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম), **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তাবেঈ'গণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ও **فَقِيْهٌ** (ফকীহ) তাবে'-তাবেঈ'নগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ন্যায় সর্বোত্তম সম্মাণিত ব্যক্তিগণ থাকা সত্বেও **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত খ্যাতিমান চারজন হাদিস বিশারদ, হাদিসবিদ ও মুহাদ্দিসিনকেরমগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম)যেমন- **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী), **আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী) মত কেউ বিন্যস্তভাবে গ্রন্থাকারে **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা আইন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেন নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবে না। কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লা>> **" مَنْ يُّرِيْدُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ " - سُنَنُ الدَّارِمِى – (٢٢٤**

(অর্থঃ-'মহান আল্লাহ তাআ'লা যার দ্বারা (মুসলিম মানুষের) কল্যাণ চান তাকেই ধর্মের **فَقِيْهٌ**(ফকীহ) তথা আইনজ্ঞ-আইনবেত্তা করেন বা **فِقْهٌ**(ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞানসম্পন্ন** করেন। সুনানু দারিমি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২৪<হাদিস শরীফখানার ক্ষেত্রস্থল> **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত (ফুকাহা)ফকীহগণ দ্বারাই **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্র** সংকলন ও লিপিবদ্ধতার মত মহান কাজটি সমপন্ন করিয়ে নিয়েছেন। এখন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত যে কোন আলিম নামধারী মুসলিম এ কাজটি নতুন করে করতে যাবে সে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা

জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং **" إِنَّ اللهَ يُأَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِرَجُلٍ فَاجِرٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْإِسْلاَمِ "** (অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা এ ধর্মকে এমন পাপীলোক দ্বারা শক্তিশালী করবেন যাদের ইসলামে কোন অংশ নেই)>> হাদিস শরীফখানার ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এর অর্থ হল **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত যে কোন মুসলিম Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার ধারবাহিক পালাক্রম ভঙ্গ করে এ কাজটি করবেন সে পাপী।

"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত আরো কিছু খ্যাতনামা মণীষী পরবর্তীতে এ পথ ধরে এগিয়ে এসেছেন এবং সুবিন্যস্ত গ্রন্থও রচনা ও সংকলন করে রেখে গেছেন। তবে তাদের সংকলিত কিতাবগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। উপরে বর্ণিত খ্যাতিমান চারজন ইমামের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, বিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্র** হচ্ছে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু)**اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্র। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার** (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং তাঁর উত্তুরসুরী অনুসারীদের **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্রের** কিতাব বা গ্রন্থসমূহের তালিকা **পৃষ্ঠা নং-৬১৩ থেকে পৃষ্ঠা নং-৬২২** পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

উপসংহারঃ Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারা (আনুগত্যের ধারবাহিক পালাক্রম) তথা জৈষ্ঠতার পালাক্রমের ধারাবাহিতা অনুসারে **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত বিভিন্ন **فَقِيْهٌ** (ফকীহ)মণীষীবৃন্দসহ উপরোক্ত খ্যাতিমান চারজন হাদিস বিশারদ, হাদিসবিদ ও **فُقَهَاءُ**(ফুকাহা)ফকীহগণকেই (রাদিআল্লাহু আনহুম) যেমন- **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী), **হযরত ইমাম মালিক** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী), আর **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী) মানতে হবে ও অনুসরণ করতে হবে এবং তাদের সংকলিত ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা **আইন শাস্ত্র** নামে কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রায়, ফতওয়া, মতামত ও অভিমতের উপর **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল করুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর **(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষগণকে চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার পালাক্রমের ধারাবাহিতা ভঙ্গ করা যাবে না। Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার পালাক্রমের ধারাবাহিতা ভঙ্গ করার পদ্ধতি ও পন্থা দুটি।

প্রথম মাধ্যমঃ "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত খ্যাতিমান চারজন হাদিস বিশারদ, হাদিসবিদ ও **فُقَهَاءُ**(ফুকাহা)ফকীহগণকেই (রাদিআল্লাহু আনহুম)যেমন- **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক** (রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ** (রাদিআল্লাহু আনহু), আর **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةُ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্মানিত মণীষীদের সংকলিত ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ **اَلْفِقْه (আল-ফিকহ)** তথা আইন শাস্ত্র নামে কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রায়, ফতওয়া, মতামত ও অভিমতের বিরোধিতা করা হচ্ছে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার পালাক্রমের ধারাবাহিতা ভঙ্গ করার **প্রথম পদ্ধতি ও পন্থা।**

দ্বিতীয় মাধ্যমঃ اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী **সাহাবীদের, তাবেঈদের, তাবে'-তাবেঈনদের** (রাদিআল্লাহু আনহুম) রায়, মতামত ও ফতওয়ার(**مُخْتَلِفِيْنَ**)ভিন্নমত পোষণকারী হয়ে এবং **اَلْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ**

الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে (مُتَفَرِّقِيْنَ)বিচ্ছিন্ন হয়ে (২৫৮) ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হচ্ছে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা ভঙ্গ করার **দ্বিতীয় পদ্ধতি ও পন্থা** ।

উপরোক্ত দুটি মাধ্যমে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) তথা জৈষ্ঠতার পালাক্রমের ধারাবাহিতা ভঙ্গ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারীদেরকে কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ তাআ'লার দরবারে অপরাধী হিসেবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ তাআ'লা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারীদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন:--

- كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَ لَاتَعْثَوا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - سورةالبقرة - (٦٠)

অর্থঃ- আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে) বেড়াইও না। সুরা বাকারা, আয়াত নং-৬০।

***উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে মুসলিম মানুষকে নির্বিঘ্নে সুখে-শান্তিতে খেতে-পান করতে বলেছেন এবং ফিতনা-ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি) করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দান করেছেন।

এতদসত্বেও আলিম নামধারী কিছু দুষ্ট লোকেরা মহান আল্লাহ তাআ'লার এ আদেশ অমান্য করে ফিতনা-ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি) করেই চলছে।

প্রশ্নসমূহঃ

(১) **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত খ্যাতিমান চারজন তাবে'-তাবেঈ'ন হাদিস বিশারদ, হাদিসবিদ ও **فُقَهَاءٌ**(ফুকাহা) ফকীহগণকেই(রাদিআল্লাহু আনহুম) যেমন- **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু), **হযরত ইমাম শাফিঈ** (রাদিআল্লাহু আনহু)**, আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** (রাদিআল্লাহু আনহু)সহ **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত আরো কিছু অন্যান্য সম্মানিত হাদিস সংকলনকারী মণীষীবৃন্দ ব্যতীত আর কোন হাদিস সংকলনকারী আছেন কি তারা কোন তাবেঈ' থেকে সরসরি হাদিস শরীফ সংকলন করেছেন?

(২) আহলু হাদিস কোন শতাব্দীর? তারা **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কিনা?

(৩) আহলু হাদিস যদি **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তা হলে তাদর সেই ইমামের নাম কি অথবা তারা কোন তাবেঈ' থেকে সরসরি হাদিস শরীফ সংকলন করেছেন?

(৩) আহলু হাদিস যদি **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ"**(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে না থাকেন তবে তারা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ও বাতিল দল। কারণ, তারা **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদের ব্যাপারে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়অ সাল্লামার ভাল মুসলিম হওয়ার সাক্ষ্য নেই।

---

(২৫৮) মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত যে কোন দলের নাম أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের নাম না রাখা হচ্ছে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে (مُتَفَرِّقِيْنَ)বিচ্ছিন্ন হওয়া। (مُخْتَلِفِيْنَ)ভিন্নমত পোষণকারী ও(مُتَفَرِّقِيْنَ)বিচ্ছিন্নবাদী সম্পর্কে ব্যাখ্যা পৃষ্ঠা নং-২৬-২৭, ৬৪০ দেখুন।

সুচিপত্র:
الْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস প্রসঙ্গঃ

শিরোনাম:> الْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস সম্পর্কে জানি ।<

বর্তমানেকালের **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত কতক সাধারন মুসলিমগণ, কতক উলামাকেরামগণ **الْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস প্রসঙ্গের** উপর অনেক কিতাব বা গ্রন্থ লিখেছেন। তারা তাদের কিতাবে ঐ সমস্ত হাদিস শরীফগুলোকে **الْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস** বলেছেন যা তারা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত অন্যান্য হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে পাননি । হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত অন্যান্য হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে কোন হাদিস শরীফ লিপিবদ্ধ না হলেই যে উহা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী **"হাদিস শরীফ"** নহে তা নয় । তাদের এ কথায় এটা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত অন্যান্য হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের বাইরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আর কোন বাণী বা কথাই বলেন নাই। তাদের এ কথায় এটাও প্রমাণিত হয় যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত অন্যান্য হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের মধ্যেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী বা হাদিস শরীফ সীমাবদ্ধ । আসলে বাস্তবে তা নহে । বরং যে সমস্ত হাদিস শরীফ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের বিরোধী নহে এমন সব বহু হাদিস শরীফ লক্ষকোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত এবং "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" **(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "** অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণের সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে যা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রশংসা সম্পর্কে, তাঁর সাহাবাকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রশংসা সম্পর্কে এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসা সম্পর্কে কেটি কোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখে, মুসলিম উলামাকোমগণের মুখে মুখে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যামানা থেকে শুরু হয়ে সমস্ত হিজরী শতাব্দীকাল অতিক্রম করে প্রচার হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত ও বিদ্যমান আসছে তাও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **হাদিস শরীফ** । কারণ, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের বিরোধী নহে এমন সব ভাল কথাবার্তা যা লক্ষকোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত এবং **أَرْذَلُ "الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "**অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণের সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে তা যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই **হাদিস শরীফ** তা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে ।
যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---------------------------
প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِّي حَدِيْثٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ فَيَقُوْلُ: اتْلُوا بِهِ عَلَيَّ قُرْآنًا، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ، أَوْ لَمْ أَقُلْهُ ، فَأَنَا أَقُوْلُ، وَمَا أَتَاكُمْ (عَنِّي)مِنْ شَرٍّ فَإِنِّي لاَ أَقُوْلُ الشَّرَّ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١٠٤١٢، ٨٩٢٣)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি তোমাদের মধ্য হতে ঐ ব্যাক্তিকে চিনি যার নিকট আমার পক্ষ হতে কোন হাদিস আসা সত্ত্বেও খাটে বসে বলে যে, তোমরা উহার স্বপক্ষে আমার নিকট কুরআন তেলাওয়াত কর(কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে পাঠ কর)। (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তার উক্ত কথার প্রেক্ষিতে বলেন) "আমার পক্ষ হতে যে কোন ভাল কথাই তোমাদের নিকট পৌঁছে তা আমি বলে থাকি অথবা নাই বলে থাকি, মনে রেখ, তা আমিই বলছি, আর যে কোন মন্দ কথা তোমাদের নিকট আসে, মনে রেখ, আমি মন্দ কথা বলি না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৮৯২৩, ১০৪১২ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَأَعْرِفَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَدِيْثَ وَهُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى أَرِيْكَتِهِ فَيَقُوْلُ: اِقْرَأْ قُرْآنًا. مَا قِيْلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ" ـ سُنَنُ ابْنُ مَاجَه (٢١)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: আমি তোমাদের মধ্য হতে ঐ ব্যাক্তিকে চিনি যে কেউ আমার পক্ষ হতে কোন হাদিস বর্ণনা করে খাটে বসে বলে যে, তোমরা উহার স্বপক্ষে আমার নিকট কুরআন পাঠ কর(কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে পাঠ কর)। (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তার উক্ত কথার প্রেক্ষিতে বলেন) "যে কোন ভাল কথাই বলা হয়ে থাকুক, মনে রেখ, তা আমিই বলছি। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন ভাল কথা কেটি কোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখে, মুসলিম উলামাকোমগণের মুখে মুখে পাওয়া যাবে তা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের বিরোধী না হলে হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে থাকুক বা না থাকুক তাই হাদিস শরীফ । এটা এই জন্য যে, পবিত্র কুরআনের সাথে হাদিস শরীফের সংমিশ্রণের আশংকায় প্রথম দিকে হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **নিষেধাজ্ঞা** থাকায় সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হাদিস শরীফ লিখা বন্ধ করে দেন । কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ে ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস তাঁর সুন্নাহ হিফাজত ও প্রচারের জন্য তাঁর উম্মতের প্রতি কড়া নির্দেশ থাকায় সেই নির্দেশনা অনুসারে তাঁর সাহাবী কেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হাদিস শরীফসমূহ পরবর্তীদের নিকট মুখে মুখে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। হাদিস শরীফদ্বয় হচ্ছে এই---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

-" **لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ " ــ بُخَارِى، كِتَابُ الْعِلْمِ (٦٧)**

- " অর্থ: প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ইহা (হাদিস শরীফ) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন ব্যক্তির নিকট ইহা(হাদিস শরীফ) পৌঁছিয়ে দিবে যে ব্যক্তি তার(উপস্থিত ব্যক্তির) অপেক্ষা (হাদিস শরীফের পক্ষে) উত্তম রক্ষক হবে" বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৭।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

(٨٧) اِحْفَظُوْهُ وَ اَخْبِرُوْهُ " ــ بُخَارِى، كِتَابُ الْعِلْمِ "অর্থঃ- "তোমরা ইহাকে (হাদিস শরীফ) ভালরূপে মুখস্ত করে লও । অতপর যারা অনুপস্থিত তোমরা ইহা (হাদিস শরীফ) তাদের নিকট পৌছিয়ে দাও" বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৭।

এতে করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফসমূহ সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) মুখে মুখে প্রচারিত হতে থকে। পরবর্তীতে সাহাবী কেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মুখে মুখে প্রচারিত হাদিস শরীফসমূহ লক্ষকোটি মুসলিম মানুষের নিকট পৌঁছে যায়, এমনকি তা লক্ষকোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখেও প্রচারিত হতে থাকে। "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সাহাবী(রাদিআল্লাহু আনহুম)ও তাবেঈনগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) যুগের প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ১০০ শত বৎসরের মধ্যে পবিত্র কুরআনের সাথে হাদিস শরীফের সংমিশ্রণের আশংকায় প্রথম দিকে হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

নিষেধাজ্ঞা থাকয় কোন সাহাবী(রাদিআল্লাহু আনহুম) বা তাবেঈ(রাদিআল্লাহু আনহুম)তাঁদের স্মৃতিপটে রক্ষিত হাদিস শরীফসমূহ দৃশ্যমান সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে যাননি । "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী) মত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম বিশেষকরে **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা**(রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী)সর্বপ্রথম হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কার্যক্রম শুরু করে দেন। তাই, লক্ষকোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হাদিস শরীফসমূহের মধ্যে যে সমস্ত হাদিস শরীফসমূহ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়নি তা সনদবিহীন **(২৫৯)** হয়ে পড়ে এবং সনদবিহীন হওয়াসত্বেও এ

---

(২৫৯) **"সনদবিহীন"** বলার কারণ এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে শুরু করে তাঁর বাণী **"হাদিস শরীফ"** সংকলক পর্যন্ত হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীদের(রাবীদের)কোন একজন বর্ণনাকারীর(রাবীর)নাম শেষে বা প্রথমেই বাদ পড়া বা বর্ণনাকারীদের(রাবীদের)ধারাবাহিক **(মোত্তাসিল)** যোগসূত্র (সনদ) বজায় না থাকা অথবা হাদিস শরীফ বর্ণনাকারীদের(রাবীদের)মাধ্যমদের কোন এক মাধ্যম বাদ পড়া । বর্ণনাকারীর(রাবীর)নাম শেষে বা প্রথমেই বাদ পড়ার বিষয়টির নাম **'মোনকাতে'** । এই বাদ পড়াকে **'ইনকিতা'** বলে । **'মোনকাতে'** দুই প্রকার। **১. মোরসাল ২. মোআ'ল্লাক** ।

১. মোরসালঃ যেই হাদিস শরীফে সনদের **'ইনকিতা'** শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং **তাবেঈ** রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম করে হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন এমন বর্ণনাকারীর (রাবীর) হাদিস শরীফখানাই হচ্ছে **'হাদিসুন মোরসালুন'** (মুরসাল হাদিস) । হাদিস শরীফ সংকলকদের মধ্যে "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যে বা মুসলিম রাষ্ট্রে এবং মুসলিম সমাজে জন্ম গ্রহণকারী ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবেঈ'দের (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে প্রথম হাদিস শরীফের ইলম বা জ্ঞান অর্জন, হাদিস শরীফ সংগ্রহ ও হাদিস শরীফের শিক্ষাগ্রহণ করে হাদিসবিদ, হাদিস বিশারদ ও মুহাদ্দিস হওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র দুইজন সম্মাণিত ব্যক্তির ভাগ্যেই জুটেছে । সেই দুইজন প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান দুইজন ইমাম ও মণীষী হলেন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ৮০ হিজরীতে কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণকারী **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু) ও ৯৩ হিজরীতে মদিনা শরীফে জন্ম গ্রহণকারী **হযরত ইমাম মালিক** (রাদিআল্লাহু আনহু) । তাঁদের উভয়েরই **তাবেঈ'নদের** (রাদিআল্লাহু আনহু) সাথে সরসরি সাক্ষাৎ, সার্বক্ষণিক কথাবার্তা হওয়া ও আচার-অচরণ-চালচলন দেখার কারণে তাঁদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সম্যক ধারণা থাকায় তাঁরা উভয়েই **তাবেঈ'নদের**(রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত **মোরসাল হাদিস** গ্রহণ করেছেন । কিন্তু আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে প্রায়ই ২৪০/২৫০ (দুইশত চল্লিশ/পঞ্চাশ) বৎসর অতিক্রান্তের পর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর হাদিস শরীফের সংকলকগণের সাথে **তাবেঈ'নদের**(রাদিআল্লাহু আনহু)সাথে সরাসরি যোগসূত্র না থাকায় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর হাদিস শরীফের সংকলকগণ সাধারণ মুসলিম মানুষগণের বর্ণিত **মোরসাল হাদিসসমূহ** গ্রহন করতেন না ।

২. মোআ'ল্লাকঃ যেই হাদিস শরীফে সনদের **'ইনকিতা'** প্রথম দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নামের পর এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর(রাবীর)বাদ পড়েছে এমন বর্ণনাকারীর (রাবীর) হাদিস শরীফখানাই হচ্ছে **'মোআ'ল্লাক'** ।

৩. 'মোনকাতে'রই সদৃশ আর এক প্রকার হাদিস শরীফ হচ্ছে **'তা'লীক'** । **'তা'লীক'** হচ্ছে একটি হাদিস শরীফের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে শুধু কেবল মূল হাদিস শরীফখানাকেই বর্ণনা করা । সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত বুখারী শরীফের সংকলক হযরত ইমাম বুখারীই অনেক বা বহু হাদিস শরীফ **তা'লীকরূপে** বর্ণনা করেছেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, সনদবিহীন হাদিস শরীফও গ্রহণযোগ্য । তা ছাড়া **'মওকুফ'** হাদিস শরীফও এক প্রকার সনদবিহীন বা অপূর্ণ সনদযুক্ত হাদিস শরীফ । এইরূ **'মওকুফ'** হাদিস শরীফও গ্রহণযোগ্য । অতএব, কোন হাদিস শরীফ সনদবিহীন হলেই উহা **'اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস'** নয় । বরং উক্ত হাদিস শরীফখানা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের বিরোধী না হলে সনদবিহীনও হলেও তা আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই হাদিস শরীফ । আরো এ রকম অনেক বিভিন্ন প্রকার সনদবিহীন হাদিস শরীফ রয়েছে বা পাওয়া যাবে তা সবই আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই হাদিস শরীফ, কোনটিই তা **اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস'** নয় ।

"সনদবিহীন" বলার দ্বিতীয় কারণ এই যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ও তৃতীয় শতাব্দীর হাদিস শরীফ সংকলকদের প্রত্যেকেরই কম-বেশী হাদিস শরীফ মুখস্ত ছিল । তাঁদের কেউ কেউ ৪০ লক্ষ, ১০ লক্ষ, ৬ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ৪ লক্ষ, ৩ লক্ষ ১লক্ষ করে হাদিস শরীফ মুখস্ত করেছেন ও সংগ্রহ করে রেখেছেন। কাহারোরই এক লক্ষের কম হাদিস শরীফ মুখস্ত ছিল না । তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ও গ্রন্থে সংগৃহিত হাদিস শরীফ থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদিস শরীফের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে হাদিস শরীফের গ্রন্থ সংকলন করেছেন । কিন্তু হাদিস শরীফের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখা হাদিস শরীফ ছাড়া তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ও গ্রন্থে সংগৃহিত অবশিষ্ট হাদিস শরীফগুলোতো কোথাও সংরক্ষন করে রেখে যান নি । ফলশ্রুতিতে তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হাদিস শরীফগুলো ও গ্রন্থাকারে অরক্ষিত হাদিস শরীফগুলোই পরবর্তীতে **ভাসমান অবস্থায়** থেকে যায় ও **সনদবিহীন** হয়ে পড়ে । এই ধরণের **ভাসমান অবস্থায়** থাকা ও **সনদবিহীন** হয়ে পড়া হাদিস শরীফগুলোকেই পরবর্তীকালে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" **(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "**অন্তর্ভুক্ত

সমস্ত হাদিস শরীফের বাণীগুলোর কথা-বার্তা ভাল হওয়ায় উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ মোতাবেক লক্ষকোটি সাধারণ মুসলিম মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হওয়া ভালকথা-বার্তাসম্বলিত হাদিস শরীফসমূহ **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর পরবর্তী **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "**অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণ তাঁরা সনদসহকারে-সনদবিহীন হলেও লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়ায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই **মুতাওয়াতির হাদিস শরীফের** মর্যাদাপূর্ণ হাদিস শরীফ (২৬০) এবং এ সমস্ত হাদস শরীফের উপর আমল করা যাবে । কাজেই, এসমস্ত হাদিস শরীফ **اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস** নয় । এতদসত্ত্বেও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ও হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদিস শরীফের বিরোধী নহে এমন সব হাদিস শরীফসমূহকে যে সমস্ত সাধারণ মুসলিম ও সাধারণ আলিম-উলামাগণ **اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ(আল-হাদিছুল মাওদুউ) তথা জাল বা বানোয়াট হাদিস** বলে থাকেন তারা হচ্ছেন **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) "**অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট সাধারণ আলিম-উলামা । হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **নিষেধাজ্ঞা** থাকার বিষয়ে নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল । যেমন হদিস শরীফে আছে—--

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :" لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ مُسْلِمٌ (3004) + مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١١٢٥٦) + بْنُ حِبَّانِ (٦٤)

অর্থঃ-আবু সাঈদ খুদরী(রাদিআল্লাহু আনহু-ওফাত,৭৪ হিজরী)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

নিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট সাধারণ আলিম-উলামাগণ তাদের কিতাবে **জাল বা বানেয়াট হাদিস** বলে আখ্যয়িত করেছেন বা **জাল বা বানেয়াট হাদিস** বলে বেড়াচ্ছেন।

আমাদেরকে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান চারজন ইমাম যেমন-**হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৮০ হিজরী, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী), **হযরত ইমাম মালিক**(রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-৯৩ হিজরী, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী), **হযরত ইমাম শাফিঈ'** (রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৫০ হিজরী, ইন্তিকাল-২০৪ হিজরী) ও **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের**(রাদিআল্লাহু আনহু, জন্ম-১৬৪ হিজরী, ইন্তিকাল-২৪১ হিজরী) যদিও তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হাদিস শরীফগুলো ও গ্রন্থাকারে অরক্ষিত হাদিস শরীফগুলো গ্রন্থাকারে রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি তথাপি কিন্তু তাঁরা মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহর মেহেরবাণীতে **"ফিকহ (اَلْفِقْهُ) তথা আইন শাস্ত্র"** নামে সুবিন্যস্ত সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনা করার মাধ্যমে অদৃশ্যমান স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হাদিস শরীফগুলোর ও গ্রন্থাকারে অরক্ষিত হাদিস শরীফগুলোর দৃশ্যমান জ্ঞান, অর্থ, ভাব ও মর্ম প্রদর্শন করে রেখে গেছেন ।

(২৬০) বর্তমানেকালের أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ **(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)"** অন্তর্ভুক্ত কতক নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের সংকলিত **"জাল বা বানেয়াট হাদিস"** নামে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত অনেকগুলো জাল হাদিস শরীফের মধ্য হতে একটি জাল হাদিস শরীফ উদাহরণ দেব । যে গুলোর কোনটিই **জাল বা বানেয়াট হাদিস** নয়। হাদিস শরীফখানা এই---**"أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ "**"**আমার সাহাবীরা তারকা সদৃশ, তোমরা তাদের যাকেই অনুসরন করবে পথ পাবে"** । অথচ এই হাদিস শরীফখানা **رَزِيْنٌ** (রাজিন)নামক হাদিস শরীফের মূল গ্রন্থে এবং **مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ** (মিশকাতুল মাসাবিহ) নামক হাদিস শরীফের গ্রন্থে আছে । পূর্ণ হাদিস শলীফখানা নিম্নে দেওয়া হল।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: " سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ اِخْتِلاَفِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي، فَأُوْحِىَ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِيْدِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِيْ السَّمَاءِ، بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، وَلِكُلِّ نُوْرٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلاَفِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى" وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ " ــ رَوَاهُ رَزِيْنٌ _ مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيْحِ شَرْحُ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ (٦٠١٨)

অর্থঃ- হযরত উমর বিন আল-খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "আমি আমার প্রভুকে আমার পরে আমার সাহাবীদের মতানৈক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, এর ফলে আমার নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে: হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই তোমার সাহাবীরা আমার নিকট আকাশের তারকা সদৃশ, ঐগুলোর কোনটা কোনাটার চেয়ে শক্তিশালী, আর প্রত্যেকটারই নুর বা আলো রয়েছে, অতএব, যে কেহ তাদের মতানৈক্যের কোন কিছু গ্রহণ করবে সে আমার নিকট **هُدًى** (হুদা)তথা সত্যপথের উপর আছে" এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরো বললেন: **"আমার সাহাবীরা তারকা সদৃশ, তোমরা তাদের যাকেই অনুসরন করবে পথ পাবে"** । রাজিন, মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস শরীফ নং-৬০১৮।

সাল্লামা বলেছেন: “অমার থেকে তোমরা কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখবে না । যে আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে”, তবে মনে রেখ, যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয় । মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০০৪+ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৫৬ + ইবনু হিব্বান শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَكْتُبُوْنَ؟ فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ، فَقَالَ: أَ كِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ، فَقَالَ أَ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ، أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهِ وَأَخْلِصُوهُ، قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ، قُلْنَا أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ، قَالَ: نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنِّي ، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (١١٢٦١)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু-ওফাত, হিজরী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বসা থাকতাম, আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট থেকে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। এমতাবস্থায় একদিন তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: তোরা এ সব কি লিখছ? আমরা বললাম: “আমরা আপনার নিকট যা শুনেছি তা লিখছি। এ কথা শুনে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে আমার কিতাব? আমরা বললাম আমরা যা শুনেছি, অতপর, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়াও আমার কিতাব আছে? তোমরা আল্লার কিতাবকে অবিমিশ্র রাখ। হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: এ কথা শুনে আমরা যা লিখেছিলাম, তা এক যায়গায় একত্রিত করলাম এবং তা সমস্ত পুড়ে ফেললাম । তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসুলুল্লাহি, আমরা কি আপনার হাদিস মুখে মুখে বর্ণনা করতে পারি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! তোমরা মুখে মুখে আমার থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পার । এতে কোন আপত্তি নেই । তবে মনে রেখ, যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয় । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১২৬১।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٢٧١٩)

অর্থঃ- হযরত ইানু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: “তোমরা যা জান তা ছাড়া আমার থেকে হাদিস বর্ণনায় সতর্ক থাক। কেননা, যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয় । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৯।

উপরে কয়েকখানা হাদিস শরীফে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী **“হাদিস শরীফ”** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা যাবেন না। সেই জন্যেই আধিকাংশ সাহাবীকেরাম(রাদিআল্লাহু আনহুম) হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন নি।

উপরে বর্ণিত তিনটি হাদিস শরীফে **“হাদিস শরীফ”** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা যাবেন না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা থাকায় অধিকাংশ সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম)আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী **“হাদিস শরীফ”** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকেন এবং একথা প্রমণিত হয় যে, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যে সব **হাদিস শরীফ** সহিফা আকারে লিখেও ফেলেছিলেন বা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ পুড়ে ফেলেছিলেন বা মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। যারা পুড়ে ফেলেছিলেন বা মুছে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন – যেমন হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহম) এক সময় **“পাঁচ শত হাদিস শরীফ পুড়ে ফেলেছিলেন”** (২৬১)। হযরত উমর(রাদিআল্লাহু আনহুম) না লেখার পক্ষে মত দিয়ে বলেছিলেন: **“তোমরা আল্লাহর কিতাব**

---

(২৬১) "قَالَتْ عَائِشَةُ جَمَعَ أَبِي عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَانَتْ خَمْسَ مِائَةً حَدِيْثًا فَبَاتَ لَيْلَةً يَتَقَلَّبُ كَثِيْرًا قَالَتْ فَغَمَّنِي فَقُلْتُ أَتَتَقَلَّبُ لِشَكْوَى أَوْ لِشَيْئٍ بَلَغَكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ أَى بُنَيَّةُ هَلُمِّي الْأَحَدِيْثَ الَّتِي عِنْدَكِ فَجِئْتُهُ بِهَا فَدَعَا بِنَارٍ فَأَحْرَقَهَا فَقُلْتُ لِمَّا أَحْرَقْتَهَا قَالَ خَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَهِيَ عِنْدِي فَيَكُوْنَ فِيْهَا أَحَادِيْثٌ عَنْ رَجُلٍ اِئْتَمَنْتُهُ وَوَثَقْتُهُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ كَمَا حَدَّثَنِي فَأَكُوْنَ قَدْ نَقَلْتُ ذَلِكَ " - كَنْزُ الْعُمَّالِ - صَفْحَةُ (237)

(কুরআনকে) অপর কিছুর সাথে মিশ্রিত করো না” [262]। হযরত আলী মুরতাজা (রাদিআল্লাহু আনহুম) এক সময়ে বলেছিলেন: **“যাদের নিকট কোন লিখিত বিষয় রয়েছে তারা যেন বাড়ী গিয়ে তা মুছে ফেলে”** [263] । পবিত্র কুরআনের সাথে হাদিস শরীফের সংমিশ্রণের আশংকায় প্রথম দিকে হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **নিষেধাজ্ঞা** থাকলেও পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের সাথে হাদিস শরীফের সংমিশ্রণের আশংকা দুর হলে কতক সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্মৃতিশক্তির দূর্বলতার বিষয়ে অভিযোগ করে হাদিস শরীফ লিখে রাখার অনুমতি চাইলে রাহমাতুল্লিল আলামীন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর বাণী **“হাদিস শরীফ”** লিখে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। **“হাদিস শরীফ”** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দানের বিষয়ে নিম্নে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকখানা হাদিস শরীফ দেওয়া হল।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ فَقَالُوا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ والرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَاخَرَجَ مِنِّي إِلاَّ حَقٌّ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٦٦٢١)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে যাই শুনি তাই লিখতাম, আমার ইচ্ছে উহা মুখস্ত করতাম । কুরাইশরা আমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করে তারা বলল, “নিশ্চয়ই তুমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে যাই শোন সবই লিখছ। অথচ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মানুষ, রাগ-সন্তোষের অবস্থায় কথা বলে থাকেন। আমি(আব্দুল্লাহ বিন আমর, রাদিআল্লাহু আনহু) বিষয়টি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জানালাম, অতপর, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: “যার হাতে আমার প্রান তাঁর শপথ, আমার থেকে হক বা সত্য ব্যতীত কিছু বের হয় না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৪১২ ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، إِنَّا أَنَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيْثَ لاَ نَحْفَظُهَا أَفَلاَ نَكْتُبُهَا، قَالَ: بَلَى فَاكْتُبُوْاهَا ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (٧١٣٩)

অর্থঃ হযরত আমর বিন শুয়াই’ব (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তার পিতা-দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার থেকে হাদিস শরীফসমূহ শুনে থাকি, মুখস্ত রাখতে পারি না, তা হলে কি আমরা ঐগুলো লিখে রাখব না, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ! তোমরা লিখে রাখ । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৩৯ ।

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমার পিতা (হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পাঁচশত হাদিস শরীফ সংগ্রহ করেছেন । অতপর তিনি একরাত্রে খুব অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলেন । এতে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং জিজ্ঞাসা করলামঃ আব্বাজান! আপনি এরূপ করছেন কেন? কোনরূপ শারীরিক অসুবিধা দেখা দিয়েছে, না কোন দিক হতে কোন দঃসংবাদ এসেছে? (তিনি কোন উত্তর করলেন না) যখন ভোর হল, আমাকে ডেকে বললেনঃ ‘মা! তোমার নিকট যে হাদিস শরীফগুলো রাখা হয়েছে, তা আন দেখি ।’ আমি তা উপস্থাপন করলাম । তিনি আগুন এনে তা পুড়ে ফেললেন । আমি জিজঞাসা করলামঃ আব্বা! এরূপ করলেন কেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ ইহা ঘরে রেখে আমি মরতে চাই না । কারণ, এতে কতক অন্যের নিকট হতে শোনা হাদিস শরীফও রয়েছে, এর উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে আমি উহা লিছে নিয়েছি, কিন্তু এমনও হতে পারে যে, তিনি যেরূপ বলেছেন, বস্তুত হাদিস শরীফ সেরূপ নয় । কানজুল উম্মাল,২৩৭ পৃষ্ঠা, ১ম খন্ড ।

(262) (33) صَفْحَةُ ـ جَامِعٌ ـ ـ " وَاللَّهِ لاَ أَشُوْبُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيِئٍ أَبَدًا " অর্থঃ-(হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু অনহু বলেছেনঃ) আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর কিতাবকে অপর কিছুর সাথে মিশ্রিত করব না । জামে’, পৃষ্ঠা নং-৩৩ ।

(263) - جَامِعٌ ـ " أَعْزِمُ عَلَى كُلِّ مَنْ عِنْدَهُ الْكِتَابُ إِلاَّ رَجَعَ فَمَحَاهُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ حَيْثُ تَبَعُوا أَحَدِيْثَ عُلَمَائِهِمْ وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ " (23) صَفْحَةُ অর্থঃ-(হযরত আলী রাদিআল্লাহু অনহু বলেছেনঃ) “যাদের নিকট কোন লিখিত বিষয় রয়েছে তাদেরকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছিঃ তারা বাড়ী ফিরে যেন উহা মুছে ফেলে । কেননা এর পূর্বে লোক এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের পন্ডিত, পুরোহিতদের কথার তাবেদারীতে তারা আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ করে ছিল”। জামে’, পৃষ্ঠা নং-২৩ ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفَأَكْتُبُهَا، قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فِى الْغَضَبِ والرِّضَا، قَالَ: نَعَمْ فَإِنِّي لاَ أَقُوْلُ فِيْهِمَا إِلاَّ حَقًّا - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (7141) + الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٦٢)

অর্থঃ হযরত আমর বিন শুয়াই'ব (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তার পিতা, তিনি তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি আপনার থেকে অনেক কিছুই শুনে থাকি, তা হলে কি আমি ঐগুলো লিখে রাখব না, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হা! আমি বললাম(আপনার) রাগ-সন্তোষের অবস্থায়ও? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: হাঁ, আমি উভয় অবস্থায়ই সত্য ছাড়া বলি না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭১৪১ + সামাপন্য শব্দের পার্থক্যসহ আল-মুসতাদরাকুল শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬২।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " قَيِّدُوا الْعِلْمَ" قُلْتُ وَمَا تَقْيِيْدُهُ؟ قَالَ: "كِتَابَتُهُ" ـ الْمُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمُ (٣٦٦)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "তোমরা عِلْمٌ(ইলম) তথা জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে রাখ। আমি বললাম: লিপিবদ্ধকরন কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "লিখে রাখা"। আল-মুসতাদরাকুল শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৬।

উপরোক্ত ০৪টি হাদিস শরীফ থেকে **"হাদিস শরীফ"** গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি পাওয়া গেলে পরবর্তীতে পুনরায় অনেক সাহাবাকেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম) সহীফা আকারে কিছু কিছু হাদিস শরীফ লিখে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তবে, সেগুলোরও বর্তমানে তেমন অস্তিত্ব নেই। যাহোক, হাদিস শরীফ লিখার বা লিপিবদ্ধ করার পক্ষে-বিপক্ষে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উভয় প্রকার বাণী মুবারক থাকায় যেসমস্ত হাদিস শরীফ কিতাবে বা গ্রন্থে স্থান পায়নি কিন্তু লোকমুখে রয়ে গেছে তা যাচাই-বাছাই করার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন-

عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،قَالَ: " سُئِلَتِ الْيَهُوْدُ عَنْ مُوْسَى فَأَكْثَرُوا وَزَادُوا و نَقَصُوا حَتَّى كَفَرُوا، سُئِلَتِ النَّصَرَى عَنْ عِيْسَى فَأَكْثَرُوا وَزَادُوا و نَقَصُوا حَتَّى كَفَرُوا، وَإِنَّهُ سَيَفْشُوا عَنِّي أَحَادِيْثُ، فَمَاأَتَاكُمْ مِنْ حَدِيْثِي فَاقْرَءُوا كِتَبَ اللهِ وَاعْتَبِرُوهُ، فَمَا وَافَقَ كِتَبَ اللهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَبَ اللهِ فَلَمْ أَقُلْهُ " - الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِالطَّبَرَانِيْ(١٣٠٤٢)

অর্থ:- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "ইয়াহুদীদেরকে মুছা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বেশী বলেছে, বৃদ্ধি করেছে এবং ত্রুটিপূর্ণ বলেছে(কম করে বলেছে) এমনকি তারা কাফির হয়ে গেছে আর নাসারাদেরকে ইসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারাও বেশী বলেছে, বৃদ্ধি করেছে এবং ত্রুটিপূর্ণ বলেছে(কম করে বলেছে) এমনকি তারা কাফির হয়ে গেছে এবং অতিসত্বর অমার থেকে হাদিসসমূহ প্রকাশ পাবে, অতপর তোমাদের নিকট আমার কোন হাদিস আসে তখন তোমরা আল্লাহর কিতাব পাঠ করিও এবং তা যাচাই করিও, অতএব, যা আল্লাহর কিতারে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে(মিলবে)তা হলে আমি তা বলেছি আর যা আল্লাহর কিতারে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না(মিলবে না)তা হলে আমি তা বলেনি। আর মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৩০৪।

উপসংহার: উপরে বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের বা পবিত্র কুরআনের কোন বাণীর বিরোধী না হলে ও পরিপন্থী না হলে হাদিস শরীফের কোন কিতাব বা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হলেও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণীসমূহ মুমিন-মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক মুখে মুখে বর্ণিত হলেও হাদিস শরীফ বলে গন্য। মুমিন-মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক মুখে মুখে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো জাল বা বানোয়াট হাদিস নহে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবন বা বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবন গঠন পদ্ধতিঃ

বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবন কি ?

মুসলিম মানুষ মাত্রেই পরাধীন, স্বাধীন নহে। সে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত কতগুলো সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইন দ্বারা পরিবেষ্টিত। উক্ত সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনের আওতাধীন থেকে একজন মুসলিম মানুষের জীবন পরিচালনা করার নাম হচ্ছে বাস্তব মুসলিম জীবন আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى **(ফিকহী) জীবন।**

বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবন গঠন পদ্ধতি কি ?

মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের গ্রন্থভান্ডার হচ্ছে বিভিন্ন বিশাল কিছুর উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞানগর্ভ বাণী ,বর্ণনা, উদাহরন, উপেখ্যান এবং কতগুলো সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইন দ্বারা ভরপুর। উক্ত দুটি কিতাব তথা গ্রন্থদ্বয় গবেষণা করে সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনগুলো বের করে উক্ত আইনের আওতায় মুসলিম জীবন গঠন করার পদ্ধতি হচ্ছে বাস্তব মুসলিম জীবন তথা আইনি জীবন তথা **اَلْفِقْهِى (ফিকহী)** জীবন গঠন পদ্ধতি।

বাস্তব মুসলিম জীবন তথা আইনি জীবন তথা **اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবন** গঠন পদ্ধতির ক্রমধারার বর্ণনাঃ

(১) সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন) বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবনঃ

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁরা তাঁদের বাস্তব মুসলিম জীবন তথা আইনি (اَلْفِقْهِى)জীবন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় তাঁর কর্তৃক সম্পাদিত আচার-আচরণ,কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তার উপর ভিত্তি করে গঠন করছিলেন। কারণ, তখন তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকটেই উপস্থিত থাকতেন।

(২) তাবেঈনগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন) বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবনঃ

তাবেঈনগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) আচার-আচরণ,কাজ-কর্ম দেখে এবং তাঁদের মুখে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী শুনে শুনে নিজেদের **বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবন** গঠন করেছিলেন।

(৩) তাবে'-তাবেঈনগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন) বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবনঃ

তাবে'-তাবেঈনগণ তাবেঈনগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) আচার-আচরণ,কাজ-কর্ম দেখে এবং তাঁদের মুখে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী শুনে শুনে ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) আচার-আচরণ,কাজ-কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত বাণী শুনে নিজেদের **বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা (اَلْفِقْهِى) জীবন** গঠন করেছিলেন।

(৪) সাধারণ মুসলিমগণের বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী)জীবনঃ

পরবর্তীতে ". " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** " নামক হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত" **الثَّلَاثَةَ خَيْرُ الْقُرُوْن** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির মধ্যেই তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'নগণ সাহাবীকেরামণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুপস্থিতিতে দেখলেন যে, সাধারণ মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভান্ডারে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকা সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনগুলো ও একই বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পরস্পর বিরোধী কতগুলো বাণীর উপর **اَلْاِجْتِهَا دُ** (আল ইজতিহাদ) তথা গবেষণা করে আইন বের করে **বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা (اَلْفِقْهِى) জীবন** গঠন করতে পারবে না ভেবে তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার থেকে **اِسْتِنْبَاطُ** (ইস্তিম্বাত) তথা অনুসনদ্ধান করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃত আইন প্রস্তুত করে দিলেন। উক্ত আইনসমূহের সমষ্টিকেই ফিকহ **(اَلْفِقْهُ)** তথা আইন শাস্ত্র বলে।

اَلْفِقْهُ (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র রচনায় ". " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** " নামক হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত" **الثَّلَاثَةَ خَيْرُ الْقُرُوْن** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির মধ্যে যে সব তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'নগণের জ্ঞানী-গুণী মনীষী এগিয়ে এসেছেন তাদের সংখ্যা অনেক ছিল। যেমন- কুফায় হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-১৫০ হিজরী ও ইমাম ছাওরী রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল- ১৬১ হিজরী, মদীনায় ইমাম মালিক রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-১৭৯ হিজরী, মক্কায় ইমাম শাফী' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনু জুরাইজ ইমাম শাফী' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বাগদাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহু ও ইমাম আবু সুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইন্তিকাল-২৪০, মিসরে ইমাম লাইস রাদিআল্লাহু আনহু, ইন্তিকাল-১৭৫ হিজরী, ইমাম দাহহাক, ইমাম আওযাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তাউস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুসায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তিব্বী ইমাম শাফী' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম যাহিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ প্রায় শতকের বেশি জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দ। সাধারণ মুসলিম মানুষগণ এমনকি হাদিস শরীফে বিশেষজ্ঞ নহে এমন উলামা কেরামগণও বর্ণিত জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দের প্রস্তুতকৃত আইনের উপর **(اَلْفِقْهُ এর উপর)** আমল করতে লাগলেন । কালক্রমে বর্ণিত জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দের অধিকাংশের প্রস্তুতকৃত আইনের উপর **(اَلْفِقْهُ এর উপর)** মুসলিম মানুষের আমল হ্রাস পেতে লাগল। পরবর্তীতে সকল মুসলিম মানুষ উপরোক্ত জ্ঞানী-গুণী মণীষীবৃন্দের প্রস্তুতকৃত আইনের **(اَلْفِقْهُ এর মধ্যে)** মধ্যে মাত্র চারজন ইমাম যেমন- হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী' ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিআল্লাহু আরহুম) আজমাইনদের প্রস্তুতকৃত আইনের **(اَلْفِقْهُ এর উপর)** উপর চলতে লাগলেন। চলার এ পথই পরবর্তীকালে মাযহাব **(اَلْمَذَاهَبُ)** বলে অভিহিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এ চরটি মাযহাবই **(اَلْمَذَاهَبُ)** সারা দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে এবং অন্যান্য মাযহাবগুলো **(اَلْمَذَاهَبُ)** কালের প্রবাহে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু তাঁদের মতামতগুলো এখনো বিভিন্ন কিতাব বা গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এখানে এ কথা স্মর্তব্য যে, " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم** " নামক হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত "**الثَّلَاثَةَ خَيْرُ الْقُرُوْن** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কোন তাবেঈ-তাবে'তাবেঈ' কোন মাযহাব **(اَلْمَذْهَبُ)** তৈরী করে যান নি। কিন্তু তাঁদের প্রস্তুতকৃত আইনের উপর **(اَلْفِقْهُ এর উপর)** সাধারন মুসলিম মানুষ এমনকি জ্ঞানী-গুণী মুহাদ্দিস উলামাকেরামগণ ব্যাপক হারে স্বতস্ফূর্তভাবে চলতে থাকায় চলার এ পথই পরবর্তীকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) মাযহাব **(اَلْمَذْهَبُ)** রূপ ধারন করে।

(৫) أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)" নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট মুসলিম মানুষের অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণের বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা اَلْفِقْهِى (ফিকহী) জীবনঃ

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ" " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন মুসলিম মানুষ যদি হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'ণগণের কাউকে অনুসরণ না করে স্বয়ং নিজেই আইন তথা ফিকহ (أَلْفِقْهُ) তৈরী বা প্রস্তুত করে দেয় তবে সে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি)তথা"সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট মুসলিম মানুষ অথবা সে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম হবে। এমন পথভ্রষ্ট ব্যাক্তির মতামত ধর্তব্য নহে ও গ্রহণীয় নহে বরং তার মতামত পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত।

(৬) সাহাবাগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণের বাস্তব মুসলিম আইনি জীবন তথা أَلْفِقْهِى (ফিকহী)জীবন

তবে হাঁ, বর্তমানে যদি এমন ব্যাক্তির আবির্ভাব হয় যিনি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের নিম্নে বর্ণিত * সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এর বৈশিষ্ঠ্যের অন্তর্ভুক্ত একজন মহান ব্যাক্তি হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি ". يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ" " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির মধ্যে লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত সব হাদিস শরীফ তাবেঈনগণ-তাবে'তাবেঈ'নগণের অনুরূপ মুখস্ত বলতে পারেন ও হাদিস শরীফসমূহের সকল শাব্দিক অর্থ ও فِقْهٌ (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** এবং পবিত্র কুরআনের সকল শাব্দিক অর্থ ও فِقْهٌ (ফিকহ)তথা **আইনি জ্ঞান** বুঝে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ থেকে ইস্তিম্বাত (اِسْتِنْبَاطُ) করে" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কোন আলিম-ফকীহর প্রস্তুতকৃত أَلْفِقْهُ (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্রে বর্ণিত রায়, ফতওয়া, সিদ্ধান্ত ও মতামতের অনুসরণ ও নির্ভর না করে একান্ত নিজস্ব জ্ঞানে মুসলিম মানুষের চাহিদা মোতাবেক বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ أَلْفِقْهُ (আল-ফিকহ) তথা আইন শাস্ত্র প্রস্তুত করতে পারেন তবে তিনি তার প্রস্তুতকৃত আইনের তথা ফিকহের (**أَلْفِقْهُ এর)** উপর এ শর্তে চলতে পারেন যে, তিনি কাউকে তার প্রস্তুতকৃত আইনের তথা ফিকহের (**أَلْفِقْهُ এর)** উপর চলার জন্য অন্য কাউকে উৎসাহিত করবেন না। তখন তাকে বলতে হবে যে, তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

* সুরা তাওবা, আয়াত নং-১০০* হচ্ছে----------------------------------

"وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّلَذِيْن اِتَّبَعُوْاهُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ" سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ـ الْأَيَةُ (١٠٠)

(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল, চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) সুন্দরভাবে সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তাআ'লা) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

সমাপ্ত

শরীয়ত

সুচনাঃ ইসলাম মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম।মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। শরীয়ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---

" شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسَي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ." ـ سُوْرَةُ الشُّوْرَى ـ الْأَيَةُ (13)

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন(শরীয়ত কছেন) যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, **"তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না"**, সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং- ১৩।

প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া শরীয়ত সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া দরকার। শরীয়ত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারলে একজন মুসলিম সহজেই বুঝতে পারবেন যে, কোনটি শাব্দিক " **بِدْعَةٌ** "(বিদআ'তুন), কোনটি অইনগত বর্জনীয় "**بِدْعَةٌ مَرْدُوْدَةٌ**"(বিদআ'তুন মারদুদাতুন) এবং **شَرِيْعَةٌ** (শরীয়ত) তথা আইন ও **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম" এর মধ্যে পার্থক্য কোনটি?

শরীয়ত হচ্ছে পথ, পন্থা। ইসলাম ধর্মে এ পথ ও পন্থা হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রাপ্তির অথবা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের পথ ও পন্থা। এ মহা বিশ্বটি মহান আল্লাহর সৃষ্ট। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শুধু একমাত্র মানুষজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানষজাতি যাতে পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে নিরাপদে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি-শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত সুন্দর উত্তম জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। এ জীবন ব্যবস্থা অপর নাম ও পরিচিত নাম **الْإِسْلاَمُ** (ইসলাম)। যে ইসলাম গ্রহণ করে সে মুসলিম সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত হয়। এ মুসলিম জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য, এ মুসলিম জাতিকে শৃঙ্খলার সাথে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কতগুলো বিধি-নিষেধ প্রস্তুত করেছেন। এ বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে ইসলাম ধর্মে "**شَرِيْعَةٌ**" **(**শরীয়ত)তথা **"আইন"** হিসেবে ঘোষিত। প্রতিটি মুসলিম মানুষের জন্য এ শরীয়ত মানা ফরজ। মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় সৃষ্টি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায়ই ইসলামি শরীয়ত তথা আইন পরিপূর্ণ হয়েছে। এতে কোন অপূর্ণতা বা ত্রুটি নেই।

যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ---------------------------

"اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا"ـ سُوْرَةُ الْمَائِدِ (٣)

অর্থঃ-আমি (আল্লাহ তাআ'লা)তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন তথা ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিআ'মতকে পুরা করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। সুরা- আল মায়িদা, আয়াত নং- ০৩। উপরে আয়াতে কারিমাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, ইসলামি শরীয়তের আইন পরিপূর্ণ, কোন অপূর্ণতা নেই। নিম্নে আর একটি আয়াত উপস্থাপন করব উহাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, হালাল-হারাম এবং ফরজ স্পষ্ট, এতে কোন অস্পষ্টতা নেই। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃএই পসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ----------

"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"

অর্থঃ-আর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য যা হরাম কছেন তোমাদের জন্য তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে---

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ : " إِنَّ الْحَلاَ لَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ " ـ سُنَنُ النَّسَائِي(٤٤٥٣) + أَبُو دَاوُد (٣٣٢٩) + بُخَارِي (٢٠٥١)+ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ـ مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (١٦٥٣)

অর্থঃ-হযরত শা'বী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নু'মান বিন বাশিরকে (রাদিআল্লাহু আনহু) শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট ও নিশ্চয়ই হারাম সুস্পষ্ট। সুনানুন নাসাই, নং-৪৪৫৩+ আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৯, একটু পবির্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৫১+ আম্মার বিন ইয়াসির থেকে মুসনাদু আবু ইআ'লা শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৩। উপরোক্ত দুটি পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত ও একখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমরা স্পষ্টই বুজতে পারলাম ও জানতে পারলাম যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজগুলোর সংখ্যা নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট এবং হারামগুলোর সংখ্যাও নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ফরজ ও হারামগুলো বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইসলামি শরীয়তের বাউন্ডারী বা সীমা টেনে দিয়েছেন যাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইন্তিকালের পর মুসলিম জাতির কোন মানুষ তাঁর প্রদত্ত সীমা ভেদ করতে না পারে। সীমা ভেদ না করার অর্থ হচ্ছে মুসলিম জাতির কোন মানুষ যাতে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ফরজ ও হারামগুলোর মধ্যে কোন একটি ফরজ বা হারাম বৃদ্ধি করতে না পারে অথবা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ফরজ ও হারামগুলোর মধ্য হতে কোন একটি ফরজ বা হারাম হ্রাস করতে না পারে। যে শব্দ প্রয়োগ করলে ইসলামি শরীয়তে কোন একটি হারাম বৃদ্ধি হবে বা হারাম সংযোগ হবে সেই শব্দ ব্যবহার বা প্রয়োগই হারাম। যেমন বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য উদাহরন হিসেবে টেনে এনে বলছি যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) শব্দের শাব্দিক অর্থের আওতাধীন যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) বলে ঘোষণা দেওয়া বা আখ্যায়িত করা। এরূপ কাজটি করার মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ফরজ ও হারামগুলোর মধ্য হতে কোন একটি ফরজ বা হারাম হ্রাস করবে। কাজেই কোন অবস্থাতেই পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) শব্দের শাব্দিক অর্থের আওতাধীন যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) বলা যাবে না। এ সমস্ত নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) বলে ঘোষণা দেওয়া বা আখ্যায়িত করা মহান আল্লাহ তাআ'লার **চুড়ান্ত ক্ষমতার** অধিকারভুক্ত। মুসলিম মানুষের মধ্যে যে এ কাজটি করবে সে মহান আল্লাহ তাআ'লার **চুড়ান্ত ক্ষমতার** অধিকারভুক্ত বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করল বা অনধিকার চর্চা করল। ইসলামি শরীয়তের এ সমস্ত কাজে হস্তক্ষেপ করা শিরক ও কুফুরী। যে মুসলিম মানুষটি এ কাজটি করবে সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) ([264]) শব্দের শাব্দিক অর্থের আওতাধীন যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে শরীয়ত সমর্থিত, আইন বহির্ভুত, ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল করতে হবে। তবেই কল্যাণ ও মঙ্গল।

এ কথা সকলেরই সুবিদিত যে, যে কোন পথেই মানুষ চলে তার পথ চলার একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং পথ চলার একটি শেষ অবস্থাও আছে। পথ চলার শেষ অবস্থাকে গন্তব্যস্থল বলে। এই পথ চলার গন্তব্যস্থলকে জান্নাত তথা স্বর্গ বলে। পথচলার উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান করার জন্য অথবা বাস্তবায়ণ করার জন্য একজন মুসলিম মানুষকে প্রয়োজনীয় অনেক ছুিরই আশ্রয় নিতে হয়। এ প্রয়োজনীয় কিছু জানার বা অবহিত হওয়ার উপায়কে পন্থা বলে। যেহেতু এ শরীয়ত হচ্ছে

([264]) بِدْعَةٌ(বিদআ'ত) তথা "সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র কিতাব বা গ্রন্থের ৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পথ ও পন্থার সমন্বিত রূপের নাম সেহেতু এর মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষ আল্লাহ প্রাপ্তির পথে তার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য পয়োজনীয় সব কিছু জেনে নিতে পারে। এ শরীয়তের মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষ কি কি অবগত হতে পারে বা জানতে পারে উহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল।

এ শরীয়তের মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লার প্রতি তার নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব ও অপর মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এমনিভাবে এ শরীয়তের মাধ্যমে অবগত হতে পারবে তার অধিকার, অপরে অধিকার, কোনটি তার কর্তব্য, কোনটি তার কর্তব্য নহে, কি করা উচিৎ, কি করা উচিৎ নয়, কোনটি তার জন্য বৈধ, কোনটি তার জন্য বৈধ নয়, কতটুকু পমিাণ সে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, কতটুকু পরিমাণ সে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না ইত্যাদি। আরো সে জানতে পারবে, এ বিশ্বজগতের বিভিন্ন অসংখ্য বস্তরাজির, কাজ, বিষয়গুলো থেকে কতটুকু গ্রহণ করার অধিকার, কতটুকু বর্জন করার অধিকার, কতটুকু পছন্দ-অপছন্দ করার অধিকার, কতটুকু ভাল-মন্দ বলার অধিকার, কতটুকু ভোগ বা ত্যাগ করার অধিকার, কতটুকু ঘৃণা করার অধিকার শরীয়ত তাকে দিয়েছে ইত্যাদি সমুদয় বিষয়, ব্যপার সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারবে। শরীয়ত মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ([265]) সকল কাজের নিয়ন্ত্রণকারী। শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার, নিয়ন্ত্রণ ও সীমার বাইরে মানুষের কোন অধিকার, নিয়ন্ত্রণ ও সীমা নেই। মানুষ যখন কোন কিছু সম্পর্কে নিজের ধেকে কথা বলবে বা মন্তব্য করবে তখন তাকে শরীয়তের ভিতর থেকেই কথা বলতে হবে, মন্তব্য করতে হবে। নিজের থেকে কিছু বলার, মন্তব্য করার, ভাল-মন্দ বলার, পছন্দ-অপছন্দ করার অধিকার কোন মানুষেরই নেই। তা সত্ত্বেও যখন কোন মানুষ নিজের খেয়াল-খুশী মাফিক কোন বিষয় সম্পর্কে নিজের থেকে কথা বলবে, মন্ত্য করবে, ভাল-মন্দ বলবে, পছন্দ-অপছন্দ করবে তখনই সে শরীয়তের সীমার বাইরে চলে যাবে। কেউ সীমার বাইরে চলে গেলে মুসলিম সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও বা পরিচিতি থাকলেও সে অভ্যন্তরীনভাবে মূলতঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট সে কাফির হিসেবে গণ্য। কারণ, মহান আল্লাহর আল্লাহ তাআ'লার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারভুক্ত " **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা আইনের বাইরে তার কথা বলার অধিকার ছিলনা।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লার অনুগত বান্দা হিসেবে পরিগণিত ও পরিচিত হতে চাইলে, সুখের আবাস জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে, মুসলিম হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে চাইলে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শরীয়তের সীমার ভিতর থেকে কোন বিষয় সম্পর্কে কথা বলা, মন্তব্য করা, ভাল-মন্দ বলা এবং পছন্দ-অপছন্দ করা। এতটকুই একজন মুসলিম মানুষের অধিকার। এর অতিরিক্ত আর কোন অধিকার কোন মুসলিম মানুষের নেই। এই "**شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত)তথা **"আইন"** অস্বীকার করা কুফুরী। উপরে বর্ণিত ফরজ, হারাম, **ইসলামে নতুন আইন সংযোগ** তথা বিদআ'ত, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব, মুবাহ এবং জায়িয নির্ধারণের ক্ষমতা দুই ভাগে বিভক্ত।

(১) চূড়ান্ত ক্ষমতা।
(২) ইখতিয়াভুক্ত তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। (২৬৬)

([265]) " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**" (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" এবং " **شَرِيْعَةٌ**" (শরীয়ত) তথা আইন সম্পর্কে এবং **চুড়পন্ত ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা** সম্পর্কে স্তিারিত জানতে " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম" এর বর্ণনা প্রসঙ্গ** ৪৪৬ প্রষ্ঠা নং দেখুন।

([২৬৬]) **(১) চূড়ান্ত ক্ষমতা (২) ইখতিয়াভুক্ত তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্রগ্রন্থের " **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ**"**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা "উত্তম নিয়ম"** এর বর্ণনা প্রসঙ্গ ৪৪৬ পৃষ্ঠা এবং **"মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্পর্কে অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি আইনগত নাম অজ্ঞ থাকা** প্রসঙ্গ ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) চূড়ান্ত ক্ষমতাঃ ফরজ-হারাম, হালাল, সীমা এবং **"ইসলামে নতুন আইন সংযোজন** তথা " **بِدْعَةٌ**" (বিদআ'তুন) নামে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং শরীয়ত প্রবর্তনকারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই অধিকারভুক্ত।

(২) ইখতিয়াভুক্ত তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাঃ ইসলামি শরীয়তের অন্যান্য আলোচ্য বিষয়বস্তু যেমন ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব এবং জায়িয-মুবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলোর আইন প্রণয়নের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা"**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত মুসলিম উলামাগণের অধিকারভুক্ত।
কারণ, "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত মুসলিম উলামাগণ হচ্ছেন **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ জান্নাতী মুসলিম। যেমন তাঁদের প্রশংসঅয় হাদিস শরীফে অনেক বাণী আছে---(২৬৭)

(ক) হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ--قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ لاَ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (14394)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন: "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম **(সাহাবী)** দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও **(তাবেয়ঈ'ও)** দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে সেও **(তাবে'-তাবেঈ"নও)** দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

(খ) হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "طُوْبَى لِمَنْ رَآنِيْ ، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِيْ ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (6106)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিকের গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলেছেন: "সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে**(সাহাবী)**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ **(তাবেঈ")**, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ **(তাবে'-তাবেঈ'ন)**"। আল-আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১০৬।

উপরে বর্ণিত **(১) চূড়ান্ত ক্ষমতা। (২) ইখতিয়াভুক্ত তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার** মধ্যকার পার্থ্যক্যটি কয়েকখানা হাদিস শরীফের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। কারণ, **(১) চূড়ান্ত ক্ষমতা (২) ইখতিয়াভুক্ত তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার** সমন্বয়ের নামই হচ্ছে ইসলামি শরীয়ত। তবে, এখানে উভয়ের মধ্যকার পার্থ্যক্যটি বঝাবার জন্য সর্ব প্রথম দুখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য হাদিস শরীফগুলো প্রথম দুখানা হাদিস শরীফের সাহয্যকারী হিসেবে আনা হবে।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، فَمَا أَحَلَّ فَأَحِلُّوْهُ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَلَمْ يُحَلِّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (١٠١) + مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٨)

অর্থ:-হযরত উবাইদ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেন: আল্লাহ হালাল ও হারাম করেছেন। অতএব যা হালাল করেছেন তা হালাল কর, আর যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ কর। তা থেকে কিছু

(২৬৭) "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মুসলিম ও মুসলিম উলাউলামাগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ছেড়ে দিয়েছেন হালালও বলেন নি, হারামও বলেন নি, তা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা বা উদারতা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৮।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ: أَحَلَّ اللَّهَ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٧)

অর্থ:-হযরত আমর বিন দিনার (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি হযরত উবাইদ বিন আমর কে(রাদিআল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছেন: আল্লাহ তাঁর হালালকে হালাল করেছেন ও হারামকে হারাম করেছেন। অতএব যা তিনি হালাল করেছেন তাই হালাল, আর যা তিনি হারাম করেছেন তাই হারাম। এবং যা থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন তা হচ্ছে ক্ষমা বা উদারতা। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৭।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার বিষয়টি মহান আল্লাহ তাআ'লা নিজের হাতে রেখেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় অংশের আইন প্রণয়নের বিষয়টি(ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়টি) মুসলিম মানুষের হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন বা অধিকারভুক্ত করেছেন। এটা কতই না মহাআনন্দের কথা! **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** (আলহামদুলিল্লাহি)।

প্রথম অংশের আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারবুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে- ফরজ-হারাম, হালাল, সীমা এবং নতুন আইন সংযোজন তথা "**بِدْعَةٌ**"(বিদআ'তুন) নামে বিষয়গুলো। ইসলামি শরীয়তে এই বিষয়গুলোর আইনগত নাম দিবেন একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং শরীয়ত প্রবর্তনকারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা।

দ্বিতীয় অংশের আইন প্রণয়নের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারবুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে- ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব এবং জায়িয-মুবাহ নামে ইত্যাদি বিষয়গুলো। ইসলামি শরীয়তে এই বিষয়গুলোর আইনগত নাম দিবেন "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত মুসলিম উলামাগণ। "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত মুসলিম উলামাগণ যদি এমন কোন বিষয় রেখে যান যেগুলোর ইসলামি শরীয়তে আইনগত নাম নেই সে গুলোর আইনগত নাম দিবেন **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত ঐসমস্ত সর্বোৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণ যারা "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ**" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত মুসলিম উলামাগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةِ** (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে থাকেন। অন্যথায় নহে।

ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়ঃ

ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়গুলো সাধারণত দুই প্রকার।

(১) পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত ফরজ-হারামবিহীন বিষয়।

(২) পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়গুলো হচ্ছে- মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য **بِدْعَةٌ** (বিদআ'ত) শব্দের শাব্দিক অর্থের আওতাধীন যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলো।

উপরোল্লিখিত **ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়গুলোর নাম করণের ক্ষমতা** "**خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ**" (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত এবং **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মুক্তবুদ্ধি ও **اَلْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায় Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা ভঙ্গ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারীদেরকে কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ তআ'লার দরবারে

অপরাধী হিসেবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা অনুসরণের পদ্ধতি হল "**خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة** " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত মুসলিম উলামাগণ যদি এমন কোন বিষয় রেখে যান যেগুলোর ইসলামি শরীয়তে আইনগত নাম (268) নেই **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট উলামাকেরামগণসে সেগুলোর আইনগত নাম দিবেন। এটাই হচ্ছে Chain of Command-চেইন অফ কমান্ড তথা আদেশের ধারাবাহিক ক্রমধারার (আনুগত্যের পালাক্রমের) ধারাবাহিতা অনুসরণ করা।

শরীয়তসমর্থিত আইনবহির্ভূত নতুন নতুন বিষয়গুলোকে, নতুন নতুন কাজ ও ব্যপারগুলোকে ঐচ্ছিকবিষয় হিসেবে গণ্য করে মুসলিম মানুষের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারর্ভুক্ত করায় মুসলিম মানষুের কতই না সম্মান বাড়ল বা মুসলিম মানুষটি কতই না সম্মাণিত হল! **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)** কতিপয় নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট মুসলিম মানুষ নিজেরা নিজেদের সেই সম্মাণ ও মর্যাদা বুঝতে অক্ষম হয়েই পড়েছে। এ টা তাদের জন্য কতই না দুর্ভাগ্যের কথা!

মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিন-মুসলিমের সম্মাণের বিষয়ে পবিত্র হাদিস শরীফে বলেনঃ-------

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ - "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ" (٨٣٥٦+٦٠٨٤) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট মুমিনের চেয়ে কোন বস্তুই অধিক সম্মাণিত নেই"। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪।

যাহোক এতক্ষণ আমি **(১) চুড়ান্ত ক্ষমতা (২) ইখতিয়াভুক্ত তথা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার** বিষয়ে মোটামেটি আলোচনা করেছি। এখন নিম্নে এ সম্পর্কিত আরো কয়েকখানা হাদিস শরীফ দেওয়া **হল।**

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ :" الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (٦٠٠١)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الثالث)+ سُنَنُ التِّرْمِذِي (١٧٢٦)

অর্থঃ- হযরত সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা। আর যা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০০১+ সুনানুত তিরমিজি শরীফ,হাদিস শরীফ নং-১৭২৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم :" الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (٦٠٣٦)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الثالث)

অর্থঃ- হযরত সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হারাম করেছেন তা। আর যা থেকে চুপ বা নীরব

---

(268) **"মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) সম্পর্কে অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি আইনগত নাম অজ্ঞ থাকা** প্রসঙ্গ ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

থেকেছেন (ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৩৬।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانَ عَنِ الْجُبْنِ, وَالْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ ،فَقَالَ: إِنَّ حَلالَ اللهِ حَلاَلُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِى الْقُرْآنِ ، وَإِنَّ حَرَامَ اللهِ الَّذِي حَرَّمَ فِى الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ ـ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٨٧٦٥)

অর্থঃ- হযরত আবু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালমানকে (রাদিআল্লাহু আনহু) পনির, গাদা ও ঘি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহর হালাল হচ্ছে তিনি তাঁর যেই হালালটি কুরআনে হালাল করেছেন আর আল্লাহর হারাম হচ্ছে যেই হারামটি তিনি কুরআনে হারাম করেছেন। আর এ ছাড়া বস্তু আছে তা তিনি ক্ষম্‌ করেছেন। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক। হাদিস শরীফ নং-৮৭৬৫।

উপরে বর্ণিত প্রথম দুটি হাদিস শরীফসহ সালমানকে(রাদিআল্লাহু আনহু)সহ হাদিস শরীফত্রয়ে তিনটি বিষয়ে যেমন- বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু এই সীামিত ও সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ে উত্তর না দিয়ে সার্বিক ও ব্যাপক উত্তর দিয়ে বলেন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা যেই বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয। আর যেই বিষয়ে হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দেওয়া থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন, কোন কিছুই বলেন নি তা মানব কল্যানের জন্য শরীয়ত সমর্থিত, সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়। উপরে বর্ণিত সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই বিরোধিতা করা। এরূপ বিরোধিতা হচ্ছে কুফরী। আর যে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করবে সে কাফির। আল্লাহ তাআ'লা সকল মুমিন-মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন!

তবে, শরীয়ত সমর্থিত, সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলো সম্পাদনের জন্য, বাস্তবায়নের জন্য ও কার্যকর করার জন্য ও আদয় বা পালন করার জন্য কোন সহজ পদ্ধতি উলামাকেরামগণ সাধারণ মুসলিমের জনে্য প্রস্তুত করে দিতে পারেন। আর এ কাজটি হচ্ছে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক পদ্ধতি।

"شَرِيْعَةٌ" (শরীয়ত)তথা **"আইনের উপসংহারঃ**

মুসনাদু ইবনু হিব্বানের হাদিস শরীফখানার উপস্থাপনার মাধ্যমে **"شَرِيْعَةٌ"** (শরীয়ত)তথা **"আইনের** উপসংহার টানব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، وَسَنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُوْدًا، وَأَحَلَّ حَلاَلاً، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الْإِسْلاَمَ وَجَعَلَهُ سَهْلاً سَمْحًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا ـ مُسْنَدُ اِبْنِ حِبَّانٍ (٢٣٦١)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক পাওনাদারকে তার প্রাপ্য দিয়ে থাকেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ ফরজসমূহকে ফরজ করেছেন, সুন্নাত তথা নিয়ম-রীতিসমূহকে প্রবর্তন করেছেন, সীমাসমূহকে সীমা নির্ধারন করেছেন, হালালকে হালাল করেছেন, হারামকেই হারাম করেছেন আর ইসলামকে প্রবর্তন করেছেন এবং একে সহজ-উদার ও প্রশস্ত করেছেন আর একে সংকীর্ণ করেন নি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৬১।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লা এ কথা বুঝাইয়াছেন যে, আমি আল্লাহ যে বিষয়কে ফরজ, হালাল, হারাম করেছি, নিয়ম-রীতিতে পরিণত করেছি ও সীমা নির্ধারণ করেছি সেগুলোকে সেইভাবেই বহাল রাখা হচ্ছে ইসলামের সহজাবস্থা, উদারতা ও প্রশস্ততা আর মহান আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ, হারাম, হালাল, সীমা ও নিয়ম-রীতির বাইরে কিছু করা হচ্ছে ইসলামের সংকীর্ণতা। যে কোন মুসলিম মহান আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ, হারাম, হালাল, সীমা ও নিয়ম-রীতির বাইরে কিছু করবে সে ব্যক্তিটি অমুসলিম। কারণ, সে আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ, হারাম, হালাল, সীমা ও নিয়ম-রীতির বিরোধিতা করে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছে।

তার নিজস্ব মতপ্রকশের ব্যাখ্যাঃ যেহেতু মুসলিম মানুষের জন্য ক্ষতিকর যত কিছু আছে তা সবই মহান আল্লাহ 'হারাম' শব্দ প্রয়োগ করে, যে যে কাজ, বিষয় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তা তিনি 'ফরজ' শব্দ প্রয়োগ করে এবং যে যে বস্তু, কাজ ও বিষয় মানুষের জন্য উপকারী কিন্তু ক্ষতিকর নয় তা তিনি মুসলিম মানয়ের জন্য ভোগ করার জন্য 'হালাল' শব্দ

প্রয়োগ করেছেন ও কতটুকু করা যাবে, কতটুকু করা যাবে না উহার একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, বিভিন্ন শর্তারোপ করে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর বাইরে নতুন কিছুকে (শরীয়ত সমর্থিত, সম্পূর্ণ আইন মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলোকে) কোন মুসলিম ফরজ, হালাল, হারাম, সীমা ও নিয়ম-রীতি বলে আখ্যয়িত করতে পারবে না। শুধুমাত্র শরীয়ত সমর্থিত, সম্পূর্ণ আইন মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলোকে **'মহান আল্লাহর চুপ বা নীরব থাকা ষিয়কে'(الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا)** তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য **بِدْعَةٌ**(বিদআ'ত) শব্দের শাব্দিক অর্থের আওতাধীন যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে **"سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"**(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা **"উত্তম নিয়ম"** হিসেবে গণ্য করা ফরজ এবং আমল করা শরীয়ত সমর্থিত, সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয়।

সমাপ্ত